সাক্ষাৎ পাইব কিসে, নাহি পূর্ব্ব মত।
আমি কোথা দূরে আছি, তুলিয়াছ পথ ॥
বিরহে বিরলে বসি, কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমায় সহ, শুধু হয় দেখা ॥
তাহাতে যেরূপ হয়, জানে মাত্র মন।
তুমিও জানিতে পার, দেখিলে স্বপন ॥
সেরূপে তোমার নয়, প্রণয় প্রকট।
স্বপন গোপন তাই, তোমার নিকট ॥
স্বভাবে আমার ভাবে, দেখিলে স্বপন।
প্রেম-সুধা দানে কেন, হইবে কৃপণ ? ॥
ভাল ভাল, থাকো ভাল, আমি তাই চাই।
ভাল ভাল, দেখা হোলো, যেঁচে আছি যাই
দুখের উপরে দুখ, সুখ পুন দুখে।
কি বোলে আদর করি, বাক্য নাই মুখে ? ॥
অকস্মাৎ একি ভাব, চারু দরশন।
বল দেখি এখানেতে, কেন আগমন ? ॥
বিপরীত দেখে আজ, সোহিত হৃদয়।
অপরূপ দিনমণি, পশ্চিমে উদয় ॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে, হতেছি বিস্ময়।
তুমি কি হে সেই 'তুমি', সেই তুমি নয় ॥
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি, সেই আমি নই।
ভ্রমেতে তোমায় তাই, সেই 'তুমি' কই ॥
এসো এসো এসো প্রাণ, যে হও সে হও।
আমি, কিন্তু সেই আমি, তুমি সেই নও ॥
এ ভাবে কি হবে আর, মিছে মন ছোলে।
গোলে যেতো মম মন, সেই তুমি হোলে ॥
হও যদি সেই 'তুমি', তুমি, বটে সেই।
কলত তোমাতে আর, সেই তুমি নেই ॥
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব।
পূর্ব্বকার আকার, রয়েছে বটে সব ॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে, সমুদয় ভাগ।
আকৃতির অঙ্গে শুধু, দেখি এক দাগ ॥
এখন তোমায় প্রাণ, দেখে মরি রেগে।
সত্য করি বল প্রাণ, কে দিয়েছে দেগে ? ॥
আছে সব পূর্ব্ববৎ, আকার প্রকার।
একমাত্র ভাবান্তর, হোয়েছে তোমার ॥
গেলে গেলে, যাও যাও, একেবারে গেলে।
পুনরায় কেন প্রাণ, দাগা হোয়ে এলে ? ॥
বেঁধেছি মনের হাতে, প্রতিজ্ঞার তাগা।
করিয়াছি এই পণ, পুষিবনা দাগা ॥
এখন কি অন্ধকারে, স্থলে আর আলো।
কাড়াকাড়ি ভাল নয়, ছাড়াছাড়ি ভালো ॥

রূপক।

প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

বলনা ললনা প্রাণ, ললিতনয়নি।
নলিনী মলিনী কেন, করে সে রজনী ? ॥

উত্তর।

যেরূপ স্বভাব যার, সে চায় সে-রূপ।
শক্তির বিস্তার করে, করিতে স্বরূপ ॥
তিমিরে ত্রিলোক তূর্ণ, পূর্ণ করে সেই।
তামরসে তমোরাশি, দান করে সেই ॥

প্রং।

অবনী অসিত বর্ণা, নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে, রজত নিকরে ? ॥

উং।

সময়েতে হয় যারে, বন্ধু, অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে, শত্রু প্রতিকূল ॥
কুমুদ বান্ধব ইন্দু, পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিত, তিমিরে নাহি ভয় ॥

প্রং।

কোথা সেই ইন্দু বন্ধু, দিবা আগমনে ?।
মুদিত কুমুদী ছবি, রবির কিরণে ? ॥

উং।

উপযুক্ত প্রতিযোগী, মান যদি হরে।
মানি তাহে মনে মনে, ক্ষোভ নাহি করে ॥
শশি, সূর্য্যে, ভেদ বহু, ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিত হোয়ে, দুখ নাহি গণে ॥

প্রং।

কুমুদিনী, কমলিনী, নায়ক বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি, শ্রেষ্ঠ কার সখ্য ? ॥

উং।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার, স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার, হৃদয়ে গরল ॥
সুশীতল সুধাকর, নায়ক প্রধান।
ভানু পূরিত ভানু, কৃতান্ত সমান ॥

প্রং।

নলিনীনায়ক যদি, নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে, ভাবে প্রিয়তম ? ॥

উং।

সমানে সমানে যদি, মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে, প্রেমরসে মজে ॥
লজ্জাহীনা কমলিনী, পূর্ণ অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর, ভাল লাগে তারে ॥

প্রং।

নলিনীর লজ্জা নাই, কিরূপে জানিলে।
রূপ গর্ব্বে গর্ব্বিত সে কিরূপে, মানিলে ? ।

উং।

মুখের ভঙ্গিমা দেখি, মন জানা যায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক, পরিচিত তায় ॥
বিশেষে পদ্মিনী ফুটে, প্রভাত প্রহরে।
পতি চক্ষে ধূলি দিয়া, উপপতি করে ॥

প্রং।

কলানাথে কুমুদের, প্রেম কি কারণ ? ।
উত্তম নামেতে খ্যাত, বল বিবরণ ॥

উং।

উত্তম প্রণয়ি বলি, ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ ক্লেশ, নাহি হয় যারে ॥
অমা আগমনে সুধাকর না প্রকাশে ॥
তথাপিও কুমুদিনী, সুখরসে ভাসে ॥

প্রং।

শশি অস্তুদয়ে বল, নিশি কি কারণ।
কুমুদীর ক্লেশকরী, না হয় কখন ? ॥

উং।

প্রবল বিপক্ষ যদি, স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার, অধীনে করে জয় ॥
কলাস্তর কলানাথ, হইলে অন্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে, প্রফুল্ল অন্তর ॥

প্রং।

বল দেখি প্রিয়তমে, করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠ গুণ, কাহাতে সঞ্চার ॥

উং।

লজ্জাবতী যে যুবতী, উত্তমা সে হয়।
সেই মাত্র জানে সত্য, কিরূপ প্রণয় ॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ, কুমুদী উপমা।
লজ্জাহিনা পদ্মজিনী, নায়িকা অধমা ॥

রূপক।

প্রণয়

পদ্য।

এসো এসো এসো প্রাণ, বোসো এইখানে।
'ভাল আছি' বল মুখে, শুনি তাই কাণে ॥
ভাল ভাল, ভালবাসো ভালবাসো, আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক, ভাল থাকি তায় ॥
ভাবেতে জানাও যেন, ভালবাস কত।
কেমনে সে ভাব তব, হব অবগত ॥
ফলেতে কিরূপে তুমি, লুকাবে স্বভাব।
ভাবেতেই বুঝা যায়, ভিতরের ভাব ॥
অন্তর হয়েছ তুমি, অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি, মুখখানি দেখে ॥
হাসি হাসি মুখখানি, তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে, কাঁদির কপাট ॥
আছ তুমি যদি সেই, প্রেম ছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে, দেখে কেন, প্রাণ উঠে কেঁদে ॥
রাখিব তোমায় আর, কেমন করিয়া।
বোধ হয় উড়ে যাবে, শিকল কাটিয়া ॥
এতকোরে পুষিলাম, না মানিলে পোষ।
জানিলাম, সে আমার, কপালের দোষ ॥

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকাল

॥ * ॥ সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সরেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভৃংসংজ্ঞাম মতন্দ্রমীলদমৃতং পীত্বা কুমুদাকরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যন্নিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতরাঃ সান্দ্রবিরেফারসং ॥

৫৭১৯ সংখ্যা | মঙ্গলবার ১ মাঘ ১২৬৩ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৭ সাল | মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

১ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৮। দানিশাব্দাঃ ১০৬

জয় জগদীশ্বর! জয় জগদীশ্বর! হে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর!—অদ্য-প্রাতে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণত হইয়া একবার তোমার পদে প্রণাম করি। কেবল তোমারি কৃপায় আমি এই প্রচুর পীড়াপরিপূরিত ভগ্নদেহ ধারণ করিয়া এপর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছি। শারীরিক ধর্ম্মে যাহা করিতে হয় তাহাই করিতেছি, আমাতে আমি, আমি ভাবিয়া অভাবে স্বভাবে কত ভাব ধরিতেছি, এই অভাবনীয় ভাবময় ভবভবনের ভাব সকল ভাবিতে ভাবিতে পরমায়ুঃ হরিতেছি! তোমার বিচিত্র বিরচিত জগচ্চিত্র-কর-চিত্রস্থিত-অন্নের অনুকম্পায় উদর-ভাণ্ডারে কতই অন্ন ভরিতেছি। শরীরের শোভাবৃদ্ধি এবং কষ্ট নষ্ট করণ কারণ সময়ে সময়ে কতই বস্ত্র পরিতেছি!—এই সমুদয় যোগ্য ভোগ্য ভোগ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রীতমনে তোমাকে স্মরিতেছি। তোমার অপার অনন্ত অমল-গুণ সংকীর্ত্তনে ও সুমধুর সুধাময় নাম উচ্চারণে আন্তরিক যন্ত্রণার জঞ্জাল হইতে তরিতেছি।

হে পামরপাবন করুণাময়! তোমার করুণাকৌশল কিছুই বুঝিতে পারিনা; কি অদ্ভুত! অসহ্য যাতনা সহ্য করণে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যৎকালে কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদনবদনে তোমাকে ডাকিতে থাকি, এবং মনে মনে গোপনে গোপনে অভিমানী হইয়া তোমার নিকট অভিমান করিতে থাকি, তৎকালে বোধ হয়, যেন তুমি আমার গাত্রে পদ্মহস্ত মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বয়ং সকল সন্তাপ সংহার করিতেছ; এবং হৃদয় মধ্যে উদয় হইয়া মনের সকল মালিন্যই মোচন করিতেছ। আহা, কি আশ্চর্য্য!—আমি পূর্ব্বক্ষণে অপার দুঃখের সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া পরক্ষণেই আবার তখনি তখনি সীমাশূন্য সুখের সমুদ্রে ভাসিতে থাকি। হে নাথ! আমি অতি অজ্ঞান, মূঢ়,—তোমার এই বিচিত্র করুণার কার্য্য এবং অনন্ত-ভাব কিছুই অনুভাব করিতে পারিনা। কখনো কখনো ঘোরতর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকি, কখনো বা এই আত্মাকে হাস্যধনের ভাণ্ডার করি, এবং কখনো কখনো অত্যাশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া ভৌতিক-ভাবে শুদ্ধ নীরব থাকি,—তখন আর পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে হয়না, ও হাসিতে হয়না, এবং কথা কহিবারো শক্তি থাকেনা। হে নাথ! তোমার, এ, কি চমৎকার ব্যাপার? আমাকে কেনই কাঁদাও, কেনই হাসাও? আমি বা কেনই কাঁদি? কেনই হাসি? এই কান্না হাসির কথা কহিতে কহিতে কেবল কান্না হাসিই আসিতেছে।—আমি এই হাসির কথা কাহাকে কহিব? এই হাসির কথায় সকলেই হাসিবে, কিন্তু হাসির মত হাসি কাহারো মুখে দেখিতে পাইব না। যাহা হউক, এ যাত্রায় বড় হাসাইলে, আমার হাস্য দেখিবার নিমিত্ত এই হাস্যের ব্যাপার করিয়াছ, এবং এই হাস্য দেখিতে দেখিতে আপনিও প্রচ্ছন্নভাবে হাসিতেছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, আমি কেবল আপনার ভাবে আপনিই হাসিতেছি, একটিবার তোমার মুখের হাসি দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ফলে ইহা নিশ্চয় করিয়াছি, আমি যখন তোমার হাসি দেখিতে পাইব, তখন আর আমার মুখে হাসি থাকিবেনা;—নিয়তই কেবল কাঁদিতে হইবে। হে দয়াময়! অধুনা আর কোন প্রার্থনা নাই, শুদ্ধ এইমাত্র ভিক্ষা করি, তুমি অনুকূল হইয়া এই সময়ে এই ভিক্ষুককে কেবল হাস্য ভিক্ষা প্রদান কর। আমি এই বিশ্ববাসে আগমন সময়ে কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিলাম, তৎকালে আমার হাস্যবদন কেহই দেখে নাই, এইক্ষণে গমনের সময়ে আর যেন কাঁদিতে না হয়, তোমার কৃপাপূর্ণ মহাপ্রসাদ মস্তকে বহন করিয়া যেন হাসিতে হাসিতে যাত্রা করি।

হিতাবলী

যাহা স্বভাবত উত্তম, তাহার উত্তমতার অভাব কিছুতেই হয় না। তাহার আদর কর অথবা অনাদর কর, তাহাকে উৎকৃষ্ট কিম্বা অপকৃষ্ট যে অবস্থায় স্থাপিত কর, সে সেই রূপে থাকিয়াই স্বকীয় স্বভাবগুণ প্রকাশ করিবেই করিবে। বহুমূল্য মণিভূষণকে চরণাভরণ করিলে তাহাতে সেই ভূষণের ভৎর্সনা কেহই করেনা, এবং মণির মর্য্যাদার হানি মাত্রই হয় না; ব্যবহার দোষে এবং অনভিজ্ঞতা জন্য নিয়োগকর্ত্তাই কেবল হাস্যাস্পদের আস্পদ হয়েন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের উচ্চ আসনে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা যদি পাত্র বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক যথাযোগ্য পদে অভিষিক্ত না করেন, তাহাতে সেই উপযুক্ত পাত্রের অপরাধ কি? যোগ্যব্যক্তি সুযোগ-সূচক সুসময় পাইলেই আপনার যথার্থ স্বভাব এবং স্বরূপ-গুণ ব্যক্ত করিবেন এতদ্বিষয়ে সংশয় মাত্রই নাই,—কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনার ত্রুটি জন্য ঐ কর্ত্তাটির মহিমাচন্দ্রে চিরকালের নিমিত্ত কলঙ্ক অঙ্ক প্রকাশমান থাকিবেই থাকিবে।

পদ্য।

উত্তম উত্তম হয়, মধ্যম মধ্যম।
সদাকাল সমভাবে, অধম অধম॥
উত্তমে উত্তম পদ, মধ্যমে মধ্যম।
অধমে অধম পদ, পদের নিয়ম॥
ন্যায়মত কার্য্য এই, নীতিশাস্ত্রে কয়।
যথাযোগ্য পদ পেলে, পদে তবে রয়।
রাজোর প্রধান যিনি, কিম্বা ধনবান।
পাত্র-ভেদে পদ দান, বিহিত বিধান॥
গুণ সম সমাদর, সম ব্যবহার।
কোনমতে অবিচার, না হয় প্রচার॥
ঈশ্বর ধনের পতি, করেছেন যারে।
সব দিকে সুচতুর, হোতে হবে তারে॥
ধনি হোয়ে বিলক্ষণ, বিচক্ষণ নয়।
সুলক্ষণ কোথা তার? অলক্ষণময়॥
ধনের যে ব্যবহার, কেমনে জানিবে?।
ভাল মন্দ বিবেচনা, কেমনে করিবে?॥
সম্পদে সুনাম ভোগ, করিবে সে কবে?।
পাত্রাপাত্র বোধ তার, কেমনে রহিবে?॥

ধন সম মন নয়, অভিমানে ধনী।
কেহ নাহি করে তার, সুরাণের ধ্বনি॥
যেজন যেমন ধনী, যত ধন যার।
সেইরূপ, নীতি লাভে, প্রয়োজন তার॥
নীতিতে নিপুণ যেই, নৃপতিনন্দন।
হিতাহিত বুঝে করে, কার্য্যের সাধন॥
রাজার লক্ষণ যাহা, সমুদয় ধরে।
অবিচার অত্যাচার, কখনো না করে॥
গুণী হোয়ে নিজে করে, গুণের বিচার।
দশের বদনে হয়, যশের প্রচার॥
ধনবান নিজে, কিন্তু, গুণ নাই যার।
গুণির নিকটে গুণ, নাহি লয় ধার॥
পদের মতন কিছু, দেখিতে না পাই।
সুজনের সমুচিত, সমাদর-নাই॥
উত্তম, অধম, ভেদ, কভু নাহি রাখে।
তারে দেয় ভাল পদ, ভালবাসে যাকে॥
না করে রাজার কর্ম্ম, আচারে বিচারে।
কোনকালে কেহ নাহি, ভাল বলে তারে॥
এইরূপ আচরণে, সকলেই হাসে।
সুজন পণ্ডিত আর, নিকটে না আসে॥
পণ্ডিত বিরূপ হোয়ে, ত্যাগ করে যাকে।
ন্যায়মত কর্ম্ম তার, কিছু নাহি থাকে॥
রাজগৃহে নীতি যদি, গুণবতী নয়।
তবে আর কিরূপেতে, সুমঙ্গল হয়?॥
নীতির নিপাত হোলে, রক্ষা নাই আর।
পতি বোলে, ক্ষিতি তার, নাহি বহে ভার॥
বিপদেরে ডেকে আনে, পদে নাহি রয়।
দেখে শেষ, ত্রিসংসার, অন্ধকারময়॥
বল বল বুদ্ধিবল, বলের প্রধান।
সকলের বড় তিনি, যিনি বুদ্ধিমান॥
বুদ্ধিমান ধনশালী, গুণশালী হয়।
চিরদিন সুখ তার, সমভাবে রয়॥
বুদ্ধিহীন ভাগ্যধর, হস্তির সমান।
সুরাগ, সুরব নাই, নাই যশ, মান॥
বুদ্ধি দোষে যে প্রকার, বলবান হাতী।
নিত্য খায় বলহীন, মাছুতের লাতি॥
সেইরূপ বোধহীন, ধনিসুত যত।
কুমন্ত্রির বশ হোয়ে, হয় মান হত॥
আপনারে আপনি সে, চিনিতে না পারে।
একেবারে সমুদয়, দেয় ছারে খারে॥
হাতী যদি আপনার, বল জ্ঞাত হবে।
মাছুতের প্রহার সে, কেন খাবে তবে?॥
যিনি হন ধরা আর, ধনের ঈশ্বর।
নিয়ত করেন যেন, সতের আদর॥
ত্রিবিধ জনের মাঝে, যে হয় যেমন।
তার প্রতি করিবেন, ব্যাভার তেমন॥
শাস্ত্র, শস্ত্র, অশ্ব, বাক্য, বীণা, নারী, নর।
করে শুধু মানুষের, উপর নির্ভর॥
এ সবার ব্যবহার, যেমন যে জানে।
তার কাছে যোগ্য হয়, সেই পরিমাণে॥
শাস্ত্রের মর্য্যাদা হয়, পণ্ডিতের স্থানে।
মূর্খেতে মহিমা তার, কিছু নাহি জানে॥
সমরে পণ্ডিত যেই, বল যার থাকে।
অস্ত্রের আদর করি, যতনেতে রাখে॥

বীর বিনা, কেবা জানে, অস্ত্রের ব্যাপার।
ব্যবহার দোষে তার, নাহি থাকে ধার॥
যোগ্যজনে সঞ্চালন, না করিলে ঘোড়া।
চালকের দোষ শেষে, হোয়ে যায় খোঁড়া॥
পালক চালক যদি, না হয় প্রবীণ।
বালক-সময়ে ঘোড়া, হয় কর্ম্মহীন॥
সেই তারে বড় করে, গুণ যার যাতে।
বাজে বাজি, ত্যজি হয়, সেফাদের হাতে॥
গীতশাস্ত্রে সুনিপুণ, সুগায়ক বিনা।
কৃষকে কেমন কোরে, বাজাইবে বীণা?॥
রাগ বিনা, বীণা তার, মধুর কি বাজে?।
ব্যবসায়হীন জনে, সে সাজ কি সাজে?॥
তারেতে চালায় তার, রাগ অনুরাগে।
বেতারের সে, তার, বেতার কার লাগে?॥
এক মনে যেই শুনে, সে তারের গান।
তার তার তার কাণে, সমান সমান॥
অগুণির করে দিলে, কি হইবে তাতে?।
শালগ্রাম, নারা পড়ে, রাখালের হাতে॥
বচনের মর্ম্ম রস, না লয় যেজন।
তার কাছে মিছে হয়, সরস বচন॥
কথা শুনে ভিতরের, সারভাগ লয়।
তার কাছে বচনের, সমাদর হয়॥
স্বভাবতো যে পুরুষ, উত্তম না হয়।
তাহার আশ্রয় নিয়া, যে পুরুষ রয়॥
তাহার মনের ভাব, মনে পায় লয়।
কাজে কাজে সে পুরুষ, কাপুরুষ হয়॥
অমানুষে মানুষের, গুণ কোথা আছে?।
মানুষ মানুষ হয়, মানুষের কাছে॥
মানবের গুণে বাড়ে, মানবের গুণ।
অনুরাগ পেয়ে হয়, নিয়মে নিপুণ॥
উত্তমের কাছে যদি, নারী পায় স্থান।
গুণবতী হয় তবে, বাড়ে তার মান॥
অধমের কাছে নাই, সেরূপ সম্মান।
গুণ যদি থাকে তার, গুণে হবে দোষ॥
উত্তমে অধম পদ, অধমে উত্তম।
ধনিদের নহে এই, উত্তম নিয়ম॥
অধম বিরস কিসে, হইবে সরস?।
নিয়োগের দোষে হয়, কর্ত্তার অযশ॥
উত্তমের নাহি হয়, গুণের সংহার।
স্বভাব সদাই করে, সভাবে সঞ্চার॥
যদ্যপি অনল দেও, অধোভাগে ফেলে।
শিখা তার উঠিবেই, উচ্চ দিক্ ঠেলে॥
আপনি ভূতল পোড়ে, হইবে নির্ব্বাণ।
প্রতিভা করিবে তার, উপরে প্রয়াণ॥
চরণের আভরণ, মণি কভু নয়।
কাচ কভু মাতার, মুকুট নাহি হয়॥
চূড়ামণি, কোনকালে, নাহি পরে পায়।
নূপুর তুলিয়া কেহ, পরেনা মাতায়॥
মাতার মুকুট যদি, পরে কেহ পায়।
ভূষণের ভৎর্সনা কি, হোতে পারে তায়?॥
যে রতন যোগ্য হয়, সোণায় খচিত।
তারে যদি করে কেহ, সীসায় মণ্ডিত॥
কেবল করেনা তত, শোভার সঞ্চার।
মণির মহিমা তায়, না হয় সংহার॥

রতন কখনো তায়, করেনা রোদন।
অভিমানে নাহি কয়, খেদের বচন॥
যদ্যপি মণ্ডিত করে, মুকুটেতে কাচ।
সেই কাচ, কাচ নয়, সেই এক কাচ॥
রতনের অলঙ্কার, পরে যেই পদে।
মনে মনে ভাবি সেই, কি সে থাকে পদে?॥
কর্ম্মদোষে আপনার, লঘুতা প্রকাশে।
ব্যবহার দেখ তার, সকলেই হাসে॥
বিনয় বচনে তাই, বলি সুবিহিত।
মানুষ নিকটে রাখ, রাজার উচিত॥
রাজা যদি না রাখেন, সুনীতিজ্ঞ জনে।
রাজ্যের কুশল তবে, হইবে কেমনে?॥
ধনির নিকটে যদি, আদর না পায়।
সুজন পণ্ডিত তবে, কোথায় দাঁড়ায়?॥
ভাল ভাল লোক থাকে, যাহার সভায়।
সে রাজার গুণ, যশ, দশ দিগে যায়॥
যার দ্বারে বিচক্ষণ, পণ্ডিত না রয়।
ভূপাল সে নয় কভু, ভূপাল সে নয়॥
"হুবচন্দ্র" রাজা ছিল, "গয়" মন্ত্রী যার।
করে কেবা করে তার, প্রশংসা প্রচার?॥
নবরত্ন সভাপতি, বিক্রম-আদিত্য।
অদ্যাপি তাহার গুণ, সবে গায় নিত্য॥
কবি কালিদাস মুখে, কবিতা শুনিয়া।
একেবারে ভাবভরে, মোহিত হইয়া॥
ভাবগ্রাহি, গুণগ্রাহি, কণাট ভূপাল।
পুরস্কার করিলেন, আপন কপাল॥
প্রতি কবিতায় করি, দিগ্ বিতরণ।
অবশেষ দেখিলেন, নাহি আর ধন॥
দানের সঙ্গতি নাই এরূপ জানিয়া।
হেঁট মুখে রহিলেন, নীরব হইয়া॥
বলিবার কিছু নাই, বলিব কি আর?।
গুণি হোয়ে কর সবে, গুণের বিচার॥
ধনী আর ধরাপতি, যে হও সে হও।
আর আর যত কেহ, এ জগতে রও॥
যে প্রকার শক্তি যার, করি পরিমাণ।
কবি আর বিদ্বানের, রক্ষা কর মান॥
যোগ্য জনে যথা যোগ্য, করিয়া নিয়োগ।
নিজ নিজ ঘরে সবে, রাজ্য কর ভোগ॥
হাটে হাটে ভিক্ষা করি, পেয়ে কিছু দান।
প্রাণ দিয়া রক্ষা কর, পণ্ডিতের মান॥
সতে করি সমাদর, থাকো মানে মানে।
যেওনাকো, অসতের, বসতের স্থানে॥
অধিক কি কব আর, এমন তেমন?।
সেইরূপ কর তারে, যে জন যেমন॥

রাজা যদ্যপি বালক হন, তথাচ তাঁহাকে বালক বোধে সামান্য মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করা কখনই কর্ত্তব্য হয়না; যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ দেব স্বরূপ, মনুষ্যরূপে মহীমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, অতএব ঐ

ভূপতি সর্ব্বতোভাবেই সেব্য ও পূজ্য তাহাতে সংশয় কি?

পয়ার।

দেশের যে ক্ষিতিপতি, শিশু যদি হয়।
তথাচ মাতারমণি, বালক সে নয়॥
ঈশ্বর দিলেন যারে, বিপুল বিভব।
কখনো ভেবনা তারে, সামান্য মানব॥
সাক্ষাৎ দেবতা সেই, আছে ভাবে যার।
ভূলোকে মানবরূপে, করেন বিহার॥
যে রয়েছে শাসনের আসনে বসিয়া।
কোরোনা অবজ্ঞা তারে, বালক বলিয়া॥
অবনীর সমুদয়, ভার যার হাতে।
সকলের সেরা সেই, সংশয় কি তাতে?॥
সাপের সলই দেখে, যেনা করে ভয়।
অচিরাৎ যায় সেই, যমের আলয়॥
শিশু হোলে কি হইবে? দেশের ঈশ্বর।
জাননা, সাপের-ছানা, অতি ভয়ঙ্কর?॥
পদের প্রভাবে ধরে, প্রবল প্রতাপ।
যত বড় বুড়ো বল, বুড়োর সে বাপ॥
অপেক্ষা কি থাকে তার, ইঙ্গিত ধরিতে।
চোখের পলকে পারে, সকলি করিতে॥
যাহার কিঞ্চিৎ কোপে, মরণ সম্ভবে।
মুখে আর মনে তারে, মান্য কর সবে॥
কিঞ্চিৎ কৃপায় যার, কত উপকার।
ধন, মান, যশ, লাভ, অশেষ প্রকার॥
ক্ষণমাত্রে জয় হয়, যার পরাক্রমে।
আমাদের অসাধ্য সে, নহে কোনক্রমে॥
ভূপতি যাহার প্রতি, হন দয়াবান।
সহজে সেজন হয়, দেশের প্রধান॥
ধন আর মান বাড়ে, রাজার আদরে।
সকলেই এসে তার, উপাসনা করে॥
যার প্রতি, ধরাপতি, না হন সদয়।
মানুষ বলিয়া তার, গণনা কি হয়?॥
যেখানে সেখানে যায়, মান নাহি পায়।
অপমান করে সবে, কথায় কথায়॥
অতএব প্রিয়গণ, কি কহিব আর?।
নীতিজ্ঞের নিকটেতে, শেখো ব্যবহার॥
দেশ, কাল, পাত্র বুঝে, কর আচরণ।
সুখেতে হইবে তায়, জীবন যাপন॥
হইতে রাজার প্রিয়, যত্ন সবে কর।
যে গুণেতে প্রিয় হয়, সেই গুণ ধর॥
যেরূপ হইবে গুণ, শরীরে তোমার।
সেই পরিমাণে হবে, গুণের বিচার॥
পুরস্কার পায় সবে, গুণ অনুসারে।
গুণের অতীত ফল, কে পাইতে পারে?॥
পরীক্ষায় পরিচয়, করহ প্রচার।
যে হয় রাজার প্রিয়, ভাবনা কি তার?॥

ন্যায়মত কর্ম্ম করি, যথা উপদেশে।
ক্রমেতে উন্নত হোয়ে, মন্ত্রী হবে শেষে॥
অধিক না দেখি আর, উপমার স্থল।
বল বল, মন্ত্রী বল, ভূপতির বল॥
মন্ত্রণার দোষে হয়, বিভব বিনাশ।
মন্ত্রণার গুণে পায়, প্রভব প্রকাশ॥
বিফলেতে ব্যয় করে, ভাগ্যের সময়।
উপযুক্ত, অনুরক্ত, মন্ত্রী সেই নয়॥
রাজার বিপদে হয়, প্রজার বিপদ।
রাজার সম্পদে হয়, প্রজার সম্পদ॥
ভূপতির ধন, মান, যাতে রক্ষা পায়।
মন্ত্রির উচিত করা, সেরূপ উপায়॥
নৃপালের বিপদের, করে প্রতীকার।
এমন সুযোগ্য লোক, মেলা অতি ভার॥
ওরে ভাই, বলি তাই, নব অনুরাগে।
রাজকর্ম্মে সুনিপুণ, হও সবে আগে॥

বালক যদি কোনরূপ ন্যায় কথা কয়, তবে সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করা পণ্ডিত ব্যক্তির অতি কর্ত্তব্য, কারণ যে স্থানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, সে স্থানে কি প্রদীপের আলো প্রকাশ পায় না?

পদ্য।

বালক যদ্যপি কোন, ন্যায় কথা কয়।
সে কথা গ্রহণ করা, সুবিহিত হয়॥
ঘটে যার গুণ আছে, পণ্ডিত যে হবে।
যতনে শ্রবণ করি, মর্ম্ম তার লবে॥
শিশু বোলে যদি তার, ভাব নাহি লয়।
কেমনে পণ্ডিত বলি? পণ্ডিত সে নয়॥
ফলে সে বালক নয়, জ্ঞান যেই ধরে।
বিষয়ে প্রবীণ সেই, বয়সে কি করে?॥
যেখানেতে নাহি হয়, রবির প্রকাশ*।
সেখানে কি দীপ-শিখা, না হয় প্রকাশ?॥
রবি ছবি অনুদয়ে, সব হয় কালো।
পদার্থ প্রকাশ করে, প্রদীপের আলো॥
নীতিতে নিপুণ নয়, বয়সে প্রবীণ।
সমভাবে থাকে সেই, শিশু চিরদিন॥
ন্যায়শীল প্রাচীন, পণ্ডিত নাই যথা।
বুদ্ধিমান্ বালকের, সমাদর তথা॥
সমুচিত হিত কথা, যেজন বলিবে।
কাজে কাজে তার মতে, সবাই চলিবে॥
মাতার ঠাকুর সেই, উচিত যে কয়।
তার কথা, সার কথা, না শুনিলে নয়॥

* প্রকাশ—রৌদ্র, কিরণ।

১নং হইতে ১০০নং পর্য্যন্ত আছে।

শ্রীবিলাসকৃষ্ণ দাস
৩০।৫।৫৩

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং সনাতনমরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ তিমিরমুকুলোদ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৭৯৭ সংখ্যা] গুরুবার ৫ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ, পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টা গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩।৸০ স্কোয়ার মাইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ঐ জমীদারী এইক্ষণে একজন ধনাঢ্য ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উৎপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মান চিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্যুয়ার্স মালাই মেকিণ্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সংপ্রতি মদীয় জমীদারী পরগণে সারাইন জিলা ত্রিপুরায় মোক্তারি পদ শূন্য হওয়ায় তৎপদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে, প্রার্থকের আবশ্যক যে বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষা উত্তমরূপ সুজ্ঞাত থাকে এবং মুন্সেফ সদর আমীন আদালতে ওকালতী করণের সর্টিফিকট প্রদেশীয় কমিটির স্থানে প্রাপ্ত হইয়া থাকে বেতন ৩০ মুদ্রা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
জমীদার।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।
৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রীট-পটলডাঙ্গা।

পিস্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপাসের খোচক সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা

প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।

বিজ্ঞাপন

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের
জীবন চরিত।

উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এক্ষণে বাউণ্ড হইয়া আমারদিগের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।।০ আট আনা।

শ্রী আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা।
কবরডাঙ্গা।
২১ ফাল্গুন ১৭৭৮

সংবাদ প্রভাকর

৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

শ্রীরামপুরের সংবাদ প্রদাতার পত্রে অবগতি হইল, গত শনিবারে উক্ত স্থানে এক ভয়ানক দাঙ্গা ঘটিয়াছে, তদ্বিশেষ এই যে শ্রীরামপুর বাসি শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস গোস্বামী এবং শ্রীযুত বাবু রামদাস গোস্বামী কতিপয় ভৃত্য সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে ১৯ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের দুই জন আফিসর রেইলরোড ষ্টেসন হইতে গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। সামান্য সূত্রে বাবুদিগের ভৃত্য বর্গের সহিত আসিফর দ্বয়ের বিবাদ ঘটনা হয়, বাবুরা তাহা মীমাংসা করিতে আসিবায় রাগোন্মত্ত আফিসরেরা ঠাকুরদাস বাবুর মস্তকে গুরুতর যষ্ট্যাঘাত এবং রামদাস বাবুর গাত্রে অল্পাঘাত করেন এবং বাবুদিগের একজন সহচরের হস্ত ভাঙ্গিয়া দেন, বাবুর সঙ্গি ভৃত্যেরাও এক জন আফিসরের মুখে গুরুতর প্রহার করিয়াছে, এই বিবাদ সময়ে একটা স্ত্রীলোক ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল, বাবুদিগের পক্ষীয় লোক দ্বারাই হউক বা আফিসরদিগের দ্বারাই হউক ঐ রমণী এমত গুরুতর আহতা হইয়াছে যে এত দিন তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকিবেক।

শ্রীরামপুরের সংবাদ প্রদাতার সহিত আমারদিগের বিশেষ পরিচয় নাই, তথাচ আমরা এই সংবাদ সত্য জ্ঞানে পত্রারূঢ় করিলাম। ১৫ আপ্রিল দিবসীয় হরকরা পত্রেও এই বিবাদ সংবাদ প্রচার হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় এ সংবাদ সত্যই হইবেক, কিন্তু হরকরা সম্পাদক উভয় বিবাদিগণের নাম প্রকাশ করেন নাই।

আমরা হরকরা পত্র প্রমাণে লিখিয়াছি "বারাকপুরস্থ ৩৪ সংখ্যক দেশীয় সেনাদলের মঙ্গলপাণ্ডা নামক যে সিপাহী সরজেণ্ট মেজর এবং আজুটেণ্ট জেনরল সাহেবের প্রাণ হনন মানসে তাঁহারদিগকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, কোর্ট মার্সেলের বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে,, কিন্তু ইংলিসম্যান সম্পাদক গত মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন, অদ্যাপি উক্ত সিপাহির প্রাণ দণ্ড হয় নাই, সেনাপতিরা তাহার অপরাধের বিচার করিতেছেন।

শকট চক্রে বা অশ্ব পদাঘাতে অথবা অন্য প্রকারে এক ব্যক্তি দ্বারা অন্য ব্যক্তির দৈবাৎ প্রাণনাশ বা অঙ্গ ভঙ্গ হইলে আঘাতি ব্যক্তির চিকিৎসা ও ভরণ পোষণ বা হত ব্যক্তির অসমর্থ পরিবারের ভরণ পোষণার্থ আঘাতকর্ত্তা বা হন্তার নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ গ্রহণার্থ ১৮৫৫ সালের ১৩ আইন প্রচার হয়, সংপ্রতি এক বৃদ্ধের পুত্র কোন ধনির শকটচক্রে দৈবাৎ হত হইলে বৃদ্ধ উক্ত আইন অনুসারে স্বীয় ভরণ পোষণের নিমিত্ত উক্ত ধনির নিকট ৫০০ টাকা ক্ষতি পূরণ প্রাপ্তির দাবিতে ছোট আদালতে অভিযোগ করিয়াছে, বোধ হয়, ঐ মোকদ্দমা বাদির পক্ষে ডিক্রী হইবে।

গত মঙ্গলবার সায়ংকালে আর মাণির ঘাটে একখান পারাবারের ডিঙ্গীনৌকা মগ্ন হয়, ঐ নৌকায় প্রায় বিংশতি জন আরোহি ছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে। পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন আরোহিবাহি গহনার নৌকার লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদ্রূপ খেয়ার নৌকার লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন, বাঙ্গাল ডিঙ্গিওয়ালারা নৌকা পরিপূর্ণ করিয়া

[illegible]ক লয়, বায়ুর কিঞ্চিৎ প্রাবল্য [illegible]ই নৌকা মগ্ন হইয়া যায়, এই [illegible]র্ব্বদাই বহুপ্রাণিনাশ হইয়া [illegible] পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ [illegible] বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও সাধা[illegible] অনিষ্ট নিবারণে যত্নবান হন [illegible]

[illegible]ষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর [illegible]প অপ্রতুল গ্রস্ত হইয়াছেন [illegible]ইক্ষণে রাজকোষ যেরূপ ধন [illegible]য়াছে তাহাতে ইণ্ডিয়া গব[illegible] কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভা[illegible]গকে দুই বর্ষের মধ্যে চারি [illegible]য় লক্ষ টাকা প্রদানে সক্ষ[illegible]বেন এমত প্রত্যাশা হয় না।

[illegible]লিকাতা নগরে "হিন্দুস্থান [illegible]ক কোম্পানি" ইত্যভিধেয় [illegible]তন আফিস স্থাপিত হইয়া [illegible]ক্ত কোম্পানিরা শকটযোগে [illegible]পশ্চিম প্রদেশে আরোহি ও [illegible] প্রেরণ করিতেছেন।

[illegible]নরস্থিত কোন নীল [illegible] পত্রে প্রকাশ হয়, [illegible] অনেক স্থানে বৃষ্টি হই[illegible]নের [illegible] সুযোগে নীলকৃষিরা অ[illegible]শত [illegible] করিয়াছে।

[illegible]সোমবারে রিষড়াগ্রামে [illegible]গ হইয়া ২০।২৫ খান [illegible]য়াগিয়াছে।

[illegible]র কালেজের প্রধান অ[illegible]পক [illegible]জ সাহেব দক্ষিণ বা[illegible] [illegible]। বিষয়ক ইনিস্পেক্টর মেং হজসন প্রাট সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইবায় হুগলি কালেজের প্রধান অধ্যাপক মেং জেম্‌স গ্রেব্‌স সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপেল হইয়াছেন। মেং গ্রেব্‌স সাহেবের পদ কাহাকে প্রদত্ত হইবেক তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

২২ আপ্রিল দিবসে ছাপরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষারম্ভ হইবেক।

তথাকার পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা যদিও অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে তথাচ আশু তাহার বিশেষ উন্নতি হইবেক।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর অক্টোবর মাসের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন না।

"ওরিএণ্টেল" নামক বাষ্পীয় নৌকায় মান্দ্রাজের ১ সংখ্যক ফিউসিলিয়ার দলের সেনারা বুসাহর নগরে প্রেরিত হইয়াছে।

ফ্রেঞ্চ ফ্রিগেট সিবিলি নামক রণতরী বুসাহর হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হইয়াছে, উক্ত জাহাজের কাপ্তেন সাহেব বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গবরনর জেনরল সাহেবের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন, জেনরল ষ্টাকর সাহেব এবং কমোডোর ইমরসে সাহেব আত্মঘাতি হইয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংবাদ বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যোগে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহারদের আত্মঘাতি হওনের কারণ প্রকাশ হয় নাই।

ইংলণ্ডীয় কোন পত্রে প্রকাশ হয় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে ১৮৬৭।৫৮ সালের মধ্যে ৪০৯ ৩০০০০ টাকা লইবেন।

আফগানস্থানের অন্তর্গত বোলান পর্ব্বতীয় পথে বিংশতি সহস্র সেনা ত্বরায় প্রেরিত হইবে।

সুলতান জান বিস্তর পারস্য সেনা সংহতি করা স্থানে আসিয়াছে, ত্বরায় কান্দাহার রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিবে, কান্দাহারবাসি মোগলেরা পারস্য রাজের প্রস্তাবমত মন করিবে, তাহারা প্রকাশ্যরূপেই তৎপ্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

লাহোর রাজ্যের প্রধান কমিস্যনর সাহেব মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যকালের রাজকার্য্য সংক্রান্ত আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি সুশৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়াছেন।

কানানোরের পত্রে জ্ঞাত করে, উক্ত স্থানে পানি বসন্তরোগাক্রমে বিস্তর লোক মরিতেছে, চিরাকল স্থানের রাজা পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, এবং তদ্রাজ্যের ১১ জন প্রজানাশ হইয়াছে।

২৫ মার্চ্চ দিবসে উক্ত প্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছিল। তথাকার কমিস্যরিএট আফিসের একজন কর্ম্মচারী

TRACING LAMINATED.

অনেক প্রজার প্রাণনাশ করণাপরাধে এইক্ষণে হাজতে আছে, অতি শীঘ্র তাহার দোষের বিচার হইবেক।

রেঙ্গুণের প্রধান কমিসানর মেজর ফেরি সাহেব 'পেগুরাজ্যে নিযুক্ত সমস্ত সিবিল কর্ম্মচারিদিগের বেতন হ্রাস করণ অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন,' শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর অদ্যাপি তদ্বিষয়ে কোন আজ্ঞা প্রচার করেন নাই।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিবেদন, অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত পত্র সংশোধনানন্তর প্রকটন করিতে আজ্ঞা হয়।

জিলা পাবনার অন্তঃপাতি হাঁটিবন্দ গ্রাম বহু সংখ্যক ভূম্যধিকারি ও ধনশালি বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে পরিপূরিত থাকা বিধায় বিখ্যাত আছে, তত্রত্য বিশিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ ও দেবেষ্টভক্তিশীল মহাশয়গণের তপোর্চ্চনাতে দেবতাগণ জাগ্রদ্রূপে অভীষ্ট বর দানার্থ চক্ষুগোচরে যেন প্রকাশ্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিয়তই বিরাজমান আছেন। অপিচ এই বর্ত্তমান চৈত্র মাসে উৎকলদেশীয় জনেক ব্রহ্মচারী ঐ স্থানে উপনীত হইয়া নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিস্তার করাতে ভদ্র মহাশয়গণ তদ্দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া ভক্তির আতিশয্য প্রকাশ করাতে এক দিবস ঐ ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া ভগবান্ শ্রীসূর্য্যের স্তব পাঠ করিতে করিতে নভোমণ্ডল হইতে এক শালগ্রামশীলা তাহার হস্তোপরি সমাগত পূর্ব্বক আবির্ভূত হন, তাহাতে উক্ত মহাশয়গণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্রহ্মচারিকে নানা প্রকার স্তুতিবাদ করাতে ঐ মহাপুরুষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারদিগকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবেক এমত আশ্বাস করে, ও তাহার যে রূপ ঘটনা হইবেক তৎপ্রস্তাব অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তাঁহারদিগকে সাতিশয় সাবধান করে, এবং নারায়ণ শিলা স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করাইয়া ব্যক্ত করিল, তাহার স্থানে যে পরিমাণে মুদ্রা প্রদত্ত হইবেক মন্ত্র বলে তাহা দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যর্পণ করিবেক। কথিত মহাশয়গণ উল্লেখিত আজ্ঞা প্রমাণে ১০ অবধি শত মুদ্রা পর্য্যন্ত গোপনে অর্পণ করিয়া ক্রমে দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাতে তাঁহারদের বিশেষ বিশ্বাস জন্মে, অনন্তর অপর কয়েকজন ভদ্রলোক তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ অর্থ প্রাপ্তি প্রত্যাশায় স্বর্ণ ও রৌপ্যে প্রায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা উক্ত মহাপুরুষের সমীপে অর্পণ পুরঃসর দণ্ডায়মান হইলে ব্রহ্মচারী বহুতর মুদ্রা হস্তগত হওয়ায় মহানন্দচিত্তে বলিল যে অধিক সংখ্যক মুদ্রাতে ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবেক। এই কথা শ্রবণে অর্থলোভিগণ বহুতর ধন লাভের আকাঙ্ক্ষাতে তিন দিবস অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া ব্রহ্মচারির সেবাতে মহাযত্নশীল থাকিলেন, দ্বিতীয় দিবসে রজনী প্র[illegible] তা হইলে ধনপ্রত্যাশি মহাশয়ে[illegible] গদগদ ভক্তিভরে ব্রহ্মচারির প[illegible] পদ্মে প্রণাম করণাভিলাষে তথ[illegible] উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ব্র[illegible] চারি নাই। কিন্তু লোভের কি আ[illegible] র্য্য ক্ষমতা! তাহাতে তাঁহারদিগে[illegible] ভ্রান্তির শান্তি না হইয়া এরূপ বি[illegible] চনার আলোচনা করিতে লাগি[illegible] ন যে মহাপ্রভু কোন স্থানে প্র[illegible] ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা [illegible] তেছেন, কখন বা এমতও বিবে[illegible] করেন যে ক্ষণকাল পরেই আ[illegible] পুরঃসর অনুগ্রহ প্রকাশে চরি[illegible] করিবেন, এইরূপ জল্পনাতে [illegible] জনতা হইয়া লোকাগম হইতে[illegible] রম্ভ হইল, কিন্তু প্রভু যখন পু[illegible] দর্শন প্রদানে ভক্তগণের মানস[illegible] করিলেন তখন অর্থদাতা মহা[illegible] রা এককালীন হতাশ হইয়া বি[illegible] নাশ হইল, এইরূপ খেদোক্তি[illegible] মস্তকে হস্ত প্রহার পূর্ব্বক হায় [illegible] করিতে লাগিলেন।]

কস্যচিৎ প[illegible]

২৫ চৈত্র ১২৬৩।

উক্ত পত্রের কিয়দং[illegible] পরিত্যাগ করিলাম, যেহে[illegible] কাশে প্রয়োজনাভাব।

প্রং সম্পাদ[illegible]

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার [illegible] প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অ[illegible] হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের [illegible] ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম [illegible] টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক প[illegible] ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মা[illegible] ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র [illegible]

Printed and published by HURHYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎমনস্তাময়স প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নকুলেষ্বিন্দীবরেষু কাচস্রাগংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তরিরেকারসং ।।

৫৭৯৮ সংখ্যা।] শুক্রবার ৬ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৭ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বাবধি শহর কলিকাতার যে সকল বাসিন্দাগণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার টেক্স উপলক্ষে সিডিউল অর্থাৎ তালিকা প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা অদ্যকার তারিখ অবধি ৩ তিন দিবসের মধ্যে মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবদিগের আফিসে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক।

যদি কেহ উপর উক্ত বিষয়ে গাফিলি অথবা অমনোযোগ করেন তবে সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারানুযায়িক যে ২০০ দুই শত টাকার জরিবানার যোগ্য হইবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners.
W. CLARK,
Secretary.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
ডবলিউ. ক্লার্ক।
সেক্রেটারী।

Calcutta.
16 April 1857.

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টা গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩২৸০ স্কোয়ার মাইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ঐ জমীদারী এইক্ষণে একজন ধনাঢ্য ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মান চিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্থয়ার্স মালাই মেকিন্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সংপ্রতি মদীয় জমীদারী পরগণে সারাইন জিলা ত্রিপুরার মোক্তারি পদ শূন্য হওয়ায় তৎপদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে, প্রার্থকের আবশ্যক যে বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষা উত্তমরূপ সুজ্ঞাত থাকে এবং মুন্সেফ সদর আমীন আদালতে ওকালতী করণের সার্টিফিকট প্রদেশীয় কমিটির স্থানে প্রাপ্ত হইয়া থাকে বেতন ৩০ মুদ্রা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
জমীদার।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।
৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিত্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপানের ঘোটক সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।

বিজ্ঞাপন

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের
জীবন চরিত।

উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এক্ষণে বাউণ্ড হইয়া আমারদিগের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রী আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা।
কবরডাঙ্গা।
২১ ফাল্গুন ১৭৭৮

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

নং ১১৪২।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের হুকুম।
২৩ মার্চ্চ ১৮৫৭।

মেং এল, ডবলিউ হচিনসন সাহেব নদীয়া জিলার আফিসিএটিং সদরআমীন এবং সদর মুন্সেফ হইবেন।

২৬ মার্চ্চ।

১৮৩৩ সালের ৯ আইন অনুসারে নিযুক্ত রঙ্গপুর জিলার ডেপুটী কালেক্টর মেং টি, এ, ডলো সাহেব ১৮৪৩ সালের ১৫ আইন অনুসারে উক্ত জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন এবং ১৮০৭ সালের ৯ আইন ও ১৭৯৭ সালের ১৩ আইনের বিধানক্রমে উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে চিহ্নিত আসিষ্টান্টের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩০ মার্চ্চ।

মেং জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেব পাবনা জিলার সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের লোকেল কমিটির মেম্বর হইবেন।

মেং টি, পি, লার্কিন্স সাহেব শ্রীহট্ট জিলার সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের লোকেল কমিটির সেক্রেটারী হইবেন।

১ আপ্রিল।

মেং এস,সি, আমেসবারি সাহেব দিনাজপুর জিলায় দলিল রেজিষ্টরী কার্য্যের ও বিবাহের রেজিষ্টর হইবেন।

২ আপ্রিল।

মুরশিদাবাদ জিলার ফতোয়াদায়ক মৌলবী বসিরুদ্দীন মহম্মদ ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের বিধান ক্রমে উক্ত জিলার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা পাইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৬ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে নূতন জরিফের ফন্দি তুলিয়াছিলেন, তাহাতে জমীদারগণের বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বর মেং গ্রাণ্ট সাহেব ঐ জরিফ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া জমীদারী সংক্রান্ত চলিত নিয়ম পরিবর্ত্তনার্থ যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, যদ্যপি তাহা নির্দ্ধারিত হয় তবে লার্ড কর্ণেওয়ালিস সাহেব ১৭৯৩ সালে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ যে চিরস্থায়ি রাজস্বের নিয়ম এক প্রকার শপথ পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আর থাকিবেক না, যে সকল জমীদারীর উৎপন্ন অধিক আছে তত্তাবতেরই রাজস্ব বৃদ্ধি হইবেক, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু লার্ড কর্ণেওয়ালিস সাহেবের প্রতিজ্ঞা কিছুই প্রতিপালিত হইবেক না. ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্ভর করিয়াই এতদ্দেশের লোকেরা জমীদারীকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, এবং যে জমীদারীর রাজস্ব অল্প এবং উৎপন্ন অধিক তাহারই মূল্য অধিক হইয়াছে, জমীদারেরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় অধিক মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছেন. অধুনা যদ্যপি ঐ চিরস্থায়ি বন্দবস্ত রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, তবে তাঁহারদিগের ঐ বিপুলচিত্ত ব্যয় করা ব্যর্থ হইবেক।

মান্যবর মেং গ্রাণ্ট সাহেব আপনার প্রস্তাবের বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে জমীদারেরা মনে করিলে প্রজার উপর জমা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং পঞ্চম সপ্তম নিয়মক্রমে তাহারদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, ঐ নিয়ম বলে তাঁহারা যত ইচ্ছা ততই পাওনা বলিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করেন। আমারদিগের ক্রেণ্ড সহযোগি মহাশয় এবং কলিকাতার মিসনরিবর্গ এই অন্যায় মতের সংপূর্ণ পোষকতা করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা পরে লিখিব।

জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট এবং আলীপুরের জেল ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত মেংফ্রগিউসন সাহেব গত বুধবারে স্বীয় কর্ম্মের ভার নূতন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া নদীয়া জিলার কমিস্যনরী ভার গ্রহণার্থে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।

তাঁহার বিচ্ছেদে উক্ত জিলার সমস্ত প্রধান লোক মহা দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহা হইতেই কলিকাতার উপনগর সকলে নগর শোভা কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তিনি খিদিরপুর, কালীঘাট, ভবানীপুর, ইটালি, চীৎপুর প্রভৃতি স্থানের টেক্স আদায় কারণ বাবু প্রসন্নকুমার দে, বাবু রাধাচরণ দত্ত, বাবু সীতাকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু কৃষ্ণহরি মুখোপাধ্যায়কে টেক্স কালেক্টরী পদে নিয়োগ করিয়াছেন, উক্ত কালেক্টরদিগকে প্রত্যেকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা নগদ বা কোম্পানির কাগজ আমানত করিতে হইবেক, তাঁহারদিগের বেতন অদ্যাপি ধার্য্য হয় নাই, ত্বরায় উক্ত স্থান সকলে ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্টর শ্রীযুত মেং গর্ডন ইয়ং সাহেব গবর্ণমেণ্ট কালেজ ও স্কুলের ছাত্রদিগের ভূগোল শিক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতকগুলীন ট্রেক্সি য়েল গ্লোব চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনামতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এক শত গ্লোব নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় হোমনিউস নামক পত্রে প্রকাশ হয়, অযোধ্যারাজ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি প্রার্থনা জানাইবার জন্য কলিকাতা হইতে একজন পৃথক এজেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন।

এসংবাদ সত্য নহে, ওয়াজিদ আলী শাহ বাহাদুর অদ্যাপি পৃথক এজেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু শুনা গিয়াছে, মেজর ঔসলি সাহেবকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন।

মেজর ঔসলি সাহেব সুবিদ্বান ও সাহসী লোক বটেন, তিনি বহুকাল এদেশে বাস করিতেছেন তাহাতে এ দেশের সকল অবস্থা সুন্দর রূপে জ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে এজেণ্ট করিলে অযোধ্যা রাজের উপকার হইতে পারিবেক।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত জেনরল আনসন সাহেব আপ্রিল মাসের প্রথমে শিমলা পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছেন, তথাকার সেনা শিবির হইতে তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধনার্থে সপ্তদশবার তোপধ্বনি হইয়াছিল।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন নগরে এক আশ্চর্য্য জনরব উঠিয়াছে যে "গবর্ণমেণ্ট হৌস বিক্রয় হই

বেক” আমরা এজন্যরবের আমুল বুঝিতে পারিলাম না।

মেং ডি ক্রাওফ সাহেব প্রিসিডেন্সি কালেজের অন্তর্গত হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে এবং মেং এল মার্টিন সাহেব বহরমপুর কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষকতা পদে অভিসিক্ত হইয়াছেন।

শ্রুত হইল বারাকপুরস্থ ৩৪ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের সেনাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচ্যুত করিবেন এমত পরামর্শ স্থির হইয়াছে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মহিষী শ্রীমতী রাণী চন্দ্রাবতী বারাণসীতে যে সকল বহুমুল্য দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কলিকাতার প্রেরণ নিমিত্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর কাশীর কালেক্টর সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন।

অযোধ্যার নূতন প্রধান কমিসনর সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া এক প্রকাশ্য দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে অযোধ্যা নগরের সমস্ত প্রধান লোকেরা আবাহিত হইয়াছিলেন।

অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ হয়, ৩১ মার্চ দিবসে তথাকার জেলখানা দাহ হইয়া গিয়াছে, সৌভাগ্য বশত কোন প্রাণী নাশ হয় নাই।

অযোধ্যার প্রধান বিচারালয়ের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অযোধ্যার আসিস্টাণ্ট কমিস্যনর মেং লবেন্স সাহেব গণ্ডারাজ্যের ডেপুটী কমিস্যনর হইয়াছেন। মুন্সি নিজামদ সিন্ধিবার প্রদেশের তহসিদারী কর্ম্ম পাইয়াছেন, মাসিক ২০০ টাকা বেতন পাইবেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি সংশোধনান্তে মহাশয়ের জগন্মান্য প্রভাকর পত্র প্রান্তে উদিত করিয়া পরম বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি নঙ্গিবাঙ্গালা নিবাসি ৺ কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অধুনা উক্ত ধর্ম্ম যে কাল্পনিক তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহার তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং মেরী নন্দনের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় পুরাতন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপণে যত্নযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য তিনি খ্রীষ্টানদিগের দল ছাড়া হইয়া অন্য এক ভবনে বাস করিতেছেন, খ্রীষ্টানি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধুতি চাদর সার করিয়াছেন, যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, অখাদ্য ভক্ষণে ও অপেয় পানে বিরত হইয়া হবিষ্যান্ন আহারে রত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ সাহসের মূল কেবল পতিতোদ্ধারিণী সভাকে বলিতে হইবেক, বিশেষতঃ উক্ত সভার সভ্য মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ও এইরূপ বটে যে যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিধর্ম্ম ডোবায় ডুব দিয়া পতিত হইবেক সেই সকল ব্যক্তির পুনর্ব্বার জ্ঞানোদয় হইয়া আপন ধর্ম্ম গ্রহণ মানসে উক্ত সভায় আবেদন করিলে সভ্য মহাশয়েরা তাহারদিগকে পতিতপাবনী নীরে অবগাহন করাইয়া উদ্ধার করিবেন, যাহা হউক, কথিত সভা দ্বারা যদি এরূপ পতিত ব্যক্তি সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হয় তবে ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? পাদরি সাহেবদিগের কুহক জাল বিস্তারে আর কোন ফলোদয় হইবেক না, পরে সহজেই তাঁহারা জাল গুড়াইয়া স্ব স্ব গৃহে বসিয়া মেরী নন্দনের গুণানুবাদ পূর্ব্বক কেবল আক্ষেপ নীরে নিমগ্ন হইতে থাকিবেন। আহা! জগদীশ্বর এমন দিন কবে দিবেন। হে পতিতোদ্ধারিণী সভার সভ্য মহোদয় গণ! আপনারা আপনাদিগের সঙ্কল্পিত বিষয়েসংপূর্ণ যত্নযুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হউন, কিমধিকমিতি।

কস্যচিৎ স্বধর্ম্মানুরাগি জনস্য।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রজীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাদ্বিরেফারসং ।।

৫৭৯৯ সংখ্যা] শনিবার ৭ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অখিল মে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ, পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টী গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩১৸০ স্কোয়ার মাইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মান চিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয় [illegible]

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্যুয়ার্স মালাই মেকিণ্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

গোবীজে টিকা প্রদান করণের প্রধান তত্ত্বাবধারক ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব অবগত হইয়াছেন যে উক্ত বীজে টিকা প্রদান কারকেরা যে সকল সন্তান সন্ততিকে টিকা দেয় তাহারদিগের পিতা বা অন্যান্য রক্ষা কর্ত্তৃগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, অতএব তিনি এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনাপন সন্ততিদিগকে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকটে উক্ত টিকা প্রদান কারকেরা গমন করিলে তাঁহারা কোম্পানির ২ দুই টাকার অধিক প্রদান করিবেন না, যে বালকের বাহু হইতে

হার বায় ও গাড়িভাড়ার ঐ মূল্যই যথেষ্ট মূল্য হইবেক।

উল্লেখিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য যদ্যপি কোন টিকাপ্রদানকারক গ্রহণ করে তবে ডাক্তর মেকফার্সন সাহেবকে তাহা জ্ঞাত করিলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন।

গোবীজে টিকা প্রদান করা বিনা মূল্যেই হইয়া থাকে এ নিয়ম সাধারণ নিয়ম, যে সকল ব্যক্তি ঐ টিকা দিবার ডিস্পেন্সরি অথবা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রার্থনা করিবেন তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততির টিকা প্রদান কার্য্য বিনা ব্যয়েই নির্ব্বাহ হইবেক।

ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব এই সুযোগে কলিকাতা নগরবাসি ও তন্নিকটস্থ গ্রাম নিবাসি বিশেষতঃ এই ক্ষণে যাঁহারা বাহুল্য পরিমাণে গোবীজে টিকা প্রদানের উপকার গ্রহণে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারদিগকে বিদিত করিতেছেন যে গোবীজে টিকা প্রদান করিলেই দৃষ্ট হয়, অতএব টিকাদারদিগের প্রতিদিবস গমন করণের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব টিকাদারেরা টিকা দিয়া সপ্তম অথবা অষ্টম দিবসে গমন করিয়া টিকা পাকিয়াছে কি না, অর্থাৎ ঐ টিকা দিবার ফল সিদ্ধির উপক্রম হইয়াছে কি না, তাহার নিরূপণ করিবেক।

এই গোবীজে টিকা দিবার বিবরণ যদ্যপি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে উক্ত কার্য্যের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলে আপনাপন প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজী অথবা বঙ্গ পুস্তক যাহাতে এই বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

J. MACPHERSON, M. D.
Superintendent General of Vaxination.

জে, মেকফার্সন। এম, ডি।
গোবীজে টিকা দিবার কার্য্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ।

কলিকাতা।
৩মার্চ্চ ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।
৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিত্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপ্যাসের ঘোটক সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

বিজ্ঞাপন

রসা বাঙ্গালা বিদ্যালয়।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ১৯ আপ্রিল রবিবার বেলা ১১ ঘটিকা পরে রসা-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক অতএব বিনীতভাবে নিবেদন এই যে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা উক্ত সময়ে রসা গ্রামে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন ঘোষজ মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া ছাত্রবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

৩ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল।

শ্রীআমদালী খা।
সম্পাদক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

নং ১১৪২।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের হুকুম।

৪ আপ্রিল ১৮৫৭।

মেং ই টি লজ সাহেব লোয়র প্রোবিন্সের সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের আফিসিএটিং ইনিস্পেক্টর হইবেন।

মেং জে গ্রেব্স এম এ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের আফিসিএটিং প্রিন্সিপেল হইবেন।

মেং জে এস টরেন্স সাহেব সদর দেওয়ানি ও নেজামত আদালতের জজ হইবেন এবং ১৮২৮ সালের ১১ আইনের বিধানক্রমে স্পিসিএল অর্থাৎ খাস কমিস্যনরের ক্ষমতা পাইবেন।

মেং ই লাটুর সাহেব জেল ২৪ পরগণার সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

মেং টি, সি, ট্রটর সাহেব জিলা বেহারের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

মেং আর জে, স্কট সাহেব ৫

হার ও পাটনা জিলার অতিরিক্ত জজ হইবেন।

মেং ই, এস পিয়ারসন সাহেব বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জিলার সাময়িক অতিরিক্ত জজ হইবেন।

মেং ই, স্যাণ্ডস সাহেব নোয়াখালির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর হইবেন, কিন্তু দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রকাশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জিলার কালেক্টরী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৭ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয় হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্রস্থ সুবিখ্যাত দে চৌধুরী বংশ তীলক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র দে চৌধুরী মহাশয়ের বিহিত সাহায্যে বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি বিজ্ঞান "মিহিরোদয় নামে,, একখানী মাসিক পত্র প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে প্রকাশ হওয়াতে যেরূপ নয়ন প্রফুল্লকর হইয়াছে নবীন সহযোগী মহাশয় তাহাকে উত্তমোত্তম প্রবন্ধে বিভূষিত করণার্থ সেইরূপ বিশ্রম করিতেও ত্রুটি করেন নাই, আমরা এই নবীন পত্রের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি লিখন প্রণালী ও ভাবাভিপ্রায়ের প্রশংসা করিতে হইবেক, সহযোগী মহাশয় যে যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"এই মাসিক পত্র প্রকাশে সোল্লাস মানসে অধ্যবসায় করিয়াছেন, যে এতৎ পত্রে সময়ে সময়ে এতদপেক্ষা অতি প্রাঞ্জল শব্দে সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, খগোলবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, ও সুরস কাব্য নাটক প্রভৃতি এবং অধুনাতন বিলাতীয় পণ্ডিতাভিমানিগণ আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রে যে কিঞ্চিৎ দোষাভাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সদ্যুক্তি সহকারে খণ্ডন ও স্বমত সংস্থাপন প্রভৃতি, অথচ বাল্য কালাবধি বিজাতীয় কুসংস্কার প্রাপ্ত আর্য্যসন্তানদিগের হৃদয় ভূমিতে পরিব্যাপ্ত বিজাতীয় কুযুক্তিমূল সমূহের সুযুক্তি খনিত্রদ্বারা উৎপাটন করণ, বিশেষতঃ আর্য্যধর্ম্ম বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধধর্ম্মানুযায়ি কুলপাংশন আর্যসন্তানগণ সম্প্রতি কুলেখনী ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা অব্যক্তভাবে উক্ত বিধর্ম্মিদিগের সাহায্য প্রদান পুরঃসর স্বয়ং অভিনব সভ্য সমাজের সামাজিক পদে অভিষিক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন সুতরাং তত্তাবতের স্বধর্ম্মান্ধতা পরিমোচন প্রভৃতি ও লোকোপকারজনক নানা দেশীয় বহুবিধ ইতিহাস এবং মাসিক শুভাশুভ সংসূচক সমাচার প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রকটিত হইবে,,

পরন্তু পত্রের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে এই সমস্ত বিষয় সুন্দর নিয়মে প্রকটন করা সুসাধ্য হইবেক কি না তদ্বিষয়ে আমারদিগের সংশয় হইতেছে, যাহা হউক এই পত্রিকা সমূহের কিয়দংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও ঐ পত্র পরম আদরনীয় হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, অধুনা আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি এই বিজ্ঞান মিহিরোদয় প্রভাত কালের গগনবিহারি তিমিরোদয়ের ন্যায় নিয়মিত কালে সমুদিত হইয়া এদেশের অজ্ঞান তিমির রাশি বিনাশ করুন।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্টর সাহেবের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বরদিগের পরামর্শ ক্রমে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় সকল গ্রীষ্মকালে ৪৫ দিন, শারদীয়া পূজার সময়ে ১৫ দিন, জগদ্ধাত্রী পূজায় ১ দিন, স্বরসতী পূজায় ১ দিন, গুডফ্রাইডে ১ দিন, ক্রিসমসডে ১ দিন ও ইংরাজী নূতন বর্ষের প্রথম দিবস ১ দিন, সমুদয়ে বর্ষমধ্যে ৬৫ দিন বন্ধ হইবেক, হিন্দু যাবনিক অন্যান্য পর্ব্ব সময়ে বন্ধ হইবেক না।

গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা নিতান্ত অন্যায়মূলক ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না, হিন্দু যবনদিগের পর্ব্ব সময়ে বন্ধ না দিয়া এককালে গ্রীষ্মকালে দেড়মাস বন্ধ দেওয়াতে বালকদিগের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না, রৌদ্র সময়ে দীর্ঘকাল বন্ধ পাই

পাঠ ছাড়িয়া সমস্ত দিন রৌদ্রে রৌদ্রে ভ্রমিয়া ক্রীড়া করে তাহাতে অনেক বালক পীড়িত হয় এবং বয়স্থ বালকেরা অনেকে নানা দুষ্কৃয়া চরণে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং এ নিয়মে বালকদিগের কোন উপকার উপপত্তি নাই, কেবল শিক্ষকদিগের উপকার আছে, তাঁহারা ঘরে বসিয়া বেতন লাভ করিবেন এবং পুস্তক পাঠের, দেশ ভ্রমণের, এবং গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহের অনেক অবকাশ পাইবেন, আমরা শুনিয়াছি গবর্ণমেণ্ট এবর্ষে একমাস গ্রীষ্মে বন্ধ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষকেরা জেদ করিয়া ৪৫ দিন বন্ধ লইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের সিবিল সারজন সাহেবেরা তাঁহারদিগের অধীন চিকিৎসালয়ের রোগীদিগের সংখ্যা ও তাহারদিগের আরোগ্য এবং মৃত্যু রিপোর্ট এপ্রেল মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিতেন, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, সিবিল সারজনদিগকে বর্ষের শেষে ঐ প্রকার রিপোর্ট দিতে হইবেক।

হুগলি জিলার সিবিল সারজন শ্রীযুত ডাক্তর বেলি সাহেব জিলা ২৪ পরগণায় বদলি হইয়াছেন, যশোহর জিলার আসিষ্টাণ্ট সিবিল সারজন ডাক্তর থ সাহেব হুগলিতে আসিয়াছেন, ডাক্তর বেলি সাহেব বদলি হইবায় হুগলি চুঁচুড়াবাসি সমস্ত লোক সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, ডাক্তর বেলি সাহেব অতি সৎস্বভাব ও দয়ালু তিনি বিনা বেতনে দুঃখিদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন ও ঔষধ পথ্যের ব্যয় দেন, অতএব তাঁহার বিরহে দুঃখ বোধ হওয়া সম্ভবপর বটে।

হংকরা পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, চৈত্র মাসের মধ্যে জনাই গ্রামের জমীদারদিগের মধ্যে এক প্রবল দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষীয় কতিপয় লোক আঘাতী হইয়াছে, শুনা যাইতেছে রাজাপুর থানার দারোগা দাঙ্গা ঘটিত লোকদিগকে ধৃত কারণ জনাই গ্রামে গমন করিয়াছেন!

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির টাকার অনাটন দৃষ্টে সংপ্রতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষের রাজকার্য্যের ও পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে ব্যয় হ্রাস করেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু!

সম্পাদক মহাশয়! আপনকার ৫৭৮৭ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে "চুঁচুড়া নীতি সভোপাচার্য্য" নামক কোন মহাশয় যে এক প্রশ্ন প্রকটন করিয়াছেন তদুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাশয়! নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধনানন্তর ভবদীয় জগৎবিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে পরমাপ্যায়িত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

উপদেশক এই কবিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে স্বীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন। শিষ্য শেষ চরণে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন, যথা।

দৃশে র্ণপাকিং কুচ চন্দ্র সূর্য্যৌ, সমৌভবে তাঞ্চ কমত্তিরাছঃ।
নির্ম্মস্তকঃ কঃ কিমযোগ্য বাক্যং, দদর্শ দৃশে শশিনং কবন্ধঃ।

প্র। দৃশে র্ণপাকিং অর্থাৎ দৃশ ধাতুত্তর ণপ্ প্রত্যয় করিলে কি পদ হইতে পারে?

উ। দর্শ।

প্র। চন্দ্র সূর্য্যৌ কুচ সমৌভবে তাং অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য কোথায় একত্রিত হন?

উ। দর্শে অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে।

প্র। রাহুঃ কং অত্তি রাহু কারে গ্রাস করে?

উ। শশিনং অর্থাৎ চন্দ্রকে।

প্র। কোজনঃ নির্ম্মস্তকঃ মস্তক শূন্য কে?

উ। কবন্ধ।

প্র। অযোগ্য অসম্ভব বাক্যংকিং অসম্ভব বাক্য কাকে বলে?

উ। যথা কবন্ধো জনঃ দর্শে অমারস্যায়াং শশিনং দদর্শ যেমন মস্তক শূন্য ব্যক্তি অমানিশিযোগে চন্দ্র দর্শন করিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তস্য।
সাং কাঞ্চন পল্লী।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্রাসংভ্রান্ত নভ্রমরীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮০০ সংখ্যা] সোমবার ৯ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ২০ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টা গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে একও ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ আল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দি হইয়াছে তাহা ৩১৫০ স্কোয়ার ইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজ বিঘার অধিক হইবেক, এবং ঐ জমীদারী এইক্ষণে একজন ধনাঢ্য ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মান চিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্যুয়ার্স মালাই মেকিণ্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ!!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ. এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

ওলাউঠা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি এক লক্ষ মুদ্রা অর্পণ করিবেন, আমি তাঁহাকে বিষুচিকা রোগের উৎপত্তির কারণ ও নিবৃত্তির ঔষধ প্রকাশ করিব। এই মহামারি নিবারক বিষয়াবগতে ক্রেতার ও প্রকাশকের গৌরবের পরিসীমা থাকিবেক না, এবং এই জগতীপুরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবেক।

J. M. HONIGBERGER.
জে, এম, হনিগ বরগার।

Charitable Dispensary.
Dhurmotolla Street.
14th April 1857.

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শিক্ষার্থী বালকগণকে আগত জুন ও অক্টোবর এই দুই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রবৃষ্ট করা যাইবেক, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে লওয়া যাইবেক না।

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের
প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জীবের প্রাদুর্ভাব প্রযু[illegible] হিন্দু পোট্রিয়টিক সেমিনরির ,, ছাত্রদিগকে অদ্য হইতে প্রত্যহ প্রাতে ছয় ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসার্থে উপস্থিত হইতে হইবেক।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

২০ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

"ক্বডিমেণ্টস অফ নলেজের অর্থের পুস্তক।"

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র যন্ত্রালয়ে "চেম্বর্স ক্বডিমেণ্টস অফ নলজের অর্থের পুস্তক" ছাপা হইতেছে অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা অত্র যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দুপেট্রিয়টিক সেমিনরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১৮৫৭ সাল ২০ আপ্রিল।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘো।৭।

সংবাদ প্রভাকর

৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের অনেক খাস মহল আছে, ঐ সকল খাস মহলের তহসিলদারেরা এবং সমস্ত ভারতবর্ষের পুলিস কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের প্রতি নানা অন্যায় অত্যাচার করে, এবং গুরুতর দৈহিক যন্ত্রণা দেয়, কয়েক বর্ষাবধি ইংলণ্ডীয় পার্লিয়মেণ্ট সভায় ও কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভায় ঐ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, সংপ্রতি ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা আজ্ঞা দিয়াছেন, সরকারী ভৃত্য দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতি যে যে অত্যাচার হয় গবর্ণমেণ্টের সিবিল ভৃত্যেরা তদ্বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত সভায় তাহার রিপোর্ট সর্ব্বদা পাঠাইবেন।

এই নূতন নিয়মে ভারতবর্ষীয় দীন হীন প্রজারা খাসমহলের তহসিলদারদিগের ও পুলিস আমলাদিগের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেক, কিন্তু সিবিল সরবেণ্টদিগের ঐ সকল বিষয় জ্ঞাত হওনের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না, মফঃসল কর্ম্মচারিরা যে সকল বিষয়ের রিপোর্ট করে চিহ্নিত ভৃত্যেরা তাহাই জানিতে পারেন, তদতিরিক্ত কোন বিষয় তাঁহারদের জানিবার সম্ভাবনা নাই।

খাস মহলের তহসিলদারেরা ও পুলিস কর্ম্মচারিরা এবং জমীদার ও নীলকরেরা প্রজাদিগের প্রতি যে রূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারও দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে সিবিল কর্ম্মচারিরা তাহার কিছুই জানিতে পারেন না, এ মতাবস্থায় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ও ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা কি প্রকারে তাহা জ্ঞাত হইবেন? অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত, যদি তাঁহারা তদ্দেশীয় দুঃখি প্রজাপুঞ্জকে ধনী সরকারি কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার তদারক নিমিত্ত স্পিএল কমিস্যনর নিযুক্ত করুন।

নীলাগড় রাজ্যের মৃত রাজার পুত্রাদি না থাকিবায় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তদ্রাজ্য স্বীয়াধিকারভুক্ত করিয়া রাণীকে মাসহারা দিয়াছেন, এবং নালাগড় পাহাড়ের স্ট্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব রাজবাটীর মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি সকল নীলামে বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন টাকা গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে ন্যস্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি মৃত রাজার এক প্রকার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অর্থাৎ তৎপিতা রাজা রাম সিংহ বাহাদুরের ক্ষেত্রজপুত্রেরা রাজ্য প্রাপ্তি বাসনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদনের উদ্যোগ করিতেছেন, রাজা রাম সিংহ মুমূর্ষু দান পত্রে লিখিয়া দিয়াছেন "যদি তাহার বংশে যথার্থ উত্তরাধিকারী কেহ বর্ত্তমান না থাকে তবে তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্রেরা বা তাহারদিগের পুত্র পৌত্রেরা রাজ্যাধিকারী হইবেক,, সেই উইল অনুসারে রাজভ্রাতারা রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন, যদি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে রাজ্য প্রদান না করেন তবে তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভা পর্য্যন্ত আপীল করিবেন, এই রাজবংশ ৯০০ বর্ষ ব্যাপিয়া নালাগড় দেশে রাজত্ব করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ন্যায় সাংসারী লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অর্থ সংগ্রহের কৌশল তাঁহারা যেমন জানেন অন্য কোন দেশীয় লোকেরা তাহা জ্ঞাত নহেন, ইতি পূর্ব্বে টাকশালের স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র গলাই ময়লা গঙ্গাতীরে নিক্ষিপ্ত হইত, সংপ্রতি টাকশালের প্রধান কর্ম্মচারী সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ সকল ময়লা গঙ্গাতীরে নিক্ষিপ্ত না হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক।

গত ১৫ আপ্রিল মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিকী পরীক্ষা ও পুরস্কার এবং যোগ্যতা পত্র বিতরণ কার্য্য সমাধা হওনের কল্পনা ছিল, কিন্তু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কোন কারণ বশতঃ ঐ দিবসে উপস্থিত হইতে না পারিবায় ঐ দিবসে পরীক্ষা হয় নাই, অপর কোন্ দিবসে হইবেক তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

ছোট আদালত আফিস ২৪ আপ্রিল বণ্ডেডওয়ের হৌস হইতে সাবেক বাটীতে উঠিয়া যাইবেক সেই উপলক্ষে ২২।২৩ আপ্রিল উক্ত আদালত বন্ধ হইবেক।

কোর্টমার্সেলের বিচারে বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের বিদ্রোহী জমাদারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক।

শুনা যাইতেছে উক্ত দলের সকল সেনারা কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

আলীপুর জেলখানায় যে সকল সন্তাল কারাবদ্ধ ছিল তাহারদিগের কারাভোগের নিয়মিত সময় অতীত না হইতেই গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে মুক্ত করিয়া মাতলা নামক নূতন নগর পরিষ্কার করণার্থ তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া কয়েক জন সন্তাল ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব পাইবায় অন্যান্যেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক পুনরায় আলীপুরের কারাগারে প্রত্যাগত হইয়াছে।

গত ১৮ আপ্রিল সায়ংকালের পূর্ব্বে কিড ষ্ট্রিটের ১৩ নম্বর ভবনে স্কুল অফ ইণ্ডসট্রিয়েল আর্টিস নামক শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের এক সভা হইয়াছিল।

কাশীপুরবাসি শ্রীযুতবাবু প্রাণনাথ চৌধরীপ্রভৃতি মহোদয়দিগের উদ্যোগে ও ব্যয় সাহায্যে তথায় যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে গত সপ্তাহে তাহার বার্ষিকী পরীক্ষা সমাধা হইয়াছে, তদুপলক্ষে অনেক প্রধান প্রধান ইংরাজ বাঙ্গালী পরীক্ষাগৃহে সমাগত হইয়া বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টরেরা গত বৃহস্পতিবারে এক পরসেণ্ট ডিসকৌণ্ট ও এক পরসেণ্ট সুদ হ্রাস করিয়াছেন।

৭০ ও ৩৪ সংখ্যক সেনা দলের দুই জন বিদ্রোহি জমাদারের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

মহারাণীর ৫৩ সংখ্যক গোরাদলের এক জন সেনা গত বুধবারে সুরাপান করিয়া জাহাজে উঠিতেছিল, দৈবাৎ পদ বিচলিত হইয়া জলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মেদিনীপুরের সংবাদদাতা লেখেন,৮।৯আপ্রিল উক্ত প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ শিলাবৃষ্টি হইয়া দুইজন লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে, আবাদ সুন্দররূপ হইতেছে।

বারাণসি দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে,তথায় এক্ষণে আর কোন ইউরোপীয় বা দেশীয় সেনা নাই, যদি বাস্তবিক তাহারা বিদ্রোহিতার সূত্র তুলিয়া থাকে তবে বারাণসীবাসি লোকেরা মহা বিপদাপন্ন হইবে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সদর দেওয়ানী আদালতে অনেক মোকদ্দমা মুলতবি পড়িয়াছে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে জানাইবায় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর বোম্বাই নগরের সদরদেওয়ানি আদালতে দুই জন অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত করণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

অযোধ্যা প্রদেশে জনরব উঠিয়াছে, লাহোরের প্রধান কমিস্যনর জন, লরেন্স সাহেব অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর হইবেন।

কর্ণাটের রাজ্যচ্যুত নবাব প্রিন্স আজিমজা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি মানসে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত পেনসন গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে বৃত্তি গ্রহণ না করিলে রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন ইহা বিশ্বাস হয় না, যৎকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য স্বীয়াধিকারভুক্ত করিয়া নবাবের বৃত্তি বন্ধান করেন তখন নবাব বাহাদুর বাঙ্ নিষ্পত্তি করেন নাই, এক্ষণে প্রতিবাদ করিলে কি হইবে!

বরোদা রাজ্যের মহারাজা গুই কোয়ারে সহিত কাতিওয়ার রাজ্যের সরদারদিগের ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইবায় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বরদা রাজ্যের রেসিডেন্সি আফিসের প্রধান আসিষ্টাণ্ট বার্টন সাহেবের প্রতি বিবাদ নিষ্পত্তির ভার দিয়াছেন।

ইন্দোর রাজ্যের পলিটিকেল এজেণ্ট সর রাবর্ট হেমিল্টন সাহেব দেশ গমন করিবায় লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ডিউরাণ্ড সাহেবের প্রতি তৎ কার্য্য ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

ইন্দোর নগরের সরাই অর্থাৎ পান্থ নিবাসে অগ্নিযোগ হইয়া বহুতর গৃহদাহ ও কয়েক জন মনুষ্য নাশ হইয়াছে। ইন্দোরবাসী এক ব্যক্তি অলক্ষিত রূপে হত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি কাহার দ্বারা কি প্রকারে হত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

বুসাহর নগর হইতে পুনরায় যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ও জেনরেল ষ্টাকর সাহেব ও কমোডোর ইথরসে সাহেবের আত্মনাশের কারণ প্রকাশ হয় নাই, জেনেরেল ষ্টাকর সাহেব ১৪ মার্চ্চ দিবসে স্বীয় গুলির আঘাতে আত্মপ্রাণ নাশ করেন, পরে ১৬ মার্চ্চ কমোডোর ইথরসে সাহেব তাঁহার অনুবর্ত্তী হন, অনেকে এই অনুমান করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি যে কার্য্যে রভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনারদিগকে তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচনায় অপমান ঘটনাশঙ্কায় আত্ম প্রাণ নাশ করিয়াছেন।

যশোহর জেলায় সম্প্রতি অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়াছে, বৃষ্টিসময়ে দুই জন কৃষক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিল বজ্রপাতে তাহারদিগের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, এবং কএকটা গাভী মরিয়াছে।

লাহোর নগরের প্রজারা দস্যু ভয়ে অতিশয় উপদ্রুত হইয়াছে, সর্ব্বদাই চুরী ডাকাইতি হইতেছে অল্পদিন পূর্ব্বে লাহোরের বাজারে এক দোকানদারের গৃহে দস্যু প্রবেশিয়া প্রায় দ্বিসহস্র মুদ্রার দ্রব্য হরণ করিয়াছে।

গোগ্রা নদী তীরস্থিত প্রদেশে ও পেসোয়ার রাজ্যে দুই তিনবার ভূকম্প হইয়াছিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা নিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদপ্রভাকর

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাদ্বিরেফারসং ।।

৫৮০১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন

ঢাকা ও আসাম অঞ্চলে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"গোমতী" নামক নৌকা "কালিন্দী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া আগামি মে মাসের ১ তারিখে উল্লেখিত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমতদরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবে।

মেরিণের আসিএটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. WOODLEY.

Clerk the Govt. Boat Office.

জে, উড্‌লী।

গবর্ণমেণ্ট বোট আফিসের ক্লার্ক।

২০ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ, পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টা গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩১৸০ স্কোএর মাইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ঐ জমীদারী এইক্ষণে একজন ধনাঢ্য ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মান চিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর নুতকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্যুয়ার্স মালাই মেকিণ্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগোৎপত্তির মূল কারণ ও তন্নিবারণের সদুপায় যাহা শ্রীযুত ডাক্তর হনিগ বরজর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তন্মূল্য কেবল এক লক্ষ টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর উপকারার্থ যদ্যপি কেহ এই মূল্য দিয়া দাতৃত্ব প্রকাশ করেন তবে তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল হইয়া সাধারণের স্মরণীয় হইবেক, ৮ আপ্রিল তারিখের ফিনিক্স পত্র দেখিলেই সকলে এই বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় "কাদম্বরী" নামক কাব্য গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় যে পুস্তক বিরচন করিয়াছেন, তদন্তর্গত মহাশ্বেতার উপাখ্যান নাটক প্রবন্ধে পয়ারাদি ছন্দে বিরচন পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উত্তমাক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা গিয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হয় তথায় পত্র লিখিবেন। মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

শ্রীমণিমোহন সরকার।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত বটতলাস্থ "হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরির" ছাত্রদিগকে অদ্য হইতে প্রত্যহ প্রাতে ছয় ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসার্থে উপস্থিত হইতে হইবেক।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

২০ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শিক্ষার্থি বালকগণকে আগত জুন ও অক্টোবর এই দুই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রবৃষ্ট করা যাইবেক, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে লওয়া যাইবেক না।

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের
প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

ঋডিমেণ্টস অফ নলেজের
অর্থের পুস্তক।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র যন্ত্রালয়ে "চেম্বর্স ঋডিমেণ্টস অফ নলজের অর্থের পুস্তক" ছাপা হইতেছে অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা অত্র যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দুপেট্রিয়টিক সেমিনরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১৮৫৭ সাল ২০ আপ্রিল।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ প্রভাকর

১০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত "অজেন্দুমতীচরিত" নামক যে এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠানন্তর পরম পরিতুষ্ট হইলাম। সদ্বিদ্বান গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত রঘুবংশের আদর্শানুসারে অজরাজা ও তৎপত্নী ইন্দুমতীর ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, যদিও ইহা সংস্কৃত পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ন্যায় সুরস নহে,তথাচ সুললিত সরল সাধুভাষায় যে উক্ত পুস্তক বিরচিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। সংস্কৃতের লালিত্য ও রস ভাষান্তরে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে, ভেলায় সমুদ্র পারের চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইতেন। অপিচ উল্লেখিত পুস্তকখানি ৭৯ পৃষ্ঠায় উত্ত অক্ষরে জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা,গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা প্রসন্নচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরা মহাশয়ের শোভাবাজারস্থ ২।১ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবে। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ পুস্তকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"অজেন্দুমতীচরিত।
পুরাকালে সূর্য্যবংশে রঘুনামে

অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন প্রবলবলশালী এক ভূপাল ছিলেন। যিনি নিজ ভুজবলে ও বিক্রমে ক্রমেক্রমে অশেষ দিগ্‌দেশ জয় করিয়া সসাগরা ধরায় স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বজিন্নামে আত্মযোগ্য যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণায়ও করিয়াছিলেন। পরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে কৌৎসনামা এক জন ব্রাহ্মণ কুমার গুরুদক্ষিণার্থী হইয়া বদান্যবর রাজন্যপ্রবর রঘুরাজার নিকটে আগমন করিলেন। কিন্তু ভূপতি তৎকালে নিঃস্বত্ব বশতঃ সমাগত ব্রাহ্মণের সদ্ভাজন জন্য মৃণ্ময় পাত্রে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিলেন। শিষ্য মৃণ্ময়পাত্র নিরীক্ষণ করিয়া এবং নির্ধনতার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, "এই জন হইতে মদীয় প্রার্থনা সফলা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই", পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক, সুরপীত চন্দ্রমার কলাক্ষয় যাদৃশ শ্লাঘনীয় ও প্রশংসনীয় তদীয় নির্দ্ধনত্ব ও তাদৃশ তাহার সংশয়মাত্র নাই। যাহাহউক চাতককুল নির্জল জলধরের নিকট কখনই জল প্রার্থনা করে না, আমি কার্য্য সিদ্ধি জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্থানান্তরে বদান্যান্তরের সমীপে সমুপস্থিত হই। অনন্তর বিবেকশীল সুশীল রাজা বিবেচনা করিলেন, "প্রার্থীজন রঘু সমীপে নিষ্কাম হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, এ তাদৃশ দুঃসহ অপবাদ সহ্য করা মরণাপেক্ষা দুঃখদ, কি বা করি সমুদয় দিগ্বলয় জয় করিয়া সমস্ত ধন আহরণ পূর্ব্বক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছি, এক্ষণে কপর্দ্দক মাত্রও হস্তে নাই। কিয়ৎক্ষণ সুগুমীন হ্রদের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, যাহাহউক এক্ষণে ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে জয় জন্য অলকাপুরীতে গমন করাই ন্যায্য কার্য্য হইতেছে, অনন্তর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে অর্থিন্! আপনার প্রার্থনা অচিরেই পূর্ণ করিব, কিন্তু মদীয় আবাসে দুই তিন দিবস বাস করুন, বলিয়া প্রয়াণে সুসজ্জিত হইতেছেন এমত সময় কোষরক্ষক কোন পুরুষ সম্ভ্রমের সহিত আগমন পুরঃসর নিবেদন করিল, মহারাজ! আকাশ মার্গ হইতে কোষগৃহ মধ্যে কাঞ্চনময়ী বৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে এক্ষণে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণে পূজ্যপাদ প্রমাণ।"

২৩ এপ্রেল দিবসে হিন্দুমেট্রোপলিটন কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিকী পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হইবেক।

কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবকে এড্রেশ দিবার জন্য গত সোমবারে হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজে যে সভা হইবার কল্পনা ছিল তাহা কোন কারণ বশতঃ উক্ত দিবসে হয় নাই, বুধবার হইবেক।

ফিনিক্সপত্রের লেখক শ্রীযুত মেং ই, পি, মুর সাহেব গত শনিবারে "কোমস" নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ পত্র পক্ষান্ত একবার প্রকাশ হইবেক, মাসিক মূল্য ৩ টাকা, ইহাতে নানা প্রকার কৌতুককর বিষয় প্রকাশ হইবেক।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডাইরেক্টর সাহেবের প্রস্তাবক্রমে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মেম্বরদিগের অভিমতানুসারে আজ্ঞা দিয়াছেন, কলিকাতার সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের মেথেমেটিক অর্থাৎ অঙ্কবিদ্যার অধ্যাপকেরা মাসিক ৩০০ টাকা বেতন ও ৮০ টাকা ঘর ভাড়া পাইবেন।

কলিকাতার কমিস্যারি জেনরল সাহেব তাঁহার আফিসের আসিষ্টাণ্টদিগের বেতন বৃদ্ধি জন্য গবর্ণমেণ্টে অবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার অনুরোধ শ্রবণ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মেম্বরদিগের পরামর্শক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের নীচপদস্থ যে সকল সিবিল কর্ম্মচারিরা উচ্চপদে অভিষিক্ত হন তাঁহারদিগের পূর্ব্বকর্ম্মস্থান হইতে নূতন কর্ম্মস্থলে গমন করিতে যে সময় পর্য্যবসিত হয় সেই কালে তাঁহারা উচ্চ পদের যে বেতন নির্দ্ধারিত আছে তাহাই পাইবেন।

ইংলিশম্যান সম্পাদক লেখেন গত ২০ এপ্রেল প্রাতে বারাকপুরের ৭০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের বিদ্রোহি জমাদারের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন, ৩৪ সংখ্যক দলের জমাদারেরও

ফাঁসী হইবেক, অন্যান্য বিদ্রোহি সিপাহিদিগের অপরাধের বিচার অদ্যাপি সমাধা হয় নাই।

বোম্বাই বন্দর হইতে কয়েকদিন পূর্ব্বে ওরিএণ্টেল নামক বাষ্পীয় তরী একদল সেনা লইয়া বুসাহর নগরে গমন করিয়াছে, কিন্তু সংপ্রতি কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভা হইতে সমর নিবৃত্তির আজ্ঞা আসিবায় পেনিনসুলার ওরিএণ্টেল ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানিদিগের বোম্বাই নামক ষ্টিমরে ঐ সংবাদ বুসাহর নগরে প্রেরিত হইয়াছে, যদি পথিমধ্যে উভয় ষ্টিমরে সাক্ষাৎ হয় তবে ওরিএণ্টেল ষ্টিমর সেনার সহিত ফিরিয়া আসিবেক।

প্রেরিত পত্র

পরম বিজ্ঞবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৫৭৮৭ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে যে এক প্রশ্ন প্রকটিত হইয়াছিল, তদুত্তর প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি, যদ্যপি উপযুক্ত বোধ হয় তবে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে পরমাপ্যায়িত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

চিরন্তন প্রেমিত সুপ্রিয়াশীৎ
সদা সুচিন্তা বিমনা বিমুগ্ধা।
গৃহাগতঞ্চৈব প্রিয়ং ততঃ সা
দদর্শ দর্শে শশিনং কবন্ধাঃ* ॥

কোন রমণী যাঁহার প্রাণনাথ বহুকাল প্রবাসগত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা চিন্তাযুক্তা, উন্মনা, এবং মোহবিশিষ্টা হইয়া থাকেন, অনন্তর দর্শে অর্থাৎ অমাবস্যা নিশাতে কবন্ধাঃ শব্দ বন্ধনবিশিষ্টা বাক্য বিহীনা অর্থাৎ তদ্গত চিত্তা হইয়া গৃহাগত প্রিয়কে শশির ন্যায় দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য তদা বিদগ্ধা
হরেঃ সকাশং সুগতা সুবন্ধ্যা।
ব্রজাঙ্গনা কেলিরসেন মুগ্ধা
দদর্শ দর্শে শশিনং কবন্ধাঃ ॥

কোন বন্ধ্যা এবং বিদগ্ধা ব্রজাঙ্গনা, দর্শে অর্থাৎ অমাবস্যা নিশাযোগে স্বগৃহ হইতে নিঃসরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া ক্রীড়ারস দ্বারা মুগ্ধানন্তর কবন্ধাঃ সুখবন্ধন বা কামদেব বন্ধনবিশিষ্টা হইয়া প্রাণবল্লভকে শশির তুল্য ঈক্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অবেক্ষ্য কাল্যাস্ত্রি নখেন্দুবৃন্দং
তিথৌ কুলীনে সততং কুলীনা।
ললাট সংস্থং মুখচন্দ্রমেবং
দদর্শ দর্শে শশিনং কবন্ধাঃ ॥

কোন কুলীনা অর্থাৎ কুলধর্ম্ম পরায়ণা সাধিকা কুল তিথি যে দর্শ তাহাতে অর্থাৎ অমাবস্যা মহানিশা যোগে কবন্ধাঃ বায়ু বন্ধন, মনোবন্ধন বা কাল বন্ধন বিশিষ্টা হইয়া শ্রীকালিকার চরণ নখচন্দ্র বৃন্দাবলোকনানন্তর মুখচন্দ্র এবং ললাটস্থ শশিকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

নিশাং সুঘোরা নবলোক্য সাধ্বী
নিরন্তরোদ্বিগ্ননঃ সুগে ঠাৎ।
গৃহাগতং বীক্ষ্য হরিং যশোদা
দদর্শ দর্শে শশিনং কবন্ধাঃ ॥

সাধ্বী শ্রীমতী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়ায় দর্শের ঘোরা নিশাবলোকন করিয়া সদোৎকণ্ঠিতা এবং কবন্ধাঃ বায়ু বন্ধনবিশিষ্টা অর্থাৎ অচেতনা হইয়াছিলেন, পরে গৃহাগত শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশশির ন্যায় অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

চকার তত্ত্বং কিমুসঞ্চ ভাস্বোঃ
কুমেলনং বীক্ষ্য কুমুদতীকং।
স্ফীরং কুমুদিনীকে বিশীর্য্য
দদর্শ দর্শে শশিনং কবন্ধাঃ ॥

প্রশ্ন। বিদ্বান অর্থাৎ জ্ঞানীতত্ত্ব কে কি করিয়াছিলেন?

উত্তর। দদর্শ, দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। চন্দ্র সূর্য্যের মেলন অর্থাৎ সমসূত্রপাত ন্যায় দ্বারা এক রাশ্যব স্থান কোথায়?

উত্তর। দর্শে।

প্রশ্ন। কুমুদিনী কাহাকে ঈক্ষণ করিয়া প্রস্ফুটা হয়?

উত্তর। শশিনং।

প্রশ্ন। কাহারা ছিন্ন মস্তক হইয়া যুদ্ধ করে?

উত্তর। কবন্ধাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীনাথ দাসঘোষস্য।
নিবাস হরিপাল।

* কবন্ধাঃ কং শব্দং। প্রমাণং কোষে দ্রষ্টব্যঃ। বধ্নাতি যা সা কবন্ধাঃ অস প্রত্যয়ান্তেতি এবং যথাযথ মুত্তরত্র পিজ্ঞেয়ং।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সরেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাবৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮০২ সংখ্যা] বুধবার ১১ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ২২ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন

ঢাকা ও আসাম অঞ্চলে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"গোমতী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ "কালিন্দী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া আগামি মে মাসের ১ তারিখে উল্লেখিত স্থানাদিতে গমন করিবেক

ফেট অর্থৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের অফিসিএটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. WOODLEY.

Clerk the Govt. Boat Office.

জে, উড্‌লী।

গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসের ক্লার্ক।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরম্য ও [illegible] জমি সম্পত্তি নিলাম হে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত অতি সুরম্য এবং সুদৃশ্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ, পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে যশোহর দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ বায়ান্ন টা গ্রাম আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩১৸০ স্কোএর মাইল অথবা ৬১০০০ একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মদ্দত তিন বৎসর চারি মাস তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপন্ন ২৬৪০১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিফ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত মেপ অর্থাৎ মানচিত্র দৃষ্ট করিয়া গ্রামাদির ভুমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভুমির যে সকল ভুমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভুমির কোন হিসাবও পাওয়া হয় না।

ঐ জমীদারীর দলিল পত্রাদি অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয়

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে মহানগর কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্যুয়ার্স মালাই মেকিণ্টর্স ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

গোবীজে টিকা প্রদান করণের প্রধান তত্ত্বাবধারক ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব অবগত হইয়াছেন যে উক্ত বীজে টিকা প্রদান কারকেরা যে সকল সন্তান সন্ততিকে টিকা দেয় তাহারদিগের পিতা বা অন্যান্য রক্ষা কর্ত্তৃগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, অতএব তিনি এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনাপন সন্ততিদিগকে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকটে উক্ত টিকা প্রদান কারকেরা গমন করিলে তাঁহারা কোম্পানির ২ দুই টাকার অধিক প্রদান করিবেন না, যে বালকের বাহু হইতে বীজ লইয়া টিকা প্রদত্ত হইবেক তাহার ব্যয় ও গাড়িভাড়ার ঐ মূল্যই যথেষ্ট মূল্য হইবেক।

উল্লেখিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য যদ্যপি কোন টিকাপ্রদানকারক গ্রহণ করে তবে ডাক্তর মেকফার্সন সাহেবকে তাহা জ্ঞাত করিলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন।

গোবীজে টিকা প্রদান করা বিনা মূল্যেই হইয়া থাকে এ নিয়ম সাধারণ নিয়ম, যে সকল ব্যক্তি ঐ টিকা স্থানে প্রার্থনা করিবেন তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততির টিকা প্রদান কার্য্য বিনা ব্যয়েই নির্ব্বাহ হইবেক।

ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব এই সুযোগে কলিকাতা নগরবাসি ও তন্নিকটস্থ গ্রাম নিবাসি বিশেষতঃ এই ক্ষণে যাঁহারা বাহুল্য পরিমাণে গোবীজে টিকা প্রদানের উপকার গ্রহণে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারদিগকে বিদিত করিতেছেন যে গোবীজে টিকা প্রদান করিলেই দৃষ্ট হয়, অতএব টিকাদারদিগের প্রতিদিবস গমন করণের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব টিকাদারেরা টিকা দিয়া সপ্তম অথবা অষ্টম দিবসে গমন করিয়া টিকা পাকিয়াছে কি না, অর্থাৎ ঐ টিকা দিবার ফল সিদ্ধির উপক্রম হইয়াছে কি না, তাহার নিরূপণ করিবেক।

এই গোবীজে টিকা দিবার বিবরণ যদ্যপি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে উক্ত কার্য্যের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলে আপনাপন প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজী অথবা বঙ্গ ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত এক খণ্ড পুস্তক যাহাতে এই বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

J. MACPHERSON, M. D.
Superintendent General of Vaccination.

জে, মেকফার্সন। এম, ডি।
গোবীজে টিকা দিবার কার্য্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ।

কলিকাতা।
৩মার্চ্চ ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ !!!

বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় "কাদম্বরী" নামক কাব্য গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় যে পুস্তক বিরচন করিয়াছেন, তদন্তর্গত মহাশ্বেতার উপাখ্যান নাটক প্রবন্ধে পয়ারাদি ছন্দে বিরচন পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উত্তমাক্ষরে ওউত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা গিয়াছে, যাহার প্রয়োজন হয় তথা পত্র লিখিবেন। মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

শ্রীমণিমোহনসরকার।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত বটতলাস্থ "হিন্দু থিয়েটিক সেমিনরির ,, ছাত্রদিগকে [illegible] হইতে [illegible] ঘণ্টা [illegible]

উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসার্থে উপস্থিত হইতে হইবেক।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

২০ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শিক্ষার্থি বালকগণকে আগত জুন ও অক্টোবর এই দুই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রবৃষ্ট করা যাইবেক, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে লওয়া যাইবেক না।

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

সংবাদ প্রভাকর

১১ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা শ্রবণ করত সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম যে যুগলসেতু নিবাসি ৺ শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী দাসী গত রবিবার রজনীযোগে মায়াময় দেহ পরিহার পূর্ব্বক স্বামির সহগামিনী হইয়াছেন। আহা কি পরিতাপ! শ্রীকৃষ্ণবাবু সহোদরগণের সহিতপৃথক হইয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক দিবসের নিমিত্ত তাহা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার স্ত্রীও বিরহ সন্তাপে তাপিতা হইয়া [illegible] অল্প দিবস স্বামির অতুল সম্পদ সম্ভোগ করিয়াই পরলোক গতা হইলেন, রাজকুমারী দাসী পুণ্যবতী ছিলেন, দৈবানুষ্ঠান অতিথি সেবা ইত্যাদি পুণ্যজনক কার্য্যে তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল, তিনি বহু অনাথা রমণী ও বালক বালিকাকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেন, অধুনা তাঁহারা তাহার অকাল মৃত্যু জন্য অতুল দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল।

স্বর্গগত ৺ রূপলাল মল্লিক মহাশয় চারিপুত্র ও কন্যা জামতা দৌহিত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার তিন পুত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে মধ্যম পুত্রের সহধর্ম্মিণী প্রাণ পরিত্যাগ করাতে ঐ পুত্রের কেহই রহিলেন না, অধুনা আমরা পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় অরোগী ও দীর্ঘায়ু হইয়া পিতার অতুল সম্পদ সম্ভোগ এবং এই অবনীমণ্ডলে অক্ষয়কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীয়মানা করুন।

আমারদিগের রাজপুরুষগণের যেরূপ রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে সেইরূপ ধনাগম তৃষ্ণাও বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, অতএব আর কিছুকাল এইরূপ থাকিলে এদেশের যে যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য সন্দর্শন করা যাইতেছে তাহা আর কিছুই থাকিবেক না, সকলের সমস্ত সম্পদ শ্বেতাঙ্গগণের উদরসাৎ হইবেক। লার্ড ডেল হৌসি সাহেব যেরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রচার পূর্ব্বক বন্ধু রাজগণের রাজ্য সম্পদ অপহরণ করিয়া [illegible] গের অবিদিত নাই, রাজ মহিলাগণের আভরণাদিও নীলাম দ্বারা বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অধুনা কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা যে এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি তদনুসারে কার্য্য করণের আদেশ প্রাপ্ত হয়েন তবে রাজ পরিবারদিগের দুরবস্থার সীমা থাকিবেক না, ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে এইক্ষণে যে সকল রাজা ও নবাবগণের রাজ্য সম্পদ হরণ করিয়া বৃত্তি প্রদান করিতেছেন তাঁহারদিগের পুত্র ও পৌত্রদিগকে সেইরূপ বৃত্তি প্রদান করিবেন না, তাহা ক্রমে ক্রমে ন্যূন করিয়া পরে একেবারে বন্ধ করিবেন, এই প্রস্তাব ধার্য্য হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, কারণ এইক্ষণে সংক্ষেপ করণ বিষয়ে রাজ পুরুষগণের বিলক্ষণ দৃষ্টি বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

রাজ নীতিজ্ঞ ও নীতিধর্ম্ম বেত্তা মাত্রেই বলিয়াছেন যে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ নৃপতিগণের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে তাহা না করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকৃত প্রবল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বে কি প্রকারে রাজগণের বৃত্তি চ্ছেদন করিবেন আমরা তাহার নিরূপণ করণে অক্ষম হইয়াছি, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে এই দেশে পরাক্রমপূর্ণ হইয়া পরিশেষে কি ধর্ম্মে পতিত হইবেন ?হায় কি তাপ !!

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কলি

ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর যে মাশুল আদায় হইয়া থাকে, তৎ সংগ্রাহক কর্ম্মচারিদিগের প্রতি টাক্সসম্বন্ধীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তির ক্ষমতার্পণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কালেক্টরদিগের ঐ ক্ষমতা হরণপূর্ব্বক তাহা মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এমত শুনা যাইতেছে কেননা কালেক্টরদিগকেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও জওয়াব দিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং বাদী বা প্রতিবাদী হইয়া কি প্রকারে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন?

রাজপুরুষদিগের এই কার্য্য সদ্বিবেচনামূলক হইয়াছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু কালেক্টরদিগের হস্তহইতে যেমন দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষমতা হরণ করিয়া তাহা মাজিষ্ট্রেটদিগকে অর্পণ করিয়াছেন. তদ্রূপ মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তহইতে রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষমতা হরণ করিয়া তাহা কালেক্টরদিগের প্রতি অর্পণ করা উচিত ছিল।

---

২০ আপ্রিল দিবসীয় ইংলিস ম্যান পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত দেনমারি থানার এলাকা স্থিত কোন গ্রামে কয়েক মাস পূর্ব্বে এক ভয়ঙ্কর ডাকাইতি হয়, তাহাতে মনুষ্য হত্যাও হইয়াছিল, ঐ ডাকাইতি সংক্রান্ত কতিপয় দস্যু পুলিস কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া সেসনীয় বিচারে অর্পিত হয়, সেসন জজ সাহেব দস্যুদিগের অপরাধের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াও তাহারদিগের মুক্তি আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু মেদিনীপুর জিলার ফৌজদারায়ক মৌলবীর সহিত জজ সাহেবের রায় অনৈক্য হইবায় তিনি প্রত্যেক আসামীর নিকট এক শত টাকার জামিন লইয়া তাহারদিগকে খালাস দেন, পরে ঐ মোকদ্দমার নথী সদর নেজামত আদালতে প্রেরিত হইলে, সদরীয় জজ মেং লোক সাহেব ও মেং বেলি সাহেব একজন আসামীর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা ও দুই জনের প্রতি চির জীবন কারাবাস আজ্ঞা এবং আর দুইজনের প্রতি ৭ বর্ষ কারাবাসাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, যে আসামীরা এরূপ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত ছিল তাহারদিগের নিকট হইতে ১০০ টাকার জামিন লইয়া তাহারদিগকে মুক্তি দেওয়া বিচার সঙ্গত কার্য্য নহে!

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সংপ্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, ইংরাজ কারাবাসিদিগের বাসার্থ নীলগিরি পর্ব্বতে এক পৃথক কারাগার নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের গবরনর সাহেব মান্দ্রাজ সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞায় আবদ্ধ ইংরাজদিগকে এক পৃথক কারাগারে রাখেন!

কাণ্ডিয়ওটানা প্রদেশ হইতে কতকগুলিন অস্ত্র বুসাহর নগরস্থ অশ্বারোহি সেনাদিগের নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। উক্ত উভয় দেশের রাজকর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে অশ্ব সংগ্রহ করিতেছেন।

জবলপুর হইতে করাচী নগরে কতিপয় তাম্বু নির্ম্মাণকারি শিল্পি আনীত হইয়াছে, তাহারা করাচীর কারাবাসিদিগকে তাম্বু নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করাইবে!

যে সিপাহী ব্যাঘ্র গ্রাস হইতে কাপ্তেন বাগ সাহেবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল গবর্ণমেণ্ট তাহাকে হাওলদারী পদ দিয়াছেন, এবং অতি শীঘ্র আরো উচ্চপদে আরূঢ় করিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার পোলিস কমিস্যনরদিগের নিকটে গত বর্ষের পোলিস কার্য্যের রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও এখানকার ন্যায় খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তথাকার ছোট আদালতের আজ্ঞায় আবদ্ধ দেওয়ানি কারাবাসিদিগের খোরাকী পয়সা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তাহারা প্রত্যহ ৵ আনা পাইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট নং ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমরাসংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৭৯৬ সংখ্যা] বুধবার ৪ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়া [illegible], বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১২৫৭।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সংপ্রতি মদীয় জমীদারী পরগণে সারাইন জিলা পূর্ব্বার [illegible] যোগ করা আবশ্যক হইয়াছে, প্রার্থকের আবশ্যক যে বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষা উত্তমরূপ সুজ্ঞাত থাকে এবং মুন্সেফ সদর আমীন আদালতে ওকালতী করণের সর্টিফিকট প্রদর্শন করিলে [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকে বেতন ৩০ মুদ্রা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
জমীদার।

বিজ্ঞাপন।

সরসনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ রায় মহাশয় শৈশবকালাবধি মহাবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ডাক্তর মেং ক্লেমনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার ঢাকা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর মেং ক্লেমনট সাহেব পর লোক গমন করিলে দুর্গাচরণ-বাবু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি কলিকাতার পাথরিয়াঘাটায় অ মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতিপয় দিবস অতীত হইল কয়েকটা কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
মোং জানবাজার।

বিজ্ঞাপন

রসা বাঙ্গালা বিদ্যালয়।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ১৯ আপ্রিল রবিবার বেলা ১১ ঘটিকা পরে রসা-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক অতএব বিনীতভাবে নিবেদন এই যে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা উক্ত সময়ে রসা গ্রামে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন ঘোষজ মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া ছাত্রবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন ইতি।
৩ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল।

শ্রীআমদালী খাঁ।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

লেন, সংপ্রতি পরমেশ্বরেচ্ছায় আ রোগ্য হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগম ন করিয়াছেন, অতএব দেশ বিদে শীয় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছিলেন অথবা ক রাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই যন্ত্রা লয়ে উপস্থিত হইবেন কিম্বা পত্র লি খিবেন।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্র য়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণা করের জীবন চরিত।	১৲
আশুবোধ ব্যাকরণ	॥৹
শুকেতিহাস	॥৹
চিত্তবিলাসিনী	।৹
সীতাবিলাপ লহরি	॥৹

সংবাদপ্রভাকর

৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা শ্রবণ করত সাতিশয় অ নুতাপিত হইলাম যে বিখ্যাত সুকবি ও পরম পণ্ডিতবর সুলেখক শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে স্বদে শ গমনের অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়া ছেন। কাপ্তেন সাহেব এদেশে অব স্থান করাতে সাধারণের কিপর্য্যন্ত উপকার হইতেছিল তাহা আমরা কত ব্যক্তি সুলেখক ও কবিতা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কত ব্যক্তি ইউরো পীয় কবিকদম্বের লিখিত ভাব, রস ও তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ স্বভাব পরিধারণ করি য়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না, তিনি যখন হিন্দুকালেজ ও হুগলি কালে জ এবং কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সি পেলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে ঐ কালেজ ত্রয়ের সুখ্যাতি জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ছিল, মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব অবিবেচনা পূর্ব্বক কা প্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করা তে তিনি আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণ মেণ্টের শিক্ষালয় সমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করণাবধি গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কা লেজের সুখ্যাতি ক্রমে [illegible] হই য়াছে।

কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণ মেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করণাবধি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত যে যে বিদ্যালয়ে সংযুক্ত হইয়াছেন তত্তাবতেরই ছাত্রেরা উত্তম নিয় ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ক্ষণে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ তাঁহার সংযোগে অতি প্রধান রূপে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাঁহার বিলাত গমনে ঐ কালেজের ছাত্র গণের পক্ষে নিতান্ত নিরানন্দজনক বলিতে হইবেক।

কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব যে কেবল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশের উপকার করিতেছেন এমত নহে, সম্পাদকীয় [illegible] তাঁহাকে একজন অগ্রগণ্য লেখনী ধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গাল হরকর ও লিটরেরি গেজেট পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে ঐ উভয় পত্রের যে প্রকার সম্মান বৃদ্ধি হই য়াছে তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হই য়া থাকিবেন, কাপ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়া ছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিবসের নিমিত্ত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের উপকারার্থ পরিশ্রম করিয়াই তিনি পীড়িত হই য়াছেন।

কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা, তাঁহার লিখি ত গদ্য পদ্য পূরিত পুস্তকাদি সাধা রণের যে প্রকার আদরণীয় হইয়া ছে তাহা আমরা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব, সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি সৌর ভে আমোদিত হইয়াছে, ভাবুক ও সুলেখক মাত্রেই তাঁহার লেখা পর ম আদর পূর্ব্বক পাঠ করেন, এবং তাঁহার ভাব ও অভিপ্রায় এবং সদু পদেশে পরমোপকার লাভ করিয়া থাকেন, তিনি এদেশের উপকারার্থ আপনার অসাধারণ বিদ্যার ভাণ্ডা র অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াই অনেকে ভবিষ্য হইয়া ছেন, তিনি অতি সুস্বভাব সমূহ সদ্গুণসম্পন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, এ তাঁহারদি গের প্রশ্নাদির উত্তর প্রদান পরম পুলকিত হয়েন, অতএ আমরা পরমেশ্বর সমীপে একান্ত প্রা [illegible]

ন রিচার্ডসন সাহেব শীঘ্র অরোগী হউন এবং স্বদেশের জল বায়ু তাঁ হার প্রতি অনুকূল হউক।

যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদি গের ভবনে গত শনিবার সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্য ক্রীড়া হই য়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শ নে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরি তোষ করিয়াছেন।

গত শনিবার দিবসে কলিকাতা এক্সচেঞ্জ ঘরে বানারস ও পাটনার উৎপন্ন ৩৬৫৫ সিন্ধুক আফিম ৯৩৪। ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় হই য়াছে।

বাঁকুড়ার পত্রে ব্যক্ত করে, উক্ত জিলার স্থানে স্থানে অল্প বৃষ্টি ও শিলা পতিত হইয়াছে, এক একটা শিলা ২। ৩ সের অপেক্ষাও ভারি ছিল, তাহাতে বিস্তর পশু নাশ হই য়াছে।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি মাল ঞ্চ নামক গ্রামে দুইটী মনুষ্য ও ৫। ৭ টা বলী বর্দ্দশিলা পাতে নষ্ট হই য়াছে।

দানাপুর হইতে কতিপয় ক্রো শান্তরে কয়েকখানা বাষ্পীয় তরী গঙ্গার চড়ায় ঠেকিয়া অচল হইয়া ছে, কষ্টে উদ্ধার হইতে পারে বটে, কিন্তু দুই একখান ষ্টিমর এমত দৃঢ় রূপে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়াছে যে গঙ্গার জল বৃদ্ধি না হইলে সচল হই বেক না, অনুমান হয় অন্য ষ্টিমর দ্বারা ঐ সকল বাষ্পীয় নৌকার মাল ও আরোহী গন্তব্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

পাটনার সংবাদাতার পত্রে অব গতি হইল, উক্ত নগরে ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে অনেক লোক পঞ্চত্ব পাইতেছে।

পাটনার সদর আমীনী মহকুমা এককালে উঠিয়া গিয়াছে।

অযোধ্যা রাজের যে সকল হস্তি অশ্ব গো মহিষ এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি পশু অযোধ্যা নগরে আছে, সেই সকলের আহারীয় দ্রব্য ক্রয়ার্থে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট রাজ কোষ হইতে ৮১০৮৫ টাকা প্রদান করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

ফিরোজপুর জিলায় সংপ্রতি বারি বর্ষণ হইয়াছে, কৃষকেরা শস্যা দি রোপণ করিতেছে। উক্ত স্থান বাসি কোন গৃহস্থের একটী বালক দোলযাত্রা দিবসে অনুদ্দিশ্য হয়, তৎসঙ্গী একটী বালক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করে, জনেক মালি ঐ অনুদ্দি শ্য বালকের প্রাণ নাশ পূর্ব্বক তা [illegible] করে ও মৃত দেহ উদ্যান মধ্যে পুতিয়া রাখে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্তে বহুলোক সঙ্গে উক্ত উদ্যানে গমন পুরঃসর সমস্ত বাগানের মৃত্তি কা খনন করেন, কিন্তু কোন স্থানে মৃতদেহ বা তাহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া গুপ্তসূচক বালকটীকে কারা বদ্ধ করিয়াছেন, যদবধি মৃত্যুর কার ণ নিরাকরণ না হয় ততদিন ঐ ব্যক্তি হাজতে থাকিবেক।

জর্ম্মণদেশীয় কোন পত্রে প্রকাশ হয়, কাস্পিয়ান সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে দ্বিতীয় শিবষ্টপুল অর্থাৎ ঐ স্থলে ইংলিস ও রুষ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পু নরায় মহাসমর হইবেক, আমরা এই আকাশভেদি সংবাদের আমূল বুঝি তে পারিলাম না, সংবাদদাতার এই সংবাদের অভিপ্রায় এই বোধ হয়, উপস্থিত সমরে রুষবাদশাহ পারস্য রাজকে সাহায্য করিবেন, সেই সূত্রে ইংরাজদিগের সহিত রুষ গবর্ণমেণ্টে র পুনরায় সমরারম্ভ হইতে পারে।

কটকস্থ বন্ধু যে পত্র লিখিয়াছে ন, তাহাতে অবগতি হইল, কটক নিবাসি কোন ব্যক্তি তথাকার কোন পুলিস আমলার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া প্রামাণিক সাক্ষ্য বাক্যে আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছিল, কিন্তু বিচারকর্ত্তা পুলিস কর্ম্মচারিকে অ ব্যাহতি দিয়াছেন, এবং অভিযোক্তা র প্রতি ১০০ টাকা দণ্ড বিধান করি য়াছেন। এ বিচার আশ্চর্য্য বটে, অতঃপর বাদী প্রতিবাদির নাম প্র কাশ হইতে পারে।

ঢাকার জজ সাহেব সংপ্রতি তথাকার নর্ম্মেল স্কুলের যে ছাত্র টীকে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফরিদপুর জিলায় গমন করিয়াছেন, তাহাতে জজ আদালতের অন্যান্য আমলারা উক্ত মুহুরির প্রতি মহা কোপযুক্ত হইয়াছে, সুযোগ পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিবে। জজ সাহেব এক পক্ষান্তে ঢাকায় প্রত্যাগত হইবেন।

---

৬ আপ্রিল দিল্লী প্রদেশে অল্প জল ঝড় এবং ৭ তারিখে ভুকম্প হইয়াছিল, রৌদ্রোত্তাপ ও রোগোপদ্রব কতক নিবারণ হইয়াছে।

অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ করে, ফজল আলী দস্যু ও তৎসঙ্গি কয়েকজন লোক যথার্থই নিহত হইয়াছে, তাহার দের ছিন্নশির অযোধ্যা নগরে আনীত হইয়াছে।

সংপ্রতি বিলাত হইতে সমাচার আসিয়াছে, পারস্য যুদ্ধে যে সন্ধি ধার্য্য হইয়াছে সে সন্ধিপত্র ইংলণ্ডে লিখিত বা তাহাতে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞীর বা প্রধান রাজমন্ত্রির নাম স্বাক্ষরিত হয় নাই, ফ্রান্স দেশের রাজধানী পেরিস নগরে ঐ সন্ধি পত্র লিখিত হয়, পারস্য রাজ প্রতিনিধি কিরক খাঁ এবং ফ্রেঞ্চ দরবারের ইংলণ্ডীয় রাজ প্রতিনিধি লার্ড কৌলি সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদবধি মহারাজ্ঞী এবং পারস্য মহারাজ ঐ সন্ধি গ্রাহ্য না করেন তদবধি সমর স্থগিত থাকিবেক। পারস্য যুদ্ধের সেনাপতি লেপ্টেনান্ট জেনরল স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেবের নিকট এই সংবাদ বোম্বাই হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধন করিয়া আপনকার বহু মূল্য পত্রাংশে যৎকিঞ্চিৎ স্থান দান দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।

কুমার খালির বর্ত্তমানাবস্থা।

এই কুমারখালী গ্রামে ইতি পূর্ব্বে সুপ্রণালীসিদ্ধ বিদ্যামন্দির না থাকায় তন্নিবাসি বালকবৃন্দ আলস্য সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া আত্মীয় জনগণের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছিল, এই নিষ্কলঙ্কিত গ্রাম তাহারদিগের অত্যাচারে নানা কলঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, বিদ্যালোচনা ব্যতীত এই অনিষ্ট নিবারণের অন্য কোন সদুপায় নাই, বিবেচনায় বিদ্যোৎসাহী ধনরাশি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুআরিতে অত্র গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুজ শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৫ সালের ১৩ জানুআরিতে তথায় আর একটী বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া আপামর সাধারণের মহদুপকার করিয়াছেন, এই সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে তাঁহারদিগকে যে কতই কটু কাটব্য সহ্য করিতেও কতইবা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার পরিসীমা নাই। কুসংস্কারশীল কতিপয় মহাশয়েরা কতবার তাহার সমূলোচ্ছেদ করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উচ্ছেদ না হইয়া বরং অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অনোঘ যত্ন ও উৎসাহ উৎস উৎসারিত হইয়া বিদ্যাতরু দিন দিন ফলবান হইতেছে, আহা, কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে গ্রামে নূতন প্রথানুসারে একটী বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিতে কত ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে ইং ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের যত্নবলে একটী বালিকা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তদনন্তর গ্রামে গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র সকলের বালিকা এই বিদ্যামন্দিরে প্রাঠার্থ প্রবিষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারও কোন আপত্তি নাই বরং উৎসাহেরই নিদর্শন প্রদর্শন হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যেই যে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

কুমারখালী।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

☞ এই প্রভাকর-পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৭৯৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৪ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

বিজ্ঞাপন

গোবীজে টিকা প্রদান করণের প্রধান তত্ত্বাবধারক ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব অবগত হইয়াছেন যে উক্ত বীজে টিকা প্রদান কারকেরা যে সকল সন্তান সন্ততিকে টিকা দেয় তাহারদিগের পিতা বা অন্যান্য রক্ষাকর্ত্তৃগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, অতএব তিনি এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনাপন সন্ততিদিগকে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকটে উক্ত টিকা প্রদান কারকেরা গান করিলে তাঁহারা কোম্পানির ২ ই টাকার অধিক প্রদান করিবেননা, যে বালকের বাহু হইতে বীজ লইয়া টিকা প্রদত্ত হইবেক তাহার ব্যয় ও গাড়িভাড়ার ঐ মূল্যই যথেষ্ট মূল্য হইবেক।

উল্লেখিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য যদ্যপি কোন টিকাপ্রদানকারক গ্রহণ করে তবে ডাক্তর মেকফার্সন সাহেবকে তাহা জ্ঞাত করিলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন।

গোবীজে টিকা প্রদান করা বিনা মূল্যেই হইয়া থাকে এ নিয়ম সাধারণ নিয়ম, যে সকল ব্যক্তি ঐ টিকা দিবার ডিস্পেন্সরি অথবা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রার্থনা করিবেন তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততির টিকা প্রদান কার্য্য বিনা ব্যয়েই নির্ব্বাহ হইবেক।

ডাক্তর মেকফার্সন সাহেব এই সুযোগে কলিকাতা নগরবাসি ও তন্নিকটস্থ গ্রাম নিবাসি বিশেষতঃ এই ক্ষণে যাঁহারা বাহুল্য পরিমাণে গোবীজে টিকা প্রদানের উপকার গ্রহণে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারদিগকে বিদিত করিতেছেন যে গোবীজে টিকা প্রদান করিলেই দৃষ্ট হয়, অতএব টিকাদারদিগের প্রতিদিবস গমন করণের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব টিকাদারেরা টিকা দিয়া সপ্তম অথবা অষ্টম দিবসে গমন করিয়া টিকা পাকিয়াছে কি না, অর্থাৎ ঐ টিকা দিবার ফল সিদ্ধির উপক্রম হইয়াছে কি না, তাহার নিরূপণ করিবেক।

এই গোবীজে টিকা দিবার বিবরণ যদ্যপি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে উক্ত কার্য্যের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলে আপনাপন প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজী অথবা বঙ্গ ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত এক খণ্ড পুস্তক যাহাতে এই বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

J. MACPHERSON, M. D.
Superintendent General of Vaxination.

জে, মেকফার্সন। এম, ডি।
গোবীজে টিকা দিবার কার্য্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ।

কলিকাতা।
৩মার্চ্চ ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

রসা বাঙ্গালা বিদ্যালয়।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ১৯ আপ্রিল রবিবার বেলা ১১ ঘটিকা পরে রসা-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক অতএব বিনীতভাবে নিবেদন এই যে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা উক্ত সময়ে রসা গ্রামে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন ঘোষজ মহাশয়ের

ভবনে শুভাগমন করিয়া ছাত্রবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

৩ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল।

শ্রীআমদালী খাঁ।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

সরসনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ রায় মহাশয় শৈশবকালাবধি মহাবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ডাক্তর মেং ক্লেমনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার ঢাকা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর মেং ক্লেমনট সাহেব পরলোক গমন করিলে দুর্গাচরণ-বাবু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি কলিকাতার পাথরিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল পীড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প কালের মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতিপয় দিবস অতীত হইল কয়েকটা কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
মোং জানবাজার।

বিজ্ঞাপন।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।

৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিত্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপাসের ঘোটক সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।

সংবাদ প্রভাকর

৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কালেজের ইংরাজী ডিপার্টমেণ্টে অধিক ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত করণ প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিবাতে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজে পূর্ব্বে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার পাঠনা হইত এইক্ষণে আর তদ্রূপ হয় না, ইংরাজী পাঠনাই অধিক হইতেছে, বোধ হয় অতঃপর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠনাকার্য্য এককালে উঠিয়া যাইবেক।

শিঙ্গাপুর ও পিনাঙ্গ উপদ্বীপে মহাবিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে, শিঙ্গাপুরের অন্তর্গত সারাওয়াক স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসি চীনেরা গত ১৭ ফিব্রুআরি রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া অন্যূন তিন শত লোক বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্যার জেম্‌স ব্রুক সাহেবের বাটী ও অপর কয়েকজন ইংরাজের বাটী বেষ্টন করে, এবং গৃহাদি দাহ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি হরণ ও কতিপয় সাহেব বিবির প্রাণ নাশ করে. স্যার জেম্‌স ব্রুক সাহেব বহুকষ্টে সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তৎপর দিন প্রাতে প্রায় ৪০০ সেনা সঙ্গে সারাওয়াক স্থানে প্রত্যাগত হইয়া ১২০০ চীন বিদ্রোহির প্রাণ হনন করিয়া ছিন্ন শিরঃ সকল বংশ সলাকায় বিদ্ধ করত স্থানে স্থানে পুতিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিঙ্গাপুর-বাসি সমস্ত চীনেরা এক যোগ হইয়াছে, বোধ হয় অতঃপর আরো ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে। পিনাঙ্গ উপদ্বীপে এইরূপ ঘটিয়াছিল, অতএব হাওয়া গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে উক্ত প্রদেশে সেনা প্রেরণ করুন, নচেৎ তত্তদ্দেশবাসি ইউরোপীয় লোকেরদের প্রাণ রক্ষা পাইবে না।

শুনা যাইতেছে, কলিকাতার পুলিস কমিস্যনর মেং ওয়াকোফ সাহেব জিলা ২৪ পরগণ, বারাসত, হাবড়া, পশ্চিম বর্দ্ধমান এবং নদীয়া জিলার উপর মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা পাইয়াছেন। আমরা এ সংবাদের সত্যতার প্রতি নির্ভর করিতে পারি না, কারণ কলিকাতার পুলিস কমিস্যনর সাহেবের সর্ব্ব সময় এই নগরের শান্তিরক্ষা কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, তাহার উপরে কন্সরবেন্সি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার আছে, এতদুভয় কার্য্য সম্পন্নান্তে মেং ওয়াকোফ সাহেব অন্যান্য জিলার ফৌজদারী কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিবেন বলা যায় না।

বারাকপুরস্থ ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনাদলের মঙ্গল পাণ্ডা নামক যে ব্রাহ্মণ-সিপাহী আজুটেণ্ট ও সারজেণ্ট মেজর সাহেবকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, কোর্ট মার্সিয়ালের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবায় গত বুধবার প্রাতে তাহার ফাঁসি হইয়াছে, তাহাতে উক্ত দলের সমস্ত সেনারা সশঙ্কিত হইয়াছে, অনুমান হয়, আর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক না। ঐ দলের আর যে ১৯ জন সিপাহী হাজতে আছে, তাহারদের অপরাধের বিচার অদ্যাপি হয় নাই।

২ সংখ্যক ফ্রিলেডিয়ার দলের যে দুই জন সিপাহী টাকশাল ও ত্রেজুরির সিপাহিদিগকে কুপরামর্শ দিয়া ছিল, তাহারা কোর্ট মার্সেলের আজ্ঞাক্রমে চতুর্দ্দশবর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছে।

বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যকদলের বিদ্রোহি সেনাদিগের বিচারারম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হয় নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় পত্রে প্রকাশ হয়, তদ্দেশের স্থানে স্থানে টোটাঘটিত গোল উঠিয়াছে, শৃগাল গোর্টের কোন দেশীয় পদাতিক সেনাদল ১৯ সংখ্যক দলের সেনাদিগের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, বিশেষ-বৃত্তান্ত অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দুই এক দল সেনা বিদ্রোহি হইলে অধিক আশঙ্কা নাই, কেননা সেখানে দেশীয় বিদেশীয় অনেক সেনাদল আছে, কিন্তু যদি সমস্ত দেশীয় সেনারা এককালে খেপিয়া উঠে তবে বিপদ ঘটিবে।

মেং তমসন সাহেব বুধবার রাত্রে মেট্রোপলিটন কালেজের হালে বাণিজ্য বিষয়ক বক্তৃতা করিবেন।

১ মে দিবসে ছোট আদালত বন্ধ হইয়া ১৫ মে পর্য্যন্ত রুদ্ধ থাকিবেক।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট ষ্টেসনেরি আফিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তথাকার রেজিষ্টর সাহেবের প্রার্থনামতে তিনি তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

যে সকল অপরাধিদিগের প্রতি চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণের আদেশ হইবেক, তাহারদিগকে দেশ বহিষ্কৃত করণের পূর্ব্বে ইংরাজী মতের টিকা দেওয়াইবার প্রথা প্রচলিত করণের প্রস্তাব উত্থাপন হইয়াছে।

বাগবাজারের খালের টোল কালেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেট মেং গেলিফ সাহেব খালের জমাদার এবং তাঁহার কাছারির একজন আমলাকে ২-বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারদিগকে এই কারাভোগের অতিরিক্ত ৫০ পঞ্চাশটাকা করিয়া দণ্ড দিতে হইবেক। অনুমান হইতেছে তাহারা উৎকোচ গ্রহণ বা তত্তুল্য কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল, মেং গেলিফ সাহেবের সুশাসন ও সুনিয়মে খালের কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা গবর্ণমেণ্টও অধিক লাভ পাইতেছেন, এবং নৌকাওয়ালাদিগেরও কোন ক্লেশ নাই।

শুনা যাইতেছে, ইটাগাছি অবধি ডায়মণ্ডহারবর অর্থাৎ কলাগাছিয়া পর্য্যন্ত এক পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইবেক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কারাবাসিদিগের পরিশ্রমোৎপন্ন ধন দ্বারা ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন।

আসাম গোয়ালপাড়া প্রদেশে বিশেষতঃ গোয়ালপাড়ার কারাগারে ওলাউঠা রোগে মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, গোয়ালপাড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাক্তর সাহেবের পরামর্শক্রমে কারাবাসিদিগকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন।

ডাকাইৎ ধৃতকরণীয় কমিস্যনর সাহেবের অনুরোধক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গুপ্তসূচকদিগের বালকবৃন্দের বিদ্যা শিক্ষা জন্য হুগলি জিলায় এক বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ ভাষায়

বিদ্যালয় স্থাপিত হইবেক তাহা প্রকাশ হয় নাই।

অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ হয়, ৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের লেপ্টেনাণ্ট লঙ্গিবাইল ক্লার্ক সাহেব ফজ্জলআলী দস্যু ও তাহার ভ্রাতা এবং তৎসঙ্গি অনেক দস্যুদিগকে ধৃত করিয়াছেন।

যশোহর ও কৃষ্ণনগর প্রদেশে ৭। ৮ আপ্রিলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কৃষিজীবি ও নীলকরেরা ধান্য ও নীল বপনের আয়োজন করিতেছে।

কর্ণাল নগরে একজন রজপুত জাতীয় লোক স্বীয় পত্নীর প্রাণ নাশ করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

বজবজিয়ার সন্নিহিত অচিতপুর গ্রামে ভাগীরথীতীরে এক নূতন থানা স্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরের পত্রে প্রকাশ হয় তথায় এরূপ জনরব উঠিয়াছে কমোডোর ইথরসে সাহেব এবং জেনরল ফাকর সাহেব আত্মঘাতি হইয়াছেন, উক্ত সাহেবদিগের হঠাৎ আত্মনাশের কারণ দেখা যায় না, তাহাতে উক্ত সংবাদ যথার্থই অমূলক বোধ হইতেছে।

২৬ মার্চ্চ দিবসে ব্রিটিস সেনারা পারস্যখালের তীরস্থ মোহনসা স্থান অধিকার করিয়াছে। কমোডোর ইয়ং সাহেবের পদে কাপ্তেন রোগি সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতার লিখিত বিষয় নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"সীতা বৌলা দেবীর বিবরণ।

সম্পাদক মহাশয়! এই মেদিনীপুর নগরের পশ্চিমাংশে গোপনামক ঝাড়িজঙ্গল বেষ্টিত ক্ষুদ্র পাহাড়ের নৈঋর্ত কোণে প্রায় ৬ মাইল অন্তরে এক প্রান্তরমধ্যে অনুমান ১ বিঘা ভূমি কেতকীপুষ্প কাননে পরিবেষ্টিত, তথায় উক্ত দেবীর নামে বিখ্যাত এক স্থান আছে, এবং সেই বনের মধ্যস্থলে দুই কুণ্ড আছে, ঐ উভয় কুণ্ডের মাহাত্ম্য লোকপরম্পরায় এমন শ্রুতি আছে যে বৎসরের মধ্যে ২ দিবস অর্থাৎ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি এবং মাঘী পৌর্ণমাসী দিবসে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের কোন এক কুণ্ড হইতে জল উত্থিত হইয়া গঙ্গানদীর জোয়ারের ন্যায় বৃদ্ধি হইয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র সকল প্লাবিত করে। অতএব তদ্দর্শনে আমি তথায় গমন করিয়া স্বচক্ষে দৃষ্টি করত পরীক্ষাচ্ছলে ঐ কুণ্ড মধ্যে পদ নিক্ষেপ করিলাম, তাহাতে জলের পরিমাণ এক হাঁটুর ঊর্দ্ধ হইল না, কিন্তু একটা অতি উচ্চতর বাঁশ আনিয়া ঐ কুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করায় ক্রমশঃ বাঁশের সমুদয়াংশ ঐ কুণ্ডে নিমগ্ন হইল, তৎপরে বাঁশের ডগা যেমন পরিত্যাগ করিলাম ঐ বাঁশ অমনি ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিল, অনন্তর ঐ দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়ে যেরূপ শ্রুত ছিলাম ঐ কুণ্ডের জল ক্রমশঃ সেইরূপ বৃদ্ধি হইয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র সমূহে গমন করিতে লাগিল, এবং তথাকার লোক প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে রাত্রি কালেও ঐরূপ তথায় জোয়ার আসিবেক। সম্পাদক মহাশয়! জগৎপাতা পরমেশ্বরের এই আশ্চর্য্য কৌশল শ্রবণে মহাশয় এবং মহাশয়ের পাঠকবৃন্দ অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন, অতএব ইহা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত না করাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।"

"পুনশ্চ নিবেদন, বসন্ত বিসূচিকা রোগে এ বৎসর এস্থানে প্রায় তিন সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অদ্যাবধি উক্ত রোগদ্বয়ের খর্ব্বতা হয় নাই, অতএব নগর মধ্যে সকল বাটীতে কেবল হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল, এখানকার কেল্লা হইতে ৭ জন বন্ধি পলায়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ২ জন ধৃত হইয়াছে, বাকী ৫ জন এপর্য্যন্ত ধরাপড়ে নাই, পরে আর আর সমাচার ত্বরায় প্রেরণ করিব ইতি তাং ৫ আপ্রিল।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

সুদৌদ্দিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তিরেকারসং ॥

৫৭৯৪ সংখ্যা। সোমবার ২ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১৩ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল। মাসিক মূল্য ।১৫ তঙ্কামাত্র।

২ বৈশাখ শকাব্দা ১৭৭৯। দানিশাব্দা ১৩৩

হে সর্ব্বসার সর্ব্বগত সাদিশক্তিমান সনাতন! তুমি ধাতা পাতা ত্রাতা, তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ, তুমিই বিশ্বকারণ তুমিই বিশ্বতারণ। অদ্য তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ এক বৎসরের পর এই নববর্ষের নব দিবসের মুখাবলোকন পূর্ব্বক অসীম সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। হে পরমাত্মন্ পরমাত্মন্! অদ্য কি আনন্দ! কি আনন্দ! আহা তোমার কি করুণা! কি দয়া! গত বৎসর এই সময়ে এই সভাতে এই সমস্ত হিতকারি উপকারি আশ্রয়দাতা সম্মানদাতা বদান্যদাতা আনন্দদাতা এবং স্বজন সজ্জন বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার নিকট যে প্রার্থনা প্রকটন করিয়াছিলাম তুমি এই পদাশ্রিত প্রণত প্রপন্ন প্রার্থি জনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রার্থনা ফল প্রদান করিয়াছ, অধুনা গত বৎসরের সেই দিবস কি যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, যেন এই সভাই, সেই সভা; যেন এই দিবস, সেই দিবস, যেন এই বর্ষ সেই বর্ষ। তাহা কি হর্ষ! কি হর্ষ! আমরা কি সেই আমরা? এই সভা কি সেই সভা? এই দিবস কি সেই দিবস? হে করুণাময়! তোমার করুণার কার্য্য দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন আমরা এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এখনিই যেন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, যেন এখনিই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনোহর উষাভূষায় ভূষিত হইলাম। হে বাঞ্ছাফলপ্রদ বিশ্বেশ্বর! আমার এই "আশালতা" মানসপক্ষকে আশ্রয় করত বলবতী হইয়া ফলবতী হইবে তাহার কিছুমাত্রই সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তোমার দয়ার প্রভাবেই সুফল সিদ্ধ হইল, অতএব কিরূপ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দ্বারা তোমার নিকট আন্তরিক আহ্লাদ প্রকাশ করিব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি শুনিয়াছি তুমি মনোজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল হে নাথ, এই অনাথজনের মনের মর্ম্মগ্রাহী ও ভাবগ্রাহী হইয়া পূজা ও প্রণাম গ্রহণ কর। কি বাক্যে স্তব করিব? কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিব? কি মন্ত্রে তোমার পূজা করিব? আমি প্রকাশ্যে কিছুই ব্যক্ত করিতে পারিব না। আমার নয়নের ভঙ্গি কি করিব? আমার মুখ মূক হইয়াছে। গুণাকর, তুমি আপন গুণে আমাকে চরিতার্থ কর।

হে ইচ্ছাময়! তুমি অনুকম্পা পুরঃসর যেমন আমার আশাপূর্ণ করিলে সেইরূপ দয়া করিয়া আশাতুর জনের আসাআশার বাসা ভঙ্গ করিয়া দেহ। আশা যায় না, তাই আসা যায় যদি আশা যায়, তবে কি আর আসা যায়? কেবল আশায় আশায় আসায়। এক আসায় আবার কত আশায় আসায়। হে আশানিবারণকর! তুমি আশা নিবারণ কর, আসা নিবারণ কর। আমি আর পক্ষির ন্যায় শূন্যে শূন্যে উড়িয়া উড়িয়া ফল ভোগের আশা করি না, আমাকে আসানাশা আশানাশা অজ্ঞাতবাসায় বাসা বিতরণ কর। বারম্বার আর এবম্প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না। আমাকে ভোগরূপ রোগ হইতে মুক্ত কর।

হে পরম-পূজ্য পতিতপাবন! আর কত দিনে অবিদ্যাময়ী ভয়ঙ্করী ঘোরা রজনী প্রভাতা হইবে? আমি আর কত দিনে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইব? আমার অপরাধবৃক্ষ কি চিরকালই এইরূপে ফলিতে থাকিবে? এই বিষবৃক্ষের মূল কি নাশ হইবে না? আমি এতই কি অপরাধ করিয়াছি? যদি কর্ম্মদোষে অপরাধী হইয়াই থাকি, তবে তাহার বিহিত দণ্ড বিধান কর, আমাকে নিজ হস্তে বন্ধন কর এবং তোমার এই মায়াপুর রাজ্য হইতে আমাকে এখনি দূর করিয়া দেহ রাজদণ্ডে দণ্ড প্রাপ্ত দীপান্তরবাসী বন্দির ন্যায় আমাকে জনহীন স্থানে প্রেরণ কর যে স্থানে জনতামাত্রই নাই, কোন প্রসঙ্গই নাই কিছুই নাই, সেই স্থানে

আমাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখ, আমি তোমার কারাকুটীরে বন্দীরূপে বদ্ধ থাকিয়া যাহা করিতে হয় তাহাই করিব, তাহা হইলেই আমার দোষের উপযুক্ত দণ্ড হইবে।

হে দণ্ডবিধায়ক-দণ্ডনায়ক দণ্ডধর! দেখ সামান্য সামান্য রাজ্য সকলের রাজারা স্বস্ব রাজ্যের শান্তিরক্ষক হইয়া কি চমৎকাররূপে শান্তিরক্ষা করিতেছেন! সেই শুভশান্তিস্থাপনের শাসনভয়ে সেই সেই রাজ্য মধ্যে কোনপ্রকার অত্যাচারজনক অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে না। হে জগদীশ্বর! হে অন্তরাত্মন! তুমি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের শান্তিরক্ষক রাজা হইয়া আমার এই অতি ক্ষুদ্র-দেহরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে পারিলে না? কি দুঃখ! কি দুঃখ! তুমি রাজা হইয়া আমার এই দেহরাজ্যে হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছ, তথাচ তস্কর-রিপু ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আমার সঞ্চিত সম্পত্তি সমুদয় সংহরণ করিতেছে; সকল অর্থের সার অর্থ পুরুষার্থ পরমার্থ হরিয়া লইতেছে; হে শান্তিস্থাপক! তোমার নয়নাগ্রেই এই সমস্ত ভীষণতর দৌরাত্ম্য হইতেছে; তুমি তাহার কি করিতেছ? ঐ দুর্জ্জনদিগকে কেন শাসন কর না? শান্তিবিধান করিতে কেন কৃপাশূন্য হইতেছ? হে দয়াময়! এ তোমার কেমন দয়ারকার্য্য? তুমি ভ্রান্তির হস্তে শান্তি সমর্পণ করিয়া কেবল কৌতুক দেখিতেছ? যখন শাসনের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছ তখন এরূপ বিড়ম্বনা করা বিধেয় হয় না; তোমার সাহস, তোমার সাহায্য, তোমার ভরসা এবং তোমার কৃপা ব্যতীত আমি প্রবল শত্রুদিগের শাসন করি, আমার এমত ক্ষমতা কিছুই নাই। তুমি ইচ্ছাময়, সকলি তোমার ইচ্ছা, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে, অতএব করুণাকর, করুণা কর, রিপু-যন্ত্রণা হরণ কর, আমার মনকে আপনার অধীন করিয়া আমার সকল সন্তাপ সংহার কর।

ললিতলীলাচ্ছন্দ।

এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার।
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

তোমার বিষয়ে লোক, করে কত দ্বেষ।
কারো কাছে নাহি পাই, সার উপদেশ॥
বিরূপ, বিরূপ তুমি, না জেনে বিশেষ।
ভ্রমে পোড়ে, ভ্রমিলাম, এ দেশ ও দেশ॥
বৃথা এই চর্ম্মচক্ষু, চেনে-মাত্র ছায়া।
আছে যার জ্ঞানচক্ষু, সেই চেনে মায়া॥
মায়া তার, মনে আর, স্থান নাহি পায়।
যেখানে মায়ার ছায়া, সেখানে না যায়॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তারে।
মানসের অন্ধকার, যে ঘুচাতে পারে॥
গুরুমুখে শুনিলাম, পেলাম সন্ধান।
ভাবময় ভক্তাধীন, তুমি ভগবান॥
ভাবিলেই মনে হয়, ভাবের উদয়।
স্বভাব অভাবে আর, ভাবিতে না হয়॥
সদাই ভাবনা তার, ভাব না যে লয়।
যে করে ভাবনা তার, ভাবনা কি রয়?॥
সভাবে ভাবিয়া হোলো, ভাবের সঞ্চার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

আপনার কণ্ঠে হার, দেখিতে না পায়।
ভ্রমে করে অন্বেষণ, যথায় তথায়॥
আপনার নাভিপদ্ম, হোলে প্রস্ফুটিত।
কুরঙ্গ যেরূপ হয়, গন্ধে আমোদিত॥
নাজেনে কারণ তার, ব্যাকুল হইয়া।
অবশেষ প্রাণে মরে, ছুটিয়া ছুটিয়া॥
সেইরূপ ভ্রমজালে, হইয়া জড়িত।
কিছুমাত্র না হইল, সময়ের হিত॥
হইলাম ঘোর-অন্ধ, থাকিতে নয়ন।
না হইল এক দিন, বস্তু দরশন॥
আপনার ঘরে ধন, থাকিতে সঞ্চিত।
আপনি আপন ধনে, হলেম বঞ্চিত॥
নাহি বসে বিকসিত, শতদল দলে।
ভ্রমরার ভ্রম যথা, চিত্রের কমলে॥
সেপ্রকার আমি নাথ, না চিনে তোমারে।
কত ভোগ ভুগিয়াছি, পোড়ে অন্ধকারে॥
এখন ঘুচিল সেই, মনের বিকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

মৃগতৃষ্ণা মহারোগ, জীব করে ভোগ।
কোনমতে নাহি হয়, সুযোগের যোগ॥
ভোগি হোয়ে ভোগ করে, তারে বলি সুখ।
ভোগে শুধু কর্ম্মভোগ, এই বড় দুখ॥
ভোগায় ভোগায় কত, ভোগ কবে হয়?
অনুযোগ সারমাত্র, যোগের সময়।
মনের স্থিরতা নাই, চালে মনোরথ।
আপনি সে অন্ধ নিজে, যে দেখায় পথ॥
চলে অন্ধ, অন্ধকারে, দীপ করি করে।
সকলেই হেরে তারে, উপহাস করে॥
দেখিয়া তাদের হাসি, হাসি আমি মনে।
করি কত সাধুবাদ, সেই অন্ধজনে॥
আলো নিয়ে চলে কাণা, কত যুক্তি ধরে।
অন্যেরে দেখায়ে পথ, আত্মরক্ষা করে॥
সেই কাণা, গুরু হোয়ে, এই কথা বলে।
কালোর ভিতরে আলো, অন্ধকারে জ্বলে॥
দেখিলাম সত্য বটে, করিয়া বিচার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

এই ভব, এই সব, অভিনব নয়।
তোমার ইঙ্গিত এই, বস্তু সমুদয়॥
দেখিয়া ভূতের খেলা, হই অভিভূত।
ভিতরে বাহিরে ভূত, এযড় অদ্ভুত॥
ভূতে ভূত, অভিভূত, ভূতময় সব।
ভূতে ভূতে দেখাতেছে, নিজ অবয়ব॥
সর্ব্বগত, সর্ব্বময়, ব্যক্ত চরাচর।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, তুমি ভূতেশ্বর॥
ভূতাতীত ভূতনাথ, ভূত ছাড়া নও।
কখনো ভূতের হাটে, নিজে ভূত হও॥
খেলাতেছ কত খেলা, ভূতের খেলায়।
দেখাতেছ কত রূপ, ভূতের মেলায়॥
বাহিরে ভূতের খেলা, অখিল সংসার।
মনোময় ভূত-খেলা, মনেতে সঞ্চার॥
বাহিরে প্রকাশ যার, মনের নয়ন।
তার কাছে কিসে তুমি, হইবে গোপন?॥
দেখিলাম রোধ করি, নয়নের দ্বার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

স্থিরভাবে জানে যেই, মুদিতে নয়ন।
মনোময় রূপ সেই, করে দরশন॥
নিরন্তর করে ধ্যান, জ্ঞানের প্রভাবে।
আপনি সে গোলে যায়, আপনার ভাবে॥
মন তার গোলে গোলে, হয় এ প্রকার।
ঢোলে ঢোলে, টোলে টোলে, নাহি পড়ে আর
সুধাস্বরে ভিতরে, গোপনে, করে গান।
স্বভাব সভাবে ধরে, তাল আর মান॥

তখন সে আপনারে, আপনি না জানে।
একেবারে মত্ত হয়, তত্ত্বমধু পানে॥
সে ভাবের ভাব আর, না যায় ভুলিয়া।
ভিতরে বাহিরে, হেরে, নয়ন খুলিয়া॥
আঁখি বটে খোলা তার, ভাবে ভোলা মন।
ভিতরে ভিতরে করে, ধ্যানে দরশন॥
এই জীব থাকে জীব, মায়ার বন্ধনে।
এই জীব, হয় শিব মায়ার মোচনে॥
জেনে শুনে, তবু কেন, ভুলি বার বার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

হৃদয়পিঞ্জরে রাখি, কপাট আঁটিয়া।
তবু কোথা উড়ে যাও, শিকল কাটিয়া॥
এক-ভাবে স্থির হোয়ে, পারিনে থাকিতে।
এক-ভাবে স্থির কোরে, পারিনে রাখিতে॥
ভাবিতে তোমার ভাব, ভাব হোলো ভারি।
আপনি অস্থির আমি, বুঝিতে না পারি॥
অঞ্চল সহজে আমি, স্থির হব কত?।
তোমারে চঞ্চল হোর, চপলের মত॥
প্রণিপাত, করি নাথ, চরণে তোমার।
মনের চাপল্য রোগ, কর প্রতীকার॥
ধ্যানে নাই, জ্ঞানযোগ, ধারণা কে ধরে?।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবান্তর করে॥
দেখিতে দেখিতে চারু, বিরূপের রূপ।
স্বরূপে বিরূপ করি, ঘটায় বিরূপ॥
বিরূপে সরূপে নাথ, হেরিবে স্বরূপ।
বিকারি মনের ভাব, নহে এক রূপ॥
এখন মোহিত মন, রূপেতে তোমার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

এই মন, এই ভাবে, ভাবে এই ভাব।
ক্ষণ-পরে কোরে বসে, সে ভাবে অভাব॥
আবার সে ভাব ছেড়ে, অন্য ভাব ধরে।
স্বভাবে, অভাবে, ভাবে, কত ভাব করে॥
এই সুখী, এই দুখী, এই হয় ধীর।
এই জ্ঞানী, এই মূঢ়, এই নয় স্থির॥
একক্ষণে কোটি ভাগে, ভাবান্তর হয়।
ক্ষণিকমনের গতি, বুঝিবার নয়॥
মনের এ ঘোর রোগ, কিরূপেতে যাবে?।
কি ভাবে ভাবিক হবে, স্বভাবের ভাবে?॥
অধীর, অধীর মন, হবে কতদিনে?।
গতিহীন হোয়ে রবে, তোমার অধীনে॥
মন যদি ছেড়ে দেয়, আপনার গতি।
তবেইতো হয় তার, সুগতি সঙ্গতি॥

যতদিন না ঘুচিবে, মনের সে গতি।
ততদিন কিসে হবে, অগতির গতি!॥
এখন মনের বেগ, হয়েছে সংহার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

আবার কি সর্ব্বনাশ, কারে বা জানাই।
দেখিতে দেখিতে আর, দেখিতে না পাই॥
এইমাত্র, ভক্তিরসে, বশে ছিল মন।
আমার সে মন কোথা, করিল গমন?॥
কিছু নাহি ভেবে পাই, কিসে হবে হিত।
উড়ে গেল, ভাব, ভক্তি, মনের সহিত॥
দীনহীনে দয়া কর, দীনদয়াময়।
বারবার বিড়ম্বনা, প্রাণে নাহি সয়॥
কৃপণতা যদি কর, কৃপা বিতরণে।
এ মনে, এমনে আমি, শাসিব কেমনে?॥
এই মন হয় নাথ, তোমার সন্তান।
মনেরে প্রবোধ তুমি, নিজে কর দান॥
মনেরে যদ্যপি তুমি, নিজে কর বুকে।
আমি তবে, আমি আমি, কহিবনা মুখে॥
স্বভাবে তোমার মন, হইলে তোমার।
রবেনা আমার মনে, আমার আমার॥
আমার আমার তবে, হইল তোমার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে, কেন ভাবি আর?॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এতদিন করিলাম, মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি, অন্তরে আমার॥

হে পরম-পূজ্য পরমাত্মন! তোমার অনুকম্পায় অদ্য এই প্রভাকরের বয়ঃক্রম ২৭ সপ্তবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইল, আমি তোমার অভয়-চরণ শরণ লইয়া বাঙ্গালা ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম-প্রদান করি, তৎকালে সপ্তাহে কেবল একবার করিয়া প্রকাশ হইত, ১২৪৩ সালের ২৭শ্রাবণ বুধবারাবধি ১২৪৬ অব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপর দিবসেই অর্থাৎ ঐ সম্বতের ১ আষাঢ় হইতে অদ্য দিবস পর্য্যন্ত ক্রমশই যথানিয়মে দৈনিকরূপে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিবস কোনরূপ বিপদ অথবা বিড়ম্বনার ঘটনা হয় নাই, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা অতি সুন্দররূপেই সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছি, আমারদিগের এই লেখনী অদ্যাবধি সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকারিণী সন্তোষসঞ্চারিণী এবং সম্ভ্রমদায়িনী নামেই বিখ্যাত আছে, কাহারো অসন্তোষকারিণী ও পীড়াদায়িনী হয় নাই, সুতরাং সকলেই এ বিষয়ের গৌরব করিয়া অস্মদাদির প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে দীন দয়াময়! আমার এই স্বভাবের যেন অভাব না হয়, আমার মন যেন পাপপথে ধাবিত হইয়া অশিবকর নিন্দাবাদে প্রবর্ত্ত না হয়, আমি যেন স্বকার্য্য সাধন-সম্বন্ধে সমাজে ঘৃণিত ও উপহাস্য না হই, তুমি সদয় হইয়া আমাকে যে সম্পাদকীয়-ব্রতে ব্রতী করিয়াছ, আমি ধর্ম্মেধর্ম্মে সেই ব্রত উজ্জ্বাপন করিতে পারিলেই রক্ষা পাই, আমি এই পদে থাকিয়া যাহাতে পদে থাকিতে পারি তাহাই কর। আমি সম্পদ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার কৃপাকটাক্ষ এবং জগতীয় যাবতীয় লোকের স্নেহমাত্র প্রার্থনা করি, হে নাথ! তোমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কোনমতেই শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুখসম্পাদন হইতে পারে না, অতএব এই প্রভাকরের যে কিছু কল্যাণ ও উন্নতি এবং তদ্দ্বারা আমারদিগের যে কিছু সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ হইয়াছে, তজ্জন্য কেবল তোমারি গুণের ঋণে যাবজ্জীবন বিক্রীত রহিব।

হে জীব! অদ্য বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস, এই দিন নূতন দিন, অদ্যই বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের পুণ্যাহ, এমন সুখের সুদিন আর হইবে না, কত অদ্য অদ্য অদ্য নামে গত করিয়া কত দিনের পর আবার এই প্রথম অদ্যকে প্রাপ্ত হইলাম, এই দিবস সংসার রাজ্যের কার্য্য গণনার আদি দিবস, একবার স্থির নেত্রে দেখ

দিক নিরীক্ষণ কর, জলে স্থলে আকাশ-মণ্ডলে কি মনোহর শোভা হইয়াছে? কি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ব্যূহ বিলোকিত হইতেছে, প্রাণিপুঞ্জ চরাচরে কি চমৎকাররূপে মহামহোৎসব সম্পাদন করিতেছে। আহা আহা! কি অদ্ভুত, কি অদ্ভুত। দৃষ্টি মাত্রেই সৃষ্টির শোভায় অভিভূত হইতেছি, ধন্য ধন্য।

হে জীব! যখন দেখিতেছ, সামান্য সামান্য রাজারদিগের অধিকারস্থ প্রজা সকল পুণ্যাহ উপলক্ষে পরস্পর একত্র হইয়া মনের বিশেষ অনুরাগে উৎসাহপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করে, যাহার যত দূর সাধ্য, যেরূপ সঙ্গতি, সেবাক্তি স্বজনগণে বেষ্টিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে কিছু মাত্র ত্রুটি করে না। তাবতেই নিজ-নিজ ভূস্বামির নিকট নত হইয়া অধীনতাসূচক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক রাজস্ব সহযোগে নানা দ্রব্য উপহার প্রদান করে, তখন বিবেচনা কর, যিনি সকল রাজার রাজা, সকল সম্রাটের উপর সম্রাট, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রৈলোক্য যাঁহার অধিকার, যিনি সমুদ্র, পর্ব্বত, মহারণ্য মহাদ্বীপ পরিপূরিত এই ভূলোকের ন্যায় শতশত লোককে ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আবার তখনিই সংহার করিতেছেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, এবং মৃত্তিকা, এই পাঞ্চালরাজ্যের কার্য্য যিনি অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত কৌশলে নির্ব্বাহ করিতেছেন, যে ব্যাপার কোনমতেই মানব বুদ্ধির গম্য নহে। আর যিনি সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের এক মাত্র কারণ হইয়া সমস্ত প্রাণির দেহের ভিতর চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই পুণ্যাহে তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়? কি কি দ্রব্য উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে, তাহার স্থিরতা কি করিয়াছ?—হে ভাই! ঐ সর্ব্বগত সর্ব্বেশ্বরকে বিশুদ্ধ চিত্ত আসনে স্থাপিত কর, ভক্তি জলে স্নাত হইয়া প্রেমপুষ্পের অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার চরণ কমল অর্চ্চনা কর। প্রাণ মন ও শরীর প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ কর।

যাঁহার অনুকম্পায় এইক্ষণে নববর্ষের নবদিবসের মুখাবলোকন করিলে, এবং যাঁহার কৃপায় এই দীর্ঘকাল সজীব থাকিয়া বিচিত্র বিশ্ববাসের বিপুলবিধ ব্যাপার ব্যূহ বিলোকন পূর্ব্বক সমূহ প্রকার সুখসম্ভোগ করিয়াছ ও করিতেছ, এই সময়ে একবার একতান-ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণিপাত কর, আনন্দময়ের আনন্দ নিনাদে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আনন্দকরের আনন্দের উৎসবে নিরন্তর কেবল আনন্দ করিয়া দেহের এবং জীবনের সার্থকতা কর।

ত্রিপদী।

গত বর্ষে বারোমাস, যার রাজ্যে করি বাস,
সুখে কাল করেছ যাপন।
অদ্য শুভ-উষাকালে, ছেদ করি নিদ্রাজালে,
সমুদয় দেখিছ আপন॥
নয়নে হেরিছ সব, শ্রবণে শুনিছ রব,
নাসিকায় লতেছ আঘ্রাণ।
বদনেতে বলিতেছ, চরণেতে চলিতেছ,
করেতে করিছ কত দান॥
কৃতজ্ঞতা উপহার, দিয়ে তাঁরে একবার,
ভক্তিভাবে প্রণিপাত কর।
দেহ থাকে যত দিন, হোয়ে তাঁর প্রেমাধীন,
পরম-প্রমোদে কাল হর॥
চরাচর এ সংসার, হয় যার অধিকার,
সবাকার মূলাধার যেই।
নিরাকার নির্ব্বিকার, নিরাধার সর্ব্বসার,
সর্ব্বাধার একমাত্র সেই॥
ভবধব ভগবান, করিয়া করুণা দান,
রেখেছেন সম্পদের পদে।
স্থির রাখি সার-তত্ত্ব, প্রেমমদে হোয়ে মত্ত,
নত হোয়ে পড় তাঁর পদে॥

হে মানব! তুমি যদি যথার্থরূপ মানব নামের গৌরবের প্রার্থনা কর তবে মানববৎ ব্যবহার পরিহার কর। তুমি যদি স্বয়ং দনুজ না হও তবে মনুজ মাত্রেই তোমাকে অনুজ সম জ্ঞান করিয়া সমুচিত স্নেহ বিতরণ করিবে। এই জগতে সকলকে সমান নেত্রে দৃষ্টি কর। অকপট প্রেমপীযূষ বৃষ্টি করিয়া সকলকে তৃপ্ত কর, সকলকে প্রিয় ভাবিয়া আপনি সকলের প্রিয় হও। প্রেমিক হইয়া সকলকে প্রেমপাশে বদ্ধ কর, একমাত্র জগদীশ্বর সকলের পিতা, আমরা মনুষ্যমাত্রেই সকলে তাঁহার সন্তান। এক প্রকৃতির অংশে প্রাকৃতিক এক বংশে পরস্পর সকলেই ভ্রাতা; অতএব সেই পরমপিতার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অভিমান পরিত্যাগ কর, আপনার ন্যায় সকলকে সমান ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কর, আত্মারামের আত্মীয় হও।

অমৃত লহরীচ্ছন্দ।

পরস্পর, যত নর, সহোদর, ভাই রে।
মিছা খেদ, কর ছেদ, ভেদাভেদ, নাই রে॥
এ সংসার, কি প্রকার, একবার, দেখ্ রে।
সম সব, সম রব, অবয়ব, এক্ রে॥
অনুরূপ, তনুরূপ, এক রূপ, তায় রে।
এক মতে, এক রথে, এক পথে, ধায় রে॥
এক ভাবে, এক ভাবে, এক পাবে, মরে রে।
পরিণামে, এক নামে, এক ধামে, রবে রে॥
এক কলে, সবে চলে, এক বলে, বলে রে।
অবিরল, অবিকল, এক ফল, ফলে রে॥
বুঝে ভার, সবাকার, সমাচার, লও রে।
হবে হিত, সমুচিত, পরিচিত, হও রে॥
যথা তথা, সরলতা, প্রিয় কথা, কও রে।
হোয়ে দীন, চিরদিন, প্রেমাধীন রও রে॥
করি ক্রম, পরিক্রম, পরিশ্রম, কর রে।
উপদেশে, সুখোদ্দেশে, দেশে দেশে, চর রে॥
ভিন্ন বেশ, ভিন্ন দেশ, তাহে দ্বেষ, কেন রে।
কি বুঝিলে, কি করিলে, হারাইলে, জ্ঞান রে॥
কোরে জোর, ভবঘোর, মায়াডোর, কাট্ রে।
কিছু নয়, সমুদয়, ভ্রমময়, ঠাট্ রে॥
এই সব, এই ভব, নহে নব, হাট্ রে।
চমৎকার, নিরাকার, নাটুয়ার, নাট্ রে॥
তুমি যার, সে তোমার, ব্যবহার, এই রে।
পাবে কত, মনোমত, অন্য মত, নেই রে॥
এক পণে, এক মনে, প্রতি জনে, চাও রে।
ওহে চিত, হোয়ে প্রীত, বিভু গীত, গাও রে॥

হে ভাই সকল! এমন সুদুর্ল্লভ মানবদেহ আর কখনই প্রাপ্ত হইবে না, মনুষ্যজন্মই সকল জন্মের সার জন্ম, অতএব জীবনের সার্থকতা কর। মনকে নির্ম্মল কর, দেহকে পবিত্র কর, জয় জগদীশ্বর! জয় জগদীশ্বর! নিরন্তর কেবল এই সুধাময় নাম উচ্চারণ করিতে থাক।

১২৬৩ সালের বিদায়

হে কালপাল (৬৩)! আপনার সময় পরিপূর্ণ হইয়াছে, এ দিগে বড় বিলম্ব নাই, এই রজনী-প্রভাত হইলেই আর আপনার সহিত সাক্ষাতের সম্বন্ধ-গন্ধ মাত্র থাকিবেনা; মীনের শেষ হইলে মেষের উদয়ে আপনার শেষ হইবে, আপনি বেশের পরিবর্ত্তন করিয়া কোন্ অজ্ঞাতদেশে যাত্রা করিবেন তাহার স্থিরতা কিছুই নাই, কিন্তু আপনি যে পথে গমন করুন, কখনই আমারদিগের স্মরণপথের অতীত হইবেন না, যেহেতু এই বৎসরে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হইয়াছে তাহা চিরস্মরণীয় হইল। তুমি সর্ব্বমতে মানবদিগের সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি কর নাই, তোমার তুল্য হর্ষনাশক বর্ষকে এই ভারতবর্ষ প্রায় কখনই স্পর্শ করেন নাই, দুর্ভিক্ষ, মহামারী; অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ প্রভৃতি কোন প্রকার অনিষ্টকর বিষয়েরি অভাব হয় নাই, এক একটা রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত ছারখার করিয়াছ! তুমি কি না করিয়াছ? যত প্রকার অমঙ্গল আছে তোমা হইতে সকলি হইয়াছে; কত পরিবার অন্নাভাবে, কত পরিবার মানের হানিতে, কত পরিবার নিদারুণ শোকানলে নিরন্তর কেবল হাহাকার করিতেছে। টাকার বাজারে একেবারে আগুন লাগিয়াছে, সান্নিপাতের তৃষ্ণার ন্যায় কোম্পানি বাহাদুরের টাকার তৃষ্ণা নিয়তই বৃদ্ধি হইতেছে, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা যত ইচ্ছা ততই বৃদ্ধি বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ বৃদ্ধি করিতেছেন। চীনদেশে, পারস্যরাজ্যে এবং কাবেলে খণ্ডপ্রলয়ের অপেক্ষা ঘোরতর ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে শেষ কতদূর পর্য্যন্ত হয় তাহা কেবল জগদীশ্বর জানিতে-

করিয়াছ সেই আগুন বেড়া-আগুন হইয়া চতুর্দ্দিক দাহ করিতেছে, ইহা কতদিনে নির্ব্বাণ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? অপরাপর যত বিষয়ে না হউক, বিধবাবিবাহ পক্ষ পক্ষের পক্ষে তুমি অত্যন্ত আনন্দকর হইয়াছ, তাঁহারা তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ফল সকলকে অকাতরে প্রদান করিয়াছ; সে বিষয়ে তোমার গুণ চিরকাল ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

তুমি দুই একটা মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিয়াছ বটে কিন্তু তাহা পর্ব্বতের নিকটে রেণুর ন্যায় কোথায় প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। যাহা হউক, অধুনা আপনার গমনের সময়ে আর অধিক বিরক্ত করা উচিত হয় না, আস্তে আস্তে প্রস্থান করুন, প্রণাম করি, যাত্রাকালে আশীর্ব্বাদ করুন, এইক্ষণে যিনি অভিষিক্ত হইলেন, আপনার গায়ের বাতাস যেন তাঁহাকে প্রদান না করেন।

পদ্য।

যাও যাও, যাও তুমি, নিজধামে যাও হে।
রেখেছি মাছের মুড়ো, পেটভোরে খাও হে॥
এতদিন ছিলে বদ্ধ, পরিত্রাণ পাও হে।
সুমুখে কদমতলা, পুকুরেতে নাও হে॥
রোগ আদি চর নিয়া, শূন্যপথ ছাও হে।
গ্রাম্যপথ পরিহরি, বাদাপথে ধাও হে॥
সময় হয়েছে শেষ, বিভুগুণ গাও হে।
এ সময়ে কেন আর, চারিদিগে চাও হে॥

১২৬৪ সালের রাজ্যাভিষেক

হে নববর্ষ! অদ্য কি পুণ্যাহ! আপনি কালরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, আপনার আবির্ভাব মাত্রেই এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই আনন্দময় মহাকোলাহল ধ্বনি উঠিয়াছে, মহাশয়ের মঙ্গলের প্রার্থনায় হিন্দু মাত্রেই দৈবানুষ্ঠান ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কত-প্রকার মাঙ্গলিক কর্ম্মের সূচনা করিতেছেন, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম, ষ্ঠা, দেবপ্রতিষ্ঠা, জলছত্র, গৃহে গৃহে, স্থানে স্থানে শুদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। এইক্ষণে আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার অধীন হইলাম, আপনি এই দ্বাদশ মাস সংপূর্ণরূপে সমুদয় জীবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, এতন্নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ভদ্রাভদ্র যে সমস্ত ঘটনা হইবে আপনাকেই তাহার কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিব, এবং মহাশয়ের অধীনস্থ অয়ন, রাশি, পক্ষ, সপ্তাহ, দিবস, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল, বার, তিথি এবং নক্ষত্রাদির সংখ্যা অথবা নিরূপিত গণনাক্রমে ঐ সকল ঘটনার গণনা করা যাইবেক, অতএব আপনি যেমন অতি উচ্চ ও মহৎ, বিবেচনা পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, কিছুতে যেন মহিমার হানি না হয়, কেননা যে যে বিষয়ে জগতের শুভ হইবে তাহাতে প্রতিষ্ঠাপাত্র এবং যাহাতে অশুভ হইবে তাহাতেই নিন্দারভাজন হইবেন। হে অব্দ! এই দেখুন, এই দেখুন, গত রাজার অনুচর সকল অধুনা পুনর্ব্বার নূতন কলেবর ধারণ করত আপনার পরিচারকের পদে অভিষিক্ত হইল, আপনি তাহারদিগের অধিপতি হইয়া গগন-সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন, সুতরাং সংপ্রতি অস্মদাদির সুখ, দুঃখ, মান, সম্ভ্রম, ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকলি আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে, একারণ বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, দোহাই দোহাই, হে বর্ষ! এই দারুণ দুঃখিত দীনদিগের প্রতি কৃপা বিতরণে কৃপণতা করিবেন না, মহত্ত্ব প্রকাশ দ্বারা নিজ নামের গৌরব রক্ষা করিবেন। আমরা আপনকার অধিকারে যত সুখি হইব ততই একাগ্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধ্য হইব। এইমাত্র মহাশয়ের পদার্পণ হইল, আমরা এখনো আ-

দেখুন, অদ্য আমরা যেরূপে গত রাজাকে বিদায় করিলাম এপ্রকারে যেন আপনাকে বিদায় করিতে না হয়।

পদ্য।

এসো এসো, কালপতি, নববর্ষ রাজ।
তোমার কারণে আজি, করেছি সমাজ॥
বোসো রোসো, সিংহাসনে, ধর্ম্ম অবতার।
প্রজায় পালক হোও, কর ঈবিচার॥
করি এই নিবেদন, করিয়া প্রণতি।
অনুকূল হও নাথ, এ দেশের প্রতি॥
অদ্য তব অভিষেক, মঙ্গলের তরে।
কতরূপ শুভাচার, প্রতি ঘরে ঘরে॥
দ্বারেতে কদলী তরু, কুসুমের হার।
পূর্ণঘটে, আম্রশাখা, করিছে বিহার॥
আনন্দের কোলাহল, করি সব নরে।
ছায়াছত্র, জলছত্র, সুখে দান করে॥
কাড়িয়া নূতন খাতা, করিয়া প্রণাম।
প্রথমেই লিখিয়াছে, আপনার নাম॥
ঘরে ঘরে, কার্য্যাগারে, তোমার কারণ।
নানাবিধ দ্রব্য সবে, করান ভোজন॥
সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ছেড়ে, তোমার কৃপায়।
"পাত্রভোজ" সূত্র করি, ফল, মূল খায়॥
চড়ুকী বলেনা আর, "দে পাক, দে পাক"।
আর নাহি ঊনা মায়, কর্ণভেদি ডাক॥
আমাদের সুখ, দুখ, মান, অপমান।
ভৌতিক সম্পদ এই, দেহ আর প্রাণ॥
যা করিবে, তাই হবে, শুন গুণাকর।
সকলি নির্ভর হোলো, তোমার উপর॥
অনুকূল হও তুমি, দোহাই, দোহাই।
কোরোনা অনিষ্ট কিছু, এই ভিক্ষা চাই॥
কাল হোয়ে, কাল হোলে, রক্ষা নাই আর
সাল হোয়ে, সাল হোলে, বাঁচি কি প্রকার॥

জ্ঞানোপদেশ

পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের শিবের নিমিত্তে এই জগতীপুরে এতো বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহার সংখ্যা করিতে হইলে সংখ্যারই সংখ্যা হয় না, তথাপি প্রায় সকল জীবই স্বভাব-দোষে অভাবগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, কেহই আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী বলিয়া পরিচয় দেয় না, সুতরাং লক্ষ্মীপুর নগরবাসী উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণনন্দনের প্রথমাবস্থায় যে মানসী যাতনা উপস্থিত [illegible]

বিষয় নহে, অর্থাৎ কোন এক সময়ে এই বিশ্বরাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রালয় তুল্য লক্ষ্মীপুর নামক মহানগরে সকল-শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী মহর্ষিকল্প সাঙ্গ চতুর্ব্বেদবেত্তা এক মহামনা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ঐ মহানগরীয় অধন সধন সকলের নিকটে দেববৎ মান্য ও পূজ্য হইয়াও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যাজনাধ্যাপন প্রতিগ্রহাদি কোন উপায়ালম্বন না করিয়া কেবল উঞ্ছবৃত্ত্যবলম্বনপূর্ব্বক অর্থাৎ ক্ষেত্রপতিগণ স্বস্ব ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি শস্য গৃহে লইয়া গেলে অবশিষ্ট যাহা ক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকিত তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য অতিথিসেবা সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সন্তানের ভরণ পোষণ করিয়া যে দিনে যে-পরিমিত অন্ন অবশিষ্ট হইত সেই দিনে তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেন, তাঁহার পবিত্রমনে কখনই কোন দুঃখের সঞ্চার হয় নাই, স্বীয় স্বভাবগুণে অভাব যে কি বস্তু তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না, তাঁহার চিত্ত ভৃঙ্গ নিয়তই শ্রীশ্রীজগদীশ্বর চরণারবিন্দ দ্বন্দ্ব ক্ষরিত মকরন্দ পানানন্দে পরিতৃপ্ত থাকিত, যদিও তিনি আপনাকে সাংসারিক সকল সুখে সুসম্পন্ন পরম সুখী জ্ঞান করিতেন, তথাপি ঐ মহানগরীয় সধন মহাজনগণ তাঁহাকে অতি দরিদ্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ মোচন করিতে বিবিধ উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু ধনাঢ্যগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তাঁহারা কেহই ঐ সুশান্তমনা ব্রাহ্মণকে অবস্থান্তরিত করিতে পারেন নাই, কোনমতেই তাঁহার মনে লোভের সঞ্চার হইল না, এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে ঐ শিশু সন্তানটি ক্রমেক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণও স্বীয়পুত্রের অবস্থানুসারে নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন সংস্কারাদি সম্পন্ন করি-

য়া পুত্রটিকে যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিলেন বিপ্রনন্দনও অল্পকাল মধ্যেই পিতার নিকটে বেদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পিতার সমধিক প্রিয়পাত্র হইলেন, এইরূপে যখন ব্রাহ্মণ-তনয়ের ক্রমে বিবাহ যোগ্য কাল উপস্থিত হইল তখন ব্রাহ্মণী পুত্রের বিবাহ জন্য ব্রাহ্মণকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ কহিলেন হে প্রিয়ে! তুমি কি জন্য এত ব্যগ্রা হইতেছ? পুত্রটি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিশেষ রূপে জ্ঞান লাভ করিলে অবশ্যই কোন সুব্রাহ্মণ স্বয়ং আসিয়া এই সুপাত্রে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তজ্জন্য আমাদিগকে কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। স্বামিবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী যদিও পতিবাক্যের কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মন, পুত্রের বিবাহ দিতে এতই ব্যগ্র হইয়াছিল 'যে, কোনমতেই তদ্বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া গোপনে স্থানেস্থানে পুত্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময়গুণে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, ঐ মহানগর নিবাসী কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার পুত্রকে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু তাঁহারদিগের সাংসারিক অবস্থাকে সকলেই নিতান্ত দুরবস্থা বলিয়া জানিতেন, যখন ব্রাহ্মণী বিবিধ চেষ্টা করিয়া একেবারে হতাশা হইলেন, তখন তাঁহার চিরসঞ্চিত ধৈর্য্য ও মানসিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি এক দিন স্বীয় নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি পিতৃ-নিকটে বেদ, বেদান্ত পাঠ করিয়া কি সুখ সম্পৎ লাভ করিবে? তোমার পিতা সকল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে উঞ্ছবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বুঝিয়াছেন, যাবজ্জীবন মধ্যে একদিনও উদর পূর্ণ করিয়া আহার হয় নাই, একখানি সমগ্র বস্ত্র পরিধান করেন নাই, এই

মহানগরে আমারদিগের তুল্য দুঃখী ও দরিদ্র একটিও নাই, সকলেই আমাদিগকে দীন দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে, দেখ, তোমার যথার্থ যৌবনকাল উপস্থিত, বরং বিবাহের সময় অতীত হইতেছে, আমাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া কেহই তোমাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হয় না, যদি বিদ্যাভ্যাস করিয়া এই মাত্র ফল হয়, তবে এবিদ্যা অপেক্ষায় অবিদ্যাকেই শতগুণে ভালো বলিতে হয়। ব্রাহ্মণনন্দন জননীর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছু কাল বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার মন বিষয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইল, যত প্রবৃত্তি রাক্ষসী মনকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, ততই তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেকাদি অন্তর্হিত হইয়া একেবারে বৈষয়িক মনোরাজ্যই প্রবল হইয়া উঠিল, সুতরাং পূর্ব্বতন শান্তিজন্য সুখসিন্ধুর এক বিন্দুও অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি ঐ মহানগরীয় যে বস্তুর প্রতি নেত্রপাত করেন তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম ক্ষণে অতি রমণীয় ও চিত্তাহ্লাদকররূপে প্রতীয়মান হয়, আবার পরক্ষণেই সেই সেই বস্তুর অভাবঘটিত যাতনাগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়েন, ফলতঃ বিপ্রনন্দন এমত দুরবস্থ হইলেন যে, তিনি স্বীয় অভিনব অবস্থা গোপন করিতে পারিলেন না, অচিরেই স্বীয় পিতার নিকটে গিয়া সন্তাপ নাশের উপায়ান্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

পুত্র। হে পিতঃ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম জগদীশ্বর জগতীপুরে যত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন সকলই আমাদিগের পরম হিতকর, এক্ষণে দেখিতেছি তাহা নহে, যখন তিনি দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তাঁহার সৃষ্ট সকল বস্তুই কেবল দুঃখের ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে, এমত কোন একটি বস্তুও দেখিতে পাই না, যাহা আমাদিগের পক্ষে সংপূর্ণরূপে সুখের সাধন, সকল বস্তুই একাংশে সুখ একাংশে দুঃখ প্রসব করে, বরং সুখাপেক্ষায় দুঃখের ভাগই অতিরিক্ত বোধ হয়, অতএব জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিরূপেই বা জীবগণ একেবারে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তাহার উপায় উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

পিতা। হে পুত্র! যদি জগদীশ্বর দুঃখের সৃষ্টি না করিতেন, ও এই জগতে দুঃখ না থাকিত, কিম্বা উহা জীবের প্রতিকূল না হইত, অথবা জীব সকল প্রতিকূল দুঃখকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিত, ইচ্ছা করিলেও যদি দুঃখ চিরস্থায়ি নিত্যই হইত, কিম্বা তাহার নাশের কোন উপায়ই না থাকিত, তবে সাংসারিক নিয়ম একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিত, বরং ক্ষণকালের মধ্যেই এই সুদৃশ্য বিশ্ব জলহীন মীনের ন্যায় শোভাবিহীন অতি মলিন হইয়া অকস্মাৎ বিলীন হইয়া যাইত, দুঃখের ভয়েই জীবসকল নিয়মিত-রূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, যদি জীবের শারীরিক পীড়া জন্য দুঃখানুভব না হইত তবে তাহারা কখনই যত্ন পূর্ব্বক ঔষধ সংগ্রহ করিয়া শরীর রক্ষা করিত না, অকালেই কালের সহিত সাক্ষাৎ করিত, ফলতঃ বিনা প্রয়োজনে জীবের কোন একটি বিষয়েও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, সেই প্রয়োজন দুই প্রকার, সুখ, ও দুঃখাভাব, অধিকাংশ বিষয়ে দুঃখ নাশের উদ্দেশেই জীবের প্রবৃত্তি হয়, কোন কোন বিষয়ে সুখ লাভের উদ্দেশেও জীব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যদি জীব সুখের বিচ্ছেদ সময়ে দুঃখ কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইত তবে সুখও প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত হইত না, সুতরাং সুখোদ্দেশে প্রবৃত্তিরও সম্ভাবনা থাকিত না, অতএব দুঃখকেই জীব-প্রবৃত্তির মূলকারণ ও জীব প্রবৃত্তিকে বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র সংস্থিত হেতু বলিতে হইবে। উপরি উক্ত প্রকারে যেমত এক মাত্র দুঃখের অভাবে সাংসারিক সকল বিষয় পরস্পর অসম্বদ্ধ হইয়া জগৎপতির সৃষ্টিক্রম ও সংস্থিতি নিয়ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তদ্রূপ যদি জীব কোন কালেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয়ে সন্তপ্ত না হইত, তাহা হইলে কেহই ত্রিতাপ নাশের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে সদ্গুরু নিকটে গমন করিত না, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানাভাবে কোন একটি জীবও চরমে পরম শিবলাভ করিতে পারিত না, কখনই কেহ নিত্য সুখের অধিকারী হইত না, সকলেই ভ্রান্তি-বশতঃ অসার সংসারকেই সার ভাবিয়া অনিত্য সুখেই নিমগ্ন থাকিত, যেহেতু শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিত্য সুখ লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই, অতএব পরমেশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারি করিতেই দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন, হে প্রিয়তম! যেমত দুঃখের সৃষ্টি না হইলে ঐ সকল অনিষ্ট ঘটিত, তদ্রূপ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াও যদি দুঃখ আমারদিগের প্রতিকূল না হইত ও আমরা তাহার নাশোপায়ের অনুসন্ধান না করিতাম, কিম্বা দুঃখই অবিনাশি নিত্য হইত, অথবা দুঃখনাশের কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলেও আমাদিগের লৌকিক পারলৌকিক কোন প্রকার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

পুত্র। হে পিতঃ! আমি বিশেষরূপে চিত্তবৃত্তি চালনা করিয়া দেখিলাম যে, যদি এই জগতে দুঃখের সৃষ্টি না হইত তবে সাংসারিক সকল নিয়মই বিরূপ হইয়া উঠিত, কোনমতেই লোকের লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না, কিন্তু আপনি যে, কহিতেছেন, শাস্ত্রীয় বস্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই ত্রিবিধ সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, এক মাত্র তত্ত্বজ্ঞা-

নই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, এতদ্বিষয়ে আমার কতগুলি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ক্রমে নিবেদন করিতেছি প্রথমত, জ্ঞান, অজ্ঞানের বিরোধী, অবশ্য অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন বস্তুই জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইতে পারে না, যে জ্ঞান সকল বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া থাকে সে কিরূপে কোন বস্তুবিশেষ অর্থাৎ দুঃখকে বিনষ্ট করিবে?।

পিতা। হে পুত্র! সত্যই জ্ঞান অজ্ঞানমাত্রের বিরোধী, অজ্ঞানকেই নষ্ট করিতে পারে, অজ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তু নাশ করিতে পারে না, কিন্তু যখন জ্ঞান স্ববিরোধি অজ্ঞানকে নষ্ট করে তখন ঐ অজ্ঞানের কার্য্য সকল আপনিই নষ্ট হইয়া যায় যেহেতু কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যের ক্ষণকাল স্থিতিরও সম্ভাবনা নাই, যেমত রজ্জু খণ্ডে সর্পভ্রম হইলে পরে যখন রজ্জু তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়, তখন যেমত রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান জন্য সর্প ও ভয় কম্পাদি জনিত দুঃখেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং যখন জীব স্বপ্নাবস্থাপন্ন হইয়া অজ্ঞান বশতঃ মায়া কল্পিত ইষ্ট বিয়োগ অনিষ্ট সংযোগ-জনিত বিবিধ দুঃখ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন যে পর্য্যন্ত তাহার প্রবোধোদয় না হইবে ততক্ষণ স্বপ্নে মিথ্যা সুখ দুঃখানুভব করিয়া কখন হর্ষ কখন বা বিষাদ লাভ করিতে থাকে, পূর্ব্বে জাগ্রদবস্থাতে যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহার সহিত স্বপ্নে সুখ দুঃখের কি বৈষম্য আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না, তৎপরে যেমত প্রবোধোদয় হইয়া স্বাপ্ন-অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ অজ্ঞানের কার্য্যভূত সকল স্বাপ্ন বস্তুও নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব হে প্রিয়তম যখন তুমি প্রতিদিন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ে প্রত্যক্ষেই জ্ঞান দ্বারা বহুশত বস্তুর বিধ্বংসানুভব করিতেছ তখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে সাংসারিক দুখের নিবৃত্তি হইবে ইহাতে সংশয়ের বিষয় কি আছে?।

পুত্র। হে পিতঃ! যদিও তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হয়, হউক, কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়া জীবের পক্ষে সুসাধ্য বিষয় নহে, জীবের বহুজন্ম-সঞ্চিত-পুণ্য-পরিপাক বশতঃ চিত্তশুদ্ধি ও শমাদি সাধন সম্পত্তি হইয়া জ্ঞানোদয় যে, কবে হইবে তাহা বলা যায় না, অথচ দুঃখ প্রতিক্ষণেই অনুভূত হইতেছে, সুতরাং কিরূপে দুখ নিবৃত্যর্থ তত্ত্বজ্ঞানোদয় কালের অপেক্ষা করা যাইতে পারে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না, যে, অদ্য রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণ নাশ করিতেছে সহস্র বৎসর পরে ঔষধ সেবা করা যাইবে, বিশেষতঃ যে কোন বিষয়েই হউক যতক্ষণ তাহার কোন সুলভ উপায় পাওয়া যায় ততক্ষণ কষ্টসাধ্য উপায়াবলম্বন করিতে কখনই জীবের প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং যখন জীব ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত হইবে তখন ঐ সকল তাপ নাশের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট যে সকল কারণ বিদ্যমান আছে তাহাই অবলম্বন করিবে, কখনই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লইতে অগ্রসর হইবে না, অর্থাৎ যখন বাত পিত্ত কফের বৈষম্য নিমিত্ত শারীর জ্বরাদি রোগাক্রান্ত হইবে, তখন ঐ সকল রোগ নিবৃত্তির প্রতি চরক, সুশ্রুত, নিদানাদি বৈদ্যশাস্ত্রে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে উপযুক্ত বৈদ্য দ্বারা সেই সকল ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিয়া রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং যখন কাম ক্রোধ লোভ ও অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণবশতঃ মানস দুঃখের উৎপত্তি হইবে তখন প্রিয়তমা কামিনী দণ্ড বিধান, যাচঞা, কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবাদি লোক প্রসিদ্ধ উপায়াবলম্বন করিয়াই ঐ মানস দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ সর্প দংশনাদি কারণজনিত কোন আধিভৌতিক দুঃখগ্রস্ত হইবে, তখন তদুপযুক্ত ঔষধ সাবধানতাদি রূপ লৌকিক উপায়াবলম্বন করিয়াই ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং যখন বিনায়ক মাতৃকাগ্রহাদি বৈগুণ্যরূপ দৈব কারণ বশতঃ আধিদৈবিক দুঃখাভিভূত হইবে তখন মণি মন্ত্র মহৌষধ স্বস্ত্যয়নাদি রূপ লৌকিক কারণ দ্বারা ঐ দুঃখের নিবৃত্তি করিবে, এইরূপে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয় নাশের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বহুসংখ্যক লৌকিক উপায় বিদ্যমান থাকিতে বহু জন্ম পরম্পরায়াস সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে জীবের কিরূপে প্রবৃত্তি হইতে পারে।

পিতা। হে পুত্র! তুমি ত্রিবিধ সন্তাপ নাশের প্রতি লৌকিক যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলে ইহার একটিও যথার্থরূপে দুঃখ নাশের প্রতি কারণ নহে। ইহার কোন কারণ দ্বারাই নিশ্চিত রূপেই যে দুঃখ নাশ হইবে এমত সম্ভাবনা নাই, কিছু কালের নিমিত্তে দুঃখ নাশ হইলেও যে আর সেই দুঃখের পুনরুৎপত্তি হইবে না এমতও হইতে পারে না, তুমি কি কখন এমত ঔষধ দেখিয়াছ যে তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হইবেই হইবে, অবশ্য কেহ এক ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে, কেহবা রোগ মুক্ত না হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, যদি পৃথিবীতে এমত ঔষধ থাকিত যে তদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপেই রোগ শান্তি হইবে তাহা হইলে একটি জীবও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিত না, এবং এমত ঔষধও কি জগতে আছে? যে, তাহা সেবন করিয়া একবার রোগ মুক্ত হইলে আর কখন সেই রোগের পুনরুৎপত্তি হয় না; যদি তাহা না হইল তবে কিরূপে তাহাকে দুঃখ নিবৃত্তিকর বলা যাইতে পারে? তবে ঔষধাদি দ্বারা অল্পকালের নিমিত্তে কোন২ দুঃখ অবিভক্ত হইয়া থাকে আবার

নেনেজর, সি, বিডন সাহেব সভাপতি এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হয়েন।—গবর্ণর জেনরলসাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারির বেতন ৩০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, লার্ড কেনিং বাহাদুর তাহা ২০০০ টাকা করিয়াছেন।—গবরনর জেনরল সাহেব পাটনা প্রভৃতি প্রধান স্থানের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার আদেশ করেন।—বড়বাজারের বুধ সিংহ নামক খোট্টা ১০ টাকার বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের জাল কাগজ[illegible] করিয়াছিল প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে অপর দুই জন নজির সহিত ধৃত করেন।—কুইন্স লাইলর সাহেবের বেতন বৃদ্ধি হয়।—দুর্গোৎসবোপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট এক মাসের নিমিত্ত বন্দ হয়।—মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের বিধানানুসারে বিলাতে থেনো মদ প্রস্তুত হইবার নিয়ম হয়।—লার্ড কেনিং বাহাদুর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়াতে দুই মাস বারাকপুরের বাগানে অবস্থান করণের মানস করেন।—পেসোয়ার অঞ্চলে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়।—পরম ধার্ম্মিকবর পরহিতৎপর কোচবেহার অধিরাজের প্রধান মন্ত্রী শিবপ্রসাদ রাজমন্ত্রী মহাশয় পরলোক গমন করেন।—রুসিয়ার সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবার যে সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা অল্পেঅল্পেই সমাধা হয়।—লক্ষ্ণৌ রাজ্যের প্রধান কমিসনর সাহেব বিশেষানুসন্ধান গ্রহণ না করিয়া কেবল গোয়েন্দার বাক্যের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক তথাকার এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটী আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অত্যন্ত অপমানিত করেন।—বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের হিসাবের গোলযোগ প্রকাশ হওয়াতে তদ্ভাবৎ পরীক্ষা করণার্থ দুই জন এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি আডিটররূপে নিযুক্ত হয়েন।—পঞ্জাবে এক জন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর নিযুক্ত করণের যে প্রস্তাব বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হওনাশঙ্কায় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সম্মত হয়েন নাই।—শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় "নীতাবিলাপ লহরী" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।—রসাপাগলা নামক স্থানে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হয়।—সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রামরত্ন রায় মহাশয় নড়াল নামক গ্রামে প্রজাদিগের পীড়োপশমার্থে ইংরাজীমতের এক ডাক্তরখানা স্থাপন করেন, সব-আসিষ্টান্ট সারজন বাবু অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য তথায় নিযুক্ত হয়েন।—মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি বেলুভাণ্ডার নামক গ্রামে ভয়ানক ডাকাইতি হয়।—অযোধ্যাধিরাজের মাতা ভ্রাতা ও পুত্র সমভিব্যাহারি ১০০ লোক সহিত সুস্থ শরীরে বিলাতে উত্তীর্ণ হয়েন।

কার্ত্তিক।

জঙ্গীপুরের টোল কালেক্টরের সহিত তথাকার প্রজাদিগের বিবাদ হওয়াতে প্রজারা তাঁহাকে অভিযুক্ত অপমান করেন।—বন্যার জলে যে সকল দেশ ভাসিয়া গিয়াছে তথাকার নিরুপায় প্রজাদিগের উপকারার্থ কলিকাতা নগরে চাঁদার অনুষ্ঠান হয়।—হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিমের অধিকারস্থ দেশজাত দ্রব্যাদির এক মহা প্রদর্শন হইবার কল্পনা হয়।—অযোধ্যার কমিসনর সাহেব তথাকার অনেক দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, কিন্তু জমীদারেরা সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করেন নাই।—রুসিয়াধিপতি মহারাজ আলেকজণ্ডর বাহাদুর অতি সমারোহ পূর্ব্বক রাজমুকুট ধারণ করেন।—ফ্রান্সরাজ্যে প্রচুর শস্যোৎপত্তির উপক্রম হইবায় দুর্ভিক্ষ ঘটনার আশঙ্কা নিবারণ হয়।—অযোধ্যারাজ্যের রাজমাতা স্বীয় পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সৌদাম্পটন নামক স্থানে লণ্ডীর্ণ হইলে তাঁহার দিগকে দেখিবার নিমিত্ত বহু লোকের সমাগম হয়।—কানপুরবাসী শা বিহারীলাল ৫১০০০ টাকা বার্ষিক জমায় অযোধ্যাদেশীয় মহারাজ্যের একচেটিয়া সোরার বাণিজ্য করণের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।—আষ্ট্রেলিয়া উপদ্বীপে উইলসন নামক জনৈক ইংরাজ বেলুন দ্বারা ডাকের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রস্তাব করেন।—গবরনর জেনরল বাহাদুরের আদেশানুসারেই বাঙ্গাল বেঙ্কের হিসাবাদি পরীক্ষা করণার্থ কয়েক জন আডিটর নিযুক্ত হয়েন।—নেপালরাজ্যে এবৎসর ভয়ানক বৃষ্টি হয়।—গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণ মোহর পুনর্ব্বার প্রচলিত করণের মানস প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রারূপে প্রচলিত হইবেক।—কলিকাতা নগরে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্ট কোম্পানির বারিক নামক প্রসিদ্ধ স্থানে এক কালেজ স্থাপন করেন।—মেজর হেনিংটন সাহেব নাগপুরের প্রধান কমিসনরের পদ পরিত্যাগ করাতে তাঁহার দ্বিতীয় সহকারী প্রতিনিধিরূপে তৎপদাভিষিক্ত হয়েন।—পেসোয়ার অঞ্চলের পর্ব্বতীয় লোকেরা পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিস প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে।—কলিকাতা নগরে যে দ্বিতীয় খাল প্রস্তুত হইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহার দুই স্থানে বাণিজ্য দ্রব্যের প্রতিকর স্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছেন।—রুসিয়ার সংগ্রাম শেষ হওয়াতেই তথায় শস্যাদির মূল্য ন্যূন হয়।—কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকারক কমিসনরগণ পুনর্ব্বার কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।—পঞ্জাব রাজ্যে একজন বিখ্যাত ডাকাইত ধৃত হয়।—এক দল বোম্বেটিয়া ভাঁইমারার খালের নিকটে জিলা পাবনার অন্তঃপাতি নগরবাড়ি গ্রাম নিবাসি গুরুপ্রসাদ বিশ্বাসের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে।—পারস্য দেশে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করণের ঘোষণা পত্র আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব হুজুর কৌন্সেল হইতে প্রকাশ করেন।—গত বন্যার দ্বারা কোন্ জিলার প্রজাদিগের কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করণার্থ জিলার কালেক্টর সাহেবদিগকে পত্র লেখেন।—আমরা পরমাক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে জিলা রঙ্গপুরের সরকারী উকীল বাবু দুর্গাপ্রসাদ বসু পরলোক গমন করেন।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যের প্রস্তাব পুনর্ব্বার মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইবার সোপান হয়।—গবর্ণমেণ্টের কারাগার সকল মাজিষ্ট্রেট দিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সিবিল সারজন দিগের হস্তে অর্পণ করণের প্রস্তাব হয়।—মান্দ্রাজের বিশাপ ডাক্তর ডেল্টরিসাহেব কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করেন।—মান্দ্রাজের যবনদিগের রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত করণের উপক্রম দেখিয়া তথাকার গবর্ণর সাহেব সেনাদিগকে যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত রাখেন।—বাঙ্গাল চেম্বর অফ কমর্সের মেম্বরগণ এই ভারতবর্ষে বাণ্যাগিক আয় ব্যয় প্রকাশ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রার্থনা করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়। লেপ্টেনান্ট বেয়ার সাহেব গবর্ণমেণ্ট হৌসের সম্মুখস্থ বাগানে ব্রহ্মদেশীয় স্তম্ভ নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হয়েন।—কলিকাতা অবধি মাতলা পর্য্যন্ত যে নূতন রেইলরোড নির্ম্মিত হইবেক, টাকশালের সম্মুখে তাহার সীমা[illegible]

সদর রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর মেং ডনবার সাহেবের পীড়ার প্রতীকার না হওয়াতে ডাক্তর সাহেবেরা তাঁহাকে বিলাত গমনের পরামর্শ প্রদান করেন। জিলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের শরীর সুস্থ না হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার নয় মাসের বিদায় লয়েন।—রেইলওয়ের প্রধান অধ্যক্ষ মেং আর, এম, ষ্টিফেন্‌সন সাহেবের পীড়ার বিশেষ না হওয়াতে তিনি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাত গমনের মানস করেন।—কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করণের কোন নূতনোপায় করিলে তাহা রেজিষ্টরি করাইতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৫ সালের ৬ আইন নির্দ্দিষ্ট করেন, ঐ আইন অনুসারে কয়েক জন ইংরাজ কয়েকটা নূতন কলের রেজিষ্টরী করাইয়াছেন।—বিলাতে লেপেলস্‌ দেশে সংগ্রাম হইবার কল্পনা হয়।—রুষিয়াধিপতি চীনদেশে চুসান উপদ্বীপের কিয়দংশ গ্রহণ করেন।—চীনরাজ্যের সমুদ্রে পুনর্ব্বার বোয়েটিয়াদিগের অত্যাচার আরম্ভ হয়।—বঙ্গদেশীয় রাজদূত অপ্রকাশ্য রূপে বিলাত গমন করিয়া কিছু মাত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই।—বিলাতের বোর্ড অফ কাণ্ট্রোলের অধিপতি সাহেব ভারতবর্ষীয় সমুদয় রাজা ও নবাবদিগের বার্ষিক বৃত্তির ২৫ পরসেণ্ট ন্যূন করণের প্রস্তাব করেন।

অগ্রহায়ণ।

হীরাটের এক যুদ্ধে পারস্য সেনারা পরাভব হয়।—আমারদিগের পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ম্মচারিদিগের সতর্কতা পরীক্ষা জন্য ছদ্মবেশে নগরের পল্লী পরিভ্রমণ করেন।—বঙ্গদেশের পুলিস প্রহরি কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত অমৃতেশ্বর হইতে ১২০০ জন শীক সৈন্য আগমন করে।—গত অতিবৃষ্টি দ্বারা যে জিলার প্রজারা ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব সেই সমস্ত জিলায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা বিতরণের অনুমতি করেন।—রাজপুতনা অঞ্চলের লোকেরা কন্যা জন্মিলেই তাহাকে হনন করে, তাহা নিবারণ জন্য আগ্রা সদরদেওয়ানী আদালতের বিচারপতিরা এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করেন।—একজন সিবিল সারজন বিলাত হইতে ৪৫০০ টাকা মূল্যের এক অপূর্ব্ব নক্সে, এক খণ্ড হীরকে ঐ ঘড়ির ডায়েলপ্লেট স্থাপিত আছে।—বঙ্গদেশের মেডিকেল কালেজ মেডিকেল বোর্ডের অধীন হয়।—মতলা নদী তীরে যে নূতন নগর নির্ম্মিত হইতেছে তাহার নাম "কেনিং নগর" হইবার কল্পনা হয়। যেহেতু লার্ড কেনিং বাহাদুর তথায় স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন।—ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট লাহোরের ধনাগার হইতে আমীর দোস্তমহম্মদকে বিংশতি লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এবং আরো টাকা ও নয় হাজার বন্দুক এবং সৈন্য দ্বারা সাহায্য করণে স্বীকৃত হইয়াছেন।—রিওয়ার মহারাজ নুরুবোস্তন ধামে যাত্রা করেন। একারণ গবরনর জেনরল সাহেব ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে উক্ত মহারাজ যখন যে স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন তখন তথাকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সম্মান করিবেন, এবং যে স্থানে সৈন্য আছে সে স্থানে তাঁহার সম্মানার্থে ১৭ তোপ ধ্বনি হইবেক।—আগ্রা প্রদেশে গোপাল সিংহ নামক পণ্ডিতের উদ্যোগ দ্বারা শতাধিক স্ত্রী বিদ্যালয়স্থাপিত হয়।—লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব সদর রেবিনিউ বোর্ড তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন।—রাজকোষে ধনাভাব হওয়াতে ৫ পরসেণ্ট সুদের লোন খুলিবার কল্পনা হয়।—চীন দেশের বিদ্রোহকারি সেনাদলের দুইজন অধ্যক্ষ পরস্পর বিবাদ করিয়া একজন হত হন।—থিওবোল্ড সাহেব নীলকর সাহেবদিগের উকীল হইয়া বিলাত গমন করেন।—"চিত্তবিলাসিনী" নামা এক অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে।—কুলীনদিগের বহুবিবাহ নিবারণ করণাভিপ্রায়ে প্রজারা আরো কয়েকখানা আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করেন।—ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ সেনাদল নেপেল্‌স রাজ্য আক্রমণার্থ গমন করে।—গ্যাস কোম্পানিরা কলিকাতা রাজধানীকে গ্যাসের আলোক দ্বারা সুশোভিত করণার্থ পুনর্ব্বার মনোযোগি হয়েন।—কর্ণেল গুড্‌ইন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজ নির্ম্মাণার্থ ১৮০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ৯০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করণানুমতি করেরেন।—চীনদেশে ব্রিটিস জাতির সহিত সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে।—কারাগার বাসিগণের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দর্শনে আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব পরম সন্তুষ্ট হইয়া তত্তাবতের প্রধান তত্ত্বাবধারক ডাক্তর মোএট সাহেবের বেতন বৃদ্ধি করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহাতে তাহার ৩০০০ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়।—২৩ অগ্রহায়ণ রজনীতে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রথম বিবাহ করেন।—বর্ত্তমান বর্ষে জ্বর বিকার ও লাউঠা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কালেজে বাঙ্গালা শ্রেণীর কয়েকজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে নদীয়া, রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জিলায় নিযুক্ত করিয়াছেন।—মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ও মহারাজ লুইসনেপোলিয়ন বাহাদুরের প্রতিনিধিরা সামান্য বেশে নেপেল্‌স রাজধানী পরিত্যাগ করেন। তাঁহারদিগের আগমন সময়ে উক্ত রাজ্যের রাজা বিশেষ সম্মান কিছুই করেন নাই।—ফ্রান্স, রুসিয়া ও প্রুসিয়া রাজ্যের অধিপতিদিগের পরস্পর বিশেষ আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই সংবাদ সত্য হইলে ইংরাজদিগের সহিত ফ্রেঞ্চ জাতির অসদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা।—পশ্চিম দেশীয় এক ব্যক্তি দিবা অবসান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চীনাবাজারে অপর এক স্বদেশীয় ব্যক্তিকে তলওয়ার দ্বারা হত করিয়া প্রস্থান করে।—অযোধ্যার প্রজারা সোস্তকাজীকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কেবল প্রধান কমিস্যনর সাহেবের প্রতিরোধে তাহারদিগের সেই অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই।—একজন ফকীর অযোধ্যায় আসিয়া ব্যক্ত করে যে বাদশাহ পুনর্ব্বার রাজ্যভার প্রাপ্ত না হইলে আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিব না, ইহা শুনিয়া কমিস্যনর ঐ ফকীরের আস্তানায় প্রহরি নিযুক্ত করেন।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানিরা কেবল আরোহির ভাড়া দ্বারা ৩০ নবেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ৭৩১০০০ টাকা লভ্য করেন।—ঢাকা জিলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন মহম্মদপুর নামক গ্রাম নিবাসি কৃষ্ণ শাহার বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হয়।—রেঙ্গুণে অগ্নি লাগিয়া বিপুলবিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে।—বঙ্গরাজ্যের সদর দেওয়ানী আদালতে একজন এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিযুক্ত করণের প্রস্তাব বিলাতে উত্থাপিত হয়।—আমীর দোস্তমহম্মদ হীরাটে অগ্রসর না হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, পারস্য সেনারা হীরাট অধিকার করে।—পারস্যরাজ ফ্রেঞ্চদেশীয় মহারাজ ও মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারকে বহুমূল্যের দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করেন।—চীনদেশে ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর কয়েকখান রণতরীর অধ্যক্ষেরা কাণ্টনের প্রতি গোলাবৃষ্টি করেন, কাণ্টনের প্রজারাও ইংরাজদিগের অনেক বাণিজ্যের কুটি অনল দ্বারা ভস্মরাশি করে, সাহেবদিগের মধ্যে অনেকে স্থল ছাড়িয়া জাহাজে উঠেন।—জিলা বীরভূমের অন্তঃপাতি রাজবল্লভপুর গ্রামে সাত দিনের মধ্যে সাতজন প্রজার বাটীতে ডাকাইতি হয়।—মিসুয়ার্স থাকর প্রিঙ্ক কোম্পানিরা পুনর্ব্বার কলিকাতা রিবিউ নামক মাসিক পুস্তকের সর্ব্বাধ্যক্ষ হয়েন।—ব্রিটিস সেনাপতি জেনরল ষ্টাকর সাহেব পারস্যদেশে পদার্পণ করিয়াই করক ও বুসাহর অধিকার করেন।—বরদারাজ্যের আপা সাহেব ৫ ডিসেম্বরে গৈকুণ্ডারের সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন।—মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ দলিপ সিংহের সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া সরধনা নামক রাজ্য নিষ্কর রূপে তাঁহাকে প্রদান করেন।—সিন্ধু দেশে কোন দেশীয় পদাতিক দল রাজবিরোধি হইয়া কয়েকজন ইংরাজ সেনাপতিকে হত করে।—মহারাজ বর্দ্ধমানেশ্বর বাহাদুর গবরনর জেনরল ও লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের সহিত সাক্ষাজ্জন্য এতন্নগরে শুভাগমন পূর্ব্বক সরল ব্যবহারে বহু লোককে পরম সন্তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজধানীতে গমন করেন।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানিরা বিলাতে এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছেন, ঐ সেতু প্রস্তুত হইলে শোণ নদে স্থাপিত হইবেক।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "দশ কুমার সুর্ব্বপীঠিকা" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করেন। শ্রীগুতির স্থানবাসি হনুমান সিংহ নামক এক ধনির ভবনে এক দল দস্যু প্রবিষ্ট হয়, এবং ৪।৫ শত টাকার দ্রব্যাদি হরণ করে ও হনুমানসিংহকে গুরুতর আঘাত করণানন্তর প্রস্থান করে। ঐ গ্রামের কোন জমীদারের তালুকের প্রজারা ঐক্য হইয়া কয়েক জন গোমস্তাকে বিষ মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া বিনাশ করে।—গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে কষ্টম কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গুরুদাস দত্তের কলুটোলার বাজারের পরিবর্ত্তে পটলডাঙ্গায় আর এক নূতন বাজার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ও ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ৫০,০০০ সহস্র টাকা দিতে উদ্যত হন।

মাঘ।

অরঙ্গাবাদের অন্তঃপাতি কাউডেঙ্গা গ্রাম নিবাসি ভীম সাহা নামক বণিকের দোকানে ভয়ানক ডাকাইতি হয়।—একদল ডাকাইত হুগলির দ্বারাপুর গ্রামের কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্বামী ও তৎপারিষদবর্গ এবং বাটীর চৌকীদারকে গুরুতরূপে আঘাত করিয়া বহু মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ করত প্রস্থান করে।—জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি বৈঁচি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হয়।—বোম্বাই নগরীয় শিল্প বিদ্যালয়ের নিমিত্ত বোম্বাই বাসি পার্সি প্রজারা এক খণ্ড ভূমি ও নগদ ১৮০০ টাকা এবং প্রত্যেক ছাত্রকে শীত নিবারণোপযোগী পরিচ্ছদ প্রদান করেন।—গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বোম্বাই রাজধানীতে প্রায় দেড় সহস্র লোক পরলোক গমন করে।—কলিকাতা নগরে পুনর্ব্বার গাড়ি ঘোড়ার প্রতি টেক্স স্থাপিত হয়।—আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত রেইলরোড খোলা হইয়াছে।—আমীর দোস্ত মহম্মদখাঁ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে পেসোয়ারে উপনীত হইয়া ১ জানুআরি তারিখে স্যার জান লারেন্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।—কলিকাতা পুলিসের সিনিয়ার মাজিষ্ট্রেট মেং জেম্‌স হিউম সাহেব ডাক্তর রেডফোর্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে বিটন সভার সভাপতি হইয়াছেন।—মেং এ, এফ, ডৌলিন্স সাহেব ৮৩৩ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।—কাণ্টনের প্রজারা সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বণিক মেং কেম্বল সাহেবকে কারাবদ্ধ করে, এবং বল দ্বারা ইংরাজদিগের একখান জাহাজ গ্রহণ করে।—পাণিহাটি নিবাসী মদনমোহন বসু পরলোক গমন করিয়াছেন।—হুগলির বিচক্ষণ ডাক্তর বেলি সাহেব ২৪ পরগণার ডাক্তরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।—বঙ্গদেশের লেপ্‌টেনাণ্ট গবরনর সাহেব পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণে গমন করেন।—গবর্ণমেণ্ট ৫ টাকা সুদের নূতন লোন খোলেন।—সুবিখ্যাত ডাক্তর উবলিউ, বি, ওসাগনসি এবং আর মেকডোলেও ষ্টিফেন্‌সন সাহেব মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট নাইট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।—হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত রেসিডেণ্ট মেং বুসবি সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে মেং ফরগুহিল সাহেব প্রতিনিধিরূপে তৎপদাভিষিক্ত হয়েন।—মহানগর কলিকাতার শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনরগণ অভিনব নিয়মানুসারে গঙ্গার উপর নৌকাদির প্রতি কর স্থাপনে কর বিস্তার করিয়াছেন।—বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর্সগণ সুদের হার ১৩ পরসেণ্ট করিয়াছেন।—পারস্য সেনারা হীরাট নগর অধিকার করণের সংবাদ তিহারণ রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পারস্য অধিরাজ পরম সন্তুষ্ট

এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে মাসিক ভাড়া ১৷৶ এক টাকা সাত আনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার টেরেটি বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাটী অথবা এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৸০॥/৯ পোনের কাঠা নয় ছটাক নয় কাচ্চা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির ৬০ ষাট টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে এই বাটী পূর্ব্বে সেখ আনিস বারবরের সম্পত্তি ছিল।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার খরো মেতরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২॥ সাত কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক-তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির ৮৲ আট টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

মাষ্টর আফিসে অথবা স্পেলের নম্বর ১। ১ নম্বর বাটীতে উকীল মং হেনেরি হেরিংটন পো সাহেবের দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

H. H. POE,
Attorney.
এইচ, এইচ, পো।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৮ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী বাদিনী এবং বনমালী পাল প্রতিবাদী সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত পঞ্চান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৯ মার্চ্চ তারিখে যে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত হরিনারায়ণ পাল যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার যোড়াবাগানে বাস করিতেন এবং এক হাজার আট শত ঊনচল্লিশ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৯ ফিব্রুআরি তারিখে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি ২৭ মে তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচার মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

ALLAN JUDGE & LINGHAM.
Attorneys.
এলেন জজ এণ্ড লিংহ্যাম।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৭ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামী ২৯ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবে, তাহাতে গতবর্ষীয় সমুদায় কার্য্য বিবরণ সাধারণরূপে সভ্যগণকে অবগত করা যাইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	১৲
শুকেতিহাস	॥০
চিত্তবিলাসিনী	।০
সীতাবিলাপ লহরি	॥০

সংবাদপ্রভাকর

২০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

আমরা সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে টাকি নিবাসি বিজ্ঞবর সদাত্মা রায় হরিনারায়ণ ঘোষ বাহাদুর যিনি আপনার অগণ্য সৌজন্য ও বদান্য স্বভাবগুণে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিচারকের উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া পরিশেষে জিলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীনের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি বরাহনগরে গত ১০ বৈশাখ দিবসে ভাগীরথীতীরে নীরে অতি সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে মায়াময় মর্ত্তলীলা সম্বরণ করিয়া যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল, তিনি যে রূপ মিষ্টভাষী, সদালাপি ও বহুগুণ সম্পন্ন ছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন, যে ব্যক্তি এক দিবস তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না, তিনি সংপূর্ণরূপেই গরিমা ছাদন বিতরণ পূর্ব্বক কত লোকের উপকার করিয়াছিলেন এবং কত বালক তাঁহার অধীনে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাধন উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না, আহা! রায় হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আমারদিগের এই প্রভাকর পত্রের এক জন বিশেষ হিতকারী বন্ধু ছিলেন, আমরা রাজকীয় বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন সময়ে তাঁহার হইতে কত প্রকার সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না, এবং সেই উপকার আমরা কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিবনা, তাঁহার মৃত্যু শোক শেলস্বরূপ হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিতেছে, আমারদিগের এই এক বিশেষ দুঃখ রহিল যে তাঁহার মৃত্যু সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না, অধুনা প্রার্থনা করি তাঁহার সুধীর পুত্র শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র ঘোষ অন্যান্য সহোদর ও আত্মীয়পরিবারদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা পূর্ব্বক স্বর্গীয় পিতার উচ্চতর সদ্বৃত্তির অনুবর্ত্তি হউন।

কলিকাতা সৌথ ইষ্টরণ রেইলওয়ে কোম্পানিরা ইংলণ্ডীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে অনুমতি পত্র পাইয়াছেন, অনতিবিলম্বেই রাস্তা আরম্ভ হইবেক।

গত মঙ্গলবারে সাল্‌ট বোর্ডে লবণের যে লাট্টি খেলা হয় তাহাতে সম্ভবাতীত জন সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু মহাজনদিগের নামেই অধিক লাট উঠিয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট হৌসের দেওয়ানের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অভিযোক্তা উক্ত কার্য্যালয়ের এক জন কর্ম্মচারী। ইংরাজী সমাচার পত্র দৃষ্টে আমরা এই সংবাদ প্রকাশ করিলাম, যাথার্থ্য বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গত সোমবার অপরাহ্নে আরমানির ঘাটের অনতিদূরে রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের হাওড়া নামক ফেরি ষ্টিমরের আঘাতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা জলমগ্ন হয়, ঐ নৌকারোহি ৫।৬ জন লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

নদীয়াচক্রের কমিস্যনরি আফিস আলীপুর হইতে উঠিয়া গেল, নদীয়া জিলায় কমিস্যনর সাহেবের সদর কাছারী হইবেক।

হুগলি হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, তথাকার সেশন জজ সাহেব আলীপুরে আসিয়াছেন, ডাকাইত ধৃত করণীয় কমিস্যনর সাহেব অতিশীঘ্র জেলান্তরে গমন করিবেন।

ম্রেজাপুর ষ্টিমর ছাপরার নিকট চড়ায় সংলগ্ন হইয়া ১৩।১৪ দিন গতিহীন হইয়াছিল, দেশীয় নৌকা দ্বারা তাহার বোঝাইমাল গন্তব্য স্থলে প্রেরিত হইলে পর ২১ আপ্রিল পুনরায় সচল হইয়াছে।

কাপ্তেন [illegible]

হইয়া ১০১ তোপধ্বনি করণের অনুমতি করেন।— ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এদেশের যে সকল রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন নিমিত্ত অতিরিক্ত ২০০ টাকা প্রদান করিবেন।—শিক্ষাকার্য্যের ডৈরেক্টর জেনরল সাহেব এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কালেজ ও স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীয়বৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ বৃত্তি প্রদান না করিয়া বিনা বেতনে প্রসিডেন্সি কালেজে গ্রহণ করিবেন।—হরকরা সম্পাদক লেখেন, সাইরণপুরবাসী এক ব্রাহ্মণ বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।—ভারতবর্ষবাসি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এদেশে পরীক্ষা দিয়া সিবিলিয়ানের পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন বিলাতে তাঁহারদিগের যোগ্যতার পরীক্ষা করণের যে নিয়ম হইয়াছে তাহা রহিত হয় এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভার মেম্বর মহাশয়েরা বিলাতে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।—মফঃসলে ফৌজদারী আদালতে ব্রিটিস প্রজাদিগের অপরাধের বিচার হয়, এদেশের অভিনব ফৌজদারী নিয়মের পাণ্ডুলিপি মধ্যে ঐ বিষয় লিখিত হওয়াতে ইংরাজেরা তৎপ্রতি গুরুতর আপত্তি করণে উদ্যত হয়েন।—অযোধ্যার রাজমাতা অনেক দিবস হইল বিলাত গমন করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করণের কোন সদুপায় করিতে পারেন নাই।—পূর্ব্বতন গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা ৮০৩৮৩৶ সংগ্রহ হইয়াছে।—ছোট আদালতের বিচারপতি মেং কিৎসাহেব পীড়াপ্রযুক্ত বিদায় গ্রহণ করাতে মেং রে সাহেব প্রতিনিধিরূপে তাঁহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।—জাহানাবাদের অন্তঃপাতি খানা বারনার অধীনস্থ সেরপুর নামক গ্রামে গত ২৪ জানুআরি তারিখে বাবু রাম লাল দাঁর ভবনে এবং চন্দ্রকোণাবাসি সরকারদিগের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হয়। এবং ঐ অঞ্চলে বালি-দেওয়ানগঞ্জ নিবাসী এক জন সদ্গোপ ব্যভিচার দোষ জন্য তাহার ভার্য্যাকে নির্দ্দয়রূপে হত করত প্রস্থান করে।

ফাল্গুন।

গত বন্যার দ্বারা কৃষ্ণনগর জিলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং পূর্ব্বভাগের দুঃখি প্রজাদিগের যে অনিষ্ট হয় তাহা নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে তথাকার কালেকটর সাহেব ঐ নিরুপায় প্রজাদিগকে রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুলবন্ধন প্রভৃতি কার্য্যে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করেন।—চীনদেশের সমরানল প্রবল হইয়া ইংরাজদিগকে নিশেষ বিপদ্গ্রস্ত করে।—কলিকাতা নগরে পুলিস থানায় ইংরাজ সারজন ও ইনিস্পেকটর নিযুক্ত হয়।—বারাণসী নগরে শান্তিরক্ষা কার্য্য অতি কদর্য্য হওয়াতে প্রায় প্রতি দিবস তথায় তস্করি ব্যাপার ঘটিতেছে।—জেলখানার তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত ডাক্তর মৌএট সাহেব পাটনায় গমন করেন।—নাগপুরের প্রধান কমিসনর সাহেবের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মৃত রাজার উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হয়েন।—আলাহাবাদ নগরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের শিবিরে একজন হাওলদার আত্মঘাতী হয়।—মান্দ্রাজের অন্তর্গত কিমিদেপাহাড় বাসি দস্যুরা তন্নিকটস্থ প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে। পঞ্জাবের অন্তর্গত শতদ্রু নদের জল হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া তাহার উপরিস্থ নৌকাসেতু ভগ্ন হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের এবং গবর্ণমেণ্ট সেনাদিগের পারাপারের অত্যন্ত কষ্ট হয়।—বর্ত্তমান মাসে রসন্ত রোগে অনেক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।—খিদিরপুর থানার দারোগার শান্তিরক্ষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অমনোযোগ জন্য ১০ টাকা দণ্ড হয়।—গোয়ালিয়রের মহারাজ কলিকাতায় আগমন করেন, গবরনর সাহেব তাঁহাকে অতি সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করত নানা বিধ আভরণ উপঢৌকন প্রদান করেন।—লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুক্ত মেং হালিডে সাহেব দারজিলিং দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ এবং তত্তৎ স্থানের বিচারালয় সন্দর্শন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—শিঙ্গাপুরের চীনপ্রজারা রাজবিরোধি হইবার উপক্রম করে।—কানপুরের কারাগার উঠিয়া আলাহাবাদে যাইবার কল্পনা হয়।—যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ৫ পরসেণ্ট সুদের লোন খোলা হয়।—মুলতান ও অমৃতেশ্বর নগরের মধ্যে এক রেইল রোড হইবার কল্প হয়।—লার্ড কেনিং বাহাদুরের স্থাপিত তলা নামক নূতন বন্দরের বসতি অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।—দিল্লি ব্যাঙ্ক করাচি নগরে স্থাপিত হওয়াতে তাহার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।—ছাপরার খাজনাখানা হইতে ১৪০০ টাকা চুরি যায়, রক্ষক সিপাহী বা কিছুই জানিতে পারে নাই।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্দেহক্রমে এক জন চাপরাসি কয়েক জন আমলাকে হাজত দেন কিন্তু তাহারা মুক্তি পাইয়াছে।—খুলনিয়া ও বাগেরহাট গঞ্জ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।—বাঙ্গাল সেক্রেটরিএট আফিসের সিনিয়র সেক্রেটরি মেং ইয়ং সাহেব পদোন্নতি প্রাপ্ত করাতে মেং চাপমান সাহেব তাঁহার অনুপস্থান কালে উক্ত আফিসের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।—মসকটের ইমাম পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।—আগ্রা রাজধানীর সেণ্টাল জেলে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন জন্য গবরনর জেনেরল বাহাদুর ১০০০০ সহস্র টাকা প্রদানের আজ্ঞা দেন।—নূতন লোনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে ১৫০০০০ টাকা সংগ্রহ হয়।—মেং লুইস সাহেব বোম্বাই সুপ্রিম কোর্টের এডবোকেট জেনেরল হয়েন।—কাশীর মহারাজ বাহাদুর গয়াধামে পাটনায় গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব সম্মান রক্ষার্থে উক্ত স্থানাদিতে সংবাদ পাঠান।—বোম্বাই নগরে পারস্য যুদ্ধ বিষয়ক নানা জনরব উঠে এবং তদনুসারে তথায় সমাজ আয়োজন হয়।—রিবারের অন্তর্গত হিউড নামক স্থানে জনেক তন্তুবায়ের বাটীতে দস্যু প্রবেশিয়া কর্ত্তা ও তাহার পরিবারদিগকে মশাল দ্বারা দগ্ধ করিয়া অন্যূন ৪। ৫ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি লইয়া যায়।—কাপ্তান জেনেরল সাহেব ৩০০ টাকা বেতনে গুরশিদাবাদ জিলার রাস্তা নির্ম্মাণ ও শোধন কার্য্যের তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হয়েন।—জেলা বরিশালের কালেকটরি সেরেস্তাদার কতকগুলি কাগজ জাল করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইলে সে দণ্ডভয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।—শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ ও কয়েক জন ইংরাজ মাতলা নদী তীরে কুঠি এবং গুদাম নির্ম্মাণ করণ কারণ তথায় গমন করিয়াছেন।—কলিকাতা অবধি মাতলা পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং রেইল রোড আরম্ভ হইবার আয়োজন হইতেছে।—কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সভাপতিরা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রসিডেন্সিতে এক একজন পুলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করণের আজ্ঞা দেন।—সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটী রেজিষ্টর মেং আর বেল সাহেব, উকিল মেং গ্রাণ্ট রজর্স সাহেব, উক্ত কোর্টের

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ তিমিরকুলেষ্বিন্দীবরেষু কটিভ্রাংসভ্রাম মতন্দ্রনীমদয়তং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাত্তদ্বিরেফাবলিং ॥

৫৮১০ সংখ্যা। শুক্রবার ২০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৫ তঙ্কামাত্রা।

মিউনিসিপল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

শহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১০ ধারানুযায়িক সন ১৮৫৭ সালের জন্য এসেশমেণ্ট বহি অর্থাৎ যে পুস্তকে ঐ সালের টেক্স নির্দ্ধারিত করিয়া লেখা হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা অদ্যকার তারিখে স্বাক্ষরিত করিবেন।

By order of the Municipal Commissioners.

W. CLARK,
Secretary.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
ডবলিউ. ক্লার্ক।
সেক্রেটারী।

Calcutta.
No 3 Chowringhee Road.
The Office of the Municipal Commr's.
30th April 1857.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

মাষ্টর সেল।

যে মোকদ্দমার বিবি মিহার আবজল বাদিনী, এবং মৃত সেখ আনিস বারবরের বিষয় ও বিভবাদির উত্তরাধিকারী পুত্র জুমন বারবর ও উত্তরাধিকারিণী কন্যা বিবি জান প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এবং উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌কার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচার মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় আগামি ১৮ মে সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার কলিঙ্গার পীরু খানসামার লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী নম্বর ১৩ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার মাসিক ভাড়া আট টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক নম্বর ২২।২ ও তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির ২।৯ দুই টাকা চারি আনা নয় পাই নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী নম্বর ২ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির ১২ বারো টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণা খড়ের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত

...নর হইলেন, মেজর ফেচি সাহেব ...র্ত্তাবান ও সিঙ্গাপুরের কমিস্যনরী ...দে স্থিরতর রহিলেন।

আরাকাণ রাজ্যের কোন প্রধা... আসিস্টাণ্ট কমিস্যনরের নামে গুরুতর অপরাধ ঘটিত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় নাই।

গোয়ালিয়রের মহারাজ ব্রিটিস অধিকারের সুশাসন ও সুনিয়ম দেখিয়া গিয়া স্বরাজ্য মধ্যেও তদ্রূপ সুনিয়মাবধার্য্য জন্য এক প্রস্ত নূতন আইন প্রস্তুত করিতেছেন।

হায়দ্রাবাদের নবাব নেজাম বাহাদুর তাঁহার অধিকার বাসি দুর্দ্দান্ত আরবদিগকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং অনেক সেনাদিগকেও পদচ্যুত করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাকবি উইলিয়ম কলিন্স সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত।

(গত বুধবারের শেষ।)

উক্ত কবিবরের অবয়ব অতি মনোহর ছিল, এবং তিনি সাহসিক ছিলেন ও তাঁহাকে বিদ্যার সাগর বলিলেও বলা যাইতে পারে, এবং তাঁহার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম এবং গম্ভীর ছিল, কথোপকথনে ও অন্যান্য বিষয়ে পরিপাটীরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! প্রায় তাবৎ মহাত্মা লোকেরা এই অবনীমণ্ডলে সুখভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং এই বিষয় আমারদিগের কবির জীবনে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। কলিন্স সাহেব যে তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তত্তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি নানা প্রকার অসহ্যজনক ব্যাপার সমূহ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! যত তিনি দুঃখ সহ্য করিতেন ততই উত্তরোত্তর তাঁহার মনঃপীড়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, আর নানাবিধ অমূলক পীড়া ও বাতিক রোগে তাঁহার সমুদয় শরীরের কল সকল দিন দিন বলহীন হইয়া বিকল হইতে লাগিল। মাষ্টর কলিন্স এক মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কেবল যে স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন তাহা নয়, তিনি অন্যান্য বিদেশীয় ভাষায় অতি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত ছিলেন, ফলতঃ পদ্য রচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ ছিল, এ নিমিত্ত তিনি ভয়ানক ব্যাপার সকল শ্রবণে আনন্দিত হইতেন। পরন্তু তাঁহাতে যথার্থ কবির লক্ষণ সকল উপলব্ধি হইত, এবং তাঁহার নব নব ভাব দর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয় তাবল্লোক অতি হৃষ্টচিত্ত হইতেন। কলিন্স সাহেবের চরম কাল অতি কষ্টে যাপন হইয়াছিল, কারণ তিনি নানা ক্লেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল ভয়ানক নিরাশের হস্তে পতিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকল হারাইয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহার চিত্তাকাশ ভীষণ দুঃখের ঘন ঘন ঘন দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সুতরাং জ্ঞানরূপ শশধরের উদয় হওয়া সুকঠিন হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণেক ক্ষণেক জ্ঞানের উদয় হইত, যেরূপ দিবাকরকে মেঘাচ্ছন্ন করিলে তাহার কিরণ একেবারে লোপ পায় না, সেইরূপ তাঁহার মনের সহিত একেবারে জ্ঞানের বিচ্ছেদ হয় নাই। উক্ত কবি এবম্বিধ ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া অতি ভীত হইয়াছিলেন, এবং এই সকল ব্যাপার হইতে মুক্ত হইবার জন্য দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, এবং নানাবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ফ্রান্সে উপনীত হইলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হওয়া প্রযুক্ত এতাদৃশ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে এ যাত্রা এ উৎকট রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর তন্নিমিত্ত তিনি পুনর্ব্বার স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং আপন জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হওয়াতে কিছুকাল পাগ্‌লা-গারদে বন্দী হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার সহোদরার নিকটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, পরে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন।

শ্রীচন্দ্রকালী দাসঘোষস্য।

"সংবাদ প্রভাকর" এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

... the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

আতাহিকপত্র

সত্যং সনাতনমরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮১৮ সংখ্যা] সোমবার ৩০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ১১ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

বিজ্ঞাপন

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারানুযায়িক এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবানেরা বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত টেক্স কমাইবার নিমিত্তে অথবা নাম খারিজ করিয়া লওন ও বাটীর নম্বর পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখ সোমবার বেলা দুই প্রহরের সময় ক্রমাগত কয়েক দিবস তাহার পরিশেষ পর্য্যন্ত, তাঁহারদিগের আফিসে নং ৩ চৌরঙ্গি রাস্তার বাটীতে বিবেচনা করিতে বসিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners.
W, CLARK.
Sectary.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
ডবলিউ ক্লার্ক।
সেক্রেটারী।

ছোলার মহাজনেরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করিতেছেন যে কাস্সরবেস্সি গৌখানার কারণ ছোলার কাণ্ট্রাক্ট এক বৎসরের নিমিত্ত বর্ত্তমান মাহার ১২ তারিখ অবধি সিলটেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

কমিস্যনরেরা যে কম দর যুক্ত টেণ্ডর হইলেই গ্রাহ্য করিবেন এমত নহে, কিম্বা অগ্রাহ্য করণের কারণ দর্শাইতে হইবেক এমত অঙ্গীকার করেন নাই টেণ্ডর সকল দানার নমুনার সহিত কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট, চৌরঙ্গি রাস্তার নং ৩ তিনের নম্বরের বাটীতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

কমিস্যনরদিগের অনুমতি অনুসারে।
W. CLARK,
Secretary.
ডবলিউ, ক্লার্ক।
সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাভিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.
ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে

বিসূচিকা রোগের উৎপত্তির কারণ ও নিবৃত্তির ঔষধ প্রকাশ করিব। এই মহামারি নিবারক বিষয়াবগতে ক্রেতার ও প্রকাশকের গৌরবের পরিসীমা থাকিবেক না, এবং এই জগতীপুরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবেক।

J. M. HONIGBERGER.
জে, এম, হনিগবরগার।

Charitable Dispensary,
Dhurmotolla Street,
14th April 1857.

বিজ্ঞাপন।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।
৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিত্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপাসের ঘোটক সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

বিজ্ঞাপন

সরসনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু ক্লেমনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার ঢাকা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর মেং ক্লেমনট সাহেব পরলোক গমন করিলে দুর্গাচরণ-বাবু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি কলিকাতার পাথরিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল পীড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প কালের মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতিপয় দিবস অতীত হইল কয়েকটা কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
মোং জানবাজার।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	.....১৲
শুকেতিহাস	.... ॥৹
চিত্তবিলাসিনী	.... ।৹
সীতাবিলাপ লহরী	.... ॥৹

সংবাদ প্রভাকর

৩০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ১০৯

এইক্ষণে এই বঙ্গদেশবাসি মনুষ্য প্রকারে মঙ্গলের সোপান দৃষ্ট হয় না। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে যে জল ঝড় হইয়াছিল, তাহাতে পল্লীগ্রাম বাসিদিগের অল্প ক্ষতি হয় নাই, অনেক ফলবান বৃক্ষ এবং গৃহ পতিত হইয়াছে। এতদ্ঘটনায় এতন্নগরের স্থানে স্থানেও অনেক প্রাণির প্রাণ নষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে, কয়েকখানা কয়লা বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুলিবাজারের জনে কখালাসি গৃহপাতে, কালেজ ষ্ট্রিটে একবৃদ্ধ কূপে পতিত হইয়া, খালাসি লেনে একজন লোক ও একটা ঘোটক গৃহপাতে এবং বৈঠকখানা লেনে এক রমণী গৃহপাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। আষ্টরলোনি মনুমেণ্টে, নার্থ ওয়েষ্টরণ ব্যাঙ্ক ব্যটীতে, মার্টিনিয়ার কালেজ বাটীতে এবং মেং মেকে সাহেবের বাটীতে বজ্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন স্থানে কিছু বিশেষ হানি হয় নাই।

উক্ত দিবসে রেইলওয়ের খেয়া ঘাটের নিকটে দুইখান ডিঙ্গিনৌকা মগ্না হয়, ঐ দুই নৌকাতে অনেক আরোহি ছিল, তন্মধ্যে কেবল দুই তিন জনের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে মেং বর্টন সাহেবের শকটচক্রে এক রমণী পঞ্চত্ব পাইয়াছে, মৃতা রমণীর অসাবধানতায় কি সাহেবের অবিবেচনায় এই হত্যা ব্যাপার ঘটিয়াছে, করণর সাহেব তাহারই তদারক করিতেছেন।

য় জজ স্যার আর, এম, জ্যাক্সন সাহেব এবং তৎপত্নী ২৭ আপ্রিল মান্দ্রাজ নগরে উপনীত হইলে মান্দ্রাজ দুর্গ হইতে পঞ্চদশ সম্ভ্রমসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল।

পারস্য সমরে সন্ধি বন্ধন করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট চীন সমরে বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে তিন রেজিমেণ্ট সেনা চীনে আসিতেছে, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত তিন দল সেনার নেটিব ষ্টাবলিসমেণ্ট অর্থাৎ গোমস্তা, সরকার, বাজার, ভিস্তি, পাচক, ধোবা, নক্কর ইত্যাদি ত্বরায় চীনে প্রেরণার্থে কলিকাতার কমিসেরি জেনরল সাহেবকে আজ্ঞা দিয়াছেন, সেনারা চীনরাজ্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে নেটিব ষ্টাবলিসমেণ্ট অগ্রে তথায় পাঠাইতে হইবে, কারণ রেসালা অভাবে সেনারা অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবেক।

মফঃসলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কারাগার কি প্রকার পরিষ্কার রাখিয়াছেন ও তাহার কার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা জানিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে রিপোর্ট পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন।

গত বুধবার রাত্রে "জেম্‌সমণ্ট গোমরি" নামক জাহাজ অগ্নি সংযোগ হইয়া জাহাজের অনেক স্থান দাহ হইয়াছে, রিবর পুলিস কর্ম্মচারিরা বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অনল নির্ব্বাণ না করিলে তন্নিকটস্থ [illegible]

মান্দ্রাজের গবরনর কৌন্সেলের মেম্বর স্যার হেনিরি মণ্টগোমারি সাহেব বাঙ্গাল ষ্টিমর আরোহণে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল জব্বলপুর ও ভরতপুরের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক জন ডাক হরকরা ১৯ আপ্রিল দিবসে দস্যু দ্বারা হত ও ডাকপুলিন্দা হৃত হইয়াছে, পুলিস কার্য্যকারিরা দস্যুর কোন সন্ধান করিতে পারে নাই।

সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আদালত হিন্দু যাবনিক পর্ব্ব সময়ে যত দিন বন্ধ হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা হ্রাস করণার্থ আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত মেং হেলিডে সাহেব গবর্ণমেণ্টে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সদর দেওয়ানী আদালতের ও জিলা চব্বিশ পরগণার উকীল মোক্তারেরা তদ্বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মেম্বরদিগের সম্মতিক্রমে লেপ্টেনাণ্টী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, হিন্দু যাবনিক পর্ব্ব সময়ে পূর্ব্ববৎ আদালত বন্ধ থাকিবেক।

আফ্রিকা খণ্ডের কেপ অফ গুড হোপ স্থানের চতুর্দ্দিকবাসি কাফ্রিরা ইংরাজদিগের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে, তাহারদিগের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটনের আর অধিক কালবিলম্ব লোকেরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষ আছে।

রাঙ্গুণ নগরের অগ্নিদাহে কতিপয় আমেরিকান মিসনরি সাহেবেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের ক্ষতি পূরণার্থ অত্র নগরীয় পাদরি সাহেবেরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

আসামরাজ্যের যে নূতন লৌহ আকর প্রকাশ হইয়াছে, ঐ আকর উৎপন্ন লৌহ কলিকাতার জিওলজিকাল মিউজিয়মে আসিয়াছে, তাহা উত্তম ব্যবহার্য্য হইবে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

ধন্য অদ্বিতীয় জগদীশ্বর! [illegible] দ্বিতীয় সভাতে অভ্যাগত হইয়া [illegible] হার অপার গুণানুবাদ শ্রবণে শ্র[illegible] ণদ্বয়ের কৃতকৃতাতা বশতঃ পর[illegible] পরিতোষ উপলব্ধি করিয়া এসভা[illegible] স্বীয় অধীবিকৃত ভূরি ভূরি দুরি[illegible] জন্য পরিতাপ দূরীকরণের ভরসা[illegible] নির্ভর করি, অতএব ধন্য শ্রীলশ্রীযু[illegible] সভাধিপ নায়কদ্বয় এবং ধ[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ রায় জনপ[illegible] হিতৈষী সম্পাদক দূরদর্শী যে, [illegible] অত্র প্রদেশে জ্ঞানানুকুল ক্রিয়া[illegible] বিশিষ্টানুষ্ঠানের অনাদর নর্শনে [illegible] চিত্তে বিষম ভাবিয়া তৎপ্রতীক[illegible]

গণের মনঃক্ষেত্রে সভার প্রাগ্‌ভাব ক্ষণে কৌশল প্রবাহনাত্রেই প্রবৃত্তি রূপ বীজবপন করত চতুরতা স্বরূপ [illegible] সমীরণের সেকসংস্কারে সত বদ্ধ প্লাবিত হৃদয়োৎসাহ সুধা সমুদ্রের দ্রব্যসমূহের পরিষেক করত সম্বর্দ্ধিষ্ণু জ্ঞানফল প্রাতিপাদিকা হিত সাধিনী নামিকা গরীয়সী সভালতিকা সংস্থাপন করিয়া অত্রদেশীয়ের হিতের বীজ অস্মদগণের কল্যাণ কর পরম উপকার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং ধন্য সভাস্থ সভ্যগণ, ও পরম সাধুবন্ধুগণ, যিনি এ তন্মহদ্ভীষ্ট সিদ্ধি পথের পথিক ও স্ব যত্ন ক্রমে এতৎসভার ক্রমশঃ উন্নতি জন্য কিয়দর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজী এবং বঙ্গভাষার সংবাদ পত্রিকা আনয়ন করণের উপায় স্থির করত সভার শ্রীবৃদ্ধির উদ্যোগ করিয়াছেন। বাস্তব পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্য জাতীয়কে অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট গুণালঙ্কৃত করিয়া, এ ভূমণ্ডলের সম্রাট করেন, যখন ভূমণ্ডলি নানা প্রকার অপকৃষ্ট জন্তুজালে বিরাজমান ছিল, তখন কাহার মনে ইহা উদয় হইয়াছিল, যে তাহারদিগের অপেক্ষায় এমত উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হইবে স্বভাবের কার্য্য সমুদয়ের ক্রমশঃ উদয় হয়, মনুষ্যের পূর্ব্বাপেক্ষায় বর্ত্তমানাবস্থাতে কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, এবং অহরহঃ কতইবা সমৃদ্ধি হইতেছে, তাহা কে না স্থির করিতে পারেন? বরং ইহা দেদীপ্যমান দৃশ্য হইতেছে যে আধুনিক সভ্য ভব্য শ্বেত কান্তিগণ প্রাচীন সময়ে ব্যোমবাসার বেশে শরীরকে নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্র করিয়া পশুবৎ কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়া বনোপবনে ও পর্ব্বত গহ্বরে ভ্রমণ ও বসতি করিত, ইদানীং স্বীয় স্বীয় আভ্যাসিক বিদ্যাযোগে ধীসম্পন্ন হইয়া আপনাদের অবস্থা যে কি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সকলেই অশেষ বিশেষরূপে অবগত আছেন, বিশেষতঃ তাঁহারা অসাধারণ কৌশল ও সাহস করিয়া ভয়ানক সমুদ্র পথের পথিক ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে উপনীত হইয়া কত শত দেশ পরাভব পূর্ব্বক স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করত সম্রাটকল্প হইয়াছেন এবং প্রজাদের হিতের নিমিত্তে নিত্য নিত্য কত কত নূতন নূতন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সমাধান করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! যে যাহারা উপর্য্যুক্ত ব্যক্ত অবস্থায় বাস্তব্য করিয়া কখন ও যে সভ্য গণনাতে গণ্য হওয়ার বৈষয়িক ছিলেন না ইদানীং তাহারাই সভ্য নামে বিখ্যাত হইয়া অস্মদ্দিগকে অসভ্য গণ্য করিতেছেন। আহা ধিক! ইহা হইতে অধিক আর কি পরিতাপইবা আছে বরং যে ভারত ভূমির মনুষ্যেরা ইদানীন্তনীয় প্রাচীন কালেও ইতর জাতীয় মনুষ্য সমূহকে বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা বিতরণ পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই নিঃশঙ্কী সাহঙ্কারী হইয়াছেন যে পৃথিবীস্থ মনুষ্য মাত্রকেই মনুষ্য জ্ঞান করেন না। পরন্তু তাঁহারদিগের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা স্বীকৃত কোন এক ইংরাজ মহাত্মা তত্ত্বলিপি করিয়াছেন, যে ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল, হিতাহিত লাভালাভ মান অপমান জ্ঞান মাত্র ছিল না, তাহারা এসমস্ত এদেশেই শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারদিগের আধুনিক তুচ্ছেতে বোধ হয়, যে উচ্চ আস্পদ পাইয়া তাহা স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞান করিয়াছেন, ফলে শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এবং প্রোক্ত লিপির গতিকেও সভ্যগণ বিবেচনা স্থির করিতে পারেন যে হিন্দুই আদি সভ্য ছিল, কেবল যবনগণের অধিকার সময়াবধি ঐ সভ্য সম্পদে দুরবস্থার ঘটনা হইয়াছে। ওঝতু দুর্জ্জন, অয়ে সজ্জন, সুহৃদ্গণ, নিতান্ত নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ানুকুল ব্যাপারে নিমগ্ন চিত্ত না হইয়া শুভসম্পাদিকা হিতসাধিনী সভার স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সমুন্নতির পক্ষে পক্ষপাত পুরঃসর সাহায্য করুন যদ্দ্বারা এই পবিত্র পরিষৎ চিরস্থায়ী নির্ব্বিঘ্নে নির্ম্মল জ্ঞানোদয় দ্বারা সংপূর্ণ সমৃদ্ধা হইতে পারেন।

উৎসাহি জনানাং।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

নওাখালিস্থ হিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বারের বক্তৃতা। ১২৬৩ সাল তাং ১০ চৈত্র।

উক্ত প্রেরিত পত্র অবিকল প্রকাশ করা গেল। প্রং সম্পাদক।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা; অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরং [illegible] রেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কটিন্ধ্রসংজ্ঞাম মত্তভ্রমীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাস্তরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৩৭ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউটর ও যথার্থ উত্তরাধিকারি গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের ধিরুদ্ধে কাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতি দক্ষিণ শাহাবাজপুর গ্রামের মধ্যে এক তালুকের ৵১০ আড়াই আনা অংশ ও প্রজাগণের বাকী মালগুজারি সমেত তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউটর গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত সাইদ আমানুল্লা নামে যে এক তালুক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউটর গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ ঢাকা নগরের অন্তঃপাতি মহলটুলির মধ্যে একটা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটী যাহার চারি দিগে ইটের প্রাচীর আছে ও তৎসম্মলিত এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ ভূমি অনুমান ।।২ বারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউটর গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। পূর্ব্বোক্ত নগর ও স্থলের মধ্যে পুরাতন জেলখানা নামে বিখ্যাত যে এক খণ্ড ও বন্দ প্রজালি লাখরাজ ভূমি আন্দাজ ১০০ এক শত বিঘা তাহার চারিদিগে প্রাচীর আছে তাহা কিছু কমী হউক বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত আসামী মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউটর গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বে

স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে
ক খণ্ড ও বন্দ প্রজাবিলি লাখ
াজ ভূমি তাহাতে ও তাহার মধ্যে
ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী
াত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহে
বর শেষ উইল পত্রানুসারে এক্সি
কউটর গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টি
ানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকা
ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লি
খিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে
াক্রীত হইবেক।

৬ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত
ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে
ক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ বাগান
মি তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা
র উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত
বিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহেবের
ষ উইল পত্রানুসারে এক্সিকিউ
গেব্রিএল এবিটিকটার ইষ্টিফানু
সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও
পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত
ল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী
হইবেক।

৭ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত
লা ঢাকার অন্তঃপাতি ভুলস ও
পগঞ্জ গ্রামের মধ্যে এরাটুন মাই
ল নামক এক তালুকের প্রজাদি
র নিকট যে বাকী খাজনা আছে
হাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার
র পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত এবিটি
র ইষ্টিফানুস সাহেবের শেষ উ
পত্রানুসারে এক্সিকিউটর গেব্রি
এবিটিকটার ইষ্টিফানুস সাহে
যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক
ছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও
ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হই
।

৮ দফা। বিশেষতঃ জিলা বাক
রগঞ্জের অন্তঃপাতি দক্ষিণ সাহাবাজ
পুর গ্রামের মধ্যে আরাটুন এবিটিক
টার ইষ্টিফানুস নামে এক তালুকে
র প্রজাদিগের নিকট যে খাজনা
বাকী আছে তাহাতে ও তাহার
মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আ
সামী মৃত এবিটিকটার ইষ্টিফানুস
সাহেবের শেষ উইল পত্রানুসারে
এক্সিকিউটর গেব্রিএল এবিটিকটার
ইষ্টিফানুস সাহেবের যে স্বত্ব ও অ
ধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপ
রে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানু
সারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে
এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত
জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ।

কলিকাতা।
২১ মে ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

২১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সিপাহিদিগের উপস্থিত বিদ্রো
হোপলক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালি যবন
প্রভৃতি প্রজাদিগের মধ্যে নানাপ্র
কার কথার আন্দোলন হইতেছে,
সকলেই আপনাপন বুদ্ধি প্রভাবে
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু
গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন সম্ভ্রান্ত
এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী রেইলওয়ের
শকটে কয়েক জন সাহেবের সম
ক্ষে বিদ্রোহ-তৎপর সিপাহি দলের
সাপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করিয়া যে প্র
কার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন আমরা
বোধ করি এপর্য্যন্ত অভিপ্রায় দোষে
কেহই তদ্রূপ বিপদে পতিত হয়েন
নাই, গবর্ণমেণ্ট প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম বি
রুদ্ধে হস্ত বিস্তার করেন এই কথা
তিনি স্বীকার করাতেই তাঁহার এই
বিপদ ঘটিয়াছে, সাহেবেরা তাঁহার
নামোল্লেখ পূর্ব্বক ঐ বিষয় গবর্ণ
মেণ্টের নিকটে যথা নিয়মে রিপোর্ট
করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও ঐ রি
পোর্ট গ্রাহ্য করিয়া ঐ কর্ম্মচারির
প্রতি বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিয়াছেন,
বিচারে তাঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বি
ধান করেন তাহা বলা যায় না, সাহে
বদিগের অভিপ্রায় এই যে গবর্ণমে
ণ্টের বেতনভোগী ভৃত্য হইয়া উপ
স্থিত বিদ্রোহ সময়ে বিরুদ্ধ অভিমত
ব্যক্ত করাতে তাঁহার সংপূর্ণ অকৃত
জ্ঞতা প্রকাশ ও রাজানুগত স্বভাবে
র প্রতিকূলতাচরণ প্রচার হইয়াছে
অতএব এ দোষ বড় দোষ, বিশেষ
তঃ বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ বাঙ্গালি
প্রভৃতি সমুদায় প্রজা যখন প্রকাশ্য
রূপে সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টের মতে
র সংপূর্ণ পোষকতা করিতেছেন ত
খন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগি ভৃত্যে
র পক্ষে তদ্বিপরীত অভিমত ব্যক্ত
করা কিরূপ অন্যায় তাহা বিজ্ঞ লো
কেরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউ
ক আমরা প্রাগুক্ত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্ম
চারির বর্ত্তমান বিপদ জন্য অতিশয়
দুঃখিত হইয়াছি, তিনি আপনার বি
বেচনা দোষে আপনার বিপদকে আ

পনি আহ্বান করিয়াছেন, এসময়ে গ
বর্ণমেণ্টের মতের প্রতিপোষক হইয়া
প্রজাদিগের অন্যায় ভ্রান্তির প্রতীকা
রার্থ তাহারদিগের প্রতি তাঁহার সদু
পদেশ প্রদান করাই উচিত হয়, ত
দ্বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিয়া সেই
গুরুতর ভ্রমকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন
করা কোন মতেই তাঁহার উচিত হয়
নাই, যেহেতু অকৃতজ্ঞতা মনুষ্যের ম
হৎ দোষ, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে
ঐ দোষ আরো ভয়ানকরূপে গণ্য
হইয়াছে অতএব আমরা সকলকে
সাবধান ও সতর্ক করিতেছি যে এই
ক্ষণে কেহ আর ঐ প্রকার রাজবিরু
দ্ধ অভিমত ব্যক্ত না করেন, ঐ বিপ
দ সময়ে গবর্ণমেণ্টের মতের পোষক
তা করা ও দুষ্ট দুরাত্মা লোক সকল
আকাশভেদি গপ্পের জন্য তুলিয়া
সিপাহিগণের মনোমধ্যে যে ভ্রমের
সঞ্চার করিয়াছে তাহার নিবারণ ক
রাই সকলের উচিত হয়।

পরন্তু পরিশেষে অবগতি হইল
যে গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাবুকে এবার
ক্ষমা প্রদান করিয়াছেন, এবং সত
র্ক করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে এমত
আর না করেন।

গত বৃহস্পতিবারে সাল্‌টবোর্ডে
লবণের যে লাটরী হইয়াছিল তাহা
তে এত জন সমাগম হয় যে বোর্ডে
র জুনিয়ার সেক্রেটরি সাহেব পো
লিস কনেটেবেল ও প্রহরিদিগের
সাহায্যেও গোল নিবারণ করিতে
পারেন নাই, প্রায় ১৫০০ আবেদন
অর্পিত হইয়াছিল, বোর্ডের মেম্বর
মেং ডেম্পিয়ার সাহেব স্বয়ং ঐ সক
ল আবেদন লাটরী বাক্স হইতে তু
লিয়া দিলেন, মহাজনেরা অধিক
লাট পায় নাই।

যৎকালে বোর্ডের মেম্বরেরা প্র
থমে লবণ লাটরির উপায় সৃষ্টি ক
রেন তখন ষ্টাম্প কাগজে আবেদন
করিতে হইত না, তাহাতে অধিক
গোলযোগ হয় বলিয়া বোর্ডের সে
ক্রেটারি সাহেব ২ টাকা মূল্যের
ষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত প্রদানের নি
য়ম করেন, তাহাতে এক২ বারের
লাটরিতে ষ্টাম্প মূল্যে গবর্ণমেণ্টের
২।৩।৪ হাজার টাকা লব্ধ হয় অ
থচ লোক জনতা পূর্ব্ববৎ আছে,
ইহাতে অনুমান হয় বোর্ডের মেম্বর
মহাশয়েরা সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক
গবর্ণমেণ্টের লাভার্থে এই নূতন কল
পাতিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

উক্ত প্রদেশ হইতে ইতিমধ্যে
আর কোন বিশেষ নূতন সংবাদ
আইসে নাই, দানাপুরের সংবাদদা
তা লেখেন তথায় কোন গোলযোগ
উপস্থিত হয় নাই এবং হঠাৎ বিদ্রো
হিতা উপস্থিত হওনের কোন সম্ভা
বনাও নাই, কারণ মহারাণীর ১০ সং
খ্যক ইউরোপীয় দলের সেনারা স
র্ব্বদা যুদ্ধার্থ সসজ্জ আছে এবং
আফিসারেরাও সর্ব্বদা সতর্ক আ
ছেন।

২ জন বিদ্রোহি সেনা আলাহা
বাদে যাইয়া তথাকার সেনাদিগকে
বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য
কুপরামর্শ দিতেছিল জনেক শান্ত্রি
ঐ ২ জনকে ধৃত করিয়া সেনাপতি
সাহেবের নিকট অর্পণ করে, তিনি
তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করণার্থে প্র
ধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি
প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রধান সেনা
পতি সাহেব ২২ মে দিবসে অম্বা
লায় ছিলেন এতদিন দিল্লী নগরে উ
পনীত হইয়া থাকিবেন, এই নগরে
জনরব উঠিয়াছে তিনি দিল্লীতে উপ
নীত হইয়া দুর্গ বেষ্টন পূর্ব্বক বিদ্রো
হিদিগকে সমর করণার্থ আহ্বান ক
রিয়াছেন, তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই
তে সাহসি হয় নাই।

২০ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের ক
তক গুলিন সেনা মোরাদাবাদ নগ
রে উপনীত হইয়া ২৯ সংখ্যক দেশী
য় পদাতিক কতক গুলিন সেনাকে
আপনারদিগের দলভুক্ত করিয়া ল
ইয়াছে কিন্তু উক্ত ২৯ সংখ্যক দলের
যে সকল সেনারা বিদ্রোহিদিগের
সহিত যোগ দেয় নাই তাহারা অ
নেক বিদ্রোহির প্রাণ নাশ করিয়া
ছে, দিল্লী নগরের বিদ্রোহি সিপাহিরা
দিল্লী বেঙ্ক লুণ্ঠন করিলে পর উত্তর
পশ্চিম প্রদেশীয় এবং বোম্বাই নগ
রের কোন২ ইংরাজী পত্রে প্রকাশ
হইয়াছিল বিদ্রোহিরা উক্ত বেঙ্ক হই
তে ৪০।৫০ লক্ষ টাকা লুঠিয়া লই
য়াছে, এক্ষণে নিশ্চয় সংবাদ পাও
য়া গিয়াছে যৎকালে উক্ত বেঙ্ক বি
দ্রোহিদিগের হস্তগত হয় তখন ত
থায় এক লক্ষ কয়েক সহস্র মুদ্রার
অধিক ছিল না।

৪৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দ
লের সেনারা রাঙ্গুণ হইতে এতন্নগ
রে উপনীত হইয়া বাষ্পীয় তরীযো
গে আলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছে।

কলিকাতাবাসি প্রধান২ যবনে
রা হিন্দুদিগের দৃষ্টান্তানুসারে গত
শনিবারে এক সভা করিয়া গবর্ণমে
ণ্টকে সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলেন,
গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীযুত রাজা
রাধাকান্ত দেব বাহা

উত্তর দিয়াছিলেন যবন সভার প্রেসিডেণ্টকেও তদ্রূপ উত্তর দিয়াছেন।

—০—

বোম্বাই নগর হইতে ৪ খানা ইষ্টিমরে অনেক ইউরোপীয় সেনা এতদ্দেশে আসিতেছে, ২। ১ দিনের মধ্যেই তাহারা কলিকাতা নগরে উপনীত হইবে।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী কৃপাবলোকনে সংশোধন করত ভবদীয় জগন্মান্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান দানে বাধিত করিবেন।

প্রদেশ মধ্যে মনুষ্যের জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এমতাবস্থায় কিছু কাল থাকিলে নানা প্রকার দুর্ঘটনার উৎপত্তি হইবে তাহার সোপান এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, কখন টাকায় আটান্নর ওজনের চৌদ্দ পোয়া তৈল, পঁইত্রিশ সের দেশী চাউল বিক্রয় হইতে শ্রুত ছিলাম না, দুগ্ধ ও তজ্জাত বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য এবং বনজ তরী তরকারী ও মৎস্যাদি স্বর্ণাপেক্ষাও মূল্যবান হইয়াছে, এক সময়ে বেগুণ যাহা ভদ্র সমাজে প্রায় অপরিচিত ছিল সময়ে তাহাতেও আগুণ লাগিয়াছে. হায়, কাল যেন দিনে শাল হইয়া উঠিল, কি কারণ বশতঃ কালের এরূপ কুটিল গতি হইল ভাবিয়া কিছুই স্থির হয় না, গত বর্ষ রাজা প্রজাদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বর্ষ মহাশয় তাহা অপেক্ষাও অধিক পোড়াইবেন এরূপ গতিক হইয়াছে, ইহাঁর প্রথমাধিকারেই লোকেরা হা ভাত, হা ভাত, করিয়া প্রাণান্ত হইতেছে, কালকেই বা কেন ব্যর্থ দোষারোপ করিতেছি? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বহির্ব্বাণিজ্য ইহার মূল কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এই বঙ্গ ভূমিতে যে পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই ভিন্নদেশ নীত হয়, সুতরাং এপ্রদেশস্থ জনগণের আয়াপেক্ষা ব্যয়াধিক্য প্রযুক্ত তাহারা দিন দিন দীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্ত আর অধিক কি কহিব? ইতিপূর্ব্বে যৎকালীন ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্যের এত বাহুল্য ছিল না তখন বঙ্গভূমির প্রজারা অন্যান্য উপায়াধিক সুখে সুখী ছিলেন বটে. কিন্তু উদর পোষণ জন্য কখন এমন রোদন করেন নাই, বাণিজ্য যে আমাদিগের পক্ষে অশুভকর এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহা নহে. জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে এ পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য আপনাপন বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া শক্তি কৌশলে স্বদেশেই উপজীবিকা লাভ করিতে পারেন, অত্রাবস্থায় বঙ্গভূমি নিবাসিরা যেমন নিরীহ, ঈশ্বর কৃপায় তাহারদিগের জন্মস্থানও তদুপযুক্ত হইয়াছে, অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর সস্যোৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা তাহারদিগের জীবিকা নির্ব্বাহান্তে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহাতেই দুর্দ্দৈবাদি হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারে. যদি অন্যান্য দেশবাসিরা বুভুক্ষু নয়নে বঙ্গ দেশের প্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া স্বদেশেই আপনাপন জীবিকার উপযুক্ত পরিশ্রম করেন তাহা হইলে এদেশস্থ লোকের এরূপ নিরন্নাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না, যদি বলেন অস্মদ্দেশীয় কৃষকেরা অলসপরায়ণ তাহাতেই অশেষ দুঃখোৎপত্তি হইতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে নিয়মে কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হয় ইহারা তাহা অবগত নহে কিন্তু উক্ত দোষ কখন তাহাদের প্রতি উল্লেখ করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না. কি নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে তাহা সকলেই জানেন কিন্তু প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, সম্পাদক মহাশয় যদি অভয় দান করেন বারান্তে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য।

কুমারখালী।
১২৬৪ সাল।
তাং ৫ জ্যৈষ্ঠ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তবিবেকারসং ।।

৫৮৩৬ সংখ্যা] সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ১০ জুন বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৫। ৫৬ সালের পয়দায়শী আফিমের ষষ্ঠ নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ৩৬৫৫ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক, তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	.....	২৫৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম....	....	১১১৫
জুমলা সিন্দুক....	....	৩৬৫৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরৎ সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৬ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৭ সালের ১৫ এবং ২৫ জুন এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিস্সরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসীদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী যাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৭ সালের ১৫ জুন সোমবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাটখালাসী সববে কিস্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসীদ সন ১৮৫৭ সালের ২৫ জুন বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশতেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

			বেহারের সিক্কা	বানারসের সিক্কা	জমলা সিক্কা
১৮৫৭ সালের	১০ জুলাই	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ	১০ আগষ্ট	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ	৪ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ	৫ অক্টোবর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ	১২ নবেম্বর	বৃহস্পতিবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ	৪ ডিসেম্বর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৫৯	১১৪১	৩৭০০
				১৫২৫৯	৬৭১৬	২১৯৭৫

বিয়োজীর হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ

ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ২২ মে।

EDW. LUSHINGTON,
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

হায়দ্রাবাদের নবাব নেজাম বাহাদুর তাঁহার রাজ্য হইতে ভৃত্য বাণিজ্য রহিত করণার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু বালকাপহারি দুরাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করণের কোন সদুপায় কল্পনা করেন নাই, বর্ষ বর্ষ উক্ত রাজ্যের অনেক বালক বালিকা তস্কর দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে, অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত কুব্যবহার নিবারণার্থ নবাব বাহাদুরকে অনুরোধ করুন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ভিন্ন এই অনিষ্টকর দেশোপদ্রব সমূলে উন্মূলিত হইবে না।

অদ্য অপরাহ্ণ ৭ ঘণ্টার সময়ে মৃত হিয়ার সাহেবের স্মরণীয় পঞ্চদশ বার্ষিকী সভা হইবেক, তদুপলক্ষে জনাই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় "ট্রেনিং সিষ্টাম." বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। মৃত সাহেবের বন্ধুগণ সভাস্থ হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিবেন।

মেদিনীপুরের সংবাদদাতার পত্রে বিদিত হইল, গত বর্ষে দৈব উপদ্রপে মেদিনীপুরের অন্তর্গত অনেক স্থানের শস্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন গিয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষেও অগ্রিম সুবৃষ্টি না হইবাতে ধান্যাদি সুচারু-রূপে জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, ক্ষতিগ্রস্ত প্রজারা আহারাভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে, অনেকে একাহারে দিন যাপন করিতেছে, তাহার উপর জমীদারেরা রাজস্ব সংগ্রহ জন্য তাহারদিগকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন, অর্দ্ধ মূল্যে তাহারদিগের ঘর দ্বার গো বৎসাদি বিক্রয় করিয়া লইতেছেন, এই প্রকারে দীনহীন প্রজারা দৈব ও মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া কমিস্যনর সাহেবের নিকট ঐ সকল হেতু দর্শাইয়া এরূপ আবেদন করিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের নিকটে প্রাপ্য ১৮৫৬। ৫৭ সালের রাজস্বের কিয়দংশ ক্ষমা করেন।

কমিস্যনর সাহেব ঐ প্রার্থনায় কিছু কিছু রাজস্ব ক্ষমা করণে সম্মত হইয়া স্বাভিপ্রায় সহ উক্ত আবেদন রেবিনিউ বোর্ডে প্রেরণ করিয়াছেন, বোর্ডের মেম্বরেরা ঐ প্রস্তাবে এক প্রকার মতস্থ হইয়া প্রজাদিগের কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে তাহা তদারক করণার্থ মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেবকে আজ্ঞা করিয়াছেন, এই ক্ষণে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর কিঞ্চিৎ সদয় হইলেই দুঃখি প্রজারা রক্ষা পায়।

গত দিবস বেলা অনুমান দুই প্রহর দুই ঘটিকা সময়ে শ্যামপুকুরের উত্তরাংশে অগ্নি সংযোগ হইয়া বিস্তর গৃহ দাহ করিয়াছে, ঐ সময়ে পবনদেব হুতাশনের বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন, বহুকষ্টে তাহা নির্ব্বাণ করা হয়।

ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি!

ইংরাজী পত্রে অবগতি হইল, অল্প দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত একজন চাপরাসি ৩০০ টাকা লইয়া জিলা ২৪ পরগনার অন্তর্গত কোন স্থান হইতে আসিতেছিল, কটনা গাছির পুলিস ফাঁড়ির নিকটে উপনীত হইলে দিবাবসান হয়, তাহাতে চাপরাসি ফাঁড়ির জমাদারের নিকটে যাইয়া অবস্থান করে, এবং তাহার স্থানে ৩০০ টাকা আছে তাহাও জমাদারের সাক্ষাতে ব্যক্ত করে, জমাদার টাকার কথা শ্রবণে লোভাসক্তচিত্ত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে তাহার শয্যায় শয়ন করিতে কহিয়া রোঁদে যায়, এবং ৪ জন চৌকীদারকে ঐ চাপরাসির প্রাণ নাশ পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণার্থ পাঠাইয়া দেয়। এখানে জমাদারের গৃহে আগন্তুক চাপরাসি শয়ন করিয়া আছে, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জমাদারের ভ্রাতৃপুত্র আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিয়া আপনি ঐ শয্যায় শয়ন করিল, ক্ষণকাল পরে জমাদারের প্রেরিত গুপ্ত হন্তারা আসিয়া অবিলম্বে আগন্তুক চাপরাসি জ্ঞানে জমাদারের ভ্রাতুপুত্রের শিরশ্ছেদ করে, পরে তাহার বস্ত্র মধ্যে টাকা না পাইয়া জমাদারকে তৎসংবাদ দেয়, তাহাতে জমাদার অবিলম্বে ফাঁড়িতে আসিয়া দেখে স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রের ছিন্ন শিরঃ শয্যাপার্শ্বে রক্তে ভাসিতেছে, তখন অন্যোপায় না দেখিয়া ঐ চাপরাসিকেই হন্তা বলিয়া ধৃত ও দারোগার নিকট প্রেরণ করে, কিন্তু সত্য প্রভায় মিথ্যা জাল কতক্ষণ স্থায়ী থাকে? হন্তা চৌকীদারেরাই ধর্ম্ম প্রেরিতের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছে, অদ্যাপি অপরাধিদিগের বিচার হয় নাই।

বাঙ্গালা প্রদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর রাণীগঞ্জে একজন সংপূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিবিল মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করণ জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানে একজন অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন, তিনি একা ফৌজদারী বিচার ও শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারেন না, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি এ বিষয়ের কোন আজ্ঞা প্রদান করেন নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে যাত্রির স্থান হইবেনা, বালেশ্বর ও জলেশ্বর হইতে পত্র আসিয়াছে, যাত্রিতে যাত্রিতে পান্থশালা ও পথ সকল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং ওলাউঠা রোগে বিস্তর লোক পঞ্চত্ব পাইতেছে।

কলিকাতার কমিস্যরি জেনরল সাহেব এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল কমিস্যরিএট সংক্রান্ত আফিসরেরা এক্সিকিউটিব কার্য্যে নিযুক্ত নহেন, তাঁহারা সমর স্থলে গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারদিগকে যাইতে হইবেক।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন, জিলা বর্দ্ধমান বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ও কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত যে সকল বাঙ্গালা পাঠশালায় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পাঠশালার ধারামতে শিক্ষা প্রদত্ত হয় সেই সকল পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান নিমিত্ত রাজকোষ হইতে ১৮০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সংবাদ।

ফিরোজপুরের ৪৫ ও ৫৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেন

রা বিদ্রোহি হইয়া দিল্লী গমনোদ্যম করিবায় মহারাণীর ৬১ সংখ্যক পদাতিক ও ১০ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের সেনারা ৪৫ সংখ্যক দলের সেনাদিগের অস্ত্রকাড়িয়া লইয়াছে এবং ৫৭ সংখ্যক দলের অনেক সেনার প্রাণনাশ করিয়াছে।

ফিলোরের ৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের সেনারা তথাকার ছাউনি ও সাহেবদিগের বাঙ্গালা দাহ করিয়া দিয়াছে, তাহারদিগকে দমনার্থে জলন্দর হইতে কয়েক শত ইউরোপীয় সেনা ফিলোরে প্রেরিত হইয়াছে।

কোন ইংরাজী পত্রে আলাহাবাদস্থ ৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাদিগের যে অবাধ্যতা সমাচার প্রচার হইয়াছিল তাহা সত্য নহে, উক্ত দলের প্রধান সেনাপতি লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল ডি, সিমসন সাহেব ঐ সংবাদ দৃষ্টে হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন, ৬ সংখ্যক দলের সেনারা কিছু মাত্র অবাধ্যতা প্রকাশ করে নাই, তাহারদের প্রতি সংপূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহারাই আলাহাবাদ দুর্গ ও ইউরোপীয় লোকদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিতেছ।

বারাকপুরস্থ ৭০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের সেনারা দিল্লী যাইয়া বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থ সমুৎসুক হইয়া গবর্ণমেণ্টকে তদভিপ্রায় জানাইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সম্মত হইয়া তাহারদিগকে দিল্লী প্রেরণার্থ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, উক্ত দলের সেনারা যথার্থই গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে কি তথায় উপনীত হইয়া সুযোগমতে বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ দিবে তাহা এক্ষণে কিছু বলা যায় না, গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগের গূঢ়াভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, ফলতঃ তাহারা দিল্লী উপনীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্রোহিরা প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের অধীন সেনাদিগের দ্বারা নির্জ্জিত ও নিহত হইবে।

হায়দ্রাবাদের নবাব নিজাম নাজিরউদ্দৌলা বাহাদুর গত ১৬ মে রাত্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৬ বর্ষ হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র আফজুদ্দৌলা যুবরাজের বয়ঃক্রম ২১।২২ বর্ষ হইয়াছে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন, তিনি রাজকার্য্য সুন্দররূপ শিখিয়াছেন এবং অতিসচ্চরিত্র, প্রজারা তাঁহার রাজ্যাভিষেকে অসন্তোষ হইবে না।

যশোহরের পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত জিলায় সমস্ত খাদ্য দ্রব্য মহা দুর্মূল্য হইয়াছে, ২॥০ টাকা মোন তণ্ডুল বিক্রয় হইতেছে, এবর্ষে নীল উত্তম জন্মিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন।

বর্ণ সংযোজক ও বর্ণ সংশোধকের ভ্রমক্রমে গত শনিবাসরীয় পত্রের চরমভাগে রামপুর বোয়ালিয়ার প্রেরিত পত্রের সারমর্ম্ম প্রকাশের অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রকটন করা হয় নাই, অতএব উক্ত বিষয় অদ্য নিম্নভাগে প্রকাশ করা গেল।

রামপুর বোয়ালিয়া।
৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল।

রামপুর নগরের ভদ্র হিন্দু মহাশয়েরা শ্বেতাঙ্গনাদিগের প্রেমে বদ্ধ হইতেছেন, কোন প্রধান মহাশয়ের নবযুবতী কুমারী স্বজাতীয় পুরুষাপেক্ষা বাঙ্গালী পুরুষ সঙ্গে অধিক সুখ লাভ হয় ইতিবিবেচনায় উপযাচিকা হইয়া কোন বাবুকে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছেন, পাপ কাপ কদিন ছাপা থাকে? অল্প দিন মধ্যে ঐ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবায় বাবুজী কর্ম্মচ্যুত ও নানা দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন।

রামপুরের শান্তিরক্ষক মহাশয় নগর পরিষ্কার কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, কেবল বাঙ্গালী কুক্কুরদিগের উপর তাঁহার বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে।

উক্ত প্রদেশে অনেক দিনাবধি সুবৃষ্টি না হইবায় কৃষকেরা হাহাকার শব্দ করিতেছে, প্রভাকরের খরতর তাপে ধান্যাদি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৩৫ সংখ্যা] শনিবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ৩০ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্রালয় অথবা মিস্যুয়ার্স উইলহণ্ট এম, থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৮ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

"ট্রেডস এসোসিএসান" নামক বণিক সমাজের সেক্রেটারী মহাশয় সিপাহিদিগের উপস্থিত বিদ্রোহ জন্য ভীতচিত্ত হইয়া গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে লিখিত হইয়াছিল, যে সমুদয় সিপাহি দলের অন্তঃকরণে যখন বিদ্রোহ শিখা উদ্দীপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে তখন ঐ দুরাচারদিগের অত্যাচারহইতে মহানগর কলিকাতাকে রক্ষা করণের কোন সদুপায় করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, এই পত্রের প্রস্তাব যাহা গবরনর জেনরল সাহেবের সেক্রেটারী মেং রিডন সাহেব লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীশ্রীযুতের সংপূর্ণ অসন্তোষ প্রকাশ হইয়াছে, ঐ উত্তরে লিখিত আছে যে যে সকল সিপাহি সৈন্য যথার্থ রাজানুগত আছে তাহারদিগের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হইয়াছে, ফলতঃ বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিলে ট্রেডস এসেসিএসিয়ানের সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারেনা, কারণ সিপাহি দলের যেরূপ ব্যবহার দিন দিন প্রচার হইতেছে তাহাতে কোন্ সিপাহিদল রাজানুগত তাহা এইক্ষণে নিরূপণ করা অসাধ্য বলিতে হইবেক, সেক্রেটারী মেং রিডন সাহেব গত দিবস যে সকল সিপাহিকে গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞ ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অদ্য তাহারা যখন অকৃতজ্ঞ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিতেছে তখন আর সিপাহিদিগের প্রতি প্রজামণ্ডলীর কি প্রকারে বিশ্বাস হইতে পারে? বিশেষতঃ সেক্রেটারী মহাশয় যখন এই রাজধানীর রক্ষা জন্য প্রাগুক্ত আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তখন তিনি কোনমতেই দোষী হইতে পারেন না।

মিরাটস্থ প্রজারা বিদ্রোহোপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি

সিপাহিদিগের প্রতি ঐরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন তবে কি তাঁহারা ট্রুডস এসোসিএসন নামক বণিক সমাজের সেক্রেটারির ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইতেন? কি আশ্চর্য্য! এবং ঐ ভৎর্সনার পরে যদ্যপি প্রাগুক্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হইত তবে কি গবর্ণমেণ্টের দোষের সীমা থাকিত? অতএব এই বিষয়ে গত সোম বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় যে সমস্ত সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

—০৯০—

কুমার হউস্থ বন্ধুর লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আমরা সাদরে নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

"কুমার হউস্থ গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয় সংক্রান্ত ছাত্রবৃন্দের সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ সোমবার মধ্যাহ্ন কালে কুমারহউ বারেন্দ্রগলিনিবাসি গুণরাশি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বসুর ভবনে অতি সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা হইয়াছে, পরীক্ষাকালীন গ্রামস্থ ও অন্যান্য অনেক বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন, কলিকাতা মহানগরান্তর্গত বাগবাজারস্থ মহামান্য ও পণ্ডিত বংশোদ্ভব হুগলির প্রধান সদর আমিন শ্রীযুত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় পরীক্ষা সভা প্রধান আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সদর আমিন বাবু সভাপতি [illegible] শ্রেণীর বালকবৃন্দের পরীক্ষা গ্রহণে যাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত পরীক্ষা সমাপ্ত ও পুরস্কার প্রদান শেষ হইলে বিদ্যাবিষয়ক যত্নে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, এতদ্ঘটিত এক দীর্ঘ সদ্বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হইল। রহস্য পরীক্ষা ইত্যাত্রে কৃষ্ণনগর কালেজের উচ্চপদস্থ শিক্ষক বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম ও হুগলিকালেজের উচ্চপদস্থ শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ইঁহারা উভয়েই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাপন লিখিত রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সকল অভিপ্রায় পাঠশালার বার্ষিক বৃত্তান্ত পত্রের একদেশে লিখিত হইয়া সভাস্থ জনগণের সমক্ষে পঠিত হইয়াছিল, অপর সভাপতি ও অন্যান্য দর্শক ছাত্রদিগের ব্যুৎপত্তি এবং পাঠশালার নিয়মাদি দৃষ্টে বিশেষ পুলক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধ্যক্ষেরা যৎকালীন এই বিদ্যাগারের সূত্রপাত করেন তখন এই পাঠাগার এত দূর পর্য্যন্ত উন্নত হইবেক তাহা তাঁহাদিগের আশা ছিল না, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ও কতিপয় বিদ্যোৎসাহী নব্যদিগের যত্নে এবং গ্রামস্থ কয়েক মহাত্মাদিগের আনুকূল্যে বিদ্যাগারের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এইক্ষণে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত এবং পাঠার্থিরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতেছে, যদিস্যাৎ দেশস্থ লোকদিগের উৎসাহ সমভাবে থাকে তবে কুমারহউ ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় অত্যল্প দিনের মধ্যে বিদ্যা সমাজে গণনীয় হইবেক, অলমতিবিস্তরেণ ১৪ জ্যৈষ্ঠ।"

—০৯০—

জাহানাবাদপ্রবাসি সংবাদদাতার লিখিত সংবাদ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"জিলা হাবড়ার অন্তর্গত সিপাই গাছি গ্রামনিবাসি বাবু পীতাম্বর নাগ, যিনি জনাই গ্রামের বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ডিহি পাণ্ডু গ্রামের নায়েবি পদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু দিনাবধি দূরদর্শিতা সহকারে তৎকার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করত স্বীয় প্রভুর অসীম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিগত ১ মে দিবসে উক্ত নাগ মহাশয় নিশীথ সময়ে দস্যু কর্ত্তৃক তলবার দ্বারা আহত হইয়া ২ মে তারিখ রাত্রি অনুমান দুই টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিস্তারিত এই, উক্ত পীতাম্বর নাগ অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মুখ্য দোষ সকল তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিয়া গুণগ্রাম আচ্ছাদন করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদা প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং অনঙ্গের বশীভূত হইয়া অধিকারস্থ ভদ্রাভদ্র সুন্দরী কুলাঙ্গনা সকলের অঙ্গ সঙ্গে অতীব উন্মনা ছিলেন, তজ্জন্য উক্ত গ্রামবাসি প্রায় সকলেই তাঁহার অমঙ্গল ইচ্ছা করিত, ১ মে মধ্য রজনীতে গ্রামস্থ লোকেই হউক বা অপর লোকেই হউক দশ বারো জন একত্রে অস্ত্রাদি ধারণ করত দস্যুবেশে তাঁহার প্রবাসাবাসে পতিত হয়, তাহাতে বাসার প্রায় সকলেই প্রাণ ভয়ে পলায়ন

করে, তৎকালীন কেবল দুইজন লোক বাসায় ছিল, দুরাত্মারা প্রথমতঃ ঐ দুইজনকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ় বন্ধন করিয়া পীতাম্বর নাগের শয়নাগারের দ্বার ভগ্ন করত গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, পীতাম্বর নাগ তৎকালীন যোগিনী নাম্নী এক নাপতিনীর যৌবন সম্ভোগ করিতেছিলেন, নাপতিনী এবম্প্রকার ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া গোপনে নিভৃতা হয়, দস্যুরা আসিয়াই পীতাম্বর নাগের দক্ষিণ বাহুতে তলবারের আঘাত করে, তাহাতে তিনি অনেক কাকুক্তি দ্বারা মার্জ্জনা প্রার্থনা করায় মুখমণ্ডলের গণ্ডদেশে এক শক্ত আঘাত করে, এবম্প্রকারে তিনি যত বিনয় বাক্যে তাহারদিগকে সম্ভাষণ করেন, নিষ্ঠুরেরা ততই তাঁহার গ্রীবাদেশে, মস্তকে, হস্তে, পৃষ্ঠদেশে শক্তরূপে তলবারের আঘাত করে, পরে তাহারা পীতাম্বরকে অজ্ঞান অর্থাৎ ত্যক্তপ্রাণ জানিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়নে বাধ্য হয়, ফলতঃ তৎসময় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, বহুক্ষণ পরে সজ্ঞান হইয়াছিলেন, পর দিবস থানা দেওয়ানগঞ্জের দারোগা উক্ত স্থানে যাইয়া আঘাতকারি ব্যক্তিগণের অন্বেষণে থাকিয়া ২ মে জখমিকে জাহানাবাদের ডাক্তরখানায় প্রেরণ করেন। আহা! যৎকালীন তিনি বহুজন বেষ্টিত স্বজন সমভিব্যাহারে চিকিৎসালয়ে সমাগত হয়েন তৎকালীন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অতি নির্দ্দয়েরও নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, আহা! তৎকালীন তিনি ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞানি ও ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রলাপী ও অস্থির হইয়াছিলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইতেছিল, পরে তাঁহার জখম ডাক্তর মহাশয় দৃষ্টি করিয়া তাঁহার জীবনের প্রতি অবিশ্বাস করিলে তৎক্ষণাৎ উক্ত পীতাম্বর নাগের এজেহার লওয়া হয়, কিন্তু তিনি স্বীয় এজেহারে কাহার প্রতি সন্দেহ করেন নাই, বিবেচনা হয়, তিনি স্বীয় ইন্দ্রিয় দোষ প্রকাশাশঙ্কায় মনোগত বাক্য সকল গোপন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সহোদর প্রভৃতি বিচার পতিকে জানাইয়া সেই দিবসেই তাঁহাকে বাটী লইয়া যান, কিন্তু ঐ দিবসেই রাত্রিকালে বাটী পঁহুছিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, দেওয়ানগঞ্জের দারোগা মহাশয় স্বীয় সুখ্যাতি পতাকা উড্ডীয়মানা করণাশয়ে অকুস্থান বাসি কুণ্ডুই কুণ্ডু ও রামসুন্দর কুণ্ডুই ইত্যাদি নির্দ্দোষি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিয়া রিপোর্ট করেন, কিন্তু জাহানাবাদের প্রশংসিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মৌলবী আবদুল নতীথাঁ বাহাদুর তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া জাহানাবাদ থানার দারোগা শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র পালিত, যিনি দীর্ঘকালাবধি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন, এবং যিনি অনেকবার দস্যুগণের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে ধৃত করত দ্বিতীয় শ্রেণীর পদাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বয়ং ঘটনা স্থলে গমন করেন, এবং বহুবিধ অনুসন্ধান করায় পূর্ব্বোক্ত যোগিনী নাপতিনী সমুদয় গোপন কথা অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি আসিয়া আঘাত করে তাহা ব্যক্ত করিয়াছে, ক্ষুর জীবিনী নিম্ন লিখিত ব্যক্তি সকলের নাম করিয়াছে, এবং উহাতে তিন চারিজন প্রায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাক্ষ্যও প্রদান করিতেছে, এবং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি দোষ সপ্রমাণ হইবার পক্ষে সম্যক্ সম্ভাবনা, যে হেতু উহারা বদমাইস ও পীতাম্বর নাগের সহিত উহারদিগের অত্যন্ত মনান্তর ছিল, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে, এবং পীতাম্বর নাগ জখম হইবার পরদিনেই উহারা স্থানান্তর হয়।

রাজারাম পাইন।
শ্রীদাম বাগ্দী।
ইহারা অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।
গণেশ বাগ্দী।
মাধব বাগ্দী।
ইত্যাদি কয়েকজন ধরাপড়িয়াছে।

গত ১৮ মে দিবস বেলা অবসান সময়ে নভোমণ্ডল ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অনিশ কুলিশ কঠোর গর্জ্জন দ্বারা জীব সমুদয়কে সশঙ্কিত করিয়াছিল, উক্ত দিবস জাহানাবাদ সব-ডিবিজনের কয়েক গ্রামে নিম্ন লিখিত সাত ব্যক্তি বজ্রাভিঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হরিহর ভট্টাচার্য্য। সাং বিষ্ণুপুর।
রামচন্দ্র মণ্ডল।
শঙ্কর মালের বনিতা। হরিএকপুর।
ইত্যাদি।"

—০৯০—

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সংবাদ।

ইংলিসম্যান ও হরকরা পত্রে বিদিত হইল, সিপাহি ঘটিত গোলযোগের অদ্যাপি কিছুই উপশম হ

নাই, প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত জেনরল আনসন বাহাদুর সসৈন্যে দিল্লীর নিকটে উপনীত হইয়াছেন কি না তাহার সংবাদ আইসে নাই।

আগ্রা ও কাণপুরে যদিও কোন বিদ্রোহিতা ব্যাপার অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই, তথাচ উক্ত উভয় স্থানবাসি ইংরাজ বাঙ্গালি সাধারণ লোকেরা অতিশয় ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, নষ্টলোকেরা মধ্যে মধ্যে জনরব তুলিয়া প্রজাদিগকে আরো ব্যতিব্যস্ত করে, অযোধ্যা হইতে মহারাণীর ৩২ সংখ্যক দলের ১০০ গোরা সেনা কাণপুরে আসিয়াছে, কোন কোন দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহিতা উপস্থিত করণের পূর্ব্বলক্ষণ দেখাইতেছে।

আগ্রা নগরে গোয়ালিয়ররাজ্যের যে সকল সেনা আছে তাহারা আলীগড় নগর ও দুর্গ বিদ্রোহিদিগের হস্তহইতে পুনর্গ্রহণার্থ তথায় প্রেরিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে আলীগড় জিলার মধ্যে তাহারা অনেক বিদ্রোহি সেনার প্রাণনাশ করিয়াছে।

দানাপুর ও বারাণসীতে কোন গোল নাই, কিন্তু লোক সকল সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকে, দানাপুরের পর পারে বহু সংখ্যক দস্যু আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সময় প্রতীক্ষা করিতেছে, সিপাহিরা কিঞ্চিৎ বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিলেই তাহারা গঙ্গা পার হইয়া সিপাহিদিগের সহিত যোগ দিবে, ও প্রজাদের ধন প্রাণ লুঠ করিবেক।

অযোধ্যা নগরবাসি কাপ্তেন গ্রিন সাহেবের বাঙ্গলায় কোন বিদ্রোহি সেনা গোপনভাবে অনল লাগাইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে অধিক হানি হয় নাই। অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর স্যার হেনরি লারেন্স সাহেব এবং কাণপুরের প্রধান সেনাপতি স্যার হিউহুইলর সাহেব প্রত্যহ দুই বেলা সেনাদিগকে উপদেশ দিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ নগরের রেসিডেন্সি আফিস অবধি সৈন্য ছাউনি পর্য্যন্ত এক বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণী প্রস্তুত হইতেছে।

রহিলখণ্ড রাজ্যের কোন স্থানে অদ্যাপি গোল উঠে নাই।

আলীগড় নগর বিদ্রোহি সেনাদিগের দ্বারা অধিকৃত হওনের যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সত্য বোধ হইতেছে।

মৈনপুরস্থ ৯ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোহি হইয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিরালির ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা বিদ্রোহি-ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু ৩ সংখ্যক ইরেগুলর দলের সেনারা বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রস্তুত আছে।

ফরক্কাবাদ প্রদেশের বণিকেরা শঙ্কাক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায় রুদ্ধ করিয়াছে, এবং মথুরা প্রদেশের প্রজারা পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ করিতেছে।

৩ সংখ্যক লাইটকেবেলরি দলের সুবেদার মাদার খাঁ দিল্লী নগরের সমস্ত বিদ্রোহি সেনাদিগের প্রধান নায়ক হইয়াছেন।

পঞ্জাবরাজ্যের কোন কোন দেশীয় দলের সেনারা অবাধ্যতা প্রকাশ করিবায় পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর স্যার জান লরেন্স সাহেব কথিত রাজ্যান্তর্গত অনেক স্থানের দেশীয় পদাতিক দলের সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন। মূলতান ও পেসোয়ার রাজ্যে কোন উপদ্রব নাই।

পত্রপ্রেরকের প্রতি!

রামপুর বোয়ালিয়ার "রাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীগোপীমোহন রাঙ্গাফুকুন" নাম স্বাক্ষরিত যে পত্র আসিয়াছে তাহা উক্ত স্থানবাসি দুই জন প্রধান লোকের নিন্দাবাদে পূর্ণ এবিধায় উক্ত পত্র অবিকল প্রকাশ না করিয়া তাহার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলন করা গেল।

সং প্রং সং।

রামপুর বোয়ালিয়া।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল।

অযোধ্যা রাজের প্রধান মন্ত্রী ও শ্বশুর নবাব আলীনকী খাঁ বাহাদুরের ২ পুত্রের সহিত মুরশিদাবাদের নবাব নিজাম বাহাদুরের দুই কন্যার বিবাহ হইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যৎভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যাদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৩০ সংখ্যা] সোমবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

রিসিবর আফিস।

নবকৃষ্ণ মিত্র দিগর
বাদি।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র দিগর
প্রতিবাদি।

ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ৩০ তারিখ শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারলেস সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে শহর কলিকাতার চাঁদনি চক বাজারের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
তারিখ ১৩ মে ১৮৫৭।

সুপ্রিমকোর্ট

রিসিবর আফিস।

জমীদারীদিগর ইজারা।

ভোলানাথ কুণ্ডু চৌধুরি দিগর
বাদি।

অন্নদাপ্রসাদ রায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ২৭ তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমায় সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমীদারীদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

মোতালকে জিলা ২৪ পরগণা।

লাট শালিখা।

নিজ শালিখা	১ রকম	।৵০ আনা
ঘুসড়ি	১	ঐ
লাট ডোমজুড়		
নিজ ডোমজুর	১	ঐ
পায়রাটুঙ্গি	১	ঐ
বালি মায় বাজার	১	ঐ
	৫	

মোতালকে জিলা হুগলি

লাট গোবিন্দপুর

নিজ গোবিন্দপুর	১ রকম	ষোল আনা
দেয়াড়া	১	ঐ
রামচন্দ্রপুর	১	ঐ
কিং সুভিপুর	১ রকম	।৵০ আনা
কিং বেণীপুর	১	ঐ
কিং আটিসাড়া	১	ঐ
কালীনগর	১ রকম	ষোল আনা
কিং বাণীআড়া	১ রকম	।।০ আনা

লাট বিলজয়পুর

নিজ বিলজয়পুর	১ রকম	।৵ আনা
মনহরপুর	১	ঐ
মৃগালা মায় বড় জলাচিহ্নিত অংশ	১	ঐ
ভাঙ্গরগাছি	১	ঐ
কুশাইগাছি	১	ঐ

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আ
সে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারি
ন ইতি।

সিবর আফিস কোর্ট হৌস।
তারিখ ৭ মে ১৮৫৭ সাল।

বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় গোলাপ দাসী
াদিনী রমানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য
প্রতিবাদী এই মোকদ্দমা বিষয়ে
বেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উ
ইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট
ামক বিচারালয় হইতে এক হাজা
র আট শত সাত চল্লিত খ্রীষ্টীয়াব্দে
র ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে যে ডিক্রী
অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়া
ছে, তাহার ক্ষমতানুসারে এই বি
জ্ঞাপন পত্রদ্বারা মৃতা ভগবতী দাসী
যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতা
য় বাস করিতেন এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টী
য়াব্দের ২৯ মে তারিখে অথবা তৎ
সমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে
তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে তাঁহারা প্রাগুক্ত সু
প্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলি
য়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে
প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচার
মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থি
ত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল
সপ্রমাণ করিবেন তবে উল্লেখিত
ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগম
সূচক উপায় মতে আপনাপন
প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে
বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN HATCH & ADVIS,
ডেনম্যান হ্যাচ এণ্ড ডেবিস।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক
এজেন্টস্ ডিপজিটরি।
কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।
আলফা।

একেশ্বর প্রতিপাদ্য গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্
প্রভৃতি একেশ্বরবাদী মহামহোপা
ধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পর
মেশ্বর প্রতিপাদ্য যে কয়েক খানি
গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা
করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডের্নিস সাহে
ব মহাশয় উপযুক্ত অল্‌ফা নামক
যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন
তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি
ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনা
র সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভা
বের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষ
য়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের
ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপা
স্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নি
ত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বি
চার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহা
য়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এত
দ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়া
ছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগী ঈশ্বরতত্ত্বানু
সন্ধায়ী মহোদয়গণের সাহায্যব্য
তীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া স
ম্ভব বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থ
না যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ম
হাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর
য় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম
ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের
সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পা
ঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আ
সিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের
নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক
খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে
আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত,
মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	॥০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৴১০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵৫
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	॥০
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	১
শব্দকল্পলতিকা	১

আর, এম, বসু এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি
হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্রা
লয়ে অথবা মিস্থয়ার্স উইলহণ্ট এম,
থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে
উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুর
স্কার প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক
তেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়া
র সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ
মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপ
কারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর
অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা
নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকা
র ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্প
র্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব
সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
যে, যে কোন ব্যক্তি এক লক্ষ মুদ্রা
অর্পণ করিবেন, আমি তাঁহাকে
বিসূচিকা রোগের উৎপত্তির কারণ
ও নিবৃত্তির ঔষধ প্রকাশ করিব।
এই মহামারি নিবারক বিষয়াবগতে
ক্রেতার ও প্রকাশকের গৌরবের প
রিসীমা থাকিবেক না, এবং এই জগ
তীপুরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়
হইবেক।

J. M. HONIGBERGER.
জে, এম, হনিগবরগার।

Charitable Dispensary.
Dhurmotolla Street.
14th April 1857.

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সা
ধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ
ছাত্র দরজিপাড়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু
কালীকৃষ্ণ সরকার স্বীয় ব্যয়ে এবং
বিনা দর্শনীতে বিবিধ প্রকার উৎ
কট উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিয়া
বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিতেছেন,
তিনি গত পরীক্ষায় ডিপ্লোমা, "সর্টি
ফিকট অফ অনর" মেডেল এবং
পুরস্কার পাইয়া কালেজের গৌরব
বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা ন
গরে জনরব উঠিয়াছিল, ১৯ ও ৩৪
সংখ্যক বিদ্রোহিদলের পদচ্যুত সি
পাহিরা বারাক পুরের ৪৩ সংখ্যক
দেশীয় পদাতিকদলের সেনাদিগের
সহযোগিতায় কলিকাতা নগর আ
ক্রমণ করিবে এই জনরব শ্রবণে ন
গরবাসি লোকেরা বিশেষ ইংরাজে
রা মহাভীত হইয়া অনেকে বন্দুক
পিস্তল তলয়ার বরসা গুলি বারুদ
প্রভৃতি রণ সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন,
এবং কলিকাতাবাসি ইউরোপীয়
বণিকেরা ও ফ্রিমেসন নামক সমাজ
সংক্রান্ত লোকেরা এবং বাঙ্গালি
খ্রীষ্টানেরা পৃথক্ পৃথক্ সভা করিয়া
গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য দিতে উদ্যত
হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তা
ব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া এরূপ উত্তর দি
য়াছেন যে আপাততঃ রাজধানীতে
কোন উপদ্রব উপস্থিত হওনের আ
শঙ্কা নাই বারাকপুরস্থ সিপাহিদি
গের এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ
২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনা
দিগের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবার
যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা
সংপূর্ণ অলীক, উক্ত ২৫ সংখ্যকদ
লের সেনারা এবং বারাকপুরস্থ ৪৩
সংখ্যক দলের সেনারা কোন বিদ্রো
হিভাব প্রকাশ করে নাই, নষ্ট লো
কেরা রঙ্গ দেখিবার নিমিত্তে এই জ
নরব তুলিয়াছেন, অপর ফ্রিমেসন
সোসাইটী সভ্যদিগকে এবং বণিক
দিগকেও দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি
দিগকে ধন্যবাদের সহিত গবর্ণমেণ্ট
আরও জানাইতেছেন, যদি কখন
বিপদ উপস্থিত হয় তবে "গবর্ণমেণ্ট
আহ্লাদের সহিত তাঁহারদিগের সা
হায্য গ্রহণ করিবেন।"

রাণীগঞ্জের পোষ্ট আফিসে বি
দ্রোহিতা উৎসাহক কয়েক খান
পত্র ধরা পড়িয়াছে, ঐ পত্রে পত্র
প্রেরকের নাম নাই, কিন্তু পত্র প্রে
রক রাণীগঞ্জের সিপাহি ও সাঁওত
লদিগকে রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক
রিয়া সমস্ত ইউরোপীয় লোকদের
প্রাণনাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছে
৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের
অনেক সিপাহিরা অদ্যাপি রাণী
ঞ্জের চতুর্দ্দিগে গুপ্তভাবে আছে
সুযোগ হইলেই পুনরায় উক্ত স্থ
লুণ্ঠন করিবেক, সাঁওতালেরাও স
য় প্রতীক্ষা করিতেছে, গবর্ণমেণ্টে
কিঞ্চিৎ বিপন্ন দেখিলেই পুনর
ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিতে পারে এম
সম্ভাবনা বটে, অতএব রাণীগঞ্জে
শান্তি রক্ষক মহাশয়েরা অগ্রিম

বধান হউন, যেন দিল্লীবাসি প্রজা দিগের ন্যায় বিপন্ন না হইতে হয়, এই বিদ্রোহিতা ব্যাপার উপস্থিত হইবায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে নান প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তন্মধ্যে কোন্ সমাচার সত্য ও কোন্‌টী মিথ্যা তাহা নিশ্চয় করা সু কঠিন, সুতরাং যত সমাচার পাওয়া যায় তাহা সকলি প্রকাশ করিতে হয়, পাঠকেরা সত্য মিথ্যা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

উক্ত প্রেদেশ হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলন করা গেল।

কাশী ধামে এখন পর্য্যন্ত কোন উৎপাত উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শঙ্কাক্রমে মহারাণীর ৮৪ সংখ্যক দলের কয়েক কোম্পানি সেনা ১৯।২০।২১।২২ এই চারি দিবসে বাষ্পীয় শকটযোগে রাণীগঞ্জে পাঠাইয়াছেন,তথা হইতেঅশ্ব ডাকে তাহা বারাণসীতে উপস্থিত হইবে। অম্বালার পত্রে ব্যক্ত হয় প্রধান সেনাপতি সাহেব তিন চারি দল সেনা সহিত গত শনিবারে অম্বালায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন, ভরতপুরের রাজা যে দুই সহস্র সেনা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা মথুরা নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার পথ রক্ষা করিতেছে, পাতিয়ালার মহারাজ সসৈন্যে স্বয়ং থানেশ্বরে আসিয়া থানা করিয়াছেন। ঝিন্দ দেশের রাজা যে এক সহস্র সেনা দিয়াছেন তাহারা কর্ণালে উপনীত হইয়াছে। রামপুরের রাজা স্বীয় সেনা সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দ্রুত গমনে দিল্লী নগরাভিমুখে আসিতেছেন। রিউয়া দেশের রাজা গয়া ক্ষেত্র হইতে সসৈন্যে এককালে দিল্লী নগরে উপনীত হইবেন। গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া বাহাদুরের শরীর রক্ষক সেনারা কয়েকটা তোপ সহিত আগরা নগরে আসিয়াছে। এই সকল সেনা দ্বারা চতুর্দ্দিগের পথ অবরুদ্ধ হইতেছে এবং প্রধান সেনাপতি স্বয়ং দিল্লী নগর বেষ্টন করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়াছে। বিদ্রোহি সিপাহিরা আগরা ব্যাঙ্ক লুট করিয়া লইয়াছে, আগরা ও কর্ণালের দেশীয় সেনারা গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় সমর উদ্যোগ দৃষ্টে শঙ্কা পাইয়া স্থিরভাবে আছে।

৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের এক কোম্পানির সেনা মিরাটে প্রত্যাগত হইয়াছে, ৫ জন বিদ্রোহি সিপাহি আলিগড়ে ধরা পড়িয়াছে, অযোধ্যানগরের ৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনারা নিরাশ্রয় পুনরায় টোটা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে দিল্লীনগর ও তচ্চতুর্দ্দিগবাসি প্রজারা সিপাহিদিগের অত্যাচারে মহা উপদ্রুত হইয়াছে, ব্রিটিস সেনারা দিল্লীর নিকটে পৌঁহুছিলে প্রজারা বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেক। দিল্লীর রাজপরিবার এই বিদ্রোহিতা ব্যাপারে লিপ্ত আছেন গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিবেচনা না করেন এই নিমিত্ত দিল্লীরাজের পুত্র এক্ষণে মেৎ মিউর সাহেবের সহিত অবস্থান করিতেছেন।

গত শনিবার সায়ংকালে কলিকাতা লিটরেরী ফ্রি ডিবেটিং ক্লব নামক সভায় রেবরেণ্ড আর, গ্রিবস সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে উক্ত সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গত গুরুবাসরীয় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে মাণিকতলার নিকটে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল, ঐ কালে অনলসখা প্রবলবেগবান হওয়াতে অনেক গৃহ দাহ হইয়াছে।

জয়পুরের পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত কোন গ্রামের প্রজারা রাজস্ব প্রদান না করিয়া রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, জয়পুরের মহারাজা তাহাদিগকে দমনার্থে কতক গুলীন সেনা প্রেরণ করিয়াচেন।

রাঙ্গুণ নগরে অগ্নিদাহে যে সকল লোকের যথাসর্ব্বস্ব নাশ হইয়াছে তাহারদিগকে সাহায্য প্রদান নিমিত্ত কলিকাতা নগরীয় ইংরাজেরা এক চাঁদাপত্র বাহির করিয়া ইতিমধ্যেই দুই সহস্রাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হে।গোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYSARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং ।।

৫৮৩১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেণ্টস্ ডিপজিটরি।
কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।
আলফা।

একেশ্বর প্রতিপাদ্য গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডের্নিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত অল্‌ফা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিস্তর

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগী ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদীয় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	।।০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	।।
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	
শব্দকল্পলতিকা	

আর, এস, বসু এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্র লয়ে অথবা মিস্যুয়ার্স উইলহণ্ট এমথামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্র

জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগোৎপত্তির মূল কারণ ও তন্নিবারণের সদুপায় যাহা প্রযুত ডাক্তর হনিগ বরজর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তন্মূল্য বিফল এক লক্ষ টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর উপকারার্থ যদ্যপি তিনি এই মূল্য দিয়া দাতৃত্ব প্রকাশ করেন তবে তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল হইয়া সাধারণের স্মরণীয় হইবেক, ৮ আপ্রিল তারিখের ফিনিক্স পত্র দেখিলেই সকলে এই বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র দরজিপাড়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ সরকার স্বীয় ব্যয়ে এবং মন্ত্রণা দর্শনীতে বিবিধ প্রকার উৎকট উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিতেছেন, তিনি গত পরীক্ষায় ডিপ্লোমা, "সর্টি

পুরস্কার পাইয়া কালেজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোন রূপ সহায়তা না করাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি প্রকাশ হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।

৫। এই সভার বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্ব্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর জেররল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।

দ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, যে এক দল সৈন্য রেঙ্গুন হইতে আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অবস্থান করিতেছে তাহারাও কারট্রিজ অর্থাৎ টোটা ব্যবহার করিতে সম্মত নহে, বারাকপুরে অবস্থিত সেনা দলের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, এই উভয় স্থানের বিদ্রোহ তৎপর সেনাদল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যদ্যপি এক সময়ে কোন প্রকার অত্যাচার প্রচারে প্রবৃত্ত হয় তবে নগর রক্ষা করা ভার হইবেক, একারণ কলিকাতাবাসি সম্ভ্রান্ত বণিকেরা আপনাপন ধন প্রাণ রক্ষার্থ ভীত চিত্ত হইয়া গত বুধবার দিবসে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমীপে গমন করিয়াছিলেন এবং নগর রক্ষা জন্য মিলিসিয়া সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে গবরনর জেনরল বাহাদুর সাতিশয় সুসন্তাসনে সকলকে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তর করিয়াছেন যে "নগরের রক্ষা জন্য কিছু মাত্র চিন্তা নাই, এখানে যে গোরা সৈন্য এবং দমদমায় যে এক দল গোলেন্দাজ আছে তাহাই যথেষ্ট বলিতে হইবেক, বিশেষতঃ এক দল গোরা সৈন্য বাষ্পীয় জাহাজারোহণে মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিয়াছে, অতএব অতিরিক্ত মিলিসিয়া সৈন্যের আর কোন প্রিয়জন নাই, এইক্ষণে পুলিসের পরাক্রম বৃদ্ধি করাই উচিত, অতএব পুলিসের অধীনে অশ্বারোহি ইউরোপীয় প্রহরি সকল নিযুক্ত হইবেক, এবং তাহারা নানা অস্ত্রধারণ রাজপথ পরিভ্রমণ করিবেক, কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার অস্ত্র লইয়া গমন করিতে দিবেক না, সততঃ সাবধানে থাকিবেক" লার্ড বাহাদুরের এই উত্তর শ্রবণ করিয়াই বণিক মহাশয়েরা আগমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের উদ্বেগ নিবারণ হয় নাই। সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই বন্দুক, পিস্তল ও গুলি বারুদ ক্রয় করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ তাহা সঙ্গে করিয়াও বেড়াইতেছেন, এবং প্রায় তাবতেই চাতকের জল প্রত্যাশার ন্যায় অতিরিক্ত সেনাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহারা আসিলেই টাকশাল, ট্রেজুরি এবং বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গোরা পাহারা হইবেক।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত জেনরল আন্সন সাহেব ১২ মে দিবসে মিরাট হইতে মহারাণীর ৭৫ সংখ্যক ফিউসিলিয়ারদল ৯ সংখ্যক লেঙ্গরদল, ৫ ও ৬০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল, ৪ সংখ্যক লাইটকাবেলারিদল, একদল অশ্বারোহি তোপ চালক সেনা এবং ৬০ সংখ্যক রাইফেলদলের ও ৬ সংখ্যক ড্রাগুনদলের কিয়দংশ সেনা লইয়া পানিপথ স্থানে উপনীত হইয়াছেন, এতদিন দিল্লীনগরে পৌঁছিয়া থাকিবেন।

সাইমুরবেটেলিয়ন ও গুরখা সেনাদল মিরাটে উপনীত হইয়াছে, ফিরোজপুর গোবিন্দগড় এবং ফিলোর প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় সেনা নিযোজিত হইয়াছে। গোরা পুর প্রভৃতি রাজ্যের সেনারা চতুর্দ্দিগের পথ রুদ্ধ করিয়াছে! বিদ্রোহি সিপাহিরা দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া কোন দিগে পলাইতে পারিবে না, প্রধান সেনাপতি সাহেব এক কালে দিল্লীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া সমস্ত বিদ্রোহিদিগের প্রাণ নাশ করিবেন, তাহাদের অধিকারে কয়েকটা তোপ ও কিছু কিছু গোলা গুলি বারুদ ইত্যাদি যুদ্ধ সামগ্রী আছে কিন্তু তাহারা প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রতিযোগী হইবেক এমত বোধ হয় না, রাজা ব্যতিরেকে যেমন রাজ্য মধ্যে নানা বিভ্রাট ও অন্যায় অত্যাচার উপস্থিত হয়, সেই রূপ সেনাপতি বিহীনে সেনারা দলে বলে পুষ্ট হইলেও রীতিমত যুদ্ধ করিতে পারে না।

অযোধ্যারাজ্য মধ্যে যেরূপ এক হনুমান-গড় আছে, যোধপুররাজ্য মধ্যে ঐরূপ অনেক গড় ও প্রত্যেক গড়ে এক এক দেবালয়ে একজন মহন্ত এবং তদনুমন্ত্রি পাঁচ সাত শত উদাসীন এবং সকর নিস্কর অনেক ভূম্যধিকার আছে, সংপ্রতি গানুর নামক গড়ের মহন্ত রীতিমত রাজস্ব প্রদান না করিবায় যোধপুরের রাজা তাহাকে ধৃত করণার্থ সেনা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহন্ত রাজ আজ্ঞা হেলন করিয়া সেনাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহন্তের বিরুদ্ধে এককালে দশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা গড় বেষ্টন করিয়াছে, অদ্যাপি গ্রহণ করিতে পারে নাই, গড়ের চতু

তারা গোপনে গোপনে গড়বাসি উদাসীনদিগকে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতেছে. সুযোগ পাইলেই তাহার দিগের সহিত সমবেত হইবেক এমত চেষ্টায় আছে, যদি রাজসেনারা ঐ গড় অধিকার করে তাহাতেই বা তাঁহার কি বিশেষ উপকার হইবেক ? এই সংবাদ পাইলে যোধপুর রাজ্যের সমস্ত মহন্ত যদি এক যোগ হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় তবে রাজা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইবেন, কেননা তাঁহার সেনারা প্রভুভক্ত নহে, তাহারদিগের বেতন অল্প, মাসিক ৩ টাকার উর্দ্ধ নহে, তাহাও নিয়মিত মত পায় না, অনেক সেনাদিগের ১ বর্ষের বেতন বাকী পড়িয়াছে, এমত অবস্থায় যোধপুরের মহারাজ প্রজাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা মঙ্গলের বিষয় নহে।

সাল্টবোর্ড বাটীতে অম্পদিবসের মধ্যে ভমলুকের উৎপন্ন চারি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মোন পাঙ্গা লবণ লাট্ দ্বারা বিক্রয় হইবেক, প্রত্যেক লাটে দশ হাজার মোন ধরা যাইবেক, যাহাদিগের নামে টিকিট উঠিবে তাহাদিগকে পুরা মূল্যের চারি অংশের এক অংশ টাকা তৎক্ষণাৎ ডিপজিট করিতে হইবেক, তাহা না করিলে টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবেক না, ২ দুই টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে টীকিট প্রাপ্তির দরখাস্ত করিতে হয়, রেবিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারী সাহেব এই নূতন ফন্দি তুলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা লাভ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালা প্রদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কলিকাতার হাটখোলা অবধি চাঁদপালঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গাতীস্থ স্থান উত্তমরূপ বাঁধাইবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রেরণ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিদিগের নিকট ঐ বিষয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন, প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অনুমানিক সিদ্ধান্ত দ্বারা কহিয়াছেন, এই মহৎকার্য্যে অন্যূন্য ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা গবর্ণমণ্টের এই অনাটন সময়ে এককালে এত টাকা ব্যয়ের আজ্ঞা দিবেন এমত প্রত্যাশা করা যায় না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক, কিছু দিন পূর্ব্বে দিনাজপুরের কোন মহাজনের দশ সহস্র মুদ্রা দস্যু দ্বারা পথিমধ্যে অপহৃত হইয়াছিল, পুলিস কর্ম্মচারিরা দস্যুদলের বা হৃত টাকার কোন সন্ধান এপর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা নগরস্থ "ফ্রি মেসন" নামক সমাজের সভ্যেরা সংপ্রতি এক সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থির হইয়াছে. উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে যদি কলিকাতা নগরে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তৎকালে উক্ত সমাজ ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে নগর রক্ষা বিষয়ে যাহা আদেশ করিবেন, তাঁহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই ভারের কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন।

৩৪ সংখ্যক বিদ্রোহি সেনাদলের মুদিনানামক সুবাদার উক্ত দলের আহত আফিসরের প্রাণ রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক স্বর্ণপদক ও বাহাদুর উপাধি পারিতোষিক স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানে বর্ত্তমান বর্ষে অধিক বারিবর্ষণ না হওয়াতে নীল ও ধান্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, যদি এবর্ষে উত্তমরূপ শস্য না জন্মে তবে আগামি বর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবেক।

মাণিকতলা নিবাসি রূপচাঁদ দাসের পত্নী পুত্রশোকে আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

কাশীপুরবাসি অনেক দুঃখি লোক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া মনোদুঃখে আত্ম প্রাণ নাশ করিয়াছে।

কাপ্তানী অভাবে ১৪। ১৫ খান জাহাজ স্যাণ্ডহেডে অচল হইয়া আছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হে গোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRENARAIN Dass at the Bal...

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ব্যাসংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৩২ সংখ্যা।] বুধবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

রিসিবর আফিস।

নবকৃষ্ণ মিত্র দিগর
বাদি।
হরিশ্চন্দ্র মিত্র দিগর
প্রতিবাদি।
ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ৩০ তারিখ শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারলেস সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে শহর কলিকাতার চাঁদনি চক বাজারের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।

সুপ্রিমকোর্ট

রিসিবর আফিস।

জমীদারীদিগর ইজারা।

ভোলানাথ কুণ্ডু চৌধুরি দিগর
বাদি।
অন্নদাপ্রসাদ রায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ২৭ তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমায় সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমীদারীদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আসিফে উপস্থিত হইবেন ইতি।

মোতালকে জিলা ২৪ পরগণা।

লাট শালিখা।

নিজ শালিখা	১ রকম	।৵০ আনা

লাট ডোমজুড়

নিজ ডোমজুর	১	ঐ
পায়রাটুঙ্গি	১	ঐ
বালি মায় বাজার	১	ঐ
	৫	

মোতালকে জিলা হুগলি

লাট গোবিন্দপুর

নিজ গোবিন্দপুর	১ রকম	ষোল আনা
দেয়াড়া	১	ঐ
রামচন্দ্রপুর	১	ঐ
কিং সুভিপুর	১ রকম	।৵০ আনা
কিং বেণীপুর	১	ঐ
কিং আটিসাড়া	১	ঐ
কালীনগর	১ রকম	ষোল আনা
কিং বাণীআড়া	১ রকম	।।০ আনা

লাট বিলজয়পুর

নিজ বিলজয়পুর	১ রকম	।৵ আনা
মনহরপুর	১	ঐ
মৃগালা মায় বড় জলাচিহ্নিত অংশ	১	ঐ
ভাঙ্গরগাছি	১	ঐ
কুশাইগাছি	১	ঐ

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আ
ফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারি
বেন ইতি।

রিসিবর আফিস কোর্ট হৌস।
তারিখ ৭ মে ১৮৫৭ সাল।

বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় অপ্রাপ্তবয়স্কা বিক্টোরিয়া ব্লাকিয়ার এবং জোজিস্থা ব্লাকিয়ার যাঁহারদিগের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হয় নাই, তাঁহারা তাঁহারদিগের নিকট বন্ধু রবর্ট ওডৌডা সাহেবের দ্বারা বাদিনী, ডেবিড এণ্ড্রু এবং উইলিয়ম এন্‌লি প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত উইলিয়ম ডোএট্‌স ব্লাকিয়ার যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার নিকটবর্ত্তি শিয়ালদহ নামক স্থানে বাস করিতেন, এবং এক হাজার আট শত তিয়ান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১০ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

E. H. SIMS,
Attorney.

ই, এইচ, সিম্‌স।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৩ মে ১৮৫৭।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডি সিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি আরশা পরগণার কৃষ্ণনগরের মুসতি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও [illegible] ক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশানচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষাদি আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৩ তেরোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশানচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন।
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ [illegible]

অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্রালয়ে অথবা মিস্টর্স উইলহণ্ট এম, থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৫ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই কলিকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতির শৃঙ্খলা কিছুই নাই যে খানে বাজার সেই খানেই ভদ্রলোকের বাস, বিশেষতঃ বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে তাহাতে অনেকে সুপথ পরিহার পূর্ব্বক তাহারদিগের কুহকচক্রে পতিত হইয়া কুমার্গে কলঙ্ক [illegible] এই রাজধানীতে ক্রমে যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোক মাত্রেরই অন্তঃকরণে ভয় জন্মিয়াছে, এখন পল্লীপথ বা গলি নাই যেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাস স্থান দৃষ্টিগোচর না হয়, মদ্যপান ধূম্রপান গুলি গাঁজা ছররা টান ইত্যাদি টান পানের ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে, দুষ্ট দুরাত্মা তস্কর প্রতারক ঠক ইত্যাদি অসদ্বৃত্তোপযোগি কুলোকেরা বেশ্যাগারেই বাস করে, অতএব বেশ্যাদিগকে শাসন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে, পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে বেশ্যাদিগের বাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং তাহারদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইবেক, দশ ঘটিকার পর আর কোন লম্পট বেশ্যাগারে প্রবেশ অথবা তথা হইতে বহির্গমন করিতে পারিবেন না। এই সংবাদ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া ছিলাম কিন্তু নিয়ম নট নটীর পক্ষে নিতান্ত পীড়াজনক হওয়াতে তাহা এপর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই, মান্যবর মেক্টর গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবিত পুলিস আইন মধ্যে কেবল এই মাত্র লিখিত হইয়াছে যে কোন বেশ্যাগারে যদ্যপি গোলযোগ হয় তবে তৎপল্লীস্থ তিন অথবা ততোধিক বাটীর অধিকারি সেই বিষয় পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিদিত করিবেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা নিবারণ করিয়া দিবেন এবং তথায় পুনর্ব্বার গোলযোগ হইলে প্রতিদিবস গৃহের অধিকারির বিংশতি টাকা দণ্ড করিবেন বটে কিন্তু ইহাতে বেশ্যাদিগের [illegible] মিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট হইব[illegible] কথা কিছুই উল্লেখ হয় নাই, গবর্ণ[illegible]ণ্ট লম্পট নট ও বারবিলাসিনীদি[illegible]কে সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ক[illegible]তেই নগরমধ্যে লাম্পট্য দোষে[illegible] আতিশয্য হইয়াছে।

আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম [illegible] বিদ্যোৎসাহিনী সভার মেম্বর মহা[illegible]য়েরা এই বিষয় লইয়া গত শনিবা[illegible] দিবসীয় সভায় গুরুতররূপে আন্দো[illegible]লন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপ[illegible] সমাজে এক আবেদন পত্র প্রের[illegible] করিবেন তাহাও প্রস্তুত হইয়া[illegible] কিন্তু নিশ্চিতাবধারণ কিছুই হয় না[illegible] আগামি শনিবাসরীয় সমাজে ঐ [illegible]স্তাব পুনর্ব্বার উত্থাপিত হইবেক।

৯ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক[illegible]লের সেনারা আলিগড়ের দুর্গ অ[illegible]কার করিয়াছে, কিন্তু কোন আ[illegible]সর কি ইউরোপীয় লোকের প্র[illegible] নাশ করে নাই, তাঁহারা উক্ত স্থ[illegible] ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে[illegible] কি তথায় আছেন তাহার কে[illegible] নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই।

মইনপুর নগরে উক্ত দলের [illegible]য়েক শত সেনা আছে, তাহারা [illegible] উক্ত নগর অধিকার করিয়াছে, ত[illegible]কার ইংরাজেরা জীবিত আছেন [illegible] না বলা যায় না।

অযোধ্যা হইতে সংবাদ আ[illegible]য়াছে, উক্ত স্থানের দেশীয় পদা[illegible]ক সেনারা পুনর্ব্বিদ্রোহিতাচরণে [illegible]বৃত্ত হইবেক তাহার উদ্‌যোগ ক[illegible]

া ইয়া আলি খাঁ সেনা দিগকে
দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে উৎসা
দিতেছেন এমত জনরব উঠিয়াছে,
অযোধ্যা রাজ্যের প্রধান কমিস্যনর
যুত স্যার হেনরি লরেন্স সাহেব
ন্দেহক্রমে উক্ত দুই খাঁকে আবদ্ধ
খিয়াছেন এবং অযোধ্যা দুর্গ ধনা
ার রেসিডেন্সি আফিস এবং কারা
ার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় সেনা
গকে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত করি
ছেন। নগরীয় ধনি লোকেরা সি
াহিদিগের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া বহু
ল্য দ্রব্যাদির সহিত রেসিডেন্সি
াফিসে আসিয়া তথায় দুই রাত্রি
পন করিয়াছিলেন, এই সকল স
াচারের দ্বারা প্রতীতি হইতেছে
ত দিন অযোধ্যারাজ্যে বিদ্রোহা
ন প্রবল হইয়া থাকিবেক, কিন্তু প্র
ান কমিস্যনর সাহেব বিদ্রোহিদি
ার বেগ নিবারণার্থে সতর্ক ও প্রস্তু
হইয়া আছেন, তাহাতে বিদ্রোহি
নারা দিল্লী নগরে যে প্রকার অ
াচার ও রক্তপাত করিয়াছে অ
াধ্যা নগরে সেরূপ করিতে পারি
না।

ইটুয়া নগরে ৩ সংখ্যক লাইট
ম্বেলরি দলের ৭ জন বিদ্রোহি
না উপনীত হইয়াছিল, পুলিস
হরিরা তাহাদিগের বন্দুক কাড়ি
লওনের চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্রো
রা অস্ত্র ত্যাগ না করিয়া যুদ্ধোন্মু
হয়, তাহাতে উক্ত স্থানস্থিত অ
ন্য দেশীয় সেনারা সমাগত হই
গুলির আঘাতে ৫ জন বিদ্রোহি
প্রাণ নাশ করিয়াছে, এক জন
পলায়নপর হইয়াছে, আর এক জন
ধরা পড়িয়াছে।

শুনা গেল দিল্লী গেজেট পত্র স
ম্পাদক মেং হিটনি সাহেব এই বি
দ্রোহিতা ব্যাপারে হত হইয়াছেন
এবং দিল্লী গেজেট যন্ত্রালয়ের যন্ত্র
অক্ষর ইত্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে,
বিদ্রোহিরা দিল্লী ব্যাঙ্ক হইতে অনে
ক নগদ টাকা এবং প্রায় দেড়লক্ষ
টাকা মূল্যের দ্রব্য হরণ করিয়াছে,
নগরবাসি ধনি দুঃখি সর্ব্ব প্রকার
লোকেরা সুযোগ পাইলেই নগর
ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে।

পাটনাবাসি নীলকর মেং সোলা
নো সাহেবের উপর যেরূপ অত্যাচা
র হইয়াছিল তাহা সাধারণের অ
গোচর নাই, পাটনার মাজিষ্ট্রেট
মেং ব্রডহরষ্ট সাহেব অত্যাচারিদি
গের মধ্যে ১৩ জনকে আসামী
শ্রেণীভুক্ত করিয়া ২ জনকে সেশনীয়
বিচারে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেশন
জজ সাহেব সেই দুইজনের প্রতি
চিরজীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা
প্রচার করিয়া মোকদ্দমার নথি সদর
নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন,
নিজামতী জজেরা ঐ নথি দৃষ্টে মা
জিষ্ট্রেট সাহেবের অবিচার জন্য তৎ
প্রতি রুষ্ট হইয়া কমিস্যনর সাহেব
কে পুনরায় ঐ মোকদ্দমার আদ্যো
পান্ত তদারক করিয়া তাহার রিপো
র্ট পাঠাইতে লিখিয়াছেন।

সিউড়ির জজ আদালতের সিরি
স্তাদারকে পেনসন প্রদান জন্য জজ
সাহেব গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ জানা
ইয়াছেন। আপ্রিল মাসের প্রথমে
উক্ত প্রদেশে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে।

সরদার ছত্রসিংহের দুই পত্নী
গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া লাহোর
গমন করিয়াছেন. গবর্ণমেণ্ট তাঁহার
দিগকে পাথেয় ব্যয় স্বরূপে দুই শত
টাকা প্রদান করিয়াছেন, লাহোরের
ধনাগার হইতে তাঁহারা বৃত্তির
টাকা লইবেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত ফয়জাবাদে
র ডেপুটী কমিস্যনর মেং ফরবিস
সাহেব বিদায় লইয়া ত্বরায় বিলাত
গমন করিবেন।

তাড়িত বার্ত্তাবহ যোগে বোম্বাই
হইতে যে সমাচার আসিয়াছে তা
হাতে প্রকাশ হয়, শ্রীশ্রীমতী মহা
রাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ১৪ আপ্রিল দিব
সে এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

শ্রীযুত এলজিন সাহেব আগত
মেল ষ্টিমরে চীন রাজ্যে গমন করি
বেন, মান্যবর শ্রীযুত জর্জ ক্রস সা
হেব তাহার সেক্রেটরী এবং শ্রীযুত
মেং লরেন্স সাহেব তাহার প্রাইবে
ট সেক্রেটারী হইয়া সঙ্গে আসিতে
ছেন।

৩০ আপ্রিল দিবসে পার্ল্যি
মেণ্ট সভার নূতন শেসন আরম্ভ
হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হে।গোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং ননস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ নদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্ত্রামংজাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্দিনমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্যান্তর্বিরেকারসং ।।

৫৮৩ সংখ্যা।] শুক্রবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় অপ্রাপ্তবয়স্কা বিক্টোরিয়া ব্লাকিয়ার এবং জোজিন্থা ব্লাকিয়ার যাঁহারদিগের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হয় নাই, তাঁহারা তাঁহার দিগের নিকট বন্ধু রবর্ট ওডোডা সাহেবের দ্বারা বাদিনী, ডেবিড এণ্ড্রু এবং উইলিয়ম এন্‌লি প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত উইলিয়ম ডোএট্‌স ব্লাকিয়ার যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার নিকটবর্ত্তি শিয়ালদহ নামক স্থানে বাস করিতেন, এবং এক হাজার আট শত তিপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১০ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

E. H. SIMS,
Attorney.

ই, এইচ, সিম্‌স।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৩ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় রাণী শরতকুমারী দাসী বাদিনী প্রসন্ননারায়ণ দেব রাণী দক্ষিণাকালী দাসী শ্রীমতী র[illegible] ধামণি দাসী (যখন তিনি এই সম্ভ্রান্ত বিচারালয়ের অধিকার মধ্যে আগমন করিবেন) এবং শ্রীমতী কৃষ্ণ-আ[illegible] দরিণী দাসী প্রতিবাদিনী এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২২ ফিব্রুআরি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত রাজা সীতানাথ বসু যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এবং এক হাজার আট শত বাওয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৮ জুন তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্য

পি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগম সূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.
ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ANLEY & SIMS.
Attorneys.
এন্‌লি এণ্ড সিম্‌স।
উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২০ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেন্টস্ ডিপজিটরি।
কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।
আলফা।
একেশ্বর প্রতিপাদ্য গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডেনিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত অল্‌ফা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিচার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগী ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদীয় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	॥০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৴১০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵৫
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	॥০
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	১
শব্দকল্পলতিকা	১

আর, এম, বসু এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্রালয়ে অথবা মিস্যুয়ার্স উইলহণ্ট এম, থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

রাজার সৌভাগ্যে রাজ্যের সৌভাগ্য, রাজার বিপদে রাজ্যের বিপদ বিবেচনা করিতে হয়, গৃহের কর্ত্তার সহিত যে প্রকার পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সহিত প্রজারও সেইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন হইয়াছে, অতএব বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলীন অবোধ সিপাহি রাজ-শক্তির অবাধ্য হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যে গুরুতর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যের বিপদ বিবেচনা করিতে হইবেক, দুষ্ট দুরাত্মা লোকদিগের কুপরামর্শই এই অনিষ্ট ঘটনার মূলকারণ, তাহারা গগন পুষ্পবৎ আকাশভেদী এক মিথ্যা কথা রাষ্ট্র করিয়াছে, যে আমারদিগের রাজপুরুষেরা প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়াছেন, ইহাতেই মূর্খ সিপাহিদিগের মধ্যে কয়েক দল সিপাহি গবর্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া আপনারদিগের বিপদকে আপনারাই আহ্বান করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিপীলিকা শ্রেণী যেরূপ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হয়, মিরাট ও দিল্লী নগরের সিপাহি সেনারাও সেইরূপ হইয়াছে, ঐ দুরাত্মারা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অল্প অপরাধি হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে উত্তম নিয়মে আহারাচ্ছাদন ও বেতন দিয়া সমস্ত রণকৌশল শিক্ষা দিলেন এবং যে সকল সেনারা সংগ্রামজয়ী হইয়া সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন, তাহারদিগের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি করিয়া দিয়াছেন, এই ক্ষণে তাহারা সেই সমস্ত উপকারের প্রত্যুপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কোন কালেই প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং হিন্দু ও যবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ধর্ম্ম মন্দিরাদি এক প্রকার নিয়মে রক্ষা করিতেছেন, কাহারদিগের সাধ্য নাই যে বিদ্বেষভাব বশতঃ পরস্পর ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত করিতে পারে, অতএব কুচক্রকারি দুষ্ট লোকেরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে অলিক দোষারোপ করিতেছে তাহার কিছুই সত্য নহে, তাহার প্রতি প্রজামণ্ডলী কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবেন না, অধুনা রাজশত্রুদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক নরাধম অকৃত সিপাহিদিগের অত্যাচার হইতে এই দেশকে রক্ষা করা সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছে।

নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজার বিপদকে প্রজামাত্রেই আপনাপন বিপদ বিবেচনা করিবেন এবং তন্নিবারণার্থ সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হইবেন, রাজার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবেন এই উদ্দেশেই নগরবাসি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত সোমবার দিবসে মিট্রোপলিটান কালেজে প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে যে যে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা মঙ্গলবাসরীয় প্রভাকরেই প্রকাশ করিয়াছি, ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বাবু যদুনাথ চৌধুরি, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত, বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস, বাবু গৌরদাস বশাখ, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক, ডাক্তর সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তি, বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু হিরালাল শীল, বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, সম্ভ্রান্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা অবোধ সিপাহিদিগের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাহায্য প্রদানে আগ্রহ হওয়াতে সাহেবদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু ঐ পরিহাস উপহাসেরই যোগ্য, কারণ বাঙ্গালি বাবুরা যদিও সাহেবদিগের ন্যায় বাহুবল সম্পন্ন না হয়েন, তথাচ বিপদাপন্থিত কালে সাহায্য করণে সক্ষম বটেন, কারণ বিপদকালে হীনবলের দ্বারা ও মহাবলের কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিশেষতঃ ঐ সভারদ্বারা বিপদ নিবারণ নিমিত্ত সমস্ত প্রজামণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ হইয়াছে, এবং তাঁহারদিগের রাজভক্তি সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতি অল্প সংখ্যক সিপাহী বুদ্ধির বিকার বশতঃ গবর্ণমেণ্টের বিরোধি হওয়াতে অনেকের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারদিগকে উপযুক্ত রূপ শাস্তি প্রদান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি সাহেব স্বয়ং সিমুলি হইতে এক মহাদল সৈন্য লইয়া

দিল্লীরাজধানীতে আগমন করিতে ছেন।

—০০—

রাজদ্রোহি সিপাহিদিগের ভয়ে কলিকাতার পুলিস্ কমিস্যনর সাহেব কয়েক জন অতিরিক্ত পুলিস্ কনেষ্টেবল নিযুক্ত করিয়াছেন, নূতন মিলিসিয়া দলের সেনা সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সজ্জিত আছে যদি সিপাহিরা এখন কলিকাতা আক্রমণ করে তবে মিরাটের ন্যায় এ নগর লুণ্ঠন ও প্রাণি নাশ করিতে পারিবে না তাহারদিগের বেগ নিবারণে বাঙ্গালিরা যদিও অসমর্থ তথাচ নগর উপনগর বাসি সমস্ত ইউরোপীয় লোকেরা স্বরাজ্য রক্ষা জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন কিন্তু যদি অত্রনগরস্থ ২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা এবং গবর্ণমেণ্ট কৌস ট্রেজুরি বেঙ্ক টাকশাল বড়জেল এবং দুর্গরক্ষক সেনা ও গবরনর জেনরল বাহাদুরের শরীর রক্ষক দেশীয় অশ্বারোহি সেনারা বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ দেয় তবে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবেক।

চীৎপুর কাশীপুর প্রভৃতি স্থান বাসি ইংরাজেরা প্রায় সকলে শঙ্কাক্রমে উক্ত স্থান ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতেছেন, যাঁহারা কর্ম্মান্তরে যে আসিতে পারেন নাই তাঁহারা মূল্যবান্ দ্রব্যাদি এবং পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া আপনারা জলে স্থলে আছেন অর্থাৎ ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, গোলযোগ শুনিলেই নৌকাযোগে কলিকাতায় পলাইয়া আসিবেন দুরাত্মা সিপাহিরা নগরীয় লোকদিগকে এ প্রকার ভয়াকুল করিয়াছে যে গত শুক্রবারে অযোধ্যা রাজ্য হইতে ১৯ জন লোক বাষ্পীয় শকটযোগে হাবড়ায় আসিয়াছিল তাহারদিগের হস্তে লাঠী ও তলবারাদি অস্ত্র দেখিয়া হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারদিগকে বিদ্রোহি সিপাহি জ্ঞানে ধৃত করিয়া কলিকাতার পুলিস কমিস্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন, কমিস্যনর মেং ওয়াকোপ সাহেব স্বীয় লোক দ্বারা তাহাদিগকে অযোধ্যারাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।)

—০০—

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় পত্রে প্রকাশ হয়, মইনপুর নগরে যে ৪০০ দেশীয় পদাতিক সেনা ছিল তাহারা উক্ত স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী আসিয়া বিদ্রোহি দিগের সহিত যোগ দিয়াছে, কিন্তু আগমন পূর্ব্বে আফিসর বা অন্য লোকেরদের প্রতি অত্যাচার প্রকাশ করে নাই। মইনপুর ট্রেজুরি সেনাশিবির ও দুর্গ প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনারা ও জজ মাজিষ্ট্রেটী আদালতের বরকন্দাজেরা রক্ষা করিয়াছিল তাহাতেই বিদ্রোহিরা মইনপুরে লঙ্কাকাণ্ড ব্যাপার উপস্থিত করিতে পারে নাই, উক্ত স্থানবাসি জমীদারেরা ও গবর্ণমেণ্টকে লোক সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

দিল্লী নগরের বিদ্রোহিদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, বিনা রক্ষকে হস্ত্যশ্বাদি পশুরা যে প্রকার স্থির থাকিতে পারে না তদ্রূপ সেনারাও সেনাপতি বিনা দীর্ঘকাল একবাক্য থাকে না, বিদ্রোহিরা ইতিমধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ করিয়াছে এবং অনেকে বিলুণ্ঠিত সম্পত্ত্যাদি গ্রহণ পুরঃসর স্বস্ব নিলয়ে চলিয়া যাইতেছে।

কাপ্তেন রাটেরি সাহেবের অধীন শীক সেনাদলের এক অংশ দুইজন লেপ্টেনেণ্টের অধীনে শিউড়ী হইতে পাটনা গমন করিয়াছে।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ইঙ্গিয়া গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করিয়াছেন।

—০০—

জেনোবিয়া ইষ্টিমরে মান্দ্রাজের ফিউসিলীয়র দলের সেনারা গত শনিবারে এতন্নগরে উপনীত হইয়া গত রবিবারে ইষ্টিমরযোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছে। মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক পদাতিক দলের সেনারা ওরিএণ্টেল ইষ্টিমর আরোহণে রাঙ্গুণ হইতে রাহি হইয়াছে বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় উপনীত হইতে পারিবে।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা, সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

ামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
স্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

সত্য—
উ— মুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্গ্রামংজাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
ভোক্তুং কর প্রোদ্দিয়পোদবে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তি চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮-৩র খ ॥ নক্তং চন্দ্র ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৯ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।
॥ অদ্যো

সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যা] আপন

—০০—

যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহারদিগের মাতা ও বিষয় রক্ষাকারিণী উক্ত শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী দ্বারা বাদি। এবং গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় যিনি জিলা হুগলির অন্তঃপাতি জনাই গ্রামে বাস করিতেন, একজন জমীদার ছিলেন, এবং এক হাজার আট শত তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফিব্রুআরি তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মুখে, প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচার-মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

P. J. PAUL.
Complanant Attorney.
পি, জে, পাল।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

—০০—

যে মোকদ্দমায় রাণী শরতকুমারী দাসী বাদিনী প্রসন্ননারায়ণ দেব রাণী দক্ষিণাকালী দাসী শ্রীমতী রাধামণি দাসী (যখন তিনি এই সম্ভ্রান্ত বিচারালয়ের অধিকার মধ্যে আগমন করিবেন) এবং শ্রীমতী কৃষ্ণ-আদরিণী দাসী প্রতিবাদিনী এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২২ ফিব্রুআরি তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত রাজা সীতানাথ বসু যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এবং এক হাজার আট শত বাওয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৮ জুন তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্য

TORN PAGE(S).

পি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগম সূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

ANLEY & SIMS.
Attorneys.

এন্‌লি এণ্ড সিম্‌স।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২০ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পূর্ণাবধৈ না জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা এক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদ্যপি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে এই যন্ত্রালয় অথবা মিস্টার্স উইলহণ্ট এম, থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করিলে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

মিট্রোপলিটান কালেজে হিন্দুদিগের প্রকাশ্য সভায় যে প্রস্তাবাদি অবধারিত হয় আমরা তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি পরন্তু সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব সেই সকল প্রস্তাব পত্র সহযোগে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করাতে শ্রীশ্রীযুত পরমপুলকিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন আমরা তদনুবাদ সাতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

নম্বর।
১০০৪।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর
সমীপেষু।

২৬ মে ১৮৫৭ সাল।
হোম ডিপার্টমেণ্ট।

মহাশয়!

আপনি হিন্দুদিগের এক প্রকাশ্য সভার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সভার নির্দ্ধারিত প্রস্তাবাদি সম্বলিত আমাকে গত দিবস যে পত্র লিখিয়াছিলেন আমি গবরনর জেনরল ও হজুরকৌন্সেলের আদেশানুসারে তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

২। হজুর [illegible] ছে, বিনা রক্ষকে হস্ত্যাশ্বাদি [illegible] যে প্রকার স্থির থাকিতে পারে [illegible] রূপ সেনারাও সেনাপতি বিনা [illegible] ল একবাক্য থাকে না, বিশেষতে [illegible] মধ্যে পরস্পর বিবাদ [illegible] করিয়াছে এবং অ[illegible] পূর্ব্বক তাত সম্পত্ত্যাদি গ্রহণ [illegible] রাজার প্রতিনিধি [illegible] নদভিপ্রায় প্রকাশন রাটেরি সাহেব বিশেষ সন্তোষ এনাদলের এক অ[illegible], বিশেষতঃ অপর [illegible] ন্টের অধীনোপাধি সৈন্য গণের ও [illegible] বিদ্রোহি সমস্ত প্রজা-মণ্ডলীর র[illegible] ক্তির প্রতি যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস [illegible] র্ণমেণ্ট হিন্দু এবং মুসলমান প্রজা[illegible] দিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণের যে অলীক ও মিথ্যা জনরব উত্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস [illegible] এবং দেশের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা সংস্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যেরূপ সহায়তা করা আবশ্যক তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অনুধাবন করাতে শ্রীশ্রীযুতের আরো আনন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। হিন্দুগণ এই সমস্ত সদভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করাতে গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল তাঁহারদিগকে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে নমস্কার জানাইতেছেন, এবং একাল পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা ক্রমানুগত সুসিদ্ধ হইয়াছে পুনর্ব্বার তাঁহারদিগের বিশ্বাস-জননার্থ ব্যক্ত করিতেছেন যে প্রজাদিগের জাতি ভেদ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়েও বিশ্বাসের প্রতি একাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে [illegible] হজুর [illegible] পাঠে পর [illegible] দশীয় সে- [illegible] সিপাহি [illegible] মহান [illegible] হিন্দু মণ্ডলী [illegible] পূর্ব্বক [illegible] রাজার [illegible] সম্ভোগ ক [illegible] ॥ নক্তং চন্দ্র [illegible] ॥ অদ্যোদ [illegible] সংখ্যা।

[illegible] ধর্ম্ম সং [illegible] সময় বিষয়ে [illegible] উদ্ধরিয়াছেন [illegible]

৪। [illegible] দ্রোহোপস্থিত হইয়াছে [illegible] রণ এবং যে সকল সিপাহি [illegible] র্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া নির্দ্দয় [illegible] ত্যাচার প্রচার পূর্ব্বক মনুষ্য স্বভাবের প্রতি কলঙ্কারোপণ পূর্ব্বক গুরুতর-রূপে অপরাধি হইয়াছে তাহারদিগের প্রতি উচিত দণ্ড বিধান নিমিত্ত বিশেষ সদুপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৫। প্রাগুক্ত সভার প্রস্তাবাদি এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের জাতীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রজামণ্ডলীকে বিতরণ করণের যে অভিপ্রায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে গবরনর জেনরল বাহাদুর ওহজুর কৌন্সেল সম্পূর্ণ-রূপেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতেছেন।

আমি মহাশয়ের বিশেষ চিহ্নিত ও অতি বাধ্য।

স্বাক্ষরিত সিসিল বিডন।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

কৌন্সেল চেম্বর।
২৬ মে ১৮৫৭।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-হইতে বিদ্রোহিতা-বিষয়ক নানাপত্র আসিয়াছে, নিম্নে তাহার স্থূলমর্ম্ম উদ্ধার করা গেল।

শুনা যাইতেছে ভরতপুরের মহারাজের সেনারা মথুরানগরের নিকটে ৩ সংখ্যক লাইটকাবেলারি দলের ৩০০ বিদ্রোহি সেনার প্রাণ নাশ করিয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লেখেন আলাহাবাদস্থ ৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের সেনারা বিদ্রোহি হইয়াছে, এরূপ যে সমাচার প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সত্য নহে, উক্ত দলের সেনারা অদ্যাপি কোন বিদ্রোহিভাব প্রকাশ করে নাই।

২০ মে রাত্রিতে আগ্রাস্থিত দেশীয় পদাতিকদলের কোন বিদ্রোহি সেনারা গোপনে তথাকার চিকিৎসালয়ে অগ্নি ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে সমুদয় হসপিটাল বাটী দাহ হইয়া গিয়াছে, অগ্নিদাতা সিপাহী অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।

এক সংখ্যক ইউরোপীয় দলের সেনারা ডগসাই হইতে অম্বালা নগরে গমন করিয়াছে, বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থ তাহাদের মনে এরূপ উৎসাহ জন্মিয়াছে, যে এক দিবসের মধ্যে তাহারা বিংশতি ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়াছিল।

জনরবে প্রকাশ হয়, দিল্লীর রাজা ঝিন্দদেশের রাজাকে বিদ্রোহি সিপাহিদিগের পৃষ্ঠ বল হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কয়েকজন অশ্বারোহি সিপাহি ঐ অনুরোধ পত্র লইয়া ঝিন্দরাজের নিকট গমন করে, তৎকালে রাজা স্বীয় সেনাদিগের রণকৌশল দর্শন করিতেছিলেন, দিল্লীরাজের পাঠান্তে তিনি পত্রবাহক সিপাহিদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন এবং বাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়।

বিদ্রোহি সেনারা পাতিয়ালা মহারাজকে তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করণ নিমিত্ত যে সকল পত্র লিখিয়াছিল, তাহা তিনি প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ফিরোজপুর-বাসি ইংরাজেরা ২১ মে দিবসে এরূপ অমূলক জনরব তুলিয়াছিলেন, যে বিদ্রোহি সেনারা উক্ত স্থানের সন্নিহিত নদী পারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদ নগরময় প্রচার হইলে উক্ত স্থান-বাসি নমস্ত লোকেরা মহা শঙ্কিত হইয়া মূল্যবান দ্রব্যাদির সহিত জজ সাহেবের কাছারিতে আসিয়া আশ্রয় লয় এবং উক্ত স্থানের শীক সেনারা সকল ছারিতে আসিয়া উপস্থিত হয় ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে, তথাকার ডিপুটি কালেক্টর মেং উকার সাহেব মহাসল হইতে ঐ দিন সায়ংকালে ফিরোজপুরে প্রত্যাগমন করিয়া ব্যক্ত করেন, যে বিদ্রোহিদিগের আগমন সংবাদ সংপূর্ণ অলীক।

কলিকাতা নগরের আসেসর অর্থাৎ টাক্স নির্দ্ধারক শ্রীযুত মেং বা[illegible] সাহেবের প্রতি হুইল টাক্সের কার্য্যভার প্রদানার্থে কলিকাতা নগর শে[illegible] ভাকারক কমিস্যনর তাঁহাকে পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদপেক্ষা পৃথক এক শত টাকা মাসিক বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতেও [illegible]

TORN PAGE(S).

উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ না করি
কমিস্যনরেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত
মানসে গবর্ণমেণ্টে ঐ বিষয়
য়াছিলেন, তাহাতে উক্ত না
শঙ্কা পাইয়া হুইল টার্ণের কা
ভার গ্রহণাঙ্গীকার করিয়াছেন।

২৭ মে বেলা ২ প্রহর ৩ ঘটিকা
মেয়ে দমদমার বারুদখানায় অগ্নি
যোগ হইয়াছিল, বারুদের ধূম
নে ও গৃহভঙ্গ শব্দ শ্রবণে ইউ
পীয় সেনারা বিদ্রোহি সিপাহি
গের সমাগম বিবেচনায় অস্ত্রশস্ত্র
ণ পূর্ব্বক এককালে যুদ্ধার্থ সসজ্জ
পরে প্রকাশ হইল যে সিপাহি
বিদ্রোহিতাচরণ উপস্থিত করে
ই, হঠাৎ বারুদালয়ে অগ্নি সং
গ হইয়াছে. এই সংবাদ জ্ঞাত
য়া ইউরোপীয় সেনারা যুদ্ধবেশ
গ পূর্ব্বক দুইটা দমকল লইয়া
ত পরিশ্রমে ঐ প্রবলানল নির্ব্বাণ
রে. এই অগ্নিযোগে অধিক বারুদ
অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী নষ্ট বা অ
ক গৃহ ভঙ্গ হয় নাই, কেবল ঐ
গেজিন সংক্রান্ত দুই জন বাঙ্গালি
র্ম্মচারি মৃতপ্রায় হইয়াছে।

রুষ বাদসাহের ভ্রাতা গ্রাণ্ড
উককনেষ্টাণ্টাইন ফ্রেঞ্চ বাদসাহে
সহিত সাক্ষাৎ করণান্তে লণ্ডন ন
র পমন করিবেন এমত অভিপ্রায়
কাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ নগরের প্রদর্শন ১৬
দিবসে সমাধা হইয়াছে, তাহা
দর্শনার্থে বহুজন সমাগম হইয়া
ছিল।

রেবরেণ্ড শ্রীযুত ডাক্তর ডব
সাহেব নিমতলাস্থ ফ্রিচার্চ্চ ইনিষ্টি
টিউসন নামক বিদ্যালয়ের নিকটে
বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ
য়ের বাটীতে এক বালিকা বিদ্যালয়
স্থাপন করিয়াছেন।

নসিরাবাদ হইতে আগত পত্রে
প্রকাশ হয়, উক্ত স্থান বাসি এক
ব্যক্তি এক রমণী এবং তাহার পুত্র
ভর্ত্তার প্রাণ সংহার করিয়াছে, পুলি
স কর্ম্মচারিরা তাহাকে ধৃত করিয়া
মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাই
য়া দিয়াছেন।

শ্রীগুতি নগরে এক বুলক ট্রেন
এজেনসি আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

বুসাহর হইতে দুই দল ইউরো
পীয় সেনা এতন্নগরে আগতপ্রায়
হইয়াছে, তাহারা এতন্নগরে উপস্থি
ত হইবা মাত্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে
প্রেরিত হইবে।

প্রেরিত পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণেষু।

সারতত্ত্ব।

পদ্য।

অসার সংসারে এই, নিত্য কিছু নয়।
একমাত্র নিত্যধন, জানিবে নিশ্চয়॥
এ
ছে, বিনা রক্ষকে হস্ত্যাশ্বাদি
মায় যে প্রকার স্থির থাকিতে পারে
ভ্রম রূপ সেনারাও সেনাপতি বিন
দায়, প্রায় একবাক্য থাকে না. বিষ
আপনি ত মধ্যে পরস্পর বিবাদ
রতন ভাবি স্ত করিয়াছে এবং অ
সকলি বৃথা ত সম্পত্ত্যাদি গ্রহণ
এই বেলা, দি লয়ে চলিয়া যাইতেও॥
জেনে শুনে
পাপ ঘোরে বৈপ্তন রাটেরি সাজে।
জানমা কম্পিল নাদলের এক ত॥
যিন সর্ব্ব মূলাধারষ্টের অবীনে।
দিবা নিশি, ভক্তিভাবে মন ক্ষ্ভীরে মন॥
ভীমতর ভবনদে, যে কা পার।
ডেকে হেঁকে, মনে মনে, নাম লও তাঁর॥
আসিয়া করাল কাল, ধরিবে যখন।
কোথা রবে, ধন জন, জীবন যৌবন॥
যখন আয়ুর শেষ, হইবে তোমার।
সে সময়ে, বিভু বিনা, গতি নাই আর॥
এখনো যদ্যপি থাকে, ভ্রম তব মনে।
চরমে পরম পদ, পাইবে কেমনে॥
মিছে মিছি, কাল আর, কোরোনা হরণ।
কুপথ ছাড়িয়া কর, সুপথে ভ্রমণ॥
নানা জনে, নানা মতে, নানা কথা কয়।
কিছু কিছু নয়, তার, কিছু কিছু নয়॥
আর তুমি কোন কথা, শুননাকো কাণে।
ভাব আর ভক্তিভরে, ভজ ভগবানে॥

শ্রী আশুতোষ দাস কর।
সাং হোগোলকুঁড়ে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামং মতদ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮২৬ সংখ্যা] বুধবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২০ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

তবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

আগামি শনিবার যামিনী ৭ সপ্তম ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস কারণ এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয় নাই, তাহা নিরূপিত নিমিত্ত" লেক্চিয় নে
টিব কৌশলে যে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

সরসনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ রায় মহাশয় শৈশবকালাবধি মহাবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ডাক্তর মেং ক্লেমনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার ঢাকা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর মেং ক্লেমনট সাহেব পরলোক গমন করিলে দুর্গাচরণ-বাবু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি কলিকাতার পাথরিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল পীড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প কালের মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতি কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
সাং জানবাজার।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।
৮৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিস্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপাসের ঘোড়ার সজ্জা ১ প্রস্থ ২৫

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উ[illegible] এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

TORN PAGE(S).

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্র
র্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত
ছে।

ভারতচন্দ্র রায়গুণা রের জীবন চরিত।	……১৲
কেতিহাস	……॥০
ভবিলাসিনী	……।০
তাবিলাপ লহরী	……॥০

জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট অশুভক্ষণে বন্দুকের টোটায় চরবি মিশ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেই এতদ্দেশীয় সিপাহিদলের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, অধুনা আমারদিগের সেই অনুমানই সত্য হইল। উত্তর পশ্চিম রাজ্য মধ্যে তাহা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল, পরিণামে কি হইবেক এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যন্ত্রযোগে যে সংবাদ আসিয়াছিল তাহা আমরা গত বাসরীয় পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, দিল্লী মিরাট প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম ভাগের ডাকবন্ধ হওয়াতে বিস্তারিত সংবাদ আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, গবরনর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলের মেম্বরগণ এবং সেক্রেটারী সা [illegible] উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তি সাহেবেরা দুই দিবস ডাকঘরে গমন করিয়াছিলেন, সংবাদ পাইবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয় সংবাদ কিছুই আইসে নাই, যাহা আসিতেছে তাহাতেই এতদ্দেশীয় সিপাহিদিগের পরাক্রম ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, এবং বিদ্রোহিদলের সহিত অন্যান্য সিপাহি সেনারাও সংযুক্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিতেছে, তাহারা দিল্লী ব্যাঙ্ক লুট করিয়া প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে তাহারদিগের ধনাভাব হইবেক না।

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি জেনরল এন্সন সাহেব এই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে সিমুলিয়া শিখরে শীতল বায়ু সেবন করিতেছিলেন, অধুনা উপস্থিত বিদ্রোহ জন্য সেই সুখে বঞ্চিত হইয়া কয়েক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী নগরাভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হইয়াছেন, প্রখর প্রভাকর করে তাঁহার মস্তক উষ্ণ হইয়াছে, তিনি এতদিনে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই, ফলতঃ বিনাযুদ্ধে অবাধ্য সিপাহিদিগকে দমন করিতে পারিবেন না, তাহারা যখন সেনানিগণকে হত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অবহেলন পূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রমে তাহারদিগের দল বল বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেক তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই ঘটনাকে অত্যন্ত বিলাপজনক বলিতে হইবেক, ইহাতে অকারণ নিরিহ প্রজাকুল হইতেছে, কারণ যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইলে কাহার দ্বারা রাজ্য রক্ষা পাইবেক?

সেনাবলীর দ্বারা বিদ্রোহ ঘটনা উপস্থিত হওনাপেক্ষ রাজ্যে গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই, কোন সংগ্রাম সময়ে এইরূপ ব্যাপার হইলে রক্ষা থাকিত না।

যে সকল মহাত্মাগণ এদেশের প্রধান সেনাপতি ও গবরনর জেনরলের পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন তাঁহারা তাবতেই এতদ্দেশীয় সিপাহিদিগের সাহস পরাক্রম এবং সুশিক্ষার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহারদিগের সহায়বলে আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই ভারতবর্ষে বিবিধ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন, অতএব এইক্ষণে কি কারণবশতঃ ঐ সিপাহি সেনারা হঠাৎ অবাধ্য হইয়া রাজবিরোধি হইল তাহার নিগূঢ় কারণানুসন্ধান করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক।

পরন্তু বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ সহযোগে প্রাগুক্ত অনিষ্ট ঘটনার যে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ সংক্ষেপে সঙ্কলন ও একত্র করিয়া ইংরাজী পত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের পত্র প্রমাণে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

১০ মে রজনীযোগে মিরাটস্থ ৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দল এবং ১১ ও ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা হঠাৎ যুদ্ধ সজ্জায় শিবির হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমোদ্যমেই শেষোক্ত সংখ্যক দলের কা

মিস্ট্রেস চেম্বর্স ও ১১ সংখ্যক দলের কর্ণেল ফিনিস, ৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের লেপ্টেনাণ্ট মাক্নাব, উক্ত দলের রাইডিং মাষ্টারের পুত্র, ঐ দলের ডাক্তর ফিলিপস, ২০ সংখ্যক দলের লেপ্টেনাণ্ট হেণ্ড্রসন, স্কুল মাষ্টার মেং ট্রিগিয়ার, ৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের মেং ডাসল ও তৎপত্নী, ২০ সংখ্যক দলের লেপ্টেনাণ্ট প্যাটেন, ঐ দলের কাপ্তেন টেলর, কতিপয় আর্টিলরি রিক্রুট, দুইজন তোপ চালক, ৬০ সংখ্যক রাইফেল দলের ২ জন সেনা ও দুইটী রমণী এবং এক প্রাচীন সেনানতোগী প্রভৃতি বহুতর সাহেব বিবির প্রাণ এবং ৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের লেপ্টেনাণ্ট ক্রিষ্টি, পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের লেপ্টেনাণ্ট একফোর্ড এবং ২০ সংখ্যক দলের এনসাইন লুইস সাহেবকে গুরুতর আহত করণান্তে জেলখানার দ্বার ভাঙ্গিয়া ৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের কারাবদ্ধ সিপাহিদিগকে এবং অন্যান্য প্রায় তিন শত কারাবাসিদিগকে মুক্ত করিয়া দিল্লী আগমন করে।

উক্ত রাত্রে মিরাটস্থ ইউরোপীয় অশ্বারোহি সেনা ও কারবাইনর সেনারা ৬০। ৭০ জন বিদ্রোহি স্যাপর মাইনরদিগের প্রাণ নাশ করিয়াছিল।

৩ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের ৫০ জন সেনা ও ১১ সংখ্যক দলের ১৫০ জন সেনারা বিদ্রোহি হয় নাই, স্যাপর মাইনর দলের অবশিষ্ট যে দুই কোম্পানি সেনা মিরাটে আছে, তাহারদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, অধুনা মিরাটে আর কোন গোলযোগ নাই।

দিল্লী হইতে সমাচার আসিয়াছে যে দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সকল লুঠ করিতেছে, তথায় কতকগুলীন ইংরাজের প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই।

দিল্লী নগরে যে সকল ইউরোপীয় লোক ছিলেন তন্মধ্যে কেবল ১০। ১২ জন মাত্র কোন জমীদারের সহায়তায় আলীগড়ে আসিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারদিগকে মিরাটে আনয়নার্থ একদল অশ্বারোহি সেনা প্রেরিত হইয়াছে।

কাপ্তেন ডি টিসিয়ার সাহেবের অধীন গোলেন্দাজ সেনারা বিদ্রোহি হয় নাই, তাহারদিগের সহায়তায় কয়েকজন আফিসরের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুর ৩ দল সেনা সহিত দ্রুত গমনে সিমলা হইতে আসিতেছেন, এবং পাতিয়ালা, ভরতপুর ও বিন্দদেশের মহারাজগণ স্বীয় স্বীয় সেনা ও তোপ প্রদান করিয়াছেন, গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া বাহাদুর তাঁহার সমুদয় অশ্বারোহি ও পদাতিক এবং শরীর রক্ষক সেনা ও তোপ, গোলা, বারুদ প্রভৃতি প্রচুর সমর সামগ্রী পাঠাইয়াছেন, এই সকল সেনারা উপনীত হইলে দিল্লী নগর সেনা দ্বারা বেষ্টিত হইবেক, বিদ্রোহিরা এই সকল সেনাদিগের সহিত সম্মুখ সমরে স্থায়ি হইতে পারিবে এমত বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তাহারাও দিল্লীর দুর্গে অনেক তোপ গোলা ও বারুদ পাইয়াছে, তাহাতে দুই একদিন যুদ্ধ করিতেও পারে এমত সম্ভাবনা বটে।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মার্সেল আইন জারী করিয়াছেন।

পরন্তু বারাকপুরের সংবাদ দ্বারা জানা গেল যে গত সোমবার প্রাতে গোরা সেনারা কয়েকটা তোপ সহিত অতি বেগে কলিকাতা হইতে বারাকপুরে গমন করিয়াছে, উক্ত দিবস রজনীযোগে তথায় ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছে, বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়া আমরা পরে প্রকাশ করিব।

কলিকাতার টৌনমেজর সাহেব দুর্গ দ্বারের প্রহরী সংখ্যা দ্বিগুণ ও আফিসরদিগের গৃহে গোরা প্রহরী নিযুক্ত এবং গোরা সরজেণ্টদিগকে পিস্তল প্রদান করিয়াছেন, তৎকারণ এই যে দুর্গ বহির্ভাগে ২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের ৫০০ সেনা ছাউনি করিয়া আছে, তাহারা দুর্গ দ্বারের শান্ত্রিদিগের সমক্ষে দুর্গাধিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল, শান্ত্রিরা ঐ কথা টৌনমেজরের নিকটে কহিবায় তিনি রাত্রিকালে দুর্গের দ্বার চতুষ্টয়ের কবাট উঠাইয়া গোরা সেনাদিগকে দুর্গ প্রাচীরের উপর সমস্ত রাত্রি প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তোপ সকল সসজ্জ ছিল, সৌভাগ্য বশতঃ রাত্রি মধ্যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই, সোমবার প্রাতে উক্ত পাঁচ শত সেনার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন।

এই কালে চাণকের দেশীয় পদাতিক সেনারা যদি পুনরায় বিদ্রো

তা উপস্থিত করে তবে নগর ও উপ নগরবাসি প্রজারা মহাবিপন্ন হইবে, তাহারদিগের বেগ নিবারণোপযোগি ইউরোপীয় সেনা এইক্ষণে কলিকাতায় নাই। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সাঁওতালীয় বিদ্রোহিতায় শিক্ষা পাইয়াও যে সাবধান হন নাই তাহারি ফল ভোগ হইতেছে।

নগরে জনরব উঠিয়াছে বারাকপুরের দেশীয় সেনারা পুনরায় বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়াছে এবং দমদমার আর্টিলরি দলের সরজেণ্ট মেজর রাত্রিযোগে গুপ্তরূপে আহত হইয়াছেন।

দমদমা হইতে একদল আর্টিলরি চাণকে আসিবেক, তাহারদিগের শিবির বারাকপুরে আসিয়াছে।

গত সোমবারে এই নগরস্থ আর্মটি কোম্পানিরা অনেক পুরাতন বন্দুক, পিস্তল, তলবার, প্রভৃতি পুরাতন অস্ত্র নীলামে বিক্রয় করিয়াছেন।

কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে গোলাঘাট প্রদেশের অনেক প্রজা নাগা নামক দস্যুদিগের উৎপাতে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাকার শান্তিরক্ষা করা দস্যু ধৃত করণাক্ষম হইয়া ঘোষণা দিয়াছিলেন "নাগা দস্যুদিগের দলপতিকে যে ধৃত করিতে পারিবে, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে ২০০ টাকা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবেক,, পুরস্কার প্রাপ্তি লোভে সংপ্রতি কোন গুপ্তসূচক কয়েকজন নাগা সর্দারকে ধৃত করিয়াছে, অদ্যাপি তাহাদের অপরাধের বিচার হয় নাই।

মান্দ্রাজ হইতে এক দল ফিউসিলিয়র সেন জেনোরিয়া ষ্টিমরে কলিকাতায় আসিতেছে।

পারস্য রাজপ্রতিনিধি ফিরোক খাঁ পেরিস নগরে ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি লার্ড কৌলি সাহেবের সহিত যে সন্ধি ধার্য্য করিয়াছিলেন ঐ সন্ধিপত্র পারস্যরাজ সংপ্রতি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

মহারাণীর ১৪ সংখ্যক ড্রাগুণ দলের কতকগুলীন সেনা বুসাহর হইতে বোম্বাই নগরে আসিয়াছে।

অযোধ্যার প্রধান কমিসানর হেনরি লরেন্স সাহেব এক গ্রাণ্ড মিলেটরি দরবার করিয়া যে সকল দেশীয় সেনা ও সেনাপতিরা বিদ্রোহি সেনাদিগকে দমন করণে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিল তাহারদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন।

টেনাসরিম ও মৌলমেন প্রদেশে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে টেনাসরিম রাজ্যের প্রধান কমিসানর সাহেব তথাকার রাজকর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন, গবরনর জেনরল বাহাদুর তদনুসারে উক্ত রাজ্যের মফঃসল ও নগর পুলিস এবং জেলখানার বরকন্দাজদিগের বেতন বৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়াছেন।

আগ্রা নগরস্থ সেনাদল মধ্যে অদ্যাপি বিদ্রোহিতা সূত্র উত্থাপন হয় নাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর তথায় আছেন, ওল উঠা ও বসন্ত রোগে অনেক সেনা নাশ হইয়াছে।

পারসিয়া হইতে দুই দল ইউরোপীয় সেনা এককালে কলিকাতায় আসিতেছে।

পঞ্জাবের প্রধান কমিসানর স্যার জন লরেন্স সাহেব সার্ব্বজনিক বিদ্রোহিতা দৃষ্টে অগ্রিম সাবধান হইতেছেন।

সংপ্রতি কয়েক দিবস বারি বর্ষণ হওয়াতে পৃথিবী এক প্রকার শীতল হইয়াছিল, এবং ওলাউঠা রোগেরও অনেক হ্রাস হয়, পুনর্ব্বার যে রূপ গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে তাহাতে জীবমাত্রেরি প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়াছে, বেলা অবসান সময়ে আকাশমণ্ডলে ঘন ঘন ঘন নাদ করিতে থাকে বটে, ফলতঃ তাহাতে বিন্দু মাত্র বর্ষণ না হইয়া কেবল গ্রীষ্ম বৃদ্ধি করে, ওলাউঠারও পূর্ব্বমত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা হউক, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে আরো অনিষ্টের বৃদ্ধি হইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাত্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারমং ।।

৫৮২৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় অরিজিনেল বিল দ্বারা আনা মেরিয়া বালিন বাদিনী, জয়গোপাল দত্ত আনেলটী ওয়াইট প্রতিবাদী এবং রিবাইবর বিল অর্থাৎ পুনরাপিত বিলের দ্বারা আনামেরিয়া বালিন বাদিনী এবং মৃত জয়গোপাল দত্তের বিষয় ও বিভবাদির উত্তরাধিকারী পুত্র চুণিলাল দত্ত প্রতিবাদী এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফিব্রুআরি তারিখে যে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এবং প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে মহানগর কলিকাতাস্থ উক্তসুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তর খানায় ১৫ জুন তারিখে নিম্ন লিখিত ভূমি সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রীত হইবেক।

লাট নম্বর ১। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের গেঁড়া তলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান ২।৩ দুই বিঘা আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা পূর্ব্বে ও এইক্ষণে নিম্ন লিখিতরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে কোম্পানি বাহাদুরের এক গলিপথ যাহা সাবেদ সালির লেন নামে বিখ্যাত। দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা।

২ দফা। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত মহানগর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের জেলিয়াটুলির সায়েদ সালির লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান ।১৸ ছয় কাঠা তিন ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা পূর্ব্বে ফাকু পাটোয়ারের সম্পত্তি ছিল এবং এইক্ষণেও তাহার সম্পত্তি আছে, উত্তর দিগে এক খণ্ড ভূমি পূর্ব্বে ও এইক্ষণে সেখ [illegible]লির সম্পত্তি আছে এবং প[illegible] দিগে এক খণ্ড ভূমি যাহা [illegible] এবং এইক্ষণে জয়গোপাল দ[illegible] সম্পত্তি আছে এবং দক্ষিণ [illegible] কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বে মেছুয়াবাজারের জেলিয়াটুলির [illegible]ল ও তন্মধ্য স্থিত অপর যে খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনু ৴৪ চরি কাঠা তাহা কিছু কমী বা বেশী হউক তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে খণ্ড ভূমি যাহা পূর্ব্বে মৃত নিমুখের সম্পত্তি ছিল, দক্ষিণদিগে খণ্ড ভূমি যাহা মৃত জোপেন্স [illegible]য়ারের সম্পত্তি। পূর্ব্বদিগে [illegible]লেন অথবা পথ যাহা পূর্ব্বে ও [illegible]ক্ষণে কাশীনাথ মল্লিকের স[illegible] এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য [illegible] যাহা সায়েদ সালিস লেন না[illegible] খ্যাত।

লাট নম্বর ২। বিশেষতঃ [illegible]ক্ত লাট নম্বর ৩ ভূমির সান্নিধ[illegible]র ভাগে যে ভূমির কথা পশ্চ[illegible]

ত হইল. অপর এক খণ্ড ভূমি অনুমান ॥২ বারো কাঠা তাহা কমী হউক বা বেশী হউক তাহা বায়ু সেবনের স্থান ও আস্তাবল ত নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহা পে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দিগে এক খণ্ড ভূমি যাহা পূর্ব্বে ধ্যারাম ঘোষের সম্পত্তি ছিল এইক্ষণে গঙ্গানারায়ণ দত্তের ত্ত হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে এক পথরা বসতি বাটী যাহা প্রাণ্ডক্ত র বাটী নামে বিখ্যাত এবং দিগে এক বাটী নামে বিখ্যাত পূর্ব্ব দিগে এক বাটী যাহা পূর্ব্বে রায়ণ কবিরাজের সম্পত্তি এইক্ষণে বিশ্বম্ভর সেনের সম্প ছে এবং পশ্চিম দিগে এক ণ্য রাস্তা যাহা পাতুরিয়াঘাটা নামে বিখ্যাত এবং এক বাটী পূর্ব্বে মৃত রামহরি বশাখের নামে বিখ্যাত এবং এইক্ষণে রামহরি বশাখের বাটী নামে বি হইয়াছে।

ট নম্বর ৩। বিশেষতঃ পূর্ব্বো নগর কলিকাতার সুতানুটির রিয়া ঘাটা স্ট্রিটের শামিল ও স্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত না গৃহ অথবা বসতি বাটী ও র সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ অনুমান ॥ ছয় কাঠা তাহা মী হউক বা বেশী হউক তাহা প্র চতুঃসীমাবদ্ধ যথা উত্তর এক খণ্ড ভূমি যাহা ২ দুই গ্র াটের ভূমি নামে বিখ্যাত দিগে শ্রীযামাচরণ চট্টো এবং বৈষ্ণবচরণ আঢ্যে নলাল আঢ্য, বিশ্বনাথ পাইন এবং লালমোহন রায় ই হারদিগের সম্প ত্তি। এবং পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ভূমি যাহা পূর্ব্বে দর্পনারায়ণ কবিরাজ ও কালীদত্তের সম্পত্তি ছিল এবং এই ক্ষণে প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পত্তি হই য়াছে, এবং পশ্চিম দিগে এক প্রকা শ্য রাস্তা যাহা পাতুরিয়াঘাটা ষ্ট্রিট এবং প্রাণহরি বশাখের বাটী নামে বিখ্যাত ছিল, এইক্ষণে নীলমণি বশা খের বাটী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত জানিতে হইলে সুপ্রিম কোর্টের মা ষ্টর আফিসে অথবা মিস্টর্স জজ জজ এবং ওয়াটকিন্স সাহেবদিগের অর্থাৎ বাদি পক্ষের উকীলদিগের দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

W. MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

JUDGE JUDGE & WATKINS,
Complanants Attorneys.

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যে কোন ব্যক্তি এক লক্ষ মুদ্রা অর্পণ করিবেন আমি তাঁহাকে বিসূচিকা রোগের উৎপত্তির কারণ ও নিবৃত্তির ঔষধ প্রকাশ করিব। এই মহামারি নিবারক রিষয়ারগতে কেতার ও প্রকাশকের গৌরবের প্র বিসীমা থাকিবেক না, এবং এই জগ তীপুরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবেক।

J. M. HONIGBERGER.
জে, এম, হনিগবরগার।

Charitable Dispensary.
Dhurmotolla Street.
14th April 1857.

বিজ্ঞাপন।

ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগোৎপত্তির মূল কারণ ও তন্নিবারণের সদুপায় যাহা শ্রীযুত ডাক্তর হনিগবরজর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তন্মূল্য কেবল এক লক্ষ টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর উপকারার্থ যদ্যপি কেহ এই মূল্য দিয়া তাহার প্রকাশ করেন তবে তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল হইয়া সাধারণের স্মরণীয় হইবেক। লাখিল তারিখের ফিনিক্স পাত্র দেখিলেই সকলে এই বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

আগামি নিবার যামিনী ৭ সপ্তম ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় " বেশ্যাগণের বাস কারণ এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয় নাই, তাহা নিরূপিত নিমিত্ত' লেজিস লেটিব কৌন্সলে যে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবে, দর্শক সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি

৬ নং ভবন কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা

পিত্তলের বগলসওয়ালা উত্তম গিহরনেস বা কমপাসের ঘোটক জা ১ প্রস্থ ... হইতে

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী নেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা ত্র স্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা স্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট ক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘো ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে জন্য বোধ হয় উহা এখানকার নেকেরই আবশ্যকও আদরণীয় ইতে পারে। যাহার প্রয়োজন হই উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে ও হইবেন।

বিজ্ঞাপন

সরবনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু াচরণ রায় মহাশয় দৈশরকালা ব মহাবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ডাক্তর মেং মনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় কিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার কা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি খ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে অনন্তর মেং ক্লেমনট সাহেব পর ক গমন করিলে ছুর্গাচরণ বাবু র্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চি সালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি লকাতার পাথরিয়াঘাটায় অ ান করিতেছেন। তিনি সকল ড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প কালের মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতি পয় দিবস অতীত হইল কয়েকটা কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
মোং আনবাজার।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক নকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত ...

শুকেতিহাস ...

চিত্তবিলাসিনী ...

সীতাবিলাপ লহরী ...

বিজ্ঞাপন

৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দা ১৭৭৯। দানিশাব্দা ১০৯

দিল্লী হইতে বিদ্যুতায় বার্ত্তাবহ যোগে বিদ্রোহিতাবিষয়ক যে সংবাদ গবর্ণমেণ্টে আসিয়াছে তাহা শুভাবহ নহে, যে সকল সংবাদ পূর্ব্বে মিথ্যা জনরব বলিয়া প্রতীত হয় নাই, এইক্ষণে তাহাই সত্য প্রমাণ হইতেছে।

দিল্লী নগরের ২। ৩ দল সেনা বিদ্রোহি হইয়াছে, এবং মিরাটস্থ সেনারা তাহারদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দিল্লীর দুর্গ গবর্ণমেণ্ট ধনাগার মেগেজিন এবং দিল্লী ব্যাঙ্ক অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর কমিস্যনর মেং সিমসন কেজর সাহেব প্রভৃতি কতি পয় ইংরাজ এবং কয়েকজন আর্ম্মি সর হত হইয়াছেন, দিল্লীবাসি অন্যান্য ইউরোপীয় লোকেরা এবং আ ফিসরেরা আলীগড়ে পলাইয়া গিয়াছেন। দিল্লী দুর্গের বহির্ভাগস্থ এক টা মেগেজিন তদধ্যক্ষ সাহেব অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে কি না বলা যায় না।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত জেনরল আনসন সাহেব ও দল সেনা লইয়া দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন, অনুমান হয় এতদিন মিরাটে উপনীত হইয়া থাকিবেন।

গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, ঝান্সি ও ভরতপুরের মহারাজেরা গবর্ণমেণ্টে র সাহায্যে স্ব স্ব সেনা ও তোপাদি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা উচ্চতর্দ্দি ক হইতে দিল্লী নগরে আগতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু এই সকল সেনারা উপনীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্রোহিরা দিল্লী নগর ও তদিতরস্থান উচ্ছন্ন করিবেক, শুনা যাইতেছে, দিল্লীর প্রাচীন রাজা গবর্ণমেণ্ট অনুরক্ত প্রযুক্ত দুরাত্মারা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া তৎপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছে।

মিরাট ও আগ্রা নগরে ইতি মধ্যে আর কোন বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয় নাই।

নানা স্থানের সিপাহিরা এককালে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিবায় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর শঙ্কাপ্রযুক্ত রেঙ্গুণ হইতে একদল

গোরাসেনা আনিতে আদেশ করিয়াছেন, "ওরিএণ্টেল" ষ্টিমরে ঐ দল দ্বারা কলিকাতায় আসিয়া রাজধানীর রক্ষকরূপে এতন্নগরে আপাততঃ কিছু দিন অবস্থিত হইবেক।

বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনারা বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিলে গবর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়া নরাবগঞ্জের বারুদখানার সমস্ত বারুদ দক্ষিণেশ্বরে আনিয়াছিলেন, ঐ সকল বারুদ কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ মধ্যে আনীত হইতেছে।

গত শুক্রবারে গবরনর জেনরল বাহাদুর এক গুপ্ত সভা করিয়া বিদ্রোহিতা নিবারণ বিষয়ে কি কি মন্ত্রণা করিয়াছেন।

কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের গোরা সরজেণ্টদিগকে এক এক পিস্তল প্রদত্ত হইয়াছে এবং সিপাহিদিগের আশঙ্কায় আফিসরদিগের গৃহে গোরা প্রহরি বসিয়াছে।

৩৪ সংখ্যক দলের পদচ্যুত সেনারা রাণীগঞ্জ লুঠ করিবায়, জিলা মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিয়াছেন যে উক্ত পদচ্যুত সেনারা অন্যান্য স্থান লুঠ ও প্রজাদিগের উপর অত্যাচার না করে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকেন।

কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজকার্য্য সংক্রান্ত কোন বিষয় একেবারে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে জানাইবার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তৎপ্রতি রুষ্ট হইয়াছেন।

মৌলমেন নগরের জেলখানার কয়েদিদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ে বর্ষ বর্ষ যত টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার চারি অংশের একাংশ জেল অধ্যক্ষ সাহেবকে কমিসন স্বরূপে প্রদত্ত হয়, সংপ্রতি গবরনর জেনরল বাহাদুর মৌলমেন ও টানাসেরিম রাজ্যের কমিস্যনর সাহেবকে লিখিয়াছেন "শংকরা ২৫ টাকা কমিসন প্রদান করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য, এ বিধায় কমিস্যনর সাহেব এখন অবধি জেল অধ্যক্ষকে শংকরা ১০ টাকার হিসাবে কমিসন দিবেন"।

বোম্বাই ট্রেজরিতে ৫ পরসেণ্ট লোনের হিসাবে ৪৬ লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

মহিপুর রাজ্যের সেনা নিচয়ের মেজর জেনরল শ্রীযুত হচিনসন সাহেব লণ্ডন ইষ্টরণ ব্যাঙ্কে ২৫০০০০ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, উক্ত ব্যাঙ্ক ফেইল হওয়াতে তিনি সমুহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, বাল্যকালাবধি যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সকলি নষ্ট হইল।

২৫ মে সোমবারে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের সকল আফিস বন্ধ হইবেক।

মান্দ্রাজ অবধি রেলোর পর্য্যন্ত রেইল রোডে ৪ মে দিবস অবধি বাষ্পীয় শকটের গতায়াত হইতেছে।

যশোহরের সংবাদ প্রদাতার পত্রে অবগতি হইল উক্ত জিলার অন্তঃপাতি গদঘাট নামক নীলকুঠি একদল লাঠিয়াল দ্বারা বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কোন রাজার রক্ষিত লোকেরা এই কার্য্য করিয়াছে, দুরাত্মারা কুঠির যাবতীয় মূল্যবান বস্তু গ্রহণ পুরঃসর সমস্ত গৃহে অগ্নি লাগাইয়া এবং সাহেবের সঙ্গে পাঁচ সাত ষড়কির খোঁচা দিয়া তাঁহার প্রাণ বধোদ্যম করিতেছিল কিন্তু যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মেং লোনি সাহেব এই অত্যাচার সংবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ কুঠিতে উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিয়া দুরাত্মারা ও মি সাহেবকে ত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া যায়, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গি লোকেরা কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছে।

যশোহরের পূর্ব্বাঞ্চলে ৫ অবধি ১১ মে পর্য্যন্ত কয়েক দিন উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

❀ সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ তিমিরকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভ্রাম নতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তাভিরেফাবনং ।।

৫৮২১ সংখ্যা। গুরুবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৪ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

শাশাবর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব আপনার বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সংবাদ পত্রেও প্রকাশ হইয়াছে যে হিন্দুমিট্রোপলিটান কালেজ সংপূর্ণরূপেই গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবেক। এই সংবাদ কলিকাতা নগরবাসি বিদ্যানুরাগি ধনাঢ্য মহাশয়দিগের পক্ষে অতিশয় অপমানজনক বলিতে হইবেক, কারণ যে সময়ে এই কালেজ সংস্থাপিত হয় সেই সময়ে স্বদেশ মান্য মহাশয়গণ প্রকাশ্য সভায় উপবেশন পূর্ব্বক কতই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং অর্থ দানেরও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের সেই উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? হায় কি পরিতাপ! তাঁহারা তাহা কি প্রতিপালনে বিরত হইলেন? হিন্দুদিগের এই স্বাধীন কালেজ সংস্থাপিত থাকাতে রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে হিন্দুজাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই সম্মান কোথায় রহিল? যাহাহউক বহুবাজার-বাসি বিদ্যোৎসাহি বদান্যবর দত্ত বাবুদিগকে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতে হইবেক, যেহেতু কালেজ সংস্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত এক প্রকার সুনিয়মে তাঁহারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, আয়াপেক্ষা ব্যয় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা আপনারদিগের উপার্জ্জন হইতে তৎপ্রদানে এক দিবসের নিমিত্ত কাতর হয়েন নাই, আমরা অবগত হইলাম হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজের নিমিত্ত তাঁহারা প্রায় ৩০০০০ সহস্র টাকা দিয়াছেন, আর কত ক্ষতি স্বীকার করিবেন? স্বদেশীয় আঢ্যগণের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে ও বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ দর্শন করিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন অতএব এইক্ষণে ঐ কালেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন, এবং তাহার উন্নতি সাধন নিমিত্ত আপনারাও বিলক্ষণ সচেষ্ট থাকিবেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে মিট্রোপলিটান কালেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হিন্দু কালেজের সহিত সম্মিলিত হইবেক। এই সংবাদের প্রতি আমরা সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কারণ মিট্রোপলিটান কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের কিরূপ নিয়মাদি অবধারিত হইয়াছে তাহা কিছুই প্রকাশ নাই, কিন্তু ঐ কালেজ স্বতন্ত্র থাকিবারই কল্পনা আছে।

পরন্তু পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন যে মৃত বাবু মতিলাল শীলের স্থাপিত শীলস ফ্রি কালেজের সহিত মিট্রোপলিটান কালেজের সংযোগ হইয়াছিল, এইক্ষণে ঐ কালেজ পুনর্ব্বার স্বতন্ত্র হইবেক, বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা তাহা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন না ছাত্রদিগের প্রতি বেতনও নিরূপিত হইবেক না, বাবু মতিলাল শীল আপনার বিদ্যালয়ের নিমিত্ত লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মালিক

...ায় তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ ...বেক।

চাণক্য বঙ্গ পাঠশালা।

বাঙ্গালা ১২৬১ সালের পঞ্চবিং ... দিবসে চাণক গ্রামে এক বাঙ্গা ... পাঠশালা স্থাপিত হয়, সুপণ্ডিত ...ধ্যাপক শ্রীযুত কালাচাঁদ শিরোম ... ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ উদ্যো ...ী ও উৎসাহী হইয়া গ্রামস্থ প্রধান ...ধান ব্যক্তিব্যূহের আনুকূল্যে সর্ব্বা ...গ্রই ইহার কার্য্যারম্ভ করেন, শ্রীযুত ...াবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় তথা অবি ...াশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকীয় ...পদে অভিষিক্ত হয়েন, উক্ত উভয় ...াবু অদ্যাবধি অতি সুনিয়মে প্রচুর ...প্রযত্ন পূর্ব্বক তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করি ...তেছেন। গত ১২৬৩ সালের ২০ ভাদ্র দিবসে রাজপুরুষেরা "চাণক্য বঙ্গ পাঠশালা" এই আখ্যা প্রদান পুরঃসর এই বিদ্যালয়কে রাজকীয় শিক্ষা সমাজের অধীন করেন।

গত ১৪ বৈশাখ দিবসে ছাত্রদিগের রহস্য পরীক্ষা হয়, তাহাতে বালকেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষকদিগ্যে পরিতুষ্ট করিয়াছে।

২১ বৈশাখ শনিবাসরে প্রকাশ্য সভায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়, সেই সভাতে সভাস্থ মহোদয়েরা পাঠার্থি পুঞ্জকে পঠিত পুস্তকের যে যে অংশের যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই তাহার সদুত্তর করিয়াছ, ইহা সামান্য সুখের নিষয় নহে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ জন, তন্মধ্যে ১৮ জন পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে!

একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা পরীক্ষা-দানে সকলকেই সুখি করিয়াছে।

গ্রাম-চাঁদায় উৎপন্ন	১২॥০
ছাত্রদিগের বেতন হইতে	৪॥০
গবর্ণমেণ্টের মাসিকদাতব্য	১৬
সর্ব্বশুদ্ধ কোং	৩৩ টাকা

প্রধান শিক্ষক উক্ত গুণযুক্ত শ্রীযুত কালাচাঁদ শিরোমণি।

দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বালকেরা বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছে।

শিরোমণি মহাশয় প্রায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অতি সুন্দররূপেই সুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন; এই অল্প দিবসের মধ্যে শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিলাম, তাহাতে নিশ্চয়রূপেই বিবেচ্য হইল যে ক্রমেই তাহার সুফলসিদ্ধ হইতে থাকিবে। এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একখানি বাটীর বিশেষ আবশ্যক, এবং চাঁদা আর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলে আরো অধিক উপকারের সম্ভাবনা হয়, যাহাহউক, এবিষয়ে গ্রামস্থ এবং বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিবর্গের বিশেষ মনোযোগ করা অতিশয় কর্ত্তব্য হইয়াছে।

জেনরল ট্রেজুরীর রিবিনিউ ও দরবার ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য ক্রমে ক্রমে অনেক বাহুল্য হইয়াছে, আ... শ্রীযুত মেং ইড্রমণ্ড সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উক্ত দুই ডিপার্টমেণ্টে ৬ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত করণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইল রোড কোম্পানিরা আগামি ১৫মে অবধি এক অতিরিক্ত মেইল ট্রেইন প্রত্যহ চালাইবেন, ঐ গাড়ি প্রতি দিন রাত্রি ৮ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময়ে হাবড়া হইতে ছাড়িয়া রাত্রি দুই প্রহর এক ঘটিকা ৪০ মিনিটের সময় রাণীগঞ্জে উপনীত হইবেক এবং রাণীগঞ্জ হইতে রাত্রি একাদশ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময় আর এক গাড়ি ছাড়িয়া রাত্রি দুই প্রহর ৪ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময়ে হাবড়ায় আসিবেক। এই গাড়িতে ডাক যাতায়াত হইবেক, এই অতিরিক্ত ট্রেইন চলিলে পর মাল বোঝাই গাড়ির সঙ্গে আর আরোহির গাড়ি যাইবেক না, এই গাড়ি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল যাইবেক।

গত শুক্রবারে ফুলদোল উপলক্ষে খড়দহে বিস্তর জন সমাগম হইয়াছিল, ঐ দিবসে দুই খান যাত্রি বোঝাই খেয়ার নৌকা মগ্ন হইয়া অনেক লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলরোড কোম্পানিদিগের ট্রাফিকমাষ্টার মেং ই, লডলর সাহেব আলাহাবাদ ষ্টেসনে বদলি হইবায় মেং কক্স সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর অতিসার রোগে গুরুতর পীড়িত হইয়াছেন, সকলেই অনুমান করিতেছে, তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়া সন্দেহ কল্প, তিনি পীড়িত হইবাতেই হায়দ্রাবাদস্থ রেহিলা ও আরব সেনারা পরস্পর বৈরিতা চরণ করিতেছে, অতঃপর তাহারা ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিবেক।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হৌসে আগামি ২৫ মে মহাসমারোহ ভোজ ও নৃত্য গীত সভা হইবেক, নগরীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনিরা নিমন্ত্রণ কার্ড পাইয়াছেন।

৯ মে দিবসে মেদিনীপুর অঞ্চলে গুরুতর ঝড় হইয়া বিস্তর ঘর ও বৃক্ষাদি নাশ করিয়াছে।

দানাপুরের সংবাদ দাতা লেখেন উক্ত স্থানের ৪১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের সেনারা অবাধ্য হইয়াছে।

পাটনাবাসি বন্ধু যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ হয়, ওলাউঠা ও পাণিবসন্তরোগে এবং অগ্নি ভয়ে উক্ত স্থানীয় প্রজারা অতিশয় উপদ্রুত হইয়াছে।

আরাকান নগরের কাছারির নিকটে কতিপয় প্রজার বাটী আছে, কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে কমিস্যনর সাহেব এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে কাছারি স্থাপনকালে যখন ঐ সকল বাটী ভাঙ্গা যায় নাই তখন আর ভাঙ্গা উচিত হয় না, এক্ষণকার কর্ত্তব্য, এস্থানে আর নূতন বাটী কেহ নির্ম্মাণ না করে তদ্বিষয়ে আসিষ্টাণ্ট সাহেব দৃষ্টি রাখেন।

বোম্বাই নগরের ধনাঢ্য পার্সী স্যার জমেষ্টজি জিজিভাই উক্ত নগরে এক শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনার্থ এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, ঐ টাকায় ৫ পরসেণ্ট সুদের কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রীত হইয়াছে, তাহার সুদ হইতে উক্ত স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক।

মেং ফরবিস সাহেবের মেমোরিএল ফণ্ড হইতে সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের দুইজন ছাত্রকে প্রতি বর্ষে ছাত্রীয়বৃত্তি প্রদত্ত হইবেক।

কলিকাতা নগরের টেক্স নির্ণয়কারক মেং বস সাহেবকে কান্সরবেন্সি কমিস্যনরেরা হুইল টেক্সের কার্য্যভার গ্রহণ করণার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত মাসিক পৃথক ১০০ টাকা বেতন প্রদান করিতেও উদ্যত ছিলেন, কিন্তু সাহেব তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইবায় কমিস্যনরেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করণার্থ গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন।

বৌবাজার ষ্ট্রিটে এক অশ্বশালায় জনৈক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট দুঃখী লোক মুমূর্ষাবস্থায় পড়িয়াছিল, পুলিস প্রহরিরা তাহাকে চাঁদনির চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেয়, তথায় যাইবা মাত্র ঐ ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয়, ডাক্তর সাহেবেরা তাহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি নিরাহারে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

বড় বাজারের এক বেশ্যা ও তাহার একটী বালিকা কন্যা বিষপানে পঞ্চত্ব পাইয়াছে, তদারকে প্রকাশ হইয়াছে, ঐ বারবধূ তাহার বঁধূর সহিত বিবাদ করিয়া অগ্রে কন্যাটিকে বিষপান করায় পরে আপনিও গরল সেবনে আত্মনাশ করিয়াছে।

কলিকাতা সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা আগামি ২৭ মে দিবসে গৃহীত হইবেক।

খিদিরপুরে এক ট্রেইনিং স্কুল স্থাপিত হওনের কল্পনা শুনা যাইতেছে, উক্ত স্থানবাসি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা তদর্থে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

লৌসিরাস্থানস্থিত ২৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একজন সর্জেণ্ট জলমগ্ন হইয়াছে।

পঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বদা বালক হত্যা হইয়া থাকে, অভরণ লোভে দস্যু দুরাত্মারা বালক বালিকাদিগের প্রাণনাশ করে, তাহাতে

লাহোরের জুডিসিএল কমিস্যনর সাহেব রাজ্য মধ্যে এরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে পিতা মাতারা বালক বালিকাদিগের গাত্রে স্বর্ণ রূপ্যালঙ্কার প্রদান না করে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত প্রভাকরকারকেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

সংপ্রতি আমারদিগের চাণকের বাগানে বড় হজুর এবং ছোট হজুর দুই হজুরের বড় ধূম পড়িয়াছে, বড় হজুরটী শাদা, মনখানাও শাদা, ছোট হজুরটী কালা, কাদা, মন খানাও কাদা, পেটটী জ্ঞানের নাদা, হতবুদ্ধি হাঁদা, বাদাবন হইতে সদাই যেন বাহির হইয়াছেন, চালাকিতে ঠাকুরদাদাকে পরাভব করিয়াছেন, গায়ের ঝালে পচাআদা লজ্জা প্রাপ্ত হয়। মুখের টঙে, দেহের ঢঙে, চক্ষের রঙে, মাদা কি মন্দ, তাহা জানা যায় না। কখনো কখনো মুলুকজাদা ফটিকচাঁদার ন্যায় খাঁদা স্বরে ছাঁদা ছাঁদা কথা কহিয়া থাকেন, সেই সমুদয় জাইন বাঁধা, ইংরাজী আধা বাঙ্গালা আধা।

বড় হজুরটী দেশের কর্ত্তা, কিন্তু হজুরালী হইয়া হজুরালি মাত্রই নাই। ছোট হজুরটী কিসের কর্ত্তা, বোধ হয়, কীশের কর্ত্তা, অথচ এখানে কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন। কথায় কথায় বলেন্ আমি হেড্, কিন্তু তাঁহার মত বেহেড্ আর কুত্রাপি দেখা যায় না,—হেড্ কোথা, হেড্ কোথা, কারে বলে হেড্? হেড্ শব্দে সংসারের হেড অর্থাৎ কর্ত্তা বুঝায় এবং হেড্ শব্দে কুলির হেড্, বেহারার হেড্, মালির হেড্, ইহাও তো বুঝায়, অতএব ইনি কোন্ হেড্? সরদার,—কোন্ সরদার? কর্ত্তা সরদার, না চৌকীদার সরদার।

বড় হজুরের নাম কনিং, ছোট হজুরটী নিজে কনিং। সম্পাদক মহাশয়! কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য পদ পাইয়া যদি দ্বিপদের মত ব্যবহার না করে তবে তাহার অপেক্ষা বিপদের ব্যাপার আর কিছুই নাই; বিদ্যার ধর্ম্ম কি? বিদ্বানের কর্ম্ম কি? মহত্ত্ব কাহাকে বলে? যেমন অঙ্গনা অঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা অঞ্জনা-সুতকে অলঙ্কৃত করিলে সেই অলঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণ করা হয়, সেইরূপ অনীভিজ্ঞ অবিজ্ঞ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ অপাত্রে উচ্চ পদ প্রদত্ত হইলে সেই পদের পদ ভঙ্গ করা হয়, কারণ আকর এবং স্বভাব কোথায় যায়? বানর মুক্তা পাইলে ফল বলিয়াই দাঁতে কাটে, কারণ তাহার মহিমা জ্ঞাত নহে, রত্নে যত্ন কেন হইবে? সুরভি রস রসিক রসনা দূর্ব্বা রসের আস্বাদন ভিন্ন কখনই ইক্ষুরসে তৃপ্ত হয় না। কাক, কাক,—পিক, পিক, রূপে কিছু করেনা, গুণেই ঝুরিতে হয়। ধনে মহৎ হয় না, পদে মহৎ হয় না, মনেই মহৎ হয়।

মুখে আপনাকে আপনি সকলেই বড় ও মহৎ বলিতে পারে, কিন্তু কাজে মহৎ হওয়া বড় কঠিন, এই হজুর জুজুর মত গুজুর গুজুর করিয়া চ্যারে বসিয়া চেলাদিগের নিকট কতই আসরজারি করিয়া থাকেন, মুখে বাদশা, উজির কতই মারেন, বলেন, আমি হেড, যাহা মনে করি তাহাই করিব। ভাবেন, সিন্ধুদেশের আমিরি বা কে, আর আমিই বা কে। সেট সাহেবের নাতির ন্যায় ছাতি ফুলাইয়া রাতারাতি হাতি কিনিয়া বসেন্! যেমন কূপের ব্যাঙ কূপকেই অখিলব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান করে, আমারদের এই হেড বাবাজী সেইরূপ ৫০ টাকা বেতনের হেড হইয়া একেবারে দিন্ দুনিয়ার মালিক হইয়া বসিয়াছেন। যারে মনে করেন, তারেই মারেন, যারে মনে করেন, তারেই রাখেন। কতই খেলা খেলিতেছেন! হে মহাশয়! অদ্য আমি কেবল গৌরচন্দ্রী মাত্র গাহিলাম, যদি অনুমতি করেন তবে আমি "হেড বাবাজীর" প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল গুণাগুণ, বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি সকলের পরিচয় যাহা নাটকছলে রচনা করিয়াছি তাহা প্রেরণ করি, তৎপাঠে পাঠকেরা সন্তুষ্ট হইবেন।

কড়িকাটের টিক্‌টিকি।

টিক্‌টিকি টিক্ টিক্ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রেরণ করিবেন, বিবেচনা সিদ্ধ হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

প্রং সম্পাদক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্তংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্দিনল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮২২ সংখ্যা] শুক্রবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

রিসিবর আফিস।

নবকৃষ্ণ মিত্র দিগর
বাদি।
হরিশ্চন্দ্র মিত্র দিগর
প্রতিবাদি।
ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ৩০ তারিখ শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারলেস সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে শহর কলিকাতার চাঁদনি চক বাজারের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আর আর বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
তারিখ ১৩ মে ১৮৫৭।

সুপ্রিমকোর্ট

রিসিবর আফিস।

জমীদারীদিগর ইজারা।

ভোলানাথ কুণ্ডু চৌধুরি দিগর
বাদি।
অন্নদাপ্রসাদ রায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দিগর
প্রতিবাদি ইত্যাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাহার ২৭ তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত চারল্‌স সুইণ্টন হাগ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমায় সংক্রান্ত নীচের লিখিত জমীদারীদিগরের ইজারার ডাক লইবেন, যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন উক্ত সময়ে উক্ত আসিফে উপস্থিত হইবেন ইতি।

মোতালকে জিলা ২৪ পরগণা।

লাট শালিখা।

নিজ শালিখা	১ রকম	।৵০ আনা
ঘুসড়ি	১	ঐ

লাট ডোমজুড়

নিজ ডোমজুর	১	ঐ
পায়রাটুঙ্গি	১	ঐ
বালি মায় বাজার	১	ঐ
	৫	

মোতালকে জিলা হুগলি

লাট গোবিন্দপুর

নিজ গোবিন্দপুর	১ রকম	ষোল
দেয়াড়া	১	ঐ
রামচন্দ্রপুর	১	ঐ
কিং সুভিপুর	১ রকম	।৵০ আ
কিং বেণীপুর	১	ঐ
কিং আটিসাড়া	১	ঐ
কালীনগর	১ রকম	ষোলআ
কিং বাণীআড়া	১ রকম	।।০ আন

লাট বিলজয়পুর

নিজ বিলজয়পুর	১ রকম	।৵ আনা
মনহরপুর	১	ঐ
মৃগালা মায় বড় জলাচিহ্নিত অংশ	১	ঐ
ভাঙ্গরগাছি	১	ঐ
কুশাইগাছি	১	ঐ

[আর বৃত্তান্ত রিসিবর আ
ত্ব করিলে জানিতে পারি
ত।

আফিস কোর্ট হৌস।
৭ মে ১৮৫৭ সাল।

বিজ্ঞাপন

মোকদ্দমায় শ্রীমতী ত্রিপুরা
দেবী ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহা
র মাতা ও বিষয় রক্ষাকারিণী
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী দ্বারা
এবং গৌরীচরণ মুখোপা
প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমা
সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি
উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রি
কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে
অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত
আছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই
তাপন পত্র দ্বারা মৃত দুর্গাচরণ
ধ্যায় যিনি জিলা হুগলির
পাতি জনাই গ্রামে বাস করি
ন, একজন জমীদার ছিলেন, এবং
হাজার আট শত তেতাল্লিশ
ষ্টাব্দের ২৬ ফিব্রুআরি তারিখে
থবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু
ইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে
াত করা যাইতেছে যে তাঁহারা
প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর
যুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহে
বর সম্মুখে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট
নামক বিচার-মন্দিরে তাঁহার দপ্তর
খানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন
পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন,
তবে প্রাগুক্ত

সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

P. J, PAUL.
Complanant Attorney.
পি, জে, পাল।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৮ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি কর্ণেওয়ালিস ষ্ট্রিটে ১৫৪ নম্বরের বাটীর দরুণ ব্রজমোহন নাগের বিক্রীত সন ১২৬৩ সালের ২ কার্ত্তিক তারিখের রসিকচন্দ্র দাসের নামে খরিদা বাটীর এক কেতা কবলা গত ৩১ বৈশাখ ইংরাজী তারিখ ১২ মে মঙ্গলবার খোওয়া গিয়াছে; যে কোন ব্যক্তি ঐ কবলা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তিনি পুরাতন চীনা বাজারের ২৪৮ নম্বর দোকানে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকটে তাহা উপস্থিত করিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

শ্রীরসিকচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ !!!

বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংক্রামীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংক্রামীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.
ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে "হিন্দু পেট্রিয়টিক ক্লবের" দশম সভায় আগামি ৪ জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি সাত ইণ্টার সময়ে বটতলাস্থ "হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরি" ভবনে রেবরেণ্ড ডাল সাহেব প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতা করিবেন, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা উক্ত দিবস উক্ত সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সেক্রেটারী।

সংবাদ প্রভাকর

৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই ভারতবর্ষের ডাক সম্বন্ধীয়

নিয়ম প্রচার সময়ে আমার
র রাজ পুরুষেরা কতই আড়ম্ব
রয়াছিলেন, কতই উপকার ক
রিয়াছিলেন, কিন্তু এদে
র সূত্র তুলিয়াছিলেন, কিন্তু এদে
লোকদিগের নিতান্ত দুরদৃষ্ট
সেই সমস্ত আড়ম্বর শরৎকা
মেঘাড়ম্বরের ন্যায় ও শুভসূত্রা
বিবিধঅনিষ্টের মূল হইয়াছে,
ক্ষণে ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করি
কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না
রণ পত্র নিরূপিত স্থানে প্রেরিত
বেক কি না তাহার কিছুই স্থিরতা
ই, একারণ অনেকে বেয়ারিংচিটি
রণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
াকঘরের কার্য্যের প্রতি যদ্যপি সা
রণের বিশ্বাস থাকিত এবং তাহা
দ্যপি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইত তবে
বয়ারিং পত্রের সংখ্যা দিন দিন
কল বৃদ্ধি হইবেক? বিশেষতঃ সম
য় সময়ে ডাকের পুলিন্দা দস্যু কর্ত্তৃ
ক অপহৃত ও স্থান বিশেষে জলমগ্ন
হওয়াতে সাধারণের আরো অনেক
ক্ষতি হইতেছে, অল্প দিবস হইল
কৃষ্ণনগর জিলার মধ্যে এক দল দস্যু
ডাকবাহকের স্কন্ধ হইতে পুলিন্দা স
কল হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া
ছে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তা
হারদিগের কিছুমাত্র অনুসন্ধান করি
তে পারেন নাই, ঐ পুলিন্দা মধ্যে
নগরবাসি বণিকদিগের অনেক পত্রা
দি ছিল, পোষ্ট-মাষ্টর মহাশয় কলি
কাতা ও এক্‌সচেঞ্জ গেজেট পত্রে
সেই সমস্ত পত্রাদির প্রেরকগণের
নাম ও পত্রের পরিমাণের বিষয় বিজ্ঞা
পন দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, গব
র্ণমেণ্টের শান্তিকার্য্যের বিশৃঙ্খলা
দোষে ও ডাকবাহকগণের অসাবধা
নতা জন্য উল্লেখিত পত্রাদির প্রেরক
মহাজন ও অন্য সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত
হইলেন।

আমরা এই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্র
য়োগ করিলাম এইরূপ ঘটনা সময়ে
সময়ে প্রায় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন
ডাকঘরের প্রচলিত নিয়ম এমত
গোলযোগে লিখিত হইয়াছে যে অ
ন্যের কথা দূরে থাকুক কর্ম্মচারিরাও
নিয়মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, যে
পুলিন্দার মাশুল চারি আনার অধি
ক হইবার সম্ভাবনা নাই তাহার উপ
র দেড় টাকা লিখিত হয়, এ বিষয়েও
এক প্রমাণ লিখিতেছি পাঠকগণ
পাঠ করুন। আমরা প্রতি সপ্তাহে
এখান হইতে টিকিট দিয়া বিদেশীয়
পত্র গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে
প্রভাকরের সাপ্তাহিক পুলিন্দা বান্ধি
ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া থাকি, যদ্য
পি কোন কারণ বশতঃ কোন স্থান
হইতে কোন পুলিন্দা ফেরত হয় আ
মরা বিনা ব্যয়ে তাহা প্রাপ্ত হই, কিন্তু
কি পরিতাপ! গত সপ্তাহে ডাকবা
হক বানারস ও পাটনা হইতে দুই
ব্যক্তির নামের ১৭ টা পুলিন্দা যত্না
লয়ে আনিয়া আমারদিগের নিকট
হইতে কোম্পানির ৩।৴০ ফেরত মা
শুল গ্রহণ করিয়াছে, ঐ সকল পুলি
ন্দাতেই টিকিট দেওয়া ছিল, তথাচ
এই মাশুল কেন লাগিল? এবং
পাটনা ও বানারসের ডাকের কার্য্যে
র অধ্যক্ষেরা এক এক ব্যক্তির নামে
র দুই মাসের পুলিন্দা কেন একত্র
করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কি কার
ণেই বা একত্র প্রেরণ করিলেন তাহা
আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই,
যে সময়ে আমারদিগের পত্র গ্রাহক
মহাশয়ের অনুদ্দেশ জন্য প্রথম পু
লিন্দা ফেরত হইয়াছিল সেই সম
য়েই তাহা এখানে প্রেরণ করিলে
আমরা অন্যান্য পুলিন্দা সকল প্রে
রণে বিরত হইতাম, আমারদিগকে
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত না, অত
এব ডাকঘরের নিয়মাদি প্রজাদিগের
পক্ষে উপকারদায়ক না হইয়া সম্ভ
ব অনিষ্টকর হইয়াছে, কোন্ বিষয়ে
কিরূপ নিয়ম চলিত আছে তাহা নি
শ্চয় নাই, অধুনা ডাকের নিয়মাবলী
পুনঃ সংশোধন বিষয়ে মনোযোগ
করা আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর
জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের
পক্ষে আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে, তিনি
বহু দিবস পর্য্যন্ত বিলাতের পোষ্ট
আফিসে নিযুক্ত ছিলেন, এতৎকার্য্য
তাঁহার দ্বারা যেরূপ সুনিয়মে সম্পন্ন
হইবেক অন্যের দ্বারা তদ্রূপ হইবার
কোন সম্ভাবনা নাই।

গত মঙ্গলবারে এক্সচেঞ্জ নীলা
মে বানারসের উৎপন্ন আফিম প্রতি
সিন্ধুক গড়ে ১০২০ টাকা এবং বেহা
রের উৎপন্ন আফিম ১০১০ টাকা
দরে বিক্রয় হইয়াছে।

গত শনিবাসরে হাওড়া রেইল
রোড ষ্টেসনে রেইলরোড কোম্পা
নিদিগের একজন সামান্য ভৃত্য
বাষ্প শকট চক্রাঘাতে নিহত হই
য়াছে।

দিনাজপুরের সংবাদদাতা লে
খেন, সংপ্রতি তথায় এক ভয়ঙ্কর
ডাকাইতি হইয়াছে, উক্ত স্থানবাসি
জনৈক ধনী মহাজন কতিপয় প্রহরির

রক্ষকতায় দশ সহস্র টাকা অন্য কোন স্থানের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া ছিল, ধন রক্ষকেরা টাকা লইয়া দি নাজপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ পথ গমন করিলে পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েক জন অস্ত্রধারি দস্যু তাহার দের উপর পতিত হইয়া সমুদয় টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষকদিগকে গুরুতর আহত করিয়া গিয়াছে, পুলিস কর্ম্ম চারিরা দস্যুদলের কোন সন্ধান ক রিতে পারে নাই।

মেং ডালরাম্পেল সাহেবের জ নেক আয়া বিবির ৫।৬০০ টাকার আ ভরণ হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মোধন পুরঃসর নি বেদন মিদং।

সংপ্রতি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এ জিলার জজ সাহেবের সিরিস্তাদা র শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়কে মা সিক ৫০ পঞ্চাশৎ মুদ্রা করিয়া রাজ কীয় বৃত্তি (পেনস্যন) প্রদানের অ নুমতি করায় উক্ত বাবু স্বকার্য্যের ভার পরিহার করিলেন, তদীয় প্রশং সনীয় পূর্ব্ব কার্য্যের বিষয় পর্য্যালো চনা করত তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে প্রশংসা পত্র প্রদানার্থে অদ্য শ্রীযুত জজ সাহেবের বিচারালয়ে এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে জিলার সদর আলা, সদর আমীন, ঐ বিচারালয় সংক্রান্ত যাবতীয় উকীল, আমলা গণ, এবং গবর্ণমেণ্টের ইংরাজী ও বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র সকলে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় যে দুই যশঃ সূচক পত্র পাঠ হয়, তাহা উক্ত বাবু কে প্রদত্ত হয়, তন্মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্ন ভাগে লিখিত হইল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার প্রভাকর পত্র মধ্যে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

হরিশবাবু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিচারালয়ের এক অতি অকিঞ্চিৎকর পদে নিযুক্ত ও ক্রমশঃ উন্নত হইয়া একত্রিংশৎ বৎসর কাল বিবিধ কর্ম্ম সম্মান এবং খ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া অধুনা স্বীয় সুদীর্ঘকালব্যাপি শ্রমনাধ্য কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজকীয়বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ইনি বঙ্গ ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, ও সুপাঠক, ইঁহার চরিত্র অতি সৎ। এরূপ সম্ভ্রান্তপদে আরূঢ় হই য়া সর্ব্ব প্রকার কুখ্যাতি জালকে অতিক্রম করত সাধারণ জনগণের যশোভাজন হওয়া সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকের পক্ষে অতীব দুষ্কর। উক্ত বাবু স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারি গণকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে তাহা রা কখন কোন অপরাধ করিলে সে ত্রুটি আপন মস্তকোপরি লইয়া যাহা তে পুনর্ব্বার তদ্রূপ দোষ না হয় তা হারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কার্য্য কালীন এই জিলায় যে সকল বিচার ক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তদীয় কার্য্যদক্ষতা, বাক্ পটুতা ও প্রভুভক্ততাদি গুণ নিচয় সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গমন ক রিয়াছেন, অতএব হরিশবাবু এই বি লয় হইতে এককালীন অবসর লইয়ায় এতন্নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ প্র সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজসমীপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অধুনা স্বীয় পারত্রিক অর্থে র্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। এইক্ষণে সক সকলের প্রার্থনা এই যে ইনি চি রন্ত মনে আরামের সহিত রাজ বৃত্তি সম্ভোগ করত অবাধে ধর্ম্ম বৃত্তি পরিচালন করিয়া স্বীয় আ কে কৃতার্থ করুন।"

এই লিপিদ্বয় পাঠ হইলে তা জিলার বর্ত্তমান জজ শ্রীযুত মেং ডবলিউ, ম্যালট সাহেব স্বহস্তে হ শ-বাবুকে প্রদান করিলেন। জ সাহেব যেরূপ ভদ্র, বোধ করি রূপ সিবিল সারবেণ্টের মধ্যে অতি অল্প লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার বিশেষ গুণ এই যে ছোট বড়, উত্তম, মধ্যম, যাহার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা করি য়া থাকেন; কাহাকেও কখন অস ভ্রমের বাক্য প্রয়োগ করেন না, যা হাতে দেশের মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন, অধি ক কি লিখিব, বোধ হয় যেন পরো পকার ব্রত পালনার্থেই ইঁহার এ দেশে আগমন হইয়াছে।

কস্যচিদ্দর্শকস্য।

সিউড়ি বীরভূম
৬ মে ১৮৫৭।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট নং ৪২ ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।০ অনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Prokhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে দিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮২৩ সংখ্যা] শনিবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সতর্ক করণার্থ বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সা ধারণকে সাবধান ও সতর্ক করা যাই তেছে যে, যে মোকদ্দমায় বিবি মি হার আবজল বাদিনী এবং মৃত সেখ আনিস বারবরের বিষয় ও বিভবাদি র উত্তরাধিকারী পুত্র জুমন বারবর ও উত্তরাধিকারিণী কন্যা বিবিজান প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উই লিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয় তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর আফিসে ১৮ মে সোমবার নিম্ন লিখিত সম্প ত্তি বিক্রীত হইবেক এমত বিজ্ঞা পন যাহা ১৮৫৭ সালের ২২ আপ্রি ল তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্র কাশ হয়, তাহা যে কেহ ক্রয় করি বেন তিনি স্বয়ং তন্নিমিত্তে দায়ী হই বেন!

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ন ম্বর ২ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির বারো টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনু মান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক।

উপরোক্ত গৃহাদি মৃত আনিস বারবরের পুত্র জুমল বারবরের স্ত্রী রাহাত বিবি সংপূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী এবং মৃত আনিস বারবরের বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, যিনি পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওন জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিচারাল য়ে ইজেক্টমেণ্টের নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।

WILLIAM SWINHOE.
Attorney for Rahath Beebee.
উইলিয়ম, সুইনহো।
রাহাত বিবির উকীল।

কলিকাতা।
১৪ মে ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১

আমারদিগের গবরনর জেনর সাহেব ৩৪ গণিত এতদ্দেশীয় প তিক দলের অবাধ্য সেপাহিদিগকে কেবল পদচ্যুত করাতে শ্রীরামপুর ক্রেণ্ড সহযোগী মহাশয় সন্তুষ্ট হ ন নাই, তিনি গত বাসরীয় পত্রে লি খিয়াছেন যে ঐ সেনাদিগের প্রতি লার্ড সাহেবের যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, কারণ অবাধ্য সেপা হি যে সময়ে সারজেণ্ট মেজর সাহে বের প্রতি আঘাত করে সেই সময়ে সেপাহিরা নিকটে থাকিয়াও সাহে বের সাহায্য করে নাই, সাহেব মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে কোন কোন পরিচ্ছদাবৃত সে পাহি তাঁহার প্রতি আঘাতও করিয়া ছিল, মেজর হিউসন সাহেব বিবাদ নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরে দি

হইলে আঘাতী সাহেব গৃহে
নকালে যখন সেপাহিদিগের ক
কার্য্যে ত্রুটি দেখাইয়া ভৎসনা
রন তখন তাহারা কোন উত্তর
র নাই, প্রহরি সেনাদিগের মধ্যে
হ কেহ সাহেবের সাহায্য করণে
ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জমাদা
তাহারদিগকে নিষেধ করাতে তা
রা অগ্রসর হইতে পারে নাই, এই
যে জমাদারের প্রাণদণ্ড হইয়া
, কিন্তু সেপাহিদিগের এই সমস্ত
রুতর দোষ বিশেষরূপে অবগত
য়া এবং স্বহস্তে লিখিয়া তাহার
গকে কেবল পদচ্যুত করা লার্ড
হাদুরের সুবিবেচনার কার্য্য হয়
ই।

এতদ্দেশীয় সেপাহিদিগকে পদ
চ্যুত করিলেই যখন তাহারদিগের
তিশয় দুরবস্থা হয় ও তাহারা ঘোর
র বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া থাকে
খন ঐ দণ্ড তাহারদিগের পক্ষে
রুতর দণ্ড হইয়াছে, অতিরিক্ত
কান ক্লেশ প্রদান না করাতে লার্ড
সাহেবের সুবিবেচনাই প্রকাশ পাই
য়াছে। যাহা হউক, আমারদিগের
প্রধান সেনাপতি জেনরল এন্সন
সাহেব যখন এই বিদ্রোহ ব্যাপার
শ্রবণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার
পক্ষে রাজধানীতে আগমন করা উ
চিত ছিল, যেহেতু বিচারমতে এই স
মস্ত কার্য তাঁহার প্রতিই সমর্পিত
হইতে পারে।

সিমুলিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু
কালীপ্রসাদ দত্তের বিশেষ প্রযত্নে
তাঁহার ভবনে অল্প দিবস হইল

মরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অতি দীর্ঘ একারণ প্রকাশ করিতে পারি নাই, সভার প্রধানোদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মণেরা অন্য কোন প্রকার ব্যবসায় প্রবৃত্ত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কেবল শাস্ত্র ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন এবং জাতিভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় নিরূপিত আছে পুনর্ব্বার তাহা প্রচলিত হয়, এই প্রকার সভার নিয়মাদি বিস্তর আছে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া যে কত কঠিন তাহা বিজ্ঞ মণ্ডলীই বিবেচনা করিবেন, বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত মিথ্যা পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি সভার অনুষ্ঠান পত্র লইয়া অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন বটে, ফলতঃ প্রায় তাবতেই সোপহাস সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন, দত্ত বাবু স্বধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করুন, আমরা তাহার বিরোধি নহি, কিন্তু যে বিষয় কোন রূপেই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

কোন দেশেই এক প্রকার নিয়ম চিরকাল স্থায়ী হয় না, কালের পরিবর্ত্তনীয় নিয়মক্রমে সকল দেশেই প্রচলিত নিয়মাদির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এক সময়ের লোকেরা আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়মকে উত্তম বোধ করেন অন্য সময়ের লোকেরা সেই নিয়মকে অন্যায় বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমারদিগের এই রাজ্য মধ্যে জাতিভেদের গ্রন্থি অতি কঠিনরূপে বদ্ধ হওয়াতে এবং ধর্ম্মের সহিত দেশীয় নিয়মের সম্যক সংযোগ থাকিবায় এপর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত রহিয়াছে, ফলতঃ জাতিভেদে ব্যবসার প্রভেদ অনেক অন্তর হইয়া আসিয়াছে, তাহা পুনঃস্থাপনের আর কোন সম্ভাবনা নাই, এইক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণে চাকুরী ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া মাসে চারি পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন তিনি কি বাবু কালীপ্রসাদ দত্তের স্থাপিত সভার আদেশানুসারে সেই উপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায়াবলম্বনে আতপ তণ্ডুল ও রম্ভাফলাহরণে সন্তুষ্ট হইবেন? অতএব প্রাগুক্ত সভার নিয়মাদিতে এক প্রকার উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ পাইয়াছে।

জঙ্গীপুরস্থ সংবাদদাতা হইতে নিম্নস্থ কয়েকটী সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকটন করিলাম।

"আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ডবলিউ, জে, হার্সেন সাহেব এবং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎদ্যোগী হইয়া এই স্থানে এক ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তদ্বিশেষ, এস্থানের ভদ্র বাঙ্গালি ও ইংরাজদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সভা করত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলে সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হয়েন, এবং যাঁহারা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিবেন তাঁহারা আপনাপন নাম স্বাক্ষর করেন, এবং কতক টাকাও সংগ্রহ হয়। তদনন্তর অন্যান্য স্থানের স্কুলে যেরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে তদ্রূপ নিয়মানুসারে এখানকার স্কুলের

কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এমত রিপোর্ট হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন অনুমতি প্রকাশ হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইলে এতদ্দেশের লোকের মহদুপকার হইবেক।

মুনসেফ মহাশয় এ বিষয়ে অধিক চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, এইক্ষণে তিনি পঁচিশ ত্রিশ জন ছাত্র সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাহারদিগকে উত্তমরূপে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করাইতেছেন, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার অধিক উৎসাহ, তিনি এরূপ বিচারদক্ষ যে তাঁহার নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমায় বাদি প্রতিবাদি উভয়ে সন্তুষ্ট হয়, তাঁহার দ্বারা যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে প্রায় তাহার আপীল হয় না, মুনসেফ বাবুর দুঃখির প্রতি অত্যন্ত দয়া, দীনের প্রতি কেহ যদ্যপি কোন অত্যাচার করে এবং তিনি তাহা শ্রুত হন তবে নিবারণ জন্য সংপূর্ণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর তাঁহার শরীর গুণাভরণে ভূষিত করিয়াছেন।

এ বৎসর বন্যা অধিক হওয়ায় এতদ্দেশের লোকের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা লিখিতে শরীর আর্দ্র হইয়া যায়, এজন্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, এখানে খাদ্য দ্রব্য সকল অত্যন্ত মহার্ঘ্য, একারণ চুরি ডাকাইতি এবং রাহাজানি ইত্যাদি অনেক হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া কোন কোন মনুষ্যের এককালীন "সমূলেন বিনশ্যতি" হইতেছে, লোকের এতদ্রূপ অনিষ্ট ঘটনা আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি হিডনা গ্রামের গোমাস্তা রটন সিংহ প্রজাদিগকে আনয়ন করিয়া তন্মধ্যের জনেক প্রজার নিকট হইতে পদাতিক দ্বারা খাজানা আদায় করিতেছিল, তাহাতে প্রজার সহিত পদাতিকের কথান্তর হওয়ায় রটন সিংহ তাহাকে মারিতে কহে, এজন্য দুই জনে হাতাহাতি হয়, পরে পদাতিক ক্রোধান্ধ হইয়া এক লৌহ সংযুক্ত যষ্টি আনিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিলে মস্তক ফাটিয়া ক্ষণকাল পরে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, মৃত দেহ এই স্থানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে নীত হইলে তিনি শব দৃষ্টি করত বহরমপুর প্রেরণ করেন, হন্তা এবং উক্ত গোমাস্তা পলায়ন করিয়াছে, ধৃত হয় নাই, উক্ত গ্রাম মৃত খুদি রায়ের ইজারা, রায় মজকুর জীবিত থাকায় যে সকল অত্যাচার হয় তাহা প্রভাকরে প্রকাশ হইয়াছে, বোধ করি পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারিবেক, এইক্ষণে তাঁহার সন্তান আছেন, কিন্তু তাঁহার যিনি নায়েব তিনি একটী সামান্য অত্যাচারী নহেন।

কয়েক দিবসাবধি প্রভাকর প্রখর কর বিস্তার করিতেছিলেন, অদ্য বেলা ৩ ঘটিকা সময় অত্যন্ত ঝড় এবং শিলাপাত ও বারি বর্ষণ হইয়া পৃথিবী এককালীন শীতল হইলেন, এই বৃষ্টি যদ্যপি রাঢ় অঞ্চলে হইয়া থাকে তবে কৃষিকার্য্যের অনেক উপকার হইবেক, জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি বাঙ্গাবাড়ি, লানখাঁর, দেয়ার, এবং জরুর প্রভৃতি গ্রামে এরূপ শিলা পতন হয় যে তদাঘাতে অনেক গোহত্যা হইয়াছে, এবং এক মনুষ্যের পৃষ্ঠদেশে পতিত হওয়াতে সে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

জঙ্গীপুর। ২৩ আপ্রিল ১৮৫৭।

পুনশ্চ নিবেদন, এই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করণকালীন অবগতি হইল, উক্ত হত্যাকারী ব্যক্তি ধৃত হইয়া এইক্ষণে রঘুনাথগঞ্জের কাঁড়ির হাজতে আছে, বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।"

কলিকাতা অবধি রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যে বিদ্যুতীয় তার স্থাপিত আছে তাহাতে মধ্যে সংবাদ জাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল, গত মঙ্গলবারাবধি পুনরায় তদ্দ্বারা সংবাদ চলিতেছে।

"আরিসা" নামক আমেরিকান জাহাজ বোষ্টন নগরের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে।

নূতন মাতলা নগর পরিষ্কার কার্য্যে ইতি মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের ১৫।১৬০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি অধিকাংশ স্থান অরণ্য পূর্ণ আছে।

রঙ্গপুর হইতে আগত পত্রে বিদিত হইল অদ্যাপি তৎ প্রদেশে সুবৃষ্টি হয় নাই, জলাভাবে ধান্য ও নীলচারা সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

মফঃসলাইট পত্রের কোন সং

বাদ প্রদাতা আহ্লাদ পূর্ব্বক লেখেন স্যার উইলিয়ম গম সাহেব পুনরায় ভারতবর্ষের প্রধান সেনানী হইয়াছেন ত্বরায় এতদ্দেশে শুভাগমন করিবেন।

মেং ফরবিস সাহেবের মেমোরি এল ফণ্ড হইতে সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের দুই জন ছাত্রকে প্রতিবর্ষে ছাত্রীয়বৃত্তি প্রদত্ত হইবেক।

টনাসেরিম রাজ্যের কমিস্তনর সাহেব মৌলমেন নগরের নরদমা ও রাস্তা ইত্যাদি শোধন হওন প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন, তৎ কার্য্যের ব্যয়ার্থ কোন লোকেল ফণ্ড হইতে ১৩০০০ টাকা প্রদত্ত হয়, গবর্ণমেণ্ট ধনাগার হইতে ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক না।

ঢাকা প্রদেশেও ইতিমধ্যে গুরুতর ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে, বাত্যাবেগে জলে স্থলে মহতী হানি হইয়াছে।

৪৩ সংখ্যক মান্দ্রাজের দেশীয় পদাতিক সেনাদল কটকে উপনীত হইয়াছে, এক্ষণে তথায় আর কোন পীড়োপদ্রব নাই।

মেদিনীপুরে সর্ব্বদাই দস্যু তস্করীকার্য্য হইতেছে, এমত দিন অপ্রসিদ্ধ যে দিনে নগরবাসি বা মফঃসলবাসি কোন প্রজা দস্যু দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব না হয়। তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিলা ২৪ পরগণার কালেক্টর হইবেন এবং জিলা ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট মেদিনীপুরে আসিবেন।

বোম্বাই নগরের জষ্টিস অফ দি পিস মহম্মদ আমীন রোজে সাহেব তাঁহার দৌবারিকের অস্ত্রাঘাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, হন্তা ধৃত হয় নাই।

প্রেরিত পত্র

মহামান্যবর অশেষ গুণসাগর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ সরসিজেষু।

যথাসম্মান নিবেদন মেতৎ।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তে ভবদীয় বিশ্বমান্য প্রভাকর পত্র পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীমণ্ডলে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া শোকাত্মার শোক নিবারণ, দরিদ্রের দুঃখ মোচন, বিপদ্গ্রস্তের উপকার ও পরাপদের প্রতীকার ইত্যাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা না করিলে সে জন্মই বিফল এবং পশু জন্মের সহিত তাহার কোন বিভিন্নতা নাই, এই বিবেচনায় আমরা সহায়হীন ও নির্ধন রোগাক্রান্ত জনগণের রোগের প্রতীকারের জন্য চাঁপাতলা নামক স্থানে "ইউনিয়ন চেরিটেবেল ডিস্পেন্সরি" নামক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি, ইহাতে সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন অন্নদাচরণ কাষ্ঠকিরি ও নীলমণি দত্ত চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু যদিচ পরম করুণাকরের করুণায় আবহমান কাল তাহার কার্য্য সমূহ সুশৃঙ্খলারূপে সম্পন্ন করিতেছিলাম তথাপি এইক্ষণে আমারদিগের তদাশা নিরাশা-নীরে নিমগ্ন হওনোদ্যত হইয়াছে, কারণ প্রচুরতর রোগি সমাগমে ক্রমশঃ যে প্রকার ব্যয়াধিক্য হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে আমারদিগের এ যৎসামান্য চাঁদায় তাহার সমূহ ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব, তথাপি সজ্জন পরোপকারি মহোদয়গণের করুণার প্রতি নির্ভর করিয়া একেবারে ভগ্নোদ্যম হই নাই, কারণ যদ্যপি মহাশয়েরা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন তাহা হইলেই আমারদিগের যথেষ্ট উপকার দর্শে, যথা "পাঁচের লাঠি একের বোঝা" বিশেষতঃ এরূপ কর্ম্মে সকলেরি সহায়তা করা কর্ত্তব্য, কারণ কখন কাহার কিরূপ অবস্থা হয় ইহা কেহই নির্ণয় করণে সক্ষম নহে, অতএব সময়ে উপকার করিলে অসময়ে উপকৃত হইবার সংপূর্ণ সম্ভাবনা। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক লেখার প্রয়োজনাভাব, এইক্ষণে সকাতরে সবিনয়ে ও বিনীত বচনে সর্ব্ব সমীপে ইহাই প্রার্থনীয় যে উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা যেন নিরাশ না হই।

শ্রীকা, লা, বসু।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা।
১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।০ অনাগ, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

৫৯৪

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক সংবাদ

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নাসংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাতন্ত্রিরেফারনং ॥

৫৮২৪ সংখ্যা] সোমবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মুল্য ১৲ তঙ্কামাত্রা।

সতর্ক করণার্থ বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে সাবধান ও সতর্ক করা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় বিবি মিহার আবজুন বাদিনী এবং মৃত সেখ আনিস বারবরের বিষয় ও বিভবাদির উত্তরাধিকারী পুত্র জুমন বারবর ও উত্তরাধিকারিণী কন্যা বিবি জান প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হয় তাহার ক্ষমতানুসারে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর আফিসে ১৮ মে সোমবার নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক এমত বিজ্ঞাপন যাহা ১৮৫৭ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয়, তাহা যে কেহ ক্রয় করিবেন তিনি স্বয়ং তন্নিমিত্তে দায়ী হইবেন!

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী নম্বর ২ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার মাসিক ভাড়া কোম্পানির বারো টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কলিঙ্গার আনিস বারবরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক।

উপরোক্ত গৃহাদি মৃত আনিস বারবরের পুত্র জুমল বারবরের স্ত্রী রাহাত বিবি সংপূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী এবং মৃত আনিস বারবরের বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, যিনি পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওন জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিচারালয়ে ইজেক্টমেণ্টের নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।

WILLIAM SWINHOE.
Attorney for Rahath Beebee.

উইলিয়ম, সুইনহো।
রাহাত বিবির উকীল।

কলিকাতা।
১৪ মে ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি কর্ণেওয়ালিস ষ্ট্রিটে ১৫৪ নম্বরের বাটীর দরুণ ব্রজমোহন নাগের বিক্রীত সন ১২৬৩ সালের ২ কার্ত্তিক তারিখের রসিকচন্দ্র দাসের নামে খরিদা বাটীর এক কেতা কবলা গত ৩১ বৈশাখ ইংরাজী তারিখ ১২ মে মঙ্গলবার খোওয়া গিয়াছে, যে কোন ব্যক্তি ঐ কবলা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তিনি পুরাতন চীনা বাজারের ২৪৮ নম্বর দোকানে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকটে তাহা উপস্থিত করিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

শ্রীরসিকচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞাপন

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়া

সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ
ত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপ
ারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর
তি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা
ক্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকা
ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্প
র্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agent.

ডবলিউ, এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
মাপ্রিল ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

শ্বেতকান্তি সভ্যজাতিদিগের বি
বাহ সূত্রে মধ্যে মধ্যে কতরঙ্গ উঠে,
তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে হাসি
তে হাসিতে নাড়তে বেদনা বোধ
হয়, কাবেলের যুদ্ধ সময়ে গোরা
রমণীদিগের বিবাহ ঘটিত এক মহা
রহস্যজনক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া
ছিল, উক্ত যুদ্ধে নিযুক্ত কতকগুলীন
গোরা সেনাগণকে কাবেলীরা ধৃত
করিয়া রাখিবায় ঐ সেনাদিগের
মৃত্যু জনরব উঠে, তাহাতে তাহার
দিগের মহিলারা ব্রিটিস অধিকারে
থাকিয়া স্ব স্ব কান্তের মৃত্যু জনরব
সত্য জ্ঞান করিয়া কালাপেক্ষা ব্যতী
ত তদ্দণ্ডেই দ্বিতীয় ধব গ্রহণ করে।
কিছুদিন পরে ব্রিটিস সেনারা কাবে
ল হইতে ঐ আবদ্ধ সেনাগণকে মুক্ত করিয়া আনে, তা হারা ব্রিটিস অধিকারে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় পত্নীগণকে দ্বিতীয় পতির অঙ্কে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়. এবং ক্রোধে বিস্ফূরিতাঙ্গ হইয়া তৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করে, পরে প্রধান আফিসরেরা মধ্যস্থ হইয়া বহু কষ্টে এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন।

সংপ্রতি তদপেক্ষাও এক কৌতূকজনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, মফঃসলবাসি জনেক রোমান কাথোলিক মিসনরি এক সধবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন, কামিনী তাহার প্রথম পতিকে "ডাইবর্সমেণ্ট" অর্থাৎ স্বামীত্যাগ পত্র লিখিয়া না দিয়া মিসনরি সাহেবকে পতিত্বে গ্রহণ করিবায় তাহার পূর্ব্ব কান্ত উভয়ের নামে জিলা আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, কিরূপ বিচার হয় জ্ঞাত হইলে পাঠকবর্গের গোচর করিব।

আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর এতদ্দেশের গবরনর জেনরলী পদে নিযুক্ত হইয়া অবধি রাজ কার্য্যের গুরুতর ঝঞ্ঝটে যে প্রকার ব্যস্ত হইয়াছেন, কোন গবরনর সাহেব এতদ্দেশে আসিয়া এরূপ বিব্রত হন নাই, ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ মাত্র লার্ড বাহাদুর পারস্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে বহু কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা নিবৃত্তি হইতে না হইতেই চীন সমরের উদ্যোগ করিতে হইতেছে, তাহার উপর আবার সিপাহিরা বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়াছে, ভারতবর্ষে ব্রিটিস অধিকার যে প্রকার বিস্তৃত হইয়াছে তাহা রক্ষার্থ তদ্রূপ সেনা নাই, রাজকোষ সর্ব্বদাই শূন্য থাকে, বিনা ধনে, বিনা সেনায় এই বৃহদ্রাজ্যের কার্য্য নিষ্পাদন করা ও যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় চালান সহজ কথা নহে। এই প্রকার নানা চিন্তা ও শ্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তজ্জন্যই লার্ড বাহাদুর কর্ম্মত্যাগ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে মরিচোপদ্বীপে যে সকল কুলী প্রেরিত হইত তাহারা তথায় যাইয়া যৎসমূহ কষ্ট পাইত, এবং শারীরিক পীড়া হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমনের সুযোগ পাইত না, এই জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বীপে কুলী প্রেরণের নিষেধ বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আজ্ঞানুসারে কয়েক মাস যাবৎ মরিচোপদ্বীপে কুলী প্রেরিত হয় নাই, তাহাতে মরিসস গবর্ণমেণ্ট কষ্ট বোধ করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় তথায় কুলী প্রেরণের আজ্ঞা প্রচার জন্য পুনঃ অনুরোধে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে যে সকল কুলী আসিবেক তাহারা আর কিছু মাত্র কষ্ট পাইবেক না, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা সর্ব্বদা তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করিবেক। মরিসস গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মরিচোপদ্বীপে পুনরায় কুলী প্রেরণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে ১ মে দিবসাবধি বোম্বাই নগর হইতে উক্ত স্থানে কুলী প্রেরিত

হইতেছে, অনুমান হয় এবারে কুলীরা পূর্ব্ববৎ অনাদৃত হইবে না, কুলীর অপ্রতুলে তত্রত্য লোকেরা অতিশয় কষ্ট বোধ করিয়া কুলীদিগের আবশ্যকতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছে।

ইংরাজদিগের রীত্যানুসারে বঙ্গভাষায় নাট্য ক্রীড়া বিষয়ে সংপ্রতি নগরবাসি সম্ভ্রান্ত সন্তানগণের বিলক্ষণ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে "শকুন্তলা" নাটকের যেরূপ অনুরূপ দর্শিত হয় তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তদনন্তর ৺ বাবু নন্দলাল সিংহের বংশধর বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের উৎসাহে সিংহবাবুদিগের ভবনে "বেণী সংহার" নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এই উভয় স্থানের ব্যাপার অতি সুনিয়মে ও সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে, বিশেষতঃ সিংহ বাবুদিগের ভবনে কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সাহেবের সমাগম হইয়াছিল।

সিমুলিয়ার কাংশকার পল্লী মধ্যে "বিধবোদ্বাহ" নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হইবার অনুষ্ঠান হইতেছে, সুবুদ্ধি মুৎসুদ্দি মৃত বাবু হরচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু তাহার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, এবং কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারেরা "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের অনুরূপ" দেখাইবারও উদ্যোগ করিতেছেন।

যুবকদলের এই নূতন আমোদ বিলক্ষণ কল্যাণকর বলিতে হইবেক, ইহাতে নাট্য বিষয়ের অনুশীলন কল্পে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অনেক দিনাবধি নগরে ও মফঃসলে পয়সার অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছিল, এইক্ষণে শুনা যাইতেছে সিকি, দো আনিরও অনাটন উপস্থিত হইয়াছে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা রাজ্যের পুরাতন টাকা অপ্রচলিত করিয়া তথায় কোম্পানির টাকা চলন করিতেছেন, কলিকাতা টাকশালে যত টাকা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ অযোধ্যায় প্রেরিত হইয়া থাকে টাকা মুদ্রাঙ্কন কার্য্যেই সকল কল বদ্ধ আছে, ইহাতেই পয়সা ও সিকি আধলির অনাটন ঘোচেনা, এইক্ষণে টাকশালে প্রতি দিন ৪ লক্ষ টাকা প্রস্তুত হইতেছে।

এদেশীয় সেনাদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা সহজে সাম্য হইবে না দেখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অগত্যা গত বৃহস্পতি বাসরীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অতিরেক পত্রিকায় ঘোষণা দিয়াছেন, "কোন ষ্টেসনের কোন আফিসর বা সেনা কি সেনা সকল কোন গুরুতর অপরাধ করিলে ঐ ষ্টেসনে যিনি জেনরল কি লেপ্টেনাণ্ট জেনরল কি মেজর জেনরল বা ব্রিগেডিয়ার জেনরল কি সিনিয়র আফিসর থাকেন তিনি স্বক্ষমতায় কোর্ট মার্সেল করিয়া ঐ অপরাধী আফিসর কি সেনার অপরাধের বিচার ও দণ্ডবিধান করিবেন, কিন্তু ৫ জন আফিসরের কম কোর্ট মার্সেল হইবে না" বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি সকল প্রেসিডেন্সিতে এই আজ্ঞা প্রচলিত হইবেক।

বর্দ্ধমান হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, মহারাজার স্কুলের বার্ষিকী পরীক্ষা ও ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

অধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান নগরে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে।

কৃষ্ণনগরের পত্রে জ্ঞাত করে তথাকার জজ মেং স্কিনর সাহেবের সুবিচারে উক্ত জিলাবাসি সমস্ত লোক মহাসুখি হইয়াছেন, তিনি অতি নিরপেক্ষ লোক, বিচার বিষয়ে আমলাদিগের কোন অভিমত গ্রহণ করেন না, তাঁহার শাসনে প্রধান বলিভোগি আমলারা বিষদন্তহীন সর্পবৎ নিরীহ হইয়াছেন। জজ সাহেব শারীরিক অসুস্থ হইয়াছেন স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থে তিন মাসের ছুটী লইবেন।

৯। ১০ মে দিবসে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে নীল ধান্যাদির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন বণ্ডেওয়ের হৌসের সুহৃদী হইয়াছেন তিনি অনেক দিনাবধি উক্ত কর্ম্মালয়ে কর্ম্ম করিতেছেন, ইহাতেই ত

কার প্রধান কর্ম্মচারিরা সেনবাবুকে এই প্রধান পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

পুনা আবজরবর পত্রে দৃষ্ট হইল তথায় জনরব উঠিয়াছে, পারস্য রাজদূত ফিরক খাঁ পেরিসনগরে ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি লার্ড ফৌলি সাহেবের সহিত যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন, পারস্যরাজ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

এ সংবাদের সত্যতার প্রতি নির্ভর করা যায় না, পারস্যরাজ রুসিয়ার বাদশাহের সাহায্য প্রাপ্তাশয়ে ইংরাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করেন, পরে সে আশায় নিরাশ হইবায় সন্ধি করণার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট আর কিছু দিন সমর স্থায়ী রাখিলে পারস্যরাজ উপযাচক হইয়া সন্ধি করিতেন, এমতাবস্থায় তিনি ঐ কৃতসন্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন ইহা কখন সম্ভবপর নহে।

ঢাকা নগরে অদ্যাপি বসন্ত রোগের উপদ্রব নিবারণ হয় নাই, প্রতি দিবস গড়ে ১০।১২ জন লোক পঞ্চত্ব পাইতেছে, উক্ত নগরের লোক সংখ্যা পঞ্চাশৎ সহস্রের অধিক হইবেনা, তাহাতে প্রতি দিন দশ জন লোক মরা সামান্য কথা নহে, কিছু দিন এরূপ মারীভয় প্রবল থাকিলে নগর উচ্ছীন্ন যাইবেক। এখানকার জজ মেং লিলি সাহেব মফঃস্বল হইতে ঢাকা নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ঠাকুরপুকুর গ্রাম অবধি টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ হইবেক, গবর্ণমেন্ট ঐ রাস্তা প্রস্তুত জন্য জিলা ২৪ পরগণার ক্যালেক্টর সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন।

মহারাণীর ৮৪ সংখ্যক দলের পদাতিক দলের সেনারা অনতিবিলম্বে রেঙ্গুণে পুনঃ প্রেরিত হইবেক, তাহার আবশ্যকীয় উদ্যোগ হইতেছে, ওলাউঠা রোগে ঐ দলের অনেক সেনা পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা রেঙ্গুণ হইতে সংপ্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে এবং ২৭ সংখ্যক দল তথা হইতে আসিয়া যমুনা ষ্টিমর আরোহণে আলাহাবাদ গমন করিয়াছে।

আলাহাবাদের ৫ সংখ্যক সেনা দল প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অনেক প্রজারাও তাহারদিগের সহিত যোগ দিবে এমত জনরব উঠিয়াছে, আলাহাবাদে এক্ষণে অন্য কোন সেনাদল নাই।

কেপ অফ গুডহোপ কাফ্রিদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটনের যে সংবাদ প্রচার হইয়াছিল তাহা সত্য নহে, কাফ্রিরা এইক্ষণে শান্তভাবে আছে।

রেঙ্গুণ নগরের মিউনিসিপেল কমিসানেরা অগ্নি ভয় নিবারণার্থ এরূপ কল্পনা করিতেছেন যে ভবিষ্যতে উক্ত নগরে আর কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মিত হইবে না।

অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর সাহেব গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে উক্ত রাজ্যের আফিম কৃষিদিগের নিকট হইতে কিছু আফিম লইয়া গাজিপুরের আফিন এজেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, বোধ হয় গবর্ণমেন্ট তদ্রাজ্যের আফিম ব্যবসায় সরকারের একচেটিয়া করিবেন।

৭ মে দিবসে দিনাজপুরে প্রবল ঝড় হইয়া বহুতর নৌকা মগ্ন এবং বিস্তর গৃহ ভগ্ন হইয়াছে।

গয়াধামে ওলাউঠা রোগে অদ্যাপি প্রাণি নাশ হইতেছে।

এইক্ষণে বৃষ্টি সর্ব্বত্রে হইতেছে, আমারদিগের নিকট মফঃসলের নানাস্থান হইতে যে সকল পত্র আসিতেছে তাহাতেই দেখা যাইতেছে তত্তৎ স্থানে সুবৃষ্টির সৃষ্টি হইয়া প্রভাকরের প্রখর করে প্রতপ্ত অবনীকে শীতল করিয়াছে, কিন্তু এক এক স্থানে অত্যন্ত শিলা পতনে ও ঝড়ে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতজ্জমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তদ্বিচিত্রমাসরসং ।।

৫৮২৭ সংখ্যা] গুরুবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।]

বিজ্ঞাপন

আগামি শনিবার যামিনী ৭ সপ্তম ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের রাস কারণ এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" তন্নিমিত্ত লেজিস নেটিব কৌন্সলে যে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক ভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমপ্রসাদ রায়।
শ্রীজগতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত	১৲
শুকেতিজান	।।০
চিত্তবিলাসিনী	।।০
সীতাবিলাপ লহরী	।।০

সংবাদ প্রভাকর

৯ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত বুধবাসরীয় কলিকাতা গেজেটের এক অতিরেক পত্রে আমারদিগের গবরনর জেনরল কৌন্সেল হইতে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ এরূপ এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে "কুলোকেরা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট বল দ্বারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম নাশের উপক্রম করিয়াছেন। এই মিথ্যা জনরব, কিছুই সত্য নহে, কেহ ইহার প্রতি বিশ্বাস করিবেন না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে প্রজাদিগকে সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, এবং প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত তাহা মান্য করিয়া আসিতেছেন, কোনকালেই প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করেন নাই, অতএব ঐ অলীক রটনাকারকদিগকে সকলেই ঘৃণা করিবেন।" লার্ড কেনিং বাহাদুরের এই ঘোষণাপত্র প্রকাশের প্রধানোদ্দেশ্য পাঠকগণ কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিলেই অবগত হইতে পারিবেন, সংপ্রতি বিনা কারণে সেনাদল দ্বারা যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, লার্ড বাহাদুর সদুপদেশ দ্বারা তাহা নিবারণ করণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কি পরিতাপ! পূর্ব্বে এইরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া অবোধ সিপাহিদিগকে সান্ত্বনা করা উচিত ছিল, এইক্ষণে তাহারা বুদ্ধি দোষে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া আপনারদিগের বিপদকে আপনারাই আহ্বান করিয়াছে, যে সকল সিপাহি এপর্য্যন্ত বিদ্রোহ দলে সংলিপ্ত হয় নাই

প্রাগুক্ত ঘোষণাপত্র পাঠে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি তাহারদিগের সংপূর্ণ বিশ্বাস হইতে পারিবেক। মিরাট হইতে গত দুই দিবসের মধ্যে যে কয়েকখানা পত্র সুযোগক্রমে এতন্নগরে আসিয়াছে, তৎপাঠে জানা গেল যে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি জেনরল এস্সন সাহেব সৈন্য সমভিব্যাহারে অতিবেগে মিরাটে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, গুরখা সেনারা ঝিলম হইতে আসিয়াছে, বিলাত হইতে একদল সৈন্য চীনদেশে গমন করিতেছিল তাহারাও বোম্বাই দিয়া পশ্চিম রাজ্য গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। নানা স্থান হইতে সেনা সকল মিরাট ও দিল্লীতে গমন করিতেছে, অশ্বারোহি সেনাদিগের প্রতি অনুমতি হইয়াছে যে তাহারা অবিলম্বে দিল্লী রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগকে শাসন করিবেক। বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ নিমিত্ত আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর সাধ্যপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন, সেনানীগণ রণবেশে ধাবিত হইয়াছেন, কিন্তু সিপাহিরা যে গুরুতর অত্যাচার প্রচার করিয়াছে তাহাতে চারিদিগে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে, এমত সঙ্কট সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, কারণ যে রাজ্যে সেনারা সেনাপতিগণের অনুমতির অবাধ্য হয় সেই রাজ্যের শাসন প্রণালী বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, বিশেষতঃ এই রাজ্যমধ্যে সংপ্রতি যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ ঘটনা কোনকালে হয় নাই, পূর্ব্বে বারাকপুরে একবার সিপাহি সেনারা অবাধ্য হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব প্রধান সেনাপতি সাহেব এইক্ষণে আপনার সুবিবেচনা পরিচালন করুন।

গবর্ণমেণ্ট যখন কোন প্রকার সাধারণ হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন তখন তাহার বিস্তর আড়ম্বর হয়, তাহাতে যে অর্থ ব্যয় করা বিচারসিদ্ধ হয় সাহেবেরাই তাহার তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হইয়া গ্রহণ করেন, সঙ্কল্পিত বিষয় সুসিদ্ধ করণার্থ উপযুক্ত অর্থ কিছুই থাকে না, সুতরাং আড়ম্বর করাই বৃথা হয়।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা জাতীয় ভাষার দ্বারা প্রজাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়া যে সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করেন সেই সময়েই কয়েক জন সাহেব প্রধান, তত্ত্বাবধারক ও উপরোধানুরোধ পত্র দ্বারা কয়েকজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সহযোগি তত্ত্বাবধারকের পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনারদিগের মাসিক বেতনে প্রায় এবিষয়ের নির্দ্ধারিত ব্যয়ের সকল টাকা বণ্টন করিয়া লইয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাতে শিক্ষকদিগের বেতন ও বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইয়াছে, আমরা শ্রবণ করত অতিশয় অনুতাপিত হইলাম যে মাসিক ১৫।২০ টাকা বেতনে যে সকল ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন পূর্ব্বক শিক্ষক হইয়াছেন তাঁহারা নিয়মিতরূপে বেতনের টাকা প্রাপ্ত হয়েন না, সুতরাং আহারাভাবে শীর্ণাকার হইয়া শিক্ষা প্রদানে তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ জন্মে তাহা বিজ্ঞমণ্ডলীই বিবেচনা করিবেন, সকল স্থানেই গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের প্রতি বেতন নিরূপিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন গ্রামে চাঁদা দ্বারাও অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন, ইহাতেও কি কারণে সুনিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হয় না আমরা তাহার নিরূপণ করণে অক্ষম হইতেছি, শিক্ষকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া শিক্ষা বিষয়ের সুশৃঙ্খলা করা সর্ব্বাগ্রেই উচিত, শিক্ষক অনুপযুক্ত এবং অসন্তুষ্ট হইলে কোন মতেই উত্তম শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই, তত্ত্বাবধারক মহাশয়েরা শুদ্ধ ভ্রমণ করিয়া কি করিবেন? তাঁহারদিগের দ্বারা কোন উপকারই দর্শিবেক না। অতএব গবর্ণমেণ্ট প্রজাপুঞ্জের উপকারার্থ যেমন অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেইরূপ উত্তম নিয়মাদিও নির্দ্দিষ্ট করুন, [illegible] মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় সুনিপুণ যে সকল উপযুক্ত লোক আছেন শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে তাঁহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করুন, তাহা না করিলে যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইবে না।

কটক হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে এবৎসর শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তম ধামে নিরন্তর যাত্রী গমন করিতেছে, কিন্তু প্রচণ্ড প্রভাকর কর তাহারা অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে যাত্রিদলের মধ্যে নিদারুণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, একারণ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে স্থানে স্থানে কিছু দিবসের নিমিত্ত চিকিৎসালয় সকল সংস্থাপিত হইতেছে।

গত শনিবার বটতলাস্থ "হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরি" নামক বিদ্যালয়ে রেবরেণ্ড ডাল সাহেবের প্রকাশ্য রূপ বক্তৃতা করিবার যে কল্পনা ছিল তাহা কোন কারণ বশতঃ হয় নাই, অতএব আগামি শনিবারে উক্ত সাহেব ও উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উভয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবেন, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা কথিত দিবসে ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন।

সিপাহিদিগের বিদ্রোহিতার গবর্ণমেণ্ট শঙ্কা পাইয়া নগররক্ষক পৃথক ১ দল সেনা প্রস্তুত করণে যত্নবান হইয়াছেন, যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ দলে প্রবেশ করিতে চাহিবে কেবল তাহারদিগকেই গ্রহণ করা যাইবেক।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা কলিকাতার "স্কুল অফ ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আর্টেস" নামক শিল্পবিদ্যালয়ে মাসিক ৩৫০ টাকা রাজকোষ হইতে প্রদানের আজ্ঞা দিয়াছেন।

উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ১৯। ৩৩। ৩৮। ৫৪। ৭৪। ১১। ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল ও ৩ সংখ্যক লাইট কেবলরি ও স্যাপর মাইনর দল ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, আরো ৫। ৭ দল সেনা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারে।

প্রেরিত পত্র

প্রভাকরকারকেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার পত্রে ছোট হজুরের ব্যাপার যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তিনি ছোট নন, "বড়" অর্থাৎ হেড এমত প্রত্যাশা ছিল, ইহার পর সমুদয় প্রকাশ হইবে, ফলে তাহা না হওয়াতে এক প্রকার ভাল হইয়াছে, কারণ লক্ষ্য কে? লক্ষের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করাও যায় না। তবে সেই হেডের যদি হেড থাকিত তবে এক দিন শোভা পাইত।

হেড মহাশয় উপদেশক হইয়া প্রধানরূপে অভিমান করিয়া সকলের নিকট ভদ্রতা জানান, আমি তেঁতুল গাছের পক্ষী, বৃক্ষে বসিয়া সকলি দেখিতে পাই, অতএব তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করি উত্তর করুন।

বড় কাহাকে বলে? ১। মহতের লক্ষণ কি? ২। যাঁহারা উচ্চ পদস্থ তাঁহারা সহকারিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? ৩। যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বড় বলিয়া প্রকাশ্যে অভিমান পূর্ব্বক অসম্ভব মর্য্যাদার প্রত্যাশা করিয়া সহকারিগণকে অপমান করে তাহাকে কি বলিব? ৪।

যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে অমান্য করে, এবং মলিন-বেশধারি জনককে দেখিলে লোকের নিকট পরিচয় দেন, ইনি আমার বাপ নন, একজন গ্রামস্থ, তিনি কেমন মহাত্মা? ৫। নিজের বেতনে চাকর না রাখিয়া সরকারি চাকরদিগ্যে আপনার পেণ্টলোন্ পরানো, মোজা সাপ করানো, বাসন মাজানো, এবং আর আর সমুদয় কর্ম্মকরানো কি কর্ত্তব্য হয়? ৬। সরকারি টাকায় নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কি কর্ত্তব্য?

সরকারি চাকর সরকারি কর্ম না করিয়া পা-টিপিবে, হাতি বহিবে এবং অনিয়মে বেল, এঁচোড়, মোচা পাড়িয়া ও মাচ ধরিয়া আনিয়া দিবে ইহাই কি ন্যায়সম্মত কর্ম্ম? ৭।

বিনা দোষে বহু কালের সরকারি চাকরদিগ্যে পদচ্যুত করা, এবং বেতন না দিয়া পাচককে তিরস্কার ও প্রহার পূর্ব্বক কারাগারের ভয় দেখাইয়া বিদায় দেওয়া কি কর্ত্তব্য হয়? ৮। সরকারি ঘরে সহকারিদিগ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া পাহারার ব্যাপার করা কি বিধেয়? সরকারিনূতন চ্যারে সহকারিরা কেহ কি বসিবার যোগ্য নহে?

অনর্থক পরগ্লানি ও পরছিদ্র অন্বেষণ করা কি উচিত হয়?

অদ্য এই পর্য্যন্ত। দেখি তিনি কলম ধরিয়া কি লেখেন, পরে আমি উপযুক্ত রূপ বিবেচনা করিব।

সালিক পক্ষী।
মধ্যস্থ।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কল্যাণবরেষু।

গত কল্য ৬ জ্যৈষ্ঠ শ্রীলশ্রী মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের যত্ন ব্যয় দ্বারা ছেটদেউড়ি নামক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হইয়া

প্রথমতঃ প্রাতে ৯ ঘণ্টা সময় বিদ্যা
লয়ের চিরস্থায়িত্বের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত
প্রভাকরনাথ তত্ত্বরত্ন বেদাধ্যয়ন করি
লেন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
ও সভাস্থ মহাশয়েরা গাত্রোত্থান ক
রিলেন পরে ১০ দশ ঘণ্টার সময়
শ্রীমতী করুণাময়ী দেবী বালিকাদি
গকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন
উক্ত শিক্ষিকা অতি প্রধান রাঢ়িশ্রে
ণীয় ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহার স্বামী পুত্র
বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন, বিদ্যালয় শ
তিষ্ঠ দিনে ১৮ টী ভদ্রবালিকা পাঠ
শালায় আসিয়াছে বিদ্যা-মন্দিরে
নিযুক্ত স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক
যাইতে পারে না এবং পঞ্চম বর্ষীয়
বালকও গমনের নিষেধ হইয়াছে,
উক্ত বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়
স্থাদি জাতীয় বালিকা ভিন্ন ইতর
জাতীয় স্ত্রীলোক স্কুল গ্রহণ কর
াইয়া, মহাশয় এই বিষয় প্রভাকরে
প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণঃ।
বর্দ্ধমান রাজবাটী।
১২৬৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ।

সুধীরবর নানা গুণমন্দির শ্রীযুত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পদ্য পঁক্তি
অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক সংশোধন
করিয়া মহাশয়ের বিশ্বমান্য প্রভা
কর পত্রে প্রকটনে উৎসাহিত এবং
সম্মানিত করিবেন।

নিদাঘ বর্ণন।

পদ্য।

নিরূপ সব ভাব, করি অনুভাব।
ভাব হইল কেন, স্বভাব স্বভাব॥
অদৃশ্য নিশের ভাব, কে লইল হরি।
বিনিময় সুসময়, বিলোকন করি॥
মহির মোহিনী মূর্ত্তি, মতি লয় হরি।
দেখিতে দেখিতে কোথা, করিল শ্রীহরি॥
বাড়িতেছে দিনমান, অনুমান করি।
দিন দিন দীন ভাব, ধরে বিভাবরী।
না হয় শীতল বায়, প্রবাহিত আর।
পিক সব ক্রমে রব, করে পরিহার॥
অনুমানি ঋতুরাজ, হয় বিনিময়।
সুখোদ বসন্ত অন্তে, নিদাঘ উদয়॥
পরিপাত ঋতুনাথ, বসন্ত রাজন।
সীমাতীত সুখপ্রদ, তোমার চরণ॥
কমণীয় ধরা ভাজি, গমনীয় হায়।
নিদাঘে সম্পদ আর, অপদ হারায়॥
করিলেন ঋতুরাজ, ধরা পরিহার।
বিশ্ব মাঝ গ্রীষ্মরাজ, ভীষ্ম অবতার॥
বাহু বলে রিপুদলে, ক্রমে পরাজিল।
করি ভয় অরিচয়, পরিচয় দিল॥
মহাবল প্রবল, প্রতাপ অতিশয়।
পরাক্রমে ধরাক্রমে, করিল বিজয়॥
অরুণ করুণ হোয়ে, ছিল এতদিন।
নিদয় হইল হোয়ে নিদাঘ অধীন॥
চলিলেন শীতল ভূতল, পরিহরি।
প্রখর অনল কর, ধরিলেন হরি॥
প্রচণ্ড আতপে হয়, তাপিত সংসার।
বায়ু হোলো আয়ুহর, রক্ষা নাহি আর॥
করিল উত্তপ্ত যত, সুধর কানন।
মরিতেছে কত জীব, কে করে গণন॥
জরিল ভুজঙ্গ ব্যাহ, বিবর ভিতরে।
ডেক আনি তার সহ, প্রেম ভাব করে॥
কাননের পশু যত, প্রাণ হত প্রায়।
মৃতবত শত শত, পড়িয়া ধরায়॥
বাঘের ছাগের সহ, নাহিক বিবাদ।
কেশরি সম্মুখে করী, নাচে করি সাধ॥
করিতে স্বীকার কেহ, স্বীকার না করে।
বিকারের রোগি প্রায়, যত বনচরে॥
হোয়ে আছে শশ যত, শ্বসগত প্রাণ।
শাখি পরে পাখিগণ, অতি ম্রিয়মাণ॥
শুখাইয়া হোলো সারা, চারাতরু যত।
সুরসাল রসাল, হইল রস-হত॥
টসিতেছে, খসিতেছে, জাম আর নিচু।
কসিতেছে আনারস রস নাই কিছু॥
শুখাইল সরোবর, জলাশয় যত।
জলচর বহুতর প্রাণে, হয় হত॥
জীবন হারায় মীন, থাকিয়া জীবনে।
স্থলবাসি নর তবে, বাঁচিবে কেমনে॥
অঙ্গেতে রাখিতে নারে, পরিধেয় বাস।
খুলিবারে নাহি পারে, লোক উপহাস॥
ওদনে বদনে দেখা, নাহি কত দিন।
অনাহারে দিন দিন, কলেবর ক্ষীণ॥
জীবন ধারণ শুধু, সুশীতল জলে।
সরবত গরবত, লাগিতেছে গলে॥
দধিতে মিসাইয়ে জল, করে খাই ঘোল।
সম্বল হয়েছে শুধু, অম্বলের ঝোল॥
নাহি কিছু পরিমাণ, যত জল খাই।
তৃষা তবু কশা নয়, এবড় বালাই॥
ব্যজন চালন আর, করিব বা কত।
নিষেধ না মানে স্বেদ, বহে অবিরত॥
ঘামাছি হইল সব, কলেবর যুড়ে।
অহ রহ দহ যেন, উঠিতেছে পুড়ে॥
নিদারুণ নিদাঘের, শাসনের ধূমে।
বিচ্ছেদ হইয়া গেল, নেত্র আর ঘুমে॥
নিদারুণ অরুণ, বরুণ ততোধিক।
বৃষ্টির বিরহে বৃষ্টি দহে দশ দিক॥
সঘনে গগনে ঘন, আশ্বাসিছে মন।
তথাচ বারেক নাহি, হয় বরিষণ॥
বিনাজল মহীতল, দেখা নাহি যায়।
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, অনলের প্রায়॥
পাইতেছে যন্ত্রণাদি, পাতকের পুঞ্জ।
জল বিনা মারা যায়, চাতকের দল॥
ওহে প্রভু কৃপাকর, কৃপাভাব ধর।
জল দিতে জলদেরে, অনুমতি কর॥

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠানুরাগি
জনস্য।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমৃকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রশীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তুদিরেফারসং ॥

৫৮২৯ সংখ্যা] শনিবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২৩ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র দরজিপাড়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ সরকার স্বীয় আ[illegible] বিনা দর্শনীতে বিবিধ প্রকার উৎকট উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিতেছেন, তিনি গত পরীক্ষায় ডিপ্লোমা, 'সর্টিফিকট অফ অনর" মেডেল এবং পুরস্কার পাইয়া কালেজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

খোয়া গিয়াছে।

এক জন বেহারা ক থলো চাবি হারাইয়াছে, যদি তাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে এই যন্ত্রালয়ে অথবা মিস্টার্স উইলহণ্ট এম, থামস কোম্পানিদিগের কার্য্যালয়ে উপস্থিত করি উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন।

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।

৮৬ নং [illegible] কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।

পিস্তলের বগলসওয়ালা উত্তম বগিহরনেস বা কমপাসের ঘোটক

আমাদিগের কাণপুর নিবাসী জনেক বন্ধু কয়েক প্রস্থ উক্ত সজ্জা তত্রস্থ কোন সুনিপুণ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কাণপুরের ঘোড়ার সাজ অতি উত্তম হইয়া থাকে, তজ্জন্য বোধ হয় উহা এখানকার অনেকেরই আবশ্যক ও আদরণীয় হইতে পারে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে উপরি লিখিত লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণা[illegible] করের জীব[illegible]	১৲
[illegible]	[illegible]
চিত্তবি[illegible]	[illegible]
সীতাবিল[illegible]	[illegible]

অদ্য শনিবার যামিনী ৭ প্রথম ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস কার এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয় তন্নিমিত্ত লেজিস নেটিব কৌন্সলে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্ত

কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচ
নার্থ আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবা
র অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম
সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ
সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎ
কালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

সংবাদ প্রভাকর

জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রথম যখন
এতদ্দেশের অধিকার প্রাপ্ত হন তৎ
কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এত
দ্দেশীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্ত
ক্ষেপ করিবেন না, কিছু দিন সেই
প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল, ক্রমে যখ
ন সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া প্রব
ল বলশালী হইলেন তখন সেই পূর্ব্ব
প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিতে
লাগিলেন, মৌখিক পূর্ব্ববৎ দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ আছেন, কিন্তু কার্য্যে তদ্বি
পরীতাচারী হইয়াছেন। হিন্দু প্রজা
দিগের অমতে প্রথমে সতীদাহ নিবা
রণ আইন, তৎপরে জাত্যন্তর ব্যক্তি
দিগের পৈতৃক বিষয়ের অংশ বিধা
য়ক আইন এবং অবশেষে বিধবা বি
বাহ বিধায়ক আইন প্রচার করিয়া
হিন্দুধর্ম্ম-মূলে কুঠার মারিয়াছেন,
হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিয়া এতদ্দেশে
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারার্থ মিসনরিদিগকে
সম্যক উৎসাহ দিতেছেন, এ সকল
কার্য্য দ্বারা হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্ম
বিষয়ে কি হস্তক্ষেপ করা হইতেছে
না? তথাচ সুকৌশলী চতুর গবর্ণ
মেণ্ট অম্লানবদনে কহিয়া থাকেন,
"আমরা কদাপি হিন্দু যবন প্রজা
দিগের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি
না" যদি তাঁহারদিগের বিবেচনায়
উল্লেখিত স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্য
সকল হিন্দু প্রজাদিগের ধর্ম্মধ্বংসক
না হয় তবে অস্ত্র ধরিয়া সমগ্র ভারত
বর্ষীয় প্রজাদিগের ধর্ম্মনাশ করিয়া
চিরাভিলষিত পূর্ণ করুন।

ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাতেই
এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতা ব্যাপার উপ
স্থিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট
ভয় পাইয়া সাধারণের মনঃ প্রত্য
য়ার্থে ঘোষণা দিয়াছেন "ভারতব
র্ষীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষ
য়ে গবর্ণমেণ্ট কখন হস্তক্ষেপ করেন
নাই ও ভবিষ্যতেও করিবেন না,
নষ্ট লোকেরা মিথ্যা জনরব তুলিয়া
ছে, গবর্ণমেণ্ট সমস্ত হিন্দু যবন
প্রজাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবেন, সা
ধারণে যেন ঐ জনরব বিশ্বাস না
করে, ইত্যাদি।"

গত ৭ জ্যৈষ্ঠ রজনীযোগে চাণ
ক নিবাসি শ্রীযুত কমলাকান্ত সার্ব্ব
ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাগানে
একজন হিন্দুস্থানি চাকর ছিল, তা
হাকে হত্যা করিয়াছে, বোধ হয়,
কর্ম্মচ্যুত সিপাহিরা ঐ কর্ম্ম করিয়া
ছে, আর বিদ্রোহি সিপাহিরা চাণ
কে একটা লুট করিবে তাহার সম্ভা
বনা আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কিছু করে
নাই, অতএব প্রজালোকের পক্ষে
বড় বিপদ হইয়াছে।

আফগান স্থান হইতে যে পত্র
আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত হয়, বো
খারার রাজা আমীর দোস্তমহম্মদ
খাঁকে লিখিয়াছেন, যদি আমীর এখ
নও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মিত্রতা উ
পেক্ষা করেন তবে তিনি সেনা ও
অর্থদ্বারা আমীরকে সাহায্য প্রদান
করিবেন।

পারস্য রাজদরবার হইতে আর
এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে লিখি
ত আছে, আমীর দোস্তমহম্মদ খাঁ
স্বজাতীয় স্বধর্ম্মীয়দিগকে ত্যাগ পুরঃ
সর ইংরাজদিগের পক্ষাশ্রয় করিয়া
ছেন তাহা সুবিবেচনার কার্য্য হয়
নাই, এতদ্দ্বারা তাঁহার উভয় দিগ
নষ্ট হইবেক, প্রথমতঃ নাস্তিক আশ্র
য় গ্রহণ করায় ধর্ম্ম হানি সম্ভাবনা,
দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিসাশ্রয়ে নিরুদ্বেগে থা
কিবেন এমত প্রত্যাশাও নাই, যে
সকল স্বাধীন রাজারা ইংরাজদি
গের আশ্রিত হইয়াছেন ইংরাজ
বাহাদুর তাঁহারদিগের প্রায় সকল
কেই রাজ্যচ্যুত করিয়া তদ্রাজ্য স্ব
রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন, আমীরকেও
তদবস্থাগ্রস্ত হইতে হইবেক।

অযোধ্যা নগরবাসি হিন্দুরা ত
থাকার বনদিগের এক ধর্ম্মালয় ভা
ঙ্গিয়া ঐ জমি দিয়া পথ করিয়াছে,
যবনেরা তজ্জন্য প্রধান কমিস্যনর
সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া
ছিল তাহাতে মিস্যনর সাহেব হি
ন্দুদিগকে ঐ মসজিদ পুন
র্নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া
ছেন।

আব্দুল সওয়াব নামক যবন
তাহার পত্নীর প্রাণনাশ করিবায়

বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচা
রিত হইয়াছে!

দুর্গ নামক একজন দস্যু দাবি
জনা নাম্নী বেশ্যার যথাসর্ব্বস্ব হ
রণ পূর্ব্বক তাহাকে গুরুতর প্রহার
করিয়াছিল, তদপরাধে ৭ বর্ষের জন্য
কারাবদ্ধ হইয়াছে।

২৯ আপ্রিল অযোধ্যা নগরের
পাক্তাসাঁকোর নিকটে অগ্নি সংযো
গ হইয়া অনেক গৃহ এবং এক স্ত্রী
লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে।

দিল্লী নগরের ডেপুটী কালেক্টর
ও মাজিষ্ট্রেট রামশরণ দাস ৪৫ বর্ষ
বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তিনি
সাধারণের সুখ্যাতির সহিত ঐ পদে
ক্রমিক ১৫ বর্ষ কালনিযুক্ত ছিলেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশেম শিক্ষা
বিষয়ক ইন্সিস্পেক্টর মেং বিড সাহে
ব দিল্লী ও মিরাটের বিদ্যালয় দর্শ
নে গমন করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন ফিলিপ্স সাহেব সিন্ধু
দেশের মধ্যে যে এক কয়লার আ
কর প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে
উত্তম কয়লা বাহির হইতেছে, ক
লিকাতার জুওলজিকেলমিউজিয়মে
ঐ কয়লার আদর্শ আসিয়াছে, ত
থাকার কিউরেটর সাহের ব্যক্ত ক
রিয়াছেন ঐ কয়লা অতি উত্তম,
সকল কার্য্যে তাহা ব্যবহৃত হই
বেক।

যশোহরের অন্তর্গত গদঘাটার
কুঠি যৎকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত
হয়, তখন ঐ স্থানে একজন দারো
গা দুইজন জমাদার এবং ১০।১২
জন পুলিস বরকন্দাজ উপস্থিত
ছিল, তাহারা শঙ্কাক্রমেই হউক বা
অত্যাচারিদিগের অনুরোধেই হউক
কুঠিরক্ষার্থ লাঠিয়ালদিগকে ধৃত ক
রণার্থে যত্ন করে নাই।

প্রেরিত পত্র

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়
দীর্ঘজীবিষু।

"সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ
পূর্ব্বক এই পত্রখানি আদ্যোপান্ত
পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করি
ব। তাহার পর বিবেচনা সিদ্ধ হয়
প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

হে গুণাকর সম্পাদকপ্রবর ঈশ্ব
র! আপনকার প্রণীত প্রভাকরই
অস্মদ্দেশের অজ্ঞানরূপ ধ্বান্তহারী
এবং গগনবিহারী ধ্বান্তহারী স্বরূপ
জগতের মঙ্গলকারী, সেই প্রভাক
রের কোন সামান্য অনির্দ্দেশ্য কার
ণে কোন বিঘ্ন ঘটনে সাধারণের সম্য
ক্ প্রকারে অমঙ্গল সম্ভাবনা, অত
এব আপাততঃ অমঙ্গলের কতিপয়
লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠা
হইয়াছে, যাহাতে তাহা নিবারিত
হইতে পারে তদুপযোগি কোন
উপায় আশু সন্ধান করা কর্ত্তব্য।
আপনকার প্রভাকর পত্র পূর্ব্বে বিবি
ধ প্রকার সৎসন্দর্ভ সুরচিত প্রবন্ধা
দি পরিপুরিত হইয়া প্রত্যহ উদয়
হইত, তাহাতে সাধারণজন সন্নিধা
নে আদরের আর পরিসীমা ছিল
না, সকলে "প্রভাকর পত্র" নাম
শুনিলে অমনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে আ
গ্রহাতিশয় পুরঃসর পাঠ করিত,
কেহই অনাদর বা অশ্রদ্ধা মাত্র করি
ত না। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইদানীন্তন
কতিপয় লেখকের দোষে সে প্রভা
কর ক্রমে পূর্ব্বকার খরকরবিহীন
হইয়া নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিয়াছে,
ফলে তাদৃশ আদর ও মান্যতা উভয়
লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।
পরন্তু সে নিমিত্ত আপনাকে কোন
রূপে দোষভাগি করা সঙ্গত ও উচি
ত নহে, আপনি দৈববিড়ম্বনা প্রযুক্ত
শারীরিক পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া
বহুকাল শয্যাশায়ী রহিয়াছেন,
আহা! শুনিয়া আর দুঃখের ইয়ত্তা
রহিল না, শ্রম করিবার আর শক্তি
মাত্র নাই, একেবারে দৈহিক ও মা
নসিক স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া মানসিক
শক্তি ও লেখনী চালনায় জলাঞ্জলি
দিতে হইয়াছে, তথাপিও আপনি
বিস্তর কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করিয়া মা
সিক পত্রখানি লিখিতে ত্রুটি করেন
না! আহা! যেপর্য্যন্ত আপনকার
রোগের বার্ত্তা পাইয়াছি সেই পর্য্যন্ত
আপনাকে একবার দেখিবার মানস
করিতেছি, কিন্তু কর্ম্মঘোরে তাহা
হইয়া উঠিতেছে না, আঃ, আমরা
কি হতভাগ্য! যিনি কায়মনোবাক্যে
আমাদের হিতান্বেষণ করেন দুরন্ত
রোগ, জরা, কাল আসিয়া অচিরে
তাঁহাকেই বিধিমতে উৎপীড়ন করে,
আপনি অশেষ প্রকারে এ দেশের
উপকার করিয়াছেন, অতএব নির্দ্দয়
রোগ স্থলান্তর না পাইয়া আপনার
দেহই অধিকার করিয়াছে। সংপ্র
তি জগদীশ্বর সমীপে একান্ত মনে
প্রার্থনা করি, আপনি ত্বরায় আরো
গ্য হইয়া পূর্ব্বমত নিজ কার্য্য ভার
গ্রহণ করুন। আমরা অনেক দিন
পর্য্যন্ত আপনাকে প্রস্তাবিত বিষয়

জ্ঞাপন করিবার মানস করিতেছি, কিন্তু এতাবৎকালপর্য্যন্ত কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে শক্ত হইলেন না। আমি আর ক্ষান্ত থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত ও বিধেয় বিবেচনা না করিয়া আপনকার সরল উদার এবং করুণাপূর্ণ স্বভাবের উপর ভর করিয়া বক্তব্য বিষয় নিবেদনে সাহসী হইলাম; অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিলে দেশের হিত ও নিজ কল্যাণ সাধন এবং আমারও শ্রম সার্থক, সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে। কয়েকদিন হইল ভবল্লিখিত একখানি মাসিক পত্র মধ্যে আপনার যৎপরোনাস্তি আক্ষেপোক্তি পাঠ করিয়া মনোমধ্যে আরো উদ্বেগ উপস্থিত হইল, সেই জন্যই এত যত্ন প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য তাবৎ কার্য্যাপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন, সম্পাদক শতগুণে ভূষিত হইলেও পাঠক ও অপরাপর লেখকের লেখার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়, তদ্ভিন্ন তিনি কদাপি কার্য্য সুনিয়মে ও সুচারুরূপে চালাইতে পারেন না। ক্রমাগত এক ব্যক্তির ভাবও লেখাতে সাধারণের মনস্তুষ্টি হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে, আর সাধারণের মনস্তুষ্টি ব্যতীত পত্রের মান সম্ভ্রম ও আদর কিছুই থাকেনা, কিন্তু অদ্যাবধি এদেশে যত সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈবশক্তি বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখক মণ্ডলীও আহ্লাদ ও উৎসাহ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্র ভূষিত করেন, কাযেই সকল দিক বজায় ছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আপনকার পীড়া প্রযুক্ত সে ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমি যথার্থ কহিতেছি কি না? আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, আমি বহুকাল পর্য্যন্ত আপনকার প্রভাকর পড়িতেছি তাহাতে আপনার লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ভালরূপ জানি, আপাততঃ তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সুলেখক বুদ্ধিমন্ত যুবকের নাম পাঠাইতেছি তাঁহারা অধিকন্তু আপনকার ছাত্র রূপে গণ্য, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগো নিজ পত্র মধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক পুর্ন লিখনে অনুরোধ করিলে বোধ করি তাঁহারা যত্ন ও আহ্লাদ করিয়া স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারা যে এখন কি কারণে পূর্ব্বরাগ বিবর্জ্জিত হইয়াছেন আর কেনই বা লেখেন না, তাহার সবিশেষ কিছুই বুদ্ধিগম্য হইবার নহে, তবে অনুমান হয় উপযুক্ত মত উৎসাহ না পাইয়া থাকিবেন। হে মহাশয়! অসময়ে শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনায় মর্য্যাদার লাঘব কিছুই নাই, বরং তাহাতে দেশের বিধিমতে উপকার সম্ভাবনা। আপনি দেশের হিতার্থে কৃত সঙ্কল্প হইয়া অনেক প্রকার করিয়াছেন, অতএব বর্ত্তমান বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকায় উভয়তঃ ক্ষতি মাত্র, আপনার প্রভাকরই বঙ্গভাষাকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়াছে, আর সেই আলোক প্রভাবেই বঙ্গভাষা অধুনা এরূপ উন্নত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এইক্ষণে সে প্রভাবের হীনতা দেখিলে অত্যন্ত আক্ষেপ হয়, আপনি প্রস্তাবিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। আপাততঃ যে কয়েকটী নাম স্মরণ হইল তাহা লিখিতেছি, প্রয়োজনমতে অনুসন্ধান করিয়া আরো লিখিতে ত্রুটি করিব না, এস্থলে নাম বসানতে গুণের ইতর বিশেষ কিছুই করা যায় নাই।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী।
,, দিনবন্ধু মিত্র।
,, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
,, রাধামাধব মিত্র।
,, গোঁসাইদাস গুপ্ত।
,, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।
,, কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
,, রামকমল মজুমদার।
,, যাদবচন্দ্র রায়।
,, শ্যামানন্দ গুপ্ত।
,, চন্দ্রনাথ বরাট।
,, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
,, দিননাথ মুখোপাধ্যায়।
,, বলদেব পালিত।

(অদ্য এই পর্য্যন্ত)

কস্যচিৎ প্রভাকর হিতেচ্ছু জনস্য।

৬ বৈশাখ ১২৬৪।

এই পত্র খানি অবিকল প্রকাশ করিলাম ইহাতে কোন কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করেনা, লেখক আপন নাম প্রকাশ করিতেন, তবে সন্তুষ্ট হইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই লিখিতাম, যখন তিনি স্বনাম গোপন করিয়াছেন তখন আমারদিগের অভিপ্রায়কেও গোপন করিতে হইল, তবে পাঠক মহাশয়েরা ও লেখক ভ্রাতারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয়ে যিনি যাহা লিখিয়া প্রেরণ করিবেন আহ্লাদ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রেই তাহা প্রকাশ করিব।

পরন্তু একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করি লেখক মহাশয় সংবাদ পত্রে সর্ব্বদা কোন্ রূপ বিষয় পাঠ করিতে মানস করেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by HURRYNARAIN Dose, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তবিরেকারসং ॥

৫৮২৮ সংখ্যা] শুক্রবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ২২ মে ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বরফ বরফ বরফ !!!

আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসি জনগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং পীড়ার সময়ে, বিশেষতঃ সংস্পর্শীয় রোগ মাত্রেরি পক্ষে বরফ অত্যন্ত উপকারি, ইহা ব্যবহার করিলে শরীর অতি স্নিগ্ধ হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা নষ্ট করে, এবং শরীরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, অথবা সংস্পর্শীয় রোগের উৎপত্তি হয় না।

W, L, CARPENTER.
Agat.
ডবলিউ. এল কারপেণ্টার।
এজেণ্ট।

কলিকাতা।
আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ জ্ঞা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিয়াছি যে গত ২৯ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা জন্য আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

আগামি শনিবার যামিনী ৭ সপ্তম ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস কারণ এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" তন্নিমিত্ত লেজিস লেটিব কৌন্সলে যে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সরসনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ রায় মহাশয় শৈশবকালাবধি মহাবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ডাক্তর মেং ক্লেমনট সাহেব দ্বারা ফরাসি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার ঢাকা জিলার চিকিৎসালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর সেং ক্লেমনট সাহেব পরলোক গমন করিলে দুর্গাচরণ-বাবু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাখরগঞ্জের চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিয়া সংপ্রতি কলিকাতার পাথরিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল পীড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প কালের মধ্যে আরাম করিতে পারেন। কতিপয় দিবস অতীত হইল কয়েকটা কঠোর রোগ শান্তি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ।
মোং জানবাজার।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত। .....১৲
শুকেতিহাস .... ॥৹
চিত্তবিলাসিনী .... ।৹

সংবাদ প্রভাকর

জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা আলাহাবাদস্থ সংবাদ
াতা মহাশয়ের পত্র সাদরে নিম্ন
াগে প্রকটন করিলাম, তিনি সম
র সময়ে উপস্থিত সংবাদাদি লিখি
। বাধিত করিবেন।]

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! উত্ত
। পশ্চিম রাজ্যের ডাক বন্ধ হইয়া
গিয়াছে এবং আগন্তু লোক দ্বারা
আমরা প্রতি দিবস ভয়ানক সংবাদ
প্রাপ্ত হইয়া কম্পিত হইতেছি, প্র
ধান সেনাপতি সাহেব সৈন্য লইয়া
মিরাটে উত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু
এপর্য্যন্ত বিদ্রোহকারি সিপাহিদিগ
কে শাসন করিতে পারেন নাই, তা
হারা দিল্লীর দুর্গ আশ্রয় করিয়াছে
এবং অনেক তোপ, বন্দুক, গোলা
গুলি, ও বারুদ খাদ্য দ্রব্য এবং নগ
দ টাকা পাইয়াছে, অনেকে অনু
মান করিতেছেন যে বিনাযুদ্ধে তাহা
রা দমন হইবেক না, গুরখা সেনারা
দেবা হইতে মিরাটে আসিয়াছে
এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যা
র্থ রণসজ্জায় প্রস্তুত রহিয়াছে, বিদ্রো
হি দলের সিপাহিরা তাহারদিগের
সহিত সংযোগ করণার্থ পত্র লিখি
য়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহারদি
গের সম্মতি হওয়া দূরে থাকুক তাহা
রা ঐ পত্র কমাডেণ্ট সাহেবকে দে
খাইয়াছে।

খানে অবস্থান করিতেছে এবং তা
হারাও বিদ্রোহতৎপর হইয়াছে।
মেং সিমসন সাহেব ২৫ শে তারি
খে কর্ট্রিজ অর্থাৎ টোটা সকল সি
পাহিদিগকে প্রদান করণের মানস
করিয়াছেন, সিপাহি সেনারা ব্যক্ত
করিতেছে যে তাহারা প্রাণান্তেও ঐ
টোটা স্পর্শ করিবেক না, যেহেতু
তাহাতে চরবি মিশ্রিত আছে, এই
বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণগো
চর হওয়াতে তিনি সিপাহিদিগের
বিদিতার্থ এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ
করিয়াছেন, যে টোটায় কিছুমাত্র
চরবি নাই, দুষ্টলোকেরা মিথ্যা জ
নরব প্রকাশ করিয়াছে, ফলতঃ এই
ঘোষণাপত্রদ্বারা কোন উপকারদর্শে
নাই, এমত জনরব যে উক্ত দিবসে
জেনরল সিমসন সাহেব টোটা প্রদা
ন করিবেন না, আলাহাবাদের দুর্গো
পরি যে সকল তোপ স্থাপিত আছে
তাহার মুখ বন্ধ করা হইতেছে, বারু
দখানায় কোন ডাক্তর সাহেব
নিযুক্ত হইয়াছেন, নগর রক্ষার্থ
সীক সেনাদিগের আগমনের কল্প
না হইতেছে, সিপাহি সেনারা যদ্য
পি বিদ্রোহ উপস্থিত করে তবে আ
মারদিগের আর নিস্তার নাই, নিক
টে এমত সৈন্য নাই যে তাহারা আ
সিয়া আলাহাবাদ রক্ষা করিবেক,
বণিকেরা কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন।
আলীগড়ের মহাজনেরা দোকান
বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন, কুঠি
ওয়ালারা যাহারা কেবল রোকো
ড়ের কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারদি
গের ভয়ের কথা বর্ণনা করা যায় না,
সিপাহিদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা ও
তাহাতে বিদ্রোহ ঘটিবার আ

শর্য্য কি? আমরা এইক্ষণে সাতি
শয় সশঙ্কিত হইয়া কালযাপন করি
তেছি, কখন্ কি হয়, কখন্ কি হয়,
এই চিন্তাই নিরন্তর চিত্ত-ধামে উদ
য় হইয়া ব্যাকুল করিতেছে, রজনী
যোগে নিদ্রা হয় না, কিঞ্চিৎ গোল
যোগ শ্রবণ করিলেই হৃদয় কম্পিত
হইয়া উঠে। প্রিয় সম্পাদক! এখান
কার বৃদ্ধ লোক সকল কাশীধামে প্র
স্থান করিতেছে, যেহেতু সিপাহি
সেনারা বুদ্ধিদোষে গবর্ণমেণ্টের বি
রুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে আর নিস্তা
র থাকিবেক না, যে সমস্ত হট্ট লোক
আছে তাহারাও পরস্ব অপহরণে
হস্ত বিস্তার করিবেক, আমি এই
ক্ষণে যেরূপ সংবাদ অবগত হইলা
ম তাহাই লিখিলাম, আমারদিগের
শান্তিরক্ষক মহাশয় এইক্ষণে সতর্ক
ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এবং
বোধ হয় সৈন্যের নিমিত্ত পত্র লি
খিয়া থাকিবেন, ২৫ তারিখে জেন
রল সিমসন সাহেব যদ্যপি টোটা
প্রদানের অনুমতি না করেন তবেই
রক্ষা, সিপাহিদিগের মধ্যে সংপ্রতি
যে এক নূতন প্রকার খেলা আরম্ভ
হইয়াছিল সেই খেলা সূত্রেই অনে
কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সেই প্র
তিজ্ঞাকে উপস্থিত ঘটনার মূল কা
রণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক,
সেনাপতি সাহেবেরা সিপাহি দলে
র গুপ্তাভিপ্রায় প্রথমতঃ কিছুই জা
নিতে পারেন নাই, যদ্যপি কিঞ্চিৎ
মাত্র অবগত হইতে পারিতেন তবে
অবশ্য কোন বিহিত করিতে পারি
তেন। ফতেগড় হইতে কোন আগ
ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া
গেল যে অশ্বারোহি সেনারা অতি
বেগে তথায় আগমন করিতেছে।"

কলিকাতা রাজধানীতে যে শিল্প
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তা
হার প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদা
নার্থ আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর
জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর বিলা
তে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র
প্রাপ্ত হইয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স
সাহেবেরা সম্প্রতি অনুমতি করিয়া
ছেন, যে ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গব
র্ণমেণ্ট এইক্ষণে প্রতি মাসে ৩৫০
টাকা প্রদান করিবেন এবং কিরূপ
নিয়মে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তা
হার বিস্তারিত রিপোর্ট অর্থাৎ সম
য়ে সময়ে পাঠাইবেন, ঐ বিদ্যালয়
শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্টর্স জেনরল
সাহেবের অধীন হইবেক কিন্তু যে
সকল মহাশয়েরা ঐ শিক্ষালয়ের
প্রতি সাহায্য করিয়া থাকেন এবং
উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা
তাহাতে নিযুক্ত থাকিবেন এবং যা
হাতে তথাকার ছাত্রেরা সুশিক্ষিত
হইয়া স্বদেশমধ্যে শিল্পবিদ্যা প্রচা
র করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট সাধ্যা
নুসারে এমত চেষ্টা করিবেন, কোর্ট
অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এদেশের
উপকারার্থ এই অনুমতি প্রদান ক
রাতে তাঁহারদিগের যথেষ্ট সুখ্যাতি
হইয়াছে, বোম্বাই নগরীয় শিল্প বি
দ্যালয় দ্বারা যে অশেষবিধ উপকা
র হইতেছে এদেশেও সেই রূপ হয়
ইহা আমারদিগের নিতান্ত প্রার্থনা।

মহারাণীর আট গণিত সেনারা
গত মঙ্গলবার রজনীযোগে রেইল
ওয়ের শকটারোহণে রাণীগঞ্জে গমন
করিয়াছে, তথা হইতে অশ্বারোহণে
তাহারা আলাহাবাদে গমন করিবে

আহা! এই সময় যদ্যপি রেইল
রোড মৃজাপুর পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইত
তবে এই বিদ্রোহ সময়ে সৈন্য প্রব
ল করণের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকি
ত না।

প্রেরিত পত্র

কবিবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

প্রায় এক বৎসর কালাবধি বিষ
য় কর্ম্মানুরোধে মহাশয়ের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, এজন্য
অতিশয় খিদ্যমান আছি। আমার
উপর মহাশয়ের যদ্রূপ স্নেহ ও আ
মাকে যেরূপ ভালবাসেন, আমি তা
হার মত কৃতজ্ঞতাসূচক কোন কর্ম্ম
করি নাই বলিয়া মনে মনে লজ্জা
পাইয়া থাকি। পরে অদ্য যে কারণ
বশতঃ আমি মহাশয়ের স্মৃতিপথের
পথিক হইব তাহার বিবরণ এই যে
৫৭৪৭ সংখ্যক প্রভাকরে "শ্রীকেদার
নাথ দত্তস্য" ইতি স্বাক্ষরিত যে কবি
তা প্রকাশ হইয়াছিল, তৎপাঠে
অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, যেহেতু
উক্ত কবিতা আমারদিগের ভাষার
মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধক শ্রীযুত ঈশ্বর
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সাগর
হলেন যেন, নাগর কানাই।" ইত্যা
দি বহুবিধ শ্লেষোক্তিতে পূর্ণ ছিল,
আমি উক্ত কবিতা লেখককে কিছু
বলিতে ইচ্ছা করি না। মহাশয়ের
প্রতি নিবেদন এই যে আপনি যেমন
সম্পাদকীয় ধর্ম্ম পালনে উক্ত কবি
তা পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে
ন, সেইরূপ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখাও
আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

তাহা না করিয়া আপনি পরপরীবা
দকদিগকে এক প্রকার উৎসাহ দিয়া
ছেন, এবং সকলের মনে এই বিশ্বাস
জন্মাইয়াছেন যে ঐ কবিতা লেখক
মহাশয়কে বিস্তর প্রশংসা করিয়াছি
লেন, তজ্জন্য আপনি সেই প্রশংসা
গন্ধে অন্ধ হইয়া তাঁহার প্রকৃত "ধান
ভানিতে শিবের গীত" বিষয়ে কিছু
উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু উক্ত কবি
তা পাঠ করিয়া কেহ কেহ এতদূর
পর্য্যন্তও বিশ্বাস করিয়াছেন যে ঐ
রূপ ললিত পদ বিন্যাস কখনই এক
জন মিরাটবাসির লেখনী হইতে
বাহির হইতে পারে না। যে মহানু
ভব কবি, ভাষার সারল্য এবং অনু
প্রাসাদি গুণ জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত
হইয়াছেন, ঐ কবিতা তাঁহার লেখ
নীই প্রসব করিয়াছে, অতএব এই
জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ
জানাইতেছি যে আপনি একবার এ
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রকাশ্যরূপে
আপনার অপকলঙ্ক ভঞ্জন করেন।
পূর্ব্বে আপনাকে যখন যে অনুরোধ
জানাইতাম, আপনি তাহা রক্ষা
করিতেন, অতএব সেই সাহসে সা
হসী হইয়া ভরসা করি যে ত্বরায় নি
ষ্কলঙ্ক প্রভাকরের অপকলঙ্ক বিমো
চন করিবেন নিবেদন মিতি তাং ২২
ফাল্গুন ১৭৭৮ শক।

ভবদীয় নিতান্ত গুণানুরাগি
শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়স্য।
সাং কোন্নগর।

পত্র চং মোং নড়াল। শ্রীলশ্রীযুত
বাবু রামরত্ন রায়ের ভবন।

এই পত্রপ্রেরকের পত্রখানি আ
মরা কখনই প্রকাশ করিতাম না, যে
হেতু ইহা সর্ব্বতোভাবেই প্রকাশের

অযোগ্য, কারণ অকারণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তিনি যে রূপ কারণ উদ্দেশ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আমরা সে কারণের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না, যিনি সমুদয় কারণ কারণ, তিনি যদি সেই কারণ অবধারণ করিতে পারেন তবেই অবধারিত হইতে পারে! আহা, কি পরিতাপ! যখন কোন ব্যক্তিকে সৌভাগ্য সম্ভোগ জনিত সুখে সুখী দেখা যায়, তখন তদ্দৃষ্টে আনন্দ প্রকাশ করাই মানুষের কর্ত্তব্য হয়, এবং সেই ব্যক্তি যেরূপ উপায়ে সেই সম্পদ ও সৌভাগ্য-সূচক সম্ভ্রম সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুরূপ সুখ সম্মান সম্ভোগার্থ সংপূর্ণরূপ চেষ্টা করাই উচিত হয়, কিন্তু যে মনুষ্য সেরূপ সাধুব্যবহার না করিয়া তদ্বিপরীতে বাহুবল অথবা অপর কোনরূপ উপায়ান্তর প্রকরণ দ্বারা উল্লেখিত সৌভাগ্যশালির সেই সুভোগ্য সুযোগ্য সঞ্চিত সুখ সৌভাগ্য হরণ করিয়া স্বয়ং তাহার উচ্চ আসনে আরূঢ় হওনের প্রার্থনা করেন, তিনি কেমন মহাত্মা? দৈবশক্তি জননী যাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করেন তিনি গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা সুধাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বসাধারণের তুষ্টিজনক হইবেন, এ কোন্ বিচিত্র! এ বিষয়ে বিশেষ কোন ভেদ নাই, বর্ণের ভেদ নাই, জাতির ভেদ নাই, স্থানের ভেদ নাই, দেবী যাঁহাকে করুণা করেন তিনিই কৃতার্থ এবং কৃতকার্য্য হইয়া অভিলষিত বিষয়ে সুফল সিদ্ধ করেন, অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহাশ্রিত এক ব্যক্তি দৈবশক্তি প্রভাবে মিরাটে বসিয়া চলিত ভাষায় ললিত পদবিন্যাস করিয়া বহুজনের মনোরঞ্জন করিবেন ইহা কি নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য? কি চমৎকার! যাঁহারা এরূপ বিবেচনা ও বিতর্ক করেন তাঁহারদিগের সন্দিগ্ধচিত্তকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। লেখক যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা সে পক্ষে অতিশয় অপটু, কেননা একজনের শক্তিসূচক সুনাম, সম্ভ্রম কেমন করিয়া হরণ করিব? তবে তিনি আপনার মহৎ মনের ধর্ম্মে যতদূর পর্য্যন্ত পারেন করিবেন, তাহাতে কেহই নিষেধ করিতে পারে না। অপিচ যশোহর প্রবাসি পত্রপ্রেরক কবিরূপে লক্ষ্য করিয়া যাঁহাকে লেখ্য ভাবিয়াছেন, তিনি সে লেখ্য ও লক্ষ্য যোগ্য নহেন, যদি অস্মদাদির প্রতি এই উক্তি উক্ত হইয়া থাকে, তবে এইমাত্র কহিতে পারি যে আমরা অতি তুচ্ছ, দৈবশক্তি দেবী অনুকম্পা পূর্ব্বক ক্ষুদ্র এক বালক বালিকার প্রতি প্রসন্না হইলে আমরা শত বর্ষ তাহারদিগের নিকট শিক্ষা করিলেও ফল প্রাপ্ত হইতে পারি কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। এই স্থলে আর একটী কথা লিখিতে হইল, পরীবাদ, নিন্দা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, এই কয়েকটির মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, কেদারনাথ দত্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিন্দা নহে, পরীবাদ নহে, সুকাব্যের ধর্ম্মই ব্যঙ্গোক্তি, তৎপ্রকাশে লেখক নিন্দক হয়েন না, এবং প্রকাশ্য পত্রও কলঙ্কী হয় না, সেই ব্যঙ্গে ব্যঙ্গের ব্যঙ্গ প্রকাশ পায় নাই, তবে সকলের মনের ভাব ও আস্বাদন একরূপ নহে, সুধীর নিকট সুব্যক্ত বচন কামধেনু, অসুধীর নিকট কেবল ধেনু। যাহা হউক, বিশ্ব প্রকাশক প্রভাকরের কর সহ্য করণে অক্ষম হইয়া নিশাচরেরা সূর্য্যকে কলঙ্কী কহিয়া থাকে, তাহাতে কিছু প্রভাকরের কলঙ্ক হয় না, এই কথাটী স্মরণ করিয়া কলঙ্ক মোচনের প্রস্তাব উল্লেখ করিলেই ভাল হইত।

পরন্তু আমরা যদি প্রশংসাগন্ধে অন্ধ হইতাম, তাহা হইলে পত্রপ্রেরকভায়া অনেক দিবস পূর্ব্বেই সে বিষয়ের পরীক্ষা পাইতেন, এবং অদ্যও যৎকিঞ্চিৎ পাইলেও পাইতে পারিতেন। সকলের মন একরূপ নহে, মন সকলেরি স্বাধীন, অথচ সেই স্বাধীনে মন নিতান্তই অধীন, যখন স্বাধীন হয় তখন একরূপ, এবং যখন অধীন হয় তখন একরূপ। ভায়া এই লেখার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক বার মনকে আপনার অধীন করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হে।গোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রস্তরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৪৫ সংখ্যা] গুরুবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১১ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন.

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী রাধাউল্লাস দেবী তথা গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সুতানুটীর মধ্যে নিমতলা নামক স্থানে এক খণ্ড বন্দ ভুমি অনুমান ৴৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী রাধাউল্লাস দেবী তথা গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত স্থান কাল ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫ মে। ১৮৫৭।

আফিমের ইশ্‌তেহার

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান জুন মাহার ১০ তারিখ বুধবার আফিমের ষষ্ঠ নীলাম হইবার যে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল এই ক্ষণে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্তে ঐ জুন মাহার ১৫ তারিখ সোমবার এক্সচেঞ্জ ঘরে সেই নীলাম হইবেক ইতি।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ।
ফোর্ট উইলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ৬ জুন।

EDW. LUSHINGTON,
Junior Secretary.

সতর্ক করণার্থ বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে সাবধান ও সতর্ক করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতা সুতানুটি যোড়াসাঁকো বলরাম দে ষ্ট্রিটের মধ্যে ২১।২ নম্বর বাটী যাহার পাট্টা ৺ রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের নামে, এইক্ষণে আমারদিগের অজ্ঞাতসারে কেহ তাহা ক্রয় বা বন্ধক রাখিবেন না, যেহেতু আমরা দুইজন উক্ত মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ, এবং তাঁহার যে এক দৌহিত্র আছে সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসরের অধিক নহে, ঐ বাটীর পাট্টা এইক্ষণে শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আছে, উল্লেখিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সময়ে তাঁহারা তাঁহার বাটী প্রভৃতির সমুদয় দলিলাদি হস্তগত করেন, অতএব উক্ত রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের নামের কোন প্রকার দলিলাদি

উভয় ব্যক্তিকে টাকা দেন তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।
শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী।

বিজ্ঞাপন।

চেম্বর্স রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দুপেট্রিয়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ প্রভাকর

৩০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা শ্রবণ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর রাজকীয় সমস্ত প্রধান কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার বিবেচনানুসারে অনুমতি সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, মিলটারি সেক্রেটারি অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সাহেবর প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য সমর্পিত নাই সুতরাং এইক্ষণে লার্ড বাহাদুর প্রশংসাপ্রশংসার ভাজন হইবেন, তিনি চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সৈন্য সকল আহরণ করিতেছেন, এবং গত দুই দিবস জাহাজারোহণে কয়েক দল সৈন্য রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা অবিলম্বেই উত্তর পশ্চিম রাজ্যে প্রেরিত হইবেক তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছে।

পশ্চিম রাজ্যের বিদ্রোহোপলক্ষে বাজারে আকাশ ভেদী কথা বিস্তর উঠিয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, কিন্তু অবোধ অত্যাচারিদিগের দল বল ক্রমে বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে কোথায় দলন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন তাহা না হইয়া নূতনং স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য আসিয়াছে এবং সেনাপতি বনার্ড সাহেব যে সকল সৈন্য লইয়া দিল্লী রাজধানী বেষ্টন করণের উপক্রম করিয়াছেন তাহারা বিশাল বিক্রম বিস্তার পূর্ব্বক দুরাত্মা রাজবিদ্রোহিদিগকে অবশ্য বিশেষরূপে দমন করিবেক তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন অধুনা অবগত হওয়া গেল যে সেনাপতি হুইলর সাহেব এইক্ষণে প্রতিনিধিরূপে আগ্রা রাজধানীর লেপ্টেনাণ্ট গবরনর হইয়াছেন হুইলর সাহেব রণবিৎ বটেন, পঞ্জাবীয় সংগ্রাম সময়ে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি এই নূতন পদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারগ হইবেন কি না তদ্বিষয়ে এইক্ষণে আমরা কোন কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, অধুনা তাঁহার কার্য্যের প্রতিই প্রতীক্ষা করিলাম।

এদেশীয় সমস্ত সেনাদল ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহি হইয়া উঠিল, এমত সময়ে সিপাহীদিগের প্রতি কোন প্রকারে বিশ্বাস করা যায় না, এই বিবেচনায় লার্ড কেনিং বাহাদুর রাজধানীর ধনাগার টাকশাল ব্যাঙ্ক এবং দুর্গ রক্ষক সেপাহিদিগের স্থলে ইউরোপীয় প্রহরি নিযুক্ত করিয়াছেন, একার্য্য সুবিবেচনামূলক বলিতে হইবেক কিন্তু সেপাহীদিগের অস্ত্রকাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, কেননা যখন তাহারা অবিশ্বাসস্থল হইল তখন তাহারাও গোপনে গোপনে অবশ্য অবিশ্বাসের কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে সুতরাং তাহারদিগকে নিরস্ত্র করাই বিধেয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বিদ্রোহিতা ব্যাপার দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে, যেখানে যেখানে সিপাহি আছে সেই সকল স্থানেই গোল উঠিয়াছে, সার্ব্বত্রিক বিদ্রোহি সিপাহিরা দিল্লীতে আসিয়া প্রধান দলে মিলিত হইতেছে, কিন্তু ব্রিটিস সেনারা অদ্যাপি দিল্লীর নিকটে উপনীত হয় নাই।

বুধবাসরীয় ইংলিশম্যান ও হরকরা পত্রে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সকল সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল বিষয় নিম্নে প্রকটিত হইল।

আলাবাদস্থ ৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা যাহারা এত

দিন নগর রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল তাহারাও সংপ্রতি বিদ্রোহি হইয়া দিল্লী চলিয়া গিয়াছে, কয়েক শত ইউরোপীয় সেনা সংপ্রতি তথায় উপনীত হইবায় বিদ্রোহিরা ধনাগার লুঠ বা ইউরোপিয়ান্‌দিগের প্রাণ নাশ করিতে পারে নাই।

মেজর গাল সাহেবের অধীন ইরেগুলর অশ্বারোহি দলের দুই টুপ সেনা মইলপুর রক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা পথিমধ্যে বিদ্রোহি ভাব ধারণ পূর্ব্বক ৪ জন আফিসরের প্রাণ নাশ করিয়াছে, একজন আফিসর কোথায় পলাইয়া গিয়াছেন, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, ঐ ঐ টুপ সেনাদিগের বিদ্রোহাচরণের সংবাদ প্রাপ্তে উক্ত দলের সমুদায় সেনা একদা বিদ্রোহি হইয়াছে, মেজর সাহেব পলায়নের দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সঙ্গি ইউরোপীয় সেনারা মুজফ্ফরনগরের নিকটে ৫০ ও ৬০ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের অনেক সেনার প্রাণ নাশ করিয়াছে, তাঁহার সঙ্গে সিমলাদি স্থান হইতে যে সকল দেশীয় সেনা আসিয়াছিল তাহারদিগের মধ্যেও অনেকে বিদ্রোহাচরণের লক্ষণ প্রকাশ করিবায় মহারাণীর ৯ সংখ্যক ন্যানসর দলের সেনারা অনেক বিদ্রোহির প্রাণ সংহার করিয়াছে।

সংপ্রতি সমাচার আসিয়াছে, গত প্রধান সেনাপতি জেনরল আনসন সাহেব কর্ণালনগরে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, ব্রিগেডিয়ার জেনরল বরনার্ড সাহেব তৎপদে আকটিংরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, কাপ্তান বেলি সাহেব প্রভৃতি ৩ জন আফিসর হত হইয়াছেন।

বারাণসীস্থ ৩৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাদল বিদ্রোহি হইয়া ২৫।৩০ জন ইউরোপীয় লোককে আঘাত করিয়াছে, শীক সেনাদল তাহারদিগের প্রতিকূলে প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারাও বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া দিল্লীর পথে গমন করিয়াছে।

ফতেগড়ের ১০ সংখ্যক দল এবং আজিম গড়ের ১৭ সংখ্যক বিদ্রোহি হইয়া লেপ্টেনাণ্ট হচিনসন সাহেব ও তৎপত্নী এবং আরো কতিপয় আফিসরের অন্ত নাশ করিয়াছে।

জনরব শুনা যায়, আগরায় ইউরোপীয় সেনাদিগের হস্তে গুলি বারুদ ইত্যাদি সমর সামগ্রী অধিক নাই।

অযোধ্যার প্রধান কমিসনর সর জান লারেন্স সাহেব যে সকল বিদ্রোহিদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন তাহারদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন, নগর বহির্ভাগে সারিসারি ফাঁসীকাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে, সিপাহিদিগের ভয়ে ফাঁসীকাষ্ঠের নিকট দুইটা তোপ পাতিয়াছেন, অযোধ্যা নগরে এক জন গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে।

অযোধ্যার অন্তঃপাতি মলিদাবাদের পাঠানেরা বিদ্রোহি সেনাদিগের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনার্থে ৩।৪ সহস্র লোক একত্র হইয়া ইসলামি ধ্বজা তুলিয়াছে।

বীরাপবের ৪১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা বিদ্রোহি হইয়া পুরাতন কাণপুর নগর এবং সেনাশিবির ৩ জুন দিবসে দাহ করিয়া দিয়াছে।

সিমলা পর্ব্বতের গুরখা সেনারাও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারি হইবায় তথাকার সমস্ত ইউরোপীয়ান লোকেরা ডগসাই স্থানে পলাইয়া আসিয়াছেন, সেখানে ১৭০জন মাত্র গোরা সেনা ও ২০।২৫ জন আফিসর এবং প্রায় ১০০ ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ আছেন, তাঁহারা প্রাণ হস্তে করিয়া রহিয়াছেন।

ইংলিশম্যান ও হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল ঢাকা ও চট্টগ্রামে সকল দেশীয় সেনা আছে তাহারাও বিদ্রোহি ভাব ধারণের পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতেছে, উক্ত উভয় স্থানে যদিও অধিক সিপাহী নাই তথাচ ইউরোপীয় সেনার অবিদ্যমানতা হেতুক তাহারাই ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেক।

বিখ্যাত দস্যু ফিরাজী দুদুমিয়ার সহরচরেরাও এই সুযোগে পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতেছে এবং জনরবে শুনা যায় কলিকাতা নগরবাসি কোন ভাগ্যধর যবন পাবনা ঢাকা ফরিদপুর চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের যবনদিগকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাইবার জন্য উৎসাহ দিতেছে।

এই প্রকার সমাচারের অধিকাংশ যদিও মিথ্যা তথাচ সময় বিবেচনা করিয়া মিথ্যা জনরবকে সত্য বোধে অগ্রসূচি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট যেমন উত্তর প্রদে

প্রদেশে ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন তদ্রূপ পূর্ব্বরাজ্য রক্ষার্থেও কিছু ইউরোপীয় সেনা প্রেরণ করুন।

এবর্ষে পুরুষোত্তম ধামে যে সকল যাত্রি গিয়াছে তাহারদিগের অধিকাংশ ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব পাইতেছে, এবং খাদ্যদ্রব্যের মাহার্ঘতায় সমূহ কষ্ট ভোগ করিতেছে, রূপনারায়ণ দামোদর কাসাই ফুলারা কাঠঘুড়ি প্রভৃতি নদীর খেয়াঘাটের মাঝিরা যাত্রিদিগের নিকটে পারাবতরণের নিয়মিত মূল্যের ৮। ১০ গুণ পয়সা লইয়া থাকে, পোলিস কর্ম্মচারিরা তাহা নিবারণে মনঃ সংযোগ করেনা, বোধ হয় পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট আছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাচার নিবারণে দৃষ্টিক্ষেপ করুন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, আলোয়ার, ঝিন্দ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের যে সকল সেনারা ব্রটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আসিয়াছে তিনি তাহারদিগকে ইউরোপীয় সেনার ন্যায় যত্নে রাখেন এবং সাগুক্ত দেশের রাজাদিগের ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতা সূচক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বোম্বাই হইতে সমাচার আসিয়াছে সুরাট এবং বেরুচ নগরের ষ্টন ও পারসিঘটিত বিবাদ আর বৃদ্ধি পায় নাই, সাম্যাবস্থায় আছে।

প্রেরিত পত্র

দেশহিতৈষি শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি ভবদীয় ভবন বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান দ্বারা উৎসাহ দান করিবেন।

প্রণয়।

প্রণয় কি রমণীয় পদার্থ। ইহা কেবল সমতুল্য ব্যক্তিতেই অবস্থান করে এমত নহে, অনেকানেক অসদৃশ জনগণ মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দরিদ্রেদরিদ্রে ধনবানে ধনবানে, সুন্দরে সুন্দরে এবং কুৎসিতে কুৎসিতে প্রণয় হইয়া থাকে এমত নহে, দরিদ্রে ধনবানে এবং সুন্দরে কুৎসিতেও প্রগাঢ় প্রণয় হইতে দেখা যায়। প্রণয় যে কত স্নেহের বস্তু কত কষ্টে কত যত্নে ইহা বদ্ধমূল হইয়া থাকে তাহা প্রণয়ী ব্যতীত আর কে বলিতে পারে? যিনি কখন জলে পা দেন নাই তিনি কোথা হইতে সন্তরণ শিখিবেন? প্রণয়ের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর, তাহার বিরহে জগৎ সংসার অন্ধকারময় জ্ঞান হয়, তাহাকে অনিমিষ লোচনে দেখিতে অভিলাষ জন্মে, এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে যেন কত যুগযুগান্তর দেখি নাই বোধ হয়, তাহার কথা সুধা হইতেও সুমিষ্ট লাগে, যেস্থানে তাহার নিন্দা হয় সেস্থান অপবিত্র জ্ঞান হয়, যে ব্যক্তি তাহার নিন্দা করে তাহার মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, অধিক কি বলিব, তাহার দোষ সকল গুণ বলিয়া জ্ঞান হয় এবং যদি প্রাণ দিয়া তাহার কোন বিশেষ উপকার সম্ভবে তাহাতেও সঙ্কুচিত হওয়া যায় না। হায়! এমন পরম রমণীয় বস্তুও ক্ষণভঙ্গুর! যে প্রণয়জনক জননী ও অন্যান্য গুরুজনের অনুরোধ ও তিরস্কারেও ভঙ্গ হয় নাই, যে প্রণয় লৌকিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় কার্য্যের অনভিমত বলিয়া দণ্ডার্হ হইয়াও রক্ষা পাইয়াছে যে প্রণয় দুঃসহ ক্লেশে ক্ষত বিক্ষত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে তাহাও যেন কোন বৃহৎকায় অর্ণবপোত গভীর জলধি গর্ভে প্রবল তরঙ্গরঙ্গও মহা বেগবান ঝটিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ধীর নদীরে জলনিমগ্ন-প্রায় অতি সামান্য কারণে বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রণয়িদের বিচ্ছেদের সময় যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ততই দিন দিন পরস্পরের প্রতি অযত্ন ও ঘৃণা বৃদ্ধি হইতে থাকে যেমন কোন নদী বারি গুহা হইতে নিঃসারিত হইয়া যত অধিক দূর প্রবাহিত হয় তত ই তাহার স্রোতের এবং প্রাশস্ত্যের আধিক্য হইতে থাকে প্রণয়েরও তদ্রূপ।

প্রণয়রূপ মনোহর তরু মনঃক্ষেত্রে জন্মায়, এ প্রযুক্ত অন্যের অন্তঃকরণ সুমিষ্ট কথা এবং উপকার স্বরূপ বারিতে আর্দ্রীভূত করিতে পারিলেই অবিলম্বে প্রেমতরু উৎপন্ন হয় এবং যত দিন পর্য্যন্ত ইহা প্রবঞ্চনারূপ প্রখর করে উত্তাপিত না হয় ততদিন সতেজ থাকে এবং অমৃত ফলোৎপাদন করিয়া পরম সুখে রাখে।

শ্রী দা, না, ব।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS at the Prabhakar Press

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীমদমুভং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৪৬ সংখ্যা] শুক্রবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১২ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সতর্ক করণার্থ বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে সাবধান ও সতর্ক করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতা সুতানুটি যোড়াসাঁকো বলরাম দে ষ্ট্রিটের মধ্যে ২১। ২ নম্বর বাটী যাহার পাট্টা ৺ রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের নামে, এইক্ষণে আমারদিগের অজ্ঞাতসারে কেহ তাহা ক্রয় বা বন্ধক রাখিবেন না, যেহেতু আমরা দুইজন উক্ত মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ, এবং তাঁহার যে এক দৌহিত্র আছে সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসরের অধিক নহে, ঐ বাটীর পাট্টা এইক্ষণে শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আছে, উল্লেখিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সময়ে তাঁহারা তাঁহার বাটী প্রভৃতির সমুদয় দলিলাদি হস্তগত করেন, অতএব উক্ত রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের নামের কোন প্রকার দলিলাদি ক্রয় বা বন্ধক রাখিয়া যদি কেহ উক্ত উভয় ব্যক্তিকে টাকা দেন তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।
শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	……১৲
শুকেতিহাস	…. ॥০
চিত্তবিলাসিনী	…. ।০
সীতাবিলাপ লহরী	…. ॥০

সংবাদ প্রভাকর

৩১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটিত সংবাদ পাঠ করণে অত্যন্ত স্পৃহা প্রকাশ করিয়া থাকেন, একারণ আমরা সাধ্যানুসারে নানা স্থানের সংবাদ শেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সঙ্ক করিতেছি, কিন্তু অত্যাচারি সি হি সকল ডাকবন্ধ করাতে সকল নের সংবাদই অসম্পূর্ণ হইতে ফলতঃ এই বিষয়ের প্রতীকার ক ণে আমারদিগের কোন সাধ্য নাই বিদ্যুতীয় টেলিগ্রাফ সহযোগে স বাদ পাইবার এক মাত্র উপা আছে, দুরাত্মারা সময়ে সময়ে স্থা বিশেষে তাহার ও তার ছিন্ন রিতেছে, বিশেতঃষ ঐ টেলিগ্রা সংপূর্ণরূপেই কর্ম্মচারিদিগের অধী সুতরাং সাধারণের বিদিতার্থ সংবাদ প্রকাশ করা তাঁহার র্ত্তব্য বিবেচনা করেন তাহাই প্রক শ হইয়া থাকে।

লাহোর, মুলতান, পেসোয়ার অম্বালা, অযোধ্যা, ফিরোজপুর, ক পুর, মিরাট, আগ্রা, আজমীর, ম থুরা, বারাণসী, আলাহাবাদ, অ মিদাবাদ ইত্যাদি স্থানে আমারদি গের যে সমস্ত সংবাদদাতা ও পত্র গ্রাহক আছেন, তাঁহারদিগের লিখি ত পত্রাদি অনেক দিবস হইল প্রাপ্ত হই নাই, এবং ডাকের গো

যোগ জন্য তাঁহারদিগের নিক
ও প্রভাকর পত্র প্রেরিত হয় নাই,
এব আমারদিগের সংবাদ পাই
উপায় এক প্রকার বন্ধ হইয়া
দুই এক স্থানের দুই এক খানি
পাইতেছি, তাহাতে সকল স্থা
র সংবাদ সংগ্রহ করিবার কোন
ভাবনা নাই, সুতরাং ইংরাজী
এ সম্পাদক মহাশয়দিগের লেখার
তি আমারদিগকে অধিক নির্ভর
রিতে হইয়াছে।

১০ মে তারিখে মিরাটে প্রথ
তঃ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, ১২ মে
ারিখে মৃত প্রধান সেনাপতি সা
হেব ইউরোপীয় সেনাদিগকে রণ
ক্ষেত্রে চালনা করেন, কিন্তু কি পরি
তাপ! এই এক মাস সময়ের মধ্যে
তাহারা দুরাত্মা বিদ্রোহকারিদিগের
কিছুই করিতে পারেনাই, দিল্লী রা
জধানীর নিকটে যে সংগ্রাম হইয়া
ছিল, তাহা সামান্য বলিয়াই গণনা
করিতে হইবেক, কারণ তাহাতে
দিল্লীনগর সেনাপতি সাহেবের অ
ধিকারভুক্ত হয় নাই, দুরাচারি রাজ
বিদ্রোহিরা ঐ নগরের দুর্গ আশ্রয়
করিয়াই এক প্রকার সাহস প্রকাশ
করিতেছে, এবং সেই সাহসেই সাহ
সিক হইয়া অন্যান্য স্থানের সিপা
হি সেনারা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত
করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করি
তেছে।

রণবিৎ সেনাপতি সাহেবেরা রা
জবিরোধি অত্যাচারি হত্যাকারি
দিগকে দমন করণে যত কাল বিল
ম্ব করিতেছেন ততই তাহারদিগের
দল বল ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে,
যে সময়ে মিরাটে অত্যাচারারম্ভ
হয়, সেই সময়ে যদ্যপি অত্যাচারি
রা উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইত, তবে এই
ব্যাপার কদাচ এপ্রকার ভয়ানক হ
ইত না, ফলতঃ এবিষয়ে আমরা
বিচক্ষণ গবরনর জেনরল লার্ড
কেনিং বাহাদুরের প্রতি কোন প্রকা
র দোষারোপ করিতে পারি না, মি
রাটের নিকটে ঐ সময়ে অধিক ইউ
রোপীয় সৈন্য না থাকাতেই বিদ্রো
হকারিরা আপনারদিগের কুকার্য্যের
প্রতিফল প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু উত্ত
র পশ্চিম রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটনাব
ধি এক মাসকাল অতীত হইল, দুরা
চারিরা এপর্য্যন্ত দমন হইল না, ইহা
অত্যন্ত ভয়ের বিষয় বলিতে হই
বেক।

উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে যে কে ন
প্রকারে হউক গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্র
জামণ্ডলীর সাহায্য করা আবশ্যক
একারণ সাহেবের মধ্যে অনেকে বল
ণ্টিয়ার অর্থাৎ আপনাপন ইচ্ছায়
নগর রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক এক
প্রকার সৈন্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া
ছেন, পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের
নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া
ছেন যে নানা অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রা
জপথ পরিক্রমণ করিতে পারিবেন
সাহেবদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুগা
মি হইয়া বাঙ্গালিদিগের মধ্যেও অ
নেকে সিপাহি সাজিয়া বসিয়াছেন
তাঁহারাও পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহে
বের নিকট হইতে ঐরূপ অনুমতি
গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষতঃ ভবানী
পুর নিবাসি যে সকল বাঙ্গালি ঐ
রূপ বলণ্টিয়ার হইয়াছেন তাঁহার
দিগের বিষয় শ্রবণ করত আমরা অ
তিশয় দুঃখিত হইয়াছি, জিলা ২৪
পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অ
বৈতনিক যুদ্ধার্থি দলের প্রতি অনু
মতি করিয়াছেন যে অস্ত্র ধরিয়া প্রতি
দিবস রজনীযোগে তাঁহারদিগকে
রোঁদগস্তি অর্থাৎ প্রহররি কার্য্য নি
র্ব্বাহ করিতে হইবেক এবং যখন যা
হা দেখিবেন অথবা যে বিষয় তাঁহা
রা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করা আবশ্য
ক বিবেচনা করিবেন তাহা জ্ঞাত ক
রণে কিছু মাত্র বিলম্ব করিবেন না
অতএব আপনারদিগের বিপদকে
আপনারাই আহ্বান করিয়াছেন।

গত বাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া
পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে ভবিষ্য
দ্বেত্তা ডাক্তর কমিং সাহেব আপনা
র অনির্ব্বচনীয় গণনা শক্তির দ্বারা
নিরূপণ করিয়াছেন যে আগামি দি
বস অর্থাৎ ১৩ জুন শনিবার সূর্য্যো
দয় সময়াবধি সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে
লণ্ডন ব্রিজ এবং মলব্রোনি এই উ
ভয় স্থানের মধ্য ভাগের কোন স্থানে
আকাশ মণ্ডল হইতে এক ধূমকেতু
খসিয়া পড়িবেক, তাহাতে ইউরোপ
আর রক্ষা হইবেক না, এই গণনার
প্রতি জরমেণি ও আষ্ট্রেলিয়া দেশী
য় কৃষকগণের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মি
য়াছে যে তাহারা ক্ষেত্রের কার্য্য প
রিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর জগদীশ্বরের
আরাধনা করিতেছে, ফ্রেণ্ড সহযোগি
মহাশয় এই বিষয়ে অনেক ব্যঙ্গো
ক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রুতি হইল কাশীপুর প্রবাসি কোন
ভাগ্যধরের বাটীতে কতিপয় কর্ম্মচ্যুত
সিপাহি প্রবেশিয়া গৃহ স্বামির জীবন
নিধন করিয়া সম্পত্তি হরণের উদ্যম
করিয়াছিল, কিন্তু বাটীরক্ষক প্রহরী
ও প্রতিবাসি লোকেরা অনেকে বাবু
কে সাহায্য দানে অগ্রসর হইবায়
বিদ্রোহি সিপাহিরা ভয়ে পলাইয়া
যায়, এতদ্দেশে অদ্যাপি বিদ্রোহিতা
ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই, তবে কেন
এমত উপস্থিত হইল?

ইংলিসম্যান ও ফিনিক পত্র হই
তে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় নিম্ন লি
খিত সংবাদ গ্রহণ করা গেল।

আলাহাবাদের ৬ সংখ্যক দেশী
য় পদাতিক দলের সেনাদিগের সু
খ্যাতি ও প্রভু ভক্তির সমাচার এ
তদিন শুনা গিয়াছিল, তাহারাই এ
ক্ষণে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতা ব্যাপার উ
পস্থিত করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে একবার
ইংলিসম্যান পত্রে উক্ত সেনা দলের
বিদ্রোহী হওনের সংবাদ প্রকাশ হ
ইয়াছিল, তাহাতে উক্ত দলের প্রধা
ন সেনাপতি কর্ণেল সিমসন সাহেব
রাগান্বিত হইয়া হরকরা পত্রে স্বনাম
স্বাক্ষরিত এরূপ এক পত্র লিখিয়াছি
লেন ৬ সংখ্যক দলের সেনারাই
আলাহাবাদ নগর ও ইউরোপিয়ান
দিগের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, তাহার
দিগের প্রতি কিছু মাত্র সন্দেহ আ
রোপ হইতে পারেনা, সম্প্রতি ঐ দ
লের সেনারা অন্যান্য বিদ্রোহিদিগে
র অপেক্ষা অধিক আফিসর নাশ ক
রিয়াছে, তাহারা যেং আফিসরের
প্রাণ নাশ করে তাহারদিগের নাম
নিম্নে লিখিত হইল।

কোর্ট আজুটাণ্ট কাপ্তেন বর্চ সা
হেব।

একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র লেপ্টে
নাণ্ট ইনিস সাহেব।

লেপ্টেনাণ্ট আলেকজণ্ডর সা
হেব।

কাপ্তেন প্লঙ্কেট সাহেব।

লেপ্টেনাণ্ট স্টুআর্ট সাহেব।

লেপ্টেনাণ্ট হাব সাহেব।

এনসাইন স্কট সাহেব।

এনসাইন চিক সাহেব।

এনসাইন ডড সাহেব।

এনসাইন জুনিয়র স্মিথ সাহেব।

এনসাইন সিনিয়র স্মিথ সাহেব।

এনসাইন ওয়ে সাহেব।

এনসাইন মনরু সাহেব।

১৩ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারো
হি দলের সেনারা যোয়ানপুর দুর্গা
ধিকার পূর্ব্বক তথাকার ধনাগার লু
ণ্ঠন ও অনেক আফিসরের প্রাণনাশ
করিয়াছে এবং জেহেলখানা ভাঙ্গি
য়া কারাবাসিদিগকে মুক্তি দিয়াছে।

হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, কাণ
পুরের ২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক
দলের সেনারা বিদ্রোহি হইয়া সমস্ত
আফিসরের প্রাণনাশ করিয়াছে, কে
বল এক জন সারজন কি প্রকারে
পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

হরকরা পত্রের সংবাদদাতার
২৬ মে দিবসীয় পত্রে বিদিত হই
ল, আগ্রানগর মধ্যে ও তচ্চতুষ্পার্শ্ব
বর্ত্তি স্থান সকলে সর্ব্বদা চুরি ডাকা
ইতি ও অগ্নিদাহ হইতেছে, সিপাহি
দিগের বিদ্রোহিতা উপলক্ষে সুযো
গ পাইয়া দস্যু তস্করাদি দুরাত্মারা
অকুতোভয়ে প্রজাদিগের সম্পত্তি
হরণ করিতেছে, রাজপুরুষেরা বি
দ্রোহিতা নিবারণের জন্য দস্যুদিগ
কে দমন করণার্থ মনোযোগি হয়েন
না, আগ্রা নগরস্থ সিপাহিরা তোপে
র ভয়ে বিদ্রোহি হইতে পারে নাই।

দিল্লী নগরে কি হইতেছে তাহা
র কোন সত্য সমাচার প্রচার হয়
নাই, বিদ্রোহিরা ১১ মে দিবসে উক্ত
নগরাধিকার করিয়া অদ্যাবধি প্রাণ
হত্যা ও প্রজা সম্পত্তি লুণ্ঠন করি
তেছে।

আগ্রা নগরে জনরব উঠিয়াছি
ল "ইঁদ" পর্ব্বদিবসে উক্ত নগরবাসি
যবনেরা ইউরোপীয়ানদিগের প্রাণ
নাশ করিবেক এমত পরামর্শ স্থির
করিয়াছে, এই জনরব শ্রবণে ইংরা
জেরা মহাভীত হইয়াছিলেন কিন্তু
সৌভাগ্যক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিবসে কোন
গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, গোয়া
লিয়ার হইতে আরো কিয়ৎসংখ্যক
সেনা আগ্রা নগরে ত্বরায় উপনীত
হইবে।

বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গ
বরনর শ্রীযুত মেং হেলিডে সাহেব
গত মঙ্গলবারে কলিকাতা নগরে উপ
নীত হইয়াছেন, তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধনা
র্থে দুর্গপ্রাচীর হইতে তোপধ্বনি হ
ইয়াছিল।

কলিকাতার শাখা নগরে জনেক
শীক সরদার "ষ্টেট প্রিজনর" অর্থাৎ
কারাবাসি স্বরূপে আছেন, তাঁহার
প্রতি গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া
তাঁহাকে কলিকাতা নগরের মধ্যে
আনিয়া রাখিয়াছেন এবং কতিপয়
গোরা সেনা তাঁহার বাটীতে প্রহরি
নিযুক্ত হইয়াছে।

604

ইংলিসম্যান পত্রে অবগতি হই ল. কাণপুরবাসি বিখ্যাত ধনি লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের ভ্রতৃপুত্র দিল্লী ন গরের নিকটে কতিপয় বিদ্রোহিযব ন সেনা দ্বারা নিহত হইয়াছেন. লা লা জ্যোতিঃপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেই কোপে দুরাত্মারা তদ্ভ্রাতৃপুত্রের প্রাণ নাশ করিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পা নিদিগের "কলিকাতা" নামক ফেরি ষ্টিমরে এবং আর কয়েকখান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পীয় তরীতে মহারাণীর ৭৮ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডর দলের সেনারা চুঁচুড়া নগরে এবং স্যার ফ্রিড্রিক করি নামক বাষ্পীয়তরীতে অনেক সেনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

দানাপুর হইতে অনেক ইউরো পীয় রমণীরা বাষ্পীয় শকট যোগে রাজধানীতে আসিতেছেন।

"লেডি থ্যাকওয়েল" নামক ষ্টিমর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে কলিকাতা আসিতেছিল, গাজি পুরের নিকটে উপস্থিত হইলে উক্ত স্থান বাসি সাহেবেরা শঙ্কাক্রমে আত্মর ক্ষার্থে ঐ জাহাজ আটক রাখিয়া ছেন, যদি বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয় তবে ঐ ষ্টিমর আরোহণে সপরিবারে পলাইয়া আসিবেন।'

লোয়ার প্রোবিন্সের জেল তত্ত্বা বধারক ডাক্তার মৌএট সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার আফিস ষ্টাবলিস মেণ্ট মাসিক ২০০ টাকা বৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব ৪২ দিনের ছুটী প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থান কালে বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব তৎকা র্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন এবং সু যোগ্য ডেপুটী কালেক্টর বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক আসিষ্টাণ্টকে সাহায্য দিবেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং স্পিসিএল ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদে বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হই য়াছেন। মহারাজ বাহাদুর বিদ্রো হি সেনাদিগের শঙ্কায় অগ্রসূচি সা বধান হইতেছেন।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগর বাসিদের উপর অতিরিক্ত টাক্স নির্দ্ধারণ করিতেছেন, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান নগরে সমুদয়ে ৪ সহস্র টাকা টাক্স আদায় হইত. তাহাতে নগর শোভা কার্য্যের ব্যয় কুলান হইত না এ প্রযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর দুই সহস্র টাকা টাক্স আদায়ের মনন করিয়াছেন, এবং বর্দ্ধমান নগরমধ্যগত প্রধান রাজপথ পরিস র করিতেছেন, তাহাতে অনেক লো কের বাটী ভাঙ্গা যাইতেছে।

চীন হইতে সংপ্রতি যে সমাচা র আসিয়াছে তাহাতে বিদিত হইল উক্ত রাজ্যান্তর্গত ফুচু নগরের বাণি জ্য কার্য্য দিনং বৃদ্ধি হইতেছে। সাংঘি নগরের চীন প্রজারা ইংরাজা দি বিদেশীয় লোকের প্রতি দয়াবান আছে, কাণ্টন নগরের চতুর্দ্দিগে অ নেক বিদ্রোহি সেনা সমাগম হই য়াছে।

রাজপুতনা দেশের অন্তর্গত দো হার রাজের রাজা সম্প্রতি পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তাহাতে মধ্যে ভারত বর্ষের পোলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে তৎপুত্র কে সিংহাসনাভিষিক্ত করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থা নার বরকন্দাজ বৃন্দাবন তেওয়ারি উক্ত স্থানের সিপাহি ও পুলিস বরক ন্দাজদিগকে বিদ্রোহিতায় উৎসাহ দিয়াছিল, সেই অপরাধে কোর্ট মা র্সেলের বিচারে গত ৬ জুন প্রাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

২ জুন দিবসে মেদিনীপুরের গব র্ণমেণ্ট স্কুলের বার্ষিকী পরীক্ষারম্ভ হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সত্যাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারবং ।।

৫৮৪৭ সংখ্যা] শনিবার ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ সাল। ইং ১৩ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরি ফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নি কট কলিকাতার সরিফ সাহেব আন ন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহা র ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বি ষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বেণীয়াটোলা লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা গৃহ অথবা বসতি বাটী নম্বর ৩৫ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তিন অংশের একাংশে অর্থাৎ ৶১১,৪ তিন আনা এগারো গণ্ডা চারি দন্তী অংশের তিন অংশের দুই অংশে ও ঐ ৶১১.৪ তিন আনা এগারো গণ্ডা চারি দন্তী অংশের তিন অংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার ৶১১,৪ তিন আনা এগারো গণ্ডা চারি দন্তী অংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা য়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদী য়ার বাইগাছি নামক স্থানের শামি ল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নি র্ম্মিত দোতলা গৃহ অথবা পরিবা রের বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১০০৲ এক শত বিঘা তাহা কিছু কমী হউ ক বা বেশী হউক তাহাতে কয়েক টা পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি আছে তাহা র তিন অংশের দুই অংশে অথবা ।।৶১৩।– দশ আনা তেরো গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির মধ্যে ও তা হার ।।৶১৩।= দশ আনা তেরো গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আনন্দচন্দ্র ব ন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধি ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লি ত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক!

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বো স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ বাগান ভূমি মান ৪০৲ চল্লিশ বিঘা তাহা কমী হউক বা বেশী হউক তাহা বৃক্ষাদি ও রাইয়ত বিলি আছে হার তিন অংশের দুই অংশে ব বা ।।৶১৩।– দশ আনা তেরো গ এক কড়া এক ক্রান্তির মধ্যে ও হার ।।৶১৩।– দশ আনা তে গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির উ পূর্ব্বোক্ত আসামী আনন্দচন্দ্র ন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধি ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লি ত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে ক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং বিশেষতঃ র্ব্বোক্ত জিলার গোপালপুর না গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ বাগাত ভূমি য বারোবাগান নামে বিখ্যাত ও হাতে নানা জাতীয় বৃক্ষাদি

অনুমান ৮৴ আট বিঘা তাহা
কমী হউক বা বেশী হউক
ার তিন অংশের একাংশের
অংশের দুই অংশে ও তাহার
অংশের একাংশের তিন অং
দুই অংশের মধ্যে ও তাহার
অংশের একাংশের তিন অং
দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত
সামী আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা
যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক
ছে তাহা উপরে লিখিত কাল
স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত
বেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে
সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত
নিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন।
সরিফ।

কলিকাতা।
মে ১৮৫৭।

সতর্ক করণার্থ বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকল
সাবধান ও সতর্ক করা যাইতেছে
শহর কলিকাতা সুতানুটি যোড়া
কো বলরাম দে ষ্ট্রিটের মধ্যে
। ২ নম্বর বাটী যাহার পাট্টা
রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের
মে, এইক্ষণে আমারদিগের অজ্ঞা
সারে কেহ তাহা ক্রয় বা বন্ধক
খিবেন না, যেহেতু আমরা দুইজন
ক্ত মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ,
বং তাঁহার যে এক দৌহিত্র আছে
অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাহার
দুই বৎসরের অধিক নহে,
ঐ বাটীর পাট্টা এইক্ষণে শ্রীযুত মহে
শচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ঈশ্বর
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আছে,
উল্লেখিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম
য়ে তাঁহারা তাঁহার বাটী প্রভৃতির
সমুদয় দলিলাদি হস্তগত করেন,
অতএব উক্ত রামলোচন মুখোপাধ্যা
য়ের নামের কোন প্রকার দলিলাদি
ক্রয় বা বন্ধক রাখিয়া যদি কেহ উক্ত
উভয় ব্যক্তিকে টাকা দেন তবে তাহা
গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।
শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্র
য়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত
আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণা করের জীবন চরিত।	১৲
শুকেতিহাস	॥০
চিত্তবিলাসিনী	।০
সীতাবিলাপ লহরী	॥০

বিজ্ঞাপন।

চেম্বর্স কুডিমেন্টস্ অফ নলেজের ইং
রাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত
করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্ত
ক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হই
তেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,
যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহা
রা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ
হিন্দুপেটি য়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব
করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার
আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ প্রভাকর

৩২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর
জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর এই
ভারতবর্ষের হিতবর্দ্ধনার্থ আগমন
করিয়াছিলেন এবং আমরাও প্রত্যা
শা করিয়াছিলাম যে পূর্ব্বতন গবরন
র জেনরল লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর
অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিস অধি
কারভুক্ত করিয়া যখন বিলাতে প্রতি
ষ্ঠাভাজন ও কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সা
হেবদিগের নিকটে বার্ষিক পঞ্চাশৎ
সহস্র মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন
তখন এতদ্রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল সং
স্থাপিত হইয়াছে, আর কোন প্রকা
র যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা বিরূপ ঘটনার
সম্ভাবনা নাই, কিন্তু উপস্থিত ঘটনা
জন্য আমারদিগের সেই প্রত্যাশা
র সংপূর্ণ অভাব হইয়াছে, লার্ড
ডেলহৌসি সাহেবের রাজ্য শাসন
সম্বন্ধীয় সমস্ত দোষের ভার লার্ড
কেনিং বাহাদুরের প্রতি সমর্পিত
হইয়াছে, যদিও তিনি এই ভারতব
র্ষমধ্যে ব্রিটিস অধিকার বিস্তার ক
রিয়া গিয়াছেন, এবং সেনাদিগের
ভাতা কর্ত্তন করিয়া সুখ্যাতিভাজন
হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য বিচক্ষণ
সেনাপতি মৃত মহাত্মা স্যার লরেন্স
নেপিয়ার সাহেবের সহিত তাহার

বাদ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল
থাচ তিনি বিলাতগমন সময়ে এরূপ
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ভার
তবর্ষের সর্ব্বত্র কুশল সংস্থাপিত হই
য়াছে, কিন্তু উক্ত লার্ড সাহেব যদ্য
পি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে উপস্থি
ত থাকিতেন, তবে তিনি আপনার
শাসন সম্বন্ধীয় দোষের বিচার করি
তে পারিতেন, এবং মৃত মহাত্মা
স্যার চার্লস নেপিয়ার সাহেব যদ্য
পি জীবিত থাকিয়া ভারতবর্ষের প্র
ধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত থা
কিতেন তবে উপস্থিত ঘটনা বিষয়ে
গুরুতর বিচার ও বিবাদের সূত্র স
ঞ্চার হইত না, ফলতঃ সে ডেলহৌসি
নাই, সেই বিচার নাই, সেই বিবাদ
নাই, কিন্তু যেরূপ ঘটনা হইয়াছে
তাহা সংপূর্ণরূপেই আমারদিগের
প্রত্যাশার বিপরীত বলিতে হইবে
ক, কিন্তু কি আনন্দ! বর্ত্তমান গবর
নর জেনরল বাহাদুর এই সমস্ত গুরু
তর ভার গ্রহণ করিয়া ক্ষণকালের
নিমিত্ত ভীতচিত্ত হয়েন নাই, তিনি
আপনার উদারচরিতা বশতঃ উপ
স্থিত বিদ্রোহ ঘটনাকে আপনার শা
সন কালের ঘটনা মধ্যেই গণনা করি
য়াছেন এবং তাহা নিবারণার্থ
সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন, অত
এব তাঁহার সুবিবেচনা ও রাজ্য শা
সন সম্বন্ধীয় বিচারের ধন্যবাদ করি
তে হইবেক।

উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে
গবর্ণমেণ্টকে বিপন্ন দেখিয়া কলিকা
তাবাসি ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, ইহুদি, আর
মিনিয়ান এবং বাঙ্গালি, খ্রীষ্টিয়ানেরা
অনেকে নগর রক্ষক নূতন মিলিসি
য়া দলে নাম লেখাইতে উদ্যত হইয়া
গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন,
সংপ্রতি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বা
হাদুর ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করি
য়া তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া লই
তে আজ্ঞা দিয়াছেন।

জেনোবিয়া নামক বাষ্পীয়তরী
টাকশালের ঘাটে নিয়ত রক্ষিত হই
য়া বড় বাজারের সরাফি মহাজন
ও অন্যান্য ধনি মহাজনদিগের অনে
ক চিন্তা দূর হইয়াছে, কেননা হঠাৎ
কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহা
রা বহু মূল্য দ্রব্যাদির সহিত ঐ ষ্টিম
রে উঠিয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পা
রিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমাচার।

গত বৃহস্পতিবাসরীয় ইংলিস
ম্যান ও হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়।
আলাহাবাদের নিম্নে যমুনা নদীর উ
পর যে নৌকা সেতু আছে তাহা
রক্ষার্থে দুইটা তোপ ছিল, ৬ সং
খ্যক বিদ্রোহিদলের সেনারা ঐ দুই
তোপ অধিকার করিয়াছে।

বারাণসীর ৩৭ সংখ্যক দেশীয়
পদাতিক দলের ও শিকদলের এক
শতাধিক বিদ্রোহি সেনা গোলাঘাতে
হত ও প্রায় দুই শত আহত এবং
তাহারদিগের গুলি দ্বারা ৫ জন ইউ
রোপীয় সেনা হতাহত হয়, শীকদ
লের এক কোম্পানি সেনা বিদ্রোহি
দিগের সহিত যোগ দেয় নাই, সুর
ত সিংহ নামক শীক কারাবাসির অ
নুরোধে তাহারা কাশীর ধনাগার
রক্ষা করিয়াছিল, বারাণসী হইতে
এক শত ইউরোপীয় সেনা আলাহা
বাদে ও ১৮ জন সেনা এবং কতিপয়
আফিসর চুনার দুর্গে প্রেরিত হই
য়াছে।

অযোধ্যার ৭ সংখ্যক বিদ্রোহি
দলের সেনারা মুদকি নগরে কয়েক
জন আফিসর বিনাশ করে, ৪৮ সং
খ্যক দেশীয় পদাতিক দলের ১০০
সেনারা কয়েকজন আফিসরের প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে।

অযোধ্যা রাজ্যের প্রধান কমি
স্যনর সাহেব উক্ত রাজ্যে মিলিটরী
আইন প্রচার এবং মুচিবাগ দুর্গে
ও রেসিডেন্সি আফিসে দুই কোর্ট
মার্সেল স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যহ
দুই চারি জন বিদ্রোহি সেনার প্রাণ
দণ্ড হইতেছে।

অযোধ্যা নগরের পুলিস কর্ম্ম
চারিরা নগর রক্ষা বিষয়ে বিশেষ
যত্ন প্রকাশ ও শ্রম করিতেছে, তাহা
তে অযোধ্যা রাজ্যের জুডিসিএল
অর্থাৎ দেওয়ানি কমিস্যনর সাহেব
সমস্ত পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে পঞ্চ
সহস্র মুদ্রা ও নহর কোতোয়ালকে
এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ও বাহাদুর
উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

গত শুক্রবাসরীয় ইংলিসম্যান
পত্রে প্রকাশ হয়, আজিমগড়ের বি
দ্রোহি সেনারা ৫ টা তোপ সহিত
কাশী আক্রমণ করিবেক এমত জন
রব উঠিয়াছে।

৭০ সংখ্যক শীক দলের সেনা
রা বারাণসীর খাজানা খানায় ৪
লক্ষ টাকা রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে
গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগ
কে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক
দিয়াছেন।

কাশী নগরে যে অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সেনা আছে তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল ধনাগার ও বারুদালয়, আর দল টাকশাল রক্ষা করিতেছে।

অযোধ্যানগরে ৯১ জন বিদ্রোহির ফাঁসি হইয়াছে।

৪৭ সংখ্যক সেনাদল বাষ্পীয় তরীযোগে ব্রজাপুর গিয়াছে।

ইউরোপীয় লোকেরা চুণার দুর্গ হইতে সিপাহিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা তথায় নির্ভয়ে বাস করিতেছেন, উক্ত দুর্গ প্রাচীরোপরি অনেক তোপ যোজিত আছে, তদ্দ্বারা নগর রক্ষা হইতে পারিবেক।

যোয়ানপুরস্থ সমস্ত ইংরাজেরা বারাণসীতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য কাশী হইতে ইউরোপীয় সেনা প্রেরিত হইয়াছিল মার্সেলস সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে, কমিস্যনরেরা ঐ আইনের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন। অনেক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা মফঃসলীয় প্রজারক্ষার্থ স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন।

কলিকাতার উপনগর কালীঘাট ভবানীপুর আলীপুর খিদিরপুর কাশীপুর চিৎপুর প্রভৃতি স্থান রক্ষার্থে জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ২০। ২৫ জন ইংরাজ কনেষ্টেবেল নিযুক্ত হইবেক।

ঢাকা চট্টোগ্রাম প্রদেশের বিদ্রোহিতা জনরবও সত্য হইয়া উঠিল ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, গত শুক্রবারে রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের কলিকাতা নামক কোষ্টিমরে গবর্ণমেণ্টের মেরিণ সংক্রান্ত ২০০ খালাসি ও কতিপয় আফিসর ঢাকানগরে প্রেরিত হইয়াছে, তথায় গোল উপস্থিত না হইলে গবর্ণমেণ্ট কখন সেনা পাঠাইতেন না।

এডওয়ার্ড মাগট নামক ত্রিক্ষন ক্রেঞ্চ সাহেব স্বীয় পত্নীর ভ্রষ্টাচার দর্শনে অনুতাপিত হইয়া আত্মপ্রাণ নাশ করিয়াছেন।

নাগপুরের অন্তঃপাতি রারপুর নামক স্থানে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

আহা, আমাদিগের কি সৌভাগ্য! আমরা কখন এমত প্রত্যাশা করি নাই যে এবম্প্রকার সদ্বিবেচক বিচারক প্রাপ্ত হইব। উক্ত প্রধান সদরামীন মহাশয় গত ভাদ্র মাসাবধি অত্র স্থলে উপস্থিত হইয়া একালাবধি ভ্রমক্রমেও একটি মোকদ্দমাতে অন্যায়াদেশ করেন নাই, সদ্বিচারে আমাদিগকে মহাসুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, অপিচ বিদ্যারত্নোপাধি তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শোভনীয় হইয়াছে। আমরা নিশ্চয় কহিতেছি যে তত্তুল্য বিদ্বান বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহি মানব ইতি পূর্ব্বে কস্মিন কালেও নয়নগোচর করি নাই, আমারদিগের এই তিমিরাবৃত আরমা প্রদেশকে অধুনা বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যারত্ন রশ্মিদ্বারা সমুজ্জ্বল করিতেছেন, জয় ২৮৫৭ জুন।

ইংরাজী স্কুলের জনেক ছাত্র।
শ্রীশ্রীং বাঁকুড়া।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! যাঁহারা প্রশংসার যোগ্য মাত্র তাঁহাদিগকে প্রশংসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে এক প্রকার উৎসাহ দেয়া হয়, এতদ্বিবেচনায় এই খানের প্রধান সদরামীন শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ গুণ বর্ণনা করিয়া তবন্নিকটে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পুরঃসর সংশোধনানন্তর আপনকার জগজ্জন মনান্ধকার সংহারক প্রভাকর পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দানে পরমাপ্যায়িত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

আহা, আমারদিগের কি সৌভাগ্য! আমরা কখন এমত প্রত্যাশা করি নাই যে এবম্প্রকার সদ্বিবেচক বিচারক প্রাপ্ত হইব। উক্ত প্রধান সদরামীন মহাশয় গত ভাদ্র মাসাবধি অত্র স্থলে উপস্থিত হইয়া একালাবধি ভ্রমক্রমেও একটি মোকদ্দমাতে অন্যায়াদেশ করেন নাই, সদ্বিচারে আমাদিগকে মহাসুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, অপিচ বিদ্যারত্নোপাধি তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শোভনীয় হইয়াছে। আমরা নিশ্চয় কহিতেছি যে তত্তুল্য বিদ্বান বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহি মানব ইতি পূর্ব্বে কস্মিন কালেও নয়নগোচর করি নাই, আমারদিগের এই তিমিরাবৃত আরমা প্রদেশকে অধুনা বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যারত্ন রশ্মিদ্বারা সমুজ্জ্বল করিতেছেন, জয় ২৮৫৭ জুন।

ইংরাজী স্কুলের জনেক ছাত্র।
শ্রীশ্রীং বাঁকুড়া।

ভ্রম সংশোধন।

আমারদিগের বর্ণ সংযোজকের ভ্রম বশতঃ গত গুরুবাসরীয় প্রভাকরে বর্দ্ধমানের টেক্স ঘটিত সংবাদ দ্বিতীয়বার প্রকাশ হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

আদ্যইকপত্র

সত্যং সনাতনমরং প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
উদেতি ভাস্বৎ সকলপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা সুখাকীতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাত্মিরেফারসং ॥

৫৮৬৮ সংখ্যা। বুধবার ২৫ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৮ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় হামিদা বিবি যিনি চাঁদ বিবি নামে বিখ্যাতা তিনি বাদিনী এবং আগা মহম্মদ হোসেন মুসি সুমরান আলী [illegible] গরিখ্যাত, আমিতজ জাহয়া যিনি ফুল বিবি নামে বিখ্যাতা, খুদিজা বেগম যিনি বেগম বিবি নামে বিখ্যাতা, কলসুম বিবি যিনি সোনা বিবি নামে খ্যাতা, মেরিএন বিবি যিনি কালান বিবি নামে বিখ্যাতা এবং খাইরুন নিসা বিবি যিনি মণি বিবি নামে বিখ্যাতা ইহাঁরা প্রতিবাদি ও প্রতিবাদিনী এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে গত আগ্রিল মাসের ২৪ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত আগা করবলাই মহম্মদ যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার একজন মহম্মদীয়ান প্রজা ছিলেন এবং মঙ্গল সওদাগরের কর্ম্ম করিতেন এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ জুলাই তারিখে অথবা তৎসমকালে যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে [illegible] ন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

PAUL & CARRUTHERS.
Plaintiff Attorneys.

পাল এণ্ড কেরুথর্শ।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৩ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারানুযায়িক এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিস্যনর সাহেবেরা বর্ত্তমান বর্ষের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত টেক্স কমাইবার নিমিত্তে অথবা নাম খারিজ করিয়া লওন ও বাটীর নম্বর পরিবর্ত্তন জন্য এবং বাৎসরিক টেক্স এখনবার নির্দ্ধারিত করণ জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাঁহারা পরিশেষ পর্য্যন্ত তাঁহারদিগে আফিসে নং ৩ চৌরঙ্গি রাস্তা বাটীতে বিবেচনা করিতে বসিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners.

W. CLARK.
Secy. to the Municipal Commissioners.

Calcutta,
1st July 1857.

নাই, সুতরাং তণ্ডুলের মূল্য ক্রমে আরো বৃদ্ধি হইবেক।

নদী তত্ত্বাবধারক সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ হয় ৩ জুলাই দিবসে ব্রেজাপুরের নিম্নগা গঙ্গা নদীতে ২৬ ফিট ও বহরমপুরের নীচে ৬ ফিট জল বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব ভাগীরথী দিয়া স্বচ্ছন্দে বাষ্পীয় নৌকার গতিবিধি হইবেক।

মুরশিদাবাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৭ জুন বিদ্রোহি সিপাহিরা বহরমপুরের নিকট পুলিস কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারদিগকে কলিকাতা প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

ধন্য মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য গুণগ্রাহক শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় জগন্মান্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটনে অনুমতি করত নবলেখককে চিরবাধিত করিবেন।

বিগত বর্ষ চৈত্র মাসে চড়কপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন কারণ বশতঃ পূর্ব্বদেশস্থ প্রসিদ্ধ ঢাকা নগরে গমন করিয়া দর্শন করিলাম, যে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুরান্তঃপাতি কালীপাড়া গ্রাম অতি সুস্থান তথায় অনেক ধনশালী ও ভাগ্যধর ব্যক্তির বাস আছে, উক্ত পাড়াতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার এক বিদ্যামন্দির স্থাপন ও তাহা ষষ্ঠ শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তথাকার কার্য্যাদি অত্যন্ত সুনিয়মে ও শৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইতেছে। এক বৎসর গত হইল উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই অত্যল্পকাল মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যক্রমে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এইক্ষণে দুই শত ছাত্র তথায় পাঠ করিতেছে, সম্পাদক মহাশয়! কেবল গবর্ণমেণ্টের দয়াতেই যে এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এমত নহে, কারণ বিদ্যালয়ের পুষ্টিবর্দ্ধক মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় দাতব্য মুদ্রা নিয়মিতরূপে দিতেছেন, শ্রীযুত বাবু ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু ব্রজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী প্রভৃতি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহি, দেশহিতৈষি, দয়াবান ও গুণবান মহাশয়গণ উক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত কালীপাড়া গ্রাম বহু সংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান, তথায় কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয় না থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যানুশীলনে যে কিরূপ কষ্ট সম্ভোগ হইত তাহা তত্রত্য ব্যক্তিরাই জ্ঞাত আছেন, উক্ত বাবুগণ ভদ্রলোকের বালকবৃন্দের বিদ্যা উপার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত দৃষ্টি করত দয়াদ্রচিত্ত হইয়া উক্ত বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন, আহা! বাবুদিগের কি দয়ালু স্বভাব, তাঁহারদিগের সর্ব্বত্রে তুল্যরূপে কৃপাবারি বর্ষণ হয়, শরদ মেঘের ন্যায় এক স্থানে বর্ষণ হয় না, ঢাকা-কালেজের প্রধান ছাত্র শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু মল্লিক সব-ইনিস্পেক্টর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ প্রত্যাবেক্ষণ করিতেছেন, ঐ বিদ্যাগারের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ও তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়েরা অতি সুবিদ্বান ও গুণবান ছাত্রগণের বিদ্যাভ্যাস পক্ষে তাঁহারা অতীব যত্নশীল আছেন, এতন্মহাশয়গণ দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সুশিক্ষিত হইতেছে, বোধ করি যে আগামি পরীক্ষায় বালক সকল উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষক পাইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্বদেশকে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ সভ্য ভব্য মহাশয়েরা হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় দর্শনে এবং প্রসংশিত বাবুগণের সহিত পরস্পর আলাপে বোধ হয় না যে পূর্ব্বদেশীয় জনগণ কোন অংশে অসভ্য কি মূর্খ, কিমধিকমিতি।

শ্রীশ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সাং চুঁচুড়া।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৬১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৭ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৩০ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় অপ্রাপ্তবয়স্কা বিক্টোরিয়া ব্লাকিয়ার এবং জোজিস্থা ব্লাকিয়ার যাঁহারদিগের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হয় নাই, তাঁহারা তাঁহারদিগের নিকট বন্ধু রবর্ট ওডৌডা সাহেবের দ্বারা বাদিনী, ডেবিড এণ্ড্রু এবং উইলিয়ম এন্‌লি প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত উইলিয়ম কোএট্‌স ব্লাকিয়ার যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার নিকটবর্ত্তি শিয়ালদহ নামক স্থানে বাস করিতেন, এবং এক হাজার আট শত তিপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১০ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি ২৫ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ মেকফার্সন।
মাষ্টর।

E. H. SIMS.
Deft Attorney.

ই, এইচ, সিম্‌স।
উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস
২৫ জুন ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন চরিত।	……১৲
শুকেতিহাস	…. ।।০
চিত্তবিলাসিনী	…. ।০
সীতাবিলাপ লহরী	…. ।।০

বিজ্ঞাপন।

চেয়র্স রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দুপেটিয়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

বিজ্ঞাপন

এজলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেন্টস্ ডিপজিটরি।

কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।

আলফা।

একেশ্বর প্রতিপাদক গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডেনিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত অল্ফা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিচার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগি ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ি মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব্য বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদীয় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খান আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	॥০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৵১০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵৫
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	॥০
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চৌরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	১
শব্দকল্পলতিকা	১

আর, এম, বসু এণ্ড কোং।

সংবাদ প্রভাকর

১৭ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই দেশ মহাবল ব্রিটিস জাতির শাসনাধীন হওনাবধি যে যে মহাত্মারা গবরনর জেনরলের পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অনেক প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, কেহ কেহ বিপক্ষ নৃপতিদিগের ষড়জালে পরিবেষ্টিত হইয়া অপার বুদ্ধি বিস্তার পূর্ব্বক মহাবিপদ সময়ে রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, কেহ বা রাজনিয়ম সংস্থাপন ও রাজস্ব নিরূপণ ইত্যাদি রাজ ও প্রজার শুভকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যশোভাজন হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের কীর্ত্তি-জ্যোতি অদ্যাবধি দীপকের ন্যায় পরিদীপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান কৃতিকুশল গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর সংপ্রতি যে প্রকার গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা বোধ করি কোন গবরনর জেনরল সাহেব এরূপ ব্যাপারে পরিলিপ্ত হয়েন নাই, এপ্রকার ভয়ানক ঘটনা এতদ্রাজ্য মধ্যে কোন কালেই হয় নাই, অন্যান্য গবরনর জেনরল সাহেবেরা যে সকল সিপাহি সেনাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং যাহারদিগের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ভয়ানক সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া ব্রিটিসজাতির পরাক্রম পতাকা বহু দেশে উড্ডীয়মানা করিয়াছেন, এবং যাহারদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে রাজভক্তির উদ্দীপন ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বিবিধ বিষয়ে পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন, অধুনা সেই সিপাহি সেনাগণ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজবিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যাহারদিগকে বিশ্বাসপাত্র জানিয়া ধন প্রাণ সম্মান প্রভৃতি সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বিশ্বাসঘাতক হইয়া প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, অন্য শত্রুকে অনায়াসে শাসন করা যায়, ঘরের শত্রু শাসন করা অতিশয় কঠিন হয়, কিন্তু সুবিবেচক বহুদর্শী গবরনর জেনরল বাহাদুর এই ঘটনা জন্য এক দিবসের

নিমিত্ত ভীতচিত্ত হয়েন নাই, তিনি প্রথমতঃ বারাকপুরে অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগকে পদচ্যুত করিয়া আপনার মহত্ত্ব দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা অবাধ্য সিপাহি সংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভীষণ পরাক্রম ধারণ করিয়াছেন, যে যে স্থানে তাহারা অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সেই সমস্ত স্থানেই ব্রিটিস জাতির পরাক্রম রূপ অনল-রাশি প্রজ্বলিত হইয়া অবোধদিগকে ভস্মীভূত করিতেছে, বিচারদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ গবরনর জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুর অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য বিনাশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সজাতীয় প্রবল পরাক্রম পৃথিবীস্থ অন্যান্য ভূপতিদিগকে দেখাইতেছেন, সিপাহিদিগের শাত্রবতাচরণ কি সামান্য? ফলতঃ যে কোন বিরূপ ঘটনা হউক, কিছুতেই এই ভারতবর্ষ মধ্যে ব্রিটিসজাতির প্রভুত্বের অপহ্নব হইবার সম্ভাবনা নাই। পরিণামদর্শী গবরনর জেনরল বাহাদুর অবলীলাক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অসীম পরাক্রম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন, মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ড যেমন প্রচণ্ড কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র অন্ধকার সংহার করে, সেই প্রকার ব্রিটিস বিক্রম উদ্দীপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র অবাধ্য সিপাহিদিগকে সংহার করিতেছে, প্রবল বায়ু সহকারে যেরূপ শুষ্ক পত্রাদি উড্ডীয়মান হয়, ব্রিটিস সেনাদিগের নিক্ষিপ্ত গোলাঘাতে সেই প্রকার অকৃতজ্ঞ সিপাহিদিগের মুণ্ড, দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।

আবর লার্ড কেনিং বাহাদুর সিপাহিদিগের উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণ পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে পূর্ব্বরূপ শান্তি সংস্থাপন নিমিত্ত সংপূর্ণরূপেই যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহার কৃত কার্য্য হইবার আর বড় বিলম্ব নাই; দুরাত্মারা ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং হীনবল হইয়া আসিয়াছে। ইতিহাস লেখকেরা উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা উপলক্ষে লার্ড বাহাদুরের অসাধারণ ক্ষমতা ও সুবিবেচনার বিষয় বাহুল্যরূপে বর্ণন করিবেন, লার্ড বাহাদুরও এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পাদন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিশেষতঃ সজাতি সমাজে অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, এবং এই ভারতবর্ষবাসি প্রজারা লার্ড বাহাদুরকে যথার্থ বিপদুদ্ধারক ও পরমোপকারি বিবেচনা পূর্ব্বক চির-কৃতজ্ঞতার সহিত লার্ড কেনিং বাহাদুরের নাম স্মরণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা গতবাসরীয় পত্রে যবনদিগের অত্যাচার ঘটিত যে সংবাদ গত শুক্রবাসরীয় ফিনিক্স পত্র হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই সত্য নহে, ঐ অলীক সংবাদ প্রথমতঃ ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, পরে তৎপত্র হইতে ফিনিক্স সম্পাদক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরাও ইংরাজের লেখা জানিয়া তাহা সত্য জ্ঞান করিয়াছিলাম, এইক্ষণে গত শনিবাসরীয় ফিনিক্স পত্র পাঠে অবগতি হইল যে ঐ সমাচারের একটী অক্ষরও সত্য নহে, কি আশ্চর্য্য! সাহেব সম্পাদক মহাশয়েরা রাজধানী অতি নিকটবর্ত্তি আগড়পাড়ায় বাদ লিখিতেই যখন আকাশ মিথ্যা গল্প লিখিয়া প্রকাশ করি তখন তাঁহারদিগের পত্রে প্রক অন্যান্য দূরদেশীয় সংবাদের তার প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস তে পারে?

পরন্তু উপস্থিত বিদ্রোহ স নগরবাসি যবন প্রজারা গবর্ণমে প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও সাহায্য ন নিমিত্ত কোন সদনুষ্ঠান করে ন এই বিষয়ে আমরা যাহা লিখি তাহার কিছুই অসত্য নহে, সুত উক্ত জাতির প্রতি আমরা গত সীয় পত্রে যে সমস্ত আক্ষেপো প্রকাশ করিয়াছি তাহা কিছুই ঙ্গত হয় নাই, কারণ রাজার বি রাজ্যের বিপদ, রাজার সম্পদে জ্যের সম্পদ, অতএব রাজার বে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইলে প্র মাত্রেরই পক্ষে রাজার শুভ প্রার্থ এবং সেই অনিষ্ট ঘটনা নিবারণে সদুপায় করিতে হয়, যবনেরা কি রণ এই অতি কর্ত্তব্য কার্য্য সাধ বিরত হইয়াছে আমরা তাহা নি ণ করণে অক্ষম হইতেছি।

আমারদিগের নেপাল প্রবা কোন সংবাদদাতা লেখেন যে, ৮ জুন সোমবার রজনী অনুম ৯ ঘটিকা সময়ে তথায় ভয়ান ভূকম্প হইয়াছিল, ঐ কম্প ক্রম সাতবার হয়, আবার তৎপর দিব বেলা ৮॥০ ঘণ্টার সময় ঐরূ ভূকম্প হইয়াছিল, ফলতঃ তাহা তথাকার লোকদিগের কিছুমাত্র

ক ব্যক্ত করে এরূপ ভূকম্প প্রায় ২৫ বৎসর হইল একবার হই ল।

কলিকাতা পুলিস কমিস্যনর ত মেং ওয়াকোপ সাহেব গবর্ণ হইতে ক্ষমতা পাইয়া ঘোষণা াছেন, "নগরবাসি কোন দেশীয় ইউরোপীয় লোকে গবর্ণমেণ্টের জ্ঞা ভিন্ন নগর মধ্যে অস্ত্রহস্ত া গমন করিতে পারিবে না, পস কর্ম্মচারিরা রাজপথে ঐরূপ হারো হস্তে অস্ত্র দেখিলে তৎ াৎ স্বক্ষমতায় তাহা কাড়িয়া লই পুলিস কমিস্যনর সাহেবের নিক অর্পণ করিবে, ঐ সকল অস্ত্র কারে জব্দ হইবেক।

নগর রক্ষক বলণ্টিয়ার সেনা ও ঐরূপ অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পা বেন।

নগর মধ্যে কেহ বন্দুক ধ্বনি করি পুলিস কমিস্যনর ও মাজিষ্ট্রেট হেবেরা তাহার বিংশতি মুদ্রা র্য্যন্ত দণ্ড করিতে পারিবেন।"

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত বাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সেতারা নগরবাসি এক ব্যক্তি াকার সিপাহিদিগকে বিদ্রোহি য় উৎসাহ দিয়াছিল, সেই অপ ধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ নগরবাসি কতকগু ন যবন বিদ্রোহাচরণের অভি ায়ে এক ধর্ম্মমন্দিরে একত্র হইয়া ল, হায়দ্রাবাদের নবাব নাজেমে র প্রধান মন্ত্রী সালান জং আরব সেনা দ্বারা তাহারদিগকে দল ভঙ্গ করিয়া দেন। নবাব নাজিম বাহাদুর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শুভাকাঙ্ক্ষী ব টেন।

নাগপুর রাজ্যে আর কিছু গোল যোগ উপস্থিত হয় নাই, চতুর্দ্দিগের ডাক চলিতেছে।

মায়াপুরের বারুদখানায় যে স কল সিপাহি প্রহরি ছিল তাহারাও অস্ত্রচ্যুত হইয়াছে। তথাকার সুপ্রি ণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেক মেহন সাহেব তথায় দুইটা তোপ পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিয়াছেন, এবং নিকটস্থ থানার দারোগাদিগকে মে গেজিনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদে শ করিয়াছেন।

লেপ্টেনাণ্ট উইলোবী সাহেব যিনি বিদ্রোহি সিপাহিদিগের ভয়ে দিল্লী দুর্গের বহির্ভাগস্থ মেগেজিন দাহ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার সত্তা বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে ন, সংপ্রতি তিনি নির্ব্বিঘ্নে মিরাটে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বারুদের প্রবল অগ্নিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন।

সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট এডেন নগরে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করি তে আজ্ঞা দিয়াছেন, উক্ত স্থানের প্রধান প্রধান যবন বালকেরা ঐ বি দ্যালয়ে শিক্ষা করিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলরোড কোম্পা নিদিগের লোকোমটির ডিপার্টমে ণ্টের সুপ্রিমটেণ্ডেণ্ট মেং হজসন সা হেব আলাহাবাদ নগরে ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তৎপত্নী তৎপর দিনে ঐ নিদারুণ রোগ গ্রাসে দেহ সমর্পণ করিয়া ছেন।

মেদিনীপুর নামক স্থানে সিপা হিঘটিত কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তথাকার কালেক্টর সাহেব সন্দেহক্রমে কালেক্টরী খাজ নাখানার সমস্ত টাকা কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, ২০০ সিপাহি ঐ টাকার রক্ষক আছে, মেদিনীপুর জেলখানায় অতিশয় মারীভয় উপস্থি ত হইয়াছে, ৩ দিনের মধ্যে ৪৬ জন কয়েদি পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মেদিনীপুর অবধি কটক পর্য্যন্ত বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণী স্থাপিত হই বেক তদর্থে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্র চার হইয়াছে।

পদচ্যুত ও পলায়িত বিদ্রোহি সেনারা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়াছে, শুনা যাইতেছে কাটোয়া র নিকট কতিপয় সিপাহি পুলিস কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by Issurchunder Goopt, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকযন্ত্র

❀ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংজাম মৃতক্রমীমদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৬২ সংখ্যা] বুধবার ১৮ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ১ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারানুযায়িক এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবানেরা বর্ত্তমান বর্ষের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত টেক্স কমাইবার নিমিত্তে অথবা নাম খারিজ করিয়া লওন ও বাটীর নম্বর পরিবর্ত্তন জন্য এবং বাৎসরিক টেক্স প্রথমবার নির্দ্ধারিত করণ জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাঁহারা পরিশেষ পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিসে নং ৩ চৌরঙ্গি রাস্তার বাটীতে বিবেচনা করিতে বসিবেন ইতি।

By order of the Municipal Comsrs.

W, CLARK.

Secy. to the Municipal Commissioners.

Calcutta.
1st July 1857.

সংবাদপ্রভাকর

১৮ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারীয় শস্যাদি বাজারে অধিক না থাকাতে তাহার মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, একারণ সম্পৎশালি পরিবারেরা ভীত হইয়া অনেকে অধিক পরিমাণে তণ্ডুল ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, যাহারদিগের আয় অল্প এবং যাহারা দুঃখি তাহারদিগের দশা কি হইবেক তাহার কিছুই নিরূপণ নাই। বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন যে এইক্ষণে বর্ষারম্ভ হওয়াতে নদনদী সকল ক্রমে জল পূর্ণ হইতেছে, অতএব নৌকাদি গমনাগমনের সুবিধা হইলেই শীঘ্র প্রদেশ হইতে তণ্ডুল প্রভৃতি শস্য কলিকাতায় আসিতে পারিবেক। রপ্তানি বন্ধ হইবার সংবাদ যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা কিছুই সত্য হয় নাই, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কত তণ্ডুল কলিকাতা হইতে জাহাজযোগে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে এবং কি প্রকার নিয়মে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা কষ্টম হৌস হইতে তাহার রিপোর্ট চাহিয়াছেন এবং ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত হইতেছে, প্রাপ্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বিবেচনা করেন তাহা বলা যায় না।

কলিকাতার বাজারে বিদেশীয় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতার পরস্পর প্রায় সাক্ষাৎ হয় না, জাহাজযোগে দ্রব্যাদি বিস্তর আসিয়াছে এবং আসিতেছে, গুদাম সকল পরিপূর্ণ হইতেছে। মুৎসুদ্দিগণ মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়াছেন, দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে সাহেবদিগের ডিউয়ের টাকা কি প্রকারে প্রদান করিবেন? মহাজন মাত্রেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শুভ সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গত সপ্তাহে বাঙ্গালব্যাঙ্কে সুদ ও ডিস্কৌণ্টের নিয়মের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কোম্পানির কাগজের ডিস্কৌণ্ট সিক্কা ৪ টাকার কাগজের ১৮ টাকা অবধি ১৮।।০ টাকা, কোম্পানির ৪ টাকা সুদের কাগজের ১৬ টাকা অবধি ১৬।।০ টাকা নূতন পবলিকওয়ার্ক লোন অথবা ৫ টাকা সুদের কাগজের ১ টাকা অবধি ১।।০ টাকা, অতএব উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা জন্য বাজারে কোম্পানির কাগজের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা অনেক ন্যূন হইয়াছে।

নীলের সংবাদ, কৃষ্ণনগর, যশোহর, রাজসাহী অঞ্চলের কোন কোন কুঠির অধ্যক্ষেরা বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু গত কয়েক দিবস যেরূপ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় জলাভাব নিবারণ হইয়া থাকিবেক, দানাপুর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপর কতিপয় স্থানের নীলকুঠি বিদ্রোহি সিপাহি সেনারা অনল দ্বারা দগ্ধ অথবা অত্যাচার প্রচার পূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছে, অতএব উক্ত প্রদেশ হইতে অধিক নীল আসিবার প্রত্যাশা নাই, ১৮৫৬ সালের ১ নবেম্বর অবধি ১৮৫৭ সালের ২৪ জুন পর্য্যন্ত জাহাজ যোগে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০৮৭০ মোন নীল প্রেরিত হইয়াছে।

ফিনিক্স পত্রের যশোহরস্থ কোন সংবাদদাতা ছাপরার ১৮ জুন তারিখের যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সারভাগ আমরা নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মন্দ সংবাদ অতিবেগে ভ্রমণ করে, অতএব ফিজাবাদের সেনাদিগের মধ্যে যে ঘটনা হইয়াছে এবং যাহাতে আপনার ভ্রাতা আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার বাহুল্য বর্ণনা আপনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, অধুনা গত দিবস যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা বিদিত করিতেছি, গোরক্ষপুরের বস্তি নামক স্থান নিবাসি মেং কোক সাহেব লিখিয়াছেন যে ফিজাবাদ অঞ্চলে ভয়ানক কামানের শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার একজন পেয়াদা তথা হইতে আসিয়া বলিয়াছে যে তথাকার সমুদয় সাহেব লোক গগরানদী পার হইয়া গোরক্ষপুরে প্রস্থান করিয়াছেন, ১৭ গণিত সেনাদলের দুই কোম্পানি যাহারা গোরক্ষপুরে আছে তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশঙ্কাই তাহারদিগের মনে অধিক, ঐ সাহেবেরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে গ্রামবাসিরা তাঁহারদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত করিয়াছেন, ঐ পেয়াদা ছয় ব্যক্তির মৃত দেহ দেখিয়াছে, মেং কোক সাহেব লেপ্টেনাণ্ট হসর সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, যেহেতু হসর সাহেব ঐ দলে ছিলেন, তিনি পত্রোত্তরে জ্ঞাত করিয়াছেন যে এক জন জমীদার তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি সমভিব্যাহারি অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সংবাদ অবগত নহেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বিষয়ে মন্দই অনুভব করিয়াছেন, যে গ্রামে ঐ ঘটনা হয় সেই গ্রাম পূর্ব্বতন সময়াবধি চাকলাদার মান সিংহের অধীন গোরক্ষপুরে তাঁহার বিলক্ষণ সম্পত্তি আছে এবং এমত জনরব যে বিদ্রোহিরা তাঁহার শরণাগত হইয়াছে, পঞ্চ সহস্র গোরখা সৈন্য কাটমাণ্ডু হইতে আসিয়াছে, তাহারা গোরক্ষপুর দিয়া অযোধ্যা রাজ্যে যাইবেক, আমরা পলায়নপর শতাধিক সিপাহিকে ধৃত করিয়াছি, এই স্থানে তাহারদিগের সহস্র লোকের নিবাস, আমরা তাহারদিগের দুই ব্যক্তিকে সিগোলি নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা ফাঁসিকাষ্ঠে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, ছয় জন দানাপুরে জেনরল সাহেবের নিকটে গিয়াছে, দুই দিবস পূর্ব্বে তাহারা ছয় গণিত সেনাদলভুক্ত ছিল, কিন্তু তাহারদিগের নিকট ৩০৭৫ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আরো কয়েক জন সিপাহি ৫০০ টাকা সহিত ধরা পড়িয়াছিল, যে সকল সাহেবেরা গোরক্ষপুরে গিয়া উল্লেখিত বিপদাক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের নাম নিম্ন ভাগে প্রকটিত হইল।

হসর সাহেব এই নাম সকল প্রেরণ করেন।

কমিস্যনর কর্ণেল গডনি। ২২ গণিত দেশীয় সেনা দলের অধ্যক্ষ কর্ণেল লিনাক্স, কর্ণেল বরণি ও ব্রায়েন আর্টেলরি সংক্রান্ত মেজর মিল ২২ গণিত দেশীয় পদাতিক দল সংক্রান্ত কাপ্তেন মরগান, অযোধ্যার ইরেগুলর সৈন্য দলের কর্ণেল গার্ডন, ২২ সংখ্যক সেনাদলের লিউটিনাণ্ট ইংলিস, লেপ্টেনাণ্ট রিচি, লেপ্টেনাণ্ট কটলে, লেপ্টেনাণ্ট তামস, লেপ্টেনাণ্ট লিনসে, পারসিবেল, লেপ্টেনাণ্ট করি, লেপ্টেনাণ্ট পারসন, অযোধ্যার ইরেগুলর ইন্‌ফাণ্টরি সংক্রান্ত লেপ্টেনাণ্ট ব্রাইট লুইস ইত্যাদি।,,

৩০ জুন বাসরীয় ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল মিস্যুয়ার্স ডি, উইলসন কোম্পানিদিগের ফারমের আসিস্টাণ্ট মেং গ্রিগরি সাহেবের ট্যাঙ্গরার বাটী হইতে গত রবিবার রাত্রে অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার দ্রব্য চুরী গিয়াছে, তস্করেরা জানালা ভাঙ্গিয়া গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক অর্থাদি হরণ করে, ইটালি থানার দারোগা অদ্যাপি দস্যুদিগের সন্ধান করিতে পারেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

"নাগপুরের কমিস্যনর সাহেব সন্দেহক্রমে উক্ত স্থানস্থ ২৩ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহি দলের সেনাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন। নগর বা প্রদেশ মধ্যে কোন উপদ্রব ঘটে নাই, সীতাবল্‌দি পাহাড় ও সৈন্য শিবির এবং শহর পুলিসের প্রহরি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।,,

বাখরগঞ্জের পত্রে প্রকাশ হয়, তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জমীদারদিগের প্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে জমীদারেরা যদি মফঃসল মধ্যে কোন পদচ্যুত বিদ্রোহি সিপাহি দেখিতে পান তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া নিকটস্থ পুলিস থানায় বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, এবং যদি কেহ কোন পদচ্যুত সিপাহিকে স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন কি আশ্রয় দেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ দণ্ড বিধান করিবেন।

বাখরগঞ্জ প্রদেশে এ বর্ষে তণ্ডুল মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে, উত্তম তণ্ডুল দুই টাকা, নয় শিকা মোন, সেরাজগঞ্জ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলা মধ্যে অপর্য্যাপ্ত তণ্ডুল জন্মে, তাহাতে যখন তদ্দেশে তণ্ডুল এত মাহার্ঘ্য হইয়াছে তখন এতদ্দেশে কি হইবে তাহা বলা যায় না, মধ্যে জনরব শুনা গিয়াছিল "গবর্ণমেণ্ট তণ্ডুল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,, কিন্তু তাহা জনরবেই পর্য্যবসান হইল, কার্য্যে কিছুই ফলোদয় হইল না, বাখরগঞ্জ প্রদেশে অদ্যাপি সুবৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীরামপুর ও বারাকপুরের মধ্যে এক বিদ্যুতীয় তার স্থাপন জন্য ইলেকট্রিক টালিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক লেখেন, দিল্লীর রাজা দিল্লী নগরের সদর আমীনকে প্রধান সচিব করিয়াছেন এবং অপর এক সদর আমীনকে অন্য কোন প্রধান রাজপদ দিয়াছেন, কালনেমি রাবণের সহিত যে প্রকার রাজ্য বিভাগ করিয়াছিল, বৃদ্ধরাজাও তদ্রূপ কর্ম্মচারি নিয়োগ করিতেছেন, যখন প্রবল বলশালি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের তোপানল রাজবাটী মধ্যে প্রবেশ করিবে তখন আপনি কোথায় থাকিবেন তাহার স্থান পাইবেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্প[illegible] নিরা আত্ম রক্ষার্থ তাঁহারদিগে[illegible] সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে ব[illegible] ক, তলবার, গুলি, বারুদ ইত্যা[illegible] সমর সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন, দৈবাৎ কোন আপদ উপস্থিত হ[illegible] লে ইংরাজ কর্ম্মচারিরা অস্ত্র ধরি[illegible] যুদ্ধ করিবেন।

হরকরা পত্র দ্বারা অবগতি হ[illegible] ল, তিনজন বিবি ফয়জাবাদ হইতে পলাইয়া আলাহাবাদে আসিয়াছে[illegible] ন, তাঁহারদিগের স্বামিরা কোথা[illegible] গিয়াছেন অদ্যাপি তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কাশী হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত প্রদেশে সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য মহা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, টাকায় চাউল দশ সের, আটাও দশ সের। প্রতিদিন দুই চারিজন বিদ্রোহির প্রাণ দণ্ড হইতেছে। লোকের আশঙ্কা অনেক নিবারণ হইয়াছে। আদালত ফৌজদারী ও কালেক্টরীর সমস্ত আমলারা নিয়মিতরূপে কাছারী গমনাগমন করিতেছে, কিন্তু আসামী ফরিয়াদির মধ্যে প্রায় কেহই উপস্থিত হয় নাই।

২৯ জুন দিবসীয় ইংলিস ম্যান পত্রে প্রকাশ হয় "নগর মধ্যে এরূপ জনরব শুনা যাইতেছে দিল্লীর রাজা পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ দিবসে কি প্রকারে মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিশেষ সংবাদ প্রকাশ হয় নাই,, এ সংবাদ সত্য হইতেও পারে, কেননা ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ

হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শরণ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, বোধ হয় তাহাতেই পাষণ্ড সিপাহিরা তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া থাকিবেক, কিম্বা তিনি অপমানাশঙ্কায় আত্ম প্রাণ আপনি নাশ করিয়া থাকিবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তর ওয়াকবসাহেব শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন, মে মাসের শেষে লণ্ডন নগরে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

ষ্টিমরযোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ইউরোপীয় সেনা যাইতেছিল তাহারদিগের মধ্যে কয়েক শত সেনা আনাতলী হইতে বহরমপুরে আসিয়াছে। বহরমপুরস্থ সমস্ত ইংরাজেরা মূল্যবান দ্রব্য ও পরিবার সহিত হসপিটালে অবস্থান করিতেছেন, হসপিটালের দ্বারদেশে দুইটা তোপ যোজিত আছে, কিন্তু বহরমপুরে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হওনের কোন সম্ভাবনা নাই।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোষণা দিয়াছেন, নগরবাসি কোনলোক গৃহমধ্যে কোনপ্রকার অস্ত্রাদি রাখিতে পারিবেন না, যাহাদের গৃহে অস্ত্র আছে তাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ অস্ত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমর্পণ না করিলে তাঁহারদিগকে রাজদ্রোহি বিবেচনা করা যাইবেক।

পাটনার সিপাহিদিগকে এক ব্যক্তি কুমন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

ছাপরা ঘাটে ১৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের ৪ জন বিদ্রোহি সেনা তিন সহস্র মুদ্রা সহিত ধৃত হইয়া দানাপুরে প্রেরিত হইয়াছে।

দেবগড় স্থানে তিন জন বিদ্রোহির প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, তাহারা এক জন সাহেবকে নিহত ও লেফ্টেনাণ্ট থ্যাকডোনাল এবং ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেবকে আহত করিয়াছিল।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরবাসিদিগের উপর যে ঔপাধিক টাক্স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে আদায় হইতেছে, বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব ৬ সপ্তাহের বিদায় লইয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টরী মাজিষ্ট্রেটী উভয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আলাহাবাদে এক নূতন কমিস্যনরি আফিস স্থাপিত হইবেক ফিনিডেন্সি ডিবিজনের ডিপুটী কমিস্যনর জেনরল মেজর স্কট সাহেব অনতিবিলম্বে আলাহাবাদে গমন করিবেন, তাঁহার সঙ্গে দশ জন কেরাণী, দশ জন ভৃত্য, এক জন দপ্তরী, একজন জমাদার, ৩ জন পেয়াদা যাইবেক।

সিন্ধুদেশের পদচ্যুত আমীর মীরশাহাদাদ খাঁ এবং মীর হোসেন খাঁ গবর্ণমেণ্টের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বীয়াভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়াছেন।

শাহার স্থানের কারাগারে এক হসপিটাল ও ডিস্পেন্সরি স্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবেক।

ত্রিহুত জিলার নীলকর সাহেবেরা অনেকে তথাকার সিবিলসরজন সাহেবের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্পূর্ণ সতর্ক হইয়া শান্তি রক্ষা করিতেছেন, মেজর হোমস সাহেব ৭।৮ জন বিদ্রোহি সিপাহিকে ধৃত করিয়া তাহারদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন।

বারাণসীর পত্রে একজন আফিসরের বিশেষ বীরত্ব সংবাদ প্রকাশ হয়, তদ্বিশেষ এই যে কতকগুলীন বিদ্রোহি সিপাহি উক্ত আফিসর ও তৎপত্নীর প্রাণ নাশোদ্যম করিলে সাহেব একা ৭।৮ জন সিপাহির প্রাণ নাশ পূর্ব্বক অবশেষে গুলির আঘাতে আত্ম প্রাণ ও পত্নীর প্রাণ নাশ করেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদাদ্রিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তবিরেফাঃসমং ।।

৫৮৬৩ সংখ্যা] গুরুবার ১৯ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ১০ জুলাই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৫।৫৬ সালের পয়দায়শী আফিমের সপ্তম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ৩৬৫৫ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক, তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	.....	২৫৪০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	....	১১১৫
জুমলা সিন্দুক	....	৩৬৫৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরৎ সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৬ সালের নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া কম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৭ সালের ১৫ এবং ২৫ জুলাই এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব যে খরিদারান যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরি রসীদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী সাভবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে জমা হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং আফিমের লাটখালাসী সববে কিস্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসীদ সন ১৮৫৭ সালের ২৫ জুলাই শনিবার দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশতেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের কম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

			বেহারের সিক্কা	বানারসের সিক্কা	জুমলা সিক্কা
সন ১৮৫৭ সালের ১০ আগষ্ট	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ ৪ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ ৫ অক্টোবর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ ১২ নবেম্বর	বৃহস্পতিবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৪০	১১১৫	৩৬৫৫
ঐ ৪ ডিসেম্বর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ	২৫৫৯	১১৪১	৩৭০০
			১২৭১৯	৫৬০১	১৮৩২০

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ

ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ২৭ জুন

EDW. LUSHINGTON,
Junior Secretary.

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেন্টস্ ডিপজিটরি।

কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।

আলফা।

একেশ্বর প্রতিপাদক গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডের্নিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত অল্ফা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিচার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগি ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ি মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব্য বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদীয় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	॥০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৵০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵৫
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	॥০
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	১
শব্দকল্পলতিকা	১

আর, এম, বসু এণ্ড কোং।

সংবাদপ্রভাকর

১৯ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং ভীরু স্বভাব, সুতরাং কোনপ্রকার সাহসের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না, পরজাতির অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই কাল

যাপন করিতেছেন, তাঁহারা চিরদিন রাজভক্ত এবং রাজানুগত, রাজার আজ্ঞাবহ থাকিয়া শুভ স্বস্ত্যয়ন করেন, বাঙ্গালিদিগের জাত্যাভিমান আছে কিন্তু জাতি ক্রোধ নাই, তাঁহারা অতি পুরাতন হিন্দুজাতি হইতেই উৎপত্তি হইয়া লবণ নিরধীর নিকটস্থ এই বঙ্গভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাঙ্গালি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি এবং হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বেদান্ত প্রভৃতিই তাঁহারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, সংস্কৃতভাষাই এক সময়ে তাঁহারদিগের ভাষা ছিল, সেই সংস্কৃত হইতেই অধুনাতন প্রচলিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশ মধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে, তত্তাবতেরই আকর সংস্কৃত, যেমন রত্ন সংগ্রহ কারকেরা খনি হইতে রত্নোদ্ধার পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনোনীত করণার্থ এবং প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত সুবর্ণাদির সংযোগ সহকারে ভিন্ন ভিন্নরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করে, সেইরূপ সংস্কৃতভাষার রত্নখনি হইতে শব্দ ও ভাব ও অভিপ্রায় সকল গ্রহণ করিয়া অন্যান্য দেশবাসিরা তাহার সহিত স্বদেশ চলিতভাষার সংযোগপূর্ব্বক আপনাপন প্রয়োজন সাধন করিতেছেন।

উপরিভাগের দৃষ্টান্ত পাঠে পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালিরা কোনকালেই হিন্দুজাতি হইতে স্বতন্ত্র নহেন, স্বতন্ত্র স্থানে বাস করাতে হিন্দুস্থানের অন্যান্য দেশবাসিদিগের সহিত তাহারদিগের আহার ব্যবহার প্রভৃতির অনেক স্বতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, কতিপয় মহর্ষি প্রণীত ধর্ম্মানুষ্ঠান ঘটিত নিয়ম, যাহা এই বঙ্গদেশ মধ্যে পরম আদরণীয় হইয়াছে তাহা অন্যান্যদেশে প্রচলিত নাই, ঋষিপ্রণীত নিয়মাবলী যাহা অন্য দেশে প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত আছে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা মান্য করেন না, এইরূপ মতামতের বিরোধ জন্য এই হিন্দুস্থানের পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট খণ্ড নিবাসি ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাদি বিবিধ বিষয়ের নিয়মাদি সতন্ত্র হইয়াছে বটে, তাঁহারা একত্র আহারাদি করিতে পারেন না, ফলতঃ তাঁহারা সকলেই একজাতি, যেমন এক বৃক্ষের শাখা সকল ভিন্ন ভিন্ন দিগে অবনত হইয়া ভিন্ন অবয়ব ধারণ করে সেইরূপ হিন্দুকুল দ্রুমের শাখা স্বরূপ বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতি সকল হিন্দু স্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, পুরাতন জাতি মাত্রেরি জাত্যাভিমান আছে, সুতরাং বাঙ্গালিরা সেই অভিমানের অধীন হইবেন ইহা কোনরূপেই বিচিত্র বোধ হয় না।

এই বঙ্গদেশ বাসিগণ ভীরুস্বভাব বটেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধারণাশক্তি বিলক্ষণ আছে যে বিষয় অনুশীলন করেন, সেই বিষয়েই সুশিক্ষিত হইয়া তাহার ফললাভ করিতে পারেন, এবিষয়ের কোন বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, অনেক জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রতি নিয়তই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, দুর্ব্বল দেহ বশতঃ তাঁহারা সৈন্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, একারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগকে সৈন্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য করেন নাই, কিন্তু তাঁ[illegible] দিগের প্রতি অনুকূল হইয়া [illegible] তীয় ভাষা সহকারে সকল প্রক[illegible] ত্তম বিষয়ের শিক্ষা প্রদান কা[illegible] ছেন এবং রাজ্যেশ্বরদিগের [illegible] স্পায় বিস্তর এতদ্দেশীয় ব্যক্তি[illegible] ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া রাজ[illegible] পরিচার্য্য কল্পে রাজপুরুষদি[illegible] সংপূর্ণ সাহায্য করিতেছেন, [illegible] মেণ্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন বি[illegible] লয়ের উচ্চ আসনে অভিষিক্ত হ[illegible] অনেক এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব[illegible] রাজ প্রচলিত নিয়মাদির বিধা[illegible] সারে উত্তমরূপে বিচারকার্য্য নি[illegible] হ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগ[illegible] উচ্চ সম্মান রক্ষা করিতেছেন, তাঁ[illegible] রা যে সকল মোকদ্দমার বিচার [illegible] রেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশ [illegible] আদালত প্রভৃতি উচ্চ বিচার স্থ[illegible] পুনর্ব্বিচার সময়ে গ্রাহ্য হইয়া থা[illegible] তাঁহারদিগের কৃত মীমাংসার অ[illegible] ল্প অংশের অন্যথা হয়, এ বিষয়[illegible] দরীয় বিচারপতি মহাশয়দিগের [illegible] চারেই বিলক্ষণ প্রকাশ আছে [illegible] বাঙ্গালিরা বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে [illegible] কেবল বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ ক[illegible] পারগ হইয়াছেন এমত নহে, অ[illegible] ন্য বিস্তর কার্য্য তাহারদিগের দ্ব[illegible] সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, গ[illegible] মেণ্টের অধীনে যে সমস্ত কার্য্য [illegible] আছে তত্তাবতেই দুই এক [illegible] কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবের অধীনে [illegible] দ্দেশীয় ব্যক্তিগণ নিযুক্ত থাকি[illegible] গবর্ণমেণ্টের সমুদয় কার্য্য পরিচ[illegible] করিতেছেন, কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবে[illegible] সকল বিষয়ে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদি[illegible]

আমরা উপরিভাগে যে ভিন্ন ভিন্ন
র্য্যের কথা উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্য
অনেক এতদ্দেশীয় ব্যক্তি গবর্ণ
টর স্থাপিত মেডিকেল কালেজে
জীমতের চিকিৎসাবিদ্যা অনু
নপূর্ব্বক যেরূপ কৃতবিদ্য হইয়া
তাহা পাঠকমহাশয়দিগের অবি
নাই, ঐ বিদ্যালয় হইতে কয়ে
জন এতদ্দেশীয় ছাত্র বিলাত গ
পূর্ব্বক তথায় সাহেব সন্তানগণের
ত একত্র অনুশীলন করিয়া পরী
ত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, ঐ
ডকেল কালেজের সুশিক্ষিত
দিগের দ্বারা এই রাজ্যের বিস্ত
উপকার হইয়াছে, এবং তাহা
রা অধিক পরিমাণে হইবার প্র
শা করা যাইতেছে।

মেডিকেল কালেজ ভিন্ন গবর্ণ
টর স্থাপিত সিবিলইঞ্জিনিয়ারিং
গজ ও শিল্পবিদ্যালয়ে অনেক
দ্দেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া অনু
ন করিতেছেন, তাঁহারা কৃত
য হইয়া বহিস্কৃত হইলে রাজ্যের
উপকার দর্শিবেক না, ইঞ্জিনি
ং বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি এত
শ না থাকাতে গবর্ণমেণ্ট বিলাত
ত উপযুক্ত লোক সকল আনয়ন
ণ বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে বি
অর্থব্যয় অথচ কার্য্য হানি হই
ছ, এতদ্দেশীয় লোকেরা উক্ত
য় কৃতবিদ্য হইলে উপকারের
থাকিবেক না, গবর্ণমেণ্ট অনা
আহ্লাদপূর্ব্বক রাজ্য শোভা
ও প্রজাদিগের হিতজনক বিবিধ
র্য্য হস্ত বিস্তার করিবেন এতদ্দে
লোকদিগেরও নানাবিধ শিল্প
ঘটিত কঠিন ব্যাপারে অনুরাগ হই
বেক।

অদ্য আমারদিগের এই প্রস্তাব
লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকমণ্ড
লীর অনায়াসে উপলব্ধি হইবেক,
এই বঙ্গদেশবাসিদিগকে যাঁহারা আ
ধুনিক জাতি বলিয়া উপহাস করে
ন, তাঁহারদিগের অন্যায় অযৌক্তিক
অভিপ্রায়ের উত্তর আমরা এতৎ
প্রস্তাবের প্রথমেই প্রদান করিয়াছি,
যাঁহারা আমারদিগকে হীনবল ব
লেন আমার তাঁহারদিগের কথা অ
বশ্য মান্য করি, আমরা দৈহিকবলে
হীনবল হইয়াছি বটে কিন্তু হিন্দু
জাতি বুদ্ধি ও ধারণাবলে হীনবল
নহেন, তাঁহারা সংগ্রামে সাহস করি
তে পারেন না, কিন্তু অনুশীলন
বিষয়ে তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ সাহস
আছে, তাঁহারা সুশিক্ষার উদ্দেশে
জলধি পরিক্রমপূর্ব্বক ইংলণ্ডদেশে
সম্প্রতি গমন করণে প্রবৃত্ত হইয়া
ছেন, এরূপ সাহস তাহারদিগের
পূরাকালে ছিল কিনা এইক্ষণে তা
হার অনুসন্ধান করণের কোন প্রয়ো
জন নাই, যদি ছিল বলা যায় তথাচ
বহুকাল হইতে লোপ হইয়াছিল,
এইক্ষণে তাহার উদ্রেক হইয়াছে
একথা সকলেই স্বীকার করিবেন,
হিন্দুজাতি যেরূপ অনুশীলন তৎ
পর তাঁহারদিগের সৌভাগ্যগুণে
সেইরূপ প্রজাবৎসল সুনীতিজ্ঞ ও
বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ইংরাজ
জাতি এইরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া
ছেন, তাঁহারা প্রজার মঙ্গলার্থ শিক্ষা
র নিমিত্ত যে কোন শক্ষার সদনুষ্ঠান
করিবেন এতদ্দেশীয় লোকদিগের
অন্তঃকরণে তাহাই অনুশীলনার্থ
উৎসাহ বৃদ্ধি হইবেক, এবং তাঁহার
দিগের রাজভক্তির প্রতি কোনকা
লেই গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস জন্মি
বেক না, তাঁহারা রাজকৃত উপকার
চিরদিন স্মরণ রাখিয়া পরমেশ্বরের
নিকটে রাজার শুভ স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত
হইবেন।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে গব
র্ণমেণ্ট যে সংবাদ প্রকাশার্থ প্রেরণ
করেন তাহা আমরা নিম্নভাগে আ
হ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম, বো
ম্বাই নগরের কোন সংবাদপত্র সম্পা
দক টেলিগ্রাফ সহযোগে নাগপুর
হইতে ২৭ জুন তারিখের নিম্নস্থ সং
বাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন গব
র্ণমেণ্ট তাহা প্রকটন করিতেছেন।

"আজমীর হইতে আমরা পত্র
দ্বারা অবগত হইলাম যে ব্রিটিস
সেনারা দিল্লী জয় করিয়াছে আমা
দিগের পত্র প্রেরক লেখেন দিল্লী আ
মারদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে,
দুরাত্মা রাজবিরোধিরা সাহসিকরূপে
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা
প্রত্যেক সূত্র ভূমির নিমিত্ত অস্ত্র চা
লনা করিয়াছিল, পরে তাহারা পরা
জিত হইয়া বাদশাহের বাটী আশ্রয়
করে, সেখানেও তাহারা অধিক ক্ষণ
থাকিতে পারে নাই, তথা হইতে তা
হারদিগকে দূরীকৃত করা হইয়াছে,
তাহারদিগের ৭০০০ ব্যক্তির শিরো
চ্ছেদন হইয়াছে, নগর সংপূর্ণরূপে
আমারদিগের অধিকার-ভুক্ত হই
য়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakar Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক সংস্করণ

❀ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাগণং ।।

৫৮৬৪ সংখ্যা] শুক্রবার ২০ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৩ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারানুযায়িক এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবানেরা বর্ত্তমান বর্ষের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত টেক্স কমা ইবার নিমিত্তে অথবা নাম খারিজ করিয়া লওন ও বাটীর নম্বর পরিবর্ত্তন জন্য এবং বাৎসরিক টেক্স প্রথমবার নির্দ্ধারিত করণ জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ৯৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাঁহারা পরিশেষ পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিসে নং ৩ চৌরঙ্গি রাস্তার বাটীতে বিবেচনা করিতে বসিবেন ইতি।

By order of the Municipal Comsrs.

W, CLARK.

Secy. to the Municipal Commissioners.

Calcutta.
1st July 1857.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত জগন্মোহন সেনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারি বেণীমাধব সেনের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়ার মাণিকতলা ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী (নম্বর ১০৫) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমাধব সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বে স্থানে কৃষ্ণ সিংহের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী (নম্বর ১০ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও ব ভূমি অনুমান ।।৪ চৌদ্দ কা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হ তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তা উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী বেণীমা সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও স র্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কা ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রী হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করি এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত নিতে পারিবেন।

H. E. BRADDO
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডদ
সরিফ।

কলিকাতা।
১৯ জুন ১৮৫৭

অনল স্বীয় দাহ্য বস্তু সকলকে দগ্ধ করেন, তাঁহারাও পতিব্রতা তেজো দর্শন করিয়া অভিমান বশতঃ আপনা আপনিই সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তেজ সকল পতিব্রতার তেজো দর্শন মাত্রেই কম্পিত কলেবর হয়েন, অর্থাৎ পাতিব্রত্য তেজের তুল্য আর কোন তেজই নাই। ১।

পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় শরীরের প্রত্যেক রোম সংখ্যানুসারে এক এক কোটি যুগ পরিমিত কাল ব্যাপিয়া স্বামির সহিত রমমাণা হইয়া স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করেন। ২।

সেই জননী ধন্যা যিনি পতিব্রতা কন্যা প্রসব করেন, সেই পিতা ধন্য যাঁহার ঔরসে পতিব্রতা কন্যার জন্ম হয়, ধন্য সেই ভাগ্যবান পতি, যিনি পতিব্রতা প্রণয়িনীর পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, যেহেতু পতিব্রতা ধর্ম্ম এমত নহে যে তাহার অমৃতময় ফল কেবল একাকিনী পতিব্রতাই সম্ভোগ করেন, ঐ পবিত্র পুণ্য দ্বারা পতিব্রতার পিতৃকুল, মাতৃকুল, পতিকুল, তিন কুলের যে ব্যক্তি যেখানে থাকেন, সকলেই নিরুপম স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করেন। ৩।"

ঘোষিত পত্র

নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অস্মদাদির লিখিত পত্রখানি মহাশয়ের অমূল্য প্রভাকরের পার্শ্বে কে স্থানদানে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

বর্ত্তমান সৌর জ্যৈষ্ঠস্য ২৩ ত্রয়োবিংশতি বাসরে অস্মদাদির বাসস্থান এই আন্দুল নামক মণ্ডলে শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ভূম্যধিকারী মহাশয় আপন দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মল্লিক বাবুর শুভোদ্বাহ মজিলপুর নিবাসি বৈকুণ্ঠ-বাসি ৺ কৃষ্ণকিঙ্কর দত্ত বাবুর দুহিতার সহিত যেরূপ সত্য সমা সাধ্যরূপে সম্পন্ন করিলেন, বর্ত্তমান কালে এরূপ সুযোগের সংযোগ সুদূর নয়াবত অর্থাৎ ভণ্ডপণ্ড বাদ্য ভাণ্ড উল্কাকাণ্ড বিন্যাস করা দূরে থাকুক, মল্লিকবাবু তাহার নাম শ্রুতে সে শব্দের গন্ধে উত্যক্ততা জানাইয়াছেন। যদি বলেন, ব্যয় সংক্ষেপ জন্য এরূপ বিধান করিয়া থাকিবেন। ইত্যাদি বলিবারও পথ নাই, অন্যূন সহস্র সংখ্যক সামাজিকতা তৈজস, কলস, থাল এ জঞ্জাল বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? এক এক বস্তুগুণা দিলে কলসের দশাংশের একাংশমাত্র ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট নবমাংশের অর্দ্ধাংশে বহুবাদ্য ভাণ্ড উল্কাকাণ্ড হইতে পারিত, এতাবতা তাহা নহে, সাধুজনেরা যে সত্য ভাবাবলম্বি মল্লিকবাবু তাহার অতিক্রমী কেন হইবেন? যিনি শৈশবাবস্থাবধি কেবল বিদ্যালোচনার দিন যাপনকৃতে বর্ত্তমানে চত্বারিংশৎবয়ঃ বর্ষ অতীত করিলেন, সংখ্যাকৃতে যাঁহা কর্ত্তৃক ষষ্ঠাদশ কি সপ্তদশ সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে, স্বয়ং পরম ভাগবত অবিরত হরিসংকীর্ত্তনে রত, সাধ্যাচারে সংযত, যাঁহার দ্বারা প্রকৃত কর্ম্মের পরিবাদে অনিত্য কার্য্যের পর্য্যালোচনা কখন কি প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা? অর্থাৎ কদাচই নহে, তদনুসারে সাত্ত্বিকতা রূপে পুত্রের বিবাহদিলেন। ধন্য জগন্নাথবাবু, ধন্য, তাঁহার সংসার যথা, আমরা পাকস্পর্শের দিন ভোজন স্থানে গিয়া অবলোকন করায় মনে মনে এমনি ভাবোদয় হইল যে এই বিবাহের পাত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বাবু অতি সুপাত্র যাহা বর্ণনাধিক, পাত্রীও তদনুরূপা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিনীর মীলন তেমন ইহার যোজক ঘটক রাজের পৌত্র শ্রীযুত মাধবচন্দ্র ঘটক বিসারদ কুন্তলপুরীর বৃদ্ধ বিপ্র স্বরূপ অদ্য বৎসরাবধি পরিশ্রমে এই বিবাহ নির্ব্বাহ কৃতে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার দ্বারা বিবিধ রূপ পারিতোষিক অতীব সন্তোষিত হইয়াছেন। আমরা জানি মল্লিক বাবু তৈজশ সামাজিকতা ও রৌপ্য মুদ্রা এবং দুকুলবাস ও উর্ণাজনিত কাশ্মিরজ প্রদান কৃতেও বহুমত স্তবে তুষ্ট করিয়াছেন তিনি বলেন আপনকার ঘটকতায় আমি অচলা সঙ্কলা প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এমত কি দ্রব্য কোথায় পাইব যে আপনকার সন্তোষের কারণ হইতে পারে. তবে সংসারাশ্রমের নিয়মক্রমে যথা শক্তি দান আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবেক ইত্যাদি স্তবে তুষ্ট কৃতে মধ্যস্থ মহাশয়কে বিদায় দিয়াছেন, ঘটক কুলীন ভাট, ভিক্ষুক প্রতিদিন আন্দুলে গতায়াতে সে সমারোহে আপণের দ্রব্য জাতের পণ্য মূল্যের বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে অলং বিস্তরেন।

কেষাঞ্চিৎ আন্দুল নিবাসি।
জনানাং।

এই প্রভাকর রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যদ্ভ্রমং মত্তভ্রমরীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৬৫ সংখ্যা] শনিবার ২১ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৪ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব দেলরুস বানু বেগমের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি চীৎপুর নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্ট নির্ম্মিত দোতালা গৃহে অথবা পরিবারের বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান ভূমি অনুমান ১০০/ এক শত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে তিনটা পুষ্করিণী ও আম্র, কঁঠাল, নিচু, পীচ প্রভৃতি নানাবিধ ফলবান বৃক্ষ আছে ও ঐ ভূমির চতুর্দ্দিগে ইটের প্রাচীর বেষ্টিত ও তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী দেলরুস বানু বেগমের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৯ জুন ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় জন লিণ্ডসে ও জেমস নেথনিয়ল টমসন উড সাহেব বাদি এবং সারলটী লুইসা কার্ক ও জেমস কার্ক প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে সন ১৮৫৬ খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৪ জুলাই তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার তাত্পর্য্যানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত জন ল্যামবার্ট জোন্স যিনি বা[illegible] পুরে বাস করিতেন এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টীয়াব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে [illegible] বা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ যাঁ[illegible] র মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মহাজনগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা ১৫ জুলাই তারিখে অথবা তার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারগৃহে তাঁহার [illegible] রখানায় উপস্থিত হইয়া আপনা[illegible] পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে উক্ত ডি[illegible] অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির বিধানানুসারে আপন আপন প্রাপ্য সম্পত্তি [illegible] তে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন,
মাষ্টর।

J. S. & T. E. B. JUDGE,
Complainant's Attorneys.
জে, এস, এণ্ড টি, ই, বি, জজ।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস
২৫ জুন ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এবং সতর্ক করণ জন্য এই পত্র দ্বারা
গশ করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসিনী
তী হরমণি দাসীর নিম্ন লিখিত ১০ কেতা কোম্পানির কাগজ উক্ত
সীর ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধর প্রতারণা পূর্ব্বক সংপ্রতি উক্ত কাগজের
আনিবার অছিলায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপন দস্তে রাখিয়া ঐ কাগজ দাসী
তঞ্চক মানসে ফেরৎ না দিবায় দাসী ধর মজুকুরের নামে সুপ্রিম কোর্ট
দালতে একুটির বিল ফাইল করিয়া ইঞ্জেক্সেন আর্ডর প্রাপ্ত হইয়াছেন,
ং বক্রী ৩ কেতা কাগজ আদায় জন্য সুপ্রিম কোর্ট আদালতে ট্রোবর
সেন নালিস করিয়াছেন, অতএব সর্ব্ব সাধারণকে নিষেধ করা যাই
ছে যে ঐ সকল কোং ১৩ কেতা কাগজ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিবেন
এবং ঐ সকল কাগজের মধ্যে কোন কাগজ ক্রয় করিবেন না ইতি।

আহিরীটোলা।
রিখ ২ জুলাই সন ১৮৫৭ সাল।

জায়।

কোং কাগজ।

কেতা	কোং ৪ টাকাসুদী কাগজ		তাং ১ ফিব্রুআরি সন ১৮৪৩	১২১৬২	নং	কোং ১০,০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৭১২৭	নং	কোং ২১০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৭১২৮	নং	কোং ২৫০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৯৫৯১	নং	কোং ২০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৯৫৯২	নং	কোং ২০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৯৫৯৩	নং	কোং ২০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৯৭৪৮	নং	কোং ৬০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৫৩২৮	নং	কোং ৪০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৬৫৫৭	নং	কোং ২০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	২৯৩৬২	নং	কোং ৭০০
কেতা						কোং ২৭৪০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৫৬৫২	নং	কোং ৫০০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	১৬১২২	নং	কোং ১৬০০
কেতা	ঐ	ঐ	ঐ	২৭১০। ৮০২০	নং	কোং ৫১০০
কেতা						কোং ১১৭০০

সংবাদ প্রভাকর

২১ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ গবর্ণমেণ্ট, সংবাদ পত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যে সমাচার কয়েক দিবসের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার মঙ্গলজনক বলিতে হইবেক, যেহেতু অত্যাচারি রাজবিরোধি সিপাহি সেনারা যে যে স্থানে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানেই তাহারা হীনবল হইয়াছে তাহারদিগের বল বিক্রম কিছুই নাই তাহারা আবার পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের অস্ত্রেই আপনারা হত হইতেছে, বারাণসী, মথুরা, নাগদ, নসিরাবাদ, নিমচ, মিহিদপুর, অযোধ্যা, নাগপুর, পঞ্জাব, পেসোয়ার, মুলতান প্রভৃতি সকল স্থানেই শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, রাজসেনারা প্রজাপুঞ্জের উপকারার্থে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, স্যার জানলারেন্স সাহেব লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে প্রবল পরাক্রম ধারণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের বিনাশার্থ নানাদিগে ব্রিটিস সেনাদিগকে চালনা করিয়াছেন, দুরাচারিরা যদ্যপি প্রজাদিগের নিকটে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয় তাহাতেও কিছুই করিতে পারিবেক না, বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে সাতিশয় মনোযোগী হইয়া পূর্ব্বাহ্নে ব্রিটিস সেনাদিগকে সং

হ করিয়া সাবধান হওয়াতে স্যার
হনরি লারেন্স সাহেবের বিশেষ প্র
চেষ্টা হইয়াছে, তিনি অবিলম্বেই এই
হতকার্য্যজন্য রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হই
বেন, তাঁহার ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের
উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবার আর
ড় বিলম্ব নাই।

স্যার হেনেরিলারেন্স সাহেব
অযোধ্যারাজ্যে যেরূপ সুখ্যাতি ভা
ন হইয়াছেন, স্যার জানলারেন্স
সাহেব বিদ্রোহ ঘটনার সংবাদ
প্রাপ্ত হইয়া প্রায় সমুদয় সিপাহি
সেনাকে নিরস্ত্র করাতে তাঁহারাও
সেইরূপ সুবিবেচনা প্রকাশ পাই
য়াছে, আলাহাবাদে যে কিঞ্চিৎ
বিদ্রোহিতার গন্ধ আছে তাহাও
শীঘ্র শেষ হইবেক। কাণপুরে অত্যা
চারি দুরাত্মাদিগের নিধন প্রাপ্ত হই
বার আর অধিককাল বিলম্বন নাই,
ব্রিটিস সেনারা অতিবেগে তথায়
ধাবিত হইয়াছে, দিল্লীর শুভসংবাদ
যাহা বোম্বাই নগরীয় ডাকযোগে আ
সিয়াছিল তাহা আমরা গত পর
ঃ প্রকাশ করিয়াছি, রাজসেনারা
দিল্লীনগরে জয়যুক্ত হওয়াতে আলা
হাবাদের সেনাদলের অধিপতি সা
হেব ২৫ জুন বেলা দুই প্রহরের স
ময়ে তথায় শুভসূচক তোপধ্বনি
করিয়াছেন, অতএব ঐ সমাচারের
প্রতি আর কোনমতে অবিশ্বাস হ
ইতে পারে না, দিল্লীর কোন সমা
চারপত্র সম্পাদক আজমীরের পত্র
দৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই
সত্য হইয়াছে। গত বাসরীয় ফিনি
ক্সপত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় ঐ সং
বাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসপূর্ব্বক
লিখিয়াছেন যে সংবাদদাতার পত্রে
সিপাহিদিগের অতুল সাহসের স
হিত সংগ্রাম করণের যে সংবাদ লি
খিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে
প্রতীতি হইতেছে যে দুরাত্মারা যে
সমরপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বৃথা
ক্ষেপণ করে নাই নগরে স্থানে স্থানে
তোপ স্থাপন ও সেনা নিযুক্ত করিয়া
ছিল, যেহেতু সিপাহি সেনারা কেল্লা
অথবা প্রাচীর আশ্রয় করিয়া অতি
উত্তমরূপে সংগ্রাম করিতে পারে এ
কথা সেনাপতি সাহেবেরা বিলক্ষণ
রূপেই অবগত আছেন, কিন্তু তাহা
রদিগকে যেরূপ আক্রমণ করা হই
য়াছিল তাহাতে তাহারদিগের বিস্ত
র লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে,
যে সকল ব্যক্তি হত হইয়াছে, সং
বাদদাতা কেবল তাহারদিগের সং
খ্যাই সাত সহস্র লিখিয়াছেন, অত
এব কত ব্যক্তি আঘাতি হইয়াছে,
তাহারদিগের সংখ্যা কিছুই নিরূপণ
করিয়া লিখিতে পারেন নাই।

ফিনিক্স সম্পাদক যাহা লিখিয়া
ছেন, আমরা কেবল তাহার অভি
প্রায়মাত্র উপরিভাগে গ্রহণ করি
লাম, সেনাপতি সাহেবের লিখিত
যুদ্ধ জয়ের সংবাদ ও তদ্ঘটিত বিব
রণ গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরিত হই
লেই বিস্তারিত অবগত হওয়া যা
ইবেক।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গোল
যোগ উপস্থিত হওয়াতে তদ্দেশস্থ
অনেক ইংরাজ এবং দুরাত্মা সিপা
হিরা যে সকল ইংরাজের প্রাণনাশ
করিয়াছে তাহারদের আশ্রয়হীন
স্ত্রী পুত্রাদি কলিকাতা নগরে আসি
তেছে, অনেকে ধন সম্পত্যাদি সর্ব্ব
স্ব ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া পলা
ইয়া আসিয়াছেন, সেই সকল নিঃ
সহায় নিঃসম্বল লোকেরা অর্থা
ভাব উত্তম বাসস্থান এবং আহারী
য় দ্রব্য পায় না, তাহারদিগের কষ্ট
নিবারণ জন্য এতন্নগরীয় ইংরাজেরা
চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন,
এবং চৌরঙ্গীতে এক বৃহৎ বাটী
ভাড়া লইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট বিসপ্স
কালেজের অন্তঃপাতি এক প্রশস্ত
অট্টালিকা প্রদান করিয়াছেন, নিঃ
সঙ্গতি সাহেবেরা কলিকাতা উপস্থি
ত হইলে ঐ গৃহে বাস করিতে এবং
প্রাগুক্ত সংগৃহীত মূলধন হইতে
কিছু দিনের ভরণ পোষণোপযোগী
টাকা পাইবেন।

এতদ্দেশীয় লোকেরা দেখুন ইং
রাজেরা কিরূপ স্বজাতি অনুরক্ত
এই জাত্যনুরাগিতা ও একতা গুণেই
তাঁহারদের অবস্থা এত উন্নত হইয়া
ছে, দেশীয় লোকের কষ্ট হইলে
আমারদের ধনী মহাশয়েরা কিরূপ
সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন? সাঁ
ওতালীয় অত্যাচারে সহস্র সহস্র
বাঙ্গালী সর্ব্বস্বান্ত, কত শত রমণী
পতি পুত্র বিহীনা, অসংখ্য বালক
পিতৃ মাতৃহীন হইয়া জঠর জ্বালায়
কতকষ্ট পাইয়াছে এবং কত লোক
বিনষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনে ক্লেশ
বোধ হয়, দেশীয় আঢ্য মহাশয়েরা
কি ঐ সকল নিরাশ্রয় লোকের ক্লেশ
নিবারনোদ্দেশে কড়া কপর্দ্দক প্র
দান করিয়াছেন? অর্থ প্রদান করা
দূরে থাকুক, দেশীয় লোকের ঐ
দুঃসহ ক্লেশ বৃত্তান্ত একবার মুখা
গ্রেও আনেন নাই, ইহার কারণ
এই যে এদেশের লোকের অন্তর হই

তে জাত্যনুরাগিতাগুণ এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহাই অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থা ঘটনের এক প্রধান কারণ।

জাহাজী রপ্তানী উৎপাতে কিয়দ্দিনাবধি এদেশে সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য দুর্মূল্য, বিশেষ তণ্ডুলের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবায় সর্ব্বত্রে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে, কৃষকাদি দীন দুঃখি লোক যাহারদিগের পরিশ্রমে এ দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা অন্নাভাবে অবসন্ন হইতেছে, দেশীয় ধনী মহাশয়েরা কি এই সাধারণ কষ্ট দেখিতে বা শুনিতেছেন না? সকলি জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের অর্থের অপ্রতুল নাই, খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতায় তাঁহারদিগের বিশেষ কষ্ট হয় নাই, এজন্যই তাঁহারা স্বদেশীয় লোকের কষ্ট নিবারণে মনোযোগ করেন না, তাঁহারা সকলে একবাক্য ও মনোযোগী হইলে অন্য দেশীয় লোকের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনায়াসে দীন দুঃখিদিগের ক্লেশাপহরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং সকল প্রধান লোকেরা এক মত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে এই সাধারণ কষ্ট বিষয় জানাইলে রাজ পুরুষেরাও অবশ্য প্রজার দুঃখ মোচনের সদুপায় করেন, কিন্তু জাত্যনুরাগিতা ও একতাগুণ একদা ভারতবর্ষের সীমাপরিহার পূর্ব্বক পলাইয়া গিয়াছে, সুতরাং এদেশীয় লোকের দুরবস্থা মোচনের আশা দুরাশা মাত্র।

ফরিদপুরের সংবাদদাতা লেখেন যে "এবৎসর ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ হওনের বিলক্ষণ লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে, যে তণ্ডুল টাকায় এক মোন পাওয়া যাইত, এইক্ষণে তাহা কুড়ি সের দরে বিক্রয় হইতেছে। আষাঢ় মাসে এরূপ অনাবৃষ্টি কোন বৎসর দেখি নাই, এজিলায় উত্তম ধান্য জন্মাইবার সংপূর্ণ আশা ছিল, কিন্তু বারিবর্ষণ বিনা সে আশায় আমরা সকলে নৈরাশ হইয়াছি।,,

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্টের সেনারা দিল্লীনগর পুনরধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহি সেনারা নগর রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু চরমে গোরাসেনাদিগের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া পলাইয়া যায়, এই যুদ্ধে ৭।৮ সহস্র বিদ্রোহী সেনা নাশ হইয়াছে।

গত বুধবাসরীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, ছাপরা জিলা মধ্যে সর্ব্বদা চুরী ডাকাইতি হইতেছে, পুলিস কর্ম্মচারীরা শান্তিরক্ষণে সমর্থ নহে, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে এক জন ডাকাইত ধৃত করণীয় কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন এমত প্রস্তাব শুনা যাইতেছে।

গত বুধবার সায়ংকালে এসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক সভা হইয়াছিল।

ময়মুন সিংহ হইতে আগরপত্রে প্রকাশ হয়, তথাকার বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্র মাসিক ৪ টাকা করিয়া ছাত্রীয়বৃত্তি পাইয়াছে। তাহারা ইংরাজী স্কুলে বিনা বেতনে পাঠ করিতে পাইবেক।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যোগে ৩০ জুন ও ১ জুলাই দিবসীয় আলাহাবাদের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হয়, আলাহাবাদ হইতে কতকগুলিন সেনা কাণপুরে প্রেরিত হইয়াছে।

জেনরল হারলক সাহেব আলাহাবাদে উপনীত হইয়াছেন।

কাণপুর ও অযোধ্যানগর উৎপাত শূন্য হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে যে সকল সেনা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে পাঁচ সহস্র সেনা ৬ সপ্তাহের মধ্যে এতন্নগরে উপনীত হইবেক, তাহারদের আবাস জন্য বারিক নির্ম্মাণ করণার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের চিফ ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটস্থ ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্ত্রামংজাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৬৬ সংখ্যা] সোমবার ২৩ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৬ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারানুযায়িক এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা বর্ত্তমান বর্ষের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত টেক্স নামঞ্জুর করিবার নিমিত্তে অথবা নাম খারিজ করিয়া লওন ও বাটীর নম্বর পরিবর্ত্তন জন্য এবং বাৎসরিক টেক্স প্রথমবার নির্দ্ধারিত করণ জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাঁহারা পরিশেষ পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিসে নং ৩ চৌরঙ্গি রাস্তার বাটীতে বিবেচনা করিতে বসিবেন ইতি।

By order of the Municipal Comsrs.
W, CLARK.
Secy. to the Municipal Commissioners.

Calcutta.
1st July 1857.

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেন্টস্ ডিপজিটরি।
কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।
আলকা।
একেশ্বর প্রতিপাদক গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদি মহামহোপাধ্যায় একেশ্বর প্রতিপাদক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডের্নিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত আল্‌কা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিচার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগি ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ি মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব্য বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদ্দ্বারা অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	।।০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৵১০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵৫
বৃহৎকথা	।০
ষট্‌চক্র নিরূপণ	।।০
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি	
শব্দকল্পলতিকা	১

আর, এম, বসু এণ্ড কোং।

হারদিগকে [illegible] লেজে বাস করিতে আজ্ঞা [illegible] অনুমান হয় তাহারদি[illegible] [illegible]থেয় ব্যয় লইবেন না।

গত সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে অল্প ঝড় হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অনেক জাহাজের ক্ষতি হইয়াছে।

জনরবে শুনা যাইতেছে, ইংলণ্ড হইতে প্রচুর ইউরোপীয় সেনা এদেশে উপস্থিত হইলে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানাধিপতির প্রার্থনা মতে তাঁহাকে কতকগুলীন ইউরোপীয় সেনা প্রদান করিবেন।

ইংলিসম্যান পত্র সম্পাদক গত শুক্রবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন বেহারের আকিন এজেণ্ট সাহেব জ্বর রোগাক্রমে গত ৩০ জুন দিবসে প[illegible] [illegible]শের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত মেং হালিডে সাহেবের শ্যালক ছিলেন।

বর্ত্তমানবর্ষে বেহার প্রদেশে খাদ্য দ্রব্য সকল অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে, বোধ হয় অচিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবেক।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় পত্রে প্রকাশ হয়, পাটনা দানাপুর, আরা, ছাপরা, গয়া, মুজফরপুর, ইন্দোর, মৌ, নিমচ, আজমির, আসির গড়, লক্ষ্ণৌ, বানারস প্রভৃতি অনেক স্থানের লোকেরা নির্ভয় হইয়াছেন।

২৩ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, জিলা ত্রিহুতের কজন পুলিস জমাদার মুজফরপুর ও পাটনার যবনদিগের সহিত যোগ দিয়া উক্ত প্রদেশের সমস্ত ইউরোপীয়ানদিগের প্রাণ হন. পরামর্শ করিয়াছিল, গুপ্তসূচকে দ্বারা ঐ জমাদার ধৃত হইবায় সমুদয় ষড়যন্ত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, দুরাত্মারা পরস্পর যে সকল পত্র লিখিয়াছিল তাহাও ঐ জমাদারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, এত দিন ঐ বিদ্রোহি জমাদারের ফাঁসি হইয়া থাকিবেক, এই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যে সকল লোক লিপ্ত আছে তাহারদের অধিকাংশ নিপাত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

রাঙ্গুণদেশের রাজ্যচ্যুত বৃত্তিভোগী রাজা সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্র গমনার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়া হাজারিবাগের কালেক্টর স্যাহেবকে আদেশ করিয়াছেন, রাজার প্রার্থনা মতে তিনি তাঁহাকে অগ্রিম বৃত্তির টাকা প্রদান করেন।

৪ জুলাই দিবসীয় পত্রে হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন মৌলবী আলী করিম নামক এক জন প্রধান যবন তদ্দেশীয় যবনদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধরিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, পাটনা চক্রের সুযোগ্য কমিস্যনর শ্রীযুত মেং উইলিয়ম টেলর সাহেবের সন্ধানে তাহারদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িবায় ঐ দুরাত্মা পলায়নপর হইয়াছে, কমিসানর সাহেব তাহাকে ধৃত করণার্থ ঘোষণা দিয়াছেন, মৌলবী আলী করিমকে যে ধৃত করিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে দুই সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন, অর্থলোভে অবশ্য কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া দিবে, তৎসঙ্গী কেহ কেহ ধৃত হইয়া থাকিবে।

ফয়জাবাদ হইতে যে সকল ইংরাজ ঘরণিরা পলাইয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা ২৮ জুনে দানাপুরে উপনীত হইয়াছেন ইতিপূর্ব্বে দানাপুরে কোন বিদ্রোহির প্রাণ দণ্ড হয় নাই কিন্তু কতিপয় অপরাধী ধৃত হইয়া হাজতে আছে বোধ হয় তাহারদের প্রাণ দণ্ড হইবেক। জুন মাসের ২।৩ দিন থাকিতে দানাপুর ও পাটনা প্রদেশে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

পাটনার অন্তর্গত দিঘা স্থানে এক ছাউনি করিতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট পাটনার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন। অন্য কোন কোন স্থানের কারাবাসিরা ঐ স্থানে আনীত হইবেক।

হাবড়ার বাঁধা ঘাট মেরামত জন্য গবর্ণমেণ্ট ৮৭৪০ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার ছর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by Issurchunder Goopt, at the *Probhakur Press.*

প্রাতঃস্মরণীয়

[illegible]নস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
[illegible] ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

[illegible]রেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
[illegible]সল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তস্থিরেকাগ্রসং ॥

[illegible]লবার ২৪ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ৭ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

সংবাদপ্রভাকর

[illegible]ষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

[illegible]ন

ব্যবহার ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এই ক্ষণে তাহা পাঠ যোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দর রূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষরকারিগণের প্রতি ।৵ আনা। গ্রাহক গণনায় গণ্য হইতে ইচ্ছা হইলে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে, তত্ত্ববোধিনী সভায় ও কবরডাঙ্গায় আর, এম, বসু কোম্পানির পুস্তকালয়ে নাম ধাম প্রেরণ করিবেন, সাবকাশ সময়ে পাঠ করিলে আনন্দদায়ক ও মনোরঞ্জক হইবেক।

সিপাহিদিগের অকৃতজ্ঞ ব্যবহার দৃষ্টে এতদ্দেশীয় সমস্ত ধনিলোক শঙ্কা পাইয়াছেন, বিশেষ অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি বর্দ্ধমানেশ্বর বাহাদুর ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে কিছু গোরা-সেনা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজধানীতে ইউরোপীয় সেনা অধিক না থাকাতে গবর্ণমেণ্ট মহারাজ বাহাদুরের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই, তাহাতে তিনি কলিকাতা হইতে কতকগুলীন ইউরোপীয় খালাসি লইয়া গিয়াছেন, তাহারা রাজনিকেতন রক্ষা করিতেছে, অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বমত সিপাহি পাহারা আছে।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে কোন ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে গোরা-সেনা উপস্থিত [illegible] হইলেই মহারাজকেকিছু সেনাপ্রদা[illegible] করিবেন। এই প্রস্তাব দৃষ্টে ইংলি[illegible]ম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লি[illegible]য়াছেন " গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের ম[illegible]রাজকে ইউরোপীয় সেনা প্রদানে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সু[illegible]বেচনামূলক কার্য্য হয় নাই, কেন[illegible] তাঁহাকে ইউরোপীয় সেনা প্রদা[illegible] করিলে এদেশীয় সকল জমীদার [illegible] ধনিরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐরূ[illegible] সেনা প্রাপ্তি প্রার্থনা করিবেন, স[illegible]লের প্রার্থনা পূরণ না করিলে প[illegible] পাতিতা প্রকাশ হইবেক, রাজা[illegible] নিকট ছোট বড় সমস্ত প্রজা তুল্য এবং রাজার উচিত সকলকেই তুল্য রূপে রক্ষা করিতে হয়" ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমারদিগের বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের মহারাজকে গোরা-সেনা প্রদানের অঙ্গীকার করাতে কিছুমাত্র অবিবেচনা প্রকাশ হয় নাই, হেহেতু বর্দ্ধমানাধিশ্বর বাহাদুর বাঙ্গালা দেশের চূড়া বিশেষ, তাঁহাকে অগ্রে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য, আবশ্য[illegible]

গবর্ণমেণ্ট অনেক উপকার পাই-
পারেন, আর রাজা বাহাদুর
সং বেতন দিয়া যদি গোরা সেনা
খেন তবে গবর্ণমেণ্ট কেন তাঁহার
র্থনা পুরণ না করিবেন? মহা
জকে সেনা প্রদান করিলে যদি
ন্যান্য জমীদার ও ধনিরা ঐরূপ
উরোপীয় সেনা প্রাপ্তি প্রার্থনা
রেন, তাহাতেই বা গবর্ণমেণ্টের
নি কি? যিনি বেতন দিয়া যত
ারা রাখিতে ইচ্ছা করিবেন গবর্ণ
ণ্ট তাঁহাকে তত সেনা প্রদান
রিতে পারেন, তাহাতে ভয়ের বি
র কিছুই নাই, কেননা শ্রীশ্রীমতী
হারাজ্ঞীর প্রজা ইউরোপীয় সেনা
কদাপি অকৃতজ্ঞ পামর সিপাহি
গের ন্যায় প্রাণান্তেও রাজবিরুদ্ধে
স্ত্র ধারণ করিবে না, বরঞ্চ যদি
দেশীয় সমস্ত জমীদার ও ধনিরা
ধিক সংখ্যক গোরা-সেনা বেতন
য়া আপনাপন অধীনে রাখেন
ব তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপকার
াছে, আপদ বিপদ ও যুদ্ধ সময়ে
ই সকল সেনারা গবর্ণমেণ্টের
পক্ষে যুদ্ধ করিবেক, ইত্যাদি কার
আমারদিগের নিশ্চয় বোধ হই
তেছে, বর্দ্ধমানেশ্বরের ন্যায় এদে
র সমস্ত ভাগ্যধরেরা গবর্ণমেণ্টের
কটে ইউরোপীয় সেনা পাইবার
র্থনা জানাইলে রাজপুরুষেরা
বশ্য তাঁহারদের প্রার্থনা পুরণ
রিবেন, যদি পত্রপ্রেরকের কিছু
ারা-সেনার আবশ্যক থাকে তবে
র্ণমেণ্টে স্বীয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করি
ই বুঝিতে পারিবেন, গোরা-সেনা

করিবেন না, বরঞ্চ আমরাও তাঁহার সপক্ষে গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ জানাইব।

কলিঙ্গাবাসি একজন যবনের এক মুদ্রাযন্ত্র ছিল, মুদ্রাযন্ত্রের লাইসেন্স বিষয়ক নূতন আইন প্রচার হইলেও নির্ব্বোধ যবন লাইসেন্স প্রাপ্ত্যর্থে আবেদন করে নাই, মনে করিয়াছিল গোপনে গোপনে থাকিবে, পুলিস কর্ম্মচারিরা তাহার কোন সন্ধান পাইবে না। পুলিসের ডেপুটী কমিস্যনর মেং রবর্টস সাহেব কোন গুপ্তচর মুখে তাহার সন্ধান পাইয়া গত শনিবারে অনেক পুলিস প্রহরি সমভিব্যাহারে ঐ যন্ত্রালয়ে যাইয়া যবনকে ধৃত করিয়াছেন, ও তাহার যন্ত্র অক্ষর প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য পুলিসে আনিয়াছেন, অনুমান হয়, তাহার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান হইবেক।

ফিনিক্স সম্পাদক ৬ জুলাই দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন, কলিকাতার পুলিস কমিস্যনর মেং ওয়াকোপ সাহেব গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছেন "বলণ্টরমিলিসিয়া সেনাদল তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, বলণ্টরমিলিসিয়া সেনাদিগের সাহায্য আবশ্যক হইলে পুলিস কমিস্যনর সাহেব ঐ দলের প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইবেন, এবং তিনি সেনা প্রদান করা না করার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

পঞ্জাবের জুডিসিয়ল কমিস্যনর মেং আর, মণ্টগোমরি সাহেব প্রধান কমিস্যনর স্যার জান লরেন্স সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অবিকল ১১ জুন দিবসীয় দিল্লী গেজেটের অতিরেক পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, নিম্নে তন্মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল।

"জেনরল বরনার্ডসাহেবের অধীন সেনারা ৮ জুন বেলা দুই প্রহর দুই ঘটিকা সময়ে দিল্লী আক্রমণ করিয়া নগর বহির্ভাগস্থ স্থান সকল অধিকার করে, ও বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে বিংশতি তোপ কাড়িয়া লয়, তাহাতে অত্যল্প গোরা সেনা নাশ হয়। বিদ্রোহিরা পতাকা দণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনেক তোপ পাতিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিস সেনারা ট্রাঙ্করোড অর্থাৎ প্রধান পথ ও সৈন্য শিবিরের মধ্য এই উভয় দিক দিয়া এককালে আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ সকল তোপ অধিকার করে। ঐ দিবস বিপক্ষেরা অনেক গোলা বর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেনারা বিশেষ শূরত্ব প্রকাশে বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া দেয়, এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জেনরল সাহেব কিছু সেনা সহিত দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন"।

কলিকাতার টৌনমেজর কর্ণেল কাবানা সাহেব অতিশয় অসুস্থ হইয়াছেন, বোধ হয়, ছুটী লইবেন।

এদেশের সিপাহি ঘটিত বিদ্রোহিতা সমাচার ইংলণ্ডে উপনীত হইবার পূর্ব্বে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভা

পাঠাইয়াছেন, ত[illegible]
ম্বে কলিকাতায় [illegible]
এবং বিদ্রোহিত[illegible] পাইয়াও
তাঁহারা অবশ্য [illegible]
ইয়া থাকিবেন [illegible]

যে সকল সাহেব বিবিরা ফয়জাবাদ নামক স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাপ্তেন ডাসন সাহেব, কাপ্তেন রিড সাহেব, কাপ্তেন অর সাহেব, কাপ্তেন থরবরণ সাহেব এবং কতিপয় ইউরোপীয় সরজাণ্টেরা স্বীয় স্বীয় স্ত্রী পুত্র পরিবার সহিত ২৯ জুনে দানাপুরে উপনীত হইয়াছেন, সুলতানপুরের রাজা মানসিংহ বাহাদুর এই সকল ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষদিগকে কয়েক দিন আপন বাটীতে রাখিয়া কিছু কিছু পাথেয় ব্যয় দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে এক দল দস্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক প্রাণাবশেষ থাকিতে ছাড়িয়া দেয়, তাঁহারা একবস্ত্র ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া বহু কষ্টে দানাপুরে উপনীত হইয়াছেন, বোধ হয় ত্বরায় কলিকাতায় আসিবেন।

বারাণসীস্থ ইউরোপীয় সেনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বিদ্রোহিদিগের সন্ধানে প্রদেশ মধ্যে যাইতেছে, তন্মধ্যে একদল সেনা এক গ্রামে যাইয়া প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহিদিগকে ধৃত করিয়াছে এবং ফাঁসি দ্বারা অনেকের প্রাণনাশ পূর্ব্বক সমুদয় গ্রাম দাহ করিয়া দিয়াছে, স্ত্রী

য়াছে, তাহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

জেনরল উডবরণ সাহেব হায়দ্রাবাদের ১ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের সেনাদিগের প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক ৫০।৬০ জনকে ধৃত করিয়াছেন, এবং শতাধিক সেনা পলাইয়া গিয়াছে।

নাগপুরের অন্তর্গত সীতাবলদি পাহাড়ের উপর ৩ জন রেসালা আফিসরের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

আলাহাবাদ হইতে অনেক ইউরোপীয় সেনা ও তোপ গোলা বারুদ এবং খাদ্য সামগ্রী কাণপুরে প্রেরিত হইতেছে, মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়র দলের ৫০০ সেনা তথায় গিয়াছে, জেনরল হারলক সাহেব এক সহস্র ইউরোপীয় সেনা সংহতি ত্বরায় যাইবেন, নগর দুর্গ গবর্ণমেণ্ট সেনার অধিকারে আছে।

আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ সীমা কেপ নামক ব্রিটিসাধিকারে অনেক ইউরোপীয় সেনা আছে, তথা হইতে কিয়ৎ সংখ্যক সেনা এতদ্দেশে আসিতে পারে।

শুনা যাইতেছে যে ভাগীরথীর মহানায় এত জল বৃদ্ধি হইয়াছে যে বাষ্পীয় তরী অনায়াসে গতায়াত করিতে পারে, অতএব এখন অবধি এই পথেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সেনা প্রেরিত হইবে, কেননা পদ্মা দিয়া ষ্টিমর যাইতে যত বিলম্ব হয় এ পথে তত বিলম্ব হয় না।

বেহারের আফিম-এজেণ্ট মেং গারটে সাহেব পঞ্চত্ব পাইবায় তাঁহার আসিষ্টাণ্ট ডাক্তর লিএল সাহেব তৎপদে একটিংরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, এডেন নগরে যে ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫৮৩ টাকা এক বর্ষ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক, এক বর্ষের মধ্যে যদি বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, তবে ঐ বৃত্তি স্থির থাকিবেক কি বৃদ্ধি হইবেক।

আলাহাবাদ নগরে ও দুর্গে ওলাউঠারোগাক্রমণে প্রতিদিন দুই চারিজন পঞ্চত্ব পাইতেছে।

হরকরা সম্পাদক ৩ জুলাই দিবসীয় পত্রে লেখেন বিদ্রোহি সিপাহিরা আলাহাবাদের নিকটস্থ রেইল রোড শ্রেণীর অনেক রেইল তুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং বহু সংখ্যক গৃহ দাহ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে আর কোন উপসর্গ নাই, জুন মাসের প্রথমাংশে বিদ্রোহি সিপাহিরা দুই একবার দুর্গ প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহারাই তাড়িত ও অনেকে নিহত হয়।

---

২৬ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হয়, ঝান্সির কমিস্যনর কাপ্তেন স্কিনি সাহেব ও তাঁহার সমস্ত পরিবার এবং আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর [illegible]

্যাক সাহেব, মেজর লিণ্ডসে সাহে ,স্যার পারকর সাহেব প্রভৃতিরা নি ত হইয়াছেন।

মৃজাপুরের সংবাদদাতার পত্রে বিদিত হইল, উক্ত স্থানস্থ ২৭ সংখ্য ক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারা কোন প্রকার বিদ্রোহিভাব প্রকাশ করে নাই, মৃজাপুর বাসিরা নির্ব্বিঘ্নে আছেন।

১ জুলাই দিবসীয় বহরমপুরের পত্রে প্রকাশ হয়, মুরশিদাবাদের নবাব নিজাম বাহাদুর উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে সংলিপ্ত আ ছেন, এমত বোধ হয় না, কেননা মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, নবাব বাহাদুর উক্ত স্থানের গবর্ণমেণ্টভৃত্য ও ইংরাজ দিগকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিতেছেন, মুরশিদাবাদের এজেণ্ট এবং জজ সাহেব এক্ষণে নবার বাটী মধ্যে বাস করিতেছেন, ইত্যাদি কা রণে নবাব বাহাদুরের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ আরোপ করা যায় না, পুর্ব্বে যে প্রকাশ হইয়াছিল নবা ব নিজামকে ধৃত করণার্থেই গোরা-সেনারা মুরশিদাবাদে প্রেরি ত হইয়াছে, সে সংবাদ বাজারগল্প মাত্র।

৬ জুলাই সিবসীয় হরকরা পত্রে অবগতি হইল, ঢাকা জিলায় জলে স্থলে অতিশয় দস্যুভয় উপস্থিত হই য়াছে, দুরাত্মারা সুযোগ পাইলেই প্রজা ও পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতেছে।

প্রেরিত পত্র

নানা-গুণাকর শ্রীযুত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয় সদাশয়
শুভোদয় সুধাময়
মৎ সদয়েষু।

নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তির প্রতি শুভদৃষ্টে শোধনানন্তর ভবদীয় চিত্তা ন্ত ধ্বান্তহারী বিদিত প্রভাকরে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ইদানীং আমি বহু দিবস হইতে বর্দ্ধমান প্রবাসী আছি, অত্রস্থ সংবাদ সমস্ত মঙ্গল, ফলে দ্রব্য সকল দুর্ম্মূ ল্যতার প্রাবল্য প্রকরণে লোক সকল আহারাভাবে হাহাকার করিতেছে, তবে রাজধানীর প্রসাদাৎ ও দীন দয়াল কৃপাল ভূপালের প্রজাপালন গুণবলবতে বর্দ্ধমান বসতির পক্ষে অনেক রক্ষার উপায় আছে। সম্প্র তি মহামতি বর্দ্ধমানেশ্বর বামচরণে বাত-বেদনা উপস্থিতে মাসাবধি নির বধি ব্যথিত ছিলেন, অধুনা ভগবৎ করুণায় সে বেদনা শান্তি হওয়ায় অস্মদাদির মনোবেদনা দূর হইয়াছে, আশু শুভ শরীরের ক্রমশঃ স্বচ্ছন্দতা নন্দে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে সু লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অপ রঞ্চ এই এক দুঃখের কারণ ৺ তারা চাঁদ চক্রবর্ত্তী মেম্বর মহাশয়ের মো কাম চুঁচুড়া হইতে শারীরিক জ্বর ও জকৃত রোগে জীর্ণাবস্থায় আরোগ্যা র্থে এবং বায়ু-বারির পরিবর্ত্তনার্থে বর্দ্ধমান আগত হওয়ায় করুণাময় বর্দ্ধমানেশ্বরের কৃপা ও সুযোগে বৈদ্য ও ডাক্তর এবং হাকিমাদি চি কিৎসক নিয়োগ করায় ও তাঁহার দের মহৌষধ প্রয়োগেও তাঁহার বিয়োগ রোগ শান্তির সুযোগ না হ ইয়া বর্ত্তমান আবাঢ়ীয় ষোড়শাহে তিনি এতন্মায়াময় পঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করত নৈশ্রেয়সী পর ম মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু মৃত মেম্বর বাবু যেরূপ জগৎ বিখ্যা ত ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষতঃ ধীরাজ বাহাদুরের প্রিয়জন জনরবে সৌ রব সৌরভাদি বৈভবের প্রভাব সম্ভ বের সম্ভাবনা ভিন্ন নহে, বাস্তবিক তাঁ হার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা ও কর্ম্ম দক্ষতা এবং চতুরতায় বিলক্ষণ বিচ ক্ষণতা ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে ধর্ম্মাব লম্বনে নির্লোভাসক্ত-মতির প্রতি ক স্মিনকালেও বিপরীতাচার প্রচার না হওয়া ইত্যাদি মহদ্গুণসম্পন্ন জন্যই অধিক আক্ষেপের বিষয়। গত দিব স তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের খরচ সহস্র মুদ্রা ও তৎপরিবারাদির বর্দ্ধমান হ ইতে বাটী গমনের পাথেয় ব্যয় দুই শত মুদ্রা ধীরাজ সরকার হইতে প্র দান করিয়াছেন। তস্য শিশু সুত ত্রয়ের প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার উপায় অধিরাজানুকম্পায় বিলক্ষণ রূপেই হইবার সম্ভাবনা, কিমধিক মিতি।

কস্যচিৎ পঞ্চতপী নিবাসিনঃ।
শ্রী শ্রী

সন১২৬৪ সাল ১৯ আষাঢ়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

শ্রদ্ধা।

হে মহামঙ্গলময় অকিঞ্চননাথ! হে অনাথের নাথ হইয়া অকিঞ্চনের অকিঞ্চন-পথ পরিষ্কৃত কর। আ- মার হৃদয়পদ্মে উদয় হইয়া গুণগুণ- করে গুণাকর মধুকরের ন্যায় নি- র্ভর প্রেমপুরিত আনন্দ-ধ্বনি ধ্বনিত কর। আমাকে নিতান্ত পদাশ্রিত জ্ঞে চিহ্নিত বলিয়া স্মরণ কর। সুখে- র শুকপক্ষী হইয়া আমার বুদ্ধিবৃক্ষে বাস কর। তোমার সাধনাস্বরূপ সত্য- তের ব্রতিরূপে আমাকে বরণ কর। তুমি জলধররূপে কৃপাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া এই তৃষিত-চাতকের উদর- ক্ষুদ্র ভরণ কর। আমি ভবসিন্ধুর তটে বসিয়া আতর* অভাবে অতি শয় কাতর হইয়াছি; এ সময় আমার পক্ষে কাতর হওয়া উচিত হয় না। এই সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে, সীমাশূন্য অকূল পাথার,—ইহাতে সাঁতার দিয়া পার হইবার বিষয় কি? আমার খেলা ভঙ্গ হইতে হইতেই বেলা সাঙ্গ হ- ইল,—এ দিকে মেলাও ভঙ্গ হইল।— সুখে বেলা দেখিতে পাই না; এ- খন তুমি বেলা করিলে এই উপায়- হীনের উপায় কি হইবে?—আমি শুনিয়াছি, তুমি ভবজলধির ভাবিক ভাবিক! ওহে হরি! যদি দয়া করি য়া তরি প্রদান কর, তবেই তরি, ন- হে উপায়-বিরহে শঙ্কটেই মরি। আমি এই ঘোর-বিপদ কেমনে হরি- ব?—কাহাকে ধরিব? কাহাকে স্ম- রিব? চর নাই যে চরিব? কি করিব? কোরূপে ভরিব? তরঙ্গ রঙ্গে আত- র হইয়া মরিব?—তুমি বিশ্বভাণ্ডারের ভাণ্ডারী, তুমিই বিশ্বসমুদ্রের কাণ্ডা- রী। এতদিন ভাণ্ডারী হইয়া দান করিয়াছ, এইক্ষণে কাণ্ডারী হইয়া পার কর।

হে কর্ণধার! আমাকে পার কর, পার কর। আকুল দেখিয়া আর কেন অকূলের কূলে রাখিতেছ?—আমি যে কূলে ছিলাম, সেই কূলেই লইয়া চল। তুমি মহাকুলীন কূলার্ণব হইয়া আমার এ কুল ও কুল দুকুল নষ্ট কেন কর?—আমাকে বিদেশে রাখিয়া অভাবে পরিপূর্ণ করা কি উচিত হয়?—আমি স্বদেশে সমা- গত হইলেই পুনর্ব্বার স্বভাব প্রাপ্ত হইব, তখন আর আমার কোনরূপ অভাব থাকিবে না।

হে অনাথবন্ধো—দয়াসিন্ধো!—আমি যদি এই সমুদ্রে মায়ার স্রোতে পতিত হইয়া মোহগর্ত্তে প্রবেশ করি, তবে আর পরিত্রাণ পাইবার অবলম্বন মাত্র প্রাপ্ত হইবনা। তখন তুমি কোথা, আমি কোথা, তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবার আর কোন উপায় থাকিবেনা। আমি যখন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিনা; কেবল তোমারি উপর নির্ভর করিয়া ছি, তখন আমার ভাগ্যে যাহা হই- বার তাহাই হইবে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র খেদ করিনা, কিন্তু দেখো নাথ!—তোমার "দয়াময় নামের নৌকা" যেন কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন না হয়।

সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া।

তাল আড়া।

এ ভব ভীম-জলধি, অকূল পাথার।
যদি না জানি সাঁতার।
তবু কি ভয় আমার॥

অকূলে কি আমি রব, হরি হরি মুখে কব,
সুখে তব, নাম লব, হব ভব পার। ১
পদতরি দেহ তরি, হরি ভয়, হরি হরি,
ভাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার॥ ২
তরঙ্গে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর,
নির্গুণের গুণে আছে, ত্রিগুণ সঞ্চার। ৩
আছি প্রতিকূল কূলে, লহ অনুকূল কূলে,
অকূল সাগরকূলে, কেন রাখ আর? ॥ ৪
কিছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার,
নীরাকারে হোলে বিভু তুমি নিরাকার। ৫
কি কব দুখের লেখ, ডেকে নাহি পাই দেখা,
বিষম ভীষণ ভব, ভবধব তুমি ভব,
প্রপদে প্রসন্নভব, ভবমূলাধার। ৭

পদ্য।

ঘোরতর নাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে,ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল,ও কূল,বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের-কূলে, ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল-পাথার ইথে,সাঁতার কি খাটে?॥
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হোতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ॥
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান, ভাঁটি,বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুরাচার, ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই, কিছু নাই স্থির।
ডেঙায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর॥
মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়।
মিছে দিন হারালেম, খেলায় খেলায়॥
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হোলেম পার, বেলায় বেলায়?॥
নিশা নিশাচরী প্রায়, হোতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোনখানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ভাবের সাগর, তায়, ভুবি মাত্র নেয়।
খেয়েছো চোখের মাথা,নাহি দেখো চেয়ে॥
বারবার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কাণ॥
হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা।
দেখে তুমি কাণা হোলে, শুনে হোলে কালা
দেখিতে না পাও যদি, বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে রোয়ে।
দিনহারা দীন আমি, দিন যায় বোয়ে॥
ক্রমেতে উথলে জল, ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে, পারে ফেলে,কোথা গেলে তুমি?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ, অপার সলিলে॥
চাতর করিয়া তুমি, হোয়েছ পাতর।
আতর প্রদানে আমি, হবনা কাতর॥
এইবেলা, চাল ভেলা, সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব, মূল যাহা আঁটা॥
কোরোনা আঁটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিবনা পাটুনির, খাটুনির কড়ি॥
যদি না হইতে পার, পারি এই ভবে।
হাঁরে, ও ধীবর! তোরে, ধীবর কৈ কবে?॥
যা বলিবে, তা করিব, তাতে আছি রাজি।
পার কর, পার কর, পার কর মাজি॥
পার হোলে একেবারে, হোয়ে যাই পার।
আর না করিব পুন, এ পার, ও পার॥
যে পারের যত সুখ, সব জানিয়াছি।

কিছুতেই পার নাই, অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার, এ পারে আসিয়া ?॥
সে পারে,সে পারে থাক্, যে পারে যে পারে
আমি কিন্তু কোনমতে, রবনা এ পারে॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব,ভাবনা কি তায় ?॥
কি স্বভাব, কি অভাব, তুমি কেন ভাবো।
যার ধন তারে দিয়ে, পার হোয়ে যাবো॥
তোল তোল, ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল॥
পাবে চল, পারে চল, ছুটি পায় ধরি।
দেখো মাঝি, মাঝামাঝি, ডুবাওনা তরি॥
তুমি তরি ডুবাইলে, কে বাঁচাতে পারে।
সার নাথ্য, এ অনাথ্য, নারে যেতে পারে॥
"পূর্ব্ব ঝড়" মনে হোলে, ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুখ, "উত্তর পবনে"॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে॥
ছাড়িয়াছি যায় ঘর, যাব তার ঘরে।
তোমায়, আমায়, দিব, পার হোলে পরে॥
তুমি আমি, বলি শুধু, এপারেতে এলে।
তুমি,আমি,বলা নাই, ও পারেতে গেলে॥
আমায় একেলা ফেলে,কোথা তুমি যাবে ?।
আমায় না কোরে পার,কিসে পার পাবে ?॥
পার জাই, পার যাই, পার কর কই।
না পার, না পার-হব, পার আছে কই॥
বোঝাপড়া হবে শেষ, ক্ষণকাল বই।
সেয়েছি ঘাটের ছাড়, ছাড়িবার নই॥
যায় হরি, হরিহরি, করে হরি হরি।
হরিসুত হরি ভয়, লহ হরি হরি॥
রবনা এ কূলে আর, খুলে দেও তরি।
হরি হরি, হরি বোল, হরি বোল হরি॥

মৈত্রী।

চতুর্দ্দিক ভ্রমণ পূর্ব্বক।

আমি মুদিতার মুখে শ্রবণ করিলাম, আমার সহচরী শ্রদ্ধা ভয়ঙ্করী মহাভৈরবীর করাল-গ্রাসে পতিতা হইয়া কত কষ্টে ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন।—এই শোক সূচক সমাচার শ্রবণে আমি বিষমতর ব্যাকুলা হইয়াছি,—দুঃখের অনলে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, আহা!—আমি কতক্ষণে সেই প্রিয় সখীর মুখ দেখিব ? আহা!—আর কতক্ষণে সাক্ষাৎজনিত-সুখের সলিলে এই দুঃখের অনল শীতল হইবে ?—আমার হৃদয়রঞ্জিনী

য় ?—আমি কোথায় গমন করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব ?

শ্রদ্ধা।

চারিদিগে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।

সেই মহাভৈরবীকে দেখিয়া আমার মন এপর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে নাই, আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কদলী তরুর ন্যায় নিরন্তর কেবল কাঁপিতেছে,—সেই ডাকিনী ভৈরবী অতি-ঘোররূপা, ভীষণাকারা,—মূলার মত দন্ত, কুলার মত নখ,—কর্ণে নরকপাল-নির্ম্মিত-কুণ্ডল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুদৃশ্যা, অথচ বিকটবেশা, অনল-শিখাবৎ পিঙ্গলবর্ণকেশা। লোল-রসনা,—বিরসনা—কি নাসা ?-প্রাণ-নাশা-অনলবাসা। খলখলহাসা,—গভীরভাষা। কি ভয়ঙ্করী,—কি ভয়ঙ্করী ?

মৈত্রী।

শ্রদ্ধাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিতর্ক।

হাঁ,—ঐ যে, দেখি,—ইনিই আমার সেই প্রিয়সখী শ্রদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মরি মরি,—আহা!—ভয়েতে এখনো কদলির ন্যায় চঞ্চলা—বাহ্যজ্ঞান-বিহীনা,—বুঝি মনে মনে কোনরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই কারণ অন্যমনস্ক থাকাতে আমাকে দেখিতে পান নাই,—যাই অগ্রে আমিই নিকটে যাই। আমি নিজেই গিয়া কথা কই,—মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণটা শীতল হোক্।

সম্মুখে গিয়া গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক।

হে সখি!—তুমি এত চিন্তিতা,—এত অন্যমনা, এই আমি তোমার নয়নাগ্রেই রহিয়াছি, তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে একটিবারো দেখিতে পাওনা!

শ্রদ্ধা।

দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে।

ত্রিপদী।

এই জন্মে পুনর্ব্বার, তোমায় দেখিব আ
এপ্রকার ছিলনা ভরসা।
ভৈরবী ভীষণ-বেশে,ধরিয়া আমার কে
করিয়াছে দারুণ দুর্দ্দশা॥
ঘাড়ে এসে ধরেছিল, নখাঘাত করেছি
হরেছিল জীবন আমার।
নিষ্কাম যে, মহাধর্ম্ম, ভেদ করি তার ম
পদাঘাতে করেছে প্রহার॥
শোন-পাখি যে প্রকার,দুই করে আপন
ছো, মারিয়া দুই পাখি লয় ?।
ভৈরবী সে ভাব ধরি,আমাদের নিলে হ
শূন্য করি সাধের হৃদয়॥
কোপ-চক্ষে চেয়েছিল,অতি বেগে ধেয়ে
বেষ্টেছিল শরীরের রসনা
দাঁত করি কড়মড়, বয়েছে বাক্যের ব
কুবচন কেবল কর্কস॥
দেহ আস্তুনের জ্যোতি, বদন বিকট অ
ঘন ঘোর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
নখ-কুলা, দন্ত-মূলা, এলোচুলা, গায় ধূ
ভয়ানক ভীষণ আকার॥
মন আর স্থির নয়, এখনো হতেছে ভ
খেলে খেলে আবার আসিয়া।
মূর্ত্তিখানা মনে হোলে,তখনিই পড়ি টো
ভয়ে যায় প্রাণ শুখাইয়া॥
কাঁপিতেছি থরথর, প্রিয়সখি ধর ধ
আলিঙ্গন কর একবার।
পোড়ে কাল করতলে, মা বাপের পুণ্যফ
কত কষ্টে হয়েছি উদ্ধার॥

মৈত্রী।

আলিঙ্গন করিতে করিতে অমনি মূর্চ্ছা

শ্রদ্ধা।

মুখে জলের ছিটে দিয়া চেতন প্রদান

মৈত্রী।

শ্রদ্ধার মুখে হাত দিয়া।

পদ্য।

শুনিয়া তোমার কথা, ব্যাকুল হৃদয়।
কোনরূপে মন আর, স্থির নাহি হয়॥
সর্ব্বনাশী ধোরে প্রায়, করেছে সংহার
শরীরেতে রস,কস, কিছু নাই আর॥
তোমার সুধীর প্রাণ, হয়েছে অধীর।

মরি মরি মুখখানি, গিয়াছে শুখায়ে।
চাঁচর চিকুর চারু, পড়েছে এলায়ে॥
দুকূল আকুল দেখি, কটির বসন।
কালিন্দীর জল যেন, আঁখির অঞ্জন॥
ঘটেছে দশমদশা, এরূপ আকার।
বল বল, কিরূপেতে, হইলে উদ্ধার॥

শ্রদ্ধা।

চক্ষের জল সম্বরণ পূর্ব্বক।

সখি,—এই বিষমতর বিপদ-কালে আমারদিগের ঘোরতর রোদন ও চীৎকার শ্রবণে দয়াময়ী বিষ্ণুভক্তি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিভঙ্গিমা-ভূষিত আরক্তনয়নে যখন ক্রোধানল-বাণ নিক্ষেপ করিলেন তখন সেই কাল-ভৈরবী বজ্রাঘাতে ভগ্ন-পর্ব্বতশিলার ন্যায় গভীর-নাদ ছাড়িতে ছাড়িতে ভূমিতলে চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণত্যাগ করিল,—সখি,—যেমন দৈববলে ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে মৃগী রক্ষা পায়, দেবী বিষ্ণুভক্তির কৃপাবলে আমরা অদ্য সেইরূপ রক্ষা পাইয়াছি।

মৈত্রী।

সজনি,—তাহার পর কি হইল ?

শ্রদ্ধা।

মাতা বিষ্ণুভক্তি বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, দুরাচার কামাদি আমাকে সবজ্ঞা পূর্ব্বক মহামোহের বশ হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ন্যায়াতীত কার্য্যের দ্বারা সংসারে সকলকে অন্ধ করিয়াছে,—জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় না,—অতএব অদ্যই আমি সমুচিত প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক দুরাত্মাদিগ্যে সমূলে নিপাত করিব।—হে বৎসে শ্রদ্ধে! তুমি এখনিই বিবেকের নিকট গমন করিয়া এই কথা কহ "মহারাজ!—কাম ক্রোধাদির পরাজয় নিমিত্ত-সংপূর্ণরূপ উদ্যোগ কর, এই অনুষ্ঠানেই বৈরাগ্য উত্তর হইবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই,—কারণ আমি শম, দম, প্রাণায়ম প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা এই দণ্ডেই সমর-

সজ্জায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে।—আর কহিবে-আমি শ্রীমতী সত্যবাণী এবং শান্তি প্রভৃতির দ্বারা উপনিষদের সহিত মিলন করিয়া প্রবোধ উৎপাদনের জন্য বিলক্ষণরূপ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছি,—বিবেক যেন সে বিষয়ে ক্ষণকালমাত্র ব্যাকুল না হন, তাহার সকল সুযোগ হইতেছে, আমি দেবীর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবেকের নিকট গমন করিতেছি,—হে সখি!—তুমি এখন কি করিবে কহ ?।

মৈত্রী।

শুন সহচরি!—আমরাও চারি ভগিনী সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর আজ্ঞানুসারে মহারাজ বিবেকের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মাগণের হৃদয়-ধামে অবস্থান করিতেছি।

পদ্য।

এ জগতে সুজন, সদাত্মা, যত আছে।
আমাদের অবস্থান, তাহাদের কাছে॥
সুখি জনে করে সদা, আমার সঞ্চার।
দীন হীন জনে করে, করুণা প্রচার।
পুণ্যশীল জনে করে, মুদিতার যোগ।
কুমতি কুজনে করে, ক্ষমার নিয়োগ॥
স্বভাবে হইলে ধ্যান, এরূপ প্রকার।
কিছুতেই নাহি হয়, মনের বিকার॥
নানারূপে যদি হয়, মলিন বিরস।
তথাচ হইবে মন, বিবেকের বশ॥
অতএব আমরা, ভগিনী চতুষ্টয়।
রাজার মঙ্গল হেতু, করি কালক্ষয়॥
বল দিদি, কোথা আমি, করিব গমন ?।
কোথা গেলে বিবেকের, পাব দরশন ?॥

শ্রদ্ধা।

লঘুগতিচ্ছন্দ।

বারাণসী নাম। পুণ্যতীর্থ ধাম॥
ভাগীরথী তীর। শীতল সমীর॥
জল সন্নিধান। মনোহর স্থান॥
শিলাময় ঘাট। হয় বেদ পাঠ॥
চক্রতীর্থ যথা। মহারাজ তথা॥
কর্ম্মকাণ্ড বেদ। ঘুচাতেছে খেদ॥
লোকে তার মত। হোয়েছে অনুগত॥
ভাবে অনুরত। উপাসনা কত॥
উপনিষদের। [illegible]

তপস্যা বিশেষ। অস্থি চর্ম্ম শেষ
প্রবোধের স্নেহে। প্রাণ আছে
করহ গমন। পাবে দরশন

মৈত্রী।

সখি তবে তুমি অগ্রে গমন
আমি তোমার পশ্চাতেই যাইতে

তদন্তর মৈত্রী এবং শ্রদ্ধা রঙ্গ
পরিত্যাগ করিলেন।

প্রবেশক।

রঙ্গভূমিতে মহারাজ বিবেকের শুভা
ঘোষণা।

ওহে কাশীবাসি ধর্ম্মশীল
সকল! তোমরা শীঘ্রই গাত্রো
কর,—ধীর বীর শান্ত দান্ত শ্রী
মহারাজ বিবেকের শুভাগমন
তেছে, সকলে জয় জয় শব্দে আ
ধ্বনি কর, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি কর,
লাচরণার্থ দ্বারে দ্বারে সুশীতল
সুরী সলিলে কলস সকল পূর্ণ ক
তাহাতে শ্যামল আম্রশাখা স্থ
ত কর।—মহারাজের কুশল ব
নায় যথাবিধি জপ কর, তপ
যাগ কর,-স্বস্ত্যয়ন কর।

মহারাজ কি জয়। মহারাজ কি জ

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল আড়া

ভবে বৃথা জন্ম তার, মিছে ধরে নরা
ভবে বৃথা জন্ম তার।
যার মনে নাহি করে, বিবেক বিচা
যদি চাও চিরপদ, ভাবে হও গা
ছাড় অভিমান মদ, দ্বেষ, অহঙ্কার।
মোহ মদে হোয়ে মত্ত, ভুলিয়া পরম
তত্ত্বের না জেনে তত্ত্ব, তত্ত্ব কর কার
তত্ত্ব তত্ত্বে পড় টোলে, ভক্তিরসে যাও
সে তত্ত্বের তত্ত্বী হোলে, তত্ত্ব নাই অ
আপনার নহে কেহ, কার প্রতি কর
তুমি কার, কার দেহ, কররে বিচার
মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র
কাম আদি যত অরি, করহ সংহা

মীমাংসানুগতামতির সহিত

বিবেক।

গীত।

গিণী বেহাগ। তাল আড়া।

াথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
তদিনে দীন হীনে, হইবে সদয়?॥
র মনোরোগ, কতই করিব ভোগ,
র সুযোগ যোগ, কখনো না হয়।
বাসনা-রস, প'রহরি একাদশ,
এনে হয় বশ, তবে কারে ভয়॥
মন অজ্ঞাচারী, প্রভুত্তর আজ্ঞাধারী,
দের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী নয়।
র সিংহাসনে, মোহে মগ্ন প্রতিক্ষণে,
ন হইবে মনে, বৈরাগ্য উদয়?॥
ন আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়া নিত্য
ষম বিকল চিত্ত, সকল সময়।
ই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজবোধ,
মোহ, কাম, ক্রোধ, করি পরাজয়॥
হ পরমাত্মন্!—তুমি আমার
র পিতা, পিতামহ, আমার
মন তোমার পুত্র,—হে নাথ!
ম্পা পূর্ব্বক স্বীয় সুত সেই মন-
মাহপাশ হইতে মুক্ত কর,—
র সকল ভ্রান্তি হর।—হে পিতা-
—যিনি পিতামহ, তিনি যে স-
বাক্যে তোমার বর্ণনা করিয়া-
।—সেই সমুদয় শ্রুতিবাক্য
নিয়তই আমার শ্রুতিপথে
ত হইতেছে, কিন্তু আমি তাহার
মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারি-
মি অনুকূল হইয়া আমার মনো-
র্ণ কর। বিমাতাভুতেরা পিতা-
শীভূত করত অতিশয় ভ্রান্ত ও
র করিয়াছ. তিনি স্ব স্বরূপ বিস্মৃ-
হয়াছেন।—তোমার অনুকম্পা
রেকে আমি কোনক্রমেই প্র-
ক্ত মহামোহকে পরাজয় পূর্ব্বক
বন্ধন মোচন করিতে পারিব
—অতএব প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।
মি কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়া
র পরম-প্রেম লাভ করিব
কে তাহার সদুপদেশ কর।

পয়ার।

জগন্নাথ, জগতের সার।
অপরূপ ভূতময়, অখিল-সংসার।
তোমার প্রভাবে নাথ, হয়েছে প্রচার॥
ভূত্যতীত ভূতনাথ, তুমি নিরাধার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত সর্ব্বমূলাধার॥
অনিত্য ভূতের দেহ, দিয়াছ আমায়।
ভূত সেজে বেড়াতেছি, ভূতের মেলায়॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অভিভূত, কত হব আর?॥
এ ভূত অদ্ভুত অতি, স্বভাবে সম্ভব।
ভিতরে বাহিরে ভূত, ভূতময় সব॥
একভাবে নানা ভাব, ভাবে সমভাব।
কে করিবে অনুভাব, স্বভাব স্বভাব॥
ভাবিতে ভাবিতে হয়, ভাবের অভাব।
অভাবে আবার কত, ভাবের প্রভাব॥
অভাব, স্বভাব, ভাব, ভাবিবার নয়।
যত ভাবি, তত ভাবে, ভাবের উদয়॥
ভেবে ভেবে স্থির ভাব, না পাই বিশেষ।
ভাবের ভাবনা করি, আয় হোলো শেষ
মিছে কেন ভাবি ভাবি, ভবের ব্যাপারে?
ভবভাবি, ভব ভাবি, কে হইতে পারে?॥
ভাবের অতীত ভাবি, তুমি ভাবময়।
সভাবে স্বভাব হোক, তোমাতেই লয়॥
একভাবে এক ভাব, অন্তরেই রয়।
আর যেন কোন ভাব, ভাবিতে না হয়॥
ভাবহীনে কৃপা কর, করুণানিধান।
ভাবের ভেদক হোয়ে, ভাব কর দান॥

জানিতে না পারি কিছু, কি আছে কপালে
মোহিত হয়েছে মন, জগদিন্দ্রজালে॥
মোহিনী-মায়ার খেলা, মহামোহকর।
কিছু তার নাহি হয়, জ্ঞানের গোচর॥
কেমন কৌতুকে এঁটে, কুহক-কপাট।
ভব-হাটে, কত ঠাটে, করিতেছে নাট॥
বাহিরের নাট শুধু, দেখিয়া বেড়াই।
ভিতরে কি আছে তার, দেখিতে না পাই
বিনা খিলে, কি কৌশলে, রাখিয়াছে এঁটে
সাধ্য নাই, ঘরে যাই, সে কপাট কেটে॥
অসারে ভাবিয়া সার, মিছে করি শোর।
দেখিতে দেখিতে বাজী, বাজী হোলো ভোর
বপুবাসে, রিপুচোর, হইয়া প্রবল।
হরণ করিল সব, যে ছিল সম্বল॥
একে একে সমুদয়, হোয়ে গেল ক্ষয়।
পরমার্থ পুরুষার্থ, আর নাহি রয়॥
দীনহীনে দয়া কর, দীন দয়াময়।
আর যেন পাপ তাপ, ভুগিতে না হয়॥
কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ, করিয়া ছেদন।
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই, বিনা সূত্রে বাঁধা।
দেখিতে না পাই কিছু, লাগিয়াছে ধাঁধা
বাঁধা পোড়ে, বাঁধা ভোগ, কেন করি আর?
মোচন করিয়া দেহ, লোচনের দ্বার॥
আপনি আপন দেখে, করি নিজ-হিত।
রিপুভাব ঘুচে যাক, রিপুর সহিত॥

দেহে যেন আত্মভাব, নাহি থাকে আর।
আর যেন নাহি করি, আমার আমার॥
এ দেহ, আমার নয়, আমি নই দেহ।
ভ্রমপাশে বদ্ধ হোয়ে, মিছে করি সেহ॥
আমি কার, কার দেহ, বিচার না করি।
মোহ-মদ, পান কোরে, অভিমানে মরি॥
ভূতের ভবন দেহ, দেহ এই জ্ঞান।
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান॥
দেহের গরবে করি, মিছে অহঙ্কার।
শরীর, আমার কই, আমি কই তার?॥
আমি কই, আমি কই, নাহি হয় স্থির।
কিরূপে হইবে তবে, আমার শরীর?॥
না চিনিয়া আপনারে, করি অভিমান।
আপনি আপন বোধে, হতেছি প্রধান॥
আমি শুচি, আমি জ্ঞানী, ধর্ম্মশীল আমি।
মনে মানে বড় আমি, অনেকের স্বামী॥
এইরূপে তত্ত্বহীন, মত্ত হোয়ে মদে।
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে?॥
জাতি, ধর্ম্ম, বড়, ছোটো, ভেদাভেদ নাই
তোমার নিকটে নাথ, সমান সবাই॥
আত্মবোধ, না হইলে, কিছু নাহি হয়
অজ্ঞানে কিরূপে পাব, আত্ম পরিচয়?
একে আমি অন্ধ, তাহে, মোহ অন্ধকার।
কেমনে নেত্রের জ্যোতি, হইবে প্রচার?॥
হৃদাকাশে রবিরূপে, উদয় হইয়া।
বাসনা রজনী দেহ, প্রভাত করিয়া॥
অবিদ্যার অন্ধকার, দূর হবে তায়।
মনের মন্দিরে আমি, দেখিব তোমায়॥

তুমি আমি দুই পাখি, এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব, না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি, ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে, নীরব হইয়া॥
এপ্রকার চমৎকার, কব কার কাছে।
এমন আশ্চর্য্য নাকি, আর কোথা আছে?
বলহীন হইতেছি, আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া, তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি, তথাচ অস্থির।
[illegible]

প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম, সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে, কি হইবে ফল?॥
এই ভাবে কত কাল, হারাইব বল।
কতকাল ভোগ হবে, এ গাছের ফল?॥

দীনের সকল দিন, যায় ক্ষণেক্ষণে।
দিন, দিন, দীননাথ, দীন-হীন জনে॥
কতদিন রব আর, কত দিন রব?।
কতদিন করিব হে, আমি, আমি, রব?॥
চরণ করিয়া দেহে, হরণ আশায়।
মরণ বরণ করি, ডাকিছে আমায়॥
কখন্ নয়ন মুদে, করির শয়ন?।
এখন্ তখন্ নাই, কি হয় কখন।
শরীরে যতন করি, রতন ভাবিয়া।
পতন হইলে যাব, কোথায় চলিয়া?।
তখন এ ভাবে তুমি, আমায় কি পাবে?।
দেখিতে দেখিতে সব, শেষ হোয়ে যাবে॥
পাইলে আপন কাল, কাল লবে হোরে।
মিছে কেন মরি আর, হাহাকার কোরে?॥
এমনি মায়ার মোহে, মোহিত হৃদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
তোমায় না ভেবে করি, মিছে পরিশ্রম।
অজর, অমর, আমি, মনে এই ভ্রম॥
সম্পদ সম্ভোগ সুখ, স্বপনের প্রায়।
না বুঝিয়া মিছামিছি, করি হায় হায়॥
বিকসিত ফুল সম, দেহের আকার।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা, পরে নাই আর॥
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ি কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন কি হয়॥
আকাশে চপল-খেলা, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ, এই দেহে, আয়ুর সঞ্চার॥
এই দেহ, এই প্রাণ, তোমারিতো সব।
মরণ বারণ করা, সাধ্য নাই তব॥
সকলি সৃজন কর, নাশ কর তুমি।
সাগর শোষণ করি, জল কর ভূমি॥
গগন আচ্ছন্ন করে, যেই ধরাধর।
সে ভূধর কালে হয়, ধুলায় ধুসর॥
ধরাধর নাম তার, আর নাহি রয়।
ধরাধরে, ধরা ধরে, পাতিয়া হৃদয়॥
কোথা বিধি, কোথা বিষ্ণু, কোথা কৃত্তিবাস
সমুদয় দেবাসুর, করিয়াছ নাশ॥
কে বুঝিবে তোমার এ, ভাঙা গড়া ক্রিয়া।
গহন দহন কর, দাবানল দিয়া॥
এক ভাঙো, আর গড়ো, কত যোগে যোগ।
গেলনা তোমার এই, ভাঙা গড়া রোগ॥
[illegible]

মোরে যদি বেঁচে আসি, থাকে জ্ঞানযোগ।
তবেতো জানিতে পারি, ভাঙাগড়া রোগ॥
যাহা গড়, তাই ভাঙো, পুন: কর তাই।
ভাঙা গড়া দেখে হোলো, ভাঙাগড়া বাই॥
একরূপে, এক রূপ, কারো নয় স্থির।
কেহ বা তোমার গড়ে, প্রণব শরীর॥
যাহার মনের ভাব, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপে গড়ে সেই, তোমার আকার॥
আকার তোমার নাই, তুমি নিরাকার।
কল্পনায় গড়ে জীব, আকার স্বীকার॥
অভিরুচি মত কত, মন্ত্র তায় পড়ে।
পূজিয়া তোমায় সবে, ভাঙে আর গড়ে॥
ধরাধামে এইরূপ, উপাসক যত।
কল্পনায় অপরূপ, রূপ করে কত॥
যেরূপে যে ভাবে যেই, করে উপাসনা।
সে ভাবেতে তুমি তার, পুরাও বাসনা॥
তোমাতে রাখিয়া মন, পূজুক পুতুল।
সাধনায় সিদ্ধ হবে, কিছু নাই ভুল॥
কারো মনে সূক্ষ্ম ভাব, কারো মনে স্থূল।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয়, সকলের মূল॥
নানা-শাস্ত্রে উক্তি আছে, যুক্তি কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে, মুক্তি পায় সেই॥
তুমি হে ভক্তের ধন, ভক্তাধীন নাম।
কেহ বলে হরি, হর, কেহ বলে রাম॥
স্বরূপ, কিরূপ, তুমি, নাহি যায় জানা।
দেশে দেশে মতে মতে, নাম তাই নানা॥
কেহ কহে, জগতের, পিতা, তুমি ধাতা।
কেহ কহে, ব্রহ্মময়ী, জগতের মাতা॥
মাতা হও, পিতা হও, যে হও সে হও।
ফলে তুমি, একমাত্র, তুমি ছাড়া নও॥
তরু, খাট, শয্যা আদি, অশেষ প্রকার।
পৃথিবী একাকী হন, সবার আধার॥
কত কত নদী নদ, দেখি কত স্থলে।
সকলি মিশেছে গিয়া, জলধির জলে॥
সেইরূপ বাঁকা, সোজা, নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে, আগে আর পাছে॥
নানারূপ মত বটে, তুমি, এক, স্থির।
বহু বর্ণ ধেনু যথা, শাদা হয় ক্ষীর॥
কিছু নাহি মানে সেই, তোমায় যে মানে
কিছু নাহি জানে সেই, তোমায় যে জানে
রসনায় ঘৃতের, আস্বাদ যেই ধরে।
সেতো আর, ঘোল খেয়ে, গোল নাহি করে
কমলের মধু খেয়ে, মন যার ভুলে।
সে কি আর, উড়ে যায়, শিমুলের ফুলে?॥
আনন্দ-কাননে যার, মন পাখি চরে।
কানন ভ্রমণে সে কি, আশা আর করে?॥

মন যার সুশোভিত, প্রেম-হেম-হারে।
কুবেরের ধনে নাহি, মুগ্ধ করে তারে॥
শান্তির সলিলে যার, শীতল শরীর।
সে কি আর খেতে চায়, নীরদের নীর?॥
সন্তোষের সমীরণ, লাগে যদি গায়।
প্রয়োজন কিছু নাই, তালের পাখায়॥
সাধু সহ বাস যার, হয় একবার।
বসৎ অসৎপুরে, সে করেনা আর॥
প্রত্যয় পরম-ধন, সর্ব্ব মূলাধার।
মনের মন্দিরে যেন, বাস হয় তার॥
কিরূপ আকারে আমি, গড়িব তোমায়।
কি বচনে মন্ত্র পড়ি, ফুল দিব পায়॥
গূঢ় ভাব নাহি পাই, আমি মূঢ়মতি।
প্রকাশ করহ নিজ, পূজার পদ্ধতি।
মনোময়-রূপ, তুমি, করহ ধারণ।
নয়ন মুদিয়া আমি, করি দরশন॥
তাহাতে যেরূপ হবে, রূপের সঞ্চার।
স্বরূপ সেরূপ রূপ, জানিব তোমার॥
তাহাতে যে ভাব হবে, ভাবের সঞ্চার
সেই ভাবে পূজা আমি, করিব তোমার
কোথায় বসাব, নাহি, ভেবে পাই মনে
বোসো বোসো বোসো মম, হৃদয় আসনে
বনফুলে বিধি নয়, তোমার অর্চ্চন।
মন্ খুলে, মন ফুলে পূজিব চরণ॥
কেমনে পূজিব আমি, দিয়ে গঙ্গাজল।
ভক্তি-জলে পূজা করি, চরণ কমল॥
শ্রদ্ধারূপ-চন্দনেতে, চর্চ্চিত করিয়া।
মানসে পড়িব মন্ত্র, নীরব হইয়া॥
শাঁক, ঘণ্টা, কাঁশর, প্রভৃতি দিয়া ফেলে
আরতি তোমায় করি, জ্ঞানদীপ জেলে।
ছয় রিপু বলি দিই, লহ লহ ভোগ।
অভাগের ভোগ এই, দূর কর রোগ॥
প্রেমের আগুন তব, বিগুণ কি তায়।
জীবন আহুতি দিলে, পূজা হবে সায়।
আজ্ মরি, কাল্ মরি, কিম্বা মরি যবে।
নিশ্চয় মরিতে হবে, থাকিবনা ভবে॥
এ অবধি যদবধি, মরণ না হয়।
তদবধি মন যেন, তোমাতেই রয়॥
যখন যেরূপে আমি, যেখানেতে রই।
তিলআধো তোমা ছাড়া, যেন নাহি হই
যদ্যপি ঘুকায়ে রই, মুদিয়া নয়ন।
স্বপনে তোমায় যেন, করি দরশন॥
ঘুমায়ে ঘুমায়ে যেন, জপি তব নাম।
ক্ষণমাত্র নাহি হয়, জপের বিশ্রাম॥
দিনে, রেতে, জাগরণে, যতক্ষণ যায়।
অন্তর বাহিরে শুধু, হেরিব তোমায়॥
অন্য আলাপন, যেন, না করিতে হয়।
করিব তোমার ধ্যান, সকল সময়॥
যে সময়ে, দেহে, প্রাণে, হইবে বিচ্ছেদ।
সে সময়ে মনে যেন, নাহি থাকে খেদ
জ্ঞানেতে তেজিব প্রাণ, আনন্দিত হে
হাসিতে হাসিতে যাব, তব নাম লো

তপাবন নাম, করেছ ধারণ।
তে পবিত্র কর, পতিত পাবন ॥
ত হতেছে কাল, না পাই ভাবিয়া ॥
দিন রব আর, পতিত হইয়া ? ॥
ত বলিয়া যদি, ঘৃণা করা হয়।
তবে কিসে এই, পাপ হবে ক্ষয় ?।
রাখ, ঠেলে রাখ, তাহে নাই খেদ।
পাপ, কিসে পুণ্য, কিসে পাব ভেদ ?॥
যেন নাহি হই, মানব সভায়।
প ঠেলিতে হয়, তুমি ঠেলো পায় ॥
যদি পায়ে কোরে, ঠেলো একবার।
সব পাপ তাপ, ঘুচিবে আমার ॥
ত্রাণ পতিতে, না, কর যদি ভবে।
তপাবন নাম, কেহ নাহি লবে ॥
রাখ রাখ নাথ, নামের গৌরব।
করুণাফুল, ছুটুক্ সৌরভ ॥
রাধ তর্ক" যেন, নাহি ফলে আর।
কর কর তারে, সমূলে সংহার ॥
কাঁটাবন ভরা, কলেবর ভূমি।
রের যত কিছু, সব জান তুমি ॥
আর পাপপথে, নাহি হই রত।
কর, ক্ষমা কর, অপরাধ যত ॥
নাম অনল, উঠুক্ মুখ ফুঁড়ে।
রূপ তৃণরাশি, ছাই হোক্ পুড়ে ॥

ধি-ব্যাধি-বিমোচন, সত্য সনাতন।
র সকল পীড়া, কর নিবারণ ॥
জ্বরে জর জর, মানস আমার।
ভাবে সদা তার, ভোগের সঞ্চার ॥
নার পূর্ব্বভাব, বলিতে না পারে।
বারে অভিভূত, মায়ার বিকারে ॥
অহঙ্কার দাহ, দহিছে হৃদয়।
ম আশাতৃষা, কৃশা নাহি হয় ॥
না কুপথ্যে আরো, বাড়িছে বিলাপ।
মাত্র ছাড়া নয়, প্রবৃত্তি প্রলাপ ॥
া মোহের ঘোরে, অচেতন হয়।
ক থেকে প্রলাপেতে, ভুল কথা কয় ॥
জ্বরে, লঙ্ঘনের, কথা শুনে হাসে।
বাক্য " লঙ্ঘন ,, সে, করে অনায়াসে ॥
র সুপথ্যে তার, রুচি নাহি যায়।
ল কুপথ্য করি, যাতনা বাড়ায় ॥
য় কাতর হোয়ে, জ্ঞানহীন মন।
য়-বাসনা-বিষ, করিছে ভোজন ॥
ফট্ করে যত, বিসের জ্বালায়।
ই পিপাসা বাড়ে, ঘটে ঘোর দায় ॥
পাত, করি নাথ চরণে তোমার।
এ রোগ, ভোগ, কত সহে আর ॥
তো দেখিছ সব, অন্তরেতে রোয়ে।
রোগ দূর কর, বৈদ্যরাজ হোয়ে ॥
জল দেও তারে, তৃপ্ত হোয়ে খাবে।

বাসনা বিষের জ্বালা, রহিবেনা আর ॥
আত্মবোধ বটিকায়, জ্বরত্যাগ হবে।
মমতা মোহের ঘোর, আর নাহি রবে ॥
তখনি কাটিয়া যাবে, মায়ার বিকার।
অভিমান দাহ তবে, কোথা রবে আর ? ॥
বিবেকব-টিকা-রস, করিলে সেবন।
কামনা কুপথ্য তার, হবে নিবারণ ॥
নিবৃত্তির রসে যাবে, প্রবৃত্তি প্রলাপ।
সত্যের সুপথ্যে যাবে, সকল বিলাপ ॥
মনের এ মহারোগ, নাশ যদি হয়।
তবেই করিব আমি, ত্রিভুবন জয় ॥
এই মন যদি হয়, মনের মতন।
মনের মতন তবে, পাইব রতন ॥
নিত্য পাব, নিত্য-সুখ, ভাবনা কি আর।
আনন্দে আনন্দপুরে, করিব বিহার ॥
গদ-গদ ভাব-ভরে, পড়িব হে ঢোলে।
তব নামামৃত রসে, মন যাবে গোলে ॥
অন্তর অন্তর তুমি, হইবেনা আর।
নিরন্তর রবে নাথ, অন্তরে আমার ॥
কিছুই না চাই আর, কিছুই না চাই।
হৃদি-দোলমঞ্চে তুলে, তোমায় নাচায় ॥
ভাবময় হোয়ে ধর, মনোময়-কায়।
নাচিতে নাচিতে তুমি, নাচাও আমায় ॥
জীবে করি শিব দান, বাঁচাও বাঁচাও।
না চাও নাচিতে যদি, আমায় নাচাও ॥
বাহ্যভাব গ্রাহ্য যেন, নাহি হয় মনে।
নৃত্য করি, নিত্য-সুখে, নিত্য-নিকেতনে ॥
অভিলাষ নগরেতে, নাহি আর আশ।
দ্বেষহীন দেশে গিয়া, সুখে করি বাস ॥
রোগ, শোক, পাপ, তাপ, কিছু নাই তথা।
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা ॥
সত্যের সদন সেই, অহিত-রহিত।
সুখের সাক্ষাৎ হবে, তোমার সহিত ॥
অসতের বসতের, নহে সেই বাস।
কোনকালে নাহি বহে, দুখের বাতাস ॥
ভেদাভেদ নাই তথা, বিচার আচার।
সর্ব্বজীবে সমভাব, সদা সদাচার ॥
একাকার নাই তথা, সব একাকার।
একাকারে এক হোয়ে, করিব বিহার ॥
নাহি রবে, আমি আমি, আমার আমার।
তোমায়, তোমায়, দিয়া, হইব তোমার ॥
বলিবার, কথা আর, নাহিক বিশেষ।
একেবারে সমুদয়, করিলাম শেষ ॥
মন যেন আর নাহি, পাপ পথে ধায়।

মীমাংসানুগতামতি।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

একমেবা দ্বিতীয়ম্, এই জেনো সার।
এক বিনা নিত্যময়, কিছু নাই আর ॥
ভ্রমে কেন ভ্রম মন, কোথা কর অন্বেষণ,
রয়েছে পরম ধন, ঘরেতে তোমার।
স্মৃতি,শ্রুতি,মত বল, ন্যায়,সাংখ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত সিদ্ধান্ত-স্থল, হবে কি প্রকার ॥
করি বাক্য প্রতিপন্ন, কর শাস্ত্র তন্ন তন্ন,
তবু কভু সুসম্পন্ন হবেনা বিচার। ১
কেহবা প্রণব কয়, কেহ কয় শব্দময়,
ইথে ব্রহ্ম পরিচয়, কবে হয় কার।
বাক্য মনোগম্য নয়, বর্ণে কি বর্ণনা হয়,
কিরূপ, কিরূপ রূপ, করিব স্বীকার ॥ ২
ভূতময় সমুদয়, অকাট্য যাহারে কয়,
স্বভাবের শাস্ত্র হয়, নিখিল-সংসার।
নয়ন রয়েছে তব, দেখ দেখ এই ভব,
এখনি হইবে সব, সংশয় সংহার ॥ ৩
তর্কপথে কেন রও, শাস্ত্র পোড়ে মর্ম্ম লও,
ভাবের ভাবিক হও, ভাব আছে যার।
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
ভাবগ্রাহী ভগবান, ভাবের আধার ॥ ৪
ভ্রমদোলে কেনদোলো, সার পথ কেন ভোলো,
মনের মন্দিরে খোলো, বিশ্বাসের দ্বার।
যাবে নিত্য নিকেতনে, পাবে সেই নিত্যধনে,
এক ভাবে এক মনে, ভজ একবার ॥ ৫

হে জগদীশ্বর ?—এই সকল জীব তোমার যথার্থতাবোধে বঞ্চিত হইয়া মায়াঘোরে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে।—শাস্ত্রালাপ পূর্ব্বক বিদ্যার অনুশীলনে শতকোটি বর্ষ পরমায়ু ক্ষয় করিলেও আমরা এই বন্ধনে অব্যাহতি পাইতে পারিবনা। অতএব অনুকূল হও।—নিজবোধ বিতরণ কর।

হে করুণাপূর্ণ পরম পরাৎপর পরমেশ্বর ! আমার প্রতি সদয় হও, কৃপা বিতরণ কর, শরীরে স্বাস্থ্য দেও।—রোগ শোক নাশ কর, প্রতিক্ষণেই যেন তোমাকে স্মরণ করি। প্রচুর দান-প্রাপ্ত হইয়া প্রদাতার হস্ত স্মরণ না করিলে অকৃতজ্ঞ পামর জনের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।--অত

একমাত্র কারণ, তুমি এই অপরিচ্ছিন্ন কালকে যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি, বারে বিভক্ত করিয়াছ, ইহাতেই অপরিচ্ছিন্ন কাল পরিচ্ছিন্নরূপে পরিগণ্য হইতেছে। আহা ! সাধু সাধু !--তুমি কি এক অভাবনীয় মহদুপায়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণের পরস্পর সংগ্রাম ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমূহের মধ্য দিয়া এই জগতের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ. হে নাথ ! আমি অতি মূঢ়, জ্ঞানহীন, তোমার এই ভবকার্য্য অবধার্য্য করি, এমত শক্তি কিছুই নাই, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক !--আমি আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা করিনা, যেন তোমাকে জানিতে পারি !--আমি আর কোন অভিমানের প্রত্যাশা করিনা, যেন তোমার অভিমানে অভিমানী হই ! আমি আর কাহারো আশা করিনা, কেবল তোমারি আশা করি। আমি আর কাহারো ভরসা করিনা, কেবল তোমারি ভরসা করি। আমি আর কোন সঙ্গের প্রার্থনা করিনা, কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী হইতেই প্রার্থনা করি।

হে ভক্তবৎসল ভগবান্ ! যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তোমার ভজনা করে, অন্য সকল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারি উপাসনা করে, সকল আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ তোমারি শরণাগত হয়, তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিমলানন্দ প্রদান কর, তাহার সকল সন্তাপ হরণ কর, তাহাকে মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত সুখে সুখী কর ! ধীরাজ হইয়া তাহার হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিয়া অমূল্য ধন চরণ রত্ন বিতরণ কর।--আমি ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করণের অভিলাষ করি, করিকে শাসন করি, ফলে সে করী প্রবোধপাশে বদ্ধ হয় না।--জ্ঞানাঙ্কুশে বশ্য হয় না, আমি মনকে স্থির করণে অশক্ত হওয়াতে অভিমান মদে নষ্ট হইতেছি. কষ্ট পাইতেছি। হে নাথ ! আমার প্রতি অনুকূল হইয়া প্রমত্ত মনের মত্ততারোগ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ প্রদান কর।--তোমার করুণা ভিন্ন আমি কোনমতেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিবনা। তত্ত্বসুধায় বঞ্চিত করিয়া আমাকে আর কেন বিষয়-বিষে জর জর কর ?—এই অসার সংসারকে সার ভাবিয়া আমি আর কতকাল অনর্থক কাল হরণ করিব ? এদিগে যত দিনের শেষ হইতেছে,তত এ দীনের শেষ হইতেছে।-- অতএব আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না, আমাকে মহারত্ন প্রদান কর, আর যেন সামান্য বনের তৃণায় কাতর হইতে না হয়।—হে পুরুষোত্তম ! আমি গৃহাভাবে মহারণ্যে তরুতলে, গিরিগহ্বরে বাস করি, বালুকাময় সমুদ্রতীরে ধূলিশয্যায় শয়ন করি, অন্নাভাবে গলিত পত্র ভোজন করি, বারিদ-বদন-বিনির্গতজীবন পান করিয়া জীবন ধারণ করি, বিবসন হইয়া হিংস্র জন্তু সকলের প্রতিবাসী হই, ঐশ্বর্য্য-পুরিত-কোলাহলময় লোকালয়ের সুখ হইতে এককালেই বঞ্চিত হই; সে আমার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইবে, তথাচ যেন অনর্থজনক অর্থমাদকে মত্ত হইয়া পরমার্থপথ বিস্মৃত না হই, তোমার পরম প্রসঙ্গাধীন যে আনন্দ, সেই আনন্দই আনন্দ, অপর আনন্দ আনন্দই নহে। তোমার সাধনা করিয়া যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও মহা মঙ্গলের আধার বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তোমার ভজনাভাজন না হইয়া যদি ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হই তাহাকে সৌভাগ্য না বলিয়া দুর্ভাগ্য রূপেই গণ্য করিব, কারণ তুমিই পরমধন।—যে মনুষ্য একান্তচিত্তে এই পরমধনের প্রার্থনা করে, সে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনকে তৃণ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করে।—যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তোমার নামামৃত পান করে, তাহার কি আর সামান্য সুধার ক্ষুধা থাকে ?—যে ব্যক্তি মনকে সরল করিয়া সন্তোষসাগরে অবগাহন করে, তাহার কি আর ক্ষীরোদসমুদ্রের ক্ষীর সেবনের বাসনা থাকে ?—যে ব্যক্তি শান্তি সমীরণে মনকে শীতল করিয়াছে, তাহার কি আর মলয়ানিলের শীতলতা সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে ?—যে ব্যক্তি করুণাকুসুমের সুগন্ধে আমোদিত হয়, তাহার কি আর বন-শোভাকর কুসুমবাসের আমোদের আশা থাকে?—যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুরে আনন্দমন্দিরে বসতি করে, তাহার মনে কি আর কখনো কনকাদি রত্নরাজী রাজিত-পুর মধ্যে প্রবেশ করণের প্রত্যাশা থাকে ?—যাহার মনের শরীর বৈরাগ্যবসনে আচ্ছাদিত ও ভক্তি ভূষায় ভূষিত হইয়াছে, তাহার কি আর কখনো চারুবিচিত্রিত পট্টবস্ত্র এবং মাণিক্যাদি রত্নভূষার আশা থাকে ?--সেই ব্যক্তিই সাধু ও সত্যসুখে সুখী, তাহার আর কোন বিষয়ের স্পৃহা থাকেনা, সে বিবেকের বলে রিপু সকলকে শাসন করিয়া অন্তঃকরণের আসন পবিত্র করে।

হে আধিব্যাধিবিমোচন সনাতন ! আমি তোমার নিকট কেবল শারীরিক পীড়ার সুস্থতার নিমিত্তেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি এমত নহে, মানসিক পীড়ার প্রতীকারার্থই অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।--তুমি মহারাজাধিরাজ কবিরাজ বৈদ্যরাজ হইয়া অনুকম্পা-রূপ ঔষধ দ্বারা দৈহিক পীড়া নাশ করত মহাবৈদের ভয়ভঞ্জন করণের পূর্ব্বেই আমার মনের পীড়া সংহার কর ক্ষমি [illegible]

একখানা নয়, ছয়খানা রোগ, তাহার উপর আবার অশেষ প্রকার উপসর্গ ভোগ করিতে হয়, আমার নিকট মূল ঔষধ কিছুই নাই, দুই একটা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া কতই করিতে পারিব? কারণ খলের দোষে প্রতিক্ষণেই ফলের দোষ হইতেছে।—অধুনা অসারে জলসার এবং মহৌষধ "মৃত্যুঞ্জয়" ও "চিন্তামণিরসামৃত" ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাই না। হে পরম ভিষক! যদি অসারে জলসার করাই কর্ত্তব্য, তবে আমাকে শান্তিসলিলে স্নাত করিলেই ভ্রান্তিরোগের শান্তি হইবে।-হে মৃত্যুঞ্জয়! আমাকে "মৃত্যুঞ্জয়, ও চিন্তামণিরসামৃত,, শীঘ্রই সেবন করাও।--তাহাতে আমার মন আরোগ্য-স্নান করিলে বৈদ্যবিদায় করা বিধেয় বটে, কিন্তু কি করি, আমার সম্ভাবনা কিছুমাত্রই নাই, সকলি তোমার, তোমার ধন তুমিই লইবে, প্রাণের সহিত মনকে একত্র করিয়া প্রণামি বিদায় প্রদান করিব, হে চরম-ধন পরম ধন! তুমি কিছু বিদায়ের ধন নহ, আমি বিদায়-সূত্রে তোমার ধন তোমাকে দিয়াই বিদায় হইব।-আমার নিধন-সময়ে তুমি কি ধন দিয়া বিদায় করিবে তাহা তুমিই জান, আমি কিরূপে জানিতে পারিব?--হে প্রাণেশ্বর প্রাণধন! আমি তোমার নিকট কেবল ত্রাণধনের প্রার্থনা করি। তুমি আমার প্রাণধন লইয়া ত্রাণধন বিতরণ কর, আমি অদ্যই মরি, কল্যই মরি, যখন মরি, মরণকালে যেন একবার মধুকর হইয়া চরণ কমলে মধুপান করি, তুমি ক্ষণমাত্র আমার মনের সঙ্গ ভঙ্গ দিতে পারিবে না। তুমি বিরূপ,স্বরূপ,কিরূপ,তাহা বলিতে পারি না, যেরূপ হও, কিন্তু আমি যেন প্রত্যক্ষ তোমার অপরূপ-রূপ দর্শন করিতে পারি, জ্ঞানযোগে জপিতে যেন দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, আর যেন পুনর্ব্বার সংসার যাতনা জ্ঞাত না হয়।

হে নাথ! সংসার-যন্ত্রণার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর কিছুই দেখিতে পাই না, এই অনিত্য সংসার-সুখে আসক্তি প্রযুক্তই জীব শিবসঞ্চয়ে বঞ্চিত হইতেছে। বিষয়বাসনা-বিষ পান করিয়া মত্ত হইতেছে, আপনার কল্যাণের ব্যাপার জ্ঞাত নহে, আনন্দের পথ দেখিতে পায় না, কি সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধ ভ্রমের-পথেই ভ্রমণ করিতেছে। আপনার দেহরূপ রত্নভাণ্ডারে অমূল্য মহারত্ন রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র যত্ন করে না, শুদ্ধ সংসারকে সার ভাবিয়া অসার সম্ভোগ করিতেছে। সুরঞ্জন নিরঞ্জন ভুলিয়া পুরঞ্জন হইয়া অঞ্জন সার করিতেছে। হে অবিজ্ঞাত নিরঞ্জন! আমি এইক্ষণে পুরঞ্জন হইয়া সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি, মিথ্যাতে আমার সত্যভ্রম হইতেছে, আমি আমি, আমার আমার, করিয়াই মায়াঘোরে অন্ধ হইতেছি, এই মমতার শমতা করি এমত ক্ষমতা আমার কিছুই নাই, অতএব কৃপাকর কৃপা করিয়া এই মায়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেহ। তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন-এই বন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার অপর উপায় দেখিতে পাই না। আমি মায়াতে মোহিত হওয়াতেই অহিত-রহিত-নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করণে অশক্ত হইয়াছি. অসৎপুরে বসৎ করিয়া কি প্রকারে সতের পথের পথিক হইব? কি প্রকারে সতের মতে মতি করিব? কি আশ্চর্য্য! তোমার মায়া জায়া ছায়ারূপে আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রতিনিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছে. তোমার স্পর্শ ব্যতীত তাহার এত হর্ষই বা কেন হইতেছে? আমি খেলা খেলাইতেছ? আমাকে অদ্ভুত ভূতে অভিভূত করিয়া কেন এত রঙ্গ করিতেছ? তুমি দয়া করিয়া মায়ার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেহ, তবেই আমার দেহ পবিত্র হইবে. আমি স্বয়ং মায়াকে দমন করিয়া তোমার নিকট গমন করি এমন সাধ্য আমার নাই, অতএব যেরূপ বিহিত বিধান হয় তাহাই কর। আমার মনকে বিষয়-বাসনা হইতে বিরত করিলেই সংসার-রূপ বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুর ছেদ হইবে, তাহা হইলেই আমি আর কোন-বাহ্যবস্তু গ্রাহ্য করিব না. ভোগরূপ মহারোগের উপশম হইলে আর আমার ভাবনা কি? মনকে স্থির করিয়া শুদ্ধ তোমাকেই ভাবনা করিব, আর বিকলেন্দ্রিয় হইয়া কোন বিষয়েই ব্যাকুল হইব না। তুমি সর্ব্বগত-শান্ত-সর্ব্ব স্বরূপ. এইরূপ জ্ঞান করিয়া তোমাতেই সকল সমর্পণ করিব। সংশয়শূন্য হইয়া উদ্বেগকে জয় করিতে পারিলেই অনুদ্বেগে মনকে জয় করিতে পারিব, মনকে জয় করিতে পারিলেই মায়াকে জয় করিয়া তৃণের ন্যায় ত্রিভুবনকে জয় করিব। তখন এই আমি, আমার এই, আমার ধন, আমার জন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গেহ, আমার দেহ, এইরূপ ইন্দ্রজাল-জড়িত-ভ্রম আর থাকিবে না, অনাত্ম মিথ্যা-বস্তুতে আত্মভাব ভাবিয়া আর মূঢ়ের ন্যায় অনর্থক রোদন করিব না। এই মিথ্যা ক্ষণধ্বংসি জড় দেহে আর আমার আত্মবোধ থাকিবে না, আমি "ব্রাহ্মণ,, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কুলীন, আমি রাজা, আমি পবিত্র, আমি শুচি, এই অভিমান আর রহিবেনা। আমি, তুমি, উনি, তিনি সকলি সমান হইবে, মাংস ও অস্থিময় দেহেতে "আত্মভ্রম,, হওয়াতেই এতদ্রূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমার এই ভ্রম যেন আর না থাকে। হে

আমার ইচ্ছাকে বিনাশ কর। এই ইচ্ছা চিরদুঃখদায়িনী অকল্যাণী, ইচ্ছার নাম অবিদ্যা এবং ইচ্ছানাশের নাম মোক্ষ। হে চিন্ময় চিরন্তন! তুমি সূর্য্যরূপে আমার মানসাকাশে প্রকাশ হইয়া প্রভাতে "বাসনারজনী,, প্রভাত কর। অবিদ্যা-রূপ অন্ধকার সংহার করিয়া বোধের আলোক বিকীর্ণ কর।

রোগ, শোক, ভয়, বন্ধন, দীনতা এবং ব্যসনাদি "আত্ম-অপরাধ,, রূপ-বৃক্ষের ফল স্বরূপ হইয়াছে। এই সকল ফল ফলকর নহে, ইহারদিগের আস্বাদনে আমার অরুচি হউক। আমি আর এই ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রভব সর্ব্ব দুঃখের আকর, আশ্রয় সকল আপদের আলয় এবং আলয় সকল পাপের আধার হইয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও প্রচুর পরিজনে পরিবেষ্টিত যে সংসারী সে কখনই সুখী নহে, যে ব্যক্তি সংসারত্যাগী সেই ব্যক্তিই সুখী, কারণ সংসার দুঃখের বীজ এবং সংসারত্যাগ সুখের মূল হইয়াছে। কাঁচা কলসীর জল যেমন শীতল হইয়াও মলিন দোষে গুণকর হয় না, সেইরূপ সাংসারিক সুখ সুখ-নাম ধারণ করিয়া কোনমতেই সন্তোষদায়ক হয় না; যেহেতু সে বিষ মিশ্রিত অমৃতবৎ। আমি বিনা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া বিনা দণ্ডে দণ্ড পাইতেছি, এ কি ভয়ঙ্কর!

হে ভক্তাধীন ভাবময়! আমার মনের ভাব তোমার অগোচর কিছুই নাই, যেহেতু তুমি সর্ব্বজ্ঞ মনোময়, তুমি স্থিররূপে মনোময় হইয়া আমার মনকে তোমার ভাবের ভাবিক কর, তোমার প্রেমের প্রেমিক কর, এবং তোমার রসের রসিক কর, মনের চাঞ্চল্য হরণ করিলেই আমি শান্ত হইয়া সমুদয় ভয় হরিব, ত্রিতাপকে ক্ষয় করিব, শত্রুকে জয় করিব, মনকে তোমাতেই লয় করিব। হে নাথ! কি পরিতাপ,—এই আমি তোমার স্মরণপথে চরণ করিতেছি, হঠাৎ যেন কে আসিয়া আমার চিত্তকে হরণ করিয়া মায়িক কার্য্যে বরণ করিতেছে। রক্ষাকর, রক্ষা কর, তুমি অবিচ্ছেদে আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া স্মরণ-পথ পবিত্র কর, অন্তঃকরণের অকল্যাণীবৃত্তি ব্যূহ বিনাশ কর। হে আনন্দময়, কেবল আনন্দ প্রদান কর, এই আনন্দ-কাননে কখনো বা অতি উচ্চৈঃস্বরে তোমার আনন্দময় নাম উচ্চারণ করিয়া আনন্দ সংকীর্ত্তন করিব, কখনো বা নীরব হইয়া নয়ন মুদিয়া ধ্যান ধারণাদ্বারা তোমার আনন্দদায়িনী মোহহারিণী মনোময়ী মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিব।—আমি ক্ষণার্দ্ধ কালের নিমিত্ত যেন তোমার আনন্দ সম্ভোগে অবসৃত না হই। তোমাকে অন্তরে দেখিয়া, বাহিরে দেখিয়া, সর্ব্বত্রই দেখিয়া যেন নিত্যানন্দ লাভ করি।—আমি যখন যে অবস্থায় যে ভাবে তোমার অতুল্য অমূল্য প্রেমপূরিত নাম উচ্চারণ করিব, তখন যেন শব্দাধারে অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকে। আপনার মুখনির্গত বচন মধুতে যেন আপনিই মোহিত হই। আমি যখন লেখনী ধারণ করিয়া তোমার গুণ বর্ণনা করিব, তখন যেন অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষরে। আমার হস্ত লিখিত বর্ণসুধায় আমি যেন আপনিই তৃপ্ত হই। হে শব্দাতীত! তুমি আমার শব্দ-রথের রথী হইয়া ভাব-পথে আগমন কর। হে বর্ণনাতীত! তুমি আমার বর্ণপথের পথিক হইয়া সাধনা-সদন বিশুদ্ধ কর। তুমি ভাবাকাশে রবি ছবি ধারণ করিয়া কবিকুলের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল না করিলে মানস-মধুপ কখনই মধুপানে মুগ্ধ হইতে পারেনা। হে নির্ব্বিশেষ হৃদয়েশ! তুমি সদয় হইয়া আমার হৃদয়রাজীব বিকসিত কর। আমি যেন আর-মোহমদে মত্ত হইয়া কুভাষভাষিণী,কুপথদর্শিনী, কুরূপিণী কুলটা কবিতা কামিনীর কামনা না করি। আমি যে নিরন্তর তোমার তত্ত্বমদে মত্ত হই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্বতত্ত্বনিরূপিণী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী সর্ব্বশুভবিধায়িনী পুরঞ্জনী প্রসন্নঞ্জনী সুরঞ্জনী নিরঞ্জনী পরামৃতপ্রদায়িনী পরমা কবিতা সতীর দ্বারা সেবিত হই।

হে করুণানিধান! আমি কি রূপে তোমার আরাধনা করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব তাহার উপদেশ নির্দ্দেশ তুমিই কর? আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব এমত বিশ্বাস হয় না কারণ আমি অতি অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান, এজন্য শাস্ত্র পড়িয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিনা। শাস্ত্র বিশেষে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ নিয়োগ হইয়াছে, কোটি বর্ষ জীবিত থাকিয়া নিয়ত অধ্যয়ন পূর্ব্বক প্রাণ বিয়োগ করিলেও তাহার সুসংযোগ করা সুসাধ্য হয় না।—নানা শাস্ত্রে নিপুণ কত কত পণ্ডিত এবং কতকত তাপসকে দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহারা আপনারাই সংপূর্ণ সংশয়ে সংযুক্ত হইয়া সন্তাপ সন্তোষ করিতেছেন, ইহাতে কিরূপে আমার মনের মালিন্য-রূপ-অন্ধকার সংহার করণে সমর্থ হইবেন? আপনারা এপর্য্যন্ত নৌকার সঙ্গতি করিতে পারেন নাই, অতএব কি প্রকারে ভাবিক নাবিক হইয়া আমাকে ভবসমুদ্র পার করিবেন? হে মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যু শত্রু আমার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া উঠিতেছে। সবল শরীর অবল হইয়া ধবল গিরির ন্যায় আকার ধরিতেছে,প্রতিক্ষণেই ইন্দ্রিয়দিগের অবস্থার অন্যথা হইতেছে, আর দেহের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিনা। যেমন জলে আঘাত পাইলে বিম্ব সকল উদ্ভূত হইয়া ফেনার সঞ্চা

রে, সেই প্রকার রোগ সকল পুনঃ
নঃ শরীর সরোবরে আঘাত করি-
অশেষপ্রকার যাতনা-ফেনা বি-
ার করিতেছে। তুমি কখন্ কি ক-
রিবে, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই,
মি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি
করিয়া যখন তাহাকে নাশ করিতে-
,—তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সমুদ্রের
ষ্টি করিয়া যখন তাহাকে শুষ্ক ক-
তেছ,--তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পর্ব্ব-
র সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে জীর্ণ
রিতেছ, তখন আমি ক্ষুদ্র এক যৎ-
ামান্য নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে
রজীবনের প্রত্যাশা করিতে পারি?
মি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি সকলকে-
সংহার করিয়াছ, আমাকে জন্ম-
াত্রেই বিনাশ না করিয়া অদ্যাপি
জীব রাখিয়াছ. আমি এই দেহ ধা-
ণ করিয়া এপর্য্যন্ত এই বিশ্ববিপিনে
চরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার
পার কৃপার ব্যাপার স্বীকার করত
কেবল কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে-
ছি। হে নাথ! আমার কৌমারকাল
প্নের ন্যায় শেষ হইয়াছে। যৌবন
কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া অম-
ন লয় প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে জীব-
কে বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হইতে-
ছ। প্রচণ্ড পবনাঘাতে প্রদীপ শিখা
নির্ব্বাণ হওনের ন্যায় কালের বাতা-
স এই প্রাণ-প্রদীপ এখনিই নির্ব্বাণ
হইবেক!. যেমন আকাশকে খণ্ডন
করা সাধ্যের অধীন নহে,--যেমন বা-
য়ুকে বন্ধন করা কোনমতেই সম্ভব
নহে,--যেমন সমুদ্র তরঙ্গের হার গ্র
হন করা কখনই সাধ্যপর নহে,--
এবং যেমন চপলাকে বেষ্টন করা
কোনক্রমেই সঙ্গতপর নহে, সেইরূপ
দেহাগারে আয়ুকে বদ্ধ রাখা কোন-
প্রকারেই সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে
না। আমি এতদ্রূপ সংশয়-সম্বলিত
শঙ্কটাবস্থায় পতিত হইয়া বিদ্যাভ্যা
স পূর্ব্বক তোমাকে জ্ঞাত হইব সে
কেবল ভ্রমমাত্র। তুমি কল্পতরু,
আমি কৃপাছায়ার আশ্রিত হইয়াছি,
আমাকে অভিলষিত ফল প্রদান
কর। তুমি বিশ্বগুরু, অতএব দয়া ক-
রিয়া স্বয়ং আমার উপদেশক হও।

হে সর্ব্বসন্তাপসংহারক সর্ব্ব-
গুরো! যাঁহারা "গুরু" উপাধি ধা-
রণ করিয়া এই সংসারে সঞ্চরণ ক-
রিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে স-
দ্গুরু অতি দুর্ল্লভ। মায়ামুগ্ধ সকল
নরলোক পরলোক চিন্তায় পরাঙ্মুখ,
যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে রত, তাঁহারা নাম-
মাত্রেই সন্তুষ্ট। ক্রিয়া-আয়াসেই অ-
নুরক্ত। প্রতারণা পূর্ব্বক নানারূপ
বেশ ধারণ করিয়া কেবল দাম্ভিক-
তাই প্রকাশ করেন, নিয়তই ধনাহ-
রণে বিষম ব্যাকুল, স্বদেহ ও স্ত্রী, পু-
ত্রাদি কুটুম্ব-চিন্তায় নিরন্তর কাতর।
বাহিরে নানা প্রকার প্রকাশ্য অনু-
ষ্ঠান পূর্ব্বক শুদ্ধ লোক সকলকে ব-
ঞ্চনা করিতেছেন, আপনাকে মহা-
বিজ্ঞ জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া
অভিমান পর্ব্বতের চূড়ার উপর আ-
আরোহণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি
সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া আ-
পনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উল্লেখ
করে ও অভিমান করে, সে ব্যক্তি
কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া
অতি কষ্টদায়ক অপকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত
হয়। আমি বেদ শাস্ত্ররূপ সমুদ্র স-
লিলের লহরী লীলা দর্শন করিতে
ইচ্ছা করি না. কারণ অনেকেই বেদ
পড়িয়া ভেদ রহিত হইতেছেন। যিনি
এই জলনিধি মন্থন করিয়া অমৃত
ভোজন করিয়াছেন, তিনিই সার ল-
ইয়া তৃপ্তচিত্তে নীরব আছেন, নচেৎ
প্রায় সকলেই অতি অসার ঘোল
খাইয়া গোল করিতেছেন। ষড়্দ-
র্শন মহা-কূপে পতিত হইয়া অনে-
কেই অন্ধের ন্যায় হইয়াছেন। কে-
হই সার তত্ত্বের তত্ত্বী হইয়া আত্ম
নিরূপণ করেন না. শুদ্ধ অনর্থক বা-
গ্বিতণ্ডা-দ্বারা মহারত্ন পরমায়ুকে
বৃথা বিনষ্ট করিতেছেন। বেদ পড়ু-
ন, দর্শন পড়ুন, পুরাণ পড়ুন, আগ-
ম পড়ুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়ুন,
যিনি বিবাদ, বিতর্ক, ও বিতণ্ডা-বি-
হীন হইয়া সার গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে
নির্ম্মল করিবেন, তিনিই চরিতার্থ
হইবেন. তিনিই এই জগতে জীব-
ন্মুক্ত হইবেন। যিনি অর্থ লোভে
আকুল হইয়া শাস্ত্রার্থের ব্যতিক্রম
করত সকল অর্থের সার অর্থ পরম
পুরুষার্থ পরমার্থের অন্যথা করেন,
তিনি কখনই যথার্থ-পথে পদক্ষেপ
করিতে পারেন না। তাঁহার আচার
বিচার কাক-ভক্ষণের ন্যায় হাস্যজন-
ক হয়। যদি তোমাকেই না জানিল
তবে শাস্ত্র জানিবার ফল কি হইল?
লোচনহীনের দর্পণ যেমন বিফল
হয়, প্রজ্ঞাহীনের পঠন সেইরূপ বি-
ফল হইতেছে। হাতা যেমন অন্ন
ব্যঞ্জন পাক করিয়া তাহার আস্বাদ
পায় না, রসনা তাহার রস লয়। এবং
মস্তক যেমন পুষ্প বহন করিয়া তা-
হার গন্ধ পায় না, নাসিকা তাহার
আঘ্রাণ লয়। সেইরূপ শাস্ত্র ব্যব-
সায়ি জনেরা শাস্ত্র সকল পাঠ করি-
য়া বাক্যব্যূহ বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর
বিরোধচ্ছলে শাস্ত্র সদ্ভাবরূপ পরম-
ভাবের অভাব করিতেছেন. যিনি বুদ্ধি-
মান তিনি শুদ্ধ ভাব লইয়া চিত্তকে
শুদ্ধ করিতেছেন। হংস যেমন নীর
পরিহার পুরঃসর ক্ষীর গ্রহণ করে,
এবং কৃষক যেমন পল পরিত্যাগ ক-
রিয়া কেবল ধান্য লয়, তেমনি সার-
জ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের অসার ছাড়িয়া
সার ভোগ করেন। প্রত্যক্ষ গ্রহণ না
করিয়া বাক্য গ্রহণে কি লাভ আছে?
শব্দ-বোধের দ্বারা কখনই সংসার-
মোহ নাশ হয় না. জ্ঞানের দ্বারাই
নাশ হয়, শাস্ত্রাদি আয়ুর্নাশক ও
বহুবিধ বিঘ্নকারক। এই বিদ্যা মুক্তি
ও জ্ঞানের বিড়ম্বিকা হইয়া কেবল
বিড়ম্বনাই করে। অমৃত পানে তৃপ্ত
যে পুরুষ, তাহার যেমন আহার ক-
রণের প্রয়োজন করে না. সেই প্রকা-
র তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের শাস্ত্রের কোন
প্রয়োজন করে না, মোক্ষের কারণ
শাস্ত্র নহে, বিদ্যা নহে, ধন নহে, জন
নহে, আলয় নহে, আশ্রয় নহে, জপ
নহে, তপ নহে, যজ্ঞ নহে, পূজা
নহে, স্নান নহে, গান নহে, কেবল
এক মন। এই মনই বন্ধের ও মো-
ক্ষের কারণ হইতেছে। হে নাথ!
তুমি অনুকূল হইয়া জ্ঞানের দ্বারা
আমার মনকে পবিত্র করিয়া দেহ,
তাহা হইলেই আমি তোমাকে
প্রাপ্ত হইব।

হে জীব! মনে কর তুমি এই
অনিত্য মানব-দেহ ধারণ করিয়া
আর কতদিন এই মোহকরী-মো-
হিনী-মহীর হৃদয়মন্দিরে অবস্থান
করিবে? মনে কর, তুমি মৃত্যুর গ্রা-
সেই পতিত রহিয়াছ। অতএব এত-
দ্রূপ অত্যল্প দিবসের নিমিত্ত জগ-
তে আসিয়া যদি অনর্থক বিবাদ ক-
লহ ও বিচার, বিতর্ক করিয়াই পরম-
রত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিবে,
তবে কোন্ সময়ে নিশ্চিন্তচিত্ত হই-
য়া পরমপুরুষের চিন্তা করত পরম-
পুরুষার্থ পরমার্থ লাভ করিবে?
তুমি যতদিন বিবাদ করিবে- কলহ
করিবে, বিচার করিবে, বিতর্ক করি-
বে, এবং অভিমান করিবে, ততদিন
তোমার চিত্তের চাপল্য কিছুইতেই
নিবারণ হইবে না।—এই চঞ্চলতার
অন্যথা না হইলে কোনক্রমেই তো-
মার অন্তঃকরণে প্রেম, ভক্তি, ভাব,
শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের স্থিরতা হইতে
পারিবে না। সিদ্ধান্ত পক্ষে ব্যাঘাত
হইলে কি প্রকারে প্রবোধের উদয়
হইতে পারে? তুমি আর কেন চীৎ-
কার কর? নীরব হও, মনকে নির্ম্মল
কর।—সিদ্ধান্ত-স্বরূপ-সূর্য্যদেবের উ-
দয় করিয়া মানসের অন্ধকার সকল
মোচন কর।—ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা,
প্রেম এবং বিশ্বাসকে মনের মন্দিরে
স্থাপিত করত সর্ব্বাধ্যক্ষ শিবময়কে
মনোময় করিয়া নিস্তব্ধ তাঁহার ধ্যান
কর, ধ্যান কর।—মন যেন ক্ষণার্দ্ধ
কালের নিমিত্ত জগদীশ্বরের চিন্তা
হইতে বিরত না হয়। মনকে বশ
কর, মনকে বশ কর।—এই মনকে
বশ করিতে পারিলেই জগৎকে বশ
করিতে পারিবে, এবং জগতের কর্ত্তাকে বশ করিতে পারিবে।

বিবেক।

ঊর্দ্ধমুখ হইয়া।

আ! পাপ দুরাচার মহামোহ! তুই আপনি নষ্ট,—আবার আমা-কেও সর্ব্বমতে নষ্ট করিতেছিস্।—তোর দোষে আমি ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া. তত্ত্বসুধা পান পূর্ব্বক সংসার-ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিলাম না,—দূর নরাধম—দূর নরাধম।

মীমাংসানুগতামতি।

হে মহারাজ! আমি নিশ্চয়-রূপে শুনিয়াছি, তত্ত্বজ্ঞানি মহাত্মারা এইরূপ কহেন, পুণ্যশীল সুশীল মানবের কোন কর্ম্মেই ব্যাঘাত হয় না, যেহেতু দেবতারা অনুকূল হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের বিঘ্ন বিনাশ করেন।—অতএব মনোভব কামকে পরাভব করণ বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুভক্তিদেবী যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য সাধনে বিশেষ যত্ন কর।—আমি তোমার মঙ্গল মানসে উক্ত দেবীকে প্রসন্না করিয়াছি।—তিনি সহায় হইয়া সর্ব্বতোভাবেই সাহায্য করিতেছেন,--সেই বিপক্ষ মহামোহের প্রধান সেনাপতি রতিপতি কাম।--অধুনা আমাদিগের সুযোগ্য বীরবর বস্তুবিচারের দ্বারাই তাহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বস্তুবিস্তার আপনার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিলে কাম প্রাণভয়ে সসৈন্যে কোথায় প্রস্থান করিবে তাহার সন্ধান হইবে না।

বিবেক।

বোধ হয় তোমার কৃপায় এতদিনে আমি কৃতকার্য্য হইব।—বুঝি গুরুদেব আমাকে সদয় হইয়াছেন।—হে বেদবতি মীমাংসানুগতামতি!—তুমি শীঘ্রই গিয়া সেই বস্তুবিচারকে এখনি এখানে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি।

যে আজ্ঞা মহারাজ। আমি তাহাকে আনিতে চলিলাম।

কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতি বস্তুবিচারকে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন।

বস্তুবিচার।

চতুর্দ্দিক নীরক্ষণ করিয়া।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

যুবতী-যৌবন-জলে, ডুবনারে আর।
জ্ঞানহীন, লোভি-মীন, মানস আমার॥
রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
ওতো নহে, গমনীয়, পাপের আধার।
মদন-ধীবর কাল, করি কত ষড়জাল,
তাহাতে বিষাল জাল, করেছে বিস্তার।
রতি-রজ্জু করে ধরি, বোসে আছে তটোপরি
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার॥ ১
শান্তিনদী সুবিমল, তাহাতে করুনা জল
সমভাবে সুশীতল, কত গুণ তার।
সে জলে ডুবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ডর
স্থির হোয়ে নিরন্তর, করিবে বিহার॥ ২
পরম প্রবাহ ভাল, একরূপ চিরকাল
সে জলে কুহক জাল, ক্ষেমে সাধ্য কার।
খেলিবি আনন্দ করি, দেখে তোরে ক্ষেমঙ্করী*
যদি লয় পায়ে ধরি, হবিরে উদ্ধার॥ ৩

পয়ার।

যোগ সেধে, যোগী হোতে, সাধ যদি আছে
যেওনা যেওনা ভবে, যুবতীর কাছে॥
রমণী মোহিনী প্রায়, কি কুহক জানে।
বস্তু শেষ করে তার, চায় যার পানে॥
নারীনেত্র কালনর্ত্ত, কটাক্ষ দশনে।
বিষে করে জর জর, কত শত জনে॥
কামিনীর প্রেমমদে, মাতাল সকলে।
ভ্রমরার ভ্রম দেখ, চিত্রের কমলে॥
প্রবল প্রমাণ তায়, দেখ এক চাঁদে।
কাটের করিণী দেখে, করী পড়ে ফাঁদে॥

হাদেহে, পথিক জীব, কোথা যাও একা।
ভ্রমের গহন মাঝে, পাবে কার দেখা?॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানপথ, যত্ন করি ধর।
সারতত্ত্ব পরিহরি, কার তত্ত্ব কর?॥
অনিত্য সংসার এই, অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয়, নিত্য নয়, নিত্য নয় কেহ॥
সৃজন-সংহার-হীন, নিরঞ্জন যেই।
তত্ত্বের অতীত নিত্য, সত্যরূপ সেই॥
কুসুমে যেরূপ থাকে, গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি, সেরূপ প্রকার॥

* ক্ষেমঙ্করী—পরমেশ্বরী ও শঙ্কচীল।

ারসে জন্মায় ঘৃত, কর্ম্মযোগ নানা।
াত্মারূপ ব্রহ্মদেহে, তত্ত্বে যায় জানা॥
দ্যপি বাসনা কর, আপনার হিত।
াত্মীয়তা কর তবে, আত্মার সহিত॥
রের ভিতরে দীপ, তমো করে দূর।
হজ্ঞে দেখিতে পাবে, সদানন্দপুর॥
মলে থাকো জ্ঞানরূপ, উজ্জ্বল নয়ন।
াত্মধামে পাবে তবে, আত্মা দরশন॥
াবের উদয় হয়, প্রণয়ের মুখে।
স্বভাবে সন্তোষ সদা, নৃত্য করে সুখে॥
কেবল আনন্দ করে, মন অধিকার।
াপনি আপন বোধ, নাহি থাকে আর॥
সই মাত্র মনে জানে, লভ্য যার হয়।
থময় ব্রহ্মজ্ঞান, ফুটিবার নয়॥
ক্ষিগণ, দুই পক্ষ, করিয়া বিস্তার।
গনে বিশ্রাম করে, যেরূপ প্রকার।
ালকের যে প্রকার, নিদ্রার স্বভাব।
ানির স্বভাবে হয়, সেইরূপ ভাব॥
বচারেতে এই উক্তি, যুক্তিযুক্ত বটে।
সই জানে সেই ভাব, যার ঘটে ঘটে॥
তামার যেমন ভাব, ভাব সেই ভাবে।
াবিলে ভাবের বলে, ব্রহ্মপদ পাবে॥
যমন, তেমন, হয়, তর্কে নাই ফল।
ানেরে করিয়া সঙ্গী, তত্ত্বপথে চল॥

ইন্দ্রিয়ের বশ হোলে, বিপদ বিশেষ।
ইন্দ্রিয় শাসন করা, সম্পদ অশেষ॥
ইন্দ্রিয় শাসন-পথ, হিতকর অতি।
অতএব কর জীব, সেই পথে গতি॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সে পথ কুপথ।
সে পথে চেলোনা কভু, নিজ মনোরথ॥
শম, দম, দুই পথ, সুবিমল হয়।
বন নাই, চোর নাই, নাই কোন ভয়॥
সুচারু সন্তোষপুর, সুশোভিত যথা।
দুই পথ এক হোয়ে, মিলিয়াছে তথা॥
দম-পথ ভর করি, নহানুখে যাবে।
যেতে যেতে দুই পথ, একরূপে পাবে।
প্রবেশ করিবে শেষ, সন্তোষের পুরে।
পাবে তথা নিত্যসুখ, দুখ যাবে দূরে॥

মনেরে না মুড়াইয়া, মস্তক মুড়ায়।
নাহি চিনে গুরু, কিন্তু নানা তীর্থে যায়॥
যোগ নাহি জানে, করে, নিশি জাগরণ।
যুক্তির বিধানে এরা, গাদা তিনজন॥
সরাগ সভাবে মন, না হোলে নির্ম্মল।
ফেলিয়া মাথার কেশ, কি হইবে ফল?॥
ঈশ্বর আছেন বোসে, হৃদয়-মন্দিরে।
তুমি কেন ঘরিতেছ, দেশ ফিরে ফিরে?॥
না বুঝিয়া সারতত্ত্ব, মিছে তত্ত্ব ধর।
যোগ নাই, যাগ নাই, মিছে জেগে মর॥

ঈশ্বরের প্রেমরসে, মুগ্ধ নয় মন।
কি ফল, বিফল তার, কানন ভ্রমণ॥
সরল সাধক যেই, সারভাব ধরে।
সাধনায় সিদ্ধ হয়, বোসে নিজ ঘরে॥

মন যার বশ নয়, কিসে তার যশ।
কেমনে সে পাবে বল, শান্তি সুধারস?॥
স্বভাবে ই ন্দ্রিয় যার, বশে নাহি রয়।
যাগ আদি ক্রিয়া তার, মিছে সব হয়॥
দান করে, পূজা করে, ক্রিয়া করে কত।
করিতে করিতে ক্রিয়া, পাপে হয় রত॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া উপর।
তখনি অমনি হয়, ধূলায় ধূসর॥
সেইরূপ অবনীতে, অবিবেকি যত।
অভিমান দোষে করে, সমুদয় হত॥
মনে নাই অনুরাগ, নাহি সার বোধ।
ক্ষমাগুণ প্রকাশিতে, ডেকে আনে ক্রোধ॥
কাল্পনিক তোষামোদে, প্রফুল্ল হৃদয়।
অভিমানে মত্ত হয়, দানের সময়॥
ইষ্টদেব কল্পনায়, আড়ম্বর ভারি।
ধ্যানে দেখে, আঁখিপথে, গুরুপত্নী নারী॥
বাহিরেতে ভঙ্গী কত, মুখে হরি হরি।
মনে ভাবে কিসে কার, সর্ব্বনাশ করি॥
পূরাইতে আপনার, মনের কামনা।
মাথা খুঁড়ে করে কত, দেব আরাধনা॥
পরের করিতে মন্দ, পরব্রহ্মে ডাকে।
দেব দেবী গৃহে গিয়া, হত্যাপেড়ে থাকে॥
জাপক ব্রাহ্মণ ডেকে, করে ফুস্ ফুস্।
আগে ভাগে দেবতারে, মেনে বসে "ঘুষ,,
এইরূপে ভ্রান্ত যত, জগতের লোক।
হায় হায় কার কাছে, প্রকাশিব শোক?॥

কদাচ মনের গতি, একরূপ নয়।
স্বভাবে অভাবে কত, ভাবের উদয়॥
এক ভাবে এক ভাবে, পরে আর ভাব।
কত ভাবে কত ভাবে, ভাবের প্রভাব॥
যেমন লহরী ধরে, জলধির নীর।
যেমন অচির প্রভা, প্রকাশে অচির॥
খরবেগে যে প্রকার, গতি করে তির।
মানসের গতি নয়, তার চেয়ে স্থির॥
কখন্ কিরূপ থাকে, নিরূপিত নয়।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়॥
নিয়ত উজান্ ভাঁটি, খেলে এক ধারে।
ক্ষণকাল স্থির করি, কে রাখিতে পারে॥
না পাই ভাবের ভাব, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে।
ধরিতে ধরিতে যায়, কোন্খানে উড়ে॥
এই ভাবে, এই ভাব, হোলো নিরূপণ।
ভাবিতে ভাবিতে পরে, কোথা যায় মন॥

যেমন বরষা-কালে, আকাশ মণ্ডল।
ক্ষণে ক্ষণে, নানারূপে, করে ঝলমল॥
সেইরূপ স্থির নয়, মানসের বেগ।
স্বভাবে উদিত তায়, ভাবরূপ মেঘ॥
শুন শুন প্রিয়গণ, মন রাখ বশে।
সভাবে সন্তোষ হও, স্বভাবের রসে॥
তবে এসে কোরোনাকো, ভাবনা অধিক।
হইয়া ভাবের ভাবি, ভাব রাখ ঠিক॥
মন হোলে বশীভূত, স্থির হবে ভাব।
কিসের অভাব তবে, কিসের অভাব?॥
রিপুভাব থাকিবেনা, রিপুর সহিত।
অহিত রহিত করি, সাধিবে স্বহিত॥

পদ্য।

সভাবে ইন্দ্রিয়গণ, বশীভূত যার।
স্বভাবে সে জয় করে, অখিল সংসার॥
করিতে ইন্দ্রিয় জয়, সাধ্য নাহি যার।
সদাকাল, সদ ঠাঁই, পরাজয় তার॥
অতএব হিত কথা, শুন প্রিয়গণ।
সাধ্যমত বাধ্য কর, আপনার মন॥
মন যদি বশে রয়, ভয় তবে কারে।
হবে সব, পরাভব, এ ভব সংসারে॥
মনের মতন মন হোলে একবার।
রিপুগণ রপুবাসে, থাকিবেনা আর॥
পরাজয় হোয়ে ছয়, ছেড়ে যাবে দেশ।
রিপু সহ রিপুভাব, একেবারে শেষ॥
দশের বশের পরে, যশের গৌরব।
ফুটিবে সুরাগ ফুল, ছুটিবে সৌরভ॥

এই তুমি এই আমি, তুমি আমি কই।
বলি বটে তুমি আমি, তুমি আমি কই॥
ভবন তুমি আমি, যতক্ষণ রই।
তুমি আমি থাকিবনা, ক্ষণকাল বই॥
এই দেহ, এইরূপ, সকলি অসার।
'আমি, বোলে অভিমান, কেন কর আর?॥
আমি, তুমি, রব করে, প্রতি জনে জনে।
তুমি কার, কে তোমার, ভাব দেখি মনে॥
আমি বল, তুমি বল, তিনি আর উনি।
পরস্পর বলাবলি, শুন আর শুনি॥
বাহিরেতে আমি, তুমি, ইতর বিশেষ।
ঘরের ভিতরে কেহ করেনা প্রবেশ॥
এই আমি কার 'আমি', কার তুমি, তুমি।
জাননা ভাঙিলে খাট, সার হবে ভূমি॥
এখনি তে সায় লোয়ে, করিবে হরণ।
জনমের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে মরণ॥
এখনো হলোনা মনে, বোধের উদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
বাহুবলে বেড়াতেছ, হাসিয়া হাসিয়া।
হেলায় হারালে কাল, মেলায় আসিয়া॥

মায়ায় মোহিত হোয়ে, করিতেছ পাপ।
কে তোমার দারা, সুত, তুমি কার বাপ?॥
কার ধন, কার জন, কার পরিবার।
নয়ন মুদিলে পরে, সব অন্ধকার॥
আমার আমার বল, সে কেবল রোগ।
তুমি গেলে, এই সব, কে করিবে ভোগ?॥
এখন হাসিছ কত, ধন জন-বলে।
যত হাসি, তত কান্না, 'রামশন্না' বলে॥
এই সব, এই আছে, এই হোলে শব।
এখনি উঠিয়া যাবে, হাহাকার রব॥
কাল গেলে কাল আর, ছাড়িবার নয়।
কিছুই নিশ্চয় নাই, কখন্ কি হয়॥
ভবের যে সার ভাব, কিছু না বুঝিলে।
অসার সংসারে এসে, সংসারি হইলে॥
আছ জীব, হও শিব, মায়া মোহ হরি।
সরল অন্তরে সদা, জপ হরি হরি॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
সদানন্দ চিদানন্দ, এক মাত্র সার॥
ওহে মন মধুকর, উপদেশ ধর।
গুণ গুণ রবে তাঁর, গুণ গান কর॥
কামনা-কেতকী ফুলে, কেন কর লীন?।
চরণকমলে বোসে, কর মধু পান॥
আর না উড়িতে হবে, রবে নিজস্থানে।
ঘটিবেনা কল ধন্ধ, মকরন্দ পানে॥

ভাবভরে ভজে যেই, জয় জগদীশ।
শত্রু তার মিত্র হয়, সুধা, হয় বিষ॥
পরম পীযূষ রসে, পূর্ণ হয় মুখ।
বিপদে সম্পদ হয়, দুখে হয় সুখ॥
কিছুতেই নাহি তার, কোনরূপ ভয়।
যে ভাবে যেখানে যায়, সেখানেই জয়॥
সদাকাল সুখ তার, ভজে যেই হরি।
অকূল-সাগরে ডুবে, প্রাপ্ত হয় তরি॥
জয় জয় রব করি, ক্ষয় করে কাল।
ঘটনা না হয় কভু, যাতনা-জঞ্জাল॥

তোর সাধনাপথে, যে জন বিমুখ।
কোনরূপে নাহি তার, কিছুতেই সুখ॥
তার প্রতি প্রতিকূল, প্রভু জগদীশ।
মিত্র তার শত্রু হয়, সুধা হয় বিষ॥
পদে পদে অপমান, নাহি থাকে পদ।
হতে হয় বিপরীত, সম্পদে বিপদ॥
দানে হয় অপমান, দানে ঘটে দায়।
যেখানেই অনাদর, সেখানেতে যায়॥
ধন তার উড়ে যায়, বন হয় ঘর।
যারে স্বজন ভাবে, সেই ভাবে পর॥
ফলতা শিল্পের সম, সুরবে কুরব।
প্রিয় কথা কটু হয়, গালি হয় স্তব॥
আছে তার ধন জন, মিছে তার দেহ।
দারা, সুত আদি করি, বাধ্য নহে কেহ॥
সংকটে দাঁড়ায় কেবা, মাড়ায় কে গেহ।
আপনার বোলে কেহ, নাহি করে স্নেহ॥
ভাবিত আছে যাহা, সকলি বিফল।

ঈশ্বর তাহারে দেন, হাতে হাতে ফল॥
ইহকালে এই দশা, নিন্দা দ্বারে দ্বারে।
পরকালে কি হইবে, কে কহিতে পারে?॥

বহু পুণ্যফলে ভাই, বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে, এই ধরাতলে॥
জীবের প্রধান নর, সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে, আর নাকি হয়?॥
দেহ পেয়ে দেখা দেখি, তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে, যত্ন কর তায়॥
ধন জন, দারা, সুত, গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি, সব আর আর॥
এ সব বিভব ভাই, হোলে পরে ক্ষয়।
পুন হয়, সমুদয়, দেহ যদি রয়॥
যাবে যাহা, তুমি তাহা, পাবে বারবার।
পতন হইলে দেহ, নাহি হয় আর॥
পেয়েছ অমূল্য এই, শরীর রতন।
সুকার্য্য সাধনে কর, বিশেষ যতন॥
ব্যাধির মন্দির বটে, শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে, দেহ অধিকার॥
মহারোগ, কর ভোগ, তাহে নাহি খেদ।
তনু হোতে নাহি হোক্, প্রাণের বিচ্ছেদ॥
চোক যাক্, কাণ যাক্, খোসে যাক্ নাসা।
তথাচ কোরোনা মনে, মরণের আশা॥
চরমে পরম পদ, দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হবে, ভীম ভবনদী॥
স্থির কথা, যথাকালে, যাবে যোগ্যধাম॥
মন খুলে কর তাই, ঈশ্বরের নাম॥

কর কর কর, জীব, বস্তুর বিচার।
দেখিছ জগতে যত, প্রভেদ প্রকার॥
এই নর, এই নারী, এরূপ আকার।
আকারের ভেদ শুধু, মনের বিকার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, মলময় দেহ।
নর, নারী, আদি করি, তুমি নও কেহ॥
যে তুমি, সে তুমি আছ, স্বভাব, স্বরূপ।
অজ্ঞান-মোহান্ধ যত, দেখে নানা রূপ॥

নির্গুণের গুণ জেনে, হও গুণগ্রাম।
মনেতে উদয় যেন, নাহি হয় কাম॥
যোগেতে ইন্দ্রিয় জয়, কর অবিশ্রাম।
কেহ যেন নাহি লয়, কামিনীর নাম॥
নিশ্চয় জানিবে নারী, নরকের ধাম।
ভিতরেতে মূত্র, মল, বাহিরেতে চাম॥
দারুণ দুর্গন্ধ তায়, গায় ঝরে ঘাম।
নারীরে কি ছুঁতে আছে, রাম রাম রাম॥
রতিরস সম্ভোগেতে, করিয়া বিরাম।
আত্মার আত্মীয় হোয়ে, ভজ আত্মারাম॥

কতকগুলীন লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

আহা! কামান্ধজনেরা পদার্থ-নির্ণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া এই [illegible] কে বঞ্চনা করত আপনারাও সত সুখে বঞ্চিত হইতেছে; কি দুর্ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য!—মহামোহের কি অ চর্য্য প্রভাব!—কি বিচিত্র স্বভাব অস্থি মাংস এবং ক্লেদময়ী রমণীকে পূর্ণেন্দুবদনা, ইন্দীবরনয়না, সুরূপ কোমলাঙ্গী, সাক্ষাৎ সুখমোক্ষদায়িনী, এইরূপ ভ্রমে সকলকে ভ্রান্ত করিতেছে।—যাঁহারা জ্ঞানি, তাঁহারা জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং বস্তু-বিচার দ্বারা সদসৎ দৃষ্টি করিতেছেন। কখনই নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন না, অস্থি মাংস রক্ত ও চর্ম্ম-মণ্ডিত কামিনী-কলেবরকে কমনীয় অথবা রমণীয় বলেন না, সাক্ষাৎ নরক জ্ঞান করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা সমুদয় বস্তুর বাহ্য এবং অন্তর অবগত আছেন।

পুনর্ব্বার আকাশপানে মুখ করিয়া।

আ!—পাপ-চণ্ডাল কাম!—তুই মনোবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর কেবল সাধক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্, আপন পিতা মনের সর্ব্বস্ব হরিতেছিস্। তোর জ্বালায় মানবমাত্রেই অস্থির হইয়াছে, তাবতেই জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য হারা হইয়াছে। দূর দূর, ওরে দুরাচার-পাপাধার-অসার-কুলাঙ্গার, তুই জানিস্ আমার নাম বস্তুবিচার, আমি এখনি তোরে সমূলে সংহার করিব। এই জগতে কামিনীর মুখ দর্শন দূরে থাকুক, কাম নাম কেহই আর মুখে উচ্চারণ করিবেনা।

তোর প্রধান অস্ত্র কামিনী,—সে, কি?—দারুণতর দুর্গন্ধের আধার বিভৎস-বেশধারিণী রৌরবরূপিণী ডাকিনী। তাহার স্পর্শন দূরে থাক্ দর্শন মাত্রেই নরকভোগ করিতে হয়।

ওরে মূর্খ! তাই বল দেখি,—তুই কারে রমণী বলিস্? আর কে তোরেই বা রমণ করায়?—ওরে হীন পশু, তুই অজ্ঞান, ইহার নিগূঢ় কিছুই

বিবেক ।

ওহে, বস্তুবিচার,—কেমন্ তো-
মার মঙ্গলতো ।—এসো বাপু, বোসো,
বসো ।—সংপ্রতি মহামোহের সহি-
ত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, এই
ঘোর-সময়ে আমরা তোমাকেই বি-
পক্ষের প্রধান বীর কামের প্রতিপক্ষ
মহাযোদ্ধা স্থির করিয়াছি, শীঘ্রই
সজ্জা কর, এই প্রসাদ ধর ।

বস্তুবিচার ।

হে মহারাজ ! অদ্য আমি ধন্য
হইলাম, যেহেতু আপনি আমাকে
মনোভব কামকে পরাভব করণার্থ
আহ্বান করিয়াছেন ।

বিবেক ।

হে বাপু !—তুমি কোন্ অস্ত্রের
দ্বারা কামকে পরাজয় করিবে ?

বস্তুবিচার ।

আঃ—মহারাজ,—সেই মদন,
যাহাকে আমি তৃণ অপেক্ষা হেয়-জ্ঞান
করি, যাহার পাঁচটি মাত্র বাণ এবং
ফুলের ধনু, তাহাকে জয় করিতে কি
অস্ত্রবিদ্যার আবশ্যক করে ? বিচার-
অস্ত্র এখনিই পরাজয় করিব ।

গীত ।

রাগিণী ভৈরবী । তাল তেয়োট ।

এখনি করিব হেন প্রভাব প্রচার ।
করিবে জীবের মনে, বিবেক বিহার ॥
ফুলময়-ধনু, পঞ্চস্বরে ধরে তনু,
তনু হইবে তনু, ভাবনা কি তার? ॥ ১
য় ইন্দ্রিয় রোধ, প্রকাশিব হেন বোধ,
ক্ত-বাণে কাম, ক্রোধ, করিব সংহার ॥ ২
য় কামিনী-কান্তি, ঘুচিবে ভোগের ভ্রান্তি,
জীবে ক্ষমা, শান্তি, হইবে সঞ্চার ॥ ৩
পদার্থজ্ঞানে, যে দেখিবে একধ্যানে,
ব তাহার মনে, বিকারে বিকার ॥ ৪
হোলে কাম, কে লবে নারীর নাম,
নরকের ধাম, করিবে বিচার ॥ ৫
শব শত্রু সবে, অদৃষ্ট কি আর রবে,
ধনে পূর্ণহবে, মনের ভাণ্ডার ॥ ৬
হইলে নাশ, কেটে যাবে ভবপাশ,
প্রভু, আমি দাস, কে বলিবে আর ? ॥ ৭
প্রভাকরকর, কোথা রবে প্রভাকর,
রে এক হবে, আলো অন্ধকার ॥ ৮

বিবেক ।

আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য ও কার্য্যপ্রভাবে নিশ্চয়রূপেই জয়লাভ অবধার্য্য করিয়াছি, শীঘ্রই সজ্জা কর,—আর বিলম্ব বিধান নহে ।

বস্তুবিচার ।

মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন । যেমন গাণ্ডিব-অস্ত্র ধারণ করিয়া অর্জ্জুন কুরুসৈন্য পরাভব পূর্ব্বক জয়দ্রতকে বধ করিয়াছিলেন,—আমি সেই প্রকার শত্রুপক্ষের সকল সৈন্য সংহার করিয়া কামকে পরাজয় করিব ।

তদনন্তর বস্তুবিচার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন ।

বিবেক ।

শ্রীমতি মীমাংসানুগতামতি ! সংপ্রতি রতিরতির দুর্গতি করণের বিলক্ষণরূপ উপায় হইল.—এইক্ষণে তুমি শীঘ্রগতি ক্রোধের পরাজয় জন্য ক্ষমাকে আনয়ন কর,—বিলম্ব না হয় ।

মীমাংসানুগতামতী ।

যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনিই ক্ষমাকে আনয়ন করি ।

কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতি ক্ষমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিলেন ।

ক্ষমা ।

সঙ্গীত ।

আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
মানুষ্ হবে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ্ হবে ।
দেখে তোর্ আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ্ কবে, মানুষ্ কবে ॥
হোতে চাও মানুষ্ যদি, ভ্রান্তি নদী,
এই বেলা পার্ হওরে তবে ।
মনেরে বোলে কোয়ে, শুদ্ধ হোয়ে,
ডুব্ দিয়ে আয় শান্তি শবে* ॥ ১
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরবমুখে,
মৃত হোয়ে যেন রবে ।
লোকেতে বলুক্ মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব্ সবেই সবে ॥ ২

* শব—মৃত দেহ । শব—জল ।

নয়নে ছোট বড়, দেখ্‌বে যারে,
তুষ্‌বে তারে প্রিয় রবে ।
জগতে হাড়ী মুচি, সবাই শুচি,
সমভাবে ভাবে মনে ॥ ৩
রজনী পোহায়্ পোহায়্, হইয়াছে,
তিন্ ঘড়ি রাত্ আছে সবে ।
এখনি প্রভাত্ হোলে, কুতূহলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥ ৪
স্বভাবে হওরে সোজা, ভূতের বোঝা,
আর্ কত দিন মাথায় ববে ?।
ছাড়রে ভোগের আশ, পুন আসা,
হবেনা এই ভবের্ ভবে ॥ ৫
ভবেনা তুমিই রবে, আমিই রব,
রবে কেবল রবটি রবে ।
চরমে হবে ভালো, গুপ্ত আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে ॥ ৬

পদ্য ।

প্রিয়জন মধ্যে থাক, প্রিয়ভাব লোয়ে ।
জগতের প্রিয় হও, প্রিয় কথা কোয়ে ॥
প্রিয়কথা তবু ভাল, মিথ্যা যদি হয় ।
অপ্রিয় যে সত্য কথা, সেও ভাল নয় ॥
কটু কথা কালকূট, বিষের আগার ।
প্রিয় কথা সুমধুর, সুধার আধার ॥
কোকিলের প্রিয়রব, ত্যাক্ত করে কাকে ।
কোকিলের প্রিয়রব, ত্যাক্ত করে কাকে ?॥
কাক কালো, পিক কালো, উভয়ে কুরূপ ।
স্বরের গুণে পিক, দেখিতে সুরূপ ॥
কাকেহাত দেয় সব, কাকারব শুনে ।
অখিল ভরিয়া আছে, কোকিলের গুণে ॥
কোকিল অখিলপ্রিয়, স্বভাবে সবার ।
রবে তার ক্ষুধা হরে, সুধার সঞ্চার ॥
কমল কমলে থাকে, বিতরিয়া মধু ।
তার সহ একবাসে, ভেক করে বাস ॥
নলিনী নলিনী সদা, ভেকনাদ শুনে ।
পুলকিত ভ্রমরের, গুণ গুণ শুনে ॥
প্রেমভরে মধুকরে, হৃদয়ে তুলিয়া ।
প্রাণ-ভোরে দেয় মধু, ভাণ্ডার খুলিয়া ॥
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ তায়, কটুভাষ ভাষে ।
ভেকের দেখিয়া ভেক, উভয়েই হাসে ॥
দুধের দুলাল শিশু, জ্ঞান নাই যার ।
প্রিয়ভাষে, হাস হাসি, মুখখানি তার ॥
স্নেহভাবে যেই ডাকে, থাকে তার বশে ।
হেসে হেসে নেচে নেচে, কোলে এসে বসে ।
বাঁকামুখে কুভাষ, যদ্যপি ভাষ তায় ।
তখনি কাঁদিয়া শিশু, বদন ফিরায় ॥
ছাগ, মেষ, কুকুর, বিড়াল আদি কত ।
জ্ঞানহীন পশু আর, পাখি আছে যত ॥
স্নেহ করি পোষ যত, সুমধুর ভাষে ।
তত তারা বদ্ধ হয়, প্রণয়ের পাশে ॥

ধমকে চমকে সব, ভয় পেয়ে মনে ।
আশ করে, পাশ কেটে, বাস করে বনে ॥
এজগতে কেহ কারে, কটু কথা কয় ।
ঈশ্বরের এপ্রকার, অভিমত নয় ॥
সকল শরীরে হাড়, দিয়াছেন যিনি ।
রসনারে, অস্থিহীন, করেছেন তিনি ॥

সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত ।
গোলে পরে কেহ আর, নাহি করে হিত ॥
কেবল সঙ্গেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম ।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম ॥
অতএব কর সবে, ধর্ম্মের সঞ্চয় ।
পাপ যেন, মনের, নিকটে নাহি রয় ॥
দ্বেষ, হিংসা পরিহরি, ক্ষমাগুণ ধর ।
সাধ্যমতে সকলের, উপকার কর ॥
এপ্রকার ক্ষমাগুণে, বিভূষিত যেই ।
ইহলোকে স্বর্গ সুখ, ভোগ করে সেই ॥
তার সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে হয় ।
সাক্ষাৎ দেবতা তারে, সকলেই কয় ॥

চৌপদী ।

কোনরূপ অভিলাষে, শত্রু যদি বাসে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে, কর তার তোষণা ।
প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্ব্বভাব পরিহরি
দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবের দোষনা ॥
বাহিরের শত্রু যারা, কি করিতে পারে তারা
অন্তরের শত্রুগণে, একেবারে রোষনা ।
ভেদ নাই, আত্ম পরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ রব করে, ভ্রান্তিনদী শোষনা ॥
আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষনা ।
নিজবোধ হবে কবে, নিজ-ভাব ভাব সবে,
এই ভবে, ধিরবে, রবে তবে ঘোষণা ॥

দূর কর অভিমান, রাগ দ্বেষ যত ।
ব্যবহারপথে চল, মানুষের মত ॥
যে তোমার সখা, তারে দেহ প্রেম-রস ।
নীতি আর বাহুবলে, বৈরি কর বশ ॥
শিষ্যগণে বশ কর, বিদ্যা-বিতরণে ।
ধন দিয়া বশ কর, লোভশীল জনে ॥
গুরুগণে বাধ্য কর, হইয়া প্রণত ।
কথায় বাধিত কর, মূর্খ আছে যত ॥
স্তুতি করি তুষ্ট কর, যত দ্বিজগণে ।
যুবতীরে বশ কর, প্রণয় বচনে ॥
ক্রোধিজনে বশ কর, প্রিয় কথা রসে ।
নানা গুণে জ্ঞাতিগণে, রাখ নিজবশে ॥
পণ্ডিতে করহ বশ, শাস্ত্র আলাপনে ।
রসালাপে বশ কর, সুরসিক জনে ॥
যার প্রতি যথাযোগ্য, কর সে প্রকার ।
শীলতায় বশ কর, সকল সংসার ॥
জগতের অধিপতি, বিভু বল যাঁরে ।
অভিমত-কার্য্য করি, বশ কর তাঁরে ॥

বিশেষ কারণে যদি সাধু করে ক্রোধ ।
তবু তার মন হোতে, নাহি যায় বোধ ॥
সে রাগেতে নাহি ভাই, কিছুমাত্র ভয় ।
বোধের উদয় থাকে, ক্রোধের সময় ॥
হিতকর ক্রোধ সেই, স্বভাবে সঞ্চার ।
কদাচ না হয় তায়, মনের বিকার ॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে, তৃণের অনল ।
তাহাতে কি তপ্ত হয়, সমুদ্রের জল ? ॥
অতএব থাকো সদা, সাধু সন্নিধান ।
রাগ আর তুষ্টি যার, উভয় সমান ॥
সাধু সঙ্গে কোনকালে, নাই অপকার ।
রোষে, তোষে, উপদেশে, কত উপকার ॥
সাধু সঙ্গ নাহি যার, মিছে সেই নর ।
মিছে তার জন্ম-লাভ, মিছে কলেবর ॥
জীবন সফল তার, হবে আর কবে ? ।
মিছে খায়, মিছে পরে, মিছে চরে ভবে ॥

ফুলের স্তবক হয়, যেরূপ প্রকার ।
অবিকল সেরূপ, সতের ব্যবহার ॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল, মাথার উপর ।
নতুবা বিলয় হয়, বনের ভিতর ॥
হয় হয়, নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয় ।
নতুবা বিরলে বনে, দেহ করে লয় ॥

পদ্য ।

শত্রু হোয়ে করে যেই, অহিত আচার ।
তার প্রতি কর তুমি, প্রিয় ব্যবহার ॥
রাগ দ্বেষ প্রতিহিংসা, সব পরিহর ।
বিনয় বচনে তার, স্তুতিবাদ কর ॥
কোনমতে করোনাকো, কুযশ প্রচার ।
সাধ্যমতে যত পার, কর উপকার ॥
দ্বেষভাব যদি ধর, শত্রুর সহিত ।
কিছুতেই তাহে তুমি, পাইবেনা হিত ॥
শতগুণে বেড়ে যাবে, বিপদ তোমার ।
ক্রোধের অনলে সব, হবে ছারখার ॥
সে আগুন ভয়ানক, পাপের আধার ।
একবার জ্বলে যদি, নিবিবেনা আর ॥
যে প্রকার দাবানল, হইয়া উদয় ।
গহন দহন করি, তবে শেষ হয় ॥
সেপ্রকার, এ অনলে, অশেষ অহিত ।
পোড়াবে তোমারে ভাই, স্বগণ সহিত ॥
ধন, মান, যশ, ভাগ্য, আর নাহি পাবে ।
একেবারে সমুদয়, উড়ে পুড়ে যাবে ॥
তোমা বোলে শুধু নয়, শুন বলি সার ।
যে তোমার মতে চলে, সর্ব্বনাশ তার ॥
বিধি বটে, বাহুবলে, বৈরি বশ করা ।
তার পক্ষে বিধি এই, পালে যেই ধরা ॥
বাহুবল বিধি নয়, তোমায় আমায় ।
মরুক্, করুক্, রণ, রাজায় রাজায় ॥
পরস্পর রাজী যদি, প্রেমভাবে রয় ।
ছলে বলে কেহ কারো, রাজ্য নাহি লয় ॥
ভূপে ভূপে ভ্রাতৃবৎ, হোলে ব্যবহার ।
এ জগতে তার চেয়ে, সুখ নাহি আর ॥
পরস্পর দ্বেষ করি, ধরি রণবেশ ।
ধন, প্রাণ, মান নাশ, সর্ব্বনাশ শেষ ॥
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, শাস্ত্রে এই কয় ।
সে ভোগের ভোগে কত, পাপভোগ হয় ॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির, পুণ্যশীল যিনি ।
রাজ্যলোভে কত পাপ, করিলেন তিনি ॥
দ্রোণ গুরু বিনাশের, হইয়া কারণ ।
সেই পাপে নৃপতির, নরক দর্শন ॥
বিরাটের বাসে গিয়া, মিছা কথা কোয়ে ।
রহিলেন পাঁচ ভাই, দ্রৌপদীরে লোয়ে ॥
বহু বধ গুণধাম, রাম রঘুবর ।
ধর্ম্মশীল জন্মে নাই, আর যার পর ॥
সেই রাম নিজ কার্য্য, করিতে সাধন ।
বিনা-দোষে বধিলেন, বালির জীবন ।
বিভীষণ সহ কত, করিয়া মন্ত্রণা ।
বধিলেন দশাননে, করি প্রতারণা ॥
যত ভূপ, এইরূপ, অপরূপ কথা ।
তথা তথা পাপ আছে, রাজ্যলোভ যথা ॥

মীমাংসানুগতামতি ।

হে প্রিয়-পাখি ক্ষমে !—যেমন পিপাসাতুর চাতকপক্ষী বারিধরের বদন-বিগলিত-বারিবিন্দু-পতন-প্রত্যাশায় প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে থাকে, ঐ দেখ সই, আমাদের মহারাজ তোমার আগমনের প্রতি সেইরূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যাও, তুমি এখনিই তাঁহার নিকটে গমন কর ।

ক্ষমা ।

মহারাজ বিবেকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক ।

মহারাজ ! এই আমি তোমার দাসীর দাসী,—বহু দিনের পর অদ্য চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, আমাকে কেন ডাকিয়াছেন, আজ্ঞা করুন ? ।

বিবেক ।

ক্ষমা !—এসো এসো, এই আসনে বোসো । কেমন্ ভাল আছতো ।

আমি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম,—উপস্থিত সংগ্রামে দুরাচার মহামোহের সেনাপতি

াপাত্মা ক্রোধকে কেবল তুমিই রাজয় করিতে পারিবা।

ক্ষমা।

আহ্লাদ পূর্ব্বক।

মহারাজ! যদি অনুমতি করেন বে আমি এই দণ্ডেই মহামোহকে রাজয় করি, ক্রোধ,—সেটা আর কে? আমি তাহাকে লক্ষ্যও রিনা. যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, র্য্য সম্বন্ধে জোনাকীপোকা, হস্তির ম্বন্ধে পিপীলিকা, পর্ব্বত সম্বন্ধে তৃণ, ইরূপ আমার সম্বন্ধে ক্রোধ!

যেমন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুরাত্মা হিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, ইরূপ আমি এই অধর্ম্মচারি পাকারি, যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মসংহারি জ্ঞ ন ক্রোধকে নিপাত করিব।

বিবেক।

হাস্যবদনে।

ক্ষমা,—তুমি ক্রোধকে কি উপাজয় করিবে, বল শুনি।

ক্ষমা।

আমি ধৈর্য্য, সহ্য, ক্ষমা, অহিংপ্রণয়, আহ্লাদ, সুসন্তোষ, প্রিয়াষ, ইত্যাদি প্রকার বাণের দ্বারা ক্রোধকে সংহার করিব।—যে ব্যক্তির রূপ স্বভাব তাহার সহিত সেইরূপ বহার করিলে আর কি প্রকারে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে?—মি মানবের মনে এরূপে বিহার রিব,—সকলে যেন গুরুতর-অনিকারি ব্যক্তিকে ইষ্টকারি ইষ্টদেবের ন্যায় ভক্তি করে।—অপরাধিদিগর কোন অপরাধ না লইয়া তিরারের বিনিময়ে প্রসন্নতা পূর্ব্বক ন যথা-সম্ভব পুরস্কার করে। প্রতিাগি প্রতিপক্ষ জনের প্রতিপত্তি ইলে অকপটচিত্তে যেন আহ্লাদ কাশ করে। কোনমতেই যেন মনে ংসার উদয় না হয়। যাহারা খড়্গস্ত হইয়া প্রহার করণে উদ্যত হই- হাস্যবদনে নত হইয়া তাহার নিট কাতরতা ও বিনয় প্রকাশ করিবে,—মূর্খজনকে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিবে,—অহঙ্কারির নিকট নিরন্তর নম্রতাই প্রকাশ করিবে,—অকপট প্রণয়পাশে সকলকেই বদ্ধ করিবে. সম্যগ্রূপে এই প্রকার সাধুব্যবহার করিলে শুদ্ধ ক্রোধ বলিয়া নহে, হিংসা, কটুবাক্য, মত্ততা, অহঙ্কার, ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাবতেই পরাজিত হইবে।

গীত।

রাগিণী রামকেলী। তাল ঠুংরি!

শুনহে, সুজনরাজ, মানস আমার।
ছাড় ছাড় দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কার॥
কৃপাজলে স্নান কর, বিরাগ বসন পর,
ধর ধর অঙ্গে ধর, ক্ষমা অলঙ্কার।
ভয়ানক এই ক্রোধ, রাখেনা পদার্থ-বোধ,
উপরোধ অনুরোধ, করে পরিহার।
ক্রোধের অধীন যারা, আঁখি থেকে অন্ধ তারা,
ভ্রমে কভু হিতাহিত, করেনা বিচার॥ ১
মরি মরি আহা আহা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, গুণ যাহা,
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেখো একবার।
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকর দুঃখহর,
যত পার, তত কর, পর উপকার॥ ২
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাষ, সদালাপ সুসম্ভাষ,
সকলে সমান ভাবে, সদা সদাচার।
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ,
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার॥ ৩

বিবেক।

পুনঃপুনঃ সাধুবাদ।—তুমি ধন্যা, তুমি ধন্যা। আমি অদ্য তোমাকে কেবল ক্রোধের পরাজয় নিমিত্তই নিযুক্ত করিলাম।

ক্ষমা।

যে আজ্ঞা মহারাজ,—আমি দুরাত্মা ক্রোধকে এখনিই গিয়া সংহার করি।

[তদনন্তর ক্ষমা রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন]

বিবেক।

হে মীমাংসানুগতামতি!—লোভের পরাজয় জন্য তুমি শীঘ্রই সন্তোষকে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি।

যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনিই গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনি।

কিঞ্চিৎকাল পরে মীমাংসানুগতামতি সন্তোষকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন।

সন্তোষ।

বক্তৃতাছলে গীত।

রাগিণী ললিত। তাল তেওট!

এই ভবে, এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কার তরে, লোভ ভরে, কর ধন ধন?॥

ধূয়া।

ভ্রমেতে ভোগিছ দুখ, কারে বলে সত্য সুখ,
না পাইলে একটুক, সার আস্বাদন।
সদা সেই উপাসনা, কিসে পাবে রূপা, সনা,
কতবেশে, কত দেশে, করিছ ভ্রমণ॥
শীত, বৃষ্টি ভয়ঙ্কর, খরতর রবিকর,
শরীরেতে নিরন্তর, করিছ ধারণ।
খনি কেটে অস্ত্র ধরি, পাতালে প্রবেশ করি,
সমুদ্রে চালায়ে তরি, অর্থ আহরণ॥
পর্ব্বতে মারিছ লাপ, অনলে দিতেছ ঝাঁপ,
বিষ-লোভে, মেরে সাপ, পাপ আচরণ।
হইয়া লোভের বশ, হারাইলে তত্ত্বরস,
সবে করি অপযশ, কহে কুবচন॥
জ্ঞাতি, বন্ধু, সহোদর, সকলে বঞ্চনা কর,
ছলনাতে নিরন্তর, হর পরধন।
নাহি দয়া, নাহি ধর্ম্ম, নাহি পাও সার শর্ম্ম,
ভুলে মর্ম্ম, অপ্রকর্ম্ম, করিছ সাধন॥
কত ভাব ধরিতেছ, ধন প্রাণ হরিতেছ,
কত কষ্টে মরিতেছ, লোভের কারণ।
লোভের কিঙ্কর যেই, নরকের চর সেই,
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন॥
পাপেপেট পূরিতেছ, দুখে সদা ঝূরিতেছ,
দিবা নিশি ঘূরিতেছ, ধনির ভবন।
কলেবর জর জর, ভয়ে প্রাণ থর থর,
যাচকের সমাদর, হয় কি কখন?॥
পরাধীন চিরদিন, তারে বলি চিরদীন,
অধীনের কবে হয়, সুখ সংঘটন।
কেহ নাহি করে মান, ঘরে পরে অপমান,
অভিমানে ম্রিয়মান, মলিনবদন॥
কোথাও না মুখ পাই, যার কাছে ধন চাই,
সেই বলে দূর ছাই, দূর অভাজন।
লোভমদে মত্ত হোয়ে, ধনীর অধীনে রোয়ে,
প্রতিদিন করে যেই, পরান্ন ভোজন॥
অধিক কি কব আর, বিড়ম্বনা বিধাতার,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, ধিক্ রে, জীবন।
পরভোজী যারা হয়, তারা যদি বেঁচে রয়,
কে তবে গিয়েছে বল, শমন সদন?।
স্বাধীনতা নাই যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
মরণ বাঁচন তার, বাঁচন মরণ।
পরবাসে বাস করি, পর অন্নে পেট ভরি,
প্রতিদিন খায় যেই, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
তারে কি ভক্ষণ বলি, সে নয় ভক্ষণ বলি,
বলি রে, ভক্ষণ বলি, কাকের ভক্ষণ।

সাধু সাধু বলি তারে, নাহি যায় পর-দ্বারে,
শুনিতে না হয় যারে, পরের গঞ্জন।
দীনতা সুখ লোয়ে, আপনার গৃহে রোয়ে,
যথা কালে শাক অন্ন, যে করে ভোজন।
দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, পিটে, তার কাছে নহে মিটে,
মোটা ভাতে, লুন্ ছিটে, অমৃত-ভোজন।
সফল তাহার দেহ, তার সম নাহি কেহ,
পরাধীন কোন দিন, না হয় যেজন।
লোভ করি পরাজয়, সভাবে সন্তোষে রয়,
মহাশয় সদাশয়, সাধক সুজন।
এমন স্বভাব যার, সে পেয়েছ বস্তু সার,
দাস হোয়ে আমি তার, পূজিব চরণ॥

আর এক দিগে দৃষ্টি করিয়া।

এই ভবে এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কার তরে, লোভ-ভরে, কর ধন ধন?॥

ধূয়া।

ওরে লোভ মনোচোর, মন থেকে সর সর,
দুরাচার মর মর, কররে গমন।
আশাপথ এঁচে এঁচে, দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে,
কি সুখে ফরিস্ বেঁচে, শরীর ধারণ?॥
হায় আমি কোথা যাব, কোথা গেলে ধন পাব,
হা ধন, জো ধন, মুখে, ভুলে নিত্যধন।
আশা জলে খেয়ে খাবি, বল দেখি কোথা যাবি,
তখন্ কি ধন পাবি, হইলে নিধন?॥
দেবের ধন লও, স্বর্গের ঈশ্বর হও,
সে ধনের ভোগ তোর, হবেরে কখন?।
বিষম বিকট-বেশ, জরা করে আয়ু শেষ,
ধরিয়া মাথার কেশ, রয়েছে শমন॥
ভূপতি, অনল চোরে, ধন যদি লয় হোরে,
শোকে শেষ যাবি মোরে, করিয়া রোদন॥
মনেতে না হয় সুখ, কেবল বাড়ায় দুখ,
কিছুতেই আশা নাহি, হয় নিবারণ॥
আশাভঙ্গে মনস্তাপ, সেই তাপ ঘোর তাপ,
ভুগিতে পাপের ভোগ, নরকে গমন॥
তাই বলি যত নর, পাপ লোভ পরিহর,
নিরাশায় সুখে কর, ভবে বিচরণ॥
নিরাশার হোলে দাস, থাকিবেনা অভিলাষ,
সশরীরে স্বর্গবাস, গেলে পরে বন॥
রহিবেনা কোন দোষ, শিবময় আশুতোষ,
প্রতিক্ষণ পরিতোষ, প্রেম আলাপন॥
বাসবের স্বর্গবাস, রথ, বাজী, দাসী, দাস,
বিভব সম্ভোগে কিছু, নাহি প্রয়োজন॥
ধরাতে কি নাই স্থল, নদীতে কি নাই জল,
বনেতে কি নাই ফল, বল ওরে ধন॥
ইন্দ্রধাম তরুতল, চারু শয্যা দুর্ব্বাদল,
খেয়ে ফল, নদী জল, করিব ভোজন॥
বস্ত্র আছে বৃক্ষ ছাল, বাদ্য আছে নিজগাল,
নেচে গেয়ে সুখে কাল, কররে যাপন॥
সন্তোষ যাহার মনে, সে-কি মুগ্ধ হয় ধনে,
তৃণ সম জ্ঞান করে, এতিন ভুবন।
গেলে এই পাপ আশা, আর নাই পুন আশা,
আশাবাসা ভেঙে চল, নিত্য নিকেতন॥

বড় হবেতো ছোটো হও।

পদ্য।

মনে কর কি আশায়, আসিয়াছ ভবে।
এসেছ, বসেছ বটে, যেতে শেষ হবে॥
এখনো পড়নি, পাঠ, হাতেখড়ি সবে।
একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, কবে আর কবে?॥
ভেবেছ কি চিরদিন, এই ভাবে রবে।
তুমি, আমি, তিনি উনি, একরূপ সবে॥
বড়বোলে পরিচয়, দিয়ে বড়-রবে।
অহঙ্কার ভার, আর, কত দিন ববে?॥
আমি কব, আমি বড়, পরে নাহি কবে।
বড় যদি হোতে চাও, ছোটো হও তবে॥

যেজন সুজন সদা, স্বভাবে সন্তোষ।
সুখে পরিপূর্ণ তার, হৃদয়ের কোষ॥
কিছুতেই রোষ নাই, নাই মুখশোষ।
দীন হোয়ে দিন কাটে, দূর করি দোষ॥
অপার-আনন্দরসে, ভাসে চিরকাল।
বাহিরে দীনের ভাব, মনে মহীপাল॥
ধূলায় শয়ন করি, সুখে নিদ্রা যায়।
কিছু মাত্র দুঃখ বোধ, নাহি হয় তায়॥
নাহি চায় মনোহর, বাস আর বাস।
সরল অন্তরে করে, তরুতলে বাস॥
মনেতে নালিন্য নাই, মলিন-বসনে।
যাহা পায় তাহা খায়, পুলকিত মনে॥
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই অভিমান।
পরের সুখেতে সুখী, হরের সমান॥
জীব হোয়ে শিব সেই, সদা শিবময়।
কিছুতেই ভার কভু, অশিব না হয়॥
সন্তোষের সঞ্চার, যাহার মনে নাই।
তাহার নিকটে সুখ, নাহি পায় ঠাঁই॥
রত্নাকরে যত রত্ন, করিয়া গ্রহণ।
তার সহ যোগ করি, কুবেরের ধন॥
স্বর্গ আদি যেখানেতে, সম্পদ যা আছে।
সকল একত্র করি, দেহ তার কাছে॥
আকাশের চাঁদ ধোরে, হাতে দেও তার।
তথাচ হবেনা মনে, সুখের সঞ্চার॥
ক্রমেতে ঘুরিবে মন, উপরে উড়িয়া।
বাসনা ছুটিবে তার, আকাশ ফুঁড়িয়া॥
অতএব প্রিয়গণ, স্থির রাখ ভাব।
কিসের অভাব বল, কিসের অভাব?॥
সভাবে সন্তোষ ধন, স্বভাবে রাখিয়া।
পুলকে পূরিত হও, ভূলোকে থাকিয়া॥
মেলে আঁখি, দেখদেখি, চারিদিক্ চেয়ে।
এ জগতে কিছু নাই, সন্তোষের চেয়ে॥

এ জগতে লোভশীল, যত জন আছে।
বল দেখি, কার কোথা, হিত ঘটিয়াছে?॥
এই লোভে কত জন, করে কত পাপ।
এই লোভে কত জন, পায় কত তাপ॥
এই লোভে কত শত রাজপরিবার।
ধনে জনে, একেবারে, হোলো ছারখার॥
লোভ হোলে, কারো কাছে, থাকেনাকো মান।
ঘরে পরে সবে তার, করে অপমান॥
অতএব ভাই সব, উপদেশ ধর।
মনেরে প্রবোধ দিয়া, লোভ পরিহর॥
আহারের লোভে পোড়ে, হোয়ে বোধহীন।
বড়শীর মুখে বিঁধে, মারা যায় মীন॥
না যায় লোভের ক্ষোভ, যদি যায় প্রাণ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, বিধির বিধান॥

ওহে লোভ! প্রবিপাত, তোমার চরণে।
দিবা নিশি অন্ধ জীব, তোমার কারণে॥
স্বভাবে প্রভাব ধরি, তুমি পাও যাকে।
হিতাহিত বোধ তার, কিছু নাহি থাকে॥
কোথায় তোমার সীমা. ক্রমে বাড়ে আশা।
কিছুতে না শেষ হয়, তোমার পিপাসা॥
জলধির জলে ডুবে, পেতে পারি থাই।
ভাবিলে ভবের ভাব, নিরূপণ পাই॥
কত দূর উপরেতে, আছে প্রভাকর।
কত দূর বিস্তারিয়া, প্রকাশিছে কর॥
রবি ছবি মাঝে শশী, কিরূপেতে রয়।
এ সকল বিচারেতে, নিরূপণ হয়॥
কতরূপে কত ভাবি, নাহি হয় স্থির।
কত দূর ব্যাপিয়াছে, লোভের শরীর॥
এই লোভে রাবণের, হোলো সর্ব্বনাশ।
এই লোভে কুরুকুল, হইল বিনাশ॥
এই লোভে কত দেশ, গেল ছারখার।
এই লোভে চিরদুখি, কত পরিবার॥
এই লোভে কত রাজা, রাজ্যভোগ করে।
এই লোভে কত বীর, আপনিই মরে॥
এ লোভের অধীন যে, হয় একবার।
চিরকাল শুধু তার, হাহাকার সার॥
এ লোভে পণ্ডিত কত, স্বভাবে না রোয়ে।
ভুগিলেন রাজদণ্ড, অপমান হোয়ে॥
কত কত বীরগণ, এই লোভ কোরে।
অবিহিত আচরণে, ক্ষোভে যান মোরে॥
ধরাতে এ লোভ অতি, প্রবল এখন।
বাধিয়াছে ঘোরতর, ভয়ঙ্কর রণ॥
জয়-লোভে বীর সব, ছাড়িয়াছে ভয়।
কি হয়, কি হয়, লোভে, কি হয়, কি হয়॥
এ লোভের ভাব দেখে, মনে হয় ত্রাস।
একেবারে করে বুঝি, সকল বিনাশ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ, নাহি ভাবে কেউ।
লোভের সাগরে ডুবে, গণিতেছে ঢেউ॥
পুত্রশোকে কত পিতা, করে হাহাকার।
ছারখার হোয়ে গেল, কত পরিবার॥

কাঁদিছে দুধের শিশু, পিতার কারণ।
আহা,তার, হাহাকার, কে করে বারণ?।
জননী কাতরে কাঁদে, করি হায় হায়।
প্রাণের কুমার মোর,গেলিরে কোথায়!।
পতি-শোকে সতী কাঁদে,প্রাণে যায় মারা।
কে আর মুচিবে তার, নয়নের ধারা॥
ভাই কাঁদে, বন্ধু, কাঁদে, কাঁদে আর সবে।
গগন ভরিয়া গেল, হাহাকার রবে॥
শুন শুন বীরগণ, করি নিবেদন।
স্থির হও, স্থির হও, ছাড় ছাড় রণ॥
জ্বোলেছে আগুণ অতি, হোয়ে বলবান।
শান্তি জল দিয়া তারে, করহ নির্ব্বাণ॥
যা হবার হইয়াছে, আর কেন দ্বেষ।
প্রেমভাবে রক্ষা কর, নিজ নিজ দেশ॥

—৪—

ধন আর পদ, ভাব, ধুলার সমান।
পদে আর ধনে কেন,কর অভিমান?॥
চিরদিন সম-সুখে, যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কত, আপনার নয়॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কিরূপে হবে, সম্পদ তোমার?॥
নগ নিবাসিনী নদী-নীর যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রখর বেগ, পরে নাই আর॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল কমনীয়, পরেতে কুরূপ॥
অতএব ছাড়ো ছাড়ো, ছাড়ো, অহঙ্কার।
চিরকাল নাহি রবে, যৌবন তোমার॥
জলবিম্ব যে প্রকার, স্বভাবে চঞ্চল।
নিয়ত লহরীলীলা, করে ঢল ঢল॥
শুনেতে চমৎকৃত, অস্থির এ নীর।
কখন্ শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির॥
সেইরূপ আয়ু বায়ু, এই দেহবাসে।
এখনি উড়িয়া যাবে, শেষের নিশ্বাসে॥
জীবনের ফেনা সম, জীবের জীবন।
কখন্ বিলয় হবে, নাহি নিরূপণ॥
হায় হায়, কারে কব, মনের বচন?।
চেতনের একবার, না হয় চেতন॥
প্রতিদিন দেখিতেছে, এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই, পরে নেই আর॥
এই, এই, এই, এই, এই হয় সেই।
সেই সেই, সেই সেই, এই এই এই॥
সকলি অসার ভবে, কি ভেবেছে সার?।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিস্কার॥
এখনো না হয় যদি, ধর্ম্মে অধিকার।
চরমে করিতে হবে, শুধু হাহাকার॥
তখন্ না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হোয়ে, শোকের অনল॥
অতএব জীবগণ, উপদেশ লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রহ॥
তাহে আর নাহি রবে, শেষের সে ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময়॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ওহে মানস আমার!—বারবার, কেন আর,
কর মিছে হাহাকার।
পাপ-আশা তুষা-কৃশা,হোলোনা তোমার॥
আশাতেই বাড়ে আশা, আশাতেই হয় আসা,
আশা নাশা কর্ম্মনাশা, নদী, হও পার॥
যত দিন রবে আশা, তত দিন ভবে আসা,
ভাঙিলে আশার বাসা, আসা নাই আর॥
আশাতেই এত রোগ,আসাতেই এত ভোগ,
আশায় আসার যোগ, হয় বার বার।
এ আশার হোলে শেষ, চোলে যাবে নিজদেশ,
স্বরূপে স্বভাব পেয়ে, করিবে বিহার॥

মীমাংসানুগতাগতি।

হে ভাই সন্তোষ!—ঐ দেখ,আমারদিগের ধীরাজ, বিরাজ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বেই তাঁহার নিকট গমন কর।

সন্তোষ।

বিবেকের সম্মুখে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক।

মহারাজ! আমি সন্তোষ।—আপনার চরণসেবক, আজ্ঞা করুন, এই অধীনকে কেন ডাকিয়াছেন?।

বিবেক।

তোমার পরাক্রম আমি বিশিষ্ট-রূপেই জ্ঞাত আছি, বিলম্বে বিঘ্নসম্ভাবনা, তুমি এখনিই বারাণসীধামে গমন করিয়া দুর্নিবার দুরাচার লোভকে পরাজয় কর।

সন্তোষ।

হাস্যবদনে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া।

যে আজ্ঞা মহারাজ!—যেমন রঘুকুলতিলক পতিতপাবন রঘুনাথ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসপতি দশমুখ রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপে অতি শীঘ্রই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্নকর ত্রিলোকবিজয়ী অবাধ্য লোভকে প্রচুর পরাক্রমে পরাভব পূর্ব্বক চূর্ণ করিব!

তদনন্তর সন্তোষ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

শুভলগ্ননির্ণয়কারিগণক।

মহারাজের জয়জয়কার। আপনি সর্ব্বজয়ী এবং চিরজীবী হউন। জগদীশ্বর সর্ব্বতোভাবেই আপনার মঙ্গল করুন।

আমি শুভলগ্ননির্ণয় পূর্ব্বক আগমন করিলাম,—বিজয়প্রস্থানে সমুদয় মাঙ্গলিক-দ্রব্য স্থাপিত হইয়াছে, বারবেলা উত্তীর্ণ হইয়াছে,এই সময়েই ৺বারাণসী ধামে শুভযাত্রা করুন। এই লগ্নে গমন করিলে আপনি নিশ্চয়-রূপেই জয়ী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিবেক।

ওহে গণক ঠাকুর!—তবে তুমি এইক্ষণেই সেনাপতি সকলকে সুসজ্জীভূত হইয়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেও।

গণক।

যে আজ্ঞা মহারাজ!—তাঁহারা তাবতেই শুভসজ্জা করিতেছেন।

তদনন্তর গণক নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল।

আনন্দ কোলাহলসূচক বাদ্য গীত।

জয় জয় জয় রাজা, বিবেকের জয়।
বিবেকের জয়, রাজা বিবেকের জয়॥
একেবারে শত্রু সবে, হবে পরাজয়॥
জয় জয় হর স্মরহর, জয় হয় হরি মুরহর,
শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা কর, আর কারে ভয়॥ ১
ধাদ্ধা ধাদ্ধা,-ধদ্ধড় ধদ্ধড়, তিত্তা তিত্তা,-
তত্তড় তত্তড়, দ্দদ্দ দ্দদ্দ,-দ্দদ্দড় দ্দদ্দড়,
বাদ্য রণজয়। ২
ভঁঃভুভঁ-ভঁভুভঁ, ভম্ভম ভম্ভম, পঁপ্প পঁপ্প,
পম্পম পম্পম, ধুদ্ধু ধুদ্ধু,-ধদ্ধম ধদ্ধম,--
ভেরী নাদ হয়॥ ৩
পর পর পর,বস্ত্র পর, ধর ধর ধর,অস্ত্র ধর,
কর কর কর সজ্জা কর, রথ, গজ, হয়॥ ৪

রথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে,—সমুদয় সমর-সামগ্রী সম্বলিত যোদ্ধা সকল সুসজ্জীভূত।—

হে পদাতিক সৈনাগণ! তোমরা অতি সাহস পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে গমন কর,—তোমারদিগের বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে মহারাজ জয়ী হইবেন।

হে অশ্বারোহি সকল!—তোমরা অসি ধারণ পূর্ব্বক সংপূর্ণ সাহসে প্রসন্নচিত্তে পদাতিক-পুঞ্জের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাত্রা কর।—তোমরা গতমাত্রেই প্রচুর পরাক্রম প্রচার পূর্ব্বক শত্রুকুলকে সংহার করিবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই।

যাত্রাকালে সৈন্যদিগের রণমত্ততা।

সমানিকা ছন্দঃ।

বিবেক বিবেকরস। ছাড়ি যুদ্ধরসে বশ॥
সাধিতে আপন কাজ। দিলে আজ্ঞা সাজসাজ॥
আজ্ঞা পেয়ে সৈন্য সব। করে দর্পে ঘোর রব॥
বীররসে হোয়ে মত্ত না দেখে আপন তত্ত্ব॥
কেহ হাঁকে মারমার। ছাড়ে কেহ হুহুঙ্কার॥
কেহ দম্ভে দেয় লম্ফ। পাদ ভাঙে ভূমিকম্প।
আস্ফোটন বাহু শব্দ। শুনে লোক হয় স্তব্ধ।
ধায় সবে হুড়াহুড়ি। পরস্পর হুড়াহুড়ি॥
কেহ গজে কেহ রথে। কেহ অশ্বে কেহ পথে॥
কেহ অগ্রসরে বীর। পিছুপানে নাহি চায়॥
কোন বীর লোফে তীর। কেহ দেখে হয় স্থির॥
কেহ ধরে তলবার। কেহ ধরে যমধার॥
কেহ ধনু ছিল টানে। কেহ কাটয়ার হানে॥
কেহ ধায় ধরি চর্ম্ম। কেহ গাত্রে দেয় বর্ম্ম॥
জয় জয় মহারাজ। মহামোহ মুণ্ডে-বাজ॥
কোন্ ছার মহামোহ। এখনিই পাবে মোহ।
কিছু না রাখিব আর। হবে সবে ছারখার॥
এইরূপ সৈন্যে বোল। সুপ্রচণ্ড গণ্ডগোল॥
ঘোটকের পদঘায়। ধূলা উড়ে সূর্য্য ছায়॥
হোলো ঘোর অন্ধকার। নাহি দৃষ্টি কেবা কার॥
লাখে লাখ শতশত। বাজে রণ বাদ্য কত॥
তাতিন্ত্র তাতিনিখনি। উঠিছে মৃদঙ্গ ধ্বনি॥
ধুধু ধুধু ধুধু ধুরী। রণরঙ্গে বাজে তুরী॥
ভোঁভোঁভোঁবাজে ভোরঙ্গ। শব্দে শত্রু দেয় ভঙ্গ॥
রণঢক্কা জয়ঢাক। বাজে কত লাখে লাক॥
বীর বশে হয়ে ভোল। সব সৈন্য উভরোল॥
লক্ষ লক্ষ রণদক্ষ। বলেমার শত্রুপক্ষ॥
এইরূপে সৈন্য গ্রাম। চলে বারাণসী ধাম॥

বিবেক।

হে মন্ত্রি?—এসো আমরা এই মঙ্গলময় সময়ে কৃতমঙ্গল হইয়া বিঘ্নহর-সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করি,—তুমি গিয়া সারথিকে বল, যথাক্রমে রণরথ সাজাইয়া এখনি আনুক।

মন্ত্রী।

যে আজ্ঞা প্রভু,—রণরথ আনয়ন করি।

এই বলিয়া মন্ত্রী নাট্যশালা পরিত্যাগ করিলেন।

—৩—

সারথি।

হে সর্ব্বজয়ি-সর্ব্বপ্রিয় সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চিরজীবি মহারাজ! সুসজ্জা পূর্ব্বক রণরথ আনয়ন করিয়াছি, এই রথে আরোহণ করুন!

বিবেক

মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রথারোহণ।

গীত।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।

তাল একতালা।

কোথাহে হর বিশ্বেশ্বর,যেন লজ্জা নাহি পাই
রাঙ্গাপদ ধ্যান করি, কাশীধামে যাই॥
হর হর হরি হরি, মুখে শুধু জপ করি,
দুর্গানাম বল বিনা, অন্য বল নাই।
ইচ্ছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচ্ছাময়,
মনে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই।
হোলে জয় ভাল হয়, না হয়তো, নয় নয়,
পাঁচে পাঁচ হোলে লয়,পদে দিয়ো ঠাঁই।
তোমা বিনা নাহিজানি,তোমা বিনা নাহি মানি,
নিরন্তর মনে শুধু, তব গুণ গাই।
কৃপাকর কৃপাময়, আর না যাতনা সয়,
ঘুচে যাক্ ভবক্ষুধা, তত্ত্বসুধা খাই॥

—৩—

সারথি।

সুমঙ্গল যাত্রা কিবা, বামভাগে শব শিবা,
দক্ষিণদিগেতে দ্বিজ, মৃগ, গাভী যায় হে।
মহামতি সেনাপতি, সুন্দর সুগতি,
সমর অমর প্রায় হে॥

ধূয়া।

তুরগ খুরধ্বনি, খর খর খর খর,
চক্র-ঘোষিত ঘোর, ঘর ঘর ঘর ঘর,
নিশান রথোপরে, ফর ফর ফর ফর,
মনোহর কত শোভা তায় হে।
কলিত কলরব, কল কল কল কল,
সপক্ষ মুখে হাস, খল খল খল খল,
বিপক্ষ দল বল, টল টল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায় হে॥

হে মহারাজ! দর্শন করুন, দর্শন করুন। ঐ সম্মুখে মোক্ষপুরী পামরপাবনী বারাণসী। ঐ উত্তরবাহিনী সুরনদী গঙ্গা সুচারু-শৈল-নির্ম্মিত সোপান-মালায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন!—মরি মরি! এই পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় কি চমৎকারাকারা! কি সকল সুন্দর মনোহর মন্দির! হর হর শব্দে সাধকেরা কৃতার্থ হইতেছে।—ঐ ভববন্ধনছেদক সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণ করুন, আহা, আনন্দকাননে কি আনন্দ! ব্রহ্মসংগীত-দ্বারা গায়কেরা ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেছে।

হে মহারাজ!—কাশীধামের শোভা আর বর্ণনা করিতে পারিনা, উত্তর-ভাগে বরুণা দক্ষিণ-ভাগে অসী,—উভয়ে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া কি বিচিত্র লহরী লীলা বিস্তার করিতেছে! বোধ হয় ইহারা যেন তরঙ্গরূপ বেণী-শ্রেণী-লম্বিত পূর্ব্বক মহামঙ্গলময় মহাদেবের পদতলে প্রণত হইয়া কলকল কলরবচ্ছলে স্তুতিপাঠ করিতেছে। আহা!—এই পূণ্য ভূমি কি চিত্তহর নয়নপ্রফুল্লকর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ভূষায় ভূষিত হইয়াছে!—মরি মরি,—আহা, ঐ সকল অট্টালিকার উপরি ভাগে বংশলগ্ন-পতাকা সকল বায়ুভরে দোদুল্যমান হইয়া শরৎকালের নির্ম্মল মেঘান্দোলিত-বিদ্যুৎ-শ্রেণীকে যেন লজ্জা প্রদান করিতেছে!

আহা!--চমৎকার চমৎকার!--এখানকার জল বায়ু, বৃক্ষ, লতা, কোকিল, ভ্রমরাদি তাবতেই যেন পাশুপতব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বাদ্য করিতেছে,—গান করিতেছে,—স্তব পড়িতেছে।—সাধু সাধু।

গীত।

রাগিণী রামকেলি। তাল আড়া।

মহারাজ কর দরশন, জুড়ালো নয়ন।
হেরে জুড়ালো নয়ন।
আহা আহা কিবে শোভা,ত্রিভুবন মনোলোভা,
মুখে আর সরেনা বচন॥
একেবারে মুগ্ধ হোলো, প্রাণ আর মন॥
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচেগেল সব তাপ,
ভবভয় সমুদয়, হোলো নিবারণ।
যে দিগেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়া যাই,
পুন আর পারিনেকো ফিরাতে নয়ন॥ ১

স্বর্গ আর কারে বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে,
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির সদন।
আশাপাশ হরিবারে, বররূপে বরিবারে,
ভঙ্গিভরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ ॥ ২
কারে বলি হায় হায়, সুদুর্ল্লভ নরকায়,
এতদিনে হোলো তায়, সফল জীবন।
পাদপদ্মে সদাব্রত, হোয়ে তায় মধুব্রত,
গান করি মকরন্দ, করিব ভোজন ॥ ৩

বিবেক।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল ঠুংরি।

একি রে,-সেই বারাণসী!—সেই বারাণসী,
একি সেই বারাণসী?॥
একি রে,—সেই বারাণসী।
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অসী॥
পতিতপাবনী-গঙ্গা, সম্মুখে আপনি ভঙ্গা,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, লোয়ে তত্ত্বমসি॥
দেবদেব স্মরহর, পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর,
শক্তিরূপে মুক্তি যার, বামভাগে বসি॥
কীট আদি যত জীব, সকলে হতেছে শিব,
শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোশী॥
স্বর্গের অমর যত, হাহাকার করে কত,
বঞ্চিতবাসনাবিষ,—বারিনিধি পশি।
গুপ্তভাবে শোভা ধরে, অন্তরেতে আলোকরে,
নিতাপতিমির হরে, জ্ঞানরূপ শশী॥

হে সারথি!—রথ রাখ।—রথ রাখ!—যেমন চুম্বক প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে।—যেমন কাংশ্যাদি ধাতু সকল বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে।—যেমন তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তমোগুণ-বিনাশিনী আত্মজাত-পরমানন্দপ্রদায়িনী এই পবিত্র পুণ্যভূমি বারাণসী আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন।

সারথি।

জয় জয় জয় ভূপ জয় জয় জয় হে।
হইলাম কাশীবাসী, আর কারে ভয় হে॥
আপনার আগমনে শুভানন্দময় হে।
বিষাদে বিদীর্ণ হয়, বিপক্ষ হৃদয় হে॥
মহামোহ আদি কেহ, স্থির নাহি রয় হে।
ওই দেখ পলাতেছে, শত্রু সমুদয় হে॥
আর কি সে, কাম, ক্রোধ, লোভ-মোহ রয় হে।
এখনি হইবে মনে, প্রবোধ উদয় হে॥

বিবেক।

রথের গতি রোধ করিয়া।

রথ হইতে নামিয়া পূর্ণানন্দে সারথির সহিত অনাদি কেশব ও অন্যান্য দেব দর্শনে গমন।

হে প্রিয় সারথি!—দেখ দেখ-পূর্ব্বতন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এই মুক্তিদাতা মহাদেবকে বারাণসীর অধিষ্ঠাতা বলিয়া গান করেন, কাশীবাসি পুণ্যশীল জনেরা শরীর-পরিহার-পূর্ব্বক এই মহাদেবেতে প্রবেশ করেন।

সারথি।

হে প্রভো! এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য! এই সকল সেনাপতি ও সেনারা কিরূপে কোথায় অবস্থান করিবেন?।

বিবেক।

হে পাত্র! হে সারথি!—এই গঙ্গার তীরে সৈন্যগণকে শিবির স্থাপনে অনুমতি কর,--বস্তুবিচার। ক্ষমা, মৈত্রী, মুদিতা, করুণা সন্তোষ,শান্তি, শ্রদ্ধা,ইহাঁরা বিশেষ বিশেষ মহাত্মাদিগের হৃদয়মন্দিরে বাসা করুন।—আমরা এইক্ষণে ধূলিপায়ে শ্রীশ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলাম।

ভগবান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন।

অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব।

হে ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল ভগবন্!—তোমার চরণে প্রণাম করি, তুমি জয়যুক্ত হও।—হের হর! পৃথিবীর পাপ হর, তাপ হর। মহামোহপাশ হর। জীব সকলকে নিস্তার কর।

স্তব।

পজ্ঝটিকা।

জয় নারায়ণ, জয় গুণসিন্ধো।
জয় মধুসূদন জয় সুরবন্ধো॥
নরকনিবারণ-কারণ বিষ্ণো।
সুগুণ-গণার্ণব, দানবজিষ্ণো॥
মীনরূপ ধর, কূর্ম্মশরীর।
জয় শূকর নরসিংহ সুবীর॥
জয় বামন বলিবঞ্চনকারী।
জয় রাক্ষসবর কুলসংহারী।
ক্ষত্রিয়কুল বন দহন জয়েশ।
জয় হলধরপর, সুন্দরবেশ॥
বেদ বিনিন্দক জয় জয় বুদ্ধ।
মেচ্ছ নিবহ সুবিনাশন শুদ্ধ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার।
জয় বংশীবট বিপিনবিহার॥
জয় পীতাম্বরকৃতপরিধান।
জয় গোপীগণ মোহবিধান॥
জয় যমুনাতট কুঞ্জসুখেল।
গোপবধূগণ হৃতবর চেল।
জয় কংসান্তক নরক রকারে॥
পতিতং মাংমুদ্ধর সংসারে॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হে নাথ!—আমি কি জানিব মহিমা তোমার
তুমি হে তারকব্রহ্ম, সর্ব্বমূলাধার॥

ধূয়া।

তুমি হে প্রণব মন্ত্র, তোমার নাহিকো জন্ম,
ইচ্ছায় ধরিলে তনু, হরিলে ভূভার।
অবতার, অবতরী, ভব তার ভবতরী,
নানারূপে রূপ-ধরি, হয়েছ সাকার॥
মায়াময় অবনীতে, কর্ম্মিজনে জ্ঞান দিতে,
নাস্তিকেরে উদ্ধারিতে, ধরেছ আকার।
না হইলে শ্যামা, শ্যাম, তারা,রাম, বলরাম,
জগতে তোমার নাম, থাকিত না আর॥
ভক্তিহত, জ্ঞানহত, নাস্তিকের দল যত,
ইচ্ছায় করিত কত, বিষম ব্যাপার।
মায়াজালে অন্ধ হোয়ে, বাসনার বাসে রোয়ে,
কেবল মরিতো ঘুরে, হোতোনা উদ্ধার॥
তুমি হর তুমি হরি,—অপার কৃপার তরি,
কি কহিব মরি মরি, করুণা তোমার।
দান করি তত্ত্বমসি, হরিছ অজ্ঞান-মসী,
করিছ প্রবোধশশী, অন্তরে প্রচার॥
তত্ত্বজ্ঞানি জীব যারা, তত্ত্বসুধা খায় তারা,
তাদের নিকটে তুমি, নিজে নিরাকার।
পাইয়াছে দিব্যজ্ঞান, একভাবে করে ধ্যান,
জ্ঞানির কি হয় আর, ইন্দ্রিয় বিকার?॥
তব দত্ত-বোধ লোয়ে,আত্মার আত্মীয় হোয়ে,
আত্মবোধে নাহি করে, সাকার স্বীকার॥
ভিতরেতে বস্তু বোধ, যোগে হয় বাহ্যবোধ,
লোভ, মোহ, কাম,ক্রোধ,থাকেনাকো তার॥
দেবদেব, দয়াময়, দাতারাম দেহে রয়,
করিয়াছ মোক্ষময়, পুরীর সঞ্চার॥
কত মহাপাপ করে, তব নাম মুখে ধরে,
এখানে যদ্যপি মরে, তখনি উদ্ধার।
জন্ম, মৃত্যু জরা রোগ, আর নাহি হয় ভোগ,
মোরে জীব হোয়ে শিব, তোমাতে বিহার।
আমি হে কিঙ্কর তব, কি আর অধিক কব,
যা করিবে তাই হব, ইচ্ছা যে প্রকার।
ধরেছি চরণ তব, জপ করি ভব ভব,
ভবধব কৃপাভব কর ভবপার॥

সারথি সহিত অনাদিকেশবের মন্দির হইতে বাহির হইয়া সমস্ত বারাণসী ভ্রমণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে।

ওহে!—এই দেশ অতি সুন্দর,আনন্দময়, এই স্থানেই বাস করা উপযুক্ত। অতএব শীঘ্রই এই স্থলে পতাকা স্থাপন কর।

তদনন্তর মহারাজ বিবেক সারথিকে লইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

সন ১২৬৪ সাল

জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।

বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন সাহেব বিলাত গমন করেন।—রেইলওয়ে কোম্পানির দ্বারা রজনীযোগে এক অতিরিক্ত ট্রেন চালাইবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়।—বোম্বাই নগরের সাহায্যার্থ তথাকার ধনাঢ্য পার্সি মহাজন স্যার জেমসেটজি জিজিভাই একলক্ষ টাকা দান করেন—জঙ্গীপুরের এক ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।—মিরাটে সিপাহি সেনাদিগের দ্বারা ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারা সেনাপতিদিগকে সংহার পূর্ব্বক দিল্লী নগরে আসিয়া তত্রস্থ দেশীয় সেনাবলীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গুরুতর অত্যাচার প্রচার করত বহু ইংরাজ ও বিবি, বালক এবং বালিকাগণের প্রাণ বিনাশ করে।—৩৪ গণিত সিপাহি সেনারা রাণীগঞ্জ লুঠ করে।—দিল্লীস্থ বিদ্রোহিরা তথাকার বৃদ্ধ বাদশাহের কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া নিকটস্থ সকল গ্রাম লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়।—কলিকাতার টৌন মেজর সাহেব দুর্গ দ্বারে দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত করেন।—আগারদিগের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সেনাদলের ও প্রজামণ্ডলীর বিজ্ঞাপনার্থ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে কুচক্রকারী লোকেরা মিথ্যা জনরব উপস্থিত করিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করণে উদ্যত হইয়াছেন, ঐ জনরব কিছুই সত্য নহে।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা কলিকাতার শিল্প-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩৫০ টাকা প্রদান করণের অনুমতি প্রেরণ করেন।—রাণীগঞ্জ হইতে পদচ্যুত সিপাহি গণ সাঁওতাল দলের অধ্যক্ষদিগকে ব্রিটিস বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান নিমিত্ত পত্র লেখে।—সিপাহি সেনাদিগের দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও সাহায্য প্রদান নিমিত্ত নগরবাসি হিন্দু মহাশয়গণ ও ফরাসি এবং আমেরিকান প্রজারা প্রকাশ্যরূপে সভা করত বিবিধ প্রস্তাব ধার্য্য করেন।—কলিকাতা রাজধানী মধ্যে বিদ্রোহানল উপস্থিত হইবার জনরব হয়।—সাহেবেরা পিস্তল বন্দুক ক্রয় করত রণসজ্জায় সজ্জিত হন।—পাতিয়ালা ও গোয়ালিয়র রাজ্যেশ্বরেরা বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাহায্যার্থ কয়েকদল সৈন্য প্রেরণ করেন।—যোধপুর রাজ্যের গান্নুর নামক স্থানের গড়ের মহান্ত রীতমত রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হওয়াতে যোধপুরাধীশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহাতে মহান্ত ভীত না হইয়া দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন।—কলিকাতা নগরস্থ ফ্রিমেসন সাহেবেরা বিদ্রোহ নিবারণার্থ বলণ্টিয়ার দলভুক্ত হইয়াছেন।—ফিরোজপুর, কাণপুর, অম্বালা, মিনমিয়ার, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, বারাণসী ইত্যাদি সকল স্থানেই অবোধ সিপাহি সেনারা বিদ্রোহোপস্থিত করিয়াছে।—স্যার জন লারেন্স সাহেব অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক দুরাত্মাকে হত করিয়াছেন, স্যার হেনরি লারেন্স সাহেব পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইয়া আপনার অধীনস্থ সিপাহি সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন।—নগরবাসি বেশ্যাদিগের স্বতন্ত্র বাস নিরূপণের উদ্যোগ হয়।—৯ গণিত দেশীয় সেনারা আলীগড়ের দুর্গ অধিকার করে। মেইনপুরের উক্ত দলের অবশিষ্ট সেনারা বিদ্রোহ উপস্থিত করে।—বাষ্পীয় জাহাজারোহণে অনেক গোরা সৈন্য কলিকাতায় আসিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে গমন করে।—বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা সাহায্য প্রদানাভিপ্রায়ে যে আবেদন পত্র প্রদান করেন গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।—আগ্রার সেনারা অর্থ লইয়া মথুরা গমন করত সেনাপতি সাহেবকে সংহার পূর্ব্বক তিন লক্ষ টাকা অপহরণ করিয়াছে।—কশুলি পর্ব্বতে গুরখা সেনারা বল দ্বারা ধনাগার ভঙ্গ করত আগারদিগের বেতনের টাকা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেনাপতি সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া অন্য সেনাপতি সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা সিপাহিদিগের ন্যায় বিদ্রোহী হয় নাই।—হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর আপনার অধিকার মধ্যে দৃত্য বাণিজ্য রহিত করণের উদ্যোগ করিতেছেন।—বারাকপুরস্থ ৭০ গণিত দেশীয় সেনারা বিপক্ষ দমনে গমনার্থ উদ্যত হওয়াতে গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহারদিগকে অনেক আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।—বর্দ্ধমানস্থ প্রজাদিগের প্রতি অতিরিক্ত টেক্স নিরূপিত হয়।—ঢাকা নগরবাসি সকলেরা অতিশয় গর্ব্বিত হওয়াতে তথায় সৈন্য প্রেরিত হয়।—অযোধ্যা রাজধানীতে সিপাহি সেনারা বিদ্রোহি হওয়াতে স্যার লারেন্স সাহেব তাহারদিগকে বিলক্ষণ সুশাসিত করেন।—রাজবিদ্রোহি সেনা ও অপরাপর ব্যক্তিগণ যাহারা রাজবিরোধি হইবেক ও তাহারদিগের সাহায্য করিবেক, ঐ সকল ব্যক্তিদিগের দমনার্থ ও দণ্ড বিধান নিমিত্ত এক নূতন আইন প্রকাশ হয়।—গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার পদে আপাততঃ হুইলিয়র সাহেবকে নিযুক্ত করেন।—প্রধান সেনাপতি জেনরল আনসন সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রমণে পরলোক গমন করেন, জেনরল বোনাড সাহেব প্রতিনিধিরূপে তৎপদাভিষিক্ত হন।—জেনরল এসেমব্লি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ বাঙ্গালা অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন।—বারাণসী নগরে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহিদিগকে বিশেষরূপে শাসন করে।—কলিকাতা নগরবাসি সাহেবেরা অস্ত্র ধরিয়া বলণ্টিয়ার দলভুক্ত হইয়াছেন।—গবর্ণমেণ্ট বারাকপুর ও কলিকাতাস্থ সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন।—গবর্ণমেণ্ট ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিবারণ করণার্থ এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য গৃহে এরূপ এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মৃত দয়ালচাঁদ ধর যিনি ইতি পূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার কলুটোলায় বাস করিতেন, এবং একজন কেবিনেট মেকর অর্থাৎ কৌটা কেদারা প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার বিষয়াদির লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান অর্থাৎ ঐ বিষয়াদির মধ্যে যে কোম্পানির কাগজ যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের দেনা

খত নামে বিখ্যাত আছে এবং যাহা
র যে সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবেক তাহা
র প্রতি কর্ত্তৃত্ব করণের ভার উক্ত
মৃত ব্যক্তির বিষয়াধিকারি পুত্র রাজ
নারায়ণ ধর, শ্রীনাথ ধর, দীননাথ
ধর এবং তুলসীদাস ধরের প্রতি
সমর্পিত হইবেক।

G. O. BEEBY,
Proctor.
জি, ও, বিবি।
উকীল।

নং ১ ষ্ট্রাণ্ড রোড।
৬ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন
সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ে
অদ্য তারিখে এরূপ এক আবে
দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহান
গর কলিকাতার আহিরীটোলা নিবা
সি মৃত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বিষয় ও বিভবাদির লেটার্স অফ
এডমিনিস্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণে
র উক্ত স্থান নিবাসনী শ্রীমতী প্রসন্ন
ময়ী দেবীর প্রতি সমর্পিত হইবেক,
যহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির শ্বাশুড়ী
হয়েন, উক্ত আবেদনপত্রের তারিখ
১০ জুন এক হাজার আট শত সাতা
শ্রীষ্টাব্দ।

ANLEY & SIMS,
Proctors.
এন্‌লি এণ্ড সিম্‌স।
উকীল।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকল
কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহা
নগর কলিকাতার শ্যামবাজার নি
বাসি মৃত দীনবন্ধু পাল যিনি এক
জন হিন্দু প্রজা ছিলেন, দোকানদা
রের কার্য্য করিতেন, তাঁহার বিষয়
ও বিভবাদির প্রোবেট অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব
করণের ভার তাঁহার শেষ উইল
অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র প্রমাণে
সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট
উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম
কোর্ট নামক বিচারালয়ের অনুমত্য
নুসারে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি
কোতরঙ্গ নামক স্থান নিবাসি রাজ
চন্দ্র সুর এবং মহানগর কলিকাতার
শ্যামবাজার নিবাসি নবীনচন্দ্র পা
লের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু
তাঁহারা মৃত ব্যক্তির উইল পত্রে তাঁ
হার বিষয়াদির আছিরূপে উল্লেখিত
হইয়াছে, অতএব মৃত ব্যক্তির বিষ
য়াদির প্রতি যাঁহারদিগের কোন
পাওনা আছে তাঁহারা উক্ত অছি
দিগকে তাহা জানাইবেন, এবং যাঁ
হারা মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণি আছে
ন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহারদিগের
নিকটে আপনাপন ঋণ পরিশোধ
করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON,
Proctor.
টি, সেরিংটন।
উকীল।

কলিকাতা।
১২ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

চেম্বর্স রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজের ইং
রাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত
করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্ত
ক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হই
তেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,
যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহা
রা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ
হিন্দুপেটিয়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব
করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার
আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্র
য়ার্থ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত
আছে।

৺ ভারতচন্দ্র রায়গুণা করের জীবন চরিত।	……১৲
সংকেতিহাস	…. ॥০
চিত্তবিলাসিনী	…. ।০
সীতাবিলাপ লহরী	…. ॥০

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ॥০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্তংভ্রাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তদ্বিরেফাযনং ॥

৫৮৪৯ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ১৬ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

চেম্বর্স রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজের ইং
রাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত
করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্ত
ক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হই
তেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,
যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহা
রা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ
হিন্দুপেটিয়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব
করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার
আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ প্রভাকর

৩ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই রাজ্য সুসভ্য ব্রিটিস জাতি
র শাসনাধীন হওনাবধি প্রজারা বি-
বিধ বিষয়ে সুখানুভব করিতেছেন
একথা বিজ্ঞ লোক মাত্রেই স্বীকার
করিবেন, রাজশাসন শৃঙ্খলায় সকল
লোকেই এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছে
ন, নিরুদ্বেগে সময় সম্বরণ করিতেছেন,
এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অবনী
র সকল স্থানের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হই
তেছেন, সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুন্দর
পথ ও অন্যান্য উপায় সকল নিরূপি
ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে রাজপ্রহরি
সকল নিযুক্ত হইয়া পান্থগণের ধন
প্রাণ রক্ষা করিতেছে, আতপ তাপে
সন্তপ্ত জনের শ্রান্তি নিবারণ নিমিত্ত
স্থানেং বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বি
স্তার পূর্ব্বক ছায়া মণ্ডপ বিস্তার করি
য়াছে এবং সরোবর কূপাদি খনিত
হইয়া জীবনদানে জীবন সংতৃপ্ত করি
তেছে। আমারদিগের রাজপুরুষেরা
অনির্ব্বচনীয় শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে মেরু
শৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া এবং বিশাল মেরু
দেহ ভেদ করিয়া বর্ত্মাদি নির্ম্মাণ ক
রিয়াছেন এবং তাহার স্থানে স্থানে
শীতলবারি প্রস্তর স্তবকে বদ্ধ রহি
য়াছে, স্রোতস্বতীর তরঙ্গ উত্তরণ
নিমিত্ত সর্ব্বত্র কাণ্ডারিগণ তরণী লই
য়া অবস্থান করিতেছে, পান্থগণ যে
দিগে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেইদিগে
ই ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরদিগের প্রবল প
রাক্রম ও সুশাসন শৃঙ্খলা অবলো
কন করেন, শিখরে, গহনে তটিনী
জলে ও পর্ব্বত নির্ঝরে এবং নির্জ
ন নিভৃতস্থলেও ব্রিটিস জাতির
ক্রম সমভাবে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এ
বৎসল রাজ্যেশ্বরগণ প্রজাপুঞ্জের
মনাগমনের নিমিত্ত যত দূর পা
সদুপায় নিরূপণ করা আবশ্যক
হা করিতেছেন। কোন সময়েই
দ্দেশীয় লোকেরা এপ্রকার সুখা
করেন নাই, হিন্দুজাতির স্বাধী
বস্থা সময়েও এক দেশ হইতে অ
দেশ গমনের এরূপ সুগমোপায় ন
নাই, যবনদিগের রাজ্য শাসন সম
বহু স্থান অরণ্যাকীর্ণ ছিল, মহিষ
র্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু সকল অবস্থান
রিত এবং দুর্জ্জন দুরাত্মারা লগু
স্কন্ধে করিয়া বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মা
থাকিত এবং পথিকদিগের প্রাণ ন
করিয়া বস্ত্র দ্রব্যাদি অপহরণ করিত
সময়ে সময়ে পর্ব্বতীয় দুরাচারিরা
লবদ্ধ হইয়া প্রবেশ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্ব
প্রজাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত
এতদ্ভিন্ন নবাবি শাসন সময়ে যিনি
রক্ষক তিনিই ভক্ষক ছিলেন সুতরাং
প্রজার দুঃখের সীমা ছিল না, অধুন
পরমেশ্বরের প্রসাদে ইংরাজেরা এই
রাজ্যের অধীশ্বর হওয়াতে সেই সম
স্ত ক্লেশ একেবারে নিবারণ হইয়াছে

র সুশাসনে দুর্জ্জন দুরাত্মাগণ
ত পরিহারপূর্ব্বক এইক্ষণে ভিন্ন
সদ্বৃত্তি অবলম্বনে দেহযাত্রা নি
করিতেছে, পূর্ব্বে যাহারা পুরুষা
ডাকাইতি করিত এইক্ষণে
রদিগের বংশাবলী কেহ কৃষক
নাবিক এবং কেহবা বিচারস্থলে
না হইয়া ভদ্রব্যবহারের অনুগা
হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ভুজবলে যত
কার বিস্তার করিতেছেন ততই
গণের হিতবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার
র অনুরাগের উদ্রেক হইতেছে,
তীয় সুসভ্য জাতিরা আপনার
র বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্যজা
সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের যে সক
ন্দরোপায় নিরূপণ করিয়াছেন
রা তদনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অক্ষম হই
রাজপ্রসাদে তাহার সকল উপ
সম্ভোগের অধিকারি হইয়াছি,
লেরোড নির্ম্মিত হইয়াছে এবং
ম তাহা বিস্তীর্ণ হইতেছে, বিজ্ঞব
ডাক্তর ওসাগনসি সাহেবের দৃঢ়
তিজ্ঞা ও অবিচলিত পরিশ্রমে এই
জ্যের প্রায় সর্ব্বত্রেই তাড়িত ব
বিহের তার বিস্তৃত হইয়াছে, এত
দেশীয় লোকেরা ঐ অপূর্ব্বযন্ত্রের উপ
র সম্ভোগ করিতেছেন বটে কিন্তু
রূপ নিয়মে তদ্দ্বারা এক স্থান হই
ত অন্য স্থানে সংবাদাদি প্রেরিত
হইতেছে অধিকাংশ লোক তদ্বিশেষ
কিছুই অবগত নহেন, যে সকল বিষ
আমরা কোনকালে স্বপ্নেও সন্দ
র্শন করি নাই, এবং যাহার উপকার
সম্ভোগের আমারদিগের কিছু মাত্র
প্রত্যাশা ছিল না, প্রজাপ্রতিপালক
রাজ্যেশ্বরদিগের প্রসাদে আমরা সেই
সমস্ত বিষয় সন্দর্শন এবং সেই সকল
সুখ সম্ভোগ করিতেছি এবং ক্রমশঃ
আমারদিগের প্রত্যাশা আরো বৃদ্ধি
হইতেছে অতএব এই রাজ্য ব্রিটিস
জাতির শাসনাধীন থাকে, ইহা সক
লেরই প্রার্থনা, ইংরাজদিগের ন্যায়
পরাক্রমশালী সুবিচারক ও বহুগুণ
সম্পন্ন রাজা এই আসিয়াখণ্ডের
কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না, তাঁহারা স
কল কার্য্যই সুবিচারমূলক নিয়মাধীন
করাতে তাঁহারদিগের শাসনপ্রণালী
নির্ম্মল ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে, গবরনর
জেনরল অবধি সামান্য কর্ম্মচারি প
র্য্যন্ত নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য নি
র্ব্বাহ করিতেছেন, কাহারো সাধ্য
নাই যে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন
কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, অত
এব ইংরাজদিগের ন্যায় প্রজাপালক
আর কে হইবেন ?।

—।০।—

অবোধ অবাধ্য প্রিপাহিগণ নির্থ
তাবশতঃ সম্প্রতি স্থানেং বিদ্রোহা
নল প্রজ্বলিত করাতে ব্যবস্থাপক ম
হাশয়েরা গত শনিবার দিবসে এত
দ্দেশীয় ছাপাযন্ত্র সকলের স্বাধীনতা
নিবারণমূলক যে নূতন নিয়ম একে
বারে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক গবরনর জেন
রল বাহাদুরের সম্মতি লইয়া প্রকাশ
করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ আম
রা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম !

"১৮৫৭ সালের ১৫ আইন।

ছাপাযন্ত্র স্থাপন বিষয়ের নিয়ম নির্বন্ধন ও কোন্ কোন্ বিষয়ে মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রাদি প্রচার রহিত হইবেক, তাহা নির্দ্ধারণ করণের নিয়ম।

নিয়মের উদ্দেশ্য এই যে গবর্ণমেণ্টে আদেশ অর্থাৎ প্রদত্ত লাইসেন্স ও নির্দ্ধারিত নিয়ম রক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিগের অধিকার মধ্যে কোন প্রকার ছাপাযন্ত্র সংস্থাপন অরিতে অথবা তাহা চালাইতে পারিবেন না, এবং যে প্রকার মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদ পত্র ছাপা রহিত করা যাইবেক তাহার নির্দ্ধারণার্থ এই নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম ধারার তাৎপর্য্য এই যে গবরনর জেনরল হুজুর কৌন্সেল অথবা যে স্থানে ছাপাযন্ত্র স্থাপিত হইবেক সেই স্থানের রাজকার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ কিম্বা গবরনর জেনরল বাহাদুর যে ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি করিবেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ছাপাযন্ত্র সংস্থাপন করিতে অথবা তাহা চালাইতে পারিবেন না, যদ্যপি ইহার বিপরীতাচরণ করেন তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাঁহার ৫০০০ টাকা দণ্ড অথবা দুই বৎসরের নিমিত্ত কারাবাস কিম্বা অর্থদণ্ড ও কারাবাস উভয়ই হইবেক।

দ্বিতীয় ধারার তাৎপর্য্য এই যে ঐ প্রকার লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া যদ্যপি কেহ ছাপাযন্ত্র রাখেন কিম্বা চালান তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধিকার মধ্যে তাহা থাকিবেক, তিনি সেই যন্ত্র ও দ্রব্যাদি এবং ছাপাখানায় যে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রাদি পাইবেন তাহা গ্রহণ করিবেন এবং গবরনর জেনরল অথবা যে প্রদেশে ঐ ছাপাযন্ত্র থাকিবেক সেই প্রদেশের রাজকার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ কিম্বা লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত

চারি যেরূপ অনুমতি প্রদান
রবেন সেই অনুমতি অনুসারে
ভাবতের ব্যবহার করিবেন।
র যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন বাটী
কোন ছাপাযন্ত্র কিম্বা তৎসম্বন্ধীয়
দি গোপন করিয়া রাখে, মা
ষ্ট্রেট সাহেব সংবাদ পাইলে সেই
ও দ্রব্যাদি কিম্বা মুদ্রিত কাগজ
কল গ্রহণ নিমিত্ত অথবা তাহার অ
ন্ধানার্থ ওয়ারিন বাহির করিতে
রিবেন।

তৃতীয় ধারার তাৎপর্য্য এই যে
দ্যপি কোন ব্যক্তি কোন ছাপাযন্ত্র
পনের মানস করেন তবে যে
নে ঐ যন্ত্র স্থাপিত হইবেক সেই
নের মাজিষ্ট্রেট লাইসেন্স প্রদানে
ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে আবে
ন করিবেন ও আপনার নাম
ম এবং যে কর্ম্ম করেন তাহা শপথ
র্ব্বক ব্যক্ত করিবেন, যদ্যপি ঐ বি
য়ে কেহ মিথ্যা শপথ করেন, তবে
তিনি মিথ্যা শপথ করণাপরাধে
দোষী হইবেন !

চতুর্থ ধারার তাৎপর্য্য, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এরূপ প্রার্থনা প্রদত্ত হইলে তিনি গবরনর জেনরল ও হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা যে প্রদেশ মধ্যে ঐ ছাপাযন্ত্র স্থাপিত হইবেক, সেই প্রদেশের রাজকার্য্যের অধ্যক্ষ কিম্বা উল্লেখিত প্রকার লাইসেন্স প্রদানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করিবেন, এবং তাঁহারা যদ্যপি লাইসেন্স প্রদান করা বিবেচনা সিদ্ধ বোধ করেন তবে তাহা প্রদান করিবেন, এবং যদ্যপি কোন প্রকার নিয়ম করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিতে পারিবেন এবং যদ্যপি কোন সময়ে তাহা রহিত করিবার অভিপ্রায় করেন তাহাও করিবেন।

পঞ্চম ধারার তাৎপর্য্য এই যে নিয়মে লাইসেন্স প্রদত্ত হইবেক, যদ্যপি কেহ সেই নিয়ম প্রতিপালন না করেন, এবং উল্লেখিত ধারামতে লাইসেন্স রহিত করণের অনুমতি পত্র যন্ত্রালয়ে প্রদত্ত হইলে যদ্যপি কেহ যন্ত্র চালনা বন্ধ না করেন, তবে তাঁহার যেন লাইসেন্স হয় নাই এমত বিবেচনাপূর্ব্বক মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় ধারানুসারে তাঁহার যন্ত্র ও দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ ধারার তাৎপর্য্য, এই আইন অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ছাপাযন্ত্রে যে সকল পুস্তক ও পত্রাদি মুদ্রাঙ্কিত হইবেক, সেই সকল পুস্তক ও পত্রে মুদ্রাঙ্কনকারক ও প্রকাশকের নাম এবং যে স্থানে ছাপা হইয়াছে, সেই স্থানের নাম মুদ্রাঙ্কন করিতে হইবেক এবং ছাপা হইলেই তাহার একখানা পুস্তক অথবা পত্র মাজিষ্ট্রেট অথবা তৎগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করিতে হইবেক, যদ্যপি কেহ ইহার বিপরীতাচরণ করেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তবে তাঁহার ১০০০ টাকা দণ্ড এবং দণ্ডের টাকা প্রদানে অক্ষম হইলে ছয় মাস কারাবাস করিতে হইবেক পরন্তু গবর্ণমেণ্ট অথবা লাইসেন্স প্রদানের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে এইরূপ পুস্তক অথবা পত্রাদি প্রদানের অনুমতি না করেন তবে তিনি দণ্ডার্হ হইবেন না।

সপ্তম ধারার তাৎপর্য্য, গবরনর জেনরল হুজুর কৌন্সেল অথবা প্রদেশ বিশেষের রাজকার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ এতদ্দেশমুদ্রিত অথবা অন্যদেশের মুদ্রিত হইয়া এদেশে প্রেরিত যে কোন পুস্তক বা সংবাদ পত্র অপ্রচলিত করিবার অভিপ্রায় করিবেন তাহার নাম গবর্ণমেণ্ট গেজেট পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশ হইবেক, ঐ রূপ নাম প্রকাশ হইলে যদ্যপি কেহ সেই পুস্তক বা সংবাদ পত্রে অথবা অন্যদেশে মুদ্রিত পুস্তক বা পত্র জাহাজযোগে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারমধ্যে প্রেরণ করেন, তবে তাঁহার অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে নপ্রমাণ হইলে তাঁহার ৫০০০ টাকার অনধিক দণ্ড ও তাহার প্রতি দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের অনুমতি হইতে পারিবেক, আর ঐ রূপ পুস্তক ও পত্রাদি গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক।

অষ্টম ধারার তাৎপর্য্য, এই নিয়ম মধ্যে ছাপাযন্ত্র, শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে লিথোগ্রাফি যন্ত্রও বুঝাইবে। আর "মাজিষ্ট্রেট" শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে যে সকল ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের অথবা জুডিশ অফ দি পিসের কর্ম্ম চালনা করেন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তিনি সরাসরি বিচারমতে দণ্ডনীয় হইবেন।

নবম ধারা। এই আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি ১৮৩৫ সালের ১১ আইনের বিধান অমান্য করিতে পারিবেন না।

দশম ধারার তাৎপর্য্য, এই আইন প্রচার হইলে পর ১৪ দিবসের মধ্যে কেহ ইহার বিধানানুসারে গবরনর জেনরল ও হুজুর কৌন্সেল

কিম্বা যে স্থানে ঐ দোষ হইবেক সেই প্রদেশের রাজকার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ কিম্বা এই আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশ ব্যতীত কেহ দণ্ডার্হ হইবেন না।

একাদশ ধারার তাৎপর্য্য, এই নিয়ম এক বৎসর কাল প্রচলিত থাকিবেক।"

পাঠকগণ নিয়মের তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই অবগত হইবেন যে মৃত মহাত্মা স্যার চারল্‌স মেটকাফ সাহেব ১৮৩৫ সালে ছাপাযন্ত্রের যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন অধুনা গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিয়া ছাপাযন্ত্রকে সংপূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্বাধীন করিলেন, করুন, ইহাতে আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত দুঃখিত নহি, যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদিগেই সাবধান ও সতর্ক হইতে হয়।

গবর্ণমেণ্টের ফরিণ ডিপার্টমেণ্টের আফিসিএটিং সেক্রেটারী মেং আর সিমসন সাহেব আমারদিগের নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট উক্ত কার্য্যালয়ে প্রভাকর পত্র প্রতি দিন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, এই বিষয়ে আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি, কারণ আমরা দেশের মঙ্গলোদ্দেশে সময়ে সময়ে যে সকল বিষয় আন্দোলন করিয়া থাকি গবর্ণমেণ্ট তত্তাবৎ পাঠ করত সুবিবেচনা করেন ইহা আমারদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, সংবাদ পত্র যখন প্রজাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশের প্রধানোপায় হইয়াছে তখন সংবাদ পত্রের অভিপ্রায়ই প্রজার অভিপ্রায় হইয়াছে, তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করা অবশ্য উচিত অতএব সাধারণের হিতার্থ প্রজাবৎসল রাজপুরুষগণের নিকটে উত্তমোত্তম বিষয় সকল সময়ে সময়ে উত্থাপন করিব এবং গবর্ণমেণ্টের সদভিপ্রায় সকল প্রকাশ করণে অবশ্য আনন্দিত হইব,এবিষয়ে দেশ বিদেশীয় গুণগ্রাহক পত্রগ্রাহক ও সংবাদদাতা বান্ধবেরা আমারদিগকে সাহায্য করণে বিরত হইবেন না।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ১৫ জুন দিবসীয় হরকরা পত্রে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকাশ হয়।

"চাণকের দেশীয় সেনারা বিদ্রোহি হওনের উপক্রম করিবায় প্রিসিডেন্সি ডিবিজনের প্রধান সেনাপতি মেজর জেনরল হিয়ার্সে সাহেব তাহা জ্ঞাত হইয়া রবিবার প্রাতে চুঁচুড়াস্থ মহারাণীর ৭৮ সংখ্যক হাইলেণ্ডর সেনাদল বারাকপুরে আনিবার জন্য লোক পাঠান এবং কলিকাতায় সংবাদ লেখেন, গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ সংবাদ প্রাপ্তে তৎক্ষণাৎ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে অনেক ইউরোপীয় সেনা বারাকপুরে প্রেরণ করেন, উক্ত সেনা এবং হাইলেণ্ডর দলের সেনারা তথায় উপনীত হইলে মেজর সাহেব রবিবার অপরাহ্ন বেলা ৫ ঘটিকা সময়ে মহারাণীর ৩ ও ৭৮ সংখ্যক দলের সেনাদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান করাইয়া এবং কয়েক তোপ পাতিয়া বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহিদিগকে তথায় উপস্থিত করেন এবং তাহারদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বন্দুক, তলবারাদি কাড়িয়া লন অস্ত্র ত্যাগে কেহ প্রতিবাদ করে নাই।

ঐ দিবস সায়ংকালে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ও টাকশাল, ত্রেজরী, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, গবর্ণমেণ্ট হৌস প্রভৃতি স্থানে যে সকল সিপাহি ছিল তাহারদিগেরও অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

উক্ত দিবসে বাষ্পীয় তরীযোগে গবর্ণমেণ্ট মেরিণ ডিপার্টমেণ্টের ১০০ সেনা লেপ্টেনাণ্ট লুইস সাহেবের অধীনে ঢাকা নগরে প্রেরিত হইয়াছে।

কলিকাতা নগরের যবনদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তজ্জন্য ওয়েলেসলি ষ্ট্রিটের ৭৮ নম্বর বাটীর সম্মুখস্থ এক বাটীতে এক কোম্পানি গোরা সেনা রক্ষিত হইয়াছে, কেননা উক্ত স্থানে অনেক যবনের বাস আছে।

কলিকাতা নগরের ফ্রেঞ্চ কনসল সাহেব শঙ্কাক্রমে এই বন্দরস্থ প্রত্যেক ফ্রেঞ্চজাহাজের দুইজন খালাসি আনিয়া স্বীয় বাটীতে প্রহরি রাখিয়াছেন।

৩১ মে দিবস দিল্লীর সন্নিহিত গাজিউদ্দীন নগরে ব্রিগেড়িয়ার উইলসন সাহেবের সেনার সহিত দিল্লীর বিদ্রোহি সেনাদিগের এক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহিরাই পরাজিত ও অনেকে নিহত হইয়াছে।

পাটনা আলাহাবাদ আগ্রা বানারস ইত্যাদি স্থান স্থিরভাবে আছে।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৫০ সংখ্যা] বুধবার ৪ আষাঢ় ১২৬৪ সাল । ইং ১৭ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

চেম্বর্স রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অর্থের পুস্তক।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতি শ্বরায় প্রকাশ হইবেক, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয়, তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দুপেটি য়টিক সেমিনেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদপ্রভাকর

৪ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের বিজ্ঞবর কার্য্যদক্ষ গবরনর জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর আপনার মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে অবোধ অবাধ্য সিপাহিরা স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তাহা নিবারণ নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন, অবিলম্বে দুরাত্মা অকৃতজ্ঞদিগের গুরুতর অপরাধের উচিত দণ্ড বিধান করিবেন,আর কলিকাতাবাসিদিগের কোন ভয় নাই, সিপাহিদিগের কি সাধ্য যে প্রবল পরাক্রমশালি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী কলিকাতা মধ্যে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, লার্ড বাহাদুর যে কেবল মুখেই এই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন এমত নহে, কার্য্যের দ্বারাও ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে,নানা স্থান হইতে রণরঙ্গপ্রিয় গৌরাঙ্গ সেনাগণ জাহাজারোহণে রাজধানীতে আগমন করিতেছে এবং সিপাহিদল একেবারে নিরস্ত্র হইয়াছে, নগরবাসি ইংরাজ ফিরিঙ্গি ফ্রেঞ্চ ও কতিপয় এতদ্দেশীয় বলবান ও সদ্বিদ্বান ব্যক্তি রাজধানী রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন,ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গোপরি তোপ সকল প্রস্তুত করত গোলন্দাজ সেনারা রণসজ্জায় অবস্থান করিতেছে, আমারদিগের রাজপুরুষেরা অবাধ্য সিপাহি সৈন্যদিগকে দমনার্থ বিশাল বিক্রম ধারণ করিয়াছেন।

রাজার শুভ স্বস্ত্যয়ন করা মাত্রেরই উচিত হয়, কারণ রা কন্যাণে রাজ্যের কল্যাণ, রা বিপদে রাজ্যের বিপদ, বিশেষত মারদিগের বর্ত্তমান রাজপুরু এই ভারতবর্ষে আগমনাবধি অ দিগের যে অসীম উপকার ক ছেন আমরা বোধ করি এই অ কোন জাতি কোন কালে ভিন্ন য় নৃপতির অধীনতা স্বীকার ক এপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হয়েন জনক জননী যে প্রকার অবিচ স্নেহ সহকারে সন্তানদিগকে ল পালন ও তাহারদিগের পীড়া হ উদ্বেগ প্রকাশ ও তাহার উপশ ঔষধ প্রদান পথ্য বিধান করেন মারদিগের বর্ত্তমান কৃতিকুশল পুরুষেরা প্রজাপুঞ্জকে সেইরূ প্রতিপালন করিতেছেন, ব্রিটিস র্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় নি সর্ব্বতঃপরিচ্ছিন্ন,অতএব এমত ত ধ ও অকৃতজ্ঞ কে আছে যে তাঁহা গের অকল্যাণ প্রার্থনা করিবেক রন্ত অবোধ সিপাহি সেনাদি উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ নি নগরবাসিরা অস্ত্রধারণ করাতে

পরম পুলকিত হইয়াছি কারণ
ক্ষণে প্রজার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য
রা তাহা করণেই প্রবৃত্ত হইয়া
।

—০—

সিমুলিয়ার হেদুয়া সরোবরের
পাতি স্থান নিবাসি মৃত মহাত্মা
মতনু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
া স্বামির শেষাদেশ বাক্যানুসা
ত শুক্রবার দিবসে ধাতুময়ী
র্ণা দেবী প্রতিষ্ঠা অতি সমারো
র্ধক করিয়াছেন, পুণ্যবতীর অ
ক্তি ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সুহৃদ্বর
বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপা
মহাশয়ের আয়াস প্রযত্নে
পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে
পন্ন হইয়াছে, কোন অংশে
প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই,
পত্র দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডি
আহ্বান করিয়াছিলেন, অমা
আত্মীয় সজ্জনগণ দ্বারা সভা
অতি রমণীয় শোভা ধারণ
াছিল. আহূত অনাহূত রবাহূ
াক সংখ্যা গণনা হয় না, কর্ম্ম
পুণ্যবতী অন্নপূর্ণার প্রসাদে
কেই নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য
সংতৃপ্ত করিয়াছেন. এবং সর্ব্ব
বদনেই সুখ্যাতি ধ্বনি প্রকাশ
চ্ছে, কর্ম্মকর্ত্রী এই পুণ্য ব্যা
অকাতরে অর্থ দান করিয়া
কয়েক দিবস ব্যাপিয়া অন্ন
ভবন অন্নক্ষেত্র হইয়াছে. নিত্য
ও উত্তমরূপে হইবেক, অভুক্ত
ধ লোকমাত্রেই উপস্থিত হইলে
র্ণার প্রসাদ অন্ন প্রাপ্ত হই
এই নগর মধ্যে মৃত মহাত্মা
নু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

অপেক্ষা ধনাঢ্যলোক বিস্তর আছে
ন, কিন্তু এরূপ সৎকীর্ত্তি স্থাপন বিষ
য়ে অধুনা এপ্রকার অনুরাগ ও অর্থ
ব্যয় কেহই করেন নাই।

—০—

বরফ দ্বারা যে মহদুপকার হয়
এইক্ষণে তাহা ব্যবহার করিয়া অনে
কেই অবগত হইয়াছেন, বরফ সেব
নে অতি শীতল ও স্নিগ্ধকর, কিন্তু
গুণে পুষ্টিবর্দ্ধন করে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড
তাপে সন্তপ্ত মনুষ্যগণ জীবন সহিত
বরফ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে
যেরূপ সুখবোধ করেন আমরা
বোধ করি অন্য কোন দ্রব্য সেবনে
কোন ব্যক্তি সেইরূপ বিমল সুখানু
ভব করিতে পারেন না, বরফে অন্ত
র দাহ নিবারণ হইয়া শরীর শীতল
হয় কোনপ্রকার পীড়ার সঞ্চার হওয়া
দূরে থাকুক তাহাতে অনেক গুরু
তর পীড়ার উপশম হয়, চিকিৎসা
শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ওলাউঠা
ও বিকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে
বরফ দিয়া থাকেন, ইহা অতি প্রয়ো
জনীয় ও মানবজাতির পরম উপকা
রক এবং স্বাস্থ্যকর. পূর্ব্বে বরফ এ
দেশে আসিত না, হুগলির নিকটস্থ
অতি অল্প স্থানে তাহা পতিত হই
ত, এবং তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হও
য়াতে ধনাঢ্য ইংরাজগণ ব্যতীত
অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না,
অধুনা আমেরিকা দেশীয় বণিকদিগে
র বাণিজ্য প্রভাবে জাহাজ পূর্ণ বরফ
কলিকাতা রাজধানীতে আসিতে
ছে, এবং বিখ্যাত বরফ গৃহে এমত
সুনিয়মে রক্ষিত হইতেছে যে
কোনকালেই বরফের অভাব হয়
না, সর্ব্ব সময়ে একপ্রকার মূল্যে

বিক্রয় হইতেছে, বিশেষতঃ সুল
ভ মূল্য নিরূপিত হওয়াতেই সা
ধারণের পক্ষে তাহা অনায়াস
প্রাপ্য হইয়াছে, অতএব সর্ব্বলোকে
স্বাস্থ্যকর আকাশভব সুশীতল বরফ
ব্যবহার করেন এই অভিপ্রায়ে বরফ
ঘরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত মেং
কারপেণ্টর সাহেব আমারদিগের
নিকটে এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরণ
করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রভা
করে প্রকটন করিয়াছি, মেং কার
পেণ্টর সাহেব বিশেষ সুনিয়মে আ
পনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন,
তিনি ধনি ও নির্ধনি ক্রেতা সকলে
র প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন, একারণ
সকল লোকেই তাঁহাকে সাধুবাদ
করিতেছেন, সাহেবেরা বরফকে
নিত্য আবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে গণনা
করিয়াছেন, যেহেতু তাহার বিশেষ
গুণ তাঁহারা বিলক্ষণরূপে অবগত
আছেন, এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা কি
কারণ বাহুল্য পরিমাণে বরফ ব্যব
হার করণে বিরত, ইহাই সাহেবের
জিজ্ঞাস্য।

আমরা জঙ্গীপুরস্থ সংবাদদাতা
র পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"গত ১৫ মে তারিখে জঙ্গীপুরের
অন্তঃপাতি রাঙ্গাবাড়ি নামক গ্রামে
মথুর হালদারের ভবনে রজনী দশ
ঘটিকার সময়ে অনুমান ২৫।৩০ জন
দস্যু প্রবেশ করত আন্দাজ ৯৫০
টাকা মূল্যের তৈজসাদি অপহরণ
করিয়া গমনকালীন নিকটবর্ত্তি লোহা
রাম মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাটী
তে প্রবেশ পূর্ব্বক ৩০০ টাকা মূল্যের
দ্রব্যাদি হরণানন্তর পলায়ন করে,

তৎকালীন দস্যুদিগকে ধৃত করিতে
পারে নাই, পর দিবস প্রাতে ফাঁড়ি
রঘুনাথগঞ্জের অধীনের রামসুন্দর
চৌকীদার আসিয়া উক্ত ফাঁড়ির জ
মাদারকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি ঘ
টনা স্থানে গমন করিয়া মথুর হাল
দারের জবানবন্দি লওয়ায় কহে
অত্র স্থানের ৬ ক্রোশ উত্তর মাধন
নিবাসী রূপলাল নামক ব্যক্তি ঐদলে
ছিল, উক্ত ব্যক্তিকে জমাদার ধৃত
করায় তাহার বাটী হইতে অনেক
দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঐ
ব্যক্তি কহিয়াছে যে গোরাচাঁদ, মথুর
কবর্ত্ত, শিবুমারিক, কিনু মণ্ডল, গঙ্গা
রাম চৌবে, হরিলাল, ইহারা তাহা
র সমভিব্যাহারে ছিল. তাহাতে জ
মাদার অনুসন্ধান দ্বারা ঐ কয়েক
জনকে ধৃত করিয়াছে, এবং সকলের
বাটী হইতে অনেক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত
হইয়াছে, কিন্তু শিবু মাজির বাটী হই
তে কেবল কয়েকখানা পুরাতন বস্ত্র
ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই,
কিন্তু জনরবে প্রকাশ হইয়াছে যে
শিবু মাজি অনেক দিবসাবধি দস্যু
তা করিতেছে, এই স্থানের আসি
স্টেণ্ট মেজস্টর সাহেব স্বয়ং ঘটনা
স্থানে গিয়া তদারক করিয়াছেন
এবং উপরোক্ত দস্যুদিগের দোষ স
প্রমাণ হওয়ায় গত ৮ জুন তারিখে
অত্র জিলার ডাকাইৎদমনীয় ডেপু
টি কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ
র নিকট বহরমপুরে প্রেরিত হই
য়াছে, উক্ত বাবুর বিচারান্তে কিরূপ
বিধান হয় জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ
প্রকাশ।

২ দফা। ফাঁড়ি রঘুনাথগঞ্জের
জমাদার উদয়চাঁদ দে বহু পরিশ্রম
দ্বারা উপরোক্ত ডাকাইৎদিগকে
ধৃত করায় আসিষ্টাণ্ট সাহেব তাঁহা
কে এক্ষণে অত্র স্থানের অন্তঃপাতি
সুতি নামক স্থানের একটিং দারো
গার পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

জঙ্গীপুর।
১২ জুন ১৮৫৭।"

—০—

হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, ১৩
সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহিদলের
৮ জন সেনাদ্বারা রক্ষিত হইয়া
সাত লক্ষ টাকা গোরক্ষপুর হইতে
গাজিপুরে আনীত হইয়াছে।

১৩ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান
পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সম্বাদাবালী
গ্রহণ করা গেল।

দিল্লীনগরের বিদ্রোহিরা উক্ত
নগরের সমস্ত ইউরোপীয় বাসবাটী
ও ধর্ম্মমন্দির দাহ করিয়া দিয়াছে,
যে সকল বাটী অগ্নিদাহে নষ্ট হয়
নাই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

ত্রেজাপুরবাসি ইংরাজেরা স্বীয়
স্বীয় ধন প্রাণ রক্ষার উপায় নির্দ্ধার
ণ করণার্থ এক সভা করিয়া এই স্থির
করিয়াছেন, যদি তথাকার সেনারা
বিদ্রোহি হয়, তবে তাঁহারা সাধ্য
পর্য্যন্ত নগর রক্ষার্থ যুদ্ধ করিবেন,
অবশেষে নিরুপায় হইলে নৌকাযো
গে স্থানান্তরে পলাইয়া যাইবেন,
তদর্থ নৌকাও প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

আলাহাবাদ, ও ত্রেজাপুরের
মধ্যবর্ত্তি ডাক ৬ জুন দিবসে বন্ধ
হইয়াছে, তৎপরে খুলিয়াছে কি না
বলা যায় না। ৪৭ সংখ্যকদলের সে
নারা যমুনা ফ্টিমর আরোহণে দশ
লক্ষ টাকা সহিত ত্রেজাপুরে উপনী
ত হইয়াছে, শীক সেনাদিগের রক্ষ
কতায় ঐ টাকা আলাহাবাদে প্রে
রিত হইবেক।

ইংলিসম্যান পত্রের মিরাটস্থ
কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আ
লাহাবাদ ও কাশীনগরের মধ্যস্থিত
তাড়িত বার্ত্তাবহের তার গোপীগঞ্জে
র নিকট বিদ্রোহিদিগের দ্বারা ছিন্ন
হইয়াছে। পাপরমৌ স্থানের খেয়া
ঘাট রক্ষার্থে ২৫ জন ইউরোপীয়
সেনা এবং ৬ সংখ্যক দেশীয় পদা
তিকদলের একজন এবং অযোধ্যার
ইরেগুলর অশ্বারোহিদলের একজন
আফিসর নিযুক্ত ছিল তাহারা প্রায়
সকলেই বিদ্রোহিদিগের দ্বারা নিহ
ত হইয়াছে। ৫০ জন ইউরোপীয়
সেনা বারাণসী হইতে আলাহাবাদে
যাইতেছিল, ঝুসিস্থানের নিকট বি
দ্রোহি সেনাদ্বারা আক্রান্ত হয়, তৎ
পরে তাহারদিগের আর কোন সং
বাদ পাওয়া যায় নাই। অযোধ্যার
ইরেগুলর অশ্বারোহিদলের ৩০০
সেনা ৬ সংখ্যক বিদ্রোহিদলের
সহিত যোগ দিয়া গবর্ণমেণ্ট ধনাগার
হইতে অনেক টাকা লুঠ ও তথাকার
কারাবাসিদিগকে মুক্ত করিয়াছে,
কথাকার দুর্গমধ্যে ২০০ ইউরোপীয়
সেনা ও কতকগুলীন শীক সেনা
আছে, কোন্ স্থানের ধনাগার লুঠ
করিয়াছে তাহা পত্রপ্রেরক বিশেষ
রূপে লেখেন নাই। লেপ্টেনাণ্ট পে
নিনর সাহেবের অধীনস্থ ইরেগুলর
অশ্বারোহিদলের সেনারা বারাণসী
নগরে অনেক বিদ্রোহি নাশ করিয়া
ছে' তাহারা ২০০ ইউরোপীয় সেনা
সঙ্গে আলাহাবাদে প্রেরিত হই
য়াছে।

৫ জুন দিবসে হান্সিন নগরের
১২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের

ও তোপচালকদলের সেনারা বিদ্রোহি হইয়াছে, তথাকার ইউরোপীয়ান লোকেরা দুর্গ দ্বারারুদ্ধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আছেন।

মহারাণীর ১৪ সংখ্যক দ্রাগুণ দলের ও ইউরোপীয় আর্টিলেরিদলের কতক সেনা এবং নিজামের অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনারা অরঙ্গাবাদ হইতে মৌ স্থানে যাইতেছে।

হুগলির সংবাদ প্রভাকর পত্রে অবগতি হইল তথাকার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মেং গ্রে সাহেব জিলা বাঁকুড়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট হইবায় মেং ক্রাফোর্ড সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট মেং জি, জি, মেকিণ্টস্ সাহেব ইংলণ্ড গমনার্থ ১৫ মাসের ছুটী লওয়াতে হুগলির জজ মেং হারিসন সাহেব আক্কৌণ্টেণ্টী পদে মনোনীত হইয়াছেন। নদীয়া জিলার কালেক্টর মেং হল্কট সাহেব মেং হারিসন সাহেবের পদ পাইয়াছেন।

মার্টিন নামক একজন পুলিস কনেষ্টেবেল সুপ্রিমকোর্টের প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, গত বৃহস্পতিবারে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রভোগ করাতে রক্ত বিকৃতি হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর গত শনিবাসরীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ঘোষণা দিয়াছেন "কলিকাতা নগরবাসি অনেকে নূতন মিলিসিয়াদলে নাম লেখাইতে উদ্যত হইয়া গবর্ণমেণ্টে তদ্বিষয় জানাইয়াছিলেন, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তৎ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং এই ঘোষণা দ্বারা জানাইতেছেন, যাঁহারা সাধারণের হিতার্থে উক্ত মিলিসিয়াদলভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের টৌন মেজর সাহেবের আফিসে যাইয়া আপন আপন নাম ধাম লেখাইয়া আইসেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা যুদ্ধ পরিচ্ছদ এবং অস্ত্র শস্ত্র পাইবেন" এই ঘোষণাপ্রাপ্ত অনেক ইংরাজ ফ্রেঞ্চ ভদ্র ভদ্র সাহেবেরা অশ্বারোহি ও পদাতিক মিলিসিয়াদলে নাম লেখাইতেছেন।

জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলিকাতার শাখানগর রক্ষার্থে কতিপয় ইউরোপীয় কনেষ্টেবেল নিযুক্ত করিয়াছেন।

সিউড়ি জিলাতে লেপ্টেনাণ্ট এবেল সাহেবের অধীন পুলিস সেনারা গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত আছে, সেনাপতি সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন, উক্ত সেনাদিগের প্রতি কোন প্রকার অবিশ্বাস করা যায় না।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সকল দায়মালী আসামী আলিপুর জেলে আছে, তাহারদিগের মধ্যে ১০ জন রমণী ও ৭২ জন পুরুষ ৪২ জন সিপাহি ও একজন ইউরোপীয় কনেষ্টেবেল এবং ৬ জন ইউরোপীয় খালাসির প্রহরিতায় সিঙ্গাপুর ও পিনাং উপদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক স্থানের পুলিসে অতিরিক্ত প্রহরি নিযুক্ত হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনীয় প্রধান রাজপথের পার্শ্বে যে সকল পুলিস থানা আছে, ও তৎ থানার প্রধান কর্ম্মচারির প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ রূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, যে ইউরোপীয় সেনাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণজন্য তাহারা স্বীয় স্বীয় থানায় দুই শত কুলি ও গাড়ি বলদ সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন।

১৫ জুন বিদেশীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, মহারাণীর ৩ সংখ্যক দলের কাপ্তেন ক্লচরবক সাহেব সঙ্কটত্ব পাইয়াছেন।

"কেপ অফ গুডহোপ" ওমোরেমিস নামক বাষ্পীয় তরীযোগে সিলোন হইতে অনেক ইউরোপীয় সেনা এতন্নগরে আসিয়াছে।

হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় ১৮৫৬।৫৭ সালে বেহার প্রদেশে ২২৩০।৩ মোন আফিম উৎপন্ন হইয়াছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসমং ॥

৫৮৫১ সংখ্যা] বৃহস্পতিবার ৫ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এঙ্গলো বরণাক্যুলর ক্লাশবুক এজেণ্টস্ ডিপজিটরি।
কবরডাঙ্গা। কলিকাতা।
আলফা।
একেশ্বর প্রতিপাদ্য গ্রন্থ।

শ্রীযুত পার্কর, নিউম্যান, ফায়ট্ প্রভৃতি একেশ্বরবাদী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধুনা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত ডেনিস সাহেব মহাশয় উপযুক্ত অল্ফা নামক যে গ্রন্থ খানি প্রচার করিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট বোধ হয়। কি ভাষার সারল্য ও লালিত্য, কি রচনার সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য, কি ভাবের ঐক্যতা, ও মধুরতা, কোন বিষয়েই গ্রন্থকর্ত্তার লিপি নৈপুণ্যের ত্রুটি হয় নাই, তিনি ঐ গ্রন্থে উপাস্য উপাসক পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ নিত্যতা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই বিচার করিয়াছেন।

আমাদের পরমাত্মীয় মিত্র সহায়তা দ্বারা উল্লেখিত গ্রন্থখানি এতদ্দেশে ব্যাপ্ত করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানুরাগী ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়গণের সাহায্যব্যতীত আমাদের মানসপূর্ণ হওয়া সম্ভব বোধ হয় না।

অতএব আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাশয় ঐ গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইতে মানস করেন তদীয় অগ্রিম মূল্য সহকারে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন, ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিব, পুস্তক খানি আটপেজি, সুচিত্র আবরণে আবৃত এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত	।।০
শিশুদর্পণ ১ ভাগ	৴১০
ব্যাকরণ চন্দ্রিকা	৵
বৃহৎকথা	।৶
ষট্চক্র নিরূপণ	।।
অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি শব্দকল্পলতিকা	

আর, এম, বসু এণ্ড কোং

সংবাদ প্রভাকর

৫ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০

ব্যক্তি বিশেষের প্রমুখাৎ অবগতি হইল যে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে এরূপ অনুমতি করিয়াছেন যে কলিকাতা রাজধানী হইতে বণিকেরা এইক্ষণে জাহাজযোগে বিদেশে তণ্ডুল প্রেরণ করিতে পারিবেন না। এই অনুমতি প্রজাপুঞ্জের পক্ষে যে রূপ উপকারদায়ক হইয়াছে তাহা আমরা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব বিদেশীয় বণিকেরা বহুল পরিমাণে

দেশ হইতে তণ্ডুল ক্রয় করাতে
হা অগ্নিমূল্য হইয়াছিল, বিশেষ
বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার মূল্য
দ্ধি হইয়াছে আমরা বোধ করি
কাল হইল এরূপ হয় নাই, অন্না
বে চারি দিগে হাহাকার শব্দ
ঠিবার উপক্রম হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ
াগমের আর বড় অপেক্ষা নাই,
াহাতে আবার অবোধ সিপাহি
নারা স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল
জ্বলিত করিয়াছে, যে তণ্ডুল অল্প
বস হইল ১৸৹ মোন বিক্রয় হই
চাছিল তাহা এই কয়েক দিবসের
ধ্যেই ২।৹ এবং ২॥৹ টাকা হইয়া
ইহার উপর আবার বিদেশীয়
প্রানি থাকিলে প্রজাদিগের জীবন
কা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব
াবান্ গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি
রুণা প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অনু
তি প্রচার করিয়াছেন, এ দেশের
ণ্ডুল এ দেশে থাকিলে আর তাহা
মূল্য বৃদ্ধি হইবেক না বরং ক্রমে
ন হইবেক, এ দেশের লোকেরা
ন্নজীবি, অন্ন ভিন্ন তাহারদিগের
ন্যোপায় কিছুই নাই, অন্নের অ
াব হইলেই দুর্ভিক্ষ ও তাহার আ
সঙ্গি মহামারী উপস্থিত হইবার
ভাবনা, অতএব গবরনর জেনরল
াহাদুরের প্রাগুক্ত অনুমতি সর্ব্ব
তাভাবেই সুবিচারমূলক হইয়াছে,
ারণ প্রজার প্রাণ রক্ষার সদুপায়
রা রাজার আদৌ কর্ত্তব্য, এ কথা
কলেই স্বীকার করিবেন, এই সাধা
। উপকারজনক অনুমতিতে প্রজা
গুলী প্রসন্নচিত্তে পরমেশ্বর সন্নি
নে বর্ত্তমান কৃতিকুশল গবরনর
জেনরল লার্ড কেনিং বাহাদুরের শুভ প্রার্থনা করুন।

—০—

সুসভ্য সূক্ষ্মদর্শি ও সুবিচারক নৃপতি মাত্রেই রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ নিমিত্ত রুচির নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন, কোন সময়ে কোন নিয়ম অপরিচ্ছিন্ন বোধ হইলে রাজনীতিদর্শি বিজ্ঞলোকেরা তাহা সংশোধন করেন, কিন্তু কি রাজা এবং কি সামান্য কর্ম্মচারী কেহই নিয়মাবহেলন পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিতে পারেন না, নিয়ম ভঙ্গকারী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান হয়, বিশেষতঃ নৃপতি সর্ব্ব সময়েই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে উপযুক্ত ও সদ্বিদ্বান্ প্রজাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন, প্রজার গৌরবেই রাজার গৌরব এবং প্রজার সম্মান সৌভাগ্যেই রাজার সম্মান সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। এই সুনিয়ম ও সদাচারের অনুবর্ত্তি হইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যের অধীশ্বরেরা রাজকীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করাতে তাঁহারদিগের শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য দিবাকরের জ্যোতির ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে, এবং তাঁহারা অবনীর প্রায় সকল খণ্ডেই আপনারদিগের অধিকার বিস্তার করিয়া বিবিধ বর্ণ ও ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন, এবং ঐ নিয়ম বলেই তাহারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা অসভ্য যবনজাতির তাড়না উত্তেজনা এবং যন্ত্রণাজাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা ইংরাজজাতির অধীনে সেই সুপ্রণালীসিদ্ধ রাজকীয় নিয়মাবলীর পরমোপকার সম্ভোগ করিতেছি, এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষবাসি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট পৃথক পৃথক ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সুশাসন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান নিমিত্ত যে প্রকার রুচির নিয়মাদি সংস্থাপনের প্রয়োজন, প্রজাপালক রাজ্যেশ্বরেরা তাহাই করিয়াছেন, ধর্ম্ম বিষয়ে প্রজামণ্ডলীকে সংপূর্ণরূপেই স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যত্র তত্র আপনাপন শাস্ত্র প্রণীত নিয়মানুসারে উৎসবানন্দ বা ভক্তি প্রকাশ করুন তাহার কোন্ প্রতিবন্ধকতা নাই, এবং উৎসব সময়ে এক ধর্ম্মাবলম্বির সাধ্য নাই যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বির প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, রাজনিয়ম বলে রাজকার্য্যের আচার্য্যগণ সকল প্রকার প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

পরন্তু রাজশাসন সম্বন্ধে ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরেরা সময়ে সময়ে যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ ও সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করেন তাহাতেও প্রজাপুঞ্জের অভিমত গ্রহণ করিয়া থাকেন, যুক্তি ও বিচার সহকারে প্রজার আপত্তি খণ্ডন ব্যতীত কোন নিয়মই নির্দ্ধারিত হয় না, প্রজাকুল কোন নিয়ম স্থাপন সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান করিলে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আনন্দ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং

কোন পীড়াজনক নিয়মের সূত্রপাত সময়ে প্রজারা তাহার দোষরাশি উত্থাপন করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহা রহিত হয়। আমরা পরমেশ্বরের অনুকম্পায় এই প্রকার সুনীতি তৎপর ভূপতির অধিকারভুক্ত হইয়াছি, এবং স্বাধীনরূপে সর্ব্ব বিষয়েই সুবিবেচনার আলোচনা করণে সক্ষম হইয়াছি।

ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরেরা যদ্যপি এই প্রকার সুনিয়মের অনুগামি না হইতেন তবে তাঁহারদিগের শৌর্য্য বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রকাশ ও সুখ্যাতি ও রাজ্য বৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, যবন ভূপালেরা স্বেচ্ছাচারি থাকাতেই আমরা তাঁহারদিগের অধীনে গুরুতর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, অতএব সুবিচারতৎপর রুচির নিয়মাবলম্বি ব্রিটিসজাতি অধুনা আমারদিগের রাজ্যেশ্বর হওয়াতে এদেশের পরম সৌভাগ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

—

অযোধ্যারাজ রাজকার্য্যের অযোগ্য পাত্র, তাঁহার আলস্যদোষে দেশ মধ্যে মহা অশাসন হইয়া উঠিয়াছিল, অমাত্যেরা প্রজাদিগের দণ্ড নীতির কর্ত্তা হইয়াছিল, যাহা করিত তাহাই হইত, রাজা প্রজার ক্লেশ নিবারণে কিছু মাত্র মনোযোগ করিতেন না, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে রমণী সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, এবং নানা ব্যসনে আসক্ত হইয়া থাকিতেন। অযোধ্যা রাজের এই সকল অকার্য্য দর্শনে ও প্রজার ক্লেশ শ্রবণে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সুযোগ্য গবরনর জেনরল মৃত মহাত্মা লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর তাঁহাকে অনেক হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও চরিত্র দোষ শোধন ও অলস স্বভাব পরিবর্ত্তিত না হইবায় অবশেষে রাজ্যচ্যুত করণের ভয় দেখাইয়াছিলেন, তৎপরে লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরও সময়ে সময়ে রাজা বাহাদুরকে অনেক প্রকার ভয় মৈত্রতা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাব মস্তকে বাস করে, দীর্ঘকালের অভ্যাস দ্বারা কুস্বভাব সকল তাঁহার মনকে এতাদৃশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পুনঃপুনঃ সদুপদেশে ও ভয় প্রদর্শনেও তিনি সেই সকল দুশ্চরিত্র ও আলস্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং অশাসনও দিনদিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অযোধ্যার অন্তর্গত হনুমানগড়ে হিন্দু যবনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সহস্রসহস্র নররক্তে দেশআপ্লুত হইল, প্রজাপালক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা রাজ্যের প্রজাদিগের এই প্রকার ক্লেশ দর্শনে করুণাবিষ্ট হইয়া অগত্যা তদ্রাজ্য স্বীয়াধিকারভুক্ত করিয়া রাজাকে বার্ষিক সপ্তদশ লক্ষমুদ্রা বৃত্তি দিতে চাহিলেন, রাজা কুমন্ত্রিদিগের পরামর্শে তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বিলাত গমন মানসে সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া আইলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া সমুদ্র পথে ইংলণ্ড গমনাগমনের ক্লেশ ও বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণে ভীত হইলেন এবং স্বয়ং যাইতে সাহসী না হইয়া মাতা ভ্রাতা ও পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ড যাইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর নিকটে আবেদন করায় শ্রীমতী অনুগ্রহ পূর্ব্বক অযোধ্যারাজের আর দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি বৃদ্ধি করণার্থ কোর্ট আব ডৈরেক্টর্স সভাপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ অধিকার করণাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যত স্বাধীন রাজার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে কাহাকেও এতদধিক বৃত্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু অযোধ্যারাজ তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার এমত বিশ্বাস আছে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন, সেই প্রবল আশার দাস হইয়া বুঝি নিশ্চিত বৃত্তি ভোগেও নিরাশ হইলেন।

—

১৫ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ সংগৃহীত হইল। মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়র দলের ৭০ জন সেনা গাজিপুরে ও ৩০০ সেনা আলাহাবাদে উপনীত হইয়াছে, মহারাণীর ৮৩ সংখ্যক দলের সেনাদিগের দ্বারা আলাহাবাদ ও বানারসের মধ্যবর্ত্তি পথ রক্ষা হইতেছে, জেনরল বারনার্ড সাহেবের অধীন সেনারা ৯ জুন দিবসে দিল্লীতে উপনীত হইয়া থাকিবেক।

গাজিউদ্দীননগরের প্রথম যুদ্ধে বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে যে পাঁচটা তোপ কাড়িয় লওয়া হয় তাহা মিরাটে আনীত হইয়াছে, অস্থালাস্থ ইউরোপীয় সেনারা বাগপত স্থানের সেতু অধিকারে রাখিয়াছে। গোয়ালিয়ার বুলন্দরমৈনপুর প্রভৃতি স্থান স্থিরভাবে আছে।

ডাক্তর মুর সাহেব বিদ্রোহি সেনাদিগের দ্বারা আহত হইয়া সেই আঘাতে সম্প্রতি পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, দানাপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার আয়োজন হইতেছে।

হাবড়াবাসি ধনিলোকেরা এক সভা করিয়া উক্ত নগর রক্ষার্থে ৫০ জন ইউরোপীয় সেনা সাধারণ ব্যয়ে রাখিবার প্রস্তাব স্থির করিতেছেন, তদর্থে ৩০০০ টাকা চাঁদা দ্বারা সংগ্রহ হইয়াছে।

গত দিবস অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্টে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি সাহেব দিল্লীর কেল্লা তোপ দ্বারা ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে আনন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল।

প্রেরিত পত্র

জগন্মান্য অশেষ গুণ সম্পন্ন শ্রীল
শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! মল্লিখিত কতিপয় পদ্য রচনা সংশোধন করত ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রের প্রান্তে স্থান দানে পদ্য রচনোৎসাহোৎসুক করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদনেতি।

বাধিত
শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

কুমারখালী।
১২৬৪ সাল ১২ বৈশাখ।

হে বঞ্চ! ৬৪ সালের আগমনে এই ভারতবর্ষীয় জনমানব মাত্রই আপনাপন বৈষয়িক কার্য্যের ফলাফল পরীক্ষা করিতেছেন, আমার বিষয় তুমি, অতএব আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইতেছি, তুমি যে একাল পর্য্যন্ত পদ্য রচনা করিতে যত্নবান হইয়াছ, তোমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষকে তাহা পদ্য দ্বারা স্তব কর দেখি, কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছ।

ত্রিপদী।

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিতা।
নির্ব্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নিখিল নির্ম্মাতা॥
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতীত মহিমা কীর্ত্তন।
মন, চক্ষু অগোচর, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর,
পরাৎপর পরম কারণ॥
বিবর্জ্জিত দেহ মন, অথচ মনের মন,
শ্রুতি বিনা করহ শ্রবণ।
বিরহিত করদ্বয়, সমগ্র গৃহীত হয়,
পদ বিনে সর্ব্বত্র গমন॥
রসজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ স্বামী, অখিলের অন্তর্যামী,
বিশুদ্ধ স্বভাব সর্ব্বগত।
পূর্ণানন্দ জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু নেত্রগম্য নয়,
বিমল বিজ্ঞানে বিকাশিত॥
তুমি সত্য তুমি নিত্য, অনাদ্য পরম বিত্ত,
তত্ত্বজ্ঞানে তত্ত্ব সারাৎসার।
অজ্ঞান তিমিরালোক, পূজিত অনন্তলোক,
অদ্বিতীয় করুণা আধার॥
মরি কি বিমল ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
পৃথিবীর তমো হরে করে।
ভয়ে তারা ইন্দুদয়, অনিল সঞ্চার হয়,
বরিষণ করে বারিধরে॥
সাবধান হোতে ব্যাধি, শান্তি হেতু মহৌষধি,
অশান্তিতে মৃত্যু নিরূপণ।
যার নাম করি মনে, সকম্পিত জীবগণে,
চিন্তিলে সে শান্তি নিকেতন॥
শক্তি ভক্তি স্নেহরস, বিদ্যা বুদ্ধি কীর্ত্তি যশ,
তুমি তার সকল কারণ।
যখন মুদিয়া আঁখি, জরায়ু শয্যায় থাকি,
সিদ্ধি কর ভাবি প্রয়োজন॥
ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য, আহা মরি ধন্য ধন্য,
মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার।
অপত্য পালন হেতু, অপার স্নেহের সেতু,
মা বাপের অন্তরে বিস্তার॥
তুমি হে পরমেশ্বর, পিতা মাতা সর্ব্বেশ্বর,
পরব্রহ্ম পূর্ণানন্দ ময়।
আমি অতি অকৃতজ্ঞ, ভাব ভক্তি হীন অজ্ঞ,
রচনেচ্ছা বৃত্তি বলবতী।
অকারণে কাল হরি, নিকট হইলে হরি,
হরি বিনা হরিব কি গতি?॥

পয়ার।

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজয়, সর্ব্ব ফলদাতা।
বিশ্বহর্ত্তা বিশ্বকর্ত্তা, বিভু বিশ্বত্রাতা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ, পূর্ণানন্দ ময়।
নিরাধার নির্ব্বিকার, নিত্য নিরাময়॥
বাক্য মন অগোচর জীবের জীবন।
ধরণীবিহারি তুমি, ধরণী কারণ॥
অবিনাশী অদ্বিতীয়, অভয় অজর।
পরম মহেশ পরব্রহ্ম পরাৎপর॥
তোমার ভয়েতে, জল ধরে জলধরে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দীপ্ত করে দীপ্ত করে॥
শশধরে শোভা ধরে, সহ দারা তারা।
সময়ে বরষা হয়, সুধার সুধারা॥
পিতা মাতা মনে স্নেহ, করিয়া প্রদান।
অপত্য পালন কর, অদ্ভুত বিধান॥
গুরু হোতে গুরু তুমি, বন্ধু হোতে বন্ধু।
সাধু পাপী পক্ষে প্রভু, তুল্য দয়াসিন্ধু॥
তব প্রতি প্রীতি আর, নিয়ম পালন।
এই দুই হয় বিভু, তোমার সাধন॥
সাদরে সাধিতে সাধে, হইল বিষাদ।
বিনত হইয়া ডাকি, ক্ষম অপরাধ॥
মনের নিয়ন্তা হও, জ্ঞাত সুত গতি।
পরিপূর্ণ কর আশা, অগতির গতি॥

যোগছন্দে যোগ ছিল না এজন্য অপ্রকাশ রাখিলাম!

প্রং সং।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর
আহ্নিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যৎভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৫২ সংখ্যা] শুক্রবার ৬ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

৬ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

যে ব্যক্তি যে কার্য্যের যোগ্যপাত্র তাহার প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করাই কর্ত্তব্য হয়, যেহেতু তাহাতে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে, যিনি যে বিষয় বুঝিতে পারেন তিনি অবশ্য তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করণে সক্ষম হয়েন, একারণ বিবেচক ও দূরদর্শি মনুষ্য সকল কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার কার্য্যভার সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যোগ্যতার ও চরিত্রের পরীক্ষা করেন, বিশেষতঃ কোন লোকের প্রতি একেবারে সংপূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয় না, ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবহার ও চরিত্রের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাতে তিনি সংপূর্ণরূপে দোষশূন্য হইলে এবং তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্র নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে বিশ্বাসপাত্র বিবেচনা করিতে হয়, কিন্তু যিনি ইহার বিপরীতাচরণ করেন তিনিই বিপরীত ফলভাগী হইয়া থাকেন।

কোন নির্ম্মলচরিত্র ধার্ম্মিক মনুষ্য কোন ধনাঢ্য লোকের বিশ্বাস পাত্র হইয়া তাঁহার বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার গ্রহণ করিলে তাঁহাকে সেই বিশুদ্ধ স্বভাবের ও ধার্ম্মিকতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়, তিনি সেই বিষয় আপনার বিষয়ের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এবং যাহাতে তাহার উন্নতিসাধন হয় সংপূর্ণরূপে এমত চেষ্টা করিবেন, ক্ষতি নিবারণার্থ বিশেষ মনোযোগী হইবেন, কিন্তু লোভাকুল চিত্তে কদাচ তাহার প্রতি হস্ত বিস্তার করিবেন না, অধীন কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, উপযুক্ত পাত্র বিশেষের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সময়ে সময়ে পুরস্কার প্রদান করিবেন, এবং অসচ্চরিত্র অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবেন, তাহাতে তাহারদিগের চরিত্র সংশোধন না হইলে পরিশেষে তাহারদিগের পরিবর্ত্তে সুতরাং অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন।

এই অবনীমণ্ডলে বিশ্বাস ত[illegible]ল্য রত্ন স্বরূপ হইয়াছে, এই বিশ্ব[illegible] দ্বারাই জগতীয় যাবতীয় কার্য্য নি[illegible]হ হইতেছে, মনুষ্য বহুগুণসম্প[illegible] হইলেও একাকী সাংসারিক বি[illegible] বিষয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য নির্ব্ব[illegible] করিতে পারেন না, সুতরাং অনে[illegible] প্রতি তাঁহার বিশ্বাস করিতে [illegible] ফলতঃ যে ব্যক্তি আপনার ব্যবহ[illegible] ও চরিত্র দোষে বিশ্বাস ভঙ্গ ক[illegible] তাহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ ও নরা[illegible] আর কেহই নাই। অতএব [illegible] আপনার চরিত্রগুণে অন্যের বিশ্ব[illegible] ভাজন হইয়া তাঁহার ধন প্রাণ র[illegible] করণের ভার গ্রহণ করেন তাঁহ[illegible] পক্ষে সেই বিশ্বাসের ধর্ম্ম প্রতিপ[illegible]ন করাই আবশ্যক হয়।

বিষকুম্ভ পয়োমুখ, অর্থাৎ অম্ব[illegible] গরলপূর্ণ, কিন্তু বাক্যে মধু বর্ষণ [illegible] এমত ভয়ানক মনুষ্য এই অব[illegible] মণ্ডলে বিস্তর আছে, তাহারদি[illegible] চরিত্রও অতি ভয়ঙ্কর, তাহারা বা[illegible] কৌশলে অনায়াসে অনেক ব্যক্তি[illegible] মুগ্ধ করিয়া আপনারদিগের অভ[illegible] সিদ্ধি করে, উপাসনা ও তোষা[illegible] তাহারদের বাক্যের অলঙ্কার স্ব[illegible]

য়াছে, যে স্থানে অসদভীষ্ট
ন করিবার উপায় অবলোকন
র সেই স্থানেই গমন করিয়া মধু
শ্রুত বাক্য দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে
হিত করে, ও সম্মুখে আজ্ঞাবহ
করিয়া গোপনে গোপনে তাঁহার
নাশের সূত্র সঞ্চার করিতে
ক, মোহনবাক্যে মুগ্ধ করিতে পা
ন তাহার আর আনন্দের সীমা
ক না, একেবারে কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহ
র্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া বসে,
ন কার্য্যকেই অসাধ্য বলিয়া
ার করে না, কস্মিন্‌কালে যে
র্য্য তাহার শ্রুতি বা নয়নগোচর
নাই সেই কার্য্য পরিচার্য্য কর
ধাবিত হয়, তাহাতে ভৎর্সিত
ঞ্চিত এবং তিরস্কৃত হইয়াও কেব
ীয় প্রভুর ক্ষতিসাধন করে, যে
দ্ধস্বভাব মহাপুরুষ এবম্প্রকার
নক প্রতারকের কুহক মন্ত্রের
াসক হয়েন তিনি আপনার বি
ক আপনি আহ্বান করিয়া পরি
ষ বিলাপ ও সন্তাপে তাপিত হয়ে
াঁহার সম্মান প্রতিপত্তি ক্রমে
রাহিত হইয়া তাঁহাকে অপমানি
করে, সজ্জন সমাজে তাঁহার প্রতি
ত লাভ করা দূরে থাকুক আত্মী
মাজেও তিনি সমাদর প্রাপ্ত
ন না, অতএব সজ্জনগণ তোষা
দতৎপর মধুমুখ প্রতারকদিগে
হিত সাবধানে ব্যবহার করিবে
কোনমতেই তাহারদিগের প্রতি
াস করিবেন না, পরীক্ষা দ্বারা
ব্যক্তিকে যে কার্য্যের উপযুক্ত ও
াসপাত্র বিবেচনা করিবেন তা
কই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া
র প্রতি বিশ্বাস করিবেন।

ভারতবর্ষের ছাপাযন্ত্র সকলের স্বাধীনতা নিবারণমূলক নিয়মপত্র ব্যবস্থাপক সমাজে উত্থাপন করণা গ্রে আমারদিগের বর্ত্তমান কৃতিকুশলধীমান গবরনর লার্ড কেনিং বা হাদুর উক্ত সমাজের বিজ্ঞবর মেম্বর মহাশয়দিগের সম্মুখে যে বক্তৃতা করেন আমরা গত বাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র হইতে তন্মর্ম্ম অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম. পাঠকগণ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলেই ছাপাযন্ত্রের বিষয়ে লার্ড সাহেবের অভিপ্রায় অবধারণ করিবেন।

"আমি যে মহাশয়দিগের সম্মুখে বক্তৃতা করণে প্রবৃত্ত হইতেছি ইহাঁরা তাবতেই রাজকার্য্যের বর্ত্তমানাবস্থা অবগত আছেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে বঙ্গদেশীয় সেনারা যে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়াছে,এবং সেই ব্যাপারাবলম্বনে দুউৎসাহি হইয়া দুষ্টান্তঃকরণ দুরাচারিরা যে অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হৃদয় বিদীর্ণকর যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তাহা সকলেই জানিয়াছেন, তদ্বিষয় আমি এইক্ষণে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না, কিকারণ এই অন্যায় ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা নিবারণার্থ কি কি সদুপায় করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহার অনুসন্ধান কিম্বা ব্যক্ত করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অন্য এক বিষয়ে ব্যবস্থাপক সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতেছি, যে বিষয় হইতে রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাদিগের অন্তঃকরণে কুপ্রবৃত্তি প্রেরিত হইয়াছে এবং নির্দ্দোষি প্রজামণ্ডলে নিরর্থক উদ্বেগ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত ছাপাযন্ত্রের দ্বারা কত পরিমাণে ব্যক্তিদিগের মনঃক্ষেত্রে রাজবিদ্রোহিতাচরণের অভিলাষ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না. যেহেতু ঐ যন্ত্রাধ্যক্ষগণ ছলনা কৌশল এবং প্রতারণা দ্বারা উক্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যথার্থ সঙ্ঘটনা সকল অযথার্থ করিয়া লিখিয়াছেন, যদিও বিদ্বান লোক সকল তন্মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিয়াছেন ফলতঃ এতদ্দেশীয় পাঠকগণ যাঁহারা বিদ্যারসের রসজ্ঞ নহেন, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কিছুই জানেন না, চারিদিগে কিরূপ ঘটনা হইতেছে তদ্বিশেষ জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত মিথ্যা লেখাকে সত্যরূপেই মান্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ যন্ত্রাধ্যক্ষেরা যে কেবল সত্য সংবাদকে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের বিশ্বাস ভঙ্গ করণের উপক্রম করিয়াছেন,, এই নগর মধ্যে ও অন্যত্রে তাঁহারা এরূপ কাণ্ড করিয়াছেন যে দিল্লীর রাজবিদ্রোহি সিপাহি-দলের নিকট হইতে যেন তাঁহারদিগের পত্রাদি আসিয়াছে এবং তাঁহারদিগের উক্ত কার্য্যের প্রশংসা লিখিয়া উৎসাহ দিয়াছেন' আমি যাঁহারদিগের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছি ইহাঁরা আমার অপেক্ষা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে ভালরূপেই অবগত আছেন, অধুনা আমি অনুমান

করি এরূপ থাকিলে বিদ্রোহ ব্যাপা
অত্যাচার এবং (আমি ভীত হই
বলিতেছি) সর্ব্বদা বিবাদ ঘটনার
ম্ভাবনা, অতএব আমি এই বিষয়ে
াবস্থাপক সমাজের মেম্বর মহাশয়
দিগের মনোযোগ প্রার্থনা করিতে
ছি, আপনারা গবর্ণমেণ্টকে এমত
মতার্পণ করুন, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট
ই সকল বিপদ নিবারণ পূর্ব্বক আ
রক্ষা সৈন্য রক্ষা এবং প্রজাদিগ
ক রক্ষা করিতে পারেন, আমি বি
শয় জানিয়াছি যে ভারতবর্ষের
াপাযন্ত্রাদির উপর গবর্ণমেণ্টের
তিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিলেই
তৎকার্য্য সম্পাদন হইতে পারি
বক।

গত বাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া
ত্র পাঠে অবগতি হইল যে গত
ধবার প্রাতে শ্রীরামপুরের ষ্টেসিয়া
ন রেইলওয়ে শকটে ভয়ানক কাণ্ড
হইয়াছে, তদ্বিশেষ এই যে ৭৮ গণি
এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনাদলের
লেপ্টেনাণ্ট ডাণ্ট সাহেব উক্ত দলে
কয়েকজন হাওলদার সমভিব্যাহা
সিপাহিগণের বেতন গ্রহণার্থ
জধানীতে আগমন করিতেছিলে
উক্ত স্থানে শকটোপরি অপর
কজন সাহেবের সহিত তাঁহার বি
দ হওয়াতে ঘুসাঘুসি আরম্ভ হয়,
রশেষে তাঁহারা উভয়েই ক্রোধোন্ম
হইয়া গাড়িতে পতিত হওত যুদ্ধা
ম্ভ করেন, এমত সময়ে রেইলওয়ে
ক্রান্ত কর্ম্মচারী মেং বেকর সাহে
তাঁহারদিগের উভয়কে স্বতন্ত্র করি
বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করেন, তা
তে ক্রোধোন্মত্ত লেপ্টেনাণ্ট আত্ম
বিস্মৃত হইয়া আপনার জেব হইতে
এক পিস্তল গ্রহণ পূর্ব্বক মেং বেকার
সাহেবের মস্তকে গুরুতর গুলির আ
ঘাত করিয়াছেন, পিস্তল বারুদপূর্ণ
ছিল, ঐ আঘাত পাইয়াই বেকার
সাহেব শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তাঁহা
র প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই।
আহা! অল্প দিবস হইল তিনি বি
বাহ করিয়াছিলেন, আঘাতকারি সা
হেব পুলিস প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হই
য়া তৎক্ষণাৎ কারাবদ্ধ হইয়াছেন,
বিচারান্তে তাঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ডা
নুমতি হয় তাহা বলা যায় না।

---

১৫ জুন দিবসে এক্সচেঞ্জ নীলামে বেহারের উৎপন্ন ১২১৫ সিন্ধুক আফিম ১০০০ টাকা দরে ও বারানসীর উৎপন্ন ২৫০৪ সিন্ধুক আফিম ১০০৪ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ঢাকা নগরের সিপাহিরা বিদ্রোহি হওনের যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা সত্য নহে, ফৌজদারী আদালতের চাপরাসী ও বরকন্দাজেরা অনর্থক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলরোড কোম্পানিদিগের "কলিকাতা" নামক ফেরি ষ্টিমর সেনা লইয়া ঢাকা গমন করিয়াছে "হাবড়া" ষ্টিমর আলাহাবাদ যাইবেক, বিদ্রোহিতা কাণ্ড নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত পারার্থী লোকদিগকে ডিঙ্গিতে পারাপার হইতে হইবে।

প্রেরিত পত্র

গুণিগণাগ্রগণ্য পরম বদান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সদ্গুণ কীর্ত্তন করাই সাধুর কর্ত্তব্য।

সম্পাদক মহাশয়! এইক্ষণে অস্মদাদির হরিপাল থানার অধীনে শান্তিদেবী নিয়তই অবস্থান করিতেছেন। অত্রত্য বর্ত্তমান দারোগা শ্রীযুত বাবু রামশরণ সিংহ মহোদয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ পক্ষে যদ্রূপ মনোযোগী ও পরিশ্রমী, ঈদৃশ কার্য্য দক্ষ ও আলস্যবিহীন ব্যক্তি দারোগা শ্রেণী মধ্যে প্রায় সচরাচর দেখা যায় না, যাহা হউক, প্রশংসিত লোকের প্রশংসা উপলক্ষে সাধারণের দোষোল্লেখ করা অনুচিত, এজন্য শুদ্ধ রামশরণবাবুর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কার্য্যের কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদর্শন করি, এই অনুসারে যদি অন্যান্য দারোগা মহাশয়েরা নিজ' নিজ নির্দ্দিষ্ট সীমার শান্তিরক্ষার প্রতি মনোযোগি হয়েন তবে অচিরেই আমারদিগের দেশ অসাধু ও তস্করশূন্য হইতে পারে।

রামশরণবাবু প্রতি রজনীতেই স্বীয় সীমায় "রাউণ্ড" অর্থাৎ রোঁদ ফিরিয়া থাকেন। বাবু কখন কোন্ বেশে কোন্ স্থানে কি ভাবে উপস্থিত হয়েন তাহার নিশ্চয়াবধারণ কিছুই হয় না। হরিপালের অধীনে যে খানে যত ফাঁড়িদার ও চৌকীদার আছে সকলেই দারোগাবাবুর শাসনে অতিশয় সতর্ক, কায় মনে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে। দারোগাবাবু ছদ্মবেশে রোঁদ ভ্রমণ

দ্বারা প্রথমেই চৌকীদারদিগকে শাসন করিয়াছেন, চৌকীদারদিগের রাত্রে নিদ্রা যাওয়া দূরে থাকুক দারোগাবাবুর শাসনে কেহ এক স্থানে এক দণ্ডকালও স্থিররূপে অবস্থান করিতে পারে না, তাহারা মনে করে কখন্ কোন্ প্রকারে দারোগাবাবু আসিয়া তাহারদিগের দোষ প্রদর্শন করিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। প্রধানের প্রণিধানে দোষ দর্শনের আশঙ্কায় চৌকীদারেরা সুতরাং স্ব স্ব কার্য্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান দারোগা মহাশয়ের এই প্রকার শাসনে চুরি ডাকাইতি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি প্রবেশ করা দূরে থাকুক সামান্য গৃহ বিবাদও সুদূরপরাহত হইয়াছে। রামশরণবাবু পূর্ব্বে জমাদারী কর্ম্ম করিতেন, পরে তাঁহার ক্ষমতা ও কার্য্যদক্ষতা দৃষ্টি করত হুগলির মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর, এফ, ককরেল সাহেব তাঁহাকে দারোগার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এস্থলে উক্ত সাহেবকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়, কারণ কথিত মহোদয়ের গুণ গ্রাহিতা-বৃত্তি দ্বারাই আমরা হরিপালে রামশরণবাবুকে দারোগারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইক্ষণে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, ককরেল সাহেবও ক্রমে মানসিক স্বচ্ছন্দ ও উন্নত পদারূঢ় হউন। পরন্তু রামশরণ বাবু নিজে যেরূপ সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তি তাহাতে যে উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তাহা তাঁহার পক্ষে প্রশংস্য নহে, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ফলতঃ অধীনস্থ যাবলোককেই উৎকোচ গ্রহণের দোষ প্রদর্শন করত সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত হরিপাল হইতে উৎকোচের আদান প্রদানের প্রসঙ্গমাত্র নাই। যাহা হউক রামশরণবাবুর অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও সদ্গুণে হরিপালস্থ তাবতেই তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিতেছেন, এবং আপনাপন আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে রামশরণবাবু আমারদিগের হরিপালের দারোগার পদ হইতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদাভিষিক্ত হউন, তাহা হইলে আমরা আরো বিশেষরূপে শান্তি সংস্থাপনের মুখাবলোকন করিব সন্দেহ কি?

কেষাঞ্চিৎ হরিপাল নিবাসিনাং।

মহিমবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয় মল্লিখিত নিম্নস্থ পদ্যাবলী যদিচ লালিত্যাভাব প্রযুক্ত মহাশয়ের বিরক্তিজনক হইবার সংপূর্ণ সম্ভাবনা, তথাপি আমারদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করণার্থ সংশোধন করণানন্তর অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রভাকর-রূপ দেশহিতৈষি প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান করিলে চির বাধিত হইব ইত্যলং বিস্তরেণ।

মনোভৎর্সনা।

পদ্য।

ওরে মন, একেমন, তোমার স্বভাব।
অদ্যপিও না হইল, স্বভাব অভাব॥
অনর্থের মূল অর্থ, ভাব অনিবার।
না ভাবিলে পরমার্থ দিনে একবার।
কুমতি কুমতি তোর হইল প্রবল।
সার্থক জনম তুই করিলি বিফল॥
নিরবধি চিন্তা করা কেবল ঐহিক।
ধিক্ রে পামর মন ধিক্ তোরে ধিক্॥

ওরে মন, শমন, সদনে যেতে হবে।
ওদীন এদিন তোর, কত দিন রবে॥
অসার সংসার কর্ম্ম ক'রছ সাধন।
কোথা রবে তুমি যবে, হইবে নিধন॥
কি কর্ম্মে কাটালি তোর, কাল সমুদয়।
কি হবেরে হোলে পরে, কাল সমুদয়॥
দিনে দিনে ভ্রম তোর, বাড়িছে অধিক।
ধিক্ রে পামর মন, ধিক্ তোরে ধিক্॥

ওরে মন পরিজন, সহিত সোহাগে।
জীবন যাপন কর, বৃথা অনুরাগে॥
সুপুত্র কলত্র আদি, সব বিনশ্বর।
তুমি অনুভব কর, অজর অমর॥
তোর ভ্রান্তি শান্তি মন, হোলোনা এবার।
আমারে মজালি কোরে, আমার আমার॥
অনিত্য অমাত্যগণে, ভাব প্রাণাধিক।
ধিক্ রে পামর মন, ধিক্ তোরে ধিক॥

ওরে মন, রিপুগণ, করিতে দমন।
সুযোগ পাইয়ে নাহি করিলি যতন॥
স্বকর্ম্ম সাধনে তারা প্রকাশিছে বল।
কিবোলে এখন ভুই, নিবারিবি বল॥
অনাসে রিপুর বশ হতেছে মনন।
চরমে পরম পদ না কর স্মরণ॥
তোর দোষে, আমি দুষ্ট, দুই সমধিক।
ধিক্ রে পামর মন, ধিক্ তোরে ধিক্॥

খড়দহ নিবাসি
শ্রীহরিনাথ মুখোপাধ্যায়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১৮ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর
সাপ্তাহিকপত্র

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রদীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৫৩ সংখ্যা] শনিবার ৭ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২০ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

৭ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কয়েক দল অধার্ম্মিক—অবাধ্য —সমস্তজ্ঞহিতাহিত বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহি হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্তস্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর,—সকল উপদ্রব নিবারণ কর,—প্রজাবৎসল সুধার্ম্মিক সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয়-পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর।—অত্যাচারি-অপকারি বিদ্রোহকারি দুর্জ্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।—যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষময়তর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে তাহারদিগো দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বৃক্ষের ফলভোগ করুক"।

লোকের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিনা, আমারদিগের সহিত যখন যাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি প্রসঙ্গ মাত্রেই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বাঙ্গালি প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তর কেবল শ্রীশ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে, যাহাতে রাজপুরুষদিগের রাজলক্ষ্মী ভারতবর্ষে চিরস্থায়িনী হয়েন, একাগ্র চিত্তে তাহারি অভিলাষ করে, স্বপ্নেও কখনো অমঙ্গল চিন্তা করেনা, কারণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালি বৃহ যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্ব্বক সানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিন্‌কালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা, এবং ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারিনা, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি। ভারতবর্ষের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যথার্থ নীতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। সকল দিগেই সমান দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় ভাষা সহকারে প্রজাপুঞ্জের স্ব স্ব জাতীয় ভাষার উপদেশ দিতেছেন। চিকিৎসা-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, পদার্থ নির্ণয়-বিদ্যা, নানারূপ ধাতু, খনিঘটিত ভূতত্ত্বনির্ণায়ক-বিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার শিক্ষা দিয়া জীবিকা সাধনের জন্য প্রকৃষ্টরূপ প্রচুর পথ প্রস্তুত করিতেছেন,—সকল বিষয়ের অভাব হরিতেছেন,—

ীক্ষা দ্বারা পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক
মান সহকারে পদ প্রদান করিতে
ন। গমনাগমনের জন্য উত্তম
থ, সেতু বাষ্পীয় নৌকা, বাষ্পীয়
থ প্রভৃতি কি চমৎকার সকল সৃষ্টি
ইয়াছে, যেখানে সেখানে গমন
রি, কুত্রাপিই আশঙ্কা নাই, রাজ
থে তরুতলে পর্ব্বত উপরে, নদী
বশেষে বিরল বনে নিশাভাগে স্বচ্ছ
দ সুখে নিদ্রা যাইতেছি, রাজপু
ষেরা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া আশ্রি
ত প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করিতেছে
, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়ে লক্ষ
লক্ষ অনাথ রোগি ঔষধপথ্য প্রাপ্ত
হইয়া গুরুতর রোগ হইতে অনায়া
সে নিস্তার পাইতেছে।—এই প্রকা
র শত শত দয়ার ব্যাপার দৃষ্টি করি
য়া অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র
হইতে থাকে। যবনাধিকারে আমরা
ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই,
সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত।
মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলা
য় "বদি" অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্মসূচ
ক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে
হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া
"হাসন" "হোসেনের" মৃত্যু
জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হই
ত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া
"মোর্চ্চে" নামক গান করিতে হই
ত। তাহা না করিলে শোণিতের স
মুদ্র প্রবাহিত হইত। এইক্ষণে ইংরা
জাধিকারে সেই মনস্তাপ একেকা
লেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অ
নায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রীষ্টীয়
ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীরস্বরে
ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ,
[illegible] ভেরী, বাদ্য করিতে
ছি, "ছ্যাড্যাং" শব্দে বলিদান ক
রিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করি
তেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে
বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদা
ন করিতেছেন। এই কল্পে ছোট
বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা
প্রদান করিয়াছেন। লার্ড সাহেবের
বাটীর সম্মুখ দিয়া কোন কোন প
ল্লীর হিন্দুরা ঢাক, ঢোল, কাসর, ঘ
ণ্টার বাদ্য করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন
করিতে যাইতেছেন, তাহাতে রাজ
পক্ষীয় প্রহরি প্রভৃতি কেহই "চুঁ"
শব্দটি করেনা। নবাবী সময়ে "আ
দব,, কায়দা,, করিতে করিতে কর্ম্ম
চারিদিগের প্রাণান্ত হইত; গাড়ী,
পাল্কি, চড়া দূরে থাকুক, হুজুরদি
গের চক্ষে পড়িলে হুজুরমত শং
সাজিয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে
হইত। বর্ত্তমান রাজ মহাত্মারা সে
বিষয়ে একেকালেই অভিমানশূন্য,
সমস্ত কর্ম্মচারি যথোচিত মর্য্যাদার
সহিত সুখে স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে
ছেন, পথিকেরা কি মহারাণী, কি গব
রনর জেনরল সকলের পাশ ঘেসিয়া
নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে
ছে। কেহ যদি "সেলাম,, না করে
তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই।
এবং সেলাম করে এমত ইচ্ছাও
নাই, যে ব্যক্তি প্রভুভক্তি প্রচারার্থে
স্বয়ং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিনত হইয়া নম
স্কার করে, অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক
তাহার সেই নমস্কার গ্রহণ করত
তদ্বিনিময়ে নমস্কার প্রদান করিয়া
থাকেন। যবনাধিকারে এই বঙ্গদে
শের লোকেরা সময়ে সময়ে দস্যু,
তস্কর বিশেষতঃ বর্গির হেঙ্গামায়
হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কি পর্য্যন্ত আন্তরি
ক যাতনা সম্ভোগ না করিয়াছেন?
এইক্ষণে সে যাতনাই জাত নাই।

এই স্থলে সকলে প্রণিধান করুন,
ব্রিটিস অধিকার আমারদিগের
পক্ষে কি প্রকার সুখের আধার হই
য়াছে, অনায়াসেই অতি সহজে
নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপা
র্জ্জন, সুপথে থাকিয়া সুরীতিক্রমে
বিবিধ সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন,
বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নি
র্ভয়ে অর্জ্জিত ধনরক্ষণ, অর্জ্জিত ধ
নের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগ
জের সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধি করণ।
স্বচ্ছন্দে শঙ্কা-শূন্য হইয়া নানাদেশ
পর্য্যটন ও তীর্থাদি দর্শন, স্বাধীন
রূপে ধর্ম্ম যাজন, রাজকীয় ব্যাপারে
নানা কথার আন্দোলন, এবং রাজ
নিয়মের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক সংশো
ধনের অনুরোধ করণ ইত্যাদি অশে
ষ বিধ বিষয়েই আমরা অশেষরূপে
উপকৃত হইতেছি, অতএব সকলে
একবার মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিস গবর্ণমে
ণ্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের
সহিত জয় প্রার্থনা কর।

হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ! আ
মরা আর অধিক কি নিবেদন করি
ব? সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ আত্মীয়
রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষ
গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং
বাহাদুর তোমারদিগের অকপট
প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা,
মনের অখলতা, নির্ম্মলতা, এবং সচ্চ
রিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অব
গত হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি
কাঙালি অপেক্ষাও দুর্ব্বল, অত্যন্ত
ভীত, সাহসহীন, ভাত মাচ খাইয়া
শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনি

লেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপ
নারা আপনারদিগের শরীর রক্ষা ক
রিতে পারেনা তাহারা কি আবার
কস্মিন্‌কালে অরির ভাব ধারণ করি
য়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে?
যে পর্য্যন্ত এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব
হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তোমরা প্রভু
ভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছ,
এই মহদ্গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত
রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতে
ছ, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম জন্য ধর্ম্ম তো
মারদিগের ক্রমেই মঙ্গল করিবেন,
এবং লার্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া
যথাযোগ্য কৃপাবিতরণে কখনই কৃপ
ণতা করিবেন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া
ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করি
বেন।

সংপ্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধির
বিকার বশতঃ যে কাণ্ড উপস্থিত করি
য়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে একাণ্ড
কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মা
ণ্ডের নিকট ভাণ্ড, সেইরূপ বিশ্ববিজ
য়ি ব্রিটিস জাতির নিকট এই কাণ্ড
অতি ক্ষুদ্র।

পিঁপীড়া আপনার মৃত্যুর নিমি
ত্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আ
পনার নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ
করে, কেশেঘাস নিজে সংহার পাই
বার জন্যই পুষ্প-ধারণ করে, অধুনা
দিফাহিদিগের সমর সজ্জা আপনার
দিগের নিপাতের নিমিত্ত সেইরূপ
হইয়াছে তাহাতে সংশয় কি? যে
অবোধ পর্ব্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে
সে ব্যক্তি সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপ
নিই নিহত হয়। যদি তৃণের বাতা
সে পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত,
যদি চটক পক্ষি চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে
শোষণ করিতে পারিত, যদি মেষ
শাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল
দিতে পারিত, তবে একদিন সিফাহি
দিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় ক
রিতে পারিতাম, ইহাতে ভয়ের বিষ
য় কি আছে? তবে দুঃখের বিষয়
এই যে, যাহারা এত দীর্ঘকাল অধী
নে থাকিয়া বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার
পূর্ব্বক সমুদয় সংগ্রামে অক্ষোভে
প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে, অতি
সাহসে সম্মুখ সমরে জয়লাভ করত
বিশ্বময় ব্রিটিস বিক্রম বিস্তার করি
য়াছে, সংপ্রতি হঠাৎ তাহারদিগের
সে ভাবের অন্যথা কেন হইল?
এমন কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? অবশ্যই
তাহাতে কোন কারণ আছে, কোন
কোন দুষ্ট লোকের দুষ্টাদেশেই
এরূপ হইয়াছে, যাহা হউক, এইক্ষণে
কাজে কাজেই তাহারদিগকে যথা
যোগ্য দণ্ড দিতে হইল, যদিও তাহা
রা অঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু বিশেষ রোগে
রুগ্ন ভঙ্গ অঙ্গ ছেদন না করিলে দেহ
রক্ষা হয় না। কোন কোন রোগে
হাতখানা কাটিতে হয়, অতি পীড়া
কর নড়াদন্ত ফেলিতে হয়, সুতরাং
ইহারদিগের বিষয়েও সেইরূপ বিধি
বিধেয় হইতেছে।

হে বাঙ্গালি মহাশয়েরা! এবিষয়ে
আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে
না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা
সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরু
ষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন করুন।—
পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট
এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে
মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক,
লার্ড বাহাদুর অভিলষিত বিষয়ে কৃত
কার্য্য হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হ
উন।—বিদ্রোহানল এখনি নির্ব্বাণ
হউক।—জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায়
বিদ্রোহিদিগের শাসন করুন, যাহারা
বিদ্রোহি হয় নাই, তাহারদিগের ম
ঙ্গল করুন, কোনকালে যেন তাহার
দিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম
না হয়। হে ভাই, আমারদিগের শ
রীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ
করিতে জানিনা, অতএব প্রার্থনাই
আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমারদি
গের অস্ত্র এবং নাম জপ আমারদি
গের বল, এতদ্দ্বারাই আমরা রাজ
সাহায্য করিয়া কৃতকার্য্য হইব।

আমারদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই,
ব্রিটিস অধীনে যেমন সুখে আছি
চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব
সর্ব্বশেষে এই প্রার্থনা করি গবরনর
বাহাদুর নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া রাজ্যে
দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দু
র্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হউন, তণ্ড
লাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজার
আর রক্ষা পায় না, রপ্তানি বন্দ না
করিলে দেশ বাঁচেনা।

হে, বাঙ্গালি সম্পাদকগণ! তো
মারদিগের লেখনী যেন সুধা বর্ষ
করে, যেন বিষ-বৃষ্টি করিয়া প্রলয়োৎ
পাদন না করে, সকলে রাজ্যেশ্ব
র কুশল প্রার্থনায় লেখনী চালন
কর।

পদ্য।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার॥
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হোয়ে বাঞ্ছাময়॥
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়॥

স্বাধীনতা-স্বর্গভোগ, সকল সময়।
কিছুমাত্র নাহি দুখ, সদা সুখময়॥
সমভাবে সুখে আছে, প্রজা সমুদয়।
দোষি বিনা কেহ আর, দুখি কভু নয়॥
নীতিশাস্ত্র-মত যত, রাজার লক্ষণ।
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন॥
প্রজার সন্তান প্রায়, মূর্খ নাই আর।
যেখানে সেখানে দেখি, বিদ্যার আগার॥
বহুবিধ বিদ্যাদানে, বিত্ত বিতরণ।
অজ্ঞানতিমির তায়, হতেছে মোচন॥
শিক্ষা পেয়ে করে সবে, পরীক্ষা প্রদান।
যে, যেমন পাত্র, তার সেইরূপ মান॥
প্রতিষ্ঠাপত্রের যোগে, পুরস্কার দান।
যোগ্য-জনে, যোগ্য-পদ, করেন প্রদান॥
গুণভেদে পদভেদ, অসম্ভব নয়।
সঞ্চিত আশায় কেহ, বঞ্চিত না হয়॥
কল, যন্ত্র, আদি যত, বিজ্ঞান প্রধান।
নানারূপে হইতেছে, জীবিকা বিধান॥
"ইলেকট্রিক টেলিগ্রাপ" কিবা ভাস ভাসে
ছমাসের সমাচার, ছয়দণ্ডে আসে॥
বাষ্পতরি, বাষ্পরথ, অপূর্ব্ব গঠন।
বণিকের বাণিজ্যের, মঙ্গল সাধন॥
সহজেই পূর্ণ করে, নিজ মনোরথ।
ছয় দিনে আসে যায়, ছমাসের পথ॥
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা, করিছে পালন।
হৃষ্ট মনে পূজে সবে, তোমার চরণ॥
প্রতিক্ষণ সুনিয়মে, শান্তির স্থাপন।
ভয় কোরে চোর নাহি, হোরে লয় ধন।
নিরপেক্ষ নীতিদক্ষ, অতি দয়াবান।
পালন করেন প্রজা, পিতার সমান॥
যেখানে সেখানে যাই, কিছু নাই ভয়।
তাই বলি, জয় জয়, ব্রিটিসের জয়॥
বিশেষত বর্ত্তমান, গবরনর যিনি।
শাসনের আসনের যোগ্য জন তিনি॥
অতিশয় অনুরাগ, বিদ্যা বিতরণে।
প্রজা যাহে সুখে রয়, সদা তাই মনে॥
খেতে পালুক সবে, ধর্ম্ম আপনার।
রেছেন শুভকর ঘোষণা প্রচার॥

হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই।
তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই॥
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার।
ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর॥

ভারতের পুত্রগণ, নিবেদন ধর।
ঈশ্বরের কাছে সবে, জয় ভিক্ষা কর॥
এক ভাবে, একমনে, এক ধ্যানে থাকো।
কৃতজ্ঞতা সার-ধর্ম্ম, অন্তরেতে রাখো॥
এখনি হইবে জয়, ভয় পেয়োনাকো।
ভক্তি-ভরে নিত্যনিধি, নিরঞ্জনে ডাকো॥
হোক্ হোক্ সমুদয়, শত্রু হোক্ ক্ষয়।
মুক্ত মুখে বল সবে, জয় জয় জয়॥
বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ, রণবেশ, কর সম্বরণ॥
এতদিন অধীনতা, করিয়া স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, করেছ প্রচার॥
ব্রিটিস সমর-শিক্ষা, শিখে সমুদয়।
বাহুবলে কত দেশ, করিয়াছ জয়॥
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার।
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার॥
এখন তোমরা কার, কুরুক্ষেত্রে তুলে।
করিতেছ অত্যাচার, রাজপ্রতিকূলে॥
অতিঘোর তাপরূপ, কূপ-জলে উলে।
নিজ নিজ সংহারের, ধ্বজা দিলে তুলে॥
কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে?
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে॥
এখনিই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা?॥
একবার দেখ দেখি, ধর্ম্মপানে চেয়ে।
এতকাল বেঁচে আছো, কার অন্ন-খেয়ে॥
তোমাদের প্রতি লোক, মিছে করে রোষ।
লেখা পড়া শেখনাই, সেই দোষ দোষ॥
না শিখিলে, লেখাপড়া, মানুষতো বটে।
অকারণে এত পাপ, ঘটে কেন ঘটে?।
পাখি দেখ, পশু দেখ, যারা হয় পোষা।
পালকের প্রতি কভু, নাহি করে গোঁসা॥
তোমরা হইলে খল, সাপের অধিক।
অধিক কি কব আর, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
যা করেছ, করিয়াছ, চারা নাই তার।
এখন ধর্ম্মের পানে, চাহ একবার॥
এদেশের সর্ব্বময়, কর্ত্তা হন যিনি।
তোমাদের অন্ধকারী কভু নন তিনি॥
কর কর, কর সবে, অস্ত্র পরিহার।
কর কর, কর মুখে, স্বদোষ স্বীকার॥
ধর ধর, ধর এসে, চরণে তাঁহার।
পূর্ব্ববৎ অনুগত, হও পুনর্ব্বার॥
অপার কৃপার নিধি, "লার্ড" দয়াময়।
করিবেন বিবেচনা, উচিত যা হয়॥

যে সব "সেফাই" আছে, ব্রিটিসের বশ।
এক মুখে কি কহিব, তোমাদের যশ॥
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে।
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে॥
এই গুণে, একা কিছু, রাজা বোলে নয়।
সদয় হবেন প্রভু, দীনদয়াময়॥

ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, গবর্ণমেণ্টের মেরিণ ডিপার্টমেণ্টের আফিসএটীং সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মে: ডি, ডি, রবর্টসন সাহেব গত রবিবারে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

মেডিকেল কালেজের যোগ্যতা পত্র প্রাপ্ত ২৪ জন দেশীয় ডাক্তর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

লার্ড এলজিন সাহেব সিলোন হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

সত্যং মনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদ্দেতি ভাষৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকারণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৬০ সংখ্যা] সোমবার ১৬ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৯ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহা

করণের ভার তাঁহার শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র প্রমাণে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের অনুমত্য নুসারে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি কোতরঙ্গ নামক স্থান নিবাসি রাজ চন্দ্র সুর এবং মহানগর কলিকাতার শ্যামবাজার নিবাসি নবীনচন্দ্র পালের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা মৃত ব্যক্তির উইল পত্রে তাঁহার বিষয়াদির অছিরূপে উল্লেখিত হইয়াছে, অতএব মৃত ব্যক্তির বিষয়াদির প্রতি যাঁহারদিগের কোন পাওনা আছে তাঁহারা উক্ত অছিদিগকে তাহা জানাইবেন, এবং যাঁ

হারা মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণি আছেন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহারদিগের নিকটে আপনাপন ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON

১০ জুন এক হাজার আট শত সা
ন খ্রীষ্টাব্দ।

ANLEY & SIMS.
Proctors
এন্‌লি এণ্ড সিম্‌স

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ে অদ্য তারিখে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসি মৃত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিষয় ও বিভবাদির লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের উক্ত স্থান নিবাসিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির শ্বাশুড়ী হয়েন, উক্ত আবেদনপত্রের

রাণী দক্ষিণাকালী দাসী শ্রীমতী রা
মণি দাসী (যখন তিনি এই সম্ভ্রা
বিচারালয়ের অধিকার মধ্যে আ
সন করিবেন) এবং শ্রীমতী কৃষ্ণ
আদরিণী দাসী প্রতিবাদিনী, এই
মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার
অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের
অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারা
লয় হইতে এক হাজার আট শত
ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফিব্রুআরি
তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানু
মতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতা
নুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত
রাজা সীতানাথ বসু যিনি ইতিপূর্ব্ব
মহানগর কলিকাতায় বাস ক

ষ্টাব্দের ২৮ জুন তারিখে
তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু
ছ তাঁহার মহাজনদিগকে
করা যাইতেছে যে তাঁহারা
মি জুলাই মাসের ২৫ তারিখে
তাহার পূর্ব্বে উল্লেখিত সুপ্রি
র্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম
পর্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত
র কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে
র দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া
নাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ
বেন, যদ্যপি তাহা না করেন
উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত
মতির সুগমসূচক উপায়মতে
পনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে
বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON.
Master.

উইলিয়ম মৈকফার্সন।
মাষ্টর।

SIMS.
Attorneys.

বলি এণ্ড সিমস।
তিবাদির পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
প্রিম কোর্ট।
ষ্টর আফিস
৫ জুন ১৮৫৭

সংবাদপ্রভাকর

৬ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

পাঠক মাত্রেই চাতকের বারি
আশাপেক্ষা অধিক ব্যগ্রতার সহি
তেছেন যেহেতু উক্ত নগরের দুর্গ
আশ্রয় করিয়াই দুরাত্মা অকৃতজ্ঞ সি
পাহি সেনারা বিক্রম করিতেছিল
এবং ঐ স্থানকেই তাহারা একত্র
হইবার প্রধান স্থান নিরূপণ করিয়া
ছিল, কয়েক দিবসের মধ্যে যে সমা
চার প্রচার হইয়াছে তাহাতে এই
মাত্র জানা গিয়াছে যে সেনাপতি
সাহেব দিল্লীর দ্বারের এক ভাগের
প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া সেনা সহিত নগ
র প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইন্দোর হইতে
কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য কুঠিয়াল এরূপ
সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে মহাবল
পরাক্রান্ত ব্রিটিস সেনারা উক্ত রাজ
ধানীর দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক বিপক্ষ
দলের চতুর্থাংশের তিন অংশকে
হত করিয়াছে, এই শুভ সংবাদের
সত্যতায় অতি সংপূর্ণ বিশ্বাস হই
তেছে, সত্যাচারি সিপাহিরা কত
দিন পর্য্যন্ত রণবিৎ সেনানী ও সেনা
গণের পরাক্রম অবহেলন করিবেক,
মুষিক ব্যাঘ্র সমক্ষে কতক্ষণ আত্মনাদ
করিবে, ভেক শরীর ফুলাইলেই কি
কুঞ্জরের ন্যায় ভীষণ দেহ ধারণ করি
তে পারিবেক?

আমরা অন্যান্য স্থানের সংবাদ
যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিল
তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে সমস্ত সি
পাহি সৈন্য হীন বুদ্ধি বশতঃ স্থানে
স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া
ছে, তাহারা ভাবতেই অত্যাচার প্র
চার পূর্ব্বক দিল্লীতে ধাবিত হইয়াছে
এবং গৌরাঙ্গ সেনারা তাহারদিগের
পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা
করিতেছে এবং কোন কোন স্থানে
তাহারা কৃতকার্য্যও হইয়াছে, অত
এব দুরাচারিদিগের হস্ত হইতে দিল্লী
গ্রহণ করিতে পারিলেই তাহারা
ক্রমে ক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইবেক,
তাহারদিগের বল বিক্রম কিছুই
থাকিবেক না, একথা সকলেই স্বীকা
র করিবেন, আমরা কয়েক দিবসা
বধি প্রায় প্রতিদিবস দিল্লী জয়ের
সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি, আমারদি
গের সহযাগি ইংরাজী পত্র সম্পাদ
কেরা সাতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক অতি
রেক পত্রদ্বারা ঐ শুভ সংবাদ সর্ব্ব
ত্র প্রকাশ করিতেছেন, অতএব ব্রি
টিস সেনারা ঐ নগর জয় করত দুরা
ত্মাদিগকে উচিতরূপ শিক্ষা প্রদান
করিয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন সং
শয় নাই।

পরন্তু দিল্লী নগরাক্রমণকারি
সেনাপতি সাহেব কি কারণে এই
শুভ সংবাদ প্রেরণে বিলম্ব করিতে
ছেন [illegible] কিছুই অনুধাবন
করিতে পারি নাই, বোধ হয় তিনি
দুরাচারিদিগকে সংপূর্ণরূপে দমন
করিয়াই পরিশেষে পত্র লিখিবেন,
যাহা হউক, আমরা নিশ্চয় সংবাদে
র প্রতি সংপূর্ণ প্রতীক্ষা করিলাম
প্রাপ্ত হইলেই পাঠকদিগকে বিদিত
করিব।

অবোধ যবনেরা উপস্থিত বি
দ্রোহ সময়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্যার্থ
কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে
তাহারদিগের রাজভক্তির সংপূর্ণ
বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং
বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগকে নিতা
ন্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন, দয়াবান
সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট সকল
প্রকার ধর্ম্মাবলম্বি প্রজাদিগের প্রতি
সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খল নিয়ম

কারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে
ন, সকল প্রজাকেই ভিন্ন ভিন্ন বি
সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন,
জাতির বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত
রূপ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সং
পন করিয়াছেন, যবনদিগের নি
ত্তও সেইরূপ সদুপায় হইয়াছে,
শষতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম
সারে গবর্ণমেন্টের স্থাপিত সমুদয়
ন্যালয়ে যবনেরা হিন্দুদিগের সহি
একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক অনুশী
ন করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে,
জকীয় বিশ্বাস যোগ্য উচ্চ আস
ও যবনেরা উপবেশন পূর্ব্বক বিচা
কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে তাহারা
জকৃত এইরূপ সমস্ত উপকার
প্ত হইয়াও বর্ত্তমান সময়ে রাজা
কুলতা স্বভাব কিছুই প্রকাশ করি
ক না! হায় কি অকৃতজ্ঞ! আম
অবগত করত সাতিশয় অনুতাপিত
ইলাম, যে অবোধ অকৃতজ্ঞ যবনে
াই দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার অদূর
র্ত্তি আগড়পাড়ায় মিসনরি বিদ্যা
য়ের প্রতি অত্যাচার প্রচার পূর্ব্ব
ইংরাজী পুস্তকাদি নষ্ট করণে উ
ত হইয়াছিল, হিন্দুরা দলবদ্ধ হইয়া
তাহারদিগের বিরুদ্ধাচরণ করাতেই
কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সাহস
পূর্ব্বক বলিয়াছে যে এদেশে ইংরাজ
দিগের আধিপত্য লোপ হইয়াছে,
এইক্ষণে সকল বিদ্যালয়েই কোরাণ
ব্যবহৃত হইবেক। হায়, দুরাত্মাদি
গের কি সাহস! তাহারা রাজার
নিকট সকল প্রকার উপকার পাইয়া
কি উপস্থিত সময়ে এইরূপ প্রত্যুপ
কার করণে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাঁহা
রা যদ্যপি বিবেচনারূপ মুকুরে আপ
নারদিগের এই অন্যায় ব্যবহারের
মুখাবলোকন করে তবে কি লজ্জিত
হইবেক না? যবনের মধ্যে যে সকল
বিবেচক লোক আছেন তাঁহারা আ
মারদিগের এই লেখাতে ক্রোধ করি
বেন না, অবশ্য দুঃখিত হইবেন,
তাঁহারা আমারদিগের এই লেখার
লক্ষ্য স্থল নহেন, তাঁহারদিগের
সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তাঁহা
রা এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারে
ন না।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সক
ল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হই
য়াছে তত্তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র
ধারণ পূর্ব্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি
বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি
হৃদয় বিদারক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া
ছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপ
নাপন রক্তকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা
হত হইয়াছেন, অধুনা যবন প্রজাদি
গের প্রতি গবর্ণমেন্টের এমত অবি
শ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে
স্থানে অধিক যবণের বাস সেই স্থা
নেই অধিক রাজপ্রহরী নিযুক্ত হই
য়াছে নাগর্য্য বলন্টিয়ার সেনা
গণ অতি সতর্কভাবে মাদরসা
কালেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদি
গের অন্তঃকরণে কি কারণ গবর্ণমে
ন্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভা
ব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই
নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

গত শনিবার সন্ধ্যার সময়ে গব
র্ণমেন্ট নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকা
শার্থ প্রেরণ করেন।

"বারাণসী ২৭ জুন।

গাজিপুর, বারাণসী এবং মৃজা
পুরে কোন গোলযোগ নাই, কাপ্তে
ন বারণবেরি লেপ্টেনাণ্ট টকর স্মিথ
লুইস এবং ডাক্তর ও ডনেল ও তিন
জন সিপাহি সুলতানপুর হইতে
বারাণসীতে আসিয়াছে, আজিম
গড়ের পথের নিকটস্থ কোন কোন
প্রজা ডাকবন্ধ করিয়া অতিশয় অত্যা
চার করাতে অনেক গোরা, শিক,
এবং কয়েক জন সোয়ার ২৬ তারি
খে রজনীযোগে তাহারদিগের বিরু
দ্ধে প্রেরিত হইয়াছে, গোরক্ষপুরে
কোন গোলযোগ নাই।"

আমরা শুক্রবাসরীয় ফিনিক্স
পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সমাচার
গ্রহণ করিলাম।

"আমারদিগের কোন সহযোগি
গত দিবস প্রকাশ করিয়াছেন যে
কাণপুর হইতে এক ব্যক্তি পলায়ন
পূর্ব্বক আলাহাবাদে আসিয়া ব্যক্ত
করিয়াছে যে বিদ্রোহিরা কাণপুরের
সমস্ত অধিবাসিকে হত করিয়াছে,
ফলতঃ আমরা এই সংবাদের প্রতি
সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিনা,
কোন কোন ব্যক্তি হত হইয়া থাকি
বে, কিন্তু তত্রস্থ লোকেরা পূর্ব্বে যে
স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অত্যা
চার ঘটনার পূর্ব্বেই তাহারা তথায়
প্রস্থান করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ রাজ্যের যে সংবাদ প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে তাহা শুভাবহ বটে,
কোন বিরূপ ঘটনার আশঙ্কায় স্যার
হেনেরি লারেন্স সাহেব যে স্থান নি
রূপণ করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম
ও তাহার চারিদিগ উত্তমরূপে রক্ষি
ত, স্যার হেনরি লারেন্স সাহেব
অতি উপযুক্ত ও সমরদক্ষ, তিনি

অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে সকল বিপদ অতিক্রম করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট খাদ্য দ্রব্য গোলা গুলি বারুদ বিস্তর আছে, নগর মধ্যে আর কোন অত্যাচার ঘট না হয় নাই।'

ভগলপুর ও রাজমহলের পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত প্রদেশের সাওতালেরা সাম্যভাবে আছে, কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে নাই।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সন্দেহ।

মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়।

এইক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় বৃত্ত-বিবেক বা ছন্দঃ শাস্ত্রের* তাদৃশ অনুশীলন নাই, সুতরাং কবিরা সকলেই স্বীয় স্বীয় স্বকপোল-কল্পিত মতের অনুবর্ত্তি হইয়া চলেন।

প্রায় সকল ভাষাতেই ছন্দঃ শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় বৃত্ত-বিবেকের একখানিও সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ হয় নাই।

বৈয়াকরণিক মহাশয়েরা কেহ কেহ ইংরাজী ধারানুসারে স্বপ্রণীত শব্দ ব্যুৎপাদক পুস্তকের শেষে দুই এক পংক্তি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, সংস্কৃত ভাষায় 'বৃত্ত-রত্নাকর" ও "ছন্দোমঞ্জরী" নামে ছন্দঃ শাস্ত্রের যে দুই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আছে, সংস্কৃত কবিরা তদনুসারে চলিয়া থাকেন*।

এইক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল কবিরা "পয়ার" ও "ত্রিপদী" প্রভৃতি বৃত্ত অবলম্বন করিয়া শ্লোক যোজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে এক মহাবলম্বি নহেন, কেহ কহেন, পয়ার চারি পদে গ্রথিত, অন্যে কহেন, ইহার দুই চরণ বই নাই। ফলতঃ পয়ারের চারি পাদ হওয়াই উচিত। পয়ার সংস্কৃত অনুষ্টুভচ্ছন্দের বিকৃতি মাত্র অন্য কিছুই নহে।

বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয়ও চতুষ্পাদ বোধে পয়ার যোজনা করিয়া থাকেন। পয়ার লিখিবার সময় আপনি প্রথম পাদের ও তৃতীয় পাদের অব্যবহৃত পরে " , " ইত্যাকার বিরাম চিহ্ন দিয়া পাদ-ভেদ করিয়া থাকেন, আর কবিরাও বুঝিতে পারিবেন, রচনা করিবার সময় কোন্ কোন্ স্থলে থামিতে হয়। তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হইবে, পয়ার, চারি পাদে গ্রথিত বই অন্য কিছুই নহে।

সে যাহা হউক, 'ত্রিপদী' নাম্নী যে আর একটী ছন্দঃ প্রচলিত আছে তাহা স্পষ্টই ষট্ পদির ন বোধ হয়। যথা—

ত্রিপদী।

১। পড়ি যদি মহা ভ্রমে,
২। কামিনী গণ বিভ্রমে,
৩। দায়ে পড়ি' উঠা হ'ল দায়।
৪। বিদায় হইতে হ'বে,
৫। রহিতে না হ'বে ভবে,
৬। কবে তুমি মজিবে তাহায়॥

অতএব স্পষ্টই এইরূপে ত্রিপদির ষট্পদিতা প্রকাশ পাইতেছে। কবিরা কি বলিয়া ইহাকে ত্রিপদী বলেন, বলিতে পারি না।

অতএব হে সম্পাদক মহাশয়! যদিও আপনি এপর্য্যন্ত কোন মহাকাব্য রচনা করেন নাই, আপনার অসাধারণ কবিত্ব শক্তি সন্দর্শনে আমরা আপনাকে মহাকবি বলিয়া থাকি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই সন্দেহগুলি নিরাকরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মা।

কলিকাতা।
১৯১৪, ১০ই আষাঢ়।

আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক এই প্রশ্ন প্রকটন করিলাম। এই সময়ে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ইহাও অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

প্রভাকর সম্পাদক।

* যে শাস্ত্র পাঠে পদ্য লিখিবার প্রণালী জানা যায়, তাহাকে বৃত্ত-বিবেক বা ছন্দঃ শাস্ত্র কহে।

* বাঙ্গালা দেশে ছন্দোমঞ্জরীই অধিক প্রসিদ্ধ, ইহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত বলিয়াই সাদরে অনুশীলিত হয়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press*,

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৫৮৫৫ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১০ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৩ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

১০ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা নিবারণ মূলক আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকাশ করিলাম, এ বিষয়ে আমারদিগের যে অভিপ্রায় তাহা আগামিতে প্রকটন করা যাইবেক।

"নম্বর ১১৪২
ফোর্ট উইলিয়ম।
হোম ডিপার্টমেণ্ট।
১৮ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৭ সালের ১৫ আইনের বিধানানুসারে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ছাপাযন্ত্র ও অক্ষর কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি কলিকাতা রাজধানীতে রাখিবার এবং ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যে লাইসেন্স গৃহীত হইবেক তজ্জন্য পুলিসের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে আবেদন পত্র প্রদান করিতে হইবেক।

কলিকাতা রাজধানী ব্যতীত এই বঙ্গদেশ মধ্যে কোন স্থানে ঐ আইনের বিধান ক্রমে লাইসেন্স প্রদান করণের ভার বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের প্রতি সমর্পিত হইল, এবং তিনিই অপর রাজকর্ম্মচারির প্রতি ঐরূপ লাইসেন্স প্রদানের ভারার্পণ করিবেন।

বঙ্গ রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে এই নিয়মানুসারে লাইসেন্স প্রদান করিতে হইলে অথবা তৎ প্রদানার্থ অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাহা করিবেন।

স্ট্রেটস সেটেলমেণ্টের গবরনর, পঞ্জাব ও অযোধ্যা রাজ্যের প্রধান কমিস্যনর, মাইসের, কুর্গ, নাগপুর, পেগু, থনাসরিম, ও মার্ত্তাবান রাজ্যের কমিস্যনর সাহেবেরা তাঁহারদিগের অধিকার মধ্যে লাইসেন্স গ্রহণের আবেদন পত্র গ্রহণ অথবা তাহা গ্রহণের ভার অন্যকে প্রদান করিবেন।

নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে ছাপাযন্ত্র, অক্ষর, অথবা ছাপা করিবার দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হইবেক।

১। যে সকল পুস্তক ও সংবাদ পত্র কিম্বা ছোট বাহ অথবা অন্য যে কোন প্রকার ছাপা উল্লেখিত যন্ত্রাদিতে প্রকাশ হইবেক তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এদেশের অথবা এদেশ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহ কিছুই লিখিতে পারিবেন না, এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা কিম্বা অভক্তি না জন্মে অথবা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অথবা তাঁহারদিগের অধীনস্থ সিবিল কিম্বা মিলেটরি কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মসিদ্ধ ক্ষমতার প্রতি কোন কথার উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

২। ঐ প্রকার পুস্তক ক্ষুদ্র বহি সংবাদ পত্র বা অন্য যে কিছু ছাপা হইবেক তাহাতে কেহ এমত কোন বিষয় মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিবেন না,

মনোমধ্যে ভয় ও সংশয় উপস্থিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবানন্দ ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণের অভিপ্রায় করেন এমত কথাও কেহ মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিবেন না।

৩। আর ঐ প্রকার পুস্তক ক্ষুদ্র বহি ও সংবাদ পত্র অথবা অন্য যে কিছু ছাপা হইবেক তাহাতে এমত কোন বিষয় ছাপা হইবেক না যাহাতে এতদ্দেশীয় রাজা অথবা সরদার গণ কিম্বা যে সকল দেশের অধ্যক্ষ গণের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রণয় ভাবের অভাব কিম্বা তাহার ন্যূনতা হইতে পারে।

উপরিভাগে যে সকল নিয়মের কথা লিখিত হইল তাহা যে কেবল লেখকদিগের লিখিত বিষয়ের উপর প্রচলিত হইবেক এমত নহে, যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির লেখা উদ্ধৃত করিয়া লইবেন তাঁহাকেও এই সমস্ত নিয়মের অধীন হইতে হইবেক।

যে সকল পুস্তক বা ক্ষুদ্র পুস্তক সংবাদ পত্র বা অন্য যে কোন বিষয় এই কলিকাতা নগর মধ্যে ছাপা হইবেক তাহা মুদ্রাঙ্কন হইবার পরেই এক এক খণ্ড পুলিসের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিতে হইবেক।

রাইট অনরেবল গবরনর জেনরল হজুর কৌন্সেলের অনুমত্যনুসারে।

সিসিল বিডন।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।"

গত শনিবার সন্ধ্যার সময়ে গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত সংবাদাবলী প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, আমরা গত বাসরীয় ফিনিক্স পত্র হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"আলাহাবার্দ হইতে কর্ণেল নীল সাহেব লিখিয়াছেন যে ১৭ জুন তারিখে তথায় কোন গোলযোগ হয় নাই, তিনি রাজ বিরোধিদিগের প্রতি যে গুরুতর আঘাত করিয়াছেন তাহাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, মৌলবী পলায়ন করিয়াছে। দুষ্ট দলের কয়েক জন অধ্যক্ষ কাটা পড়িয়াছে, তাহারা যে দুইটা কামান লইয়াছিল তাহা দুই জন কারাবদ্ধ লোক সহিত প্রদান করিয়াছে। ৬ গণিত পল্টনের চিফ সাহেব ও কানট্রাক্টর কোলম্যান সাহেব পরিবার সহিত পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। শকটাভাবে কর্ণেল নীল সাহেব গমনাক্ষম হইয়াছেন, গাড়ি পাইলেই দুরাচারিদিগকে ভালরূপে শিক্ষা প্রদান করিবেন, হোরিস সাহেবের অধীন সেনারা পঁহুছিয়াছে।

৩০০ ফুজলিয়ার ও দশ জন সেনানী আলাহাবাদে পঁহুছিয়াছে, গ্রীষ্ম তাঁহারদিগের বিলক্ষণ সহ্য হইয়াছে, কর্ণেল নীল সাহেব অবিলম্বে কানপুরে যাইবেন, আলাহাবাদের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে, যেহেতু সমরীয় সৈন্যগণ এক দল গার্ড সেনাকে ১২০০০ টাকা সহিত রক্ষা করিয়াছে, ঐ টাকা মাড়োয়াদারদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল, বারাণসী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের সংবাদ পুনর্ব্বার চলিতেছে।"

উল্লেখিত সংবাদ সকল ব্যতীত ফিনিক্স সম্পাদক মহাশয় গত দিবস নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকটন করিয়াছেন।

"দুরাত্মা বিদ্রোহিরা যে নৌকার সেতু গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রিটিস সেনারা তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছে, ঐ সেনারা এইক্ষণে ফুজিলিয়র সেনাদিগের অধীনে আছে, গৌরাঙ্গ সেনারা আলাহাবাদের দুর্গে অবস্থান করিতেছে। ফিরোজপুরের সেনারা নগরের বাহিরে আছে, নগরবাসিরা একজন শীককে হত করিয়াছে, তাহাতে তাহার সহযোগিগণ ঐ নগরবাসিদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিয়াছে।

অযোধ্যা রাজ্যের কমিস্যনর স্যার হেনেরি লারেন্স সাহেব অতি সুকৌশলে নগর রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানের সেনারা বিদ্রোহতৎপর হইয়াছে, ফিজাবাদের দুরাচারিরা আপনারদিগের দুষ্টাভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে, ২২ গণিত দেশীয় পদাতিক ৬ গণিত অযোধ্যার ইরেগুলর পদাতিক এক ট্রুপ আর্টেলরি ও এক দল সিপাহি অশ্বারোহি ৯ জুন তারিখে দিবাভাগে আপনাপন দলের আফিসরদিগকে বলে যে আপনারদিগের প্রতি কোন অহিতাচরণ করণের মানস নাই, নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে, আপনারা গগরায় গমন করুন, অযোধ্যা দেশীয় ৬ গণিত ইরেগুলর পদাতিক দল সংক্রান্ত কর্ণেল ওব্রায়েন সাহেব এবং অপর চারি জন আফিসর, তাঁহারদিগের নাম লিখিত হয় নাই,

উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ফিজাবাদের অন্যান্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হয় তাঁহারা তরীচালক প্রাপ্ত হয়েন নাই, যদ্যপি পদব্রজে আগমন করেন তবে অনেক কষ্ট পাইবেন, দানাপুরের শেষাগত সংবাদ ভাল, গাজিপুর ও দানাপুরের সেনারা সদ্ব্যবহার করাতে তাহারা নিরস্ত্র হয় নাই।

বোম্বাই গেজেটের এক অতিরেক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে আগ্রার লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব এমত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে ৮ জুন তারিখে ইংরাজ সেনারা বিপক্ষ দমনের অনেক সুযোগ করিয়াছে, তাহারদিগের সংবাদ উত্তম।

বারাণসী হইতে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে ১৮ জুন তারিখে তথা হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত পথ শঙ্কাশূন্য হইয়াছে সংবাদ ভাল, মুজাপুর নামক তরী আরোহণে সেনারা আলাহাবাদে যাইতেছে, তাহাতে অনেক বিবি ও বালক বালিকা আরোহি হইয়াছে,,।

৮ জুন তারিখে দিল্লীর যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা আনন্দজনক বটে, ইংরাজ সেনারা কেণ্টলমেণ্টের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, দুরাচারিরা বন্দালা সরাই নামক স্থানে আছে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ তাহারদিগের তোপ সকল গ্রহণের উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পলায়ন করাতে পাঁচটা তোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিপক্ষেরা অনেক হতাহত হইয়াছে।

গত বাসরীয় ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, যে, কেহ এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে কোনপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

উক্ত পত্রে আরো প্রকাশ হইয়াছে, যে সকল পার্সি লেখা কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের সেক্রটারী মেং এডমন ষ্টন সাহেব ইলেক্‌ট্রিটেলিগ্রাফ আফিসে আপনার সমক্ষে গবর্ণমেণ্টের মুন্সিরদ্বারা তত্তাবৎ ইংরাজীতে অনুবাদ করাইতেছেন, এই কার্য্য গোপনে হইতেছে।

উক্ত পত্র-সম্পাদক লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি তণ্ডুলাদি প্রজাদিগের আহারীয় দ্রব্য সকল অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বালাম তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, রিবিনিউবোর্ডে এ প্রকার পত্র লিখিয়াছেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তণ্ডুল কত দরে বিক্রয় হইয়াছে তাহা লিখিবেন, অতএব বোধ হয়, যে, তণ্ডুলের মূল্য কি প্রকারে পরিবর্ত্তন হইয়া সম্প্রতি এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বিবেচনা করিবেন, এক্ষণে প্রজাপুঞ্জের আহারের নিমিত্ত যে কষ্ট হইতেছে, প্রজাবৎসল করুণাপূর্ণ গবরনর জেনরল সাহেবের পক্ষে তন্নিবারণের সদুপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহাতে তিনি প্রজাসমাজে যশোভাজন হইবেন, বালাম মুগি শরিসা এবং গম এই তিনি প্রকার দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ হইলেই দেশ রক্ষা হয়, নচেৎ আরো তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষ সমাগমের সম্ভাবনা।

ফিনিক্স সম্পাদক মহাশয় লি[illegible] য়াছেন যে সাঁওতাল প্রদেশের রো[illegible] নামক স্থানে তিন ব্যক্তি স্যার ন[illegible] ম্যানলেসলি সাহেবকে হত, ও অ[illegible] র দুইজন আফিসরকে আঘাতি ক[illegible] য়াছিল, তাহারা ধৃত হইয়া কো[illegible] মাইএল বিচারের অনুমতিক্রমে উ[illegible] স্থানেই ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ ত্যাগ ক[illegible] য়াছে, ঐ হন্তারা ৫ গণিত ইরে[illegible] লর কেবেলরিদলের রিক্রুট সৈন[illegible] কিকারণ এই অন্যায় আচরণ ক[illegible] য়াছিল তাহা কিছুই প্রকাশ হ[illegible] নাই।

উক্ত পত্রে আরো প্রকাশ হ[illegible] য়াছে যে গাজিপুরের সেনারা বা[illegible] ণসীগমনের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া[illegible] কিন্তু নৌকার অভাব হইয়াছে[illegible] নাবিকগণ ভয়প্রযুক্ত নৌকা প[illegible] ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

পাটনার সংবাদদাতার যে পত্র ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তদ[illegible] পাঠে অবগতি হইল যে বিপক্ষের উক্ত স্থানের সৈন্যদিগকে রাজ[illegible] রোধি করাইবার নিমিত্ত পত্র লি[illegible] য়াছিল, ঐ পত্রের অভিপ্রায় যে ত[illegible] হারা অস্ত্র ধরিয়া পাটনার ধনাগা[illegible] লুঠ করিবেক কিন্তু রাজভক্ত সেনার[illegible] তাহাতে সম্মত না হইয়া ঐ পত্র মেজর নেসন সাহেবকে দেখাইয়াছিল, ইহাতে সেনাদিগের প্রতি উই[illegible] লিয়ম টেলর সাহেব পরম সন্তুষ্ট হ[illegible] ইয়া তাহারদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান করাইয়া সদ্বক্তৃতা করে[illegible] এবং যে ব্যক্তি ঐ পত্র প্রদান করি[illegible] ছিল, তাহাকে ৬০০ টাকা পুরস্কা[illegible] দেন, পাটনার পুলিস প্রহরির সংখ্[illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট মেং [illegible]

াহেব অতি মনোযোগী হইয়া
ার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, আফি
মর কুঠি সকল রক্ষার বিশেষ সতু
ায় হইয়াছে।

নির্মচ হইতে ৩ জুন তারিখের যে
াত্র ফিনিক্স পত্র সম্পাদক অন্য পত্র
হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,তাহাকিঞ্চি
ভয়জনক বটে, তত্রস্থ দেশীয় সেনারা
বিরোধি হইয়া আফিসরদিগের প্রতি
গুলি করে, বাঙ্গালা ঘর ও ডাকঘর
দাহ করত অর্থ হরণপূর্ব্বক কাগজ প
াদি নষ্ট করে, কয়েক জন আফি
সরের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে,পলিটি
কল এজেন্ট ও সুপ্রেন্টেণ্ডেন্ট সা
হব নির্মচ হইতে ১৪ মাইল অন্তরে
ালাগড় স্থানে পলায়ন করিয়াছেন
নির্মচ এইক্ষণে বিদ্রোহিদিগের হস্তে
পতিত হইয়াছে।

বারাকপুরের পদচ্যুত যে কয়েক
জন সিপাহি পলায়ন করিয়াছে
তাহারদিগকে ধৃত করণার্থ জিলা হুগ
লির মাজিষ্ট্রেট সাহেব পেঁড়োর
ারোগাকে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন
য তাহারা যদ্যপি উক্ত দারোগার
অধীনস্থ কোন পথ দিয়া গমন করে,
চবে তাহারদিগকে তিনি ধৃত করত
প্রেরণ করিবেন।

হরকরা সম্পাদক গত শুক্র বাস
য় পত্রে লিখিয়াছিলেন, মুরশিদা
াদের নবাব নাজিমকে ধৃত কর
ার্থে কলিকাতা হইতে অনেক ইউ
রোপীয় সেনা প্রেরিত হইয়াছে,
তৎপরে ঐ দিবস সায়ংকালে অতি
রেক পত্রিকায় লেখেন, প্রাগুক্ত সং
বাদ সত্য নহে।

-আবার শনি বাসরীয় ইংলিস ম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত সংবাদ সত্য, আমরা ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে কিছুই স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ফলতঃ অনুমান হইতেছে সত্য হইতেও পারে।

২০ জুন দিবসীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের রেইলরোড কর্ম্মচারিদিগের সহিত তথাকার দেশীয় সেনারা বিবাদ করিয়াছে, গবর্ণমেন্ট তৎ সংবাদ পাইয়া তথায় ইউরোপীয় সেনা ও অনেক গুলি বারুদ ও তোপ প্রেরণ করিয়া ঐ সকল সেনা ও দ্রব্য রক্ষণার্থে গত বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি বাষ্পীয় শকট চলিয়াছিল।

জনেক পত্র প্রেরক হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন, গত বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই প্রহর এক ঘটিকার পরে তিনি একটা বিকট শব্দে জাগরিত হইয়া বিদ্রোহিত ঘটনাশঙ্কায় পিস্তল হস্তে গৃহবহির্ভাগে আসিয়া দেখেন নভোমণ্ডলে একটা তেজোময় ধূমকেতু উদয় হইয়াছে, তদ্দর্শনে মহাভীত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলেন ক্ষণ বিলম্বে পুনরায় ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখেন ধূমকেতু বিলীন হইয়া গিয়াছে, তিনি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে মহা বিস্মিত হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়াছেন।

এইক্ষণে কলিকাতা নগর মধ্যে মহারাণীর ৫৩ সংখ্যক দল, ৩৭ সংখ্যক দলের ৫০০ সেনা, ৩৫ সংখ্যক দলের ৩৫০ সেনা ও ট্রুপ অশ্বারোহি এবং ৫ কোম্পানি বলাণ্টর তদ্ভিন্ন তোপ চালক ও মানোয়ারি সেনা অনেক আছে।

যে গুপ্তচর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে পলাইয়া গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি পুনরায় ধৃত হইয়াছে, ইংরাজী পত্রে এরূপ সমাচার প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু শুনা যাইতেছে সে ধৃত হয় নাই।

কলিকাতার বলাণ্টর দলের সেনারা আফিসরদিগের বিনানুমতিতে কোন কর্ম্ম করিলে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সরকারী কার্য্য ভিন্ন অপর সময়ে অস্ত্র লইয়া রাজপথে গতায়াত করিতে পারিবেন না।

আমরা কোন প্রামাণিক ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে শ্রীযুত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের হত হওনের যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সত্য নহে, ঐ পরিবার সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি হত হওয়াতে বোধ হয় ঐ মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Prolhakur Press* for the Proprieto.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর স্ফোভিন্নপদ্মাননং বন্দেহং দিবসে শিবঞ্চ চতুরস্বান্তাম্বুরেফারসং ॥

৫৮৫৪ সংখ্যা] সোমবার, ৯ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২২ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার শ্যামবাজার নিবাসি মৃত দীনবন্ধু পাল যিনি এক জন হিন্দু প্রজা ছিলেন, দোকানদারের কার্য্য করিতেন, তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির প্রোবেট অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার তাঁহার শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র প্রমাণে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের অনুমত্যনুসারে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি কোতরঙ্গ নামক স্থান নিবাসি রাজচন্দ্র সুর এবং মহানগর কলিকাতার শ্যামবাজার নিবাসি নবীনচন্দ্র পালের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা মৃত ব্যক্তির উইল পত্রে তাঁহার বিষয়াদির অছিরূপে উল্লেখিত হইয়াছে, অতএব মৃত ব্যক্তির বিষয়াদির প্রতি যাঁহারদিগের কোন পাওনা আছে তাঁহারা উক্ত অছিদিগকে তাহা জানাইবেন, এবং যাঁহারা মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণি আছেন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহারদিগের নিকটে আপনাপন ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON,
Proctor.
টি, সেরিংটন।
উকীল।

কলিকাতা।
১২ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য গৃহে এরূপ এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মৃত দয়ালচাঁদ ধর যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার কলুটোলায় বাস করিতেন, এবং এক জন কেবিনেট মেকর অর্থাৎ কৌচ, কেদারা প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার বিষয়াদির লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান অর্থাৎ ঐ বিষয়াদির মধ্যে যে কোম্পানির কাগজ যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের দেনার খত নামে বিখ্যাত আছে এবং যাহার সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবেক তাহার প্রতি কর্ত্তৃত্ব করণের ভার উক্ত মৃত ব্যক্তির বিষয়াধিকারি পুত্র রাজনারায়ণ ধর, শ্রীনাথ ধর, দীননাথ ধর এবং তুলসীদাস ধরের প্রতি সমর্পিত হইবেক।

G. O. BEEBY,
Proctor.
জি, ও, বিবি।
উকীল।

নং ১ ফ্রাণ্ড রোড।
৬ জুন ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ে অদ্য তারিখে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার আহিরীটোলা

স মৃত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বয় ও বিভবাদির লেটার্স অফ
ডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণে
উক্ত স্থান নিবাসিনী শ্রীমতী প্রসন্ন
রী দেবার প্রতি সমর্পিত হইবেক.
যহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির শ্বাশুড়ী
য়েন, উক্ত আবেদনপত্রের তারিখ
জুন এক হাজার আট শত সাতা
খ্রীষ্টাব্দ।

ANLEY & SIMS,
Proctors.
এন্‌লি এণ্ড সিম্‌স।
উকীল।

সংবাদপ্রভাকর

আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনা
। সংপ্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ
াপার উপস্থিত করিয়াছে তজ্জন্য
জাপুঞ্জের ভীত-চিত্ত হওয়া উচিত
হে, সাহসিকরূপে তাহারদিগের
মনার্থ সদুপায় করাই উচিত, এবং
পস্থিত সময়ে রাজার শুভ স্বস্ত্য
ন করাই কর্ত্তব্য। পতঙ্গপুঞ্জ পক্ষ
বস্তার পূর্ব্বক যে প্রকার প্রজ্বলিত
মনল শিখায় পতিত হইয়া নিধন
য়, দুরাচারি সিপাহিরাও সেইরূপ
মাপনারদিগের বিনাশকেই আপ
ারাই আহ্বান করিয়াছে।—বামন
য প্রকার গগন রাজিত সুধাকরকে
রতলস্ত করিবার অভিলাষ করে,
র্খেরাও সেইরূপ রাজ্যলাভের প্র
শায় অস্ত্রাঘাতে ক্রমে ক্রমে বি
নাশ প্রাপ্ত হইতেছে।—মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যখন বাহুবলে এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রবল পরাক্রম যখন সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, এদেশের নৃপতিগণ যখন পদানত হইয়া বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন তখন সামান্য অবোধ অকৃতজ্ঞ সিপাহি সেনারা সেই প্রবল পরাক্রমের অপহ্নব করিবে? এ কথা যে বিশ্বাস করে তাহাকে নির্ব্বোধ পশু বলিলেই হয়। শৃগালে কি কে শরীকে পরাজয় করিবে? না ভেক অহি শিরে নৃত্য করিবে? এতদুভয় যদিও সম্ভব হয় তথাচ সিপাহিদিগের দ্বারা ব্রিটিস জাতির রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যাহারদিগকে রণ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, বেতন দিয়া সন্তোষ রাখিয়াছেন, পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, অধুনা তাহারাই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে, নরাধমেরা রাজকৃত উপকার সকল কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কি পরিতাপ! যাহা হউক, এই অসদাচরণের প্রতিফল পাইবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই। সিংহ সম্মুখে মেষ দর্শনে যেরূপ নৃত্য করে, ভুজঙ্গ ভেক দর্শনে যেরূপ আপন ফণা উত্তোলন করে, গৌরাঙ্গ সেনারা সিপাহী দৃষ্টে সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছে। রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া অবোধ অবাধ্যদিগকে চারিদিগে বেষ্টন করিয়াছে, তোপের শব্দে চতুর্দ্দিগ স্তব্ধ হইতেছে, গোলার আঘাতে অবোধেরা শূন্যে শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, শানিতাস্ত্রে অনেকের মণ্ড ও দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে, রণবিৎ সেনাপতিরা সিপাহি বিনাশের সংপূর্ণ আয়োজন করিয়াছেন, সেনাপতি জেনরল বোনার্ড সাহেব অম্বালায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া যে সকল ভয়ঙ্কর কামান লইয়া দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন তাহার আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, দিল্লীর প্রাচীর ও দুর্গ কি সামান্য এতদিনে উড়িয়া গিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, যে সকল অবোধেরা দুর্গ আশ্রয় করিয়া বিক্রম করিতেছিল তাহারাও বোধ হয় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, কামানের মুখ হইতে বারুদ সংযোগে হুতাশন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ দিল্লীর চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সিপাহি দেহ আহুতি পাইয়া ক্রমে ভয়ানকরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া শিখাচ্ছলে রসনা বিস্তার করিতেছেন, গৌরাঙ্গদিগের বিক্রমের কথা বর্ণনা করা যায় না, একেবারে বিপক্ষ বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যমদণ্ড ধারণ করিয়াছে। দুরাত্মাদিগের আর পলায়ন করিবার উপায় নাই, চারিদিগ রুদ্ধ হইয়াছে, সিংহগণ মেষপালে প্রবিষ্ট হইয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে।

অযোধ্যা রাজ্যের রাজকার্য্যের প্রধানাচার্য্য বহুদর্শী রণবিৎ স্যার জান লরেন্স সাহেব বিশাল বিক্রম ধারণ পূর্ব্বক অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহকারি সিপাহিদিগকে ভয়ঙ্কর গোলাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন,

শিকারির ভয়ে কুরঙ্গগণ যে[illegible] তারণ্য মধ্যে গোপন হয়, ন[illegible] সেই প্রকার ইতস্ততঃ গোপন[illegible] চেষ্টা করিতেছে, এবং শিক[illegible] প্রকার অব্যর্থ অস্ত্র দ্বারা [illegible]বদ্ধ হরিণ শিশুকে অনায়াসে র[illegible]রে, পশ্চাদ্বর্ত্তি গোরা সৈন্যেরা [illegible] তাহারদিগকে সংহার ক[illegible] স্যার লরেন্স সাহেব অনেক [illegible] সিপাহিকে বন্ধন করিয়া প্রা[illegible] তাহারদিগের দুই চারি [illegible] কাঁসি দিয়া অযোধ্যা রাজ্য মধ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রবল পরাক্রম বিস্তার করিতেছেন। রাজধানীর আর কোন ভয় নাই, প্রজাকুল উদ্বেগ শূন্য হইয়া আপনাপন [illegible] বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, [illegible] দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ব্রিটি[illegible] মেণ্টের প্রবল পরাক্রম যখ[illegible] মার্ত্তণ্ড কিরণবৎ সর্ব্বত্র [illegible] পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তখন কোন স্থা[illegible] নেই দুরাচারিদিগের নিস্তার[illegible] যে স্থানে তাহারা রাজবিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক সেই স্থানেই অহিতাচরণের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক, গবর্ণমেণ্ট যখন ভুজবলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন তখন ভুজবলেই তাহা রক্ষা করিবেন, তেজপূর্ণ ইংরাজ রাজপুরুষগণের সৈন্য সামন্ত যুদ্ধাস্ত্র কিছুরই অভাব নাই, তাঁহারা বুদ্ধিবলে বাষ্পীয়রথ এবং বাষ্পীয় তরী চালনা করিয়া দূরস্থ দেশকেও অতি নিকটস্থ করিয়াছেন, সমুদ্র পথ দিয়া গোরা সেনারা জাহাজ আরোহণে আগমন করিয়াছে, দুরাত্মাদিগকে বিশেষরূপে দমন পূর্ব্বক সমুচিত দণ্ড বিধান নিমিত্ত মান্দ্রাজের সমরদক্ষ প্রধান সেনাপতি জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব "ফায়ার কুইন" নামক [illegible] আরোহণে স্বয়ং রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বনপশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই, ভুজঙ্গ সমক্ষে মহিলতা কতক্ষণ আলোড়িত হইবেক? খগেন্দ্র সমক্ষে ছিন্ন চঞ্চু বায়স কতক্ষণ আত্মনাদ করিবে? ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভাকর তুল্য পরাক্রম সমক্ষে কি খদ্যোতের জ্যোতি উদ্দীপ্ত হইতে পারিবেক? অবোধেরা কি সাহসে রাজবিরুদ্ধাচরণে সাহসিক হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিনা, তাহারা কি পরাক্রমে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অসীম পরাক্রম এবং ব্রিটিস সেনা ও সেনানিগণের রণনৈপুণ্য চক্ষে সন্দর্শন করে নাই? অতএব জানিয়া শুনিয়া কেন অনলে ঝম্প প্রদান করিয়াছে।

কুলোক কুচক্রিগণ কুহকমন্ত্রে অনেক পশুতুল্য সিপাহিকে রাজবিরুদ্ধাচরণের কুপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছে, ঐ দুষ্টান্তঃকরণগণ গবর্ণমেণ্টের প্রধান শত্রু, তন্মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক, সিপাহিরা অবোধ মূর্খ, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা শূন্য, সুতরাং তাহারা মিথ্যা প্রলোভে মুগ্ধ হইয়া বিপদজালে জড়িত হইবেক তাহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, অতএব ঐ কুপ্রবৃত্তি প্রদায়ক দুরাত্মারাই বর্ত্তমান [illegible]টনার মূলকারণ হইয়াছে, [illegible] অনুসন্ধান দ্বারা স্থানে স্থানে ঐ দুষ্টদলের কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করত কারাবদ্ধ করিয়াছেন, যাহারা এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, গোপন ভাবে আপনারদিগের গর্হিত ব্যবসায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাহারদিগে[illegible] ধরা পড়িবার আর বড় কাল[illegible] নাই, কুচক্রিরা আপনাপন গুরু[illegible] দোষের অবশ্য বিশেষ দণ্ড প্র[illegible] হইবেক, গবর্ণমেণ্ট তাহারদি[illegible] হস্ত পদবন্ধন পূর্ব্বক তোপের [illegible]ক্ষে বসাইয়া গোলার আঘাতে [illegible]ড়াইয়া দিবেন, তাহারদিগের [illegible] খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় পড়িবে[illegible] তাহার কোন নিরূপণ থাকিবেক [illegible] তাহারা রাজবিরুদ্ধাচরণ জন্য [illegible] মেশ্বরেরও কোপে পড়িয়া নরক[illegible]মি হইবেক, যেহেতু তাহারদি[illegible] কুমন্ত্রণা দোষেই বিদ্রোহ ব্যা[illegible]। ক্রমে এত বিস্তার হইয়াছে, তাহা[illegible] অবোধ সেফাইদিগের প্রাণ[illegible]শের মূল হইয়াছে, তাহারদি[illegible] মধ্যে অনেক যবন থাকাতে [illegible] প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের [illegible] শ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা গোপন ভাবে চরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বজাতীয় সকল লোকের বিপদকে আহ্বান করিয়াছে, দুরাত্মারা সামান্য লৌহশলাকা দ্বারা অনড় মেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ করিবার বাসনা করিয়াছে, মুষিক দ্বারা সিংহ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, নষ্টদিগের যদ্যপি কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিত তবে এই অসংসাহসিক ব্যাপারে কেন প্রবৃত্ত হইবেক? যাহা হউক তাহারদিগকে ধৃত করণার্থ যড়জাল বিস্তৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের চরেরাও চারিদিগে ভ্রমণ করিতেছে, আর ধরা পড়িবার বড় বিলম্ব নাই।

পরন্তু কলিকাতা মধ্যেও ইংরাজ বাঙ্গালি প্রভৃতি প্রজারা বিদ্রোহ ভয়ে ভীতচিত্ত হইয়াছিলেন, সাহে [illegible] বের মধ্যে অনেকেই কয়েক রজনী [illegible] সাক্ষাৎ করেন নাই, [illegible] করিয়া জাগরণ করিয়া [illegible] জাহাজে গিয়া অব [illegible] করিয়াছিলেন, ফলতঃ ঐ ভয়ে [illegible] নাই, শ্বেতাঙ্গ অনেক [illegible] সজ্জায় দুর্গে অবস্থান করি [illegible]ছে, [illegible]গার, অস্ত্রাগার, বেঙ্ক, [illegible]কশাল প্রভৃতি স্থানে গোরারা ব [illegible]ক স্কন্ধে করিয়া সর্ব্বদা সতর্কভাবে [illegible]রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, [illegible] গৌরাঙ্গ প্রহরিরা রজনী [illegible] রাজধানীর সকল পথ পরিভ্র [illegible]ছে, নগরবাসি ইংরাজ [illegible]রাজ, হিন্দু অনেকেই নগর রক্ষা [illegible]স্ত্র ধারণ করিয়াছেন। গবরনর [illegible]রল বাহাদুর স্বয়ং এখানে অব [illegible] করিতেছেন, শত শত জাহাজে [illegible]বিক ও কাপ্তেন সাহেবেরা রহিয়া [illegible]হার সাধ্য ব্রিটিশ রাজ্যেশ্বর দিগের সুবিস্তার অধিকারের প্রধান রাজধানী এই মহানগর মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত ক রিতে পারে। সিংহের গৃহ সমক্ষে কুক্কুরে গর্জ্জন করিবে, মুষিকের দ্বারা পর্ব্বত আলোড়িত হইবেক, ভেকে সমুদ্র শোষণ করিবেক, পঙ্গু ব্যক্তি প্রবল জলধি উল্লঙ্ঘন করিবেক, এই সমস্ত অসম্ভাবিত কার্য্য যদ্যপি সম্ভবপর হয় তথাচ অবাধ্য সিপাহিদিগের দ্বারা এতদ্রাজধানী গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, নগরবাসিরা উপস্থিত সময়ে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, যদ্যপি কোন লোকে বুদ্ধির হীনতা প্রযুক্ত অনলে হস্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃত্যু প্রার্থনা করে তবে তাহার অবশ্য প্রাণ বিনষ্ট হইবেক।

পরন্তু উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত যাহা করা কর্ত্তব্য আমারদিগের বর্ত্তমান সুবিবেচক গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহা করিতেছেন, প্রথমতঃ বারাকপুরে অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগকে পদচ্যুত করিয়া দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা একেবারে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, অতএব এবার আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে লার্ড বাহাদুর দুরাত্মাদিগকে দমন করিয়া রাজ্য রক্ষা করত যশোভাজন হউন।

জনেক পুলিস কনেষ্টেবল গত বুধবার রাত্রে কাশীপুরের নিকট ৪০ জন অস্ত্রহীন পলায়িত সিপাহিকে ধৃত করিয়াছেন।

দস্যু ধৃত করণীয় কমিস্যনর মেং ওয়ার্ড সাহেবের অধীন চাপরাসিরা পাণ্ডুয়ার নিকটে ১৬ জন সিপাহিকে ধৃত করিয়া বাষ্পীয় শকট যোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছে।

হাওড়াতেও কতিপয় সিপাহি ধরা পড়িয়াছে, তাহারা প্রদেশ মধ্যে যাইয়া প্রজাদিগের ধন প্রাণ নষ্ট করিবেক, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে ধৃত করণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

হরিংঘাটা, মাথাভাঙ্গা, টেম্‌স প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক রিবর ষ্টিমরে দুইটা ক্ষুদ্র তোপ ও ১২ টা বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী কিছু কিছু থাকিবেক এবং ইউরোপীয় নাবিকেরা জাহাজ চালাইবেক।

হরকরা পত্রে দৃষ্টি হইল ইটালিবাসি জনেক নবাবের বাটীতে প্রতি রাত্রে বহুজন সমাবেশ হইয়া থাকে, যবন ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, অনুমান হয় তাহারদের কোন মন্দাভিপ্রায় থাকিবেক।

মহারাণীর ৭৮ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডর দলের সেনারা গত বৃহস্পতিবারে চুঁচুড়া হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রধান সেনাপতি স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব গত বুধবারে এতন্নগরে উপনীত হইবায় তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধনার্থে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakar Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রভাকরঃ

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্ত্বাঙ্দ্বিরেফারসং ॥

৫৮৫৬ সংখ্যা] বুধবার ১১ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় গোলাপ দাসী বাদিনী রমানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য প্রতিবাদী সেই মোকদ্দমাবিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আটশত সাতচল্লিশ খ্রীষ্টীয়াব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা মৃতা ভগবতী দাসী যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতায় বাস করিতেন এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৯ মে তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি ২০ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার [illegible]রখানায় উপস্থিত হইয়া আপন[illegible] পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগম সূচক উপায় মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।
DENMAN HATCH & ADVIS.
ডেনম্যান হ্যাচ এণ্ড এডবিস।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২০ জুন ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১১ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ও ইংরাজী পত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যে সমস্ত সমাচার প্রচার হইয়াছিল আমরা তাহার সারভাগ সংক্ষেপে অনুবাদ পূর্ব্বক গত দিবসীয় এবং অদ্য বাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ করিলাম, এতৎপাঠে পাঠক মণ্ডলী অবগত হইবেন, যে সকল স্থানেই গৌরাঙ্গ সেনারা প্রবল পরাক্রম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মহারথি সেনাপতি সাহেবেরা দেশের শান্তি সম্বর্দ্ধন নিমিত্ত সংপূর্ণ যত্নবান হইয়াছেন, প্রজাপুঞ্জের ভয় ক্রমে ক্রমে নিবারণ হওয়াতে তাহারা পূর্ব্ববৎ আপনাপন ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতেছে, মূর্খদিগের ষড়যন্ত্র কতক্ষণ থাকিবেক, অকৃতজ্ঞগণ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াই রাজ বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়াছে, তাহারা যখন সুবিচারক ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার মানস করিয়াছে তখন শাণিতাস্ত্রে তাহারদিগের মুণ্ডচ্ছেদন করাই উচিত, আর দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব মান্দ্রাজ হইতে রাজধানী আগ

ন পূর্ব্বক সেনা দলের বিদিতার্থ
। ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন,
ামরা তৎপাঠে পরম সন্তুষ্ট হইয়া
। গ্রাণ্ট সাহেব ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত
দেশের সেনাদলে নিযুক্ত থাকিয়া
নেক স্থানে প্রবল সংগ্রামে জয়
াভ করিয়াছেন, বহুদিন পর্য্যন্ত
জুটেণ্ট জেনরলের কার্য্য নির্ব্বাহ
রিয়া অধুনা সমরদক্ষতা গুণেই প্র
ন সেনাপতির উক্ত আসনে উপ
ষ্ট হইয়াছেন, অতএব এতদ্দেশীয়
পাহি সেনাদিগের আচার ব্যবহা
, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় কিছুই তাঁহার
াবিদিত নাই, তিনি উক্ত ঘোষণা
ত্রে লিখিয়াছেন যে সুবিচারক ব্রি
স গবর্ণমেণ্ট কোন কালেই কোন
জার ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার ক
ন নাই, এবং করিবারও মানস রা
ন না, রাজা সকল প্রকার প্রজাদি
ার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়াছেন,
ণবিৎ সেনাপতি গ্রাণ্ট সাহেব আ
নার মহত স্বভাব বশতঃ এইক্ষণেও
নির্দ্দয়তা প্রকাশ করেন নাই, তিনি
উক্ত ঘোষণা পত্র মধ্যে লিখিয়াছেন
য উপস্থিত সময়ে যদ্যপি কোন
সনা আপনার দুঃখ বিদিত করিয়া
সুবিচার প্রার্থনা করে, তিনি তাহা
প্রার্থনা অতি মনোযোগ পূর্ব্ব
শ্রবণ করিবেন এবং সুবিচার
ারা দুঃখ মোচনে অবশ্য উৎসাহী
ইবেন, কিন্তু যে সকল দুরাত্মারা
াপনারদিগের শপথ অবহেলন পূ
বক রাজবিরোধি হইয়াছে তিনি তা
ারদিগকে অবশ্য উচিতরূপে শাস
পূর্ব্বক রাজ্যের শত্রু নিপাত করি
বন। প্রধান সেনাপতি সাহেবের
ই ঘোষণাপত্র দ্বারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে দুরাত্মা অকৃতজ্ঞদিগের নিধন প্রাপ্ত হইবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই।

দিল্লী নগরের দুর্গ আশ্রয় করিয়া দুরাচারিরা মহা আস্ফালন করিয়াছিল, কিন্তু কি আনন্দ তাহাও নিপাত হইয়াছে, মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেতাঙ্গ সেনাগণ উক্ত দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক দুরাচারিদিগকে হতাহত ও সংপূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছে, অবশিষ্ট সিপাহিগণ স্বদল ত্যক্ত মেষের ন্যাশ নিরাশ্র য়ে পলায়ন করিয়াছে, পরাক্রান্ত ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে, রাজভক্ত প্রজামাত্রেই মুর্ত্তকণ্ঠে জয় প্রার্থনা করিতেছেন, দুরাচারিদিগের আর নিস্তার নাই।

পদ্য।

ভারতের প্রিয়পুত্র, হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে, ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ, করুণা নিধান।
কৃপাময়, কেহ নয়, তোমার সমান॥
কুজনের কদাদেশে, কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল, বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ, হোয়ে বলবান।
হোরেছিল প্রজাদের, ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিগ্, দিল্লির ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি, বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে, করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত, ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি, তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে, হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হোলো, শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর, কিছু নাই ভয়॥
পুড়ুক বিপক্ষদল, মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস ধ্বজা, সমুদয় স্থলে॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা, যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক ফুড়ুক্ করি, গুড়ুক্ কে খাবে?॥
ধুড়ুক্ ধুড়ুক্ কোসে, তোপ্ দিলে দেগে।
ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ সব, ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল, একে একে সোরে।
ঘেউ ঘেউ, কেউ ফেউ, কেঁউ কেঁউ কোরে॥
শরদের মেঘ সম, ডাক্ ডোক্ সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে, কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম, রবির প্রকাশ।
অত্যাচার অন্ধকার, হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হোলো, বিপক্ষের বন॥
"হোরা,, মেরে গোরাগণ, ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব, উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায়, নাহি সয় ব্যাজ্।
উঠে ছুটে পলাইল, মুখে কোরে ল্যাজ্॥
মেও মেও ডাক ডেকে, বিল্লীর সমান।
দিল্লির প্রদেশ ছেড়ে, করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার, নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম তোমায়॥

প্রতিফল পেলে ভাল, হাতে হাতে!
ঠেকাঠেকি হোয়ে গেল, পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা, গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে, খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে, মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা, লোকালয়ে, পুন আসে॥
করিয়াছে মছলন্দ, দুর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হোলো, বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম, যত দুষ্ট।
কার বলে হোয়েছিলি, এত পুষ্ট॥
যত মূঢ় নিজ পদে, নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের, বিধি রুষ্ট॥

প্রয়াগেতে ছিল যত, সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে, হোলো হতবল॥
অধিকার কোরেছিল, তরণির সেতু।
হয়েছে তাদের তায়, মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে, মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে, অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে, এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা॥

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাটি।
বীরদাপে দাপিয়াছে, কাঁপিয়াছে মাটি॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র, করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্খানে, ভাগিয়াছে তারা॥

হেল্লা কোরে, কেল্লা লুঠে, দিল্লির ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত, অহঙ্কার ভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা, হেল্লা কোথা আর।
জেল্লা মেরে কেবা দেয়, দাড়ির বাহার॥
ছেড়ে পাল্লা, বলে, আল্লা, পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোলা, যত মোল্লা, তোবাতাল্লা ডাকে
সবার প্রধান হোয়ে, যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে ঢুকে, গুণিয়াছে কড়ি॥
হইয়া হুজুর আলি, হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি, ত্যজি ঘোড়া চড়ি॥
নিদয় স্বভাব ধরি, ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড়, যত ধন কড়ি॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ, আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক্, পাকায়েছে দড়ি॥
মনোরাজ্য করি আগে, যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল, ছুড়ে ঢিল, ঝামা॥
ধরিয়াছে রাজবেশ, পোরে টুপি, জামা।
কোথা সেই, কালনিমে, রাবণের মামা॥

এই বঙ্গ দেশের ভঙ্গসাহস রঙ্গ তৎপর কতকগুলীন লোক পবনগ্রস্ত যবনদিগের মুখে এক আকাশভেদী গল্প শুনিয়া গত দিবস রজনীতে অত্যন্ত ভীত ছিলেন, কোন কোন অবোধ মুসলমান ত্বরিতানন্দ প্রভাবে ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া এক মিথ্যা জনরব তুলিয়াছিল,—কলিকাতা লুঠ হইবে, কোন কোন ধনি তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ধনাদি সাবধানে রাখিয়াছিলেন এমত জনরব শুনা যাইতেছে।

অবোধ মূঢ়েরা এই সময়ে কল্প না করিয়া কত গোলযোগ তুলিতেছে। তাহারা জানেনা, যে ব্রিটিস সৌভাগ্য অচলের ন্যায় অচল।—যাহারা বিদ্রোহিতা করিতেছে, সেই দুর্জ্জনেরা দুরাশার ফল হাতে হাতেই প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা গত বাসরীয় বাঙ্গাল হরকরা পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ সকল সঙ্কলন করিলাম।

"যে দুই এতদ্দেশীয় সেনাদল ফিজাবাদে রাজবিরোধি হইয়াছিল, তাহারদিগের পশ্চাদ্ভাগে ৫০০০ গুরখা সৈন্য ধাবিত হইয়াছে, তাহারা দিল্লীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই খণ্ড খণ্ড হইবেক, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ জঙ্গ বাহাদুর ঐ গুরখা দল কে প্রেরণ করেন।

বোম্বাই নগরের সম্পাদকেরা দিল্লী জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তৎসংক্রান্ত নিশ্চিত সংবাদ পাইবার নিমিত্ত ওবরলেণ্ডের ষ্টিমর আটক রাখিয়াছেন, যেহেতু তদ্দ্বারা ঐ শুভ সংবাদ বিলাতে প্রেরিত হইবেক।

টাইম্স সম্পাদক লিখিয়াছেন যে গুজরাটে কোন গোলযোগ নাই।

গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণা ও হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা কলিকাতা পুলিসের প্রচলিত নিয়মানুসারে নগর নিকটবর্ত্তি স্থানাদিতে ইংরাজ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইংরাজ ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করিবেন। অতএব এই নূতন নিয়মানুসারে ২৪ পরগণার মধ্যে ইণ্টালি, কালীঘাট, খিদিরপুর ও চীৎপুর এবং হাবড়ার মধ্যে শালিখার থানা উঠিয়া যাইবেক।

বোম্বাই টাইম্স সম্পাদক এক অতিরেক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে কয়েকদল বিদ্রোহি সৈন্য নাগপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে, তাহারদিগের অভিপ্রায় নিজাম বাহাদুরের রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিবেক, কিন্তু রাজকর্ম্মচারিরা সাতিশয় সতর্ক হইয়াছেন, তাহারা এই অন্যায় অভিলাষ কোনক্রমেই পরিপূর্ণ করিতে পারিবেক না।

ভাগলপুর হইতে ১৯ জুন তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে ৫ গণিত ইরেগুলর কেবেলরি সংক্রান্ত সেনারাই মেজর মেকলৌড, ডাক্তর গ্রাণ্ট এবং স্যার লেসলি সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল, এই বিষয়ে প্রজারা যে জনরব তুলিয়াছিল তাহা অকারণ নহে।

যে সময়ে ঐ দুরাত্মাদিগের ফাঁসি হয় সেই সময়ে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারদিগের এক ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছে যে একজন দুরাত্মা ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ব্যক্ত করিয়াছিল "হে ভাই সিপাহি, ইংরাজদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে তোমার সাহস হইল না" আঘাতি মেজর সাহেব নিকটেই এক চৌকীতে বসিয়াছিলেন, উল্লেখিত কথা দুরাত্মার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্রেই আপনার পিস্তল ধরিয়া বলিলেন যে আর একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমি পিস্তল ফরিব, নির্ব্বিঘ্নে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, আর কোন গোলযোগ নাই, আঘাতি সাহেবেরা ভাগলপুরে আছেন, এবং তাঁহারা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবেন এমত প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

ঢাকা হইতে ১৯ জুন তারিখের

যে পত্র আসিয়াছে তন্মর্ম্ম এই যে ইংরাজ নাবিক সেনারা ১৮ তারিখ অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা সময়ে তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কমিস্যনর সাহেবের বাসস্থানের সম্মুখেই অবস্থান করিতেছে, তাহারা মিটফোর্ড হাসপাতালের নিকটে থাকিলেই উত্তম হইত, যেহেতু তাহা নগরের মধ্য ভাগ। এইক্ষণে ঢাকার প্রজাদিগের আর কোন উদ্বেগ নাই।

বারাসত হইতে ২১ জুন তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে তথায় সৈন্য নিযুক্ত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩৫৬ টাকা ব্যয় করণের অনুমতি করিয়াছেন, তাহাতে ৪০ জন হিন্দুস্থানীয় লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা প্রতি দিবস দুইবার করিয়া এতদ্দেশীয় শিক্ষকদিগের নিকটে যুদ্ধবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করে, এবং রাজপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে, ২৫ টা বন্দুক, ৫০ খানা তরবাল ও গুলি কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন বারাসতে বলণ্টিয়ার দল ও বরকন্দাজ এবং চৌকীদারেরা রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়া থাকে, যবন ও ফিরোজী দলাক্রান্তগণ যদ্যপি কোন অত্যাচার করে তবে তাহারা বিলক্ষণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক।

দারজিলিং হইতে ১৮ জুন তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে ১৮ তারিখের প্রাতে লেপ্টেনাণ্ট হুইস সাহেব আপনার ভৃত্যদিগের দ্বারা হত হইয়াছেন, ঐ ভৃত্যগণ ভোটদেশীয় লোক, তাহারা টাকার নিমিত্ত এই ভয়ানক নির্দ্দয় কার্য্য করিয়াছে, অধুনা সকলে কারাবদ্ধ হইয়াছে।

পুনা আবজরবর পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে বরদারাজ্যের মহারাজ গৈকুমারের সহিত তত্রত্য ব্রিটিস রেসিডেণ্ট স্যার রিচমণ্ড সেক্সপিয়ার সাহেবের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, রাজার লোকেরা বিরোধি হইয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের গৃহের পতাকা কাটিয়া ফেলিয়াছে, বরদা হইতে অনেক ইংরাজ সেনা বোরোচ নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছে, বিবাদের মূল কারণ কিছুই বিশেষ জানা যায় নাই।

বোম্বাই গেজেটের অতিরেক পত্রে নিমচের নিকটস্থ সুরম নামক স্থানের ৬ জুন তারিখের যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তন্মর্ম্ম এই যে ৭২ গণিত সেনাদলের সমুদয় সেনানী সাহেব ও তাঁহারদিগের বিবি ও সন্তান সন্ততী এবং ডাক্তর হাকিন, বিবি হাকিন, কাপ্তেন লারি, বিবি লারি, লেপ্টেনাণ্ট উইলিয়ম ভাল আছেন, কাপ্তেন লয়েল, লেপ্টেনাণ্ট রিচি রক্ষা পাইয়াছেন, ৭ গণিত গোয়ালিয়র কাণ্টেঞ্জেণ্ট সংক্রান্ত সেনাপতিগণও রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু এক গণিত বাঙ্গাল কেবেলরির চারিজন সেনানী ও বাঙ্গাল আর্টেলরি সংক্রান্ত সেনাদিগের সংবাদ অত্যন্ত দুঃখজনক, নিমচে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা ৮ তারিখে তথায় উত্তীর্ণ হইবেক।"

গত বাসরীয় ফিনিক্স পত্র হইতে আমরা নিম্ন লিখিত সংবাদ সকল সঙ্কলন করিলাম।

"রাজসেনারা দিল্লী নগর জয় করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ইহার সংবাদ পাইয়াছেন, কিন্তু এমতরূপে ঐ সংবাদ আইসে নাই যে সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন।

এক জন সামান্য যবন যে মোশালজির কার্য্য করিত, সৈন্য সংক্রান্ত কর্ম্মচারি নহে, গত রবিবার দিবসে বারাকপুরে তাহার ফাঁসি হইয়াছে, যেহেতু সে তত্রত্য সিপাহিদিগকে রাজ বিরুদ্ধাচরণের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি অল্প দিবস দমদমা হইতে বারাকপুরে আসিয়াছিল, সে কোর্টমার্সেল বিচার স্থলে আপ্ত রক্ষার্থ বলিয়াছিল যে সুরা পান করিয়া ঐ অন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই।

সেনাদল সংক্রান্ত ৫ জন বেণিয়া ঐরূপ অপরাধ জন্য বিচারে সমর্পিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছিল যে বারাকপুরে ব্যবহারার্থ গাড়ি করিয়া ৪০০০ চর্ব্বির টোটা আসিতেছে, ইহারদিগের অপরাধ যদ্যপি সপ্রমাণ হয় তবে মসালজির ন্যায় দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক।

বারাকপুরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার পর তথা হইতে প্রায় ১০০ সিপাহি পলায়ন করিয়াছে।"

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখ মাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিক পত্র ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by HURRYNARAIN DOSS, at the *Probhakur Press* for the Proprietor.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

❀ সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সমপ্রভাকরঃ ❀
❀ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ❀

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামি মতন্দ্রমীমদমৃতং পীত্বা সুধাকাঙ্ক্ষয়াঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৫৭ সংখ্যা।] গুরুবার ১২ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

পুলিস আফিস ইশ্তেহার।

যে সকল ব্যক্তি ছাপাযন্ত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৮৫৭ সালের ১৫ আইনের বিধান অনুসারে কলিকাতা পুলিস-আফিসের প্রধান ক্লার্কের নিকট আবেদন ও সুকৃতির আদর্শপ্রাপ্ত হইবেন পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা অবধি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব প্রতি দিবস ছাপাযন্ত্র চালাইবার লাইসেন্স লওনের আবেদন পত্র গ্রহণ ও তাহার তদন্ত করিবেন, কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাইসেন্স করা যন্ত্র হইতে যে কোন পুস্তক ও পত্রাদি মুদ্রাঙ্কিত হইবে তাহার এক এক খণ্ড তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত পুলিস-কমিস্যনর সাহেবের নিকট প্রেরিত করিতে হইবেক ইতি।

এস, ওয়াকোব।
একটিং কমিস্যনর অফ পুলিস।

কলিকাতা পুলিস
২২ জুন ১৮৫৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

নম্বর ৬৯৭
১৮৫৭ সাল ১৯ জুন।

ডেপুটী কালেক্টর মেং সি, পি, কাস পরেজ সাহেব জিলা নদীয়া হইতে ত্রিহুতে বদলি হইয়াছেন।

১৬ জুন।

জিলা ২৪ পরগনার আফিসিএটিং কালেক্টর মেং জি, ব্রাইট সাহেব ১৮২৪ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮ জুন।

বাবু দুর্গাধন দাস ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনের বিধানমতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া ১৭৯৭ সালের ১৩ আইনের এবং ১৮০৭ সালের ৯ আইনের বিধানমতে কটক জিলার চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধানমতে ঐ জিলার ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৯ জুন।

মেং এন ক্লিণ্ট সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপেল হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপেলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

মেং ব্রেনাণ্ড সাহেব ঢাকা কালেজের প্রিন্সিপেল হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রামে নগরশোভা কার্য্যের কমিটির মেম্বর হইবেন।

মেং আর আবরক্রম্বি সাহেব মেং এস, এফ, ডেবিস সাহেব মেং জে, ই, ক্রস সাহেব।

২৬ জুন।

বেহারের আফিসিএটিং কালেক্টর মেং এ মণি সাহেব দ্বিতীয় হুকুম প্রকাশ পর্য্যন্ত ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন।

মেং এ, জে, আর, বেইনব্রিজ সাহেব ঢাকার কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের আসিষ্টাণ্ট হইবেন এবং ১৮৪১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানমতে মাজিষ্ট্রেটের আসিষ্টাণ্টের বিশেষ ক্ষমতাক্রমে এবং ১৮৫১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার বিধানমতে কালেক্টরের আসিষ্টাণ্টের বিশেষ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

মেং সি, এইচ, এস, টেলর সা
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আ
ণ্ট হইবেন এবং ঐ জিলার
ন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে
হইবেন।

মেং এ, ম্যাগনিয়াক সাহেব না
সব-ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত
বন।

সংবাদপ্রভাকর

আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

মহাবল ব্রিটিস সেনাদল কর্ত্তৃক
রী জয়ের সংবাদ আমরা গত
দরীয় পত্রে প্রকাশ করিয়াছি,
ন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আনন্দ ঘ
ত তোপধ্বনি দ্বারা ঐ সংবাদ সর্ব্ব
প্রচার না করাতে কেহ কেহ স
ন্ধ হইতে পারেন, যেহেতু ঐ নগ
জয়ের সংবাদ সমাচার পত্রে প্র
শ হইয়াও তাহা মিথ্যা হইয়াছে,
ন্তু পাঠকগণ এবারকার সংবাদ
ান ক্রমেই মিথ্যা বিবেচনা করি
ন না, ইংরাজী পত্র সম্পাদক স
লে এক দিবসেই এই শুভ সংবাদ
কাশ করিয়াছেন, এবং তথা হই
যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহা
সহিত ইহার সংপূর্ণ ঐক্য হওয়া
একেবারে সন্দেহভঞ্জন হইয়াছে,
াচারিরা দিল্লীর দুর্গেই আপনার
গের সকল পরাক্রম একত্র করিয়া
ল, অধু সেই দুর্গ পতন হওয়া
ই তাহা গের সকল বিক্রম র
যুক্ত শ্বেতাঙ্গ সেনা
গণ রণরঙ্গে যখন মত্ত হইয়াছে তখ
ন অবোধ অবাধ্য অকৃতজ্ঞ সিপাহি
দিগের কি সাধ্য যে তাহারদিগের
সহিত সম্মুখ সংগ্রামে দণ্ডায়মান
হয়, এই বিষয়ের বিস্তারিত সংবাদ
আমরা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বাগ্রেই প্র
কাশ পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় মহাশয়দি
গের উদ্বেগ নিবারণ করিব।

মহারাণীর ৩৫ গণিত সেনাদ
লের ১০০ ব্যক্তি যাহারা বহরমপুরে
গমন করিয়াছে তাহারা কোন ব্যক্তি
কে ধৃত করণার্থ যায় নাই, তথাকার
ইংরাজ অধিবাসিদিগের রক্ষার্থ গি
য়াছে, বহরমপুরের সিপাহি সেনা
রা সদ্ব্যবহার করাতে তাহারা নিরস্ত্র
হয় নাই।

মুঙ্গেরের পত্রে ব্যক্ত করে যে ত
থায় কোন গোলযোগ নাই, প্রজারা
অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মিলিসিয়াদলভুক্ত
হইয়াছে এবং তাহারা রজনীযোগে
দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছে, যদ্যপি
কোন ঘটনা উপস্থিত হয় তবে তাহা
রা একত্র হইয়া তাহা নিবারণ করি
বেক।

বারাণসী হইতে ১৯ জুন তারি
খের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে
ব্যক্ত করে যে তথায় আর কোন গো
লযোগ নাই, এবং প্রজাগণ নির্ভয়ে
আপনাপন ভবনে নিদ্রা যাইতে
ছেন।

কলিকাতাস্থ সাহসিক বলাণ্টি
য়ার সেনারা লামাটিনিয়ার কালে
জ প্রহরির কার্য্য করিতেছেন, ফি
স্কুলে পূর্ব্বরূপ প্রহরি সকল নিযুক্ত
আছে, অন্যান্য বিদ্যামন্দির প্রভৃ
তির নিমিত্ত এইরূপ প্রহরি নিযুক্ত
হইলে ভাল হয়, কেথোলিক আর
ফেনদিগের বিদ্যালয় ইণ্টালি হই
তে নগরে আসিয়াছে।

গত সোমবার দিবসে কতকগু
লীন পলাতক সিপাহি ধৃত হইয়া
হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমী
পে আনীত হইয়াছিল, তাহারদি
গকে বদ্ধ রাখিবার উপযুক্ত সেনা
না থাকাতে তিনি প্রথমতঃ তাহাতে
সম্মত হয়েন নাই, পরে হাওড়াস্থ
ইউরোপীয় সৈন্য সাহায্যে তাহার
দিগকে গঙ্গাপারে প্রেরণ করিয়া
ছেন।

শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর
আজ্ঞা দিয়াছেন, কি গবর্ণমেণ্টের
কি অন্য লোকের বাষ্পীয় নৌকা
য় যে সকল খালাসি ও সারেং
আছে তাহারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করি
য়া তত্তৎকর্ম্মে ইউরোপীয় লোক
নিযুক্ত করিতে হইবেক।

---

৪৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দ
লের ৩ জন সিপাহি পলাইয়া যাই
তেছিল, মঙ্গলপুরের মাজিষ্ট্রেট সা
হেব তাহারদিগকে ধৃত করিয়া ক
লিকাতা নগরে পাঠাইয়া দিয়া
ছেন।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্ট
র সাহেবের অনুরোধ ক্রমে ইণ্ডিয়া
গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির
অন্তর্গত অনেক জিলায় বাঙ্গালা

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ছাত্রীয়
বৃত্তিপ্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।

"জেম্‌স হিউম" নামক ষ্টিম
রে চতুর্দ্দশ লক্ষ টাকা এবং কতিপয়
ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ উত্তর-পশ্চিম
প্রদেশ হইতে এতন্নগরে আসি
তেছে।

কাপ্তেন রাটেরি সাহেবের অধী
ন পুলিস সেনাদল প্রায় সর্ব্বদা শিউ
ড়িতে অবস্থান করিবেক, তাহারদি
গের বাস জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট শি
উড়িতে এক নূতন বারিক নির্ম্মাণ
ও পুরাতন বারিক মেরামত করি
তে বীরভূমের কালেক্টর সাহেবকে
আদেশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ ষ্টিমরে ৭৫ টন তাড়িত
বার্ত্তাবহের তার কলিকাতা হইতে
আলাহাবাদে প্রেরিত হইবেক এবং
গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন অতঃপর
এখান হইতে যত বাষ্পীয়তরী উত্তর
পশ্চিম প্রদেশে যাইবেক তাহার প্র
ত্যেক নৌকায় একটন বৈদ্যুতিক
তার প্রেরিত হইবেক।

কলিকাতার মাদরসা কালেজে
র চতুর্দ্দিগে রাত্রিকালে গোরা সে
নারা ও মিলিসিয়া বলণ্টর সেনারা
পাহারা দেয়।

ঢাকার সংবাদদাতা লেখেন ত
থায় যে বিদ্রোহিতা ঘটনাশঙ্কা উপ
স্থিত হইয়াছিল তাহা নিবারণ হই
য়াছে, দুই শত শ্বেতমুখ ঢাকায় উপ
নীত হইবায় নগরবাসি লোকেরা
সাহসি ও যে যে সিপাহিদিগের মনে
মনে কুভাব ছিল তাহারাও মহা
শঙ্কিত হইয়াছে।

জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্টেট
সাহেবের অধীনে এবং বেলিয়াঘা
টার খালের কালেক্টর ও মাজি
ষ্টেট মেং গেলিফ সাহেবের অধীনে
যেসকল ইউরোপীয় কানেষ্টেবল ও
অতিরিক্ত প্রহরি নিযুক্ত হইয়াছে
তাহারদিগের দ্বারা ৫০।৬০ জন প
লায়নোন্মুখ অস্ত্রহীন সিপাহি ধৃত
হইয়াছে।

অযোধ্যারাজের প্রধানমন্ত্রী
নবাব আলীনকী খাঁ এবং অন্যান্য
প্রধান রাজকর্ম্মচারিদিগের ষড়যন্ত্র
যে সিপাহির সন্ধানে প্রকাশ হই
য়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে হাবিল
দারী পদ প্রদান করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, ঢাকা
নগরে ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক
দলের যে সকল সেনা আছে তাহা
রাও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে
এমত জনরব শুনা যায়।

পাটনার মফঃসল পুলিস আম
লারা সংপূর্ণ এক দল দস্যু ধৃত ক
রিয়াছে, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহে
ব সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের অনু
মতিক্রমে তাহারদিগকে ৬০০ টাকা
পুরস্কার দিয়াছেন!

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহা
দুর আজ্ঞা করিয়াছেন, অযোধ্যা
রাজ যত দিন দুর্গ মধ্যে থাকিবেন,
দুর্গাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা
বিষয়ে সংপূর্ণ মনোযোগী থাকি
বেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যথা বিহিত সম্বোধন পুরঃসর
নিবেদন মিদং।

আলেক্‌জাণ্ডার টাইটালার সাহেবের
জীবন বৃত্তান্ত।

কোন মহাত্মা লোকের জীবন
চরিত লিখিবার অগ্রে জীবনচরিত
পাঠ দ্বারা আমারদিগের কি কি উপ
কার সম্ভাবনা তাহা বর্ণন করা অতি
শ্রেয়স্কর কহিতে হইবেক ইহাতে
সন্দেহ মাত্রই নাই। কিন্তু জীবন
চরিতের উপর প্রবন্ধ রচনা করিতে
হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা
করিতে হয়, অতএব আমরা বাহুল্য
ভয়ে ভীত হইয়া এই স্থলে কেবল
জীবনচরিতের সংক্ষেপ বর্ণন করি
তেছি, ধীমান পাঠকবর্গ মনোযোগ
পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। "জীবনচরিত"
এই শব্দ শ্রবণমাত্রেই এরূপ প্রতীতি
হয় যে জীবনচরিত অর্থাৎ মানবদি
গের জীবনের বৃত্তান্ত, আর যে সক
ল ব্যবহারাদি কর্ম্মকলাপ সকল
মানবেরা এই অবনীমণ্ডলে জীবন
ধারণ করিয়া সম্পন্ন করে, তাহার বি
স্তারিত বর্ণনাকেই জীবনচরিত কহা
যায়। আহা! এই জীবনচরিত স্বরূপ
তরুতে কতরূপ অপরূপ মনোহর
ফল আছে তাহা আমরা লিখিয়া
ব্যক্ত করিতে কোনক্রমেই পারি
না। যেমন মুক্তার মধ্যে গজমুক্তা,
মণির মধ্যে কৌস্তুভ, পর্ব্বতের মধ্যে
সুমেরু, আর বিহঙ্গমদিগের মধ্যে
শুক পক্ষী, সেইরূপ গ্রন্থের মধ্যে
জীবনচরিত। এই জীবনচরিত প্রভা
বে আমরা বর্ত্তমান, গত, স্বদেশীয়

রি দেশীয় সর্ব্বকালের বিজ্ঞ, মানি ও ধনিলোকদিগের রীতি, নীতি ও ব্যবহারাদি নখ-দর্পণের ন্যায় দেদী প্যমান দেখিতে পাই, এবং এই সকল পাঠ করিয়া আমারদিগের রীতি, নীতিকে তাঁহারদিগের সুচারু দৃষ্টান্তক্রমে সংশোধন করিতে পারি। এই চিত্তবিলাসিনী নবকামিনীর ন্যায় জীবনচরিতকে অনল সহিত তুল্য করিলেও করা যাইতে পারে, কারণ যাদৃশিক কোন ধাতুতে মলা থাকিলে যেমন অনল তাহাকে নির্ম্মল করে, সেইরূপ জীবন চরিতে আমারদিগের জীবনের মালিন্য সকল মোচন করিয়া মনকে নির্ম্মল করে, অতএব জীবনচরিত কেই পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য কহিতে হইবেক, এবং ইহা পাঠ করিলে আমারদিগের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা এইক্ষণে এই প্রস্তাবকে ত্যাগ করিয়া উপরোক্ত মহামহোপাধ্যায়ের জীবনচরিত লিখিতেছি। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার টাইটলার সাহেব এডিম্বরা মহানগরে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি উইলিয়ম টাইটলার সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, এবং তাঁহার মাতার নাম এন, ক্রেগ ছিল। আমারদিগের বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমতঃ তাঁহার পিতা ও মাতার নিকট পাঠাধ্যয়ন করেন। তাঁহার এই বিষয়কে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার কহিতে হইবেক, কেননা আমারদিগের টাইটলার সাহেবের পিতা মাতা অতি ধার্ম্মিক আর উৎকৃষ্ট রূপে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। এইরূপে টাইটলার সাহেব কিয়ৎকাল তাঁহার পিত্রালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে উক্ত এডিম্বরা মহানগরে প্রধান প্রধান জ্ঞানি ও বিদ্বান্ লোকদিগের সহিত মিশ্রিত হইতেন, এবং তাঁহারদিগের নিকটে অবিরত জ্ঞান শিক্ষা করিতেন, তিনি এইরূপে কিয়দ্দিন পরে এডিম্বরার প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবেশ করত গ্রীক ও লাটিন ভাষার বর্ণমালা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এমতকালে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার দ্বারা কিংষ্টন নগরে প্রেরিত হইলেন, এবং তথায় এলিকানষ্টান সাহেবের নিকট পাঠাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পরিশেষে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে টাইটলার সাহেব এডিম্বরা নগরে পুনরাগমন করিয়া উক্ত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করত আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ তিনি উক্ত বিদ্যাকে মনোমধ্যে অধিক যত্ন করিতেন, পরিশেষে তিনি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচার-মন্দিরে এক ব্যবস্থা উপজীবির পদে নিযুক্ত হইলেন। টাইটলার সাহেবের অধিক অর্থ থাকা প্রযুক্ত তিনি উক্ত আইনের কর্ম্মকে স্পৃহা করিতেন না, আর অবিরত ইউরোপীয় মহাদ্বীপের অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার সুলেখ্য, গান ও চিত্র কর্ম্মতে অধিক ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

ইহার কারণ বিচারমন্দিরে কোন মোকদ্দমা না পাওয়া প্রযুক্ত তিনি আইন উপজীবী লোকদিগের কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিতেন। সে যাহা হউক, তিনি বিদ্যা ও সদ্বংশ প্রভাবে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এডিম্বরার বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিশ্ব ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তথায় অনেকানেক ছাত্রকে আইনের উপদেশ দিয়া পরিশেষে ১৭৮৬ সাল পর্য্যন্ত ১৮০০ শাল অবধি নানাবিধ আইন পুস্তক রচনা পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। টাইটলার সাহেব কেবল যে আইন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, আর অন্যান্য প্রকার পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার অতি সুখ্যাতি হইয়াছিল, পরিশেষে ১৭৯০ সালে টাইটলার সাহেব স্কটলাণ্ডের রাজকীয় উকীলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ১৮০১ সালে সেশন বিচারমন্দিরে একজন বিচারপতি হইয়াছিলেন, তৎপরে ১৭৯৫ সালে ভীষণ জ্বর পীড়ায় পীড়িত হইয়া ১৮১২ সালে জুন মাসে নিজভবনে অবস্থান করিয়া অবশেষে ১৮১৩ সালে ৪ জানুআরিতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষদাসস্য।
সাং পাণিহাটী।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by Issurchunder Goopt, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

অতিরিক্তপত্র

সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্ত্রামংভাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাবলঃ ।।

৫৮৫৮ সংখ্যা] শুক্রবারি ১৩ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

পুলিস আফিস ইশ্‌তেহার।

যে সকল ব্যক্তি ছাপাযন্ত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৮৫৭ সালের ১৫ আইনের বিধান অনুসারে কলিকাতা পুলিস-আফিসের প্রধান ক্লার্কের নিকট আবেদন ও সুকৃতির আদর্শ প্রাপ্ত হইবেন পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা অবধি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব প্রতি দিবস ছাপাযন্ত্র চালাইবার লাইসেন্স লওনের আবেদন পত্র গ্রহণ ও তাহার তদন্ত করিবেন, কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাইসেন্স করা যন্ত্র হইতে যে কোন পুস্তক ও পত্রাদি মুদ্রাঙ্কিত হইবে তাহার এক এক খণ্ড তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত পুলিস-কমিস্যনর সাহেবের নিকট প্রেরিত করিতে হইবেক ইতি।

এস, ওয়াকোব।
একটিং কমিস্যনর অফ পুলিস।

কলিকাতা পুলিস।
২২ জুন ১৮৫৭।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় জন লিণ্ডসে ও জেমস নেথনিয়ল টমসন উড সাহেব বাদি এবং সারলটা লুইসা কার্ক ও জেমস কার্ক প্রতিবাদিগণ, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে সন ১৮৫৬ খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৪ জুলাই তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত জন ল্যামবার্ট জোন্স যিনি কানপুরে বাস করিতেন এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টীয়াব্দের ১২ আপ্রিল তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা ১৫ জুলাই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারগৃহে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, পি তাহা না করেন তবে উক্ত বি অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির বিধানা রে আপন আপন প্রাপ্য সম্পত্তি তে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন
মাষ্টর।

J. S. & T. E. B. JUDGE,
Complainant's Attorneys.

জে, এস, এণ্ড টি, ই, বি, জজ।
বাদিপক্ষের উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
২৫জুন ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১৩ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০

চাঁপাতলা নিবাসি পরম ধার্ম্মিকবর ৺ শত্রুঘ্ন দাস মহাশয়ের আদ্যকৃত্য গত ১১ আষাঢ় বুধবার অতি

রোহ পুর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে, রজতময় ষোড়শ, স্তূপাকার গাড়ু, শাল, বনাত, তৈজসপূর্ণ ইত্যাদি বহুদ্রব্য তাঁহার দুই দান করিয়াছেন, তাঁহার কনি াতা বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভরত দাস কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় সর্ব্ব বিধা সুবিবেচনা ও অকাতরে অর্থ করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন, ত পত্রাদি দিয়া অনেক ব্রাহ্মণ তদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, বাসি অতিসম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ও ষ্ট সজ্জনগণের সমাগমে সভা পের শোভা অতি রমণীয় হইয়া ন, শ্রদ্ধাবান শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও সর্ব্বা ক মহাশয়ের অগণ্য সৌজন্য ং অচল ভক্তিতে সভাস্থ সমস্ত কেই পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন, াহূত রবাহূত দুঃখি দরিদ্রব্যক্তি ত্তর উপস্থিত হইয়াছিল, কেহই ঞ্চিত হয় নাই, সকলেই সন্তুষ্ট ইয়া সাধুবাদ করিতেছে।

কাঙ্গালির সংখ্যা গণনা হয় না, র্ম্মকর্ত্তারা সকলকেই নতবনত অর্থ ানে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, সহস্র স ত্র ব্রাহ্মণ নানাবিধ উপাদেয় উৎ ষ্ট মিষ্টান্নাহারে পরিতৃপ্ত হইয়া াধুবাদ করিতেছেন, চাঁপাতলায় য়েক দিবস কেবল "দীয়তাং ভো ন্যতাং" ইতি শব্দ হইতেছে, ধনি ার মহাত্মা বাবু শত্রুঘ্ন দাস মহাশয় যরূপ পুণ্যশীল সৎস্বভাব ও সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণ-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁ ার আদ্যশ্রাদ্ধ ও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে, কোন বিধায়েই কোন প্রকার অঙ্গ ভঙ্গ হয় াই, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিদায়ারম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই, কর্ম্মকর্ত্তা বাবু ভরতচন্দ্র দাস যে যেমন ব্যক্তি তাঁহার সেইরূপ স ম্মান রক্ষা করাতে তাঁহার সুখ্যাতি সৌরভে দেশ আমোদিত হই য়াছে।

গবর্ণমেণ্ট গত মঙ্গলবার রজনী যোগে নিম্ন লিখিত সংবাদ সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন।

"মথুরার কালেক্টর মেং থরণ হিল সাহেব ১৩ জুন তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই যে "১২ তারিখে দিল্লীর যে সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ করে যে ১০ অথবা ১১ তারিখ রজনী যোগে ইংরাজ সেনারা গেটের পার্শ্বভাগস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ ভঙ্গ করিয়াছে, বিদ্রোহিরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, বাদশাহ ব্রিটিস গবর্ণ মেণ্টের পদানত হইতে উদ্যত হই য়াছেন।

হায়দ্রাবাদের ১২ জুনের পত্রের মর্ম্ম এই যে উক্ত স্থানে বিদ্রোহ ঘট নার উপক্রম হইবার রেসিডেণ্ট সা হেব ইউরোপীয় সৈন্য বৃদ্ধি করিবার মানস করেন, প্রধান পক্ষ ধনাঢ্য ও পরাক্রান্ত প্রজাগণ সকলেই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষ আছেন, কেবল নিম্নপদস্থ সামান্য লোকেরাই গোল যোগ উত্থাপনের উপক্রম করি য়াছে।

বারাণসী হইতে ২১ জুন তারি খের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে ১৮০ জন গৌরাঙ্গ সৈন্য ও ৬ জন সেনানী ১৯ তারিখে প্রাতে কলিকাতা নামক জাহাজা রোহণে আলাহাবাদে গমন করেন, এবং ৮০ জন সেনা দুই জন সেনানী ঐ দিবস অপরাহ্নে যাত্রা করেন, প থের গোলযোগ নিবারণার্থ তাঁহারা গমন করিয়াছেন।

২২ জুনের সংবাদ মহারাণীর ৬৪ গণিত সেনাদলের ৮৪জন সৈন্য ও দুইজন সেনাপতি মহারাণীর ৭৮ গণিত হাইলেণ্ডর দলের ৯ জন সেনা ও এক জন আফিসর বুলাকট্রেনে ৮ জন সেনা পাল্কি গাড়ির ডাকে গমন করিয়াছেন, ও অপর ১৫০ জন ২৩ তারিখে বারাণসী হইতে বুলাক্ ট্রেনে যাইবেক।

আলাহাবাদের পত্রে ব্যক্ত করে যে সমস্ত ফুজলিয়ার ও ৮৪ সংখ্যক সেনাদলের প্রধানাংশ কলিকাতা ও মুজাপুর নামক জাহাজারোহণে ২১।২২ তারিখে তথায় উপস্থিত হই য়াছে, তাহারদিগের ৪০০ ব্যক্তি অ বিলম্বে কানপুরে গমন করিবেক লোহনদা পর্য্যন্ত রেইলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা লোকমটি অর্থাৎ কলের গাড়ি সকল নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বান অর্থাৎ দ্রব্যাদি র গাড়ি আছে তাহাই চালিত হই বেক, আলাহাবাদের নিকটস্থ ৪০ মাইলের মধ্যবর্ত্তি যে সকল প্রজা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিয়াছিল তা হারা আপনাপন আলয়ে পুনরাগ মন করিতেছে।

রিউয়া হইতে ২১ জুন তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ করে যে তথায় এবং নাগত দেশে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু বান্দা হইতে যে সকল সেনা পলায়ন করি য়াছে, ২২ তারিখে তাহারদিগের তথায় আসিবার কল্পনা আছে, যদ্য পি তাহারা আসে তবে ঐ স্থান পুন র্গ্রহণের উদ্যোগ হইবেক। নিম্ন লি খিত সাহেব ও বিবিগণ নাগতে উ ত্তীর্ণ হইয়াছেন, সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারি জি, এডমনষ্টন, এইচ, বি, ওয়েবেষ্টর ও তাঁহার বিবি. পি ক্লার্ক, লেপ্টেন বেনেট, এন সাইন ফ্রেজার, ক্লার্ক বান্দা হইতে। ফতেপুর হইতে সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মচারি জে, ডব লিউ, সেবার, ই, মেকনাটন, এস, আর, সিভকোর্ট, রেইলওয়ে সংক্রা ন্ত কর্ম্মচারি ডবলিউ বাস, জি, করে ন, ওইট. পি, জি, এণ্ডারসন, গিলি নিস নামক ডিপার্টমেণ্টের মেং ক্রা ফোর্ড ও সাতজন পরিবার নাগপুর হইতে ১৯ জুন তারিখের যে পত্র আ সিয়াছে তাহার মর্ম্ম, কিঞ্চিৎ গোল যোগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এইক্ষণে তাহা নিবারণ হইয়াছে, সমুদয় সে নানী ও মহারাণী ছত্রপুরে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন, ঝান্সি নিবা সি ইংরাজদিগের রক্ষা বিষয়ে অতি শয় ভয় জন্মিয়াছে, জনরবে প্রকাশ তাঁহারা হত হইয়াছেন, সাগর নাগ দ দোনা এবং জবলপুর নামক স্থানে প্রজারা এ পর্য্যন্ত ভাল ব্যব হার করিতেছে, নালিতপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে সাগর হইতে ত থায় এক দল সৈন্য প্রেরিত হই য়াছে।

এই গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ অ ন্যান্য স্থানের সমাচার যাহা পত্র যোগে প্রাপ্ত হইয়া ফিনিক্স সম্পাদ ক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা র সারভাগ আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

কলিকাতার বলণ্টিয়ার সেনারা মদরসা কালেজ রক্ষার্থ নিযুক্ত হও য়াতে মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হয় নাই, একারণ তথায় বলণ্টিয়ার অধিক নি যুক্ত হইয়াছেন"।

জকরির ও ডাকবাঙ্গালা হইতে ১৭ জুন তারিখের যে পত্র প্রকাশ হই য়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে ১৫ তা রিখ পর্য্যন্ত তথায় কোন গোলযোগ হয় নাই,। যবনপুরে ৫২ গণিত সি পাহি সেনারা আছে, কিন্তু তাহার দিগের প্রতি পূর্ব্বাবধি সংশয় জন্মি য়াছে, বিবিদিগের মধ্যে অনেকেই মুনুই নামক স্থানে প্রস্থান করিয়া ছেন, এমত মিথ্যা জনরব উঠিয়া ছিল যে ওবরসিয়রে মেং উইলিয়ম সাহেব ঘৃতের সহিত বরাহের চরবি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন, মিহিয়ার নামক স্থানে এক দুর্গ আছে তথায় কাগজ পত্রাদি প্রেরিত হইতেছে, কমিস্যনর সাহেব ও তাঁহা র বিবি শাস্ত্র বিজ্ঞান গর্গনামক স্থানে গমন করিয়াছেন, সাহাজির ডাকের বাঙ্গালা দুরাত্মারা সমুদয় দগ্ধ করিয়াছে, এবং ডাকঘরের চারিব্যক্তি হত হইয়াছে, জনরবে বান্দা নামক স্থানে বিদ্রোহো পস্থিত হইবার সংবাদ প্রকাশ হই য়াছে, রেইলসম্বন্ধীয় গাড়ি সকলের অধ্যক্ষ সাহেব উপস্থিত হইলে চারি ব্যক্তি তলবার ও পিস্তল হস্তে লইয়া তাঁহার অত্যন্ত অপমান করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়েই তিনি তাহার দিগকে ধৃত করিয়াছেন।—সংবাদ দাতা লেখেন যে আমি প্রাণ হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছি, এইক্ষণে এখানে আমি ব্যতীত আর অন্য খ্রীষ্টান লোক কেহই নাই, রিউয়া দেশীয় মহারাজ অতি মনোযোগী হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তিনি গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করি বেন।

মুঙ্গের হইতে ১৮ জুন তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে রেইলওয়েসংক্রান্ত সাহে বেরা তথায় গমন করিয়াছেন, বি দ্রোহঘটিত কোন গোলযোগ নাই কিন্তু সাহেবেরা ডাক্তর মেক্রে সাহে বের বাটী ভালরূপে আবদ্ধ করিতে ছেন, তথায় খাদ্য দ্রব্যাদিও রাখি য়াছেন, যদ্যপি প্রজারা তথায় গমন করণে বাধ্য হয়, তবে আহারাদি পাইবেক। নদীতে কয়েকখানা নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে, যদ্যপি অনিষ্ট ঘ টনা সন্দর্শন করেন, তবে তদারো হণে প্রস্থান করিবেন, ষ্টাফ সাহেব আপনার বোর্ট প্রস্তুত রাখিয়াছেন, অশ্বাদি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ঢাকার ২০ জুন তারিখের পত্রের মর্ম্ম। এপর্য্যন্ত এপ্রদেশ সুস্থ আছে, বিদ্রোহের ঝড় প্রবাহিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, প্রজাদিগের মনোমধ্যে কয়েক দিবসাবধি যে মিথ্যা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিবারণ হইয়াছে, যে ইংরাজ সে নারা আসিয়াছে, তাহাতেই সকলের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, কমিস্যনর সা হেব বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গসেনাগণের সমা গমে সিপাহিদলের বদন শুষ্ক হইয়াছে।

46

পুনা আক্তারবর পত্রের অতিরেক পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, যে মিহিদপুর কান্টেঞ্জেন্ট সংক্রান্ত সেনারা বিদ্রোহি হইয়া তথা হইতে নিমাচাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা লেপ্টেনান্ট বদরি ও হণ্ট সাহেবকে হত করিয়াছে।

ঐ সেনাদলের অপর এক অংশ ইন্দোরে আছে, অতএব ইন্দোরের নিমিত্ত সাতিশয় ভয় জন্মিয়াছে, যে হেতু তত্রস্থ সেনাদিগের প্রতি আর বিশ্বাস করা যায় না।

নিমচে বঙ্গদেশীয় যে ১ গণিত সেনারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে তাহারদিগের অপর একদল নৌনামক স্থানে আছে, অতএব নৌ রক্ষা বিষয়েও ভয় জন্মিয়াছে, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর ও রাজপুতনা অঞ্চলের ডাক বন্দ হইয়াছে।

টেলিগ্রাফ সহযোগে পুনায় সংবাদ গিয়াছে যে আমিনাবাদে বিবাদারম্ভ হইয়াছে, ফলতঃ এই সংবাদের সত্যতার প্রতি সংপূর্ণ সংশয় আছে।

কাপ্তেন একিন সাহেবের অধীনস্থ বেটরি ও ইউরোপীয় আর্টেলারি সেনারা পুনরায় গমন করণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট গবরনর বাহাদুর জিলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন, চীৎপুর, কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি উপনগরে যে সকল সুরার দোকান আছে তাহা প্রতিদিন অপরাহ্ন বেলা ৫ ঘটিকার সময়ে তিনি বন্ধ করিয়া দেন, কেননা সায়ংকাল পরে ঐ সকল মদ্য দোকানে অনেক দস্যু তস্করাদি কুলোকের সমাগম হয়, সায়ংকাল পূর্ব্বে দোকান বন্ধ হইলে আর তাহারা একত্র হইয়া কুপরামর্শ করিতে পারিবে না।

আমরা বোধ করি কলিকাতা নগরের মধ্যস্থিত শুণ্ডিকালয় সকলের প্রতিও ঐরূপ নিয়ম নিবন্ধ হইলে ভাল হয়।

মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিবায় জেনরল বিরেস ফোর্ড সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কটকের অন্তর্গত নৌগড়ের নাবালগ রাজাকে ইংরাজী বিদ্যাধ্যয়ন করাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট গবরনর সাহেব কটকের কমিসানর সাহেবকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতে রাজা অসম্মত হইয়াছেন।

বোম্বাই নগরের প্রধান ধনি বদান্যবর পার্সি শ্রীযুত স্যার জমেষ্টজী জিজিভাই সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট "বারোনেট" মান্য উপাধি দিয়াছেন।

১৫ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, মঙ্গলবার অপরাহ্নে আগড়পাড়ার মিসনরি স্কুলে ২।৩ শত যবন প্রবেশিয়া শিক্ষকদিগকে প্রহার করণোদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু রথদর্শক অনেক হিন্দু তথায় উপস্থিত হইবায় দুরাত্মারা পলাইয়া যায়।

১৭ জুন দিবসে কলিকাতা নগরের মধ্যে আর এক জন রাজদ্রোহী গুপ্তচর ধৃত হইয়াছে।

মেং মাকলা নামক একজন রেইলরোড ইঞ্জিনিয়র সাহেব পূর্ব্ব গত বৃহস্পতিবারে বাষ্প শকটচক্রে হত হইয়াছেন।

"অহং যথার্থবাদী" ইতি স্বাক্ষরকারি পত্রপ্রেরক মহাশয়ের পত্র আমরা পত্রস্থ করণে বিরত হইলাম, যেহেতু তিনি স্বনাম গোপন রাখিয়া কোন ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করত নিন্দাবাদে স্বীয় দীর্ঘপত্র পরিপূর্ণ করিয়াছেন, অতএব আমরা এতৎপত্রে কাহারো নিন্দাবাদ প্রকাশে মানস করি না, এজন্য পত্রপ্রেরক মহাশয় আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন না।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৪ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

আতিকপত্র

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তাস্তদ্বিরেফারসং ।।

৫৮৫৯ সংখ্যা] শনিবার ১৪ আষাঢ় ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ জুন ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইতিপূর্ব্বে আমারদিগের [illegible]করার কারবার যাহা শহর কলিকাতার পুরাতন চীনাবাজারে ও তদধী[illegible] মুরশিদাবাদ ও পাটনায় ও [illegible] জয় লাহা, শ্রীযুত রা[illegible] [illegible]মে চলিতেছিল, [illegible]মি যজ্ঞেশ্বর লাহা, আমার অংশ [illegible]রি আনা, ও রাজনারায়ণ কুণ্ডু [illegible] গোবিন্দচন্দ্র দাঁ ও বেচারাম কুণ্ডু [illegible]শিদার ছিল, এক্ষণে আমার [illegible]শ চারি আনা উক্ত তিন বকরা[illegible]রকে বিক্রয় করিয়াছি, উক্ত তিন [illegible]কামের ঐ ফারমের লাভ লোক্সা[illegible]র সহিত আমার কোন এলেকা[illegible]ই, উক্ত ফারমের দেনা যাহা [illegible]ছে তাহা শ্রীরাজনারায়ণ কুণ্ডু ও [illegible]গোবিন্দচন্দ্র দাঁ ও শ্রীবেচারাম [illegible]ণ্ডু দিবেক, পাওনা যাহা আছে তা[illegible] ও উহারা আদায় করিয়া লইবেক, [illegible]মি উক্ত কারবারের স্বত্ব হইতে [illegible]হত হইয়াছি ইতি সন ১২৬৪ সাল [illegible] আষাঢ়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর লাহা।
সাং ভবানীপুর।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে, শহর কলিকাতার সিমুলিয়ার মাণিকতলা [illegible] ১১৯। ১ নম্বরে টেক্সের যে [illegible]তে রাজমোহন নাগচৌধুরী [illegible]দারীর সদর কাছারী হইয়া থাকে, ঐ কাছারী হইতে উক্ত নাগচৌধুরির খরিদা তস্য তৃতীয় পুত্র কালীনাথ নাগচৌধুরির নামে রেজিষ্টরী হওয়া কোবালা যাহা পাণিহাটী নিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষের ও বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষের ঐ গ্রামের নিষ্কর ভূমির মধ্যস্থিত উভয় সহোদরের এজমালির বসতি বাটী মায় ইমারৎ আদির অন্দরে উক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষের অর্দ্ধাংশের বাবত ছিল, তাহা সংপ্রতি খোয়া গিয়াছে, যদি কেহ কোন প্রকারে ঐ কোবালা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে তাহা উক্ত নাগচৌধুরিকে দিলে তিনি তাঁহাকে ১৬ টাকা পুরস্কার দিবেন, আরো জ্ঞাত করা যাইতেছে, যদি কেহ ঐ দলিল প্রাপ্ত হইয়া তৎসূত্রে অন্য কোন কৃত্রিম দলিল প্রস্তুত পূর্ব্বক ঐ অর্দ্ধাংশ বসতি বাটী কাহারো নিকট কোন রকমে হস্তান্তর করেন কিম্বা গিরবি রাখেন তাহা কোনমতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

প্রেরিত পত্র।
শ্রীরাজমোহন নাগচৌধুরী।
হাল সাং শহর কলিকাতার সিমুলিয়া।

সংবাদপ্রভাকর

১৪ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অনেক মূর্খ লোকেরা মিথ্যা জনরব তুলিয়াছিল, নেপালের মহারাজ বিদ্রোহি সিপাহিদিগের পৃষ্ঠবল হইয়াছেন, অর্থ ও সেনা সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা এই কিম্বদন্তী শ্রুতমাত্র অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, কেননা দুর্দ্দান্ত যবন সম্রাটেরা ও প্রবল পরাক্রান্ত

রণদক্ষ শীকজাতি যাহারদিগের বাহুবলে রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান সম্রাট রুসিয়ার বাদশাহ যাঁহারদিগের পরাক্রমে নতশিরা হইয়া সন্ধি করিলেন, যে পারস্য সম্রাটেরা এককালে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং এখনও যে পারস্য রাজ অন্যান্য যবন রাজাদিগের মধ্যে প্রধান পদবাচ্য হন, তিনি যাঁহারদিগের অনুগ্রহলাভার্থ ব্যগ্র হইয়া ইংলণ্ডে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক উপযাচক হইয়া সন্ধি করিলেন এবং ফ্রান্স, তুর্ক প্রভৃতি রাজ্যের বলবান্ সম্রাটেরা যাঁহারদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিয়াছেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে ধনে মানে গুণে ধরামধ্যে সর্ব্বাগ্র গণ্য হইয়াছেন, নেপালের রাজা বিদ্রোহিসিপাহিদিগের সহায় হইয়া সেই পরাক্রান্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন ইহা কখন সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ নেপালের প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী জং বাহাদুর স্বয়ং ইংলণ্ড যাইয়া ইংরাজদিগের বল বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন, অতএব জানিয়া শুনিয়া নেপাল রাজ ইংরাজদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন এ কথা কদাপি যুক্তিপথে আইসেনা, অধিকন্তু নেপালেশ্বর কোন পক্ষেই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সমকক্ষ হইবেন না, তাহাতেই ইংরাজ রাজ্যেশ্বরেরা তদ্রাজ্যপ্রতি লক্ষ করেন নাই।

এইক্ষণে প্রাগুক্ত অমূলক জনশ্রুতির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, সংপ্রতি অযোধ্যা রাজ্য হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে নেপালের মহারাজ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ৫০০০ সেনা পাঠাইয়াছেন, শুনা যাইতেছে যে সিপাহিরা ফয়জাবাদ প্রদেশে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়া পলায়নপর হইয়াছে, তাহারদিগকে ধৃত করণার্থে নেপালীয় সেনারা চতুর্দ্দিগে ধাবমান হইয়াছে, অনুমান হয় এতদ্দিন পলায়িত বিদ্রোহি সেনাদিগকে বিনষ্ট বা ধৃত করিয়া থাকিবেন।

—।০।—

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে গত পরশ্ব ইংরাজী পত্রে যে সকল সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহা অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"আলাহাবাদের ২৩ জুন তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে যে তথাকার সংবাদ কিঞ্চিৎ মঙ্গলজনক বটে, ৪০০ গোরা দুইটা কামান ও ৬০০ শীক সৈন্য ও একদল কেবেলরি কাণপুরে যাইবেক, তাহার কোন বিলম্ব হইবেক না, তাহারা বিংশতি দিবসের আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবেক, গাড়ী প্রাপ্ত হওয়া গেলেই অতিরিক্ত সেনা ও আহারীয় দ্রব্যাদি তাহারদিগের পশ্চাদ্ভাগে প্রেরিত হইবেক, ওলাউঠা রোগ অনেক নিবারিত হইয়াছে।

বারাণসীর ২৪ জুন তারিখের পত্রে প্রকাশ করে, তথায় আর কোন গোলযোগ নাই, সাগর ও নর্ম্মদা অঞ্চলে ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিরূপ ঘটনা হয় নাই, ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত মৌ দেশের সংবাদ উত্তম, আজিমগড় ও গোরক্ষপুরের মধ্য দেশে ডাক গমনাগমন করিতেছে, ৬৫ সেনা দলের ১০০ ও হোম সাহেবের ইরেগুলর সেনাদল সংক্রান্ত ৫০ ব্যক্তি লইয়া মেং বেনেবল সাহেব শেষোক্ত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, জোনপুর এপর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই, গাজিপুর ও মৃজাপুরে কোন রূপ গোলযোগ নাই, মহারাণীর ৭৮ গণিত সেনাদলের ৯৪ ব্যক্তি ও দুই জন আফিসর ২২ তারিখে পঁহুছিয়াছে, চারিজন আফিসর ৯৮ জন সেনা ঐ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে, ১২০ জন সেনা তিন জন সেনানী সমভিব্যাহারে বারাণসী হইতে আলাহাবাদে গমন করিয়াছে।

নাগপুরের ২০ জুন তারিখের পত্রে ব্যক্ত করে, যে ১৩ তারিখের রজনী যোগের ঘটনার পর তথায় কোন বিরূপ ঘটনা হয় নাই, নগরের অদূরবর্ত্তি ও অন্যান্য স্থান সকলে শান্তি সংস্থাপিত আছে। সেকেন্দ্রাবাদে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু প্রজারা সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে, কেবল কেবেলরি লাইনের একজন ফকীর নগরবাসিদিগকে রাজ বিরুদ্ধাচরণের প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছিল, কিন্তু সে ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল যে অরঙ্গাবাদের শীক সেনারা মৌয়ের বিরুদ্ধে গমন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে, এই সংবাদের সত্যতাঘটিত দ্বিতীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, জবলপুর হইতে ১৯ তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে যে তথায় এমত উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে তত্রস্থ সিপাহি সেনারা যদ্যপি বিদ্রোহোপস্থিত করে তবে তাহারদিগের এক ব্যক্তিও জীবিত থাকিবেক না, সাগরের ১৮তারিখের পত্রে লেখে যে তথাকার সেনারা রাজভক্ত আছে এবং দুই দল পদাতিক সৈন্য আপনারদিগের শ্রেণীস্থ দুষ্টলোকদিগকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করণে সম্মত হইয়াছে, মৌ নামক স্থানে কোন গোলযোগ হয় নাই"।

গত পরশ্বঃ দিবসীয় ফিনিক্স পত্রে বারাণসী হইতে কোন সংবাদদাতা জোয়ানপুরের যে সংবাদ লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত নিরানন্দজনক, "৫ জুন তারিখে ঐ নগরের নিকটে ৩৭ গণিত সেনা দলের ৫০ জন বিদ্রোহি সিপাহি উপস্থিত হয়, তাহাতে সাহেব বিবি বালক বালিকা প্রায় ৩২ জন রক্ষার নিমিত্ত অতিবেগে কাছারিতে গমন করে, তথায় ১৫০ শীক সেনা ছিল, তাহারা তাঁহারদিগকে রক্ষা করিবার শপথ করে, সংবাদদাতা লেখেন যে অপরাহ্ন দিবা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময়ে আমি মাস সাহেবের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলাম, দেখিলাম যে একজন সিপাহী কমাণ্ডিং আফিসরের প্রতি গুলি করিল, তাহাতে তিনি রক্তে প্লাবিত হইলেন, এবং তৎপরেই সেনারা অবিশ্রান্তরূপে গুলি করিতে লাগিল তাহাতে দ্বার ও গবাক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা মেজেতে শয়ন করিয়া পড়িয়াছিলাম, একারণ আমারদিগের প্রতি অধিক আঘাত হয় নাই, পরে বন্দুকের শব্দ নিবারণ হইলে আমরা ভয়ে ভয়ে মস্তক তুলিয়া দেখিলাম, যে সিপাহিরা ধনাগার হইতে তিন লক্ষ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল, আমরা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া গাড়ি ও অশ্বাদি আরোহণ পূর্ব্বক অতিবেগে ১২ মাইল অন্তর এক নীলকুটিতে গমন করিলাম এবং সন্ধ্যার সময়ে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া রজনী দুই প্রহরের সময়ে দুরাত্মারা পুনর্ব্বার আক্রমণ করে, আমরা ভীতচিত্তে গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করি, পর দিবস প্রাতে গ্রামবাসিরা আমারদিগকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করে, তথাকার কোন বলবান ব্যক্তি আমারদিগের সাহায্য না করিলেই তদ্দণ্ডেই নিধন প্রাপ্ত হইতাম, ঐ দয়াবান ব্যক্তি আমারদিগকে আপনার বাটীতে লইয়া যান, আমরা সামান্য অন্ন ও সামান্য রুটি আহার করিয়া দুই দিবস তাঁহার বাটীতে অবস্থান করি, পর দিবস বারাণসী হইতে একদল ইংরাজ সৈন্য গিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিয়া আনিয়াছে, এইক্ষণে বারাণসীতে অবস্থান করিতেছি, আমার যে কিছু দ্রব্যাদি ও সম্পত্তি ছিল সকল গিয়াছে, পথিমধ্যে জ্বর হইয়াছিল, আমার স্ত্রী সমভিব্যাহারে না থাকিলে আমি অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিতাম, প্রেয়সীকে একটি গৌন ভিক্ষা করিয়া দিয়াছি, আমার বস্ত্রাদি কিছুই নাই, অন্যের বদান্যতার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এক যোড়া মাত্র ছিন্ন জুতা আছে"।

ফিনিক্স সম্পাদক ২৩ জুন দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন কলিকাতা হইতে যে ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য দমদমায় প্রেরিত হইয়াছে তাহারা এইক্ষণে রক্ষকস্বরূপে তথায় থাকিবেক, মুরশিদাবাদের নবাব নেজামকে ধৃত করণার্থ তাহারা প্রেরিত হয় নাই।

প্রেরিত পত্র

ভুবনোদ্দীপক প্রভাকর সম্পাদক
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়
সমীপেষু।

নমস্কার নিবেদন মিদং।

মানবদিগের প্রাধান্য ও যশ বিস্তার লিপ্সা বর্ণনরূপ মল্লিখিত প্রবন্ধটী সংশোধন পূর্ব্বক ভবদীয় পত্রে আরূঢ় করিতে অনুমতি হইবেক।

কি আশ্চর্য্য! যে মানবগণ আপনাপন অনেকানেক দোষ ও সর্ব্বতোভাবে অসংপূর্ণতা জ্ঞান সত্ত্বেও প্রত্যেকে প্রাধান্য ও যশ বিস্তার লিপ্সায় এতদ্রূপ প্রবর্ত্তমান, কি বিদ্বান কি অবিজ্ঞ, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক, কি ধনী, কি অধন সকলেই সাধারণে বিশেষ আপনাপন সমুদায় মধ্যে প্রাধান্য ও যশ বিস্তার স্থাপন করণে অবিরত অনিবার্য্যরূপে অনুরক্ত! অধিক কি কা[illegible] ক্ষুদ্র ভিক্ষাজীবিগণও এতৎ প্রলিপ্সা হইতে বিরত নহে। প্রায় সমস্তেই উপস্থিত ভিক্ষুকগণের ভাব ভঙ্গি দর্শনে ও আলাপ প্রশ্রবণে বিশেষ প্রণিধান করিলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ও কেহ কেহ করিয়াও থাকিবেন। পরন্তু মানবগণ স্বীয় স্বীয় মানসিক ভাব অনুসারে করিলেই স্বচ্ছন্দে তাহার [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন।

প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অন্যের সহিত কোন প্রকার সংযোগ করিয়া আমারদের দোষ ও গু[illegible]

র্থরূপে বিবেচনা করিলে গুণ অপে
ক্ষা দোষ ও অসংপূর্ণতার ভাগ অ
তুলরূপে অধিক দর্শন করত নত
শিরা হইতে হয়, কিন্তু অন্যের সহি
ত তুলনা করত বিচারে রত হইলে
মানবমাত্রই স্বভাবতঃ স্বার্থপরতা
হেতুক আপনার গুণ ও অন্যের
দোষ দর্শনে অভিমান পর্ব্বতের উচ্চ
চূড়া প্রাপ্ত হয়, তখন আর স্পর্দ্ধার
সীমার পরিসীমাও থাকে না, কিন্তু
জ্ঞানি ও অজ্ঞানিগণের এ বিষয়ে
এক বিশেষ প্রভেদ আছে, জ্ঞানি
জন মাত্রেই আপনার গুণ অপেক্ষা
দোষ ও অন্যের দোষ অপেক্ষা গুণ
অধিক দেখেন, ও তাঁহারা আপন
ক্রিয়া ও আচরণের সদসৎ বিবেচনা
করেন, সাধারণের অভিপ্রায় ও প্র
শংসাকে প্রামাণ্য গণ্য করেন না,
তাহার অভিলাষিমাত্র হয়েন না,
আপন আন্তরিক প্রমাণকেই প্রামা
ণ্য জ্ঞান করিয়া মনের স্বচ্ছন্দতা
রূপ পরমানন্দ সলিলে অবগাহন ও
অন্তর ধৌত করত নির্ব্বিকারতা প্রাপ্ত
হয়েন, দুঃখ স্বরূপ বৈতরণী নদী
পান তরণীযোগে উত্তীর্ণ হইয়া নদা
নন্দ সহ বাস করণে সাংসারিক
দুঃখ ও সুখের সহিত সম্পর্ক মাত্র
রহিত হয়েন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই
এবম্প্রকার জ্ঞানি অতি বিরল,
অজ্ঞানিগণের ভাব সংপূর্ণরূপে তদ্বি
পরীত, তাহারা স্বীয় গুণ ও পরকীয়
দোষ অনুসন্ধানে ও উৎকীর্ত্তনে তৎ
পর, ও পরকীয় দোষ সহ আপনার
গুণের তুলনা করত সর্ব্বদা অহংপরব
শ হইয়া আপনারদিগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ও সাধারণজনের স্তাবকতাতে আত্ম
বিস্মৃত হইয়া পরমাপ্যায়িত মান্য
করেন, পরনিন্দা শ্রবণে ও তদুৎসাহ
বর্দ্ধনে ও পরকীয় গুণের হ্রাসতা
জন্মাইতে অবিরত উৎকণ্ঠিত থাকে,
কি পরিতাপ! তাহারা ক্ষণকালের
নিমিত্তও নিশ্চিন্ত ও শান্ত থাকে না,
তাহারদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই দহ্য
মান থাকে, পরন্তু তাহারদের অভি
প্রেত প্রাধান্য স্থাপনার ও যশ বি
স্তারে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে
তাহারা যে প্রকার বিমর্ষ ও শোকা
কুল হয়, তাহারদের বাহ্য ভাব
দর্শনে কেনা স্থির করিতে পারে?
ও তদ্দর্শনে কাহার অন্তরে দুঃখ ও
দয়ার সঞ্চার না হয়? হে জগদীশ্বর
হে মহাকৌশলি! তোমার কৌশল
কি চমৎকার ব্যাপার! তাহার অপা
র তাৎপর্য্য ক্ষুদ্র মানব কর্ত্তৃক কোন
প্রকারেই সংপূর্ণরূপে বোধগম্য হই
তে পারে না, তুমি আমারদিগের
অন্তরে এই প্রাধান্য ও যশ বিস্তার
লিপ্সা স্থাপন দ্বারা কি আশ্চর্য্য
কৌশল করিয়াছ! যদিচ আমরা
হঠাৎ তাহারদের মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে
অক্ষম, তথাচ মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক
কিছুকাল তৎপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিলে
যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই তো
মার সমুদয় নিয়ম যে আমারদিগের
অপার হিতকর অবশ্যই ইহা স্বীকার
করিতে হয়। তদ্যথা—

জনসমাজে উৎকৃষ্টবৃত্তি অপে
ক্ষা নিকৃষ্টবৃত্তিই বলবতী, সুতরাং
উৎকৃষ্টবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট
কর্ম্ম সমূহ নির্ব্বাহ করণে বিরত, এই
পৃথিবীর শোভা ও জনসমূহের সভ্য
তা ও বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ যুদ্ধ ও বাণি
জ্য প্রভৃতি ক্রিয়াচয়ের আবশ্যক,
কিন্তু কদাচ কেহ উৎকৃষ্টবৃত্তি কর্ত্তৃক
আদিষ্ট হইয়া এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত
হয়েন, রুমদেশীয় সেনাপতি সিজার
যিনি ব্রিটিসদিগের সভ্যতা ও ভব্য
তার মূলকারণ, তিনি কেবল আপন
বাহুবল ও যশ বিস্তার ও প্রাধান্য
স্থাপন উদ্দেশে অতি ক্লেশ স্বীকার
করিয়া ব্রিটিস দেশ জয় করত সভ্য
তার বীজ বপন করেন, যাহা ক্রম
শঃ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত শাখাবিশিষ্ট
হইয়া কালে ফলে ফুলে শোভিত
হইয়াছে, ও ব্রিটিস জাতি এইক্ষণে
সভ্যাভিমানি হইয়া সভ্যজাতি মধ্যে
উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্রূ
প ব্রিটিসগণও কেবল স্বার্থপর হইয়া
ভারতবর্ষ অধীন করেন, তাহাতে
আমরা যেপর্য্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হই
তেছি সকলেই জ্ঞাত আছেন, তাহা
র মূল কেবল ঐশিক কৌশলমাত্র,
অতএব সেই মঙ্গলময় পরম কৌশলি
কে অগণ্য প্রণিপাত করত লিপি
সমাপ্ত করিলাম ইতি।

সুধারাম হিতসাধিনী সভার
সভাসদ্ শ্রীজয়চন্দ্র নাগ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নং ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPT, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

☞ এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ জিয়মুদ্যোতিনীবিরেষু কচিদ্ভ্রমংভ্রাম মতন্দ্র যীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥ [illegible] দিবস প্রভাকর কর প্রোদ্ভিনপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাত্তবিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। ট[illegible] থের প্রথম দিব[illegible] পত্রের মূল্য ১ ট[illegible] তদ্ব্যতীত আর স[illegible] মাসের প্রথম দি[illegible] পত্রের মূল্য ।।০ অ[illegible] অগ্রিম ৬ টাকা[illegible]

৫৮৯৯ সংখ্যা] শুক্রবার ৩১ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ১৪ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় অত্যধিক বিঘ্ন [illegible] ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘটার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

একাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ মহোদয়গণ বেতাল পঞ্চবিংশতি পুস্তকই শুনিয়া ও পাঠ করিয়া আসিতেছেন, বেতালের সহিত বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নাড়ম্বরে বেতালপঞ্চবিংশতিনামক পুস্তকই এপর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু তালের সহিত বিক্রমাদিত্যের যেরূপ প্রশ্নাড়ম্বর হয় তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহই শুনেন নাই, আমি সমধিক যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া তাহা পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি, তাল [illegible] এই [illegible] তালের মনে কোন রহস্য কি তামাসার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, কিন্তু তালপঞ্চবিংশতি পাঠ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রহস্যাদি তাবতের চিত্তাধিষ্ঠিত হইয়া থাকিল, আমি অবিলম্বে তালপঞ্চবিংশতি প্রকাশ করিয়া ঐ সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিব, সংপ্রতি ঐ তালপঞ্চবিংশতি গ্রহণেচ্ছু মহোদয়দিগের নিকটে তাহার মূল্য নিরূপণ করাগেল। যিনি যে বিষয়ে সুলভ বিবেচনা করেন তাঁহাকে তদ্রূপেই পুস্তক দেওয়া যাইবে, ঐ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৸০ বারো আনা, গ্রহণেচ্ছা প্রকাশকদিগের পক্ষে এক টাকা তদ্ভিন্ন ১।।০ টাকা, যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দেন অথবা গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁহারা প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে মূল্য অথবা [illegible] লিখিবেন অথবা আমার নিক[illegible] পাঠাইলেও পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্ম

সংবাদ প্রভাকর

৩১ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাসিশাব্দাঃ ১[illegible]

শ্রুতি হইল সম্প্রতি কোর্ট অ[illegible] ডাইরেক্টর্স সভা হইতে আ[illegible] আসিয়াছে, ভারতবর্ষের নগর ম[illegible] সলস্থ ফৌজদারী আদালতে উপা[illegible]ত মোকদ্দমা সকল বিচারকেরা জু[illegible]দিগের মত লইয়া বিচার করিবে[illegible] যদি এসংবাদ সত্য হয় তবে এ[illegible] নিয়ম প্রজাপুঞ্জের পক্ষে মহোপক[illegible]জনক হইবেক, কেননা ফৌজদা[illegible] মোকদ্দমা নিষ্পাদনে বিশেষ অ[illegible]রাধিদিগের দণ্ড বিধানের পক্ষে [illegible]য়ানির ন্যায় ফৌজদারী আইন অ[illegible]ক নাই ও হইবারও সম্ভাবনা [illegible]

বা বিচারকদিগের বিবেচনার উ
অধিক নির্ভর করে, সকল সময়ে
ন ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির থাকে না,
াতে সময়ে সময়ে অনেক বহু
ী বিজ্ঞ বিচারকদিগের বিবেচনা
যে এবং অর্ব্বাচীন বিচারকদিগে
অজ্ঞতায় অনেক দোষী ব্যক্তিরা
ও বিমুক্ত এবং নির্দ্দোষ লোকেরা
ও ভোগ করে এবং সকল অপরা
র উপযুক্ত দণ্ড হয় না।

প্রাগুক্ত প্রস্তাবিত নিয়ম স্থাপন
লে এই সকল অনিষ্ট নিবারণ
তে পারিবে, কেননা দশ জনের
বেচনায় যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তা
তে প্রায় অন্যায় ঘটেনা এবং
ন পার্লেনা, সুপ্রিমকোর্টই ইহার
ান্ত স্থল, সুপ্রিমকোর্টের ক্রিমি
ল শেসনে জুরীদিগের মত লইয়া
সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমা
সাব্যস্ত করেন, তাহা প্রায়ই ন্যায্য
সঙ্গত হইয়া থাকে, অতএব উল্লি
ত নিয়ম প্রচলিত হইলে জেলা আ
লতের ফৌজদারী মোকদ্দমা স
ল সুনিষ্পন্ন হইবে তাহার কোন
শয় নাই।

রাণীগঞ্জের কোল কোম্পানিরা
দ্রোহিদিগের আক্রমণাশঙ্কায় গব
র্ণমেণ্টের নিকট সেনা চাহিয়াছেন,
বং তাঁহারদিগের কার্য্যালয় রক্ষা
য যে সকল সেনা নিযুক্ত থাকিবেক
াহার বেতন পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত
হয়াছেন, আমরা অনুমান করি
র্ণমেণ্ট কোল কোম্পানিদিগের
র্থনা পূরণে দ্বিধা করিবেন না। কা
বাষ্প শকট বাষ্প নৌকা টাকসা
ভৃতি কোন যন্ত্র কয়লা ভিন্ন চ
লেনা, অতএব বিদ্রোহিরা যদি কয়
লা আমদানী বন্দ করে তবে মহা
বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, সুতরাং কয়
লা রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট অগ্রে সেনা
দিবেন তাহার সন্দেহ কি? ফলতঃ
বিদ্রোহিদিগের দ্বারা রাণীগঞ্জ আ
ক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই, তথায়
কিয়ৎ সংখ্যক গোরা সৈন্য আছে,
এবং সম্প্রতি কতক গুলিন মান্দ্রা
জীয় সেনা ও কএকটা তোপ এবং
অনেক সমর সামগ্রী প্রেরিত হই
য়াছে।

অকৃতজ্ঞ সিপাহিরা সর্ব্বত্রে বি
দ্রোহিতা উপস্থিত করিবায় গবর্ণমে
ণ্ট অনেক স্থানের রাজ ধনাগারে
সিপাহির পরিবর্ত্তে চাপরাসী নিয়ো
গের এবং অনেক জেলার মাজিষ্ট্রেটী
আদালতের ও পোলিস থানার বর
কন্দাজ সংখ্যা বৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়া
ছেন, কিন্তু ঐ সকল বরকন্দাজ ও
চাপরাসিদিগের অধিকাংশই যবন
ও হিন্দু স্বাধীন লোক, অতএব উপ
স্থিত লোকদিগের সময় তাহার
দিগের প্রতিই বাকি প্রকারে বিশ্বাস
করা যায়? অতএব গবর্ণমেণ্ট সকল
সন্দেহ স্থলে কিছু ইউরোপীয় সেনা
প্রেরণ করুন, তাহারা চাপরাসিদি
গের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
রাখে, তাহা হইলে চাপরাসি ও বর
কন্দাজেরা কোন কুপরামর্শ করিতে
পারিবে না।

এই উপদ্রব সময়ে টালা কো
ম্পানিরা তাঁহারদিগের নীলামী ক্যা
টেলগে ৩০,০০০ বন্দুকের ক্যাপ বিক্র
য়ের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, পোলি
স কমিস্যনর শ্রীযুত মেং ওয়াকোপ
সাহেব তাহা জ্ঞাত হইয়া ঐ সকল
ক্যাপ বিক্রয় রহিত করিয়াছেন.
টালা কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কহি
য়াছেন, তাঁহারদিগের অজ্ঞাতে কো
সের কর্ম্মচারিরা ঐ বিজ্ঞাপন দিয়াছে।

গত সোমবাসরীয় কলিকাতা গে
জেটে অতিরেক পত্রিকায় নিম্নলিখি
ত ঘোষণা প্রচার হইয়াছে।

নং ১২।১৩।

বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনেণ্ট
গবরনর সাহেবের
আজ্ঞা।

ঘোষণা।

১০ আগষ্ট ১৮৫৭।

১৮০৪ সালের ১৩ আইন এবং
১৮৫৭ সালের ১৬ আইন অনুসারে
ছোট নাগপুর ডিবিজনের অন্তর্গত
নিম্ন লিখিত জিলা সকলে মার্সিয়েল
আইন প্রচার হইল।

হাজারিবাগ।
মানভূম।
সম্বলপুর।
লোহার দগা।
সিংহ ভূম।

উপরোক্ত জিলা সকলে গুরু
তর অপরাধের বিচার ও দণ্ড প্রদা
নার্থ যে সকল ফৌজদারী আদালত
স্থাপিত আছে তাহার ক্ষমতা এতদ্দ্বা
রারহিত হইল।

এ আর ইয়ং
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরী।

ইংলিম্যান পত্রের কোন পত্র
প্রেরক লিখিয়াছেন, "পলতা ঘাটে

এক খান গবর্ণমেণ্ট ষ্টিমর ও ত
পরি কিয়ৎসংখ্যক গোরা সেনা
থিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম
দেশ হইতে যে সকল নৌকা এত
দ্বারে আইসে উক্ত বাষ্পীয় তরীর
নারা সেই সকল নৌকা তদারক
রে, উক্ত পত্র প্রেরকের এ প্রস্তাব
যুক্তি মূলক বটে কেননা উত্তর প
শ্চিম প্রদেশ হইতে আগত নৌকায়
দ্রোহি সেনা বা তৎপক্ষীয় লোকে
দের আগমনের অসম্ভাবনা নাই,
লতা ঘাটে ষ্টিমর থাকিলে সে আ
শঙ্কা নিবারণ হইতে পারে, বোধ
হয় গবর্ণমেণ্ট এই সৎযুক্তি গ্রহণ ক
রিতেও পারেন।

---

১১ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যা
ন পত্রে প্রকাশ হয় হাজারিবাগের
ন খানায় জলদির রাজা ১৪ বর্ষ
রাদি আবদ্ধ ছিলেন, বিদ্রোহি
নারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া
ছে, শুনা যাইতেছে রাজা মুক্তি
র পরে মুক্তি দাতাদিগের নিকট
হইতেই এক লক্ষ কএক হাজার
টাকা কাড়িয়া লইয়াছেন।

রামগড় প্রদেশে দস্যু তস্করের
অতিশয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রজাপুরের সংবাদদাতা লেখে
অদ্যাপি তথায় কোন বিদ্রোহিতা
উপস্থিত হয় নাই কিন্তু প্রতিক্ষণ বি
দ্রোহি সমাগম জনরব শ্রবণে উক্ত
স্থান বাসিরা মহাব্যাকুল হইয়াছে।

বাবু রামগোপাল ঘোষ মাতলা
দীর মোহানায় দুই সহস্র বিঘা
ভূমি ক্রয় করিয়াছেন, ভবিষ্যতে ঐ
ভূমিতে অনেক টাকা উৎপন্ন হই
তে পারিবে।

গত সোমবারে হিন্দু কালেজে
র পার্শ্ববর্ত্তি পথে এক জন বাঙ্গালী
শকটচক্রে হত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ প্র
কাশ পূর্ব্বক এই স্তোত্রটি আপনকার
সংবাদ প্রভাকর পত্রের এক প্রান্তে
প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

হিতৈষিণী সভায়,
৫ শ্রাবণ ১৭৭৯ শকে

নিম্ন লিখিত স্তোত্রটি পঠিত হয়।

হে পরমপিতঃ পরমেশ্বর! তুমি
আমাদিগকে সৃজন করিয়াছ, পালন
করিতেছ এবং তুমিই আমাদিগের
শেষ গতি। হে নাথ! আমরা সর্ব্বা
বস্থায় ও সর্ব্বকালে তোমার অধীন,
তুমি ইহলোকে আমারদিগের শরী
রকে কর্ম্মোপযোগী করিয়া গঠন ক
রিয়াছ, এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম দ্বারা বিভূ
ষিত করিয়া পরম সুখের অধিকারী
করিয়াছ, কিন্তু আমরা কি মূঢ় যে
তোমার প্রদত্ত সকল সুখ সম্ভোগ
করিয়া তোমাকেই ভুলিয়া রহিয়া
ছি, মন এমন অবকাশ কাল পায়
না যে বিষয় ভোগ হইতে বিরত হই
য়া ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রদাতার হস্ত
কে স্মরণ করে, কিন্তু তুমি যদি অনু
পল মাত্র কালের নিমিত্ত আমাদি
গকে বিস্মৃত হও তবে আমাদিগের
জীবন অবশান হইবার আর বিলম্ব
থাকে না। হে পূর্ণ পরিশুদ্ধ পরাৎ
পর পরমাত্মন্! আমরা বৃথা আমো
দ প্রমোদে বিষয় অর্জ্জনে, মান ব
র্দ্ধনে কালক্ষেপণ করিতেছি, অসৎ
সঙ্গে ও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে
অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। আপনা
দের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত
ও করি না ও শেষ গতির প্রতি লক্ষ্য
ও করি না। হে পতিতপাবন পরিত্রা
তা আমরা এ অচেতনাবস্থা হইতে
কত দিনে সচেতন হইব, কত দিনের
পরেই বা আমারদিগের মন অকম্পি
ত রূপে তোমার প্রতি স্থির থাকিবে
ক, প্রভো! তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পা
লনে যেন আমরা যত্নশীল হই, তাহা
হইলেই আমারদিগের সকল কামনা
সিদ্ধ হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঙ্ক্তি সং
শোধন পুরঃসর পুলিসের গোচরার্থ
আপনকার অমূল্য পত্রৈকপার্শ্বে
স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

যদিও গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রজা
পুঞ্জের কোন আক্ষেপ উক্তির এ
উপযুক্ত সময় নয় বটে, তথাচ জীব
ন সম্পর্কীয় বিষয় সমূহের আক্ষেপ
জ্ঞাত করিবার আর স্থলাভাব বিধা
য়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষতঃ পুলিসের
গোচর না করিয়া চিত্তস্থির করিতে
পারিনা।

কিয়ৎকাল গত হইল ব্যবস্থাকা
রিরা নৌকা রেজিষ্টরি বিষয়ক যে
পুলিস সংক্রান্ত ব্যবস্থা স্থাপন করি

য়াছেন তাহাতে আমরা যৎপরো নাস্তি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে রাজকর্ম্মচারি দিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং মনোমধ্যে স্থির করিয়াছিলাম যে নৌকাযানে যে প্রকার জীব হানি হইত বুঝি আর সে রূপ জীবন বিনাশের সম্ভাবনা রহিল না, কিন্তু হায় কি আক্ষেপের বিষয়! এইক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অতি গুরুতর বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে, নাবিকগণ রেজিষ্টরি করাইয়া সাক্ষীগোপালের ন্যায় এক খণ্ড কাষ্ঠ নৌকায় ঝুলাইয়া রাখে তাহাতে নাবিক ও আরোহি সংখ্যা অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই কাষ্ঠ খণ্ড নৌকায় থাকা বা পুলিসের কোন গৃহাভ্যন্তরে থাকা কিম্বা কোথাও না থাকা আরোহি পক্ষে সমস্তই তুল্য, যেহেতু তদ্দ্বারা আরোহিদিগের ক্লেশ বারণের কোন উপায় হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে, ইতি পূর্ব্বে যে নৌকায় ১০ জন তুলিত রেজিষ্টরি হইবার পর অবধি অত্যল্প লোক তুলিতে হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ প্রদান না করিলে নৌকায় আরোহি লয় না, সুতরাং যাহা দিগকে নৌকা পথে গমন করিতে হয় ব্যয় বাহুল্য জন্য কার্য্যহানি স্বীকার করা যুক্তি বিরুদ্ধ বিবেচনায় তাহাদিগকে দ্বিগুণ কোথাও বা ত্রিগুণ বেতন দানে অগত্যা নৌকারোহণ করিতেছে, এইক্ষণে ক্রমশঃ এ প্রথাই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর নাবিকগণ ন্যূন বেতন স্বীকার কদাচ করে না, কিন্তু রেজিষ্টরি প্রমাণে কাষ্ঠখণ্ডে অঙ্কিত নাবিক ও আরোহি সংখ্যা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ বিপরীত দর্শন হইতেছে, যে নৌকায় ৪ জন নাবিক ও ৬ জন আরোহি লইবার আদেশ আছে তাহাতে সংখ্যাতীত আরোহি অর্থাৎ নৌকার অগ্রভাগ অবধি পশ্চাৎ পর্য্যন্ত যত মনুষ্য কষ্ট শ্রেষ্ঠে বসিতে পারে ততই উঠায়, অথচ নাবিক সংখ্যা ন্যূন করিয়াছে অর্থাৎ ৪ জন নাবিকের স্থানে ৩ জন বা ২ জনে সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

সম্পাদক মহাশয়! এস্থলে বিশেষ বিবেচনা করুন যে আরোহি সংখ্যা বৃদ্ধি ও নাবিক সংখ্যা হ্রাস হওয়া নৌকাযানের পক্ষে কত বিপদজনক যে নৌকা ৪ জন নাবিক কর্ত্তৃক রক্ষিত ও জলপথে কষ্ট ব্যতীত গমনাগমন করিত, সে নৌকা অধিক বোঝাই লইয়া ২ জন বা ৩ জন বাহকের দ্বারা কি প্রকারে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন নৌকা প্রবল বাতাসে জাহ্নবীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গে পতিত হয়, বর্ষাকালে যখন মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া নাবিকগণের বল হ্রাস করে, এবং যখন একটানা অর্থাৎ সুরধুনী অতীব বেগবতী হইয়া অর্ণবপোত সম্মুখে দশহস্ত পরিমাণে নীর উত্থিত হইয়া সহস্রহস্ত দূরস্থিত নৌকাসমস্ত আকর্ষণ করে এবংপোতোপরি নৌকা পতিত হইয়া নিমিষ মধ্যে চূর্ণায়মান হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা হয়, তখন যে নৌকা ৫ বা ৬ জন নাবিক দ্বারা চালিত হইত তাহা কি প্রকারে ৩ জন নাবিক দ্বারা চলিতে পারে এবিধায়ে মহাশয় বিবেচনা করুন, যখন এক নৌকায় ৩ জন নাবিক রহিয়া ৩ জন আরোহি বৃদ্ধি করিলে বিপদ্ সম্ভাবনা, তখন ৩ জন নাবিক কমাইয়া ১০ জন বা ১২ জন আরোহি বৃদ্ধি করিলে কত অধিক অপকার ও বিঘ্ন হইতে পারে, অতএব আরোহিদের পক্ষে বিলক্ষণ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ মরা আর কিছুই স্থির করিতে পারি না কেবল ইহাই বলিতে পারি পোলিস প্রহরিরা তাহাদিগের কার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছে কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহারদিগের পক্ষে কেবল ঔদাস্য এই সামান্য শব্দ প্রয়োগে স্তব্ধ রহিলাম, কিন্তু প্রকাশ্য পক্ষে সেই ঔদাস্যের কার্য্যে শত শত মনুষ্যের প্রাণি হানির একান্ত সম্ভাবনা উপলব্ধি হইতেছে, অতএব সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের প্রার্থনা এই যে পোলিস কর্ম্মচারিগণ যেমত কার অসাধারণ করুণা সহকারে নৌকা রেজিষ্টরি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন সেই প্রকার কৃপা প্রকাশ করিয়া যাহাতে আরোহিদিগের এই মহাকষ্ট নিবারণ হয় তাহার উপায় করেন এ কার্য্য বহুব্যয় বা কষ্টসাধ্য হইবে না, কেবল পোলিস প্রহরিরা প্রতি নৌকার আরোহি সংখ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া লোভি নাবিক দিগকে শাসন করিলেই এ পুঞ্জের বিশেষ মঙ্গল অনায়াসেই হইতে পারে কিমধিক মিতি।

জাহ্নবীপার বাসি জনানাং।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিক প্রভাকর

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ব্যামংস্যাম মতন্দ্রনীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাতন্ত্রিরেফারসং॥

এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। বৈ[illegible] খের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টা[illegible] তদ্ব্যতীত আর স[illegible] মাসের প্রথম দি[illegible] পত্রের মূল্য ॥০ আ[illegible] অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৮৯৪ সংখ্যা] শনিবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ৮ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরগণা নস্করপুর ওগয়রহের ষোল আনার অংশের ২৪ অংশ অর্থাৎ ৵১৫ দুই আনা তিন পাই।

বিক্রয়।

বন্ধক গৃহীতা বন্ধকি খতে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহার অনুমতিক্রমে মিস্যার্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কমিস্যন সেল রুম নামক বিক্রয়ের গৃহে আগামি ২১ আগষ্ট শুক্রবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত জমীদারী বিক্রয় করিবেন।

যথা।

বিশেষতঃ জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত পরগণা নস্করপুর ওগয়রহ নামক জমীদারীর ষোল আনার কমের ২৪ অংশ অথবা ৵১৫ দুই আনা তিন পাই হিস্যা যাহা উক্ত জমিদারি হইতে বিভাগ কৃত হইয়া বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং কালেক্টর সাহেবের পুস্তকে ১৫৮০ নম্বর বিভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১৯৫০।।১১ গণ্ডা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়।

ফেন্সিলেন নামক স্থানে ৪ নম্বর ভবনে মেং জজ রজর উকীল সাহেবের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১ দফা। উচ্চ মূল্য প্রদাতাই ক্রেতা হইবেন কিন্তু নীলামের ডাকের সময়ে দুই অথবা ততোধিক ক্রয় করণেচ্ছুদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শেষ ডাক ধরিয়া তাহা পুনর্ব্বার নীলামে ধরা যাইবেক।

২ দফা। নীলামকারিরা যে টাকা আমানত গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, কোন ক্রে[illegible] তাহা অস্বীকার অথবা ডাক প[illegible] বর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৩ দফা। বিক্রয় শেষ হইলে[illegible] ক্রয় করিবে, তৎক্ষণাৎ মূল্যের [illegible] র্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়কারির হিসাবে নীলামকারিদিগের হস্তে প্রদান ক[illegible] রিতে হইবেক অপরার্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়ের পর ১৫ দিবসের মধ্যে প্র[illegible] দান করিতে হইবেক।

৪ দফা। বিক্রয়কারি বন্ধক গৃহী[illegible] তা সুতরাং ক্রয়কারী তাঁহার নিকট হইতেই কন্‌বেএন্স অর্থাৎ বিক্রয়ের কোয়ালা লেখাইয়া লইবেন এবং তাহার বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে কেবল তাহাই উল্লেখ করা থাকিবেক, অন্যান্য দলিল পত্রাদি পাইবেন না কেবল ঐ বিক্রেতার লিখিত দলিলই তাঁহার চূড়ান্ত হইবেক, এবং ঐ বিক্রেতা যে দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্রয়কারিকে তাহা গ্রহণ করিয়াই সন্তোষ হইতে হইবেক।

৫ দফা। বিক্রয়ের অবশিষ্ট টাকা

দত্ত হইলেই বিক্রয়কারি বিক্রয়ের
য়ালা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাকে
বেন কিন্তু তাহার সমস্ত ব্যয় ক্রে
াকে প্রদান করিতে হইবেক, এবং
বক্রেতার পক্ষীয় উকীল মেং জর্জ
জর সাহেবের আফিসে তাঁহাকে
দখাইয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া
বক্রেতা ক্রেতাকে তাহা প্রদান করি
বেন।

৬ দফা। ক্রয়কারী যদ্যপি এই
নিয়মাদির কোন অংশ প্রতিপাল
ন অস্বীকৃত হয়েন অথবা শৈথিল্য
করেন তবে তাহার আমানতের
টাকা ক্রেতা আত্মস্যাৎ করিবেন,
এবং প্রকাশ্য নীলাম দ্বারাই হউক
অথবা অপ্রকাশ্যরূপেই হউক যে
কোন প্রকারে হউক তিনি ঐ জমি
দারি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারি
বেন, অপিচ ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় কর
ণে যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ন্যূন হয়
কিম্বা অন্য যে কোনরূপ ব্যয় হয়
তাহা ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয়ের পরেই
প্রথম ক্রেতাকে পূরণ করিয়া দিতে
হইবেক, যদ্যপি তিনি তাহা প্রদান
না করেন তবে বিক্রেতা ক্ষতি পূরণ
হিসাবে তৎ সমুদয় ধরিয়া আদায়
করিবেন, এবং যে দিবস ঐ প্রথম
বিক্রয় হইবেক, সেই দিবস হইতে
তাহার উপর ১২ টাকার হিসাবে
সুদ ধরিবেন, এবং ইহার নিমিত্ত
বিক্রেতাকে ঐ মূল্য প্রদানাক্ষমকে
কোন দলিল পত্র লিখিয়া দিতে হই
বেক না।

৭ দফা। বিক্রয়ের টাকা প্রদানের
যে সময় নিরূপণ করা হইল তাহা
এই বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্টের অঙ্গ স্বরূপ
বিবেচনা করিতে হইবেক।

৮ দফা। দলিল পত্র ও কোয়লা
দি প্রস্তুত করণে যে কোন বিষয়ে যে
কোন প্রকার ব্যয় হইবেক তাহা ক্রয়
কারিকে প্রদান করিতে হইবেক।

৯ দফা। বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট হইলে
ক্রেতার নিকট হইতে যদ্যপি এমত
বিবেচনা করেন যে আপনার উকীল
দ্বারা কোন এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লই
বেন যে এই বিক্রয় বিষয়ে অথবা
মূল্যের বিষয়ে যদ্যপি কোন বিরোধ
উপস্থিত হয় তবে সুবে বাঙ্গালার
অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের
অধীন সুপ্রিমকোর্টের বিচার দ্বারা
তাহার নিষ্পত্তি হইবেক তবে ক্রয়
কারিকে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে
ক, ক্রেতা উক্ত বিচারালয়ের ক্ষমতার
অধীন প্রজা না হইলেও তাহাতে
কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বাঙ্গালাঃ ১২৬

সংপ্রতি সিপাহি সেনাদিগের বিদ্রোহিতা জন্য বাণিজ্য কার্য্য এক প্রকার রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে কোন প্রকার দ্রব্যই রাজধানীতে প্রেরিত হয় না। এখানকার মহাজনেরাও বিলাতীয় বা এতদ্দেশীয় কোন দ্রব্য পশ্চিম রাজ্যে পাঠাইতে পারেন না, সুতরাং সাহেবদিগের বাণিজ্যাগারে ক্রয় বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়াছে, বাণিজ্য রহিত হইলেই সকল দেশে দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্য হয়, অতএব যে সকল বণিকেরা জাহাজ পুরিয়া স্ব স্ব দেশজাত দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অগ্নিমূল্যে দ্রব্য সকল ক্রয় পূর্ব্বক জাহাজ পূর্ণ করণে বাধ্য হইয়াছেন, যে সমস্ত বণিকের ঘরে সোরা, চিনি, তিসি, চামড়া, ভেরাণ্ডার তৈল, তণ্ডুল, সর্ষপ পূর্ব্বকার কেনা ছিল, তাঁহারা এইক্ষণকার বাজারে অনেক লাভ করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য বাজারের এই অবস্থা তাহাতে আবার গবর্ণমেণ্টেরও অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, পাঁচ পরসেণ্ট সুদের লোন বন্ধ হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি মেং এডমনষ্টন সাহেব সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অর্দ্ধাংশ চারি টাকা সুদের কাগজ ও অপর অর্দ্ধাংশ নগদ টাকা নূতন লোনে জমা দিবার অভিপ্রায় করেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ টাকা সুদের নূতন খত প্রদান করণে প্রস্তুত আছেন, এই বিবেচনা রাজনীতিদর্শি লার্ড কেনিং বাহাদুরের পক্ষে অতি সুবিবেনা হইয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্ট পাঁচ পরসেণ্টের কাগজ পরিশোধ করিয়া পুনর্ব্বার অর্থাহরণ নিমিত্ত এই নূতন লোন খোলাতে চারি টাকা সুদের কাগজের ডিস্কৌণ্ট ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিবেচনা না করিলে কি প্রকারে প্রজার সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারে, মেং এডমনষ্টন সাহেবের লিখিত দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পত্রে আরো প্রকাশ হইয়াছে যে তাঁহারা নগদ টাকার সহিত ৩॥ পরসেণ্ট সুদের কাগজও গ্রহণ করিবেন, অতএব যাঁহারদিগের নগদ টাকা ও উল্লেখিত উভয় প্রকার সুদের কাগজ আছে, তাঁহারা নূতন পাঁচ টাকা সুদের কাগজ পাইবার বিলক্ষণ সদুপায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেকে ডিস্কৌণ্ট দিয়া চারি টাকা সুদের কাগজ বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধাংশ নগদ টাকা ও অর্দ্ধাংশ কাগজ নূতন লোনে জমা দিতেছেন, অতএব প্রজামাত্রেই যখন রাজার সাহায্য করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন এই নূতন লোনে তিনকোটি টাকা সংগ্রহ হইতে বড় কালবিলম্ব হইবেক না।

আমরা কুমারখালীস্থ বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"এপ্রদেশে ইলিস মৎস্য সুলভ হওয়ায় ওলাউঠা দেবী পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়াছেন, গত কল্য হইতে এ পর্য্যন্ত এই এক গ্রামেই অন্যূন ত্রিশ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে, এখানকার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত বদান্যবর ডাক্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত মহাশয় যদিচ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, অদ্য কিম্বা কল্য স্বদেশে যাত্রা করিবেন তথাচ আমারদের উপস্থিত বিপদ দেখিয়া অকাতরে নিজের ঔষধ দীন দুঃখিদিগকে দান করিয়া প্রাণ দান দিতেছেন। আমরা জীবন সত্ত্বে ঈদৃশ মহোদয়ের সদ্গুণ ও সাধু-ব্যবহার কীর্ত্তন করিতে কখন নিরস্ত হইব না, অদ্য সময় অভাব জন্য তদুপযুক্ত কিছুই লিখিতে পারিলাম না।

১৬ শ্রাবণ ১২৬৪।,,

শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল ইউরোপীয়সেনার পত্নী ওসন্তান সন্ততিকলিকাতায় আছে তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে অবৈতনিক খাদ্য দ্রব্য ও বাসার্থ গৃহ পাইবেক, এবং গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবেক। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত মেং হেলিডে, সাহেব মফস্বলস্থ ইংরাজদিগকে লিখিয়াছেন, যদি মফস্বলে স্ত্রী পরিবার সহিত বাস করিতে তাহারদিগের শঙ্কা হয় তবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল বাষ্পীয় তরী আসিতেছে তদ্দ্বারা কি নৌকাযোগে আপন আপন পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ষ্টিমার আইলে তাহার ভাড়া লাগিবেক না।

আলাহাবাদবাসি বন্ধুর পত্রে অবগতি হইল, প্রায় প্রতি দিন তথায় কিছু কিছু ইউরোপীয় সেনা উপনীত হইতেছে ও সমর সামগ্রী এবং ভোজ্য দ্রব্য ও গো মহিষ হস্ত্যশ্ব উষ্ট্র খচরাদি বিস্তর ভারবাহি পশু ও শকটশিবিকা অনেক সংগ্রহ হইয়াছে, নিকটবর্ত্তি কোন কোন জমীদারেরা ও গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিতেছেন, আলাহাবাদ দুর্গ শোধিত হইয়া অনেক তোপ গোলা বারুদ খাদ্যদ্রব্য তন্মধ্যে নীত হইতেছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে এমত সংবাদ আসিয়াছে, যে জেনেরল উইলসন সাহেব দিল্লী নগরের নিকটস্থ ব্রিটিস বাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করণান্তে এক যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, ঐ যুদ্ধে প্রায় এক সহস্র বিদ্রোহি সেনা নিহত ও প্রায় সহস্র বিদ্রোহি সেনানি হত রূপ দুই শত সেনা ধৃত হইয়াছে।

জেনেরল হেরিলক সাহেব অযোধ্যার নিকটে সম্প্রতি আর এক যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, এমত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মহারাণীর ৫ সংখ্যক ফিউসিলিয়ার দলের প্রায় সমস্ত সেনারা চুঁচুড়া হইতে তখনি বাষ্পীয় তরী যোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা দানাপুরে অবস্থিতি করিবেক, এই সেনারা দানাপুরে উপনীত হইলে দানাপুর ও পাটনা রক্ষা পক্ষে আর কোন আশঙ্কা থাকিবেক না।

কাবল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, হিরাটের পারস্য শাসনকর্ত্তা তথাকার প্রজাদিগের উপর গুরুতর অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহার অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া হীরাটের প্রায় পাঁচ শত ঘর প্রজা পলাইয়া অন্য রাজ্যে গমন করিয়াছে।

হিমালয়া নামক যে বৃহৎ ষ্টিমরে ইংলণ্ড হইতে সেনা আসিয়াছিল, ঐ বাষ্পীয়তরী পুনরায় সেনা আনিবার জন্য মারিসস উপদ্বীপে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছে।

মেজর জেনরল স্যার জেম্‌স ওটরাম সাহেবও সুপ্রিম কৌন্সেলে মান্যবর মেম্বর শ্রীযুত জিলি গ্রা

সাহেব এবং পাটনাচক্রের নূতন কমিস্যনর শ্রীযুত মেং সেমুএলস সাহেব অদ্য কি কল্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশ গমন করিবেন, পাটনার কমিস্যনর শ্রীযুত মেং টেলর সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে সসপেণ্ড হইয়াছেন।

৫ জুলাই দিবসীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় রহিল খণ্ডের বিদ্রোহিরা পঞ্জাব আক্রমণ করিবে এমত জনরব উঠিয়াছিল, কিন্তু শীক ও ইউরোপীয় সেনারা ভয়ে অগ্রসর হয় নাই, মধ্যে মধ্যে উক্ত রাজ্যবাসি হিন্দু যবন প্রজাদিগের মধ্যে সামান্য বিবাদ উপস্থিত হইতেছে, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন, পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে ৭ রেজিমেণ্ট শীক সেনা ও পেসোয়ার, রাউলপিণ্ডি, জলন্দর লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে এক এক রেজিমেণ্ট নূতন সেনা প্রস্তুত হইবেক।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

বর্দ্ধমান।

২০ শ্রাবণ ১২৬৪।

হিন্দোলন পর্ব্ব।

এই পর্ব্ব উপলক্ষে রাজনিকেতনে অপূর্ব্ব মহোৎসব হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বর্ষে মহাহর্ষে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, মহারাজের দেবালয় সকল দেবালয়ের ন্যায় মনোলোভা শোভা ধরিয়াছে, আদ্য তিথি অবধি পার্ব্বণ পর্য্যন্ত এক পক্ষ এই সুখের ব্যাপার লক্ষ্য হয়, বর্দ্ধমান কুলদেব শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের ভবনে যথাবিধি এই বিধিবোধিত ঝুলান বিধি নিষ্পন্ন হইতেছে, বহুবিধ বিপুলদক্ষ গায়কগণ ও নর্ত্তক সমূহ গীত, বাদ্য, নৃত্য কৃত্য সমাধা করিতেছে, নিশির সমাগমে সুর নিকেতন আলোক মালায় এরূপ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করে যে তাহার জটার ঘটা বর্ণনাতীত, চতুর্দ্দিক যেন নির্ম্মল কৌমুদীময় বোধ হয়, অঙ্গনের উপরিভাগে মনোহর চন্দ্রাতপ, পার্শ্বদেশ যেন মুক্তামালা মণ্ডিত, বিভূষায় ভূষিত অতিশোভিত, প্রাসাদের পুরতঃ প্রদেশ হইতে প্রতিমার প্রতি প্রতীক্ষণ করিলে ভূষণের সুচারুকান্তিদর্শকের মনে এককালে সহস্র শশি দর্শনের ভ্রান্তি জন্মায়, রাধাবল্লভ, মদনমোহন ও অন্যান্য রাজদেবালয়েও প্রতিদিন এইরূপ অপরূপ শোভা হইয়া থাকে, অপর কি এই পর্ব্ব দর্শনাভিলাষে প্রদেশস্থ পল্লীস্থ কত লোকের যে সমাগম হয় তাহা অপরিসীম, দর্শকগণ দেবাগারের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শনে অমৃতময় সরোবরে, আহ্লাদময় হ্রদে নিমগ্ন হইয়া হর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এমত স্থল নাই যে দর্শকের কোলাহল বা কুতূহল দেখা না যায়, জগদীশ্বর বর্দ্ধমানেশ্বরকে যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়াছেন, তেমনি বদান্যতা, সভ্যতা, সুজনতা গুণে তাঁহার চিত্তকে চিত্রিত করিয়াছেন, ভূপতির যেরূপ অতুলৈশ্বর্য্য, তিনিও তদ্রূপ মহামোদকর বিষয়ে আমোদী, এই সকল নিত্যকৃত্যে যে কত বিত্ত ব্যয় হইয়া থাকে তাহা কথনাতীত।

ত্রিপদী।

ঝুলানের কয় দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
বর্দ্ধমান-বাসি কি প্রবাসি।
পুলকে পূরিত মন, গিয়ে নৃপ নিকেতন,
সংগীত শ্রবণে অভিলাষী ॥
দল-মল ঝল-মল, শতদীপ সচঞ্চল,
নিশিযোগে অট্টালিকা ময়।
সেআলোর কিবা নিভা, চন্দ্রিকার দিবা বিভা,
নেন তথা সুমিশ্রিত হয় ॥
সুগায়ক যাত্রা করে, মনোহর যাত্রা করে,
সুধাবৃষ্টি শ্রোতার শ্রবণে।
গুণিকরে তান-পুরা, তাহে কত তান পুরা,
তার তার দীপ্তি পায় মনে ॥
স্থানে স্থানে নৃত্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্দ্ধমান পুরে অবিরত।
নর্ত্তক গায়কগণে, মানসে সহর্ষমনে,
সঙ সেজে রঙ করে কত ॥
বিলোকনে যত নর, প্রফুল্লিত নিরন্তর,
নৃপতির জয় সব বলে।
এরূপ পর্ব্বের শোভা, চিত্র-শোভ, চিত্ত-লোভ,
অপর কি আছে মহীতলে ॥
বর্দ্ধমান নরবর, সম্পদের রত্নাকর,
অকাতরে করিছেন দান।
মহারাজ বর্দ্ধমান, ধাম তাঁর বর্দ্ধমান,
সাধু সাধু সাধু বর্দ্ধমান ॥

আমারদিগের অধিরাজ বাহাদুর নৃপতি কোন কোন দিন সভাসদ পারিষদগণ বেষ্টিত হইয়া সমারোহ সহকারে দেবালয়ে উপস্থিত হওত দেবদর্শন, সংগীত শ্রবণ, বহু অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ বর্ম্ম মহোদয়ের ও শ্রীযুত বাবু রাসবিহারি বর্ম্ম মহোদয়ের দেবালয়ে এই পর্ব্বে আমোদের ব্যাপার ন্যূন নহে, সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয় বলিতে হইবেক, ভ্রাতৃ দ্বয় এপর্ব্বে প্রচুর প্রমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

Printed and published by Issurchunder Goopro, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নাংভোজ মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদয়ে বন্ধুদ্বং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৮৯৫ সংখ্যা] সোমবার ২৭ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ১০ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরগণা নস্করপুর ওগয়রহের ষোল আনার অংশের ২৪ অংশ অর্থাৎ ৵১৫ দুই আনা তিন পাই।

বিক্রয়।

বন্ধক গৃহীতা বন্ধকি খতে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহার অনুমতিক্রমে মিস্টুয়ার্ট মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা তাঁহারদিগের কমিস্যন সেলরুম নামক বিক্রয়ের গৃহে আগামি ২১ আগষ্ট শুক্রবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত জমীদারী বিক্রয় করিবেন।

যথা।

বিশেষতঃ জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত পরগণা নস্করপুর ওগয়রহ নামক জমীদারীর ষোল আনার কমের ২৪ অংশ অথবা ৵১৫ দুই আনা তিন পাই হিস্যা যাহা উক্ত জমিদারি হইতে বিভাগ কৃত হইয়া বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং কালেক্টর সাহেবের পুস্তকে ১৫৮০ নম্বর বিভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১৯৫৲।১১ গণ্ডা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়।

ফেন্সিলেন নামক স্থানে ৪ নম্বর ভবনে মেং জজ রজর উকীল সাহেবের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১ দফা। উচ্চ মূল্য প্রদাতাই ক্রেতা হইবেন কিন্তু নীলামের ডাকের সময়ে দুই অথবা ততোধিক ক্রয় করণেচ্ছুদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শেষ ডাক ধরিয়া তাহা পুনর্ব্বার নীলামে ধরা যাইবেক।

২ দফা। নীলামকারিরা যে টাকা আমানত গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, কোন ক্রেতা তাহা অস্বীকার অথবা ডাক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৩ দফা। বিক্রয় শেষ হইলেই ক্রয় করিবে, তৎক্ষণাৎ মূল্যের অর্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়কারির হিসাবে নীলামকারিদিগের হস্তে প্রদান করিতে হইবেক অপরার্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়ের পর ১৫ দিবসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবেক।

৪ দফা। বিক্রয়কারি বন্ধক গৃহীতা সুতরাং ক্রয়কারী তাঁহার নিকট হইতেই কন্‌বেএন্স অর্থাৎ বিক্রয়ের কোয়ালা লেখাইয়া লইবেন এবং তাহার বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে কেবল তাহাই উল্লেখ করা থাকিবেক, অন্যান্য দলিল পত্রাদি পাইবেন না কেবল ঐ বিক্রেতার লিখিত দলিলই তাঁহার চূড়ান্ত হইবেক, এবং ঐ বিক্রেতা যে দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্রয়কারিকে তাহা গ্রহণ করিয়াই সন্তোষ হইতে হইবেক।

৫ দফা। বিক্রয়ের অবশিষ্ট টাকা

প্রদত্ত হইলেই বিক্রয়কারি বিক্রয়ের কোয়ালা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাকে দিবেন কিন্তু তাহার সমস্ত ব্যয় ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবেক, এবং বিক্রেতার পক্ষীয় উকীল মেং জর্জ রজর সাহেবের আফিসে তাঁহাকে দেখাইয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে তাহা প্রদান করিবেন।

৬ দফা। ক্রয়কারী যদাপি এই নিয়মাদির কোন অংশ প্রতিপালনে অস্বীকৃত হয়েন অথবা শৈথিল্য করেন তবে তাহার আমানতের টাকা ক্রেতা আত্মসাৎ করিবেন, এবং প্রকাশ্য নীলাম দ্বারাই হউক অথবা অপ্রকাশ্যরূপেই হউক যে কোন প্রকারে হউক তিনি ঐ জমিদারি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন, অপিচ ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় করণে যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ন্যূন হয় কিম্বা অন্য যে কোনরূপ ব্যয় হয় তাহা ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয়ের পরেই প্রথম ক্রেতাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবেক, যদ্যপি তিনি তাহা প্রদান না করেন তবে বিক্রেতা ক্ষতি পূরণ হিসাবে তৎ সমুদয় ধরিয়া আদায় করিবেন, এবং যে দিবস ঐ প্রথম বিক্রয় হইবেক, সেই দিবস হইতে তাহার উপর ১২ টাকার হিসাবে সুদ ধরিবেন, এবং ইহার নিমিত্ত বিক্রেতাকে ঐ মূল্য প্রদানাক্ষমকে কোন দলিল পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক না।

৭ দফা। বিক্রয়ের টাকা প্রদানের যে সময় নিরূপণ করা হইল তাহা এই বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্টের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক।

৮ দফা। দলিল পত্র ও কোয়ালাদি প্রস্তুত করণে যে কোন বিষয়ে যে কোন প্রকার ব্যয় হইবেক তাহা ক্রয়কারিকে প্রদান করিতে হইবেক।

৯ দফা। বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রেতার নিকট হইতে যদ্যপি এমত বিবেচনা করেন যে আপনার উকীল দ্বারা কোন এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লইবেন যে এই বিক্রয় বিষয়ে অথবা মূল্যের বিষয়ে যদাপি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্টের বিচার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবেক তবে ক্রয়কারিকে তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক, ক্রেতা উক্ত বিচারালয়ের ক্ষমতা অধীন প্রজা না হইলেও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, অদ্য আমি বাঙ্গালা অক্ষরে স্বনামাঙ্কিত একটি মোহর খোদিত করিলাম, অদ্য অবধি আমি যে সকল কাগজ পত্রে নাম স্বাক্ষর করিব তাহা এই মুদ্রা দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, ইহা মুদ্রিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য নহে ইতি ১২৬৪ সাল তারিখ ২৭ শ্রাবণ।

শ্রীসুধামণী দাসী।

কলিকাতা বাগবাজার।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

২৭ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কাল প্রবাহে কখন কি ঘটিবে তাহা কিছুই স্থির করা যায় না। মনুষ্যেরা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা স্থির করে সময়গতিকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উপস্থিত হয়, উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপার তাহার বিলক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ সিপাহিরা যে এরূপ বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়া শত শত আফিসর ও নিরীহ ইউরোপীয় অবলা ও বালকগণের প্রাণ নাশ এবং দেশ উচ্ছন্ন করিবেক, এমত বিবেচনা স্বপ্নেও কাহার মনে উদয় হয় নাই, বরঞ্চ সাধারণের বিশেষ রাজপুরুষদিগের মনে মনে এমত আশঙ্কা ছিল যে প্রবল পরাক্রান্ত শীক জাতীয় লোকেরা এবং অযোধ্যারাজ্যের যবনেরা সুযোগ পাইলে রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও পারে, কিন্তু কালগতিকে তাহার বিপরীত ঘটিয়া উঠিল। যাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে পালিত ও বর্দ্ধিত ও সমর পটু হইয়াছে, যাহারা ব্রিটিস পতাকার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালন করিয়াছে, যাহারদিগকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতরাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়াছেন, যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ভূমি হইয়াছিল, কৃতজ্ঞ ভৃত্য জ্ঞানে এবং স্বদেশীয় গোরা সেনা অপেক্ষাও বিশ্বস্ত বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যাহারদিগকে সার্ব্বত্রিক রাজ ধনাগার ও প্রধান প্রধান রাজ পুরুষদিগের শরীর রক্ষক করিয়াছিলেন তাহারাই সময় পাইয়া প্রভু-ভক্ষক হইয়া বসিল, আর যে শীকজাতির প্রতি অবিশ্বাস ছিল তাহারাই গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ হইয়া বিদ্রোহিকুল নির্ম্মূল করিতেছে। শীকজাতির সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে ৫।৭ দল নূতন শীক সেনা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন এবং রণপণ্ডিত শীক সেনাপতি সরদার সের সিংহকে স্বাধীনতা ও সেনাপতিত্বপদ প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহার মান বর্দ্ধনার্থ গবরনর জেনেরল বাহাদুর স্বহস্তের তলবার অর্পণ পূর্ব্বক গত বুধবারে তাঁহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বোধ হইতেছে, শীক সেনারা তাহারদিগের পূর্ব্ব প্রিয় সেনাপতি সরদার সের সিংহকে পাইলে সংপূর্ণ সাহস ও ঔৎসুক্য প্রকাশিয়া বৈর মর্দ্দন করিবেক এবং উক্ত সেনাপতিও চির স্বাধীনতা ও অবিলুপ্ত যশোলাভাশয়ে বিদ্রোহিদিগের সহিত প্রাণপণে সমর করিবেন ও শীক সেনাদিগকে সমরোৎসাহ দিবেন, যদি তৎ কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন তবে তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন অথবা রাজ্য পুনঃ প্রদান করিবেন তাহার সংশয় নাই, গবর্ণমেণ্টের প্রত্যয়ার্থে উক্ত সরদার তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সাধারণ বিদ্রোহিতা সময়ে শীকজাতির কারণ চতুষ্টয়ে বিদ্রোহিদিগের সহযোগি হয় নাই।

প্রথমতঃ শীক সমর সময়ে তাহারা আপনারদিগের এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বলাবল বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ শীক সংগ্রাম কালে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সিপাহিরা অনেক শীক নাশ করিয়াছিল, সেই কোপ স্মরণে তাহারা সিপাহি নাশে উদ্যুক্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও তৎ পূর্ব্ব পুরুষেরা যবনদিগের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অবধি যবন এবং শীকজাতির মধ্যে চিরবৈরতা জন্মিয়াছে, উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপারে যবনদিগেরই প্রাধান্য হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের সিপাহী ব্যতীত অনেক যবনেরা রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহি সিপাহিরা ইচ্ছা পূর্ব্বক দিল্লীর রাজাকে তাহারদিগের প্রধান করিয়াছে, তাহাতেই শীকেরা তাহারদিগের সহিত যোগ দেয় নাই। চতুর্থতঃ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহারা পরম সুখে বাস করিতেছে, রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ বা উপদ্রব নাই, বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের সমধিক উন্নতি হইতেছে, শীকবালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট রাজকোষের ধন ব্যয়ে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন এবং রোগিদিগের চিকিৎসা জন্য অবৈতনিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির নানা কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন, অতএব এমত প্রজাবৎসল দয়াবান-রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহারা কেন আপনারদিগের সুখ শান্তি ভঙ্গ করিবে? আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট শীক জাতির এই কৃতজ্ঞ ব্যবহার দৃষ্টে অতঃপর তাহারদিগকেই যুদ্ধ সংক্রান্ত উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন।

গত শনিবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয় বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুত মেং হোলিডে সাহেব সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল আলী করিমকে পাটনার নূতন কমিস্যনর মেং সেমিউএলস সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর করিয়াছেন, তিনি মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন পাইবেন, এ সংবাদ সত্য বোধ হয় না।

হরকরা সম্পাদক ৬ আগষ্ট সরীয় পত্রে লিখিয়াছেন, আমাদিগের মান্যবর লেপ্টেনেণ্ট গবরনর বাহাদুর অতি ত্বরায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবেন, পশ্চিম দেশে তাঁহার হঠাৎ গমনের কারণ বুঝা যায় না।

বাষ্পীয় শকট যোগে হাজারি
াগ প্রদেশে অনেক সেনা প্রেরিত
হইয়াছে, এবং রেইলরোড কোম্পা
নদিগের প্রার্থনা মতে শ্রীযুত গব
নর জেনেরল বাহাদুর হাবড়াষ্টে
শনে কতক গুলিন মান্দ্রাজীয় সেনা
রাখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

নেপাল মহারাজের প্রদত্ত গুর
খা সেনারা গোরক্ষপুরে উপনীত
হইয়া তথাকার ১৭ সংখ্যক পদাতি
ক ও ১২ সংখ্যক অশ্বারোহি বিদ্রো
হি সেনাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লই
য়াছে।

কাশ্মীরাধিপতি যুবরাজ রণবীর
সিংহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য
প্রদানার্থে ৪ সহস্র সেনা প্রস্তুত রা
খিয়াছেন।

কাশী নগর বাসিনী শ্বেতকা ম
হিলারা কলিকাতায় আসিতেছেন!

বহরম পুরস্থ দেশীয় সেনাদিগের
নিকট হইতে যে সকল বন্দুক কাড়ি
য়া লওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বারুদ
গুলি পূর্ণছিল, পাষণ্ডেরা কিঞ্চিৎ সা
কাশ পাইলেই সর্ব্বনাশ করিত।

পাটনা নগরে আর কোন উপ
দ্রব নাই, বিদ্রোহিরা এক্ষণে কোন
খানে আছে তাহার সন্ধান পাওয়া
যায় নাই, মুজফরপুর পাটনা এবং
বহুতের অনেক লোক দানাপুরে
পলাইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান হইতে আগত পত্রে প্র
কাশ হয় বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ ভা
গীরথী তীর পর্য্যন্ত স্থানে ধান্য আ
বাদ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ
অংশে সুন্দর রূপ ধান্য জন্মেনাই
কারণ তৎপ্রদেশে সুবৃষ্টি হয় নাই।

জেনেরল হেবিলক সাহেবের সে
নারা বিটোরের নানা সাহেবের বাটী
হইতে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ ক
রিয়াছে, এবং বিদ্রোহিদিগের নিক
ট হইতে যে ২৪ টা তোপ কাড়িয়া
লইয়াছিল, তাহার রঞ্জুত ঘর বন্ধ
করিয়াদিয়াছে।

আলাহাবাদের পত্রে অবগতি
হইল তথাকার দুর্গ দৃঢ় হইতেছে,
অনেক সমর সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্য
তন্মধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে।

বারানসীস্থ ইউরোপীয় ও শীক
সেনারা রাজগঞ্জে ছাউনি করিয়া
তাহার চতুর্দ্দিগে পরিখা কাটিতেছে।

মহারাণীর ৫ সংখ্যক কিউমিসি
য়র দলের ১৮০ জন সেনা দানাপুরে
উপনীত হইয়াছে।

বিদ্রোহিরা অদ্যাপি আগ্রানগর
অধিকারে রাখিয়াছে, ইংরাজেরা
দুর্গ মধ্যে আছেন, তাঁহারদের খাদ্য
দ্রব্যের অপ্রতুল নাই বিদ্রোহিরা
বহু দিবস বেষ্টন করিয়া রাখিলেও
দুর্গাধিকার করিতে পারিবেনা, তা
হারদিগকে দূর করিবার জন্য আলা
হাবাদ হইতে আর কতক গুলিন
ইউরোপীয় সেনা প্রেরিত হইয়াছে,
তাহারা ত্বরায় আগ্রায় উপনীত হই
বেক।

মহারাণীর "সানন" নামক রণ
তরীতে কতক গুলিন ইউরোপীয়
সেনা এতন্নগরে আসিয়াছে, এই
সেনারা চীন দেশে যাইতেছিল।

শ্রুতি হইল গবর্ণমেণ্ট সেনারা
বগসরের নিকট এক যুদ্ধ জয় করিয়া
ছে, তাহাতে অনেক বিদ্রোহি নিহত
হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক ৮ আগষ্ট
দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন, আগ্রার
লেপ্টেনেণ্ট গবরনর বাহাদুর উক্ত
নগরের ৪০০০ কারাবাসিদিগকে মুক্তি
দিয়াছেন, কেননা, এই গোলোযোগ
সময়ে দুর্গ মধ্যে চারি সহস্র লোক
রাখিয়া তাহারদের আহার যোগান
সহজ কথা নহে বিশেষ আগ্রানগর
বিদ্রোহি দল দ্বারা বেষ্টিত আছে,
যদি কদাচ ঐ সকল বন্দীরা সুযো
গ ক্রমে দুর্গ মধ্যে কোন গোলযোগ
উপস্থিত করে তবে তাহারদিগকে
নিবারণ করা কঠিন হইবেক, এই
বিবেচনায় সুবিবেচক শ্রীযুত মান্য
বর কলবিল সাহেব তাহারদিগকে
অব্যাহতি দিয়া থাকিবেন, শুনা যা
ইতেছে, তাহারা মুক্তিলাভে চরিতা
র্থ হইয়া, গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে দুই
দিবস বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ
করিয়াছিল।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রভাকরযন্ত্র

সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ তিমিরকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ [illegible] প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৮৯৬ সংখ্যা] মঙ্গলবার ২৮ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ১১ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

মিউনিসিপল কমিস্যনরদিগের বিজ্ঞাপন।

সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা এই বিজ্ঞাপন দ্বারায় সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে সন ১৮৫৬ সালের ২৫ আইনের ১০ ধারানুসারিক সন১৮৫৭ সালের জন্য এশেষমেণ্ট বহি অর্থাৎ যে পুস্তকে ঐ সালের টেক্সের কর এসেসর সাহেবের দ্বারায় এক্ষণে প্রথমবার যাহা অবধারিত করা হইয়াছিল তাহা সংশোধন করণার্থে গত মাহার ১৬ তারিখে কমিস্যনরদিগের বৈটক হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে স্বাক্ষরিত করিলেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
11 Augt 1857.
No. ChowringhRd
office of the Municipl.
Comrs.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমতানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

একাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণ মহোদয়গণ বেতাল পঞ্চবিংশতি পুস্তকই শুনিয়া ও পাঠ করিয়া আসিতেছেন, বেতালের সহিত বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নাড়ম্বরে বেতাল পঞ্চবিংশতিনামক পুস্তকই এপর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু তালের সহিত বিক্রমাদিত্যের যেরূপ প্রশ্নাড়ম্বর হয় তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহই শুনেন নাই, আমি সমধিক যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া তাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি, তাল পঞ্চবিংশতি এই শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ভারতের মনে কোন রহস্য কি তামাসার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, কিন্তু তালপঞ্চবিংশতি পাঠ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রহস্যাদি ভারতের চিত্তাধিষ্ঠিত হইয়া থাকিল, আমি অবিলম্বে তালপঞ্চবিংশতি প্রকাশ করিয়া ঐ সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিব, সংপ্রতি ঐ তালপঞ্চবিংশতি গ্রহণেচ্ছু মহোদয়দিগের নিকটে তাহার মূল্য নিরূপণ করাগেল। যিনি যে বিষয়ে সুলভ বিবেচনা করেন তাঁহাকে তদ্রূপেই পুস্তক দেওয়া যাইবে, ঐ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৸৹ বারো আনা, গ্রহণেচ্ছা প্রকাশকদিগের পক্ষে এক টাকা তদ্ভিন্ন ১৷৷০ টাকা, যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দেন অথবা গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁহারা প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে মূল্য অথবা পত্র

লিখিবেন অথবা আমার নিকটে পাঠাইলেও পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, প্রেসিডেন্সি কালেজের "লা ক্লাসের" অর্থাৎ রাজ ব্যবস্থাধ্যয়ন শ্রেণীর নিম্নস্থ ছয় জন বিদ্যার্থি গত জুন মাসের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত ট্রেবর সাহেব ইউরোপীয় আইনের বিশেষতঃ রোম দেশীয় আইনের মূলসূত্রবিষয়ক ও কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী, ফৌজদারী, ও রাজস্ব আইন সম্বন্ধীয় চতুর্ব্বিংশতি প্রশ্ন প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তরে প্রতি ছাত্র নির্দ্দিষ্ট পঞ্চাশৎ সংখ্যাপেক্ষা অধিক সংখ্যা লাভ করিয়াছেন। গত শুক্রবাসরে এডুকেশন গেজেটে যে যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে সে সমস্ত কেবল ইউরোপীয় আইনের মূলসূত্রবিষয়ক সংখ্যা উক্ত গেজেটে কোম্পানির আইনবিষয়ক সংখ্যা প্রকটিত হয় নাই। আমরা নিম্নে উভয় আইন সংক্রান্ত সংখ্যা ও তৎসমষ্টি প্রচার করিতেছি। যথা

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ	রোমদেশীয় আইন	কোম্পানির আইন	সমষ্টি
শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী	৪২	৪১	৮৩
,, ,, মহেন্দ্রনাথ বসু	৩৮	৪০	৭৮
,, ,, শ্যামলাল মিত্র	৩০	৩৮	৬৮
,, ,, রসানাথ বসু	২৭	৩৮	৬৫
,, ,, রাসব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী	৩২	৩০	৬২
,, ,, গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়	৬২	৩০	৫৬

সমুদয় প্রশ্ন সংপূর্ণরূপে উত্তর করিবার সংখ্যা ১০০ এক শত নিরূপিত হইয়াছে ও পরীক্ষোত্তীর্ণ সংখ্যা ৫০ পঞ্চাশৎ নিরূপিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত ১, ২, ৩, সংখ্যক ছাত্রগণ সম্পূর্ণ সংখ্যা একশতের তিন ভাগের দুই ভাগের অধিক সংখ্যা লাভ করিয়াছেন ও অপর তিন জন ছাত্র সংপূর্ণ সংখ্যার অর্দ্ধের অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত গর্ডন ইয়ং সাহেব সাধারণ শিক্ষা কার্য্যের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজের মধ্যে আইন শিক্ষা শ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন, ঐ ক্লাশ এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে কি পর্য্যন্ত উপকারক হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না, উক্ত শ্রেণীতে অধীতবিদ্য ছাত্রগণ সুযোগ্য হইতেছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইলে তত্তৎকার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, মেং ইয়ং সাহেবের প্রসাদেই অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এই সদুপকার লাভ করিতেছেন, অতএব আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি তিনি প্রাগুক্ত সাধারণ হিতাকাঙ্ক্ষি বিদ্যোৎসাহি সাহেবের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি করুন।

শোভা বাজারবাসি ধনরাশি শ্রীযুত রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর গত ২৩ শ্রাবণ রাত্রে তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন, বিবাহ পূর্ব্বে নগরীয় ভদ্র ব্যক্তিব্যূহকে পিত্তল কলস থাল শাটী রৌপ্য বলয় দধি মৎস্য সন্দেশাদি বিবিধ সামাজিক দান দিয়াছেন, বিবাহোপলক্ষে বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছিলেন, এবং অনেক ঘটক কুলীনের সমাগম হইয়াছিল, রাজা বাহাদুর যথা যোগ্য দানে সকলেরি মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, এই বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, কোন অংশে অসৌষ্ঠব হয় নাই।

শুনা গেল গত প্রতিপদের বানবেগে কলিকাতার নিম্নে আরোহি বোঝাই দুই খান পারাপারের ডিঙ্গী মগ্ন হইয়া কয়েক জন লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে, জেনেরল নীল সাহেব কাণপুর হইতে গবর্ণমেণ্টে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হয়, জেনেরল হেবিলক সাহেবের সহিত ৯০০ মাত্র ইউরোপীয় সেনা ছিল, এবং খাদ্য দ্রব্যেরও অনাটন পড়িয়াছিল, তাহাতেই তিনি গঙ্গাতীর হইতে কাণপুরাভিমুখে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, কিন্তু পথি মধ্যে সেনা সাহায্য ও খাদ্য দ্রব্যাদি পাইবায় পুনরায় অযোধ্যা যাত্রা করিয়াছেন।

লার্ড এনজিন সাহেব গত শনিবারে মহারাণীর এক খান রণ তরী আরোহণে ১৭০০ গোরা সেনা সঙ্গে অত্র নগরে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধনার্থ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রাচীর হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল, অকস্মাৎ কামানের ভীষণধ্বনি আকর্ণনে নগর বাসি অনেক লোক মহা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ঐ রণ তরীতে ৩৪ সের গোলা ধারি ৩৬ তোপ এবং ১৬ সের গোলা ধারি ২০ তোপ সমুদায়ে ৫৬ তোপ আছে।

কলিকাতার বলণ্টিয়ার গার্ড দলের সেনাপতি কর্ণেল ষ্ট্রটি সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইবায় মেজর টরণ বুল সাহেব তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বহরমপুর হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, তথাকার পদাতিক ও অশ্বারোহি সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করণ পরে সেনাপতি সাহেবেরা ইংরাজ সেনাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহারদিগের গৃহ সকল অনুসন্ধান করেন, তাহাতে অনেক অস্ত্র ও সমর সামগ্রী বাহির হইয়াছে, দুরাত্মারা বিদ্রোহাচরণের সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, মহারাণীর ৯০ সংখ্যক দলের সেনারা আর এক দিন বিলম্বে বহরমপুরে উপনীত হইলে সিপাহিরা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করিত।

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম গয়া নগরের রাজ ভাণ্ডার বিদ্রোহি সেনা দ্বারা বিলুণ্ঠিত হয় নাই।

মেদনীপুরবাসি কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, যদিও উক্ত স্থানে আশু কোন উপদ্রব উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা নাই তথাচ মেদনীপুরের দেশীয় সেনারা নিরস্ত্র না হইবায় তথাকার ইংরাজ বাঙ্গালিরা সশঙ্কচিত্ত কালাতিপাত করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিগে সেনা প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু মেদিনীপুর রক্ষার্থ কিছু মাত্র মনোযোগ করেন না, তথায় অনেক ইংরাজ বিবি আছেন, ও কালেক্টরী ধনাগারে অনেক টাকা থাকিতেও পারে বর্ত্তমান সময়ে সিপাহিদিগকে কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না, অতএব গবরনর জেনেরল বাহাদুর অনতিবিলম্বে মেদিনীপুরে কিছু ইউরোপীয় সেনা প্রেরণ করুন।

ইংলিশ ম্যান পত্রে ফরিদপুর জেলার কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, সদর নিজামত আদালতের জজ সাহেবেরা দুদুমিয়া নামক বিখ্যাত দস্যুকে বিমুক্তি দিবায় ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা বাসি লোকেরা অতিশয় ভয় পাইয়াছে, এই দুরাত্মা এক সময়ে বহু সংখ্যক দস্যুদিগের দল পতি হইয়া সধন নিধন সাধারণ লোকের ধন প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, যে সকল লোক তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারে সমর্পণ করিয়াছিল, এবার অগ্রেই তাহারদের উপর প্রতি হিংসা সাধন করিবে, অনেক দুষ্ট দুরাত্মা বদমাইস লোক দুদু মিয়ার বশীভূত আছে, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর বাহাদুর উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশের পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবকে আসাম ও কোকার প্রদেশে ৫ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

খেলাত রাজ্যাধিকারী বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে বিদ্রোহিদিগের লিখিত কয়েক খান পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, বিদ্রোহিরা খেলাতের খাঁকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

কাণপুর হইতে পত্র আসিয়াছে, জেনেরল হেবিলক সাহেব অযোধ্যার নিকটে বিদ্রোহিদিগকে আর এক যুদ্ধে পরাভব করিয়া দিয়াছেন, ঐ সমরে বিপক্ষ পক্ষীয় অনেক লোক নিহত হইয়াছে।

মান্দ্রাজীয় সিপাহিরা বাঙ্গালা দেশের বিদ্রোহি সিপাহিদিগের সহিত সমর করণার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে, শুনা যাইতেছে, তাহারা এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের যদি অর্থের অপ্রতুল থাকে তবে তাহারা বিনা বেতনেই যুদ্ধে যাইবে, রাঙ্গুণ রাজ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সিপাহিরা মান্দ্রাজীয় সিপাহিদিগের অপমান করিয়াছিল, সেই প্রতি হিংসা সাধনার্থ মান্দ্রাজীয় সেনারা এত উৎসাহি হইয়াছে।

ঢাকা জেলার কালেক্টর সাহেব তথাকার পোষ্ট আফিসের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজমহলের পত্রে অবগতি হইল সম্প্রতি উক্ত স্থানে এক জন সান্তালের ফাঁসী হইয়াছে, সান্তালীয় বিদ্রোহিতা সময়ে ঐ ব্যক্তি আর দুই জনের সহযোগে দুইটী বিবির প্রাণ নাশ করিয়াছিল ইতিপূর্ব্বে তৎসঙ্গিদিগের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

লাহোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অযোধ্যার কোন সংবাদ তথায় যায় না, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের মধ্য বর্ত্তি ডাক বন্দ হইয়াগিয়াছে।

লক্ষ্মৌ নিবাসি অত্র নগরস্থ কোন মহাজনের গোমস্তা অযোধ্যা হইতে পত্র লিখিয়াছেন, তথাকার ইংরাজ ও ইউরোপীয় সেনারা অদ্যাপি নগর অধিকারে রাখিয়াছেন, বিদ্রোহি বল প্রবল হয় নাই।

কোম্পানির কাগজের উপর সৎকরা ৮৫ টাকা এবং বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোটের উপর ৫০ টাকা ডিস কৌণ্ট হইয়াছে; জেনেরল হেবিলক সাহেব অদ্যাপি কাণপুরে উপনীত হইতে পারেন নাই।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি মহাশয়ের জগন্মান্য পত্রৈক পার্শ্বে সংশোধন পূর্ব্বক প্রকটন করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

পদ্য।

একদা ভ্রমিছি আমি, যশর প্রান্তরে।
মন সুখে সুখী হোয়ে, আপন অন্তরে॥
দেখিতেছি নানা পুষ্প, বিস্তারিয়া শোভা।
করিয়াছে ভাতি এক, অতি মনোলোভা॥
চম্পক, মালতী, জাতি, যূথি অগণন।
নিজবাসে সুবাসিত, করে তরুগণ॥
তাহে বসন্তের বায়ু, অতি সুশীতল।
শীতল করিছে সব, নিকটস্থ স্থল॥
মধু লোভে মধুকর, গুণ গুণতানে।
খরতর শর যেন, পথিকেরে হানে॥
বসন্তের সেনাগণ নানা বৃক্ষপরে।
করিতেছে নানাগান, কুহু কুহু স্বরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই, উদ্যান ভিতর।
কিছু দূরে আছে দেখি, এক সরোবর॥
চারি দিগে শোভে পুষ্প কমলে কমল।
তাহে ভ্রমে নিরন্তর, মধুব্রত খল॥
এক ফুলে পরে বসি, সেই ধূর্ত্তবর।
পানকরে যতো পারে, পূরিতে উদর॥
তাহে যদি মন আশা, না হয় পূরণ।
তখনি তেজিয়ে করে, অপরে প্রয়াণ॥
এইরূপে পূর্ণ করি, আপনার আশা।
তখনি প্রস্থান করি, যায় নিজ বাসা॥
কিছু দূরে দেখি নানা, চারু তরুগণ।
পল্লবে ভূষিত যেন, আনন্দিত মন॥
ইঙ্গিত করিয়া যেন, কহিতেছে বাণী।
বিশ্রাম করুন আসি, পথিক আপনি॥
তাহে নানা পক্ষিগণ, করি কত আশা।
বাঁধি আছে ডালে ডালে, নিজ নিজ বাসা॥
ধীরে ধীরে, যাই যথা, আছে বৃক্ষগণ।
বিশ্রাম করিতে কিছু, হইল মনন॥
বসিলাম তরুতলে, পাতিয়া বসন।
বাসনা না হয় আর, করিতে ভ্রমণ॥
দেখিতেছি স্বভাবের, শোভা নানামত।
ফুল তরু, আদি ক'র, পক্ষি কত শত॥
অকস্মাৎ উল্লাসিত, হয় মম মন।
কিসেতে কি হেতু হেন, না জানি কারণ॥
চির দুখে দুখি যদি, থাকে কোন জন।
কখন উল্লাস যদি, নহে তার মন॥
এস্থানে যদ্যপি কভু, করে আগমন।
অবশ্য ভুলিবে তার, দুখের কারণ॥
দুখ যত দূর হোয়ে, সুখের উদয়।
সহজে হইবে তার, প্রফুল্ল হৃদয়॥
যেমন প্রদীপে আলো, নাশে অন্ধকার।
তেমতি এ স্থানে নাশে, মনের বিকার॥
দেখিতেছি নানা শোভা, এমত সময়।
নূতন আশ্চর্য্য এক, স্বভাবতঃ হয়॥

ত্রিপদী।

দিনমণি তেজস্কর, লইয়া আপন কর,
চলিযায় যথা নিজ স্থান।
মেদিনী তাপিতা রয়, পলকে শীতল হয়,
আনন্দিত হোল সর্ব্বজন॥
আপন সময় পেয়ে, নানা বিহঙ্গম যেয়ে,
লইলেক নিজ নিজ বাসা।
হইয়া আনন্দ মন, প্রিয়াসহ আলাপন,
করে যাহা আছে মনে আশা॥
সব গাছে কলরব, জনপদে জনরব,
হইতেছে সন্ধ্যের সময়।
কেহ বা হইছে সুখী, কেহবা মনেতে দুখী,
যেমন যাহার মনে হয়॥
নলিনী নলিনী অতি, হারাইয়া নিজপতি,
নিমীলন করিলেক আঁখি।
ছাড়িয়া ভোগের আশ, বাসায় করিল বাস
দিনচর সমুদয় পাখি॥
দিবাভাগে কুমুদিনী, হোয়েছিল বিরহিণী,
মনে মনে প্রিয় প্রেম আশ।
বলিতে বলিতে চাঁদ, ধরি মনোহর ছাঁদ,
আকাশেতে হইল প্রকাশ॥
কুমুদ আমোদ পেয়ে, শশির বদন চেয়ে,
খোলে নিজ মুখের বসন।
ক্রমেতে নীরব নরে, আশ্রমে বিশ্রাম করে,
সুখে চরে নিশাচর গণ॥
সে ভাব দেখিয়া ভাই, সুখে আমি নিদ্রা যাই
তরুতলে করিয়া শয়ন।
হইল অতীত কাল, কাটিল নিদ্রার জাল,
করিলাম শ্রীহরি স্মরণ॥

শ্রীঅ, বি, চট্টোপাধ্যায়।
মোং বলরামপুর।

Printed and published by Issurchunder Gupto, at the Prabhakur Press.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক সংখ্যা

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীন্দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা, আগ্রম ৬ টাকামাত্র।

৫৮৯৮ সংখ্যা] গুরুবার ৩০ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ১৩ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ ভাদ্রের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

৩০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা শ্রবণে দুঃখিত হইলাম, কৃষ্ণনগর জিলার অন্তঃপাতি বীরনগর গ্রামে বর্ত্তমান বর্ষে পুনরায় মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা লেখেন "জ্বর বিকার রোগাক্রমে উক্ত গ্রামের অনেক লোক পঞ্চত্ব পাইতেছে, আয়ুঃ সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে অকালে কালকবলিত হইতেছে" গত বর্ষে উক্ত গ্রামে যে মহামারী উপস্থিত হয় তাহাতেই অধিকাংশ লোক গতাসু হইয়াছে, যাহারা কাল ভুক্তাবশিষ্ট ছিল তাহারাও বুঝি উপস্থিত উপদ্রবে বিনাশ পায়, বোধ হয় বীরনগরের উপর দৈব কোপ পড়িয়াছে, অতএব আমরা উক্ত গ্রামবাসিদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যদি জীবিতাশা রাখেন তবে অবিলম্বে গ্রাম পরিহার পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করুন, জল বায়ু ও মৃত্তিকা দোষেই মারীভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, যে স্থানে মড়ক উপস্থিত হয় সে স্থান ত্যাগ করিলেই জীবন রক্ষা হইতে পারে, ইহাই চির প্রসিদ্ধ আছে, অতএব বীরনগরবাসিদিগের পক্ষে এইক্ষণে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করাই মহৌষধ।

গত মারীভয় সময়ে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত মেং হালিডে সাহেব উলাবাসিদিগের জীবন রক্ষার্থে রাজকোষের ধন ব্যয়ে ভিষক ও ভৈষজ্য প্রেরণ করেন, এবং কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথাকার সিবিল সারজন সাহেবের সঙ্গে বীরনগরে আসিয়া মহামারী নিবারণার্থে অনেক যত্ন ও ব্যয় করিয়াছিলেন, এ বর্ষে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহিতা নিবারণ নিমিত্ত মহাব্যস্ত আছেন, অতএব উক্ত গ্রামবাসি ধনি মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় ধন ব্যয়ে কলিকাতা হইতে ঔষধ ও চিকিৎসক আনাইয়া আপনারদের ও গ্রামবাসি দুঃখি প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করুন।

সংবাদদাতা আরো লিখিয়াছেন "ঔষধ ও চিকিৎসার অভাবে তত্রত্য দুঃখিলোকেরা অবসন্ন হইতেছে" বীরনগর অতি বৃহৎ, গণ্ডগ্রাম, তথায় বহুসংখ্যক ধনিলোকের বাস আছে, তাঁহারদের প্রচুর সম্পত্তি সত্ত্বে স্বগ্রামবাসি নিঃস্বলোকেরা ঔষধ ও চিকিৎসাভাবে নষ্ট হয় ইহা

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। জগদীশ্বর পৃথিবীর সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান করেন নাই, একজনের হস্তে বিপুলার্থ দিয়া তদ্দ্বারা সমূহ ব্যক্তিকে জীবিকা প্রদান করিতেছেন, অতএব যে জন বিপুল বিভব সত্ত্বে বিত্ত ব্যয়ে বিপন্ন জনের বিপদ নিবারণে বিমুখ হয়েন তাঁহার সে বৃথা বিভবে ফল কি? আমরা অনুমান করি উলাবাসি ধনরাশি মহাশয়েরা দুঃখিদিগের ক্লেশাপহার পক্ষে ব্যয়শীল হস্ত এরূপ সঙ্কোচ না করিয়া থাকিবেন।

শত আয়াসেতে লব্ধ অথচ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় যে ধন তদ্দ্বারা দীন জনের দুঃখাপহার হইলেই সে ধনের সদ্গতি হয়। কত শত পুণ্যাত্মা মহোদয়েরা স্বীয় প্রাণ দানে পরোপকার করিয়াছেন, তাহাতে যদি অনিত্য বিত্ত ব্যয়ে নিত্য যশ ও ধর্ম্ম লাভ হয় তবে কিনা লব্ধ হইল?

কয়েক দিন পূর্ব্বে ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল মেদিনীপুরস্থ শিখাবতী দলের সিপাহিরা বিদ্রোহি হইয়াছে, ঐ দলের সেনাপতি কাপ্তেন রবর্ট ফষ্টর সাহেব এই সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া ১১ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিয়াছেন উক্ত দলের সেনারা এপর্য্যন্ত কিছু মাত্র অবাধ্যতা বা বিদ্রোহিতার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই।

উক্ত দলের সেনারা যদিও বিদ্রোহি হয় নাই তথাচ উপস্থিত সময়ে আর কোন দেশীয় সেনার প্রতি বিশ্বাস করা যায় না। আলাহাবাদস্থ ৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনারাও প্রথমে এইরূপ প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল এবং উক্ত দলের সেনারা বিদ্রোহি হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি অগ্রসূচি তাহারদের বিদ্রোহি হওনের সংবাদ প্রকাশ্য সমাচার পত্রে প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে উক্ত দলের সেনাপতি কর্ণেল সিমসন সাহেব মহারাগান্ধ হইয়া পত্র দ্বারা সেনাদিগের দোষ খণ্ডন করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ সেনারাই সমস্ত আফিসরদিগের প্রাণনাশ করে, মেদিনীপুরের সেনাদল তদ্রূপ না হইলেই মঙ্গলের বিষয়।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কলিকাতা অবধি আকাব পর্য্যন্ত এক বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণী স্থাপনের আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর ঐ তার প্রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবেক।

কলিকাতা বলন্টিয়র গার্ড সেনা দলের সঙ্গে ৪ তোপের এক ব্যাটেরী থাকিবেক।

হরকরা সম্পাদক গত মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লেখেন ছোট নাগপুর রাজ্যে বিদ্রোহিতা ঘটনের পূর্ব্ব লক্ষণ উঠিয়াছে।

হায়দ্রাবাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন এইক্ষণে তথায় আর কোন গোলযোগ নাই, রেসিডেন্সি আফিস বিলক্ষণ সুদৃঢ় হইয়াছে, এক জন বিদ্রোহি সরদার ধৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রধান বিদ্রোহি মৌলবী অদ্যাপি ধৃত হয় নাই, রেসিডেন্ট সাহেব তাহাকে ধৃত করণার্থ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবাসরীয় হরকরা পত্রে অবগতি হইল, পূর্ণিয়া জিলার অনেক লোক মিথ্যা শঙ্কাক্রমে স্থানান্তরে পলাইয়া যাইতেছে, তথাকার জজ মেং কনলিফ সাহেব অগ্রে প্রস্থান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে বরিশাল জিলার অনেক স্থানে আশু ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, কোন উপদ্রব উপস্থিত হওনের আশঙ্কা নাই।

জলপাইগুড়ির ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের কয়েকজন সেনার বিদ্রোহি হওনের সংবাদ প্রচার হইবায় ঢাকা নগরে নানা অমূলক জনরব উঠিতেছে, তাহাতে উক্ত স্থানবাসি বাঙ্গালি ইংরাজেরা সশঙ্ক হইয়াছে, ইউরোপীয় নাবিকেরা গণবোট সাজাইয়া রাখিয়াছে।

গুমটী নামক বাষ্পীয় তরীতে বিস্তর বন্দুক তলবার আসিয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহি সিপাহিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল অস্ত্র গৃহীত হইয়াছিল।

পেরেল নামক বাষ্পীয় তরীতে মহারাণীর ৭০০ সেনা গত সোমবারে এতন্নগরে উপনীত হইয়াছে।

সানন নামক বাষ্পীয় তরীর কাপ্তেন ৩০০ নাবিক সহিত আলাহাবাদ যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

উক্ত ষ্টিমরে যে সকল সেনা আসিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বাষ্পীয় শকট যোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাশীজী ষ্টিমর ৪০ সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

জেনরল নীল সাহেব আলাহাবাদ হইতে লিখিয়াছেন, জেনরল হেবিলক সাহেব নবাবগঞ্জের নিকট উপনীত হইয়াছেন, তথায় অনেক বিদ্রোহি সেনা আছে তাহারদিগের সহিত দুই এক দিনের মধ্যে যুদ্ধ করিবেন।

অনেক গুপ্তচর দ্বারা কানপুরে সংবাদ আসিয়াছে, নানা সাহেবের ভ্রাতা সেনাদিগের অধ্যক্ষতা করিতেছে, নানা পীড়িত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এখনও ৪।৫ সহস্র সেনা আছে।

আমরা ইংরাজী সমাচার পত্র প্রমাণে লিখিয়াছিলাম, সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল আমীর আলী মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে পাটনার ডেপুটী কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণে অবগতি হইল তাঁহার বেতন ৭।৮০০ শত টাকার অধিক হয় নাই।

রিবরে ও রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের অধীন কোন কোন থানায় কিছু অতিরিক্ত চাপরাসি নিযুক্ত করণের আজ্ঞা পাইয়াছেন।

মেং বি, ক্লার্ক সাহেব কলিকাতার মিউনিসিপেল কার্য্যের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র হইলেন, মাসিক ৩০০ টাকা বেতন পাইবেন।

সুপ্রিমকৌন্সেলের মেম্বর মান্যবর শ্রীযুক্ত মেং জি, পি, গ্রাণ্ট সাহেব মেজর জেনরল স্যার জেম্‌স ঔটরাম সাহেব, কর্ণেল নেপিয়র সাহেব, জে সেকিউএল্‌স সাহেব প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এক বাষ্পীয় তরীযোয়গ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সেনা প্রেরণার্থ ইণ্ডিয়া গ্যাঞ্জেস জেনরল ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানিদিগের ৩ খান ষ্টিমর গবর্ণমেণ্ট ভাড়া লইয়াছেন।

কৌএল নামক বাষ্পীয় নৌকায় কতকগুলিন ইউরোপীয় সেনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

হিমালয়া ষ্টিমর সেনা আনয়নার্থ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছে।

এইক্ষণে টাকশালে প্রতি দিন যত মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহা প্রত্যহ জেনেরল ট্রেজুরীতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সম্প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন বিদ্রোহি বা পলায়িত সিপাহি বা বিদ্রোহি ঘটিত অপরাধিরা যে স্থলে ধৃত হইবে তথাকার বিচারক তাহার বিচার ও দণ্ড বিধান করিবেন, অন্যত্র পাঠাইবেন না।

---

১১ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয় বিদ্রোহি সিপাহিরা হাজারিবাগে আসিয়া বল পূর্ব্বক তথাকার প্রায় এক সহস্র কারাবাসিদিগকে মুক্ত দিয়াছে।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতি সাহেবেরা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত জিলার আদালত ফৌজদারী কালেক্টরী সম্পর্কীয় অকর্ম্মণ্য পুরাতন কাগজ সকল দাহ করিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ সকল অনাবশ্যকীয় কাগজ সেরেস্তার চলিত কাগজপত্রের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতা হয়।

বোম্বাই ষ্টিমরে অনেক ইংরাজ বাঙ্গালী উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে এতন্নগরে আসিয়াছেন।

আলাহাবাদ নগরে প্রায় প্রত্যহ দুই চারি জন বিদ্রোহির প্রাণ দণ্ড হইতেছে, সেনাপতিরা সিজট্রেইণ প্রস্তুত ও দুর্গ দৃঢ় করিতেছেন।

চিথোর রাজ্যের রাজাবাহাদুর গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন এমত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কোয়ালা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাকে দিবেন কিন্তু তাহার সমস্ত ব্যয় ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবেক, এবং বিক্রেতার পক্ষীয় উকীল মেং জর্জ রজর সাহেবের আফিসে তাঁহাকে দেখাইয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে তাহা প্রদান করিবেন।

৬ দফা। ক্রয়কারী যদ্যপি এই নিয়মাদির কোন অংশ প্রতিপালনে অস্বীকৃত হয়েন অথবা শৈথিল্য করেন তবে তাঁহার আমানতের টাকা ক্রেতা আত্মসাৎ করিবেন, এবং প্রকাশ্য নীলাম দ্বারাই হউক অথবা অপ্রকাশ্যরূপেই হউক যে কোন প্রকারে হউক তিনি ঐ জমিদারি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন, অপিচ ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় করণে যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ন্যূন হয় কিম্বা অন্য যে কোনরূপ ব্যয় হয় তাহা ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয়ের পরেই প্রথম ক্রেতাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবেক, যদ্যপি তিনি তাহা প্রদান না করেন তবে বিক্রেতা ক্ষতি পূরণ হিসাবে তৎ সমুদয় ধরিয়া আদায় করিবেন, এবং যে দিবস ঐ প্রথম বিক্রয় হইবেক, সেই দিবস হইতে তাহার উপর ১২ টাকার হিসাবে সুদ ধরিবেন, এবং ইহার নিমিত্ত বিক্রেতাকে ঐ মূল্য প্রদানাক্ষমকে কোন দলিল পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক না।

৭ দফা। বিক্রয়ের টাকা প্রদানের যে সময় নিরূপণ করা হইল তাহা এই বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্টের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক।

৮ দফা। দলিল পত্র ও কোয়ালাদি প্রস্তুত করণে যে কোন বিষয়ে যে কোন প্রকার ব্যয় হইবেক তাহা ক্রয়কারিকে প্রদান করিতে হইবেক।

৯ দফা। বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রেতার নিকট হইতে যদ্যপি এমত বিবেচনা করেন যে আপনার উকীল দ্বারা কোন এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লইবেন যে এই বিক্রয় বিষয়ে অথবা মূল্যের বিষয়ে যদ্যপি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্টের বিচার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবেক তবে ক্রয়কারিকে তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক, ক্রেতা উক্ত বিচারালয়ের ক্ষমতা অধীন প্রজা না হইলেও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৯ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কৃষ্ণনগর জেলার বিখ্যাত নীলকর শ্রীযুত মেং জেমস ফরলং সাহেব বিদ্রোহিতাদমনবিষয়ক নূতন আইনের বিধানক্রমে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরের এই কার্য্যটী অতি সদ্বিবেচনামূলক হইয়াছে বলিতে হইবেক, পদচ্যুত বিদ্রোহি সিপাহিরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রদেশব্যাপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে, মফঃসলীয় সম্ভ্রান্ত নীলকর ও জমীদারদিগের হস্তে কিছু কালের জন্য আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহারদিগের দ্বারা দুরাত্মারা ধৃত হইতে পারিবে এবং সিপাহি ঘটিত বিদ্রোহিতা সুযোগ পাইয়া যে সকল দস্যু দুরাত্মা বদমাইশ লোকেরা মস্তকোত্তোলন করিতেছে, তাহারাও বিলক্ষণ শাসিত হইবে, অতএব আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরকে অনুরোধ করি, নীলকর সাহেবেরদের প্রতি যেরূপ আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতার্পণ করিয়াছেন, প্রদেশবাসি মান্য ভূম্যধিকারিদিগের প্রতিও তদ্রূপ ক্ষমতার্পণ করুন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ও প্রজাদিগের ইষ্ট ব্যতীত কখন অনিষ্ট ফলোদয় হইবেনা, আমরা সাহস

পূর্ব্বক বলিতে পারি নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা সুপ্রিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট চিন্তা করেনা, উপস্থিত বিদ্রোহিতা কাণ্ডে রাজ পুরুষদিগের তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, ইংরাজ রাজ্যে বাঙ্গালিরা যেরূপে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, কোন রাজার অধীনে তাহারদিগের এমত সুখ ভোগ হয় নাই ও হইবেনা, বাঙ্গালিরা অদ্যাপি এমত আত্মহিতাহিত বিবেচনাবিমূঢ় হয় নাই, যে এরূপ সুখের অবস্থা চ্যুতির ইচ্ছা করিবে।

আমরা শ্রবণে আনন্দিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট সেনারা আরা হইতে বিদ্রোহিদিগকে দূর করিয়া দিয়াছে, গয়াবাসি কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র ছিল, ৩।৫ শত ইউরোপীয় সেনা দ্বারা তাহারা তাড়িত নির্জ্জিত ও তাহারদের অধিকাংশ হতাহত হইয়াছে, উক্ত নগর যৎকালে বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তৎকালে তথায় পঞ্চ দশ জন ইউরোপীয় লোক এবং ৫০ জন মাত্র শীক ছিলেন, তাঁহারা অতি অদ্ভুত শূরত্ব প্রকাশিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিশেষ এই যে বিদ্রোহিরা নগর আক্রমণ করিবামাত্র এই অল্প সংখ্যক বীর পুরুষেরা এক ইষ্টকালয় আশ্রয় করেন, বিদ্রোহিরা নগরাধিকারান্তে ঐ বাটী বেষ্টন করে, ইংরাজ ও শীকেরা বাটী প্রবেশ কালে ব্যস্ততাবশতঃ আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় জল পর্য্যন্ত লইবার সাবকাশ পান নাই, বিপক্ষেরা ক্রমে বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলে বেষ্টিত ব্যক্তিরা আহার পানীয় অভাবে জীবিতাশায় হতাশ হইয়া অনশনে প্রাণত্যাগাপেক্ষা সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ো বিবেচনায় অস্ত্রধারণপূর্ব্বক এককালে গৃহ হইতে বহির্গত হয়, এবং অসীম সাহসে শত শত বিপক্ষশ্রেণীভেদপূর্ব্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং পুনরায় তদ্রূপ শূরত্ব প্রকাশিয়া আশ্রয় গৃহে প্রবেশ করেন, বিপক্ষেরা ৮ দিন ব্যাপিয়া ঐ বাটী বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাতে বেষ্টিত-ব্যক্তিদের জলকষ্ট উপস্থিত হইবায় তাঁহারা ঐ গৃহ মধ্যেই এক কূপ কাটিয়া জল উত্তোলন করেন, বিপক্ষেরা বাহুবলে ঐ বাটী গ্রহণ করিতে না পারিয়া অবশেষে বাটীর নিম্নে বারুদ পুঁতিয়া একেবারে সমভূম করণের চেষ্টা করে, কিন্তু শীক ও ইংরাজদিগের সতর্কতায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

এইরূপে প্রাগুক্ত ইংরাজ ও শীক কয়েকজন ৮।৯ দিন কাল সহস্র সহস্র বিপক্ষকর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিয়াও জীবন রক্ষা করিয়াছেন ইহা সামান্য শূরত্ব ও সাহসের কার্য্য নহে এপ্রকার বীরত্বের তুলনাস্থল অতি বিরল।

শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের বাডিগার্ড দলের ২ জন সুবাদারের অনুরোধে উক্ত সেনারা সহজে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুর উক্ত সুবাদার দ্বয়কে বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন।

গত শনিবারে কলিকাতা হইতে কতক গুলিন গোরা সেনা ও কতিপয় আফিসর বাষ্পীয় শকট যোগে চুঁচুড়া বারিকে প্রেরিত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং।

মহাকবি জান মিল্টন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত।

১৬০৮ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে জান মিল্টন সাহেব মহানগর লণ্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতামহ পোপীয়ধর্ম্মা ছিলেন। কিন্তু মিল্টনের পিতা তাঁহার জনকের মত অবলম্বন না করাপ্রযুক্ত তাঁহাকে তাঁহার পিতা ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালে কিছু মাত্র অর্থ প্রদান করেন নাই, তন্নিমিত্ত তিনি দালালের কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। কিছুকাল পরে মিল্টন সাহেবের জনক কেস্টন নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কামিনীকে পরিণয় করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে তিন সন্তান হয়, তন্মধ্যে মিল্টন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন, প্রথমত মিল্টন সাহেব টামাসইয়াং নামক ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি কিছুকাল পরে হাম্বার্গ দেশের সদাগরদিগের যাজকের পদে নিযুক্ত হয়েন, তৎপরে তিনি সেণ্টপাল নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, জিল সাহেব তৎকালীন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। এইরূপে তিনি কিছু দিন বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরিশেষে কেম্বিজের ক্রাইষ্ট

কালেজে প্রবেশ করত ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি লাটিন ভাষায় অধিক মনঃ সংযোগ করিতেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় আর কেহ উক্ত ভাষায় সুশিক্ষিত হইতে পারে নাই। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পদবি এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এম, এ, পদবি লাভ করেন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সকলের উপর রুষ্ট হইয়া তিনি কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং তথায় ৫বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি গ্রীক ও অন্যান্য ভাষায় সুশিক্ষিত হন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার আপন ও স্বদেশীয় লোক সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য দুই একটি কবিতা রচনা করিতেন।

জান মিলটন ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "কোমাস,, নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এই পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পর "লাই সিডস্,, নামক তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মিলটন তাঁহার অম্বার পরলোক গমনের পর পিতার সম্মতি লইয়া দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন এবং ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া পেরিস নখরে গমন করেন, যে স্থলে "গ্রোটিয়াস,, নামক সুইডেনের রাজদূতের সহিত মিত্রতা হইয়াছিল, তিনি এইরূপে ইটাল ও অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পঞ্চদশ মাস পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এই সময়ে বিলাতে নানা প্রকার গৃহ বিবাদ হইতেছিল, অর্থাৎ কতকগুলিন লোক রাজবিরুদ্ধাচারি হইয়া ঘোরতর সমরে নিযুক্ত হইয়াছিল, মিলটন রাজদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ বিষয়ক নানা প্রকার প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বিলাতে পুনরাগমন করিয়া "এলডর্সগেট,, নামক স্থলে এক খানি বাটী ভাড়া করিয়া কিছুকাল বসতি করেন এবং তথায় তাঁহার ভাগিনেয় দ্বয়কে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন, এই রূপে উক্ত স্থলে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ পুস্তকাদি রচনা করেন, পরে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেপর তিনি পাএল সাহেবের দুহিতাকে পরিণয় করেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুরের সহিত তাঁহার মত ঐক্য না হওয়া প্রযুক্ত অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পিতৃ আলয়ে অবস্থিত করেন, এবম্বিধ ব্যাপার দর্শন করিয়া মিলটন সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীকে পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এবং সেই কারণ বশতঃ তিনখানি পুস্তক রচনা করেন, কিছুকাল পরে তাঁহার বনিতার সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইয়াছিল, এবং তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সুখি হইয়া গৃহধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

মিলটন এই প্রকার নানাগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৬৪৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে তাঁহাকে ওলিবর ক্রমওএল লাটিন কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন, যে কর্ম্ম তিনি বহু দিবসাবধি করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ওয়াইটহাল নামক স্থানে বাস করিতেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাপ্রযুক্ত তিনি সেণ্ট জেমস্ নামক উদ্যানে কখন কখন বাস করিতেন। সেই স্থলে তাঁহার বনিতা সূতিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, মিলটন সাহেবের উক্ত স্ত্রীক্ষেত্রে তিন দুহিতা হইয়াছিল। মিলটন তাঁহার স্ত্রীর লোকান্তর গমনের কিছুকাল পরেই আপনি অন্ধ হন, এবং বহু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি হেনকব্ নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করেন, কিন্তু ইনিও কোন ভীষণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া ১২ মাস পরে প্রাণত্যাগ করেন। মিলটন যে কত কষ্ট ও মনস্তাপ পাইয়াছিলেন তাহা আমরা এইস্থলে কোনক্রমে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, পাঠকেরা তাঁহার অষ্টাদশ সঙ্গীত পাঠে তদ্বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া স্বদেশীয় ইতিহাস একখানি লাটিন অভিধান, এবং এক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাব্য রচনার প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় সমাপ্ত হয় নাই, তথাচ যৎকিঞ্চিৎ হইয়াছিল তদ্দ্বারা অনেক ব্যক্তির উপকার হইতেছে।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

Printed and published by Issunchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তাম্বরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রজীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দ্বিরদা পিবন্ত চতুরা বাতদ্বিরেফারবং॥

এইপত্রের মূল্য ১০টাকা। তৈথের প্রথম দিবা পত্রের মূল্য ১ টা তদ্ব্যতীত আর মাসের প্রথম দি পত্রের মূল্য ।।০ অগ্রিম ৬ টাকা

৫৮৮৫ সংখ্যা] বুধবার ১৫ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৯ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

An English and Bang[illegible] *Vocabulary of the* [illegible] *Bramhins' Rudiment* [illegible] *Knowledge"*

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে [illegible] করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক ছাপা হইয়া বাউণ্ড হইতেছে যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরিতে অথবা কালেজ ষ্ট্রিট নিউইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা।
২০ জুলাই।

বিজ্ঞাপন

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইণ্ডি[illegible] নামক পুস্তকালয় হই[illegible] নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী। [illegible] ভবন কালেজ ষ্ট্রিট প[illegible] [illegible] বাদ [illegible] প্রকা[illegible] [illegible] পুস্ত[illegible] [illegible] বিক্রয়া[illegible] [illegible] পুস্তক মু[illegible] [illegible] ব্যয় হইয়াছে উ[illegible] উক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমুদয় অন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকেন, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত ইংরাজি পুস্তক সকল এবং বাঙ্গালা নানাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভাষার পুস্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে, যে কোন মহাশয়ের আবশ্যক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ।

আফিস। ৮৬ নং ভবন।
কালেজ ষ্ট্রিট পটলডাঙ্গা।
কলিকাতা ১ লা আগষ্ট।

সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের উ[illegible]কারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নি[illegible]রিত করিয়াছেন, একারণ সকলে এতাবৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্র[illegible] করিতেছেন, এবং আমরা ভরসা করি যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহারাও আমারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন।

পুস্তকের নাম—	মূ
রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	.....
পাল এবং বর্জিনীয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	.....
সংবাদসার চারিখানি চিত্রযুক্ত	.....
সেক্সপিয়র কৃত গল্প	.....

নারন্য পাঠ ৶০
ৎকথা ..... ।০
জা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ৶০
সন্ধপী রাজপুত্রদিগের ৴১৫
র
ার খালের বিবরণ ৴১০
ইখানি চিত্রযুক্ত
শোকপ্রাপ্তা ১৫
খনী মাতা
ট কৈলাস এবং ৴০
ড কৈলাস

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭

"ওরিএণ্টল সে
দ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু হরে
ষ্ণ আঢ্য উক্ত বিদ্যালয়ের ১৮৫৬।
৭ সালের বার্ষিকী পরীক্ষার রিপো
পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রের
করিয়াছেন। অষ্টাবিংশতি বর্ষ হই
এই বিদ্যালয় বাবু গৌরমোহন
াঢ্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এ
শে ইংরাজী বিদ্যা প্রচার হওয়া
ধ অদ্য পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকেরা
নি যত বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া
ন তন্মধ্যে এই বিদ্যালয়কেই
ষ্ঠ বলিয়া গণনা করিতে হইবেক,
বিদ্যালয়ে অন্য কাহারো সাহায্য
ীত হয় না।

গত বৎসর বিদ্যালয়াধ্যক্ষ আঢ্য
বু শারীরিক অসুস্থতা থাকাতে
ং সুযোগ্য প্রধানাধ্যাপক রেবরে
ণ্ড জে. ন্যাস সাহেব পী
ইংলণ্ডে গমন করাতে এবং নিটরে
চর প্রোফেসর রেবরেণ্ড জে, লিগ
স্পোনসর ইংলণ্ডে গমনকালে পথি
মধ্যে পঞ্চত্ব পাইবায় বালকদিগের
শিক্ষা বিষয়ে যদিও মহদ্ ব্যাঘাত
হইয়াছিল, তথাচ ছাত্রেরা উত্তম
পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে, প্রধান ওরি
এণ্টল সেমিনরির ছাত্র সংখ্যা ৩৯৭,
শাখা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৪৪২ এবং
বাঙ্গালাপাঠশালার ছাত্র সংখ্যা ৫৯
জন।

[illegible] মিরেটিংকর
মুক্ত সভার

লেন।

সম্পাদক সাম্বৎসরিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, রাজারামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন, এই প্রবন্ধ যে কিপর্য্যন্ত উত্তম হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা যায় না, উক্ত রাজা বাল্য কালাবধি নিধন পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার একটি অংশও পরিত্যাগ করা হয় নাই, এবং প্রবন্ধলেখক এপ্রকার বাক্যবিন্যাসের পারিপাট্য দর্শাইয়াছিলেন যে দর্শকবৃন্দের প্রশংসার ধ্বনিতে সভাগার এককালে প্রতিশব্দিত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক উপবেশন করিলে, বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েক মহোদয় দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় কহিলেন, গত দুই বৎসরাপেক্ষা এবর্ষে সভ্যগণ অতিশয় জ্ঞানালোচনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, প্রবন্ধ লেখক উত্তম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং সভ্যগণের বাক্যালাপেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। পরমেশ্বর করুন আগামি বর্ষে ইহাপেক্ষা সভার আর ও শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিব। আমাদিগের এদেশীয় বঙ্গযুবক বৃন্দ যে স্বদেশীয় মৃত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত লি- [illegible] তাঁহাদিগের নাম চির-স্মরণীয় [illegible] ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? বৃথা সভা লইয়া বিবাদ না করিয়া এরূপ মহদ্দৃষ্টান্তের [illegible] স্বদেশের ও স্বজা- [illegible] বৃদ্ধি হইতে পারে। [illegible]দিগণ শুদ্ধ হাস্যাস্পদ হইলেন, এক্ষণে তাঁহারা জ্ঞানালোচনা বিষয়ে ইহাদিগকে পরাভব করিতে যত্নশীল হউন তাহা হইলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন। অন্যের সভা যাতে বিনাশ পায় এমন উপায় অন্বেষণ করায় প্রশংসা কি? অতএব তাঁহারা পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানালোচনার অনুবর্ত্তি হউন।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, সমাচার সুধাবর্ষণ, দূরবীণ ও সুলতানল আকবর এই তিন পত্রের সম্পাদকদিগের নামে যে ইণ্ডাইট উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছেন, বিশেষ সুধাবর্ষণ সম্পাদক "নট গিল্টী"

অর্থাৎ নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

সুচিকিৎসক শ্রীযুত বাবু মহানন্দ সিংহ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় দুই ব্যক্তি গুরুতর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে স্বাস্থ্য লাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে যে দুই প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

"I hitherto certify with pleasure to my doctor named Mohanundo sing; for c[illegible] me a dreadful absec[illegible] happened to my [illegible]. Many doctors have fai[illegible] to cure the sore, but at la[illegible] found the above mentioned doctor to cure me within a week. he cured my rheumatism which gave me great torments and obliged me not to move 5 yards together. therefore I am too much obliged near the doctor for ever.

I am your obedient. patience,
Grish Chunder Bose."

"যশোগরিষ্ঠ দয়ার্দ্রচিত্ত পরোপকারক প্রশংসিত ডাক্তর শ্রীযুত বাবু মহানন্দ সিংহ মহাশয় জীবনদায়কেষু।

আমার ভয়ানক বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা হওয়াতে প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত মহানন্দ ডাক্তর নানাবিধ ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র উপকার না হওয়াতে আমার আত্মীয়বর্গ নিরাশ হইয়াছিলেন, পরে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার আপনকার গুণানুবাদ শ্রুত থাকায় তাঁহার অনুগ্রহে আপনকার সুচিকিৎসায় ভয়ানক বিসূচিকার করাল-গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছি অতএব আমি জীবনপর্য্যন্ত আপনকার নিতান্ত শরণাগত ভৃত্যের ন্যায় বিক্রীত থাকিলাম।

শ্রীমুচিরাম সরকার।
সাং ব্রেজাপুর সীতারাম
ঘোষের বাগান।

সন ১২৬৩ সাল।
তারিখ ৬ আষাঢ়।"

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, [illegible] সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণকে "ইওমানরি কেবলরি" দলভুক্ত করিয়া লইবেন, [illegible] ব্যক্তিরা গৃহীত হইবেন না [illegible] যাইতেছে, ইতিমধ্যেই [illegible] ইংরাজ ঐ দলে নাম লেখাইয়াছেন।

সুপ্রিম কোর্টের জুরিরা এবং নগরীয় সমস্ত ইংরাজ কলিকাতা নগরীয় নেটিবদিগকে নিরস্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই উত্তর দিয়াছেন "কলিকাতা নগরের শান্তি রক্ষা জন্য গবর্ণমেণ্ট সংপূর্ণ সতর্ক ও যত্নবান্ আছেন, এবং যাবনিক পর্ব্ব সময়ে কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয় তজ্জন্য নগরের স্থানে স্থানে কিছু কিছু গোরা সেনা রাখিবেন, এবং আর যে সকল উদ্যোগ আবশ্যক করে তাহাও করিবেন।"

২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের জনেক বিদ্রোহি সেনা গত রবিবারে বালুগঞ্জে যাইয়া কমিসেরিএট গুদাম রক্ষক সিপাহিদিগকে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিয়াছিল, তথাকার জমাদার তাহা জ্ঞাত হইয়া ঐ বিদ্রোহি সিপাহিকে ধৃত করিয়া টৌনমেজর সাহেবের নিকট অর্পণ করে। শ্রুত হইল, কোর্ট মার্সালের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড অনুমতি প্রচার হইয়াছে।

বোম্বাই টাইম্স সম্পাদক লিখিয়াছেন, দিল্লীর সমীপে জেনরল বারনার্ড সাহেবের সঙ্গে নিম্ন লিখিত সেনা আছে।

স্থায়িত্বের রোপীয় সেনা।

পদাতিক ৬ সংখ্যক কারবাইনর দল
৯ সংখ্যক ল্যান্সর দল।
৮ সংখ্যক পদাতিক দল।
,, ৬১ সংখ্যক ঐ (১ উইং)
,, ৬০ সংখ্যক বাইফেল দল।
,, ৬৫ সংখ্যক পদাতিক দল।
অনরবিল { ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১ সংখ্যক বাঙ্গাল কিউসিলিয়র দল।
,, ২ সংখ্যক ঐ. (৬ কোং)
,, ৫ ট্রুপ অশ্বারোহি সেনা।
,, ৬০০ আর্টিলরি।
,, ১২০ আর্টিলরির রিক্রুট।
,, স্বতন্ত্র দেশের সিজট্রেইন।
,, ২০ টা ৬ পৌণ্ডের তোপ।
,, ৪ টা ৯ ,,
,, ২ টা ১৮ ,,
,, ৫ টা হৌটজর।

দেশীয় সেনা।

৪ সংখ্যক লাইট কেবেলরি দলের ১ স্কোয়াণ্ডন।

২ লাইট ফিল্ডব্যাটেরি, প্রত্যেকে ৯ পৌণ্ড গোলাধারি ৫ টা তোপ সহিত।

কতকগুলীন স্যাপর মাইলর।

৭০০ সাইমুর রাইফেল ব্যাটলিয়ন।

পঞ্জাব গাইড ৭৫০০ সেনা।

এক সহস্র পঞ্জাব পদাতিকদল।

১২০০ পঞ্জাবীয় অশ্বারোহি।

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৩০০০ সেনা, তদ্ভিন্ন সিন্ধুদেশের রাজসেনা আছে (তাহার সংখ্যা আনাযায় নাই,)

"কলিকাতা" ষ্টিমর এবং ফ্লাট কৃষ্ণা দ্বারা এক ৯ পৌ[illegible]টেরী এবং অনেক যুদ্ধসামগ্রী [illegible] প্রদেশে প্রেরিত হইয়া[illegible]

মুর্গিহাটার বন্দুক বিক্রেতা [illegible] নির্ম্মাতারা ৬০০ বন্দুক ইচ্ছা পূর্ব্বক পুলিসে অর্পণ করিয়াছে।

---

২১ জুলাই দিবসীয় পত্রে অবগত হইল, সংপ্রতি বারাণসী নগরে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এবং ঐ বিষয়ক অনেক পত্র এবং ৪ জন বিদ্রোহি ধরাপড়িয়াছে, ঐ ৪ জনের মধ্যে ১ জন ৮। ১০ লক্ষ টাকার অধিপতির গৃহে ২০০ তলবার এবং অনেক বন্দুক ছিল, ঐ ব্যক্তি মুক্তি পাইবার আশয়ে দারোগাকে ১০,০০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট দিয়াছিলেন, কিন্তু দারোগা ঐ কাগজ সহিত তাঁহাকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করেন।

---

১৫ জুলাই দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, কানপুরের সন্নিহিত পাণ্ডু-নদীতীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ব্রিগেডিয়ার জেনরল হেবিলক সাহেবের সঙ্গি মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়ার দলের মেজর রোড সাহেব আঘাত পাইয়া নিহত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন হেবিলক সাহেবের সঙ্গি অন্য কোন আফিসর হতাহত হয় নাই।

ইংলিস[illegible] ছেন, আলাহাবাদ নগ[illegible] প্রভৃতি মদ্য ।০ আনা [illegible] বহু মূল্য পুস্তক ও বস্ত্রাদি [illegible] মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

বেরুচের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথাকার বিদ্রোহি মৌলবীর নিকটে ১০০০ টাকার জামিন লইয়াছেন।

দিল্লীনগরাবধিকারের সটীকসংবাদ এপর্য্যন্ত পওয়া যায় নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জনরব উঠিতেছে গবর্ণমেণ্ট সেনারা দিল্লী অধিকার করিয়াছে, যাহাহউক, জেনরল বারনার্ড সাহেব এতদিন যে দিল্লী সমভূম করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আলাহাবাদ। ২৪ জুলাই।

১৬ জুলাই দিবসীয় আগ্রা নগরের পত্রে প্রকাশ হয়, এমত জনরব শুনা যাইতেছে, দিল্লী নগরের সমুখবর্ত্তি ব্রিটিস সেনারা দিল্লীর বিদ্রোহিদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছে, বিদ্রোহিদলের সংখ্যা অধিক বটে, কিন্তু তাহারাই পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইতেছে, এবং তাহারদের অনেকে নিহত হইয়াছে, মিরাটের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান ও পঞ্জাবরাজ্য স্থি[illegible] আছে।

[illegible]স্তান প্রদেশে যে সকল বিদ্[illegible] তাহাদি[illegible] ইহা[illegible]নূর, কল্পনা হইয়াছে, এ[illegible] যে ব্যয় হইবেক তা[illegible] গবর্ণমেণ্ট প্রদান করি[illegible] মিসনরি সোসাইটীর অধ্য[illegible] ক্ষেরাও ব্যয়ের অংশ দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অফ চীন নামক পত্র-সম্পাদক মেং টারাণ্ট সাহেব ইসিং নামক রুটীওয়ালার দোকান হইতে অজ্ঞাত বিষাক্ত রুটী ক্রয়পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, বহু ব্যয় সাধ্য চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং ঐ রুটী বিক্রেতার নামে অভিযোগ করিয়া ১৬২০ ডোলার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ঝিন্দদেশের রাজসেনারা ও গুর্খা সেনারা ব্রিটিস সপক্ষে বিশেষ শূরত্ব প্রকাশিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। রাজা এক যুদ্ধে অল্প আহত হইয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যমেব জয়তে

সত্যাৎমনস্তামস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

☞ এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুরে অন্যান্যবিমল প্রভাকর [illegible] দ্বিন্দীবরেষু কচিদ্রামসংজ্ঞাম মতন্দ্রাদীমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ [illegible] প্রোত্তিষ্ঠপদ্মোদরে সুহৃদং দিবসে দিবস চতুরস্যাভিরেকাদরঃ॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৮৮৪ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৪ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

[illegible] Na-
to cure
found
doctor

১৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

বর্ণকিউলর নিটরেচর সোসাইটী।

উক্ত সভার ১৮৫৬।৫৭ সালের রিপোর্ট পুস্তকের এক খণ্ড সভা সেক্রেটরী সাহেব আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। রাইট অনরবিল লার্ড বাই কৌণ্ট কেনিং সাহেব এই সভার পেট্রন অর্থাৎ অধ্যক্ষ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীঅনরবিল মেং সিসিলবিডন সাহেব প্রিসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি মেং আর, বি, চ্যাপম্যান সাহেব সেক্রেটারী এবং ধনাধ্যক্ষ, বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সহকারী সেক্রেটারী এবং অনরবিল মেং ড্রমণ্ড সাহেব এবং সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্টর মেং গর্ডন ইয়ং সাহেব, মেং এস্কোন্স সাহেব, মেং সি, বি, ট্রিবর [illegible] ই, এ, সেমুএলস সা[illegible] গবর্ণমেণ্ট হইতে [illegible] সাহেব, রেবে[illegible] হইয়াছে, [illegible] সাহেব, মেং সি, [illegible] ব্যক্তি[illegible] [illegible] সাহেব, [illegible] কোবরণ সাহেব, [illegible] এ, উ[illegible] সাহেব, [illegible] ইনি সাহেব, [illegible] সাহেব, মেং ডবলিউ, টোলেণ্ড সাহেব, [illegible] রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবচন্দ্র দেব বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর মেম্বর অর্থাৎ সভ্য হইয়াছেন।

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সালে সভার প্রাপ্য টাকা সমুদয় আদায় না হইবার ১৮৫৬ সালের শেষে সভাকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত ও কার্য্য নির্ব্বাহসূত্রে অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল, এবং সভার প্রধান প্রধান কতিপয় পোষ্টাদিগের মধ্যে কেহবা বিদেশগত, কেহবা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত হইবাতে সভার উন্নতি সাধনপক্ষে অমনোযোগী হইয়াছিলেন, ইত্যাদি অশুভ ঘটনায় সভার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই সভার অধীনে যে [illegible] পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও [illegible] কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয় [illegible] নাই, এদেশীয় যে সকল বিদ্বান লোকেরা সভার উন্নতিকল্পে সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলেই অঙ্গীকার পূর্ণ করেন নাই, ক্রমে এইরূপ নানা ব্যাঘাত উপস্থিত হইবায় ১৮৫৬ সালের প্রথমে উক্ত সভা স্থায়ি রা[illegible] নের এবং রহিত করণের এই দু বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা জ[illegible] এক বিশেষ কমিটী স্থাপিত হ[illegible] এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া প্রা[illegible] বিষয়ের বাদানুবাদ হইলে প[illegible] আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জে[illegible]রল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর [illegible] ভার উন্নতি সাধনার্থ স্বয়ং ২[illegible] টাকা, মেং মেকলিউড ওয়াই[illegible]

DAMAGED.

সাহেবের কোন বন্ধু ৫০০ টাকা, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০ টাকা, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২০০ টাকা, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০০ টাকা এবং অন্যান্য মেম্বরেরা ও বিদ্বদ্বৃন্দ কিছু কিছু অর্থ দান করেন, তাহাতে সভাকণ্ডে ৪০১৯ টাকা ন্যস্ত হয় এবং লার্ড বাহাদুর সভার প্রধান অধ্যক্ষতা ভার, অনরবিল মেং বিডন সাহেব সভাপতিত্বভার, মেং চ্যাপম্যান সাহেব ধনাধ্যক্ষতা ও সভাসম্পাদকতা ভার এবং প্রাগুক্ত সুবিদ্বান ভাগ্যধর মহোদয়েরা মেম্বরত্বপদ ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে স্থায়ি সভাপক্ষে বিশেষ যত্ন হইতেছে।

এই সভার অধীনে ১৮৫৬।৫৭ সালে যে যে পুস্তক যাঁহার যাঁহার কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিম্নভাগে লেখা গেল।

"পাল এবং বর্জিনিয়া, চাইল্ডেস ওনবুক" রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত। "বৃহৎ কথা" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত। "কলয়সের জীবনচরিত" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত। "পারলিস ওয়া গুর্স অফ হিস্টোরি এবং ওয়াইলডসোয়ান্স" অনুবাদিত গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রকাশ হয় নাই, "ষ্টোরি অফ এ মাদর" মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। "রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত এবং রবিসন ক্রুসোর জীবন চরিত" দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত। "এক সাইল্স অফ সাইরিয়া" রামনারায়ণবিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক। "রাজপুত্র ইতিহাস" বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক। "রোমান্স অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টোরি" আসিষ্টান্ট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং "সিলেক্ট সন্স ফ্রম বেঙ্গালী প্রেশ" রেবরেণ্ড জে লং সাহেব কর্ত্তৃক। "বৃহৎ কথা" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সভার অনুমত্যনুসারে রচিত হইতেছে।

বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির অধীনে "বাঙ্গালা গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ" নামক এক পুস্তকালয় এতন্নগরান্তঃপাতি গরাণহাটা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহারা ঐ পুস্তকাগারে একেবারে অধিক পুস্তক লইবেন বা সর্ব্বদা পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহারদিগকে শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন প্রদত্ত হইবেক।

১৮৫৬।৫৭ সালে ১৩৪২ টাকার পুস্তক বিক্রয় হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩৬১ টাকা সভা কণ্ডে জমা হয়, তন্মধ্যে ৪১৭২।/১০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

সভা সেক্রেটারী ও আসিষ্টান্ট সেক্রেটারী এবং মেম্বরেরা সভার উন্নতি সাধনপক্ষে বিশেষ মনোযোগি হইয়াছেন, জগদীশ্বর তাঁহারদিগকে দীর্ঘজীবি করুন। বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটি স্থাপিত হওয়াতে এদেশ মধ্যে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি ও আদর হইয়াছে, উক্ত সভা দীর্ঘস্থায়ী হইলে দিন দিন বঙ্গভাষার প্রচার আরো অধিক হইবেক।

সিপাহি-ঘটিত বিদ্রোহিতা উপদ্রবে কলিকাতা নগর ও বাঙ্গালা দেশ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসি যেসকল ইংরাজেরা বহু ক্ষতিগ্রস্ত বা কর্ম্মচ্যুত অথবা ব্যবসাচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া প্রত্যেকে মাসিক ১০০ টাকা বেতন দিবেন, এই ভাবি-দলের আখ্যা "বাঙ্গাল ইওমানরি কাবেলরি" হইবেক এই দলের কর্ণেল ১৬০ টাকা, লেপ্টেনাণ্ট ২৫০ টাকা ও দ্বিতীয় সেনাপতি ৫০০ টাকা বেতন পাইবেন, এই দলের মেজর আজুটাণ্ট এবং ডাক্তর বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্য সেনাদল হইতে মনোনীত করিয়া লওয়া যাইবেক, ইওমানরি কাবেলরি দলের সেনাদিগকে গবর্ণমেণ্ট যে স্থলে যাইতে আজ্ঞা করিবেন, সেইখানেই যাইতে হইবেক।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইয়াছে নিমর, হুসঙ্গাবাদ, নাগপুর, বেটুল, নরসিংহপুর, সিওনিনাসোদ, সাগর, আজীমগড়, ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে আর কোন উপদ্রব নাই।

জব্বলপুরের ডিপুটি কমিস্যনর কাপ্তেন পিকলি সাহেব সাগর হইতে টাকা আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি নির্ব্বিঘ্নে জব্বলপুরে পুনরাগমন করিয়াছেন।

মেজর ইর্সকাইন সাহেবের ১৯ জুলাই দিবসীয় পত্রে ব্যক্ত হয়, নিজোরের সমস্ত আফিসরেরা হুসঙ্গাবাদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, হিন্দুকালেজ অতিশীঘ্র বন্দ হইবেক, ইংলণ্ড হইতে আগত সেনারা ঐ বাটীতে বাস

করিবেক, তজ্জন্য অগ্রিম বাটী সাজান যাইবেক।

কলিকাতার পুলিস কমিস্যনর শ্রীযুত মেং ওয়াকোপ সাহেব গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন, কলিকাতা-বাসিদিগের গৃহে যত অস্ত্র আছে তাহা রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক কোন আইন প্রচার হইলে ভাল হয়।

যশোহরের সংবাদদাতা লেখেন অতিবৃষ্টিতে নীলচারা সকল নষ্ট হইবায় ফসল অল্প হইতেছে।

কাণপুর। ১৯ জুলাই।

বিটোরের রাজা নানা সাহেব শঙ্কা পাইয়া আত্মঘাতী হইয়াছে, তাহার সেনারা দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, মান্দ্রাজ কিউসিলিয়র দলের কিয়দংশ ও কতকগুলীন শীক সেনা এবং ২ টা তোপ বিটোর অধিকারার্থ প্রেরিত হইয়াছে, তথায় ৪ জন মাত্র বিবি জীবিতা আছেন। নানা সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে তাহার প্রজারা মহা আহ্লাদিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনকার ৫৮২৮ সংখ্যক প্রভাকরে "শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়স্য" ইতি স্বাক্ষরিত পত্রের আপনি যে প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিপরীত বিষয় প্রকাশ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এক স্থলে আপনি এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে "সুকাব্যের ধর্ম্মই ব্যঙ্গোক্তি" ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে কোন সামান্য বিষয় লইয়া কি ব্যঙ্গের উপযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিলে কোন হানি হয় না বটে, বরং তজ্জন্য লেখকও অনেক সময়ে প্রশংসার ভাজন হয়েন, কিন্তু আমার স্বল্পবুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এবং ক্ষণকাল বিবেচনা করিলে বোধ করি ইহা সকল বুদ্ধিমান লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে কোন প্রধান ও উপহাসের সংপূর্ণ অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা কবিতার গুণ নহে, বরং ইহাতে সংপূর্ণ দোষ আছে, এবং তজ্জন্য লেখককে শত শতবার দোষী বলা যাইতে পারে। পরমেশ্বর আমারদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই সকল লোকের প্রতি অনুচিত ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে উচিত নহে, বরং সকলের প্রতি মিষ্টবাক্য কহা, এবং ঐ বাক্‌শক্তির দ্বারা জনসমাজে হিতসাধন করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া যে মহাত্মাকে কবিত্ব শক্তি দিয়াছেন সেই কবিত্ব শক্তি দ্বারা অন্য লোকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি না করিয়া তদ্দ্বারা যাহাতে সাধারণের মঙ্গল-সাধন হয় এমত চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব যে ব্যক্তি আমারদের দেশের পরম হিতকারী, যাহা হইতে বঙ্গভাষার সম্যক্ উন্নতিসাধন হইতেছে, যিনি ধন মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও এতদ্দেশীয় অবলাগণের বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করিতেছেন, এমত মহদ্ব্যক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি করা মীরাটবাসি কবি মহাশয়ের উচিত কর্ম্ম হইয়াছে? তিনি কি কবিত্ব লিখিবার আর কোন বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পান নাই? বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যথার্থ কবিত্ব কাহাকে বলে, তাহা তিনি এখন পর্য্যন্ত শেষরূপ অবগত হয়েন নাই, এবং অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহা এখন সংপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে কেবল দুই পঁক্তির শেষ কথার মিল হইলেই কবিতা হয়। কেহ কেহ বলেন যে কেবল অনুপ্রাসে পূর্ণ থাকিলেই কবিতা হয়। এবং দোষ গুণ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি করা, অনেকে "কবিতার ধর্ম্ম" বলেন, কিন্তু বিবেচনা করিলে কথার মিলন, কি অনুপ্রাস, কি ব্যঙ্গোক্তি কিছুই কবিতার যথার্থ গুণ নহে, এবং কেবল এই সকল গুণ দ্বারা যাঁহারা আপনারদিগকে কবি বিবেচনা করেন, তাঁহারদের সেই বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও তদ্দ্বারা তাঁহারা কবি নামে কলঙ্ক করেন, যে কবিতা হিতজনক নূতন নূতন উৎকৃষ্টভাবে পূর্ণ থাকে যাহা পাঠ করিতে করিতে আমারদের মন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া যায়, যদ্দ্বারা চরিত্রশোধন মন-মার্জ্জিত ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে আমারদিগকে কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে কখনো পাতালে লইয়া যায় এবং যাহা পাঠ বা শ্রবণ-করিতে করিতে আমারদের মনও পু[illegible]

কখনো বা অনির্ব্বচনীয় সুখসলিলে সন্তরণ করিতে থাকে, কখনো প্রগাঢ় ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, কখনো বা ঘোর কোপানলে প্রজ্বলিত হইতে থাকে, ইহাকেই "যথার্থ কবিতা,, বলে, এবং যিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে পারেন তিনিই "যথার্থ কবি,, কোন ইংরাজি গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে "শেষ কথার মিল হইলে কবিতা হয় না, "যথার্থ কবিতা,, যাহাকে বলে তাহা গদ্যের মধ্যেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ,, অতএব পর মেশ্বর যদি উল্লেখিত মিরাটবাসি মহাশয়কে কবিত্বশক্তি দিয়া থাকেন তবে সেই কবিত্বশক্তির দ্বারা একজন পরম দেশহিতৈষির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা উচিত হয় নাই, অন্য কোন উত্তম বিষয় লিখিয়া দেশের হিতসাধন করা উচিত ছিল।

যদি ব্যঙ্গোক্তি আপনি কবিতার এক গুণ বলেন (কিন্তু ইংরাজি সুকবিরা ইহাকে কখন গুণের মধ্যে গণ্য করেন না) তথাচ মিরাটবাসি মহাশয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে ব্যঙ্গোক্তি কোনমতে বলা যাইতে পারে না। "হয় হক্ রাজ দ্বারে সম্মান ডাগর ,, "হয় হক অবিধান বিধবার বিয়ে ,, ইত্যাদি কখনো ব্যঙ্গোক্তি বাচ্য হইতে পারে না, এই সকল সংপূর্ণ নিন্দা ও শ্লেষোক্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক এবিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া আপনকার নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে আপনি যখন আমারদের দেশের মধ্যে প্রধান কবি বলিয়া গণ্য ও আপনকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যখন অন্য লোকেরা শিক্ষা করিতেছে, তখন কাহার কবিতার কোন দোষ দেখিলে তাহার পোষকতা না করিয়া তদ্বিষয় সংশোধন করা আপনকার কর্ত্তব্য, কারণ আপনি যদি দোষির দোষ না দেখাইয়া দেন তাহা হইলে সে আরো গুরুতর দোষে পতিত হইবে। অতএব আমার এই কয়েক পঁক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে আপনকার যথার্থ মত প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। কিমধিকং।

কশ্চিৎ যথার্থ বক্তা।

লেখক এইস্থলে আপনার নাম কেন প্রকাশ করেন নাই? যখন স্বয়ং গোপন হইয়াছেন তখন আমারদিগের অভিপ্রায় গোপন করাই কর্ত্তব্য বোধ হইল, বিশেষতঃ ইহাতে কিছুমাত্র লিখিবার প্রয়োজন করে না, কেননা যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, লেখক কেবল সেই পুরাতন কথারি পুনর্ব্বার আন্দোলন করিয়াছেন, তিনি "যথার্থ বক্তা,, এই নাম ধারণ করিয়াছেন, যদি অভ্রমে এই নামাভিমানী হইয়া থাকেন, তবে অভ্রমেই থাকুন, যেন ভ্রম না হয়, কোন ভ্রম যুক্ত অথবা অভ্রমযুক্ত ব্যক্তি ভ্রমে কিম্বা অভ্রমে তাঁহার ঐ অভ্রমের অভ্রম না করেন, যথার্থ বক্তা অন্যকে অযথার্থ বক্তা বলিবেন আশ্চর্য্য কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া এক ব্যক্তিকে অদ্বিতীয় সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আপনি "যথার্থবাদী,, হইতেছেন, তখন অবশ্যই হইবেন, কিন্তু এই সূত্রে আমরা নীরব হইলাম, অপর কেহ কিছু লিখিতে ইচ্ছা করেন, লিখিবেন, এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষে সকলেই অপ্রধান, সকলেই ভ্রান্ত, সকলেই বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে অনুৎসুক, সকলেই কাব্যরসহীন, সকলেই কবিতার মর্ম্ম অজ্ঞ নহেন। কেবল দুই চারি ব্যক্তি ঐ সমস্ত বিষয়ে সংপূর্ণরূপে উচ্চ গৌরব ধারণ করেন, কি কহিব? যখন প্রদীপের পশ্চাতেই অন্ধকার, এবং বোধের পশ্চাতেই ভ্রম, তখন যথার্থ এবং অযথার্থ, ইহার বিচার কে করে? পরন্তু ইংরাজি কবিদিগের দৃষ্টান্ত এস্থলে অতি চমৎকার হইয়াছে, কারণ "ব্যঙ্গ,, এই শব্দ আমরা যেরূপে লক্ষ্য করি, তাঁহারা তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, এদেশের লোকেরা নিন্দাস্থলে করতালি দেন, তাঁহারা প্রশংসা স্থলে হাততালি দিয়া থাকেন, আমরা হিমঋতুকে অনেক বিষয়ে সুখের হেতু বলিয়া বর্ণনা করি, তাঁহারা যম বলিয়া বর্ণনা করেন, এইরূপ অনেক প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যাহা হউক, লেখক যখন ইহাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়াছেন তখন আর কোন কথাই নাই, জগদীশ্বর তাঁহার যথার্থবাদি নামের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে প্রায় চারিমাস হইতে আমরা মিরাট প্রবাসির পত্রাদি বা কোন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাত্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাসংভাস মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ সন্ধ্যাদ্যবিনম্র প্রভাকর করস্তোভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অমূল্য ১০টাকা। বৈথের প্রথম দিবপত্রের মূল্য ১ টা তদ্ব্যতীত আর সমাসের প্রথম দিপত্রের মূল্য ।০ আঅগ্রিম ৬ টাকামা

৫৮৮২ সংখ্যা। শনিবার ১১ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারাগারের ইক্কিজিয়াফিকাল পক্ষ হইতে মৃত বিমলাচরণ বসু যিনি পূর্ব্বে জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি কুবীরপুরে বাস করিতেন সংপ্রতি মহানগর কলিকাতার হিন্দু প্রজা হইয়াছিলেন, তাঁহার শেষ ইচ্ছা পত্র ও দান পত্রের প্রোবেট অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব পত্র অদ্য দিবসে উক্ত মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়া নিবাসি অম্বিকাচরণ বসু যিনি মৃত ব্যক্তির উইল অনুসারে তাঁহার সকল বিষয়ের সংপূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত এক্সিকিউটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের উপর যাঁহারা দাওয়া রাখেন তাঁহারদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে তাঁহারা উক্ত এক্সিকিউটরকে আপনাপন দাওয়ার বিবরণ জ্ঞাপন করেন আর যাঁহারা ঐ ষ্টেটে ঋণি আছেন তাঁহারা আপনাপন দেনার টাকা উক্ত এক্সিকিউটরকে প্রদান করেন।

JOHN R. SHIRCORE.
Proctors.

জান আর সারকোর।
উকীল।

কলিকাতা।
২০ জুলাই ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে সভার আয় ব্যয় বিষয়ক কোন বিশেষ বিবেচনা জন্য আগামি ১২ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে শহর কলিকাতার পুরাতন চিনাবাজারের ২৮ নম্বরের আমার কাঠের দোকান আমি অদ্য বিক্রয় করিলাম অতএব যে কোন ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি তাঁহারা পাওনা হিসাব পাঠাইবেন এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট ঋণ আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা এককালীন তত্তাবৎ অর্পণ করিবেন।

শ্রীজগবন্ধু রায়
কলিকাতার চিনাবাজার
২৮ নম্বর কাঠরার দোকানের
পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ

কলিকাতা
নম্বর ২১৯
পুরাতন চিনাবাজার
২২ জুলাই ১৮৫৭সাল

বিজ্ঞাপন

"An English and Bangalee *Vocabulary of the Chambers' Rudiments of Knowledge*"

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পু

। হইয়া বাউণ্ড হইতেছে যাঁহার
র প্রয়োজন হয় তাঁহারা প্রভা
যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দু
য়টিক সেমিনরিতে অথবা কা
ষ্ট্রিট নিউইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি
ত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য
ার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

কাতা।
লাই।

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধা
ক জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলি
ার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইণ্ডি
লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হই
নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করি
অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে
প্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অ
গণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিশে
নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০,
২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত
শন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক
এস্থালয়ে না থাকে সে সমুদয়
ন্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে
হ করিয়া সরবরাহ করিয়া থা
, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত ইং
র পুস্তক সকল এবং বাঙ্গালা
াবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রায়
া প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভাষা
স্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ প্র
আছে, যে কোন মহাশয়ের আ
ক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলেই
হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর
অধ্যক্ষগণ।

কস। ৮৬ নং ভবন।
দজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
কাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট পট
লডাঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানুবাদক
সমাজ দ্বারা যে যে পুস্তক প্রকাশ
হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পুস্তক
সকল আমারদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে, এই সকল পুস্তক মুদ্রি
ত করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে উক্ত
সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের উপ
কারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধা
রিত করিয়াছেন, একারণ সকলেই
এতাবৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয়
করিতেছেন, এবং আমরা ভরসা
করি যাহারা অজ্ঞাত আছেন তাহা
রাও আমারদিগের নিকট হইতে
ক্রয় করিবেন।

পুস্তকের নাম—	মূল্য
রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	।৵০
পাল এবং বর্জিনীয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	।৵০
সংবাদসার চারিখানি চিত্রযুক্ত	।০
সেকসপিয়র কৃত গল্প	৴০
মনোরম্য পাঠ	৵০
বৃহৎকথা	।০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৵০
হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়	৴১৫
গঙ্গার খালের বিবরণ দুইখানি চিত্রযুক্ত	৴১০
পুত্রশোকপ্রাপ্তা দুখিনী মাতা	১৫
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস	৴০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

নং ৮৯৬

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের আজ্ঞা।

২৬ জুলাই ১৮৫৭।

মেং জে: ডবলিউ গারিফিন সা
হেব ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনের বি
ধানক্রমে বগসরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
ট হইবেন এবং ১৭৯৭ সালের ১৬
আইনের ও ১৮৫৭ সালের ৯ আই
নের বিধানক্রমে শাহাবাদ জিলায়
চিহ্নিত আসিষ্টান্টের ক্ষমতাক্রমে
কার্য্য করিবেন।

১৭ জুলাই।

ঢাকার ফতোয়াদায়ক মৌলবী
জহুরুদ্দিন মহম্মদ ঐ জিলার মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু
অভয়াচরণ মল্লিক ১৮২১ সালের
৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের
বিধানমতে ঐ জিলার আসিষ্টান্ট
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮ জুলাই।

মুরশিদাবাদ চক্রের পণ্ডিত
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮২১ সালের ৩
আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের বি
ধানমতে উক্ত জিলার আসিষ্টান্ট মা
জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

২০ জুলাই।

মেং এইচ বি সিমসন সাহেব
মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের
আসিষ্টান্ট হইবেন এবং ১৮২১ সা
লের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রক
রণের বিধানমতে ঐ জিলার আসি
ষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে

বং ১৮২১ সালের ৮ আইনের ২১
রার বিধানমতে আসিষ্টান্ট কা
ষ্টরের ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করি
ন।

সংবাদ প্রভাকর

শারদ শকাব্দা ১৭৭৯। দানিশাব্দা ১০১

২৩ জুলাই দিবসীয় হরকরা পত্রে
কাশ হয়, গত মঙ্গলবার রজনী
াগে কয়েক জন যবন একজন অ
ারোহি বলণ্টর সেনার প্রতি আক্র
ন করিয়া তাহাকে অশ্ব হইতে অব
রণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ে
ার কতিপয় বলণ্টর সেনা তথায়
পনীত হইবায় দুরাত্মারা সকলেই
লায়ন করে, কেবল যে ব্যক্তি প্রথ
ম সাহেবকে প্রহারোদ্যম করিয়া
ছল, সেই অবোধ যবন ধৃত হইয়া
লিসে প্রেরিত হয়, পুলিসের মাজি
ষ্ট সাহেব তাহাকে একমাসের
নিমত্ত কারাগারে প্রেরণ করিয়া
ছেন।

আমরা এ সংবাদ সত্য জ্ঞান
রিতে পারি না, কারণ রাত্রিকালে
ার-রক্ষক' গবর্ণমেণ্টের সেনাকে
প্রহারোদ্যম করণাপরাধ রাজবিদ্রো
হের তুল্য অপরাধ, এমত গুরুতর
অপরাধিকে মাজিষ্টেট সাহেব এক
মাসের জন্য করাগারে প্রেরণ করি
য়া ক্ষান্ত হইবেন একথা সম্ভবপর
বোধ হয় না, এরূপ অপরাধির প্রাণ
ণ্ড করিলে তবে যথার্থ বিচার হই
এমত অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট সাহে
ব ঐ যবনকে কোর্ট মার্সেলের বিচা
রাধীনে অর্পণ না করিয়া তৎপ্রতি
একমাস করাবাস দণ্ড বিধান করিয়া
ছেন এই কথাতেই প্রাগুক্ত সংবাদ
অলীক জ্ঞান হইতেছে।

অশেষ গুণসম্পন্ন সদ্বিদ্বান দয়া
বান শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ
মহাশয়ের হৌসের মুৎসদ্দী সদাশয়
ও পরোপকারি শ্রীযুত বাবু রাখাল
চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুরোহিত বিজ্ঞ
বর শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তে এক দারুণ
ব্রণ অর্থাৎ পশ্চিমে ঘা হওয়াতে
প্রায় তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া
ছিল, অনেক প্রকার ঔষধি সেবন
করিয়াও ঐ ক্ষত আরোগ্য হয় নাই,
অবশেষে মেডিকেল কালেজের সু
যোগ্য চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর ওয়ে
ব সাহেব এবং কলুটোলা নিবাসি
গুণরাশি শ্রীযুত বাবু সাতকড়ি দত্ত
তথা শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ
মহাশয়ের সুচিকিৎসায় শিরোমণি
মহাশয়ের দীর্ঘকালের ক্ষত যা আ
রোগ্য হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা
হইয়াছে, উক্ত শ্রীযুত বাবু রামগো
পাল ঘোষ মহাশয় ঐ ব্রাহ্মণের
প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অনেক ব্যয় ও
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়,
শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্টেট গব
র্ণমেণ্টে জানাইয়াছেন যে উক্ত নগর
রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট দুই শত ইউরো
পীয় সেনা তথায় প্রেরণ করেন, এ
কথাও সম্ভবপর বটে, কেননা শ্রীরাম
পুরের অপর পার চাণকে দুই তিন
সহস্র সিপাহি আছে, যদিও তাহার
দিগের নিকটে অস্ত্র শস্ত্র নাই, তথা
চ তাহারদের সংখ্যা অধিক, এপ্রযু
ক্ত রিক্তহস্তে আক্রমণ করিলেও শ্রী
রামপুর লুণ্ঠন করিতে পারে, আম
রা ভরসা করি শ্রীযুত গবরনর জেন
রল বাহাদুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের
প্রার্থনামত শ্রীরামপুর রক্ষার্থ কিছু
সেনা প্রেরণ করিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সং
বাদ আসিয়াছে, আজিমগড়ের ইউ
রোপীয় সেনারা সংপ্রতি তথাকার
বিদ্রোহিদিগের সহিত এক যুদ্ধ
করিয়াছিল, তাহাতে অনেক বিদ্রো
হি নাশ হইয়াছে।

যমুনা নামক ষ্টিমর ৫০ জন মে
রিণ সেনা ও ৮ টা তোপ এবং ৬
জন মেরিণ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর লই
য়া আলাহাবাদ যাইতেছে, ঐ ষ্টিমর
এক প্রকার যুদ্ধজাহাজ হইল।

জব্বলপুর হইতে সংবাদ আসি
য়াছে যে তথাকার প্রায় ১০০ ইংরা
জ কমিস্যনরী গৃহে অবস্থান করি
তেছেন, ৫২ সংখ্যক দেশীয় পদাতি
ক সেনাদল জব্বলপুরে আছে, কিন্তু
তাহারদের প্রতি বিশ্বাস করা যায়
না।

পাটনা নগরের ষড়যন্ত্রি যবনেরা
প্রায় সকলেই ধৃত হইয়াছে, পাটনা
নিবাসি বিখ্যাত ধনি মীর গাধিয়ার
যবনের পুত্র আবদুল লুটীফ ধরা
পড়িয়াছে, সেসন জজ সাহেব তা
হার বিচার করিতেছেন, বোধ হয়

তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। দানাপুর ও মুজফরপুর, গয়া ইত্যাদি জিলার শান্তি ভঙ্গ হয় নাই।

মেদিনীপুরের সংবাদদাতা লেখেন তথাকার সেনারা কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করে নাই, তথাকার ইংরাজেরা নির্ব্বিঘ্নে আছেন, নদী সকল জলপূর্ণ হইয়াছে, বাণিজ্য কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

ডাএমণ্ড হারবরে যে সামাফোর আফিস আছে তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে।

নেপাল রাজমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জং বাহাদুর গবর্ণমেণ্টকে যে তিন সহস্র গুরখা সেনা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা অযোধ্যা নগরে উপনীত হইয়াছে, অতএব অযোধ্যা নগর রক্ষা বিষয়ে আর কোন চিন্তা নাই, জেনরল হেবিলক সাহেব এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া বিটোর অধিকার করুন।

দিল্লী হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয় স্যার জন লরেন্স সাহেব যে পাঁচ সহস্র পঞ্জাবী সেনা অনেক যুদ্ধদ্রব্য সহিত দিল্লী নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা দিল্লীর নিকটে উপনীত হইয়াছে, উক্ত নগর ত্বরায় সমভূমি হইবেক।

মেজর জেনরল স্যার জেমস ঔট রাম সাহেব ৫।৭ দিনের মধ্যে কলিকাতায় উপনীত হইবেন, ৯ জুলাই দিবসে তিনি বোম্বাই-বন্দরে জাহাজারোহণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ ও কলিকাতার মধ্যে এক তাড়িত বার্ত্তাবহ শ্রেণী স্থাপন করণার্থ গবর্ণমেণ্ট উদ্যুক্ত হইয়া কোন্ কোন্ স্থান দিয়া তার বসাইতে হইবেক তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ এক জন পেন্সনভোগী মিলেটরী আফিসর নিযুক্ত করিয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক লেখেন, মহারাজ হোলকর বাহাদুরের উৎসাহে বা পরামর্শে তাঁহার সেনারা বিদ্রোহি হয় নাই, বরঞ্চ মহারাজ বাহাদুর সেনাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেনারা তাঁহার আজ্ঞা হেলন পূর্ব্বক রাজদ্রোহি হইয়াছে।

কটকের সংবাদদাতা লেখেন, কটক জিলার অন্তঃপাতি ডোমপাড়ার অপ্রাপ্তব্যবহার রাজপুত্র কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব রাজপুত্রের হিতার্থে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজনগরে কলিকাতার ন্যায় বলণ্টিয়ার মিলিসিয়া সেনাদল স্থাপিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, উক্ত জিলার মধ্যে তণ্ডুলাদি সমস্ত ভোজ্য অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে, চুরী ডাকাইতিও অনেক হইতেছে, কিন্তু বিদ্রোহিতার আশঙ্কা নাই।

মেদিনীপুর হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয় তথাকার জেলখানা হইতে ৩ জন কয়েদি পলায়ন করিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেক সন্ধানে একজনকে ধৃত করিয়া ত্রিংশৎ বেত্রাঘাত করিয়াছেন এবং তাহার কারাভোগের যে মিয়াদ আছে তদতিরিক্ত ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন, অপর দুই জন ধৃত হয় নাই।

বর্দ্ধমানের কালেক্টরী খাজানা খানা রক্ষার্থে যে সকল সিপাহি ছিল তাহারদিগের পরিবর্ত্তে পুলিস চাপরাসিরা ধনরক্ষক হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধীশ্বর বাহাদুর যে কয়েকজন ইউরোপীয় খালাসি লইয়া গিয়াছেন তাহারা রাজ শয়নাগারে ও নগরের স্থানে স্থানে প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ভ্রম সংশোধন।

গত দিবসীয় পত্রে "ওরিএণ্টল ডিবেটিং ক্লব" নামক সভা বিষয়ক যে বিজ্ঞাপন ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, এমত লিখিত হয়, এই স্থলে তাহা না হইয়া ইংলিসম্যান পত্রের পরিবর্ত্তে কলিকাতা গেজেট হইবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৮৮৩ সংখ্যা] সোমবার ১৩ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে ইকুটিপক্ষ ফাইরাইফেসিয়াস নামক পরওয়ানায় কমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার সুতানুটি পাথুরিয়া ঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা পরিবারের বসতি বাটী নম্বর (৪৪ এবং ৪৩,১) যাহা তিন মহলে বিভুক্ত, ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্যের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ।

কলিকাতা।
২৪ জুলাই ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্যগৃহে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মৃত হাজি মৃজা মেহেদি স্পাহানি যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার একজন মহম্মদীয়ান প্রজা ছিলেন, তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির লেটর্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার উল্লেখিত মহানগর কলিকাতার কলুটোলা নিবাসিনী ফতেমা বেগমের প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী হয়েন, ঐ আবেদন পত্রের সমভিব্যাহারে তাঁহার শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে।

PAUL & CARRUTHERS.
Proctor.
পাল এণ্ড কেরুথর্স।
উকীল।

কলিকাতা।
৪ জুলাই ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার চাঁপাতলা নিবাসি শত্রুঘ্ন দাস যিনি হরিমোহন দাস

নামে বিখ্যাত ছিলেন, মৃৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন তাঁহার শেষ উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির প্রতি কর্ত্তৃত্ব করণের ভার অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীমতী সীতামণি দাসী, ভরতচন্দ্র দাস এবং গোপালচন্দ্র দাসের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারাই তাঁহার শেষ উইল পত্রে অভিরূপে উল্লেখিত হইয়াছেন, অতএব মৃত ব্যক্তির বিষয় ও বিভবাদির প্রতি যাঁহারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অছিদিগকে তাহা জানাইবেন এবং মৃত ব্যক্তির বিষয়ে যাঁহারা ঋণি আছেন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহারদিগের নিকটে আপনা পন ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON,
Proctor.

টি, সেরিংটন।
উকীল।

কলিকাতা।
৬ জুলাই ১৮৫৭।

সংবাদ সুধাকর

১৩ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

প্রায় এক বর্ষ অতীত হইল অযোধ্যার রাজমাতা ভ্রাতা পুত্রাদি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, অদ্যাপি উদ্দিশ্য সিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না, কেবল গতায়াতের ও লণ্ডন নগরে দীর্ঘকাল বাসের বাহুল্য ব্যয়মাত্র সার হইল, অযোধ্যা-রাজ বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক জনীকে বিলাত পাঠাইয়া রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির প্রবলা আশালতা হৃদয়ে রোপণ করিয়া প্রতীক্ষণ পরিজনগণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু বিধি কর্ত্তৃক যে লোক বিড়ম্বিত হয় তাহার প্রত্যাশার প্রতিকূল ফলই সর্ব্বদা ফলিয়া থাকে, অযোধ্যারাজই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থল, অদৃষ্ট বিপাকে ও বিবেচনা দোষে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া অবশিষ্ট যে সঞ্চিত ধন ছিল তাহা দুরাশার দাস হইয়া বিলাত আপীলে পর্য্যবসান করিলেন, জীবনমাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহাও লইয়া টানাটানী হইতেছে, তিনি যে বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছেন, জগদীশ্বরেচ্ছায় নিষ্কণ্টকরূপে তাহা কাটিয়া উঠিয়া মস্তক বাঁচাইতে পারিলেই বিস্তর লাভ জ্ঞান করিবেন, পুনঃ সিংহাসনারূঢ় হওয়া মাথায় থাকুক। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা অদ্যাপি এ সকল বিপদ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারা তথায় স্বচ্ছন্দে আছেন এবং বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া ফ্রান্সরাজ্য ভ্রমণে গমন করিয়াছেন, যে টাকা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, রাজাকে পুনরায় টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন, রাজা সেই পত্র প্রাপ্তে জেনরল ত্রেজুরিতে প্রায় পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রা ন্যস্ত করিয়া গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন যে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। লার্ড বাহাদুর রাজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার ধনাধ্যক্ষকে ঐ টাকা রাজমাতাকে প্রদান করিতে লিখিয়াছেন।

জনরবে শুনা যায় নির্দ্দয় কৃতঘ্ন নানা সাহেবের ৫০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ, তদ্ভিন্ন রাজ্যও অনেক আছে, গবর্ণমেণ্টের উচিত দুরাত্মার রাজ্য ও টাকা সরকারে জব্দ করিয়া লন, বিদ্রোহিতা বিষয়ক যে নূতন আইন প্রচার হইয়াছে তাহাতেও এমত বিধান আছে, বিদ্রোহিদিগের সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট হরণ করিবেন। কিন্তু সম্পত্তি জব্দ করিলেই কি তাহার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবেক? কদাচ নহে, ঐ পাষণ্ড নরাধম যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড করিলেও উচিত দণ্ড বিধান হইবে না, প্রতিদিন তাহার এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া প্রাণাবশেষ করিলে একদিন তাহার গুরুতর পাপের সঙ্গত দণ্ড হইতে পারে, কিন্তু কৃপাপূর্ণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এরূপ দণ্ড বিধানের আজ্ঞা দিবেন এমত বোধ হয় না। যবনেরা এপ্রকার অপরাধিদিগের প্রতি উচিত দণ্ড বিধানের উপযুক্ত পাত্র, তাহারদের শরীরে করুণার লেশমাত্র নাই, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত, নানা সাহেব ধৃত হইলে কতিপয় যবনকে তাহার শাস্তা স্বরূপে নিযুক্ত করেন।

পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ সিপাহিরা যেমত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল এইক্ষণে তেমনি শাস্তি পাইতেছে, জেনরল হেবিলক সাহেবের অধীনে কতকগুলীন দেশীয় ইরেগুলর অশ্বারোহি সেনা আছে তাহারা যুদ্ধ সময়ে জেনরল সাহেবের আজ্ঞামত বিদ্রোহিদলের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবায় বলদক্ষ সেনানায়ক সাহেব তাহারদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কুলী মজুদিগের কর্ত্তব্য মৃত্তিকা খনন, বন ছেদন, শিবির সংস্থাপন ইত্যাদি নীচকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাষণ্ডেরা প্রাণভয়ে তাহাই করিতেছে, অতএব যেমন কুকুর তাহার উপযুক্ত মুদ্গর হইয়াছে।

"বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটী" নামক সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় উক্ত সভার ধনাধ্যক্ষ ও সেক্রেটরী শ্রীযুত মেং আর, বি, চ্যাপম্যান সাহেবের অনুমত্যনুসারে "চকমকি বাক্স ও অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র" বিষয়ক দুইটী মনোরঞ্জক উপাখ্যান ইংরাজী ভাষার পুস্তক হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তাহার একখণ্ড আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, গল্প দুইটী পাঠ করিলে আমোদ জন্মে, ভাষাও সরল বটে, এবং মূল্য যত কম হইতে পারে তাহা হইয়াছে, অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ৴০ আনা মাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানী বালকদিগের বিশেষ চিত্তরঞ্জিনী হইবেক এবং রচনা প্রণালী দৃষ্টেও তাহারা ভাষা জ্ঞান পাইবেক, তাহাতে বোধ হয় এ পুস্তক সাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে।

---

২৫ জুলাই দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, ফ্রেঞ্চ অধিকার পণ্ডিচারী নগরের জবনেরাও বিদ্রোহিতা সূত্র তুলিতেছে, তথায় ২৫।৩০ জনের অধিক সেনা নাই, তাহাতে উক্ত নগরের গবরনর সাহেব এবং যাবতীয় ফ্রান্স দেশীয় লোকেরা সচিন্তিত হইয়া কিছু অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদের নিমিত্ত মান্দ্রাজের গবরনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে লার্ড হারিস সাহেব কতকগুলীন বন্দুক ও গোলা বারুদাদি পণ্ডিচারীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। চীন দেশে যে সকল ফ্রেঞ্চ সেনা প্রেরিত হইয়াছে, ঐ সকল সেনাদিগকে অগ্রে পণ্ডিচারীতে আনিবার জন্য গবরনর সাহেব সেনাধ্যক্ষ সাহেবকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রতি জেনরল হাবিলক সাহেবের পত্র।

"ক্যাম্প কাণপুর। ২১ জুলাই।

নানা সাহেবের সেনারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানাদিগে পলাইয়া গিয়াছে, আর গঙ্গা পার হওনের কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, আমরা বিটোরের রাজবাটী ও মেগেজিন দাহ করিয়া দিয়াছি, ষোড়শ হস্ত্যাশ্ব উষ্ট্রাদি পশু আনিয়াছি এবং অযোধ্যা গমনীয় পথে ৫ টা তোপ সহিত কতকগুলীন ইউরোপীয় সেনা রাখিয়াছি।

ব্রিগেডিয়ার কফিন সাহেব সেকন্দরাবাদ হইতে লিখিয়াছেন, অদ্যাপি উক্ত স্থানের শান্তিভঙ্গ হয় নাই, তথাকার সিপাহিদিগের প্রতি কোন প্রকারে অবিশ্বাস করা যায় না।"

শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত অনরেবিল মেং কালবিল সাহেবকে লিখিয়াছেন, দিল্লী অধিকার হইলেই তিনি দিল্লীর রাজা ও রাজপরিবারকে কারাবদ্ধ করেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করণ বিষয়ক আশ্বাস দিবার প্রয়োজন নাই।

নবাব সিউদ্দৌলা কি জন্য হঠাৎ কটক গমন করিয়াছেন, গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবকে তদ্বিষয়ের তদন্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন।

মেজর জেনরল শ্রীযুত স্যার জেম্স ঔটরাম সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়াছেন, পারস্য-যুদ্ধে নিযুক্ত যে সকল সেনাপতি যুদ্ধ সময়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত উপাধি ও উচ্চপদ প্রদান করেন।

কটকের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন উক্ত দেশে সর্ব্ব প্রকার আহারীয় দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়াছে, কৃষকাদি সামান্য লোকেরা যৎপরোনাস্তি

কষ্ট পাইতেছে, অতি বর্ষাতে ইতি মধ্যেই নদী সকল পরিপূর্ণা হইয়া উঠিয়াছে।

গত গুরুবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, অযোধ্যার চতুর্দ্দিগে প্রায় দ্বাবিংশতি সহস্র বিদ্রোহি সেনা একত্র হইয়া স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছে, কিন্তু রেসিডেন্সি আফিস গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহারদের গোলা গুলি ক্যাপ বারুদ পর্য্যবসান হইয়াছে, এইক্ষণে বারুদ প্রস্তুত করণ জন্য সোরা অন্বেষণ করিতেছে, এবং অনেকে ভগ্ন সাহস হইয়া স্ব স্ব দেশে চলিয়া যাইতেছে, কয়েকটা খোরদা রাজা তাহারদিগের সহিত যোগ দিয়া থাকিবেক, কিন্তু রাজা মানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজারা তাহারদিগের সহায় হয়েন নাই।

---

৮৬ সংখ্যক দলের ২৫০ জন সেনা ৬ জন আফিসর ১০ জন সরজেণ্ট এবং ৬ সংখ্যক দলের ৩০০ সেনা ১০ জুলাই দিবসে বোম্বাই হইতে মৌননগরে যাত্রা করিয়াছে।

ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হয় দামাদর নদের জলবৃদ্ধি হইয়া তারকেশ্বরের নিকট কতিপয় গ্রামের সমস্ত শস্য নাশ হইয়া গিয়াছে।

দিল্লীর বিদ্রোহি সেনারা বিরিয়ার বিদ্রোহিদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা অপর স্থানে ধরাপড়িয়াছে।

দারজিলিং পাহাড়ে সর্ব্বদা কিছু কিছু ইউরোপীয় সেনা থাকিবে, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব গবর্ণমেণ্টে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

রিউয়া রাজ্যের মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাবহের তার স্থাপন জন্য উক্ত রাজ্যের মহারাজ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়া তিনি ঐ তার স্থাপনের ব্যয়ের অংশ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ ও নাগপুর রাজ্য মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাবহের তার প্রোথিত হইবে, গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ কার্য্যের নিমিত্ত ১৬০০ টাকা প্রদানের আজ্ঞা দিয়াছেন।

কর্ণালের রাজা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্বীয় সেনা প্রেরণ করিবায় গবরনর জেনরল বাহাদুর উক্ত রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ নগরে দুই দল সেনা বলণ্টিয়র হইয়াছে, তাহারদিগকে কলিকাতায় আনয়নার্থ কতিপয় জাহাজ প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ এবং কুরিয়র পত্র সম্পাদক লেখেন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রেসিডেন্সির দেশীয় সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

পুনা আবজরবর পত্র সম্পাদক লেখেন লার্ড এলজিন সাহেব, লার্ড কেনিং বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ কলিকাতায় আসিবেন।

বোম্বাই গেজেট পত্র সম্পাদক লেখেন সুরাট, বেরুচ, বরোদা এবং আমেদাবাদ নগরে কোন গোল যোগ উপস্থিত হয় নাই।

পণ্ডিচারির ফ্রেঞ্চ কর্ম্মচারিরা মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্দুক গোলা গুলি চাহিয়াছিলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে ১৩ সিন্ধুক বন্দুক ও কতক গোলা গুলি ক্যাপ বারুদ পণ্ডিচারী নগরে পাঠাইয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব হিজিলির নিমক এজেণ্ট সাহেবকে তাঁহার আফিস সহিত কলিকাতায় উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বর্ষাকাল ব্যাপিয়া তাঁহার আফিস রাজধানীতে থাকিবেক, শীতঋতু প্রারম্ভে পুনরায় হিজিলিতে যাইবেক।

হিমালয়া ফ্টিমর সেনা আনয়নার্থ দুই এক দিনের মধ্যে সোএজে যাইবেক।

সাঁওতাল প্রদেশের অন্তর্গত ধূমকা বৌসি প্রভৃতি তিন চারি স্থানে এক এক ডাকঘর স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

☞ এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যজ্জাম মতন্দ্রমীলদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

☞ এইপত্রের ত মূল্য ১০টাকা। ৈ খের প্রথম দি পত্রের মূল্য ১ তদ্ব্যতীত আর মাসের প্রথম দি পত্রের মূল্য ।।০ ৩ অগ্রিম ৬ টাকা

৫৮৮১ সংখ্যা] শুক্রবার ১০ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার পুরাতন চিনাবাজারের ২৮ নম্বরের আমার কাঠরার দোকান আমি অদ্য বিক্রয় করিলাম, অতএব যে কোন ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি তাঁহারা পাওনার হিসাব পাঠাইবেন এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট ঋণি আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা এককালে তত্তাবৎ অর্পণ করিবেন।

শ্রীজগবন্ধু রায়।
কলিকাতার চিনাবাজারস্থ
২৮ নম্বর কাঠরার দোকানের
পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ।

কলিকাতা
নম্বর ২১৯
পুরাতন চিনাবাজার
২২ জুলাই ১৮৫৭সাল

বিজ্ঞাপন

মহানগর কলিকাতার পুরাতন চিনাবাজারস্থ ২৮ নম্বরের কাঠরার দোকান যাহা এতাবত শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু রায়ের অধিকারে ছিল, অদ্য হইতে তাহার কর্ম্ম নিম্ন লিখিত ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পাদিত হইবেক যে হেতু তিনিই তাহার অধিকারী হইলেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
২২ জুলাই ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হইতে নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করিলে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিশেষের নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত কমিসন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক উক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমুদয় অন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকেন, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত রাজি পুস্তক সকল এবং বা নানাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত র পুস্তকাদির তালিকা বিতরণা স্তুত আছে, যে কোন মহাশয়ের বশ্যক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাই প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রে
অধ্যক্ষগণ।

আফিস। ৮৬ নং ভবন।
কালেজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
কলিকাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট লডাঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানু সমাজ দ্বারা যে যে পুস্তক প্র হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত সকল আমারদিগের নিকট বি প্রস্তুত আছে, এই সকল পুস্তক ত করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের কারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য

করিয়াছেন, একারণ সকলেই
বৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয়
তেছেন, এবং আমরা ভরসা
যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহা
আমারদিগের নিকট হইতে
করিবেন।

কের নাম—	মূল্য
ক্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ স্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	৷৵০
ন এবং বর্জিনীয়ার ন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	৷৵০
াদসার খানি চিত্রযুক্ত	৷০
সপিয়র কৃত গল্প	৶০
ারম্য পাঠ	৶০
কথা	৷০
া প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৵০
রূপী রাজপুত্রদিগের ষ	৷৴১৫
র খালের বিবরণ খানি চিত্রযুক্ত	৷৴১০
শোকপ্রাপ্তা নী মাতা	১৫
ট কৈলাস এবং কৈলাস	৷০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

বিজ্ঞাপন

"ওরিএণ্টল ডিবেটিং ক্লব" না
সভা যাহা ওরিএণ্টল সেমিনরি
তিন বৎসর হইল সংস্থাপিত হয়
র কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন
তছে। ১৫ জুলাই দিবসীয় ইং
্যান পত্রে উক্ত সভার স্থানান্ত
হওয়ার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ
তাহা সংপূর্ণ অলীক।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে সভার আয় ব্যয় বিষয়ক কোন বিশেষ বিবেচনা জন্য আগামি ১২ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ন ৪ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন

"An English and Bangalee *Vocabulary of the Chambers' Rudiments of Knowledge*"

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক ছাপা হইয়া বাউণ্ড হইতেছে যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরিতে অথবা কালেজ ষ্ট্রিট নিউইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন, মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা।
২০ জুলাই।

সংবাদ প্রভাকর

১০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

রণদক্ষ সেনাপতি জেনরল হেবিলক সাহেব কাণপুর অধিকারান্তে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া তথা হইতে অগ্রে অযোধ্যা নগর রক্ষার্থে যাইবেন কিম্বা বিটোর অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল, কেননা যদি অগ্রে অযোধ্যা গমন করেন তবে দুরাত্মা নানা সাহেব পুনরায় সসৈন্যে কাণপুরে আসিয়া পথাবরোধ করিবেক, যদি অগ্রে বিটোর যান তাহা হইলেও বিদ্রোহিরা অবকাশ সময় পাইয়া অযোধ্যা নগর অধিকারে যত্ন করিবেক, বিটোর নগর সহজেই দুর্গম্য, তাহাতে নানা সাহেব তথাকার দুর্গ আরো সুদৃঢ় করিয়াছে, তাহা অধিকারে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হইবেক, ঐ কালের মধ্যে অযোধ্যায় বিদ্রোহিরা দলপুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও জেনরল হেবিলক সাহেবের অগ্রে বিটোর অধিকার করা উচিত, কেননা শত্রুর শেষ রাখা উচিত নহে, বিটোর নগর অধিকার পূর্ব্বক নানাকে ধৃত বা তাড়িত করিতে পারিলে কাণপুরের পথ মুক্ত থাকিল, কলিকাতা হইতে সেনা সকল যেমত আলাহাবাদে পঁহুছিবেক, ঐ সকল সেনা অমনি অপ্রতিবাধে কাণপুর ও অযোধ্যা প্রদেশে যাইতে পারিবেক, আর যদি বিটোর ত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যায় যান তবে বিদ্রোহিরা কাণপুর পুনরধিকার পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিবেক, আলাহাবাদ হইতে নূতন সেনা সকল অযোধ্যা যাইতে পারিবেক না। আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি যে রণদক্ষ সেনাপতি হেবিলক সাহেব এতদিন বিটোর নগর আয়ত্ত করিয়া বিশ্বাসঘাতক নানা সাহেবকে ধৃত বা নির্জ্জিত

রিয়াছেন, সিংহ সমীপে শৃগাল
খ কতক্ষণ পরাক্রম করিতে পারে?
ক্ষণে এসন্দেহ নিরসন হইয়া গেল
জনরল হেবিলক সাহেব অগ্রে বি
টার জয় পূর্ব্বক বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ
াগে গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিয়াছেন,
য়ে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা গেল।

প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রতি
জেনরল হেবিলক সাহেবের
পত্র।

উনি নবাবগঞ্জ ২০ জুলাই ১৮৫৭।

"বিদ্রোহি সেনারা নানা সাহে
র সঙ্গ ত্যাগ করিবায় দুরাত্মা বি
টার নগর ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন
রিয়াছে, ২১ জুলাই দিবসে আমার
ন সেনারা স্বচ্ছন্দে বিটোর অ
কার করত রাজবাটীতে অগ্নি
াগাইয়া দিয়াছে, নগরবাসি লো
রা কোন প্রতিবাধ করে নাই,
র মধ্যে ত্রয়োদশ তোপ ছিল
হা আমি গ্রহণ করিয়াছি, জেনর
নীল সাহেব অনেক গোরাসেনার
হিত আমার সঙ্গে যোগ দিয়া
ন।

লক্ষ্ণৌ নগর এক্ষণে নিরাপদে
াছে।"

"ওরিএণ্টল ডিবেটিং ক্লব" নামক
া বিষয়ক যে বিজ্ঞাপন ইংলিস
ান পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তাহা
আমূল বৃত্তান্ত আমরা কোন বন্ধু
শেষের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম,
ক্ত সভার কতিপয় সভ্য বিবাদ
রিয়া অন্য স্থানে আর একটী উক্ত
মে সভা করিয়াছেন। এই কার্য্য
দ্বিবেচনামূলক হয় নাই, যেহেতু
রিএণ্টেল সেমিনরির ছাত্রেরা উক্ত বিদ্যালয়ের গৌরব বর্দ্ধন ও আপনাপন জ্ঞানানুশীলনের নিমিত্ত সভা সংস্থাপন করিয়া অতিশয় পরিশ্রম সহকারে তিন বৎসর কাল যাবৎ সভা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, আগামি শনিবার যামিনীতে তৃতীয় বাৎসরিক সমাজ হইবেক, ঐ সময়ে বিবাদ উপস্থিত করিলে বিবাদিরাই হাস্যাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। কালিদাস নাম হইলেই যে কবি হয়, অন্য নাম রাখিলে হয় না এমত নহে, অতএব বিবাদিরা অন্য নামে নূতন সভা সংস্থাপন করিতে পারেন, সমাজ সংস্থাপন বিবাদের নিমিত্ত নহে, যাহাতে স্বদেশের ও সজাতির মঙ্গল উন্নতি হয় তাহাই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইংলিসম্যান পত্র সম্পাদক গত বুধবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন, মহরম পর্ব্ব সময়ে এতন্নগরবাসি যবনেরা গোলযোগ উপস্থিত করিতে পারে, অতএব গবর্ণমেণ্ট অগ্রসূচি নগরবাসি নেটিব অর্থাৎ এতদ্দেশীয় হিন্দু মুলসমান প্রভৃতি লোকদিগের গৃহে যে সকল অস্ত্র আছে তাহা কাড়িয়া লউন। ইংলিসম্যান সম্পাদকের এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বটে, অতএব গবরনর জেনরল বাহাদুর তদ্বিষয়ে ঔদাস্য করিবেন না।

একজন মেতর সুরাপানোন্মত্ত হইয়া টাকশালের সম্মুখস্থ পথে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কথা কহিয়াছিল, টাকশালের কোন সাহেব কর্ম্মচারী ঐ কথা শুনিয়া মেথরকে ধরিয়া চৌন মেজর সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

বাগবাজারের কোন নরদমায় এক মৃতদেহ পতিত ছিল, পুলিস প্রহরিরা ঐ দেহ পুলিসে প্রেরণ করিয়াছে, ঐ মৃতদেহে কোন অস্ত্র চিহ্ন ছিলনা।

গত মঙ্গলবাসরীয় সুপ্রিম কোর্টের সেশনে সকল জুরিরা উপস্থিত হয়েন নাই, এবং যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অপরাহ্নে আসাতে শ্রীযুত আরথর বুলার সাহেব অনুপস্থিত জুরিদিগের প্রত্যেকের ১০০ টাকা এবং উপস্থিত জুরিদিগের মধ্যে কয়েকজনের ২০ টাকা করিয়া দণ্ড করিয়াছেন।

দূরবীক্ষণ, সুলতানী আকবর ও সমাচার সুধাবর্ষণ, এই তিন পত্র সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইটী বিল ঐ দিবস গ্রাহ্য হইয়াছে, আগামি সোমবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক।

হিমালয়া নামক যে বাষ্পীয় তরীতে মহারাণীর ৯ সংখ্যক সেনাদল আসিয়াছে, ঐ ষ্টিমরের ন্যায় বৃহৎ নৌকা কখন এদেশে আইসে নাই, ঐ নৌকার দীর্ঘতা ৩৭৫ ফিট, পরিসরও তদ্রূপ, ৩৪০০ টন দ্রব্য এক কালে বোঝাই হয়, ঐ জাহাজ দ্বারা ৯০০ গোরা আনীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে একবারে তিন সহস্র সেনা আসিতে পারে।

এই নগরবাসি নীলমণি দত্ত নামক ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিবায় পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ১৮ মাসের জন্যে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন,তাহাতে ঐ ব্যক্তি কারাবাস ক্লেশ অসহ্য জ্ঞানে আত্মনাশ করিয়াছে।

জনরব শুনা যায়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিদিগকে ৪০ সহস্র সেনা ভারতবর্ষে পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সংবাদ পাইয়া আপাততঃ দশ সহস্র সেনা পাঠাইয়াছেন, তাহারা ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিবে. কমিস্যরিএট কর্ম্মচারিরা তাহারদিগের ভোজ্য-দ্রব্য বস্ত্র ও তাম্বু ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব টৌন হালগৃহ পরিষ্কার করণার্থ পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন।

২০ জুলাই দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, সগরের ডাকমুন্সি গবর্ণমেণ্টের কয়েকখান পত্র খুলিয়া তাহার গুপ্ত মর্ম্ম বিদ্রোহিদিগের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিল, এই অপরাধ প্রকাশ ও সপ্রমাণ হইবায় ঐ ব্যক্তির ফাঁসী হইয়াছে।

সোমবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, বিটোরের সরদার নানা সাহেব প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয় স্ত্রী বালকদিগকে স্বীয় বাটীতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, অনুমান হয় বিদ্রোহিরা পরাভূত হইলে তিনি ঐ সকল স্ত্রী বালকদিগকে মুক্তি দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্ম-জীবন ভিক্ষা লইবেন, কিন্তু তিনি যে প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কদাচ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করেন।

মান্দ্রাজ হইতে বিস্তর বন্দুক তলবার গোলা বারুদ প্রভৃতি সমর সামগ্রী ও তাম্বু ইত্যাদি এবং মহারাণীর ৪০।৫০ সংখ্যক সেনাদল কলিকাতায় আসিবেক।

যশোহর জিলার কোন নীলকর সাহেব লিখিয়াছেন উক্ত জিলার অনেক নীলকুঠিতে নীল উত্তম জন্মিতেছে, বর্ত্তমান বর্ষে নীলকর কৃষিরা প্রচুর লাভ করিবে কেননা বিদ্রোহিতা উৎপাতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সমস্ত নীলকুঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং গত বর্ষাপেক্ষাও এবর্ষে নীল উচ্চদরে বিক্রয় হইবেক।

অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর স্যার হেনিরি লরেন্স সাহেব নিহত হইবায় মেজর ব্যাঙ্কেস সাহেব অযোধ্যারাজ্যের আস্থীং প্রধান কমিস্যনর ও তথাকার সেনানিচয়ের প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

নিম্নস্থ পদ্যাবলি সংশোধনান্তে ভবদীয় বিশ্বমান্য প্রভাকর পত্রে প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

কোন প্রাচীন ব্যক্তির খেদোক্তি।

পদ্য।

প্রফুল্ল কুসুম সম. যৌবন সময়।
সে সময়ে হতো কত, সুখের উদয়॥
যুবতীর প্রেমরস, পীযূষ সমান।
কোতু ক্ষুধ হরিতাম, করিতাম, পান॥
এখন দুখের কথা, কব আর কারে।
হয়েছে সকল শেষ, কালসহকারে॥
বিরলে বসিয়া তাই, ভাবি অনিবার।
হায় হায় কোথা গেলো, সে কাল আমার॥

চলিত দশন পাঁতি, লোলিত শরীর।
পদ কর থর থর, নাহি হয় স্থির॥
ঘোর ঘন ঘন সম, বরণ সুন্দর।
এই যে চিকুর শিরে, ছিল শোভাকর॥
এখন কালের গুণে, প্রভেদ প্রকার।
ধরিয়াছে নীলাচল, ধবল আকার॥
নয়ন রয়েছে কিন্তু, জ্যোতি নাই তার।
হায় হায় কোথা গেলো, সে কাল আমার॥

যখন করেছি আমি, ধন উপার্জ্জন।
তখন অধীন ছিল, কত শত জন॥
অবিরত অনুগত, ছিল না অবশ।
তুষিত অমিয় ভাষে, মদীয় মানস॥
বিরলে বসিয়া তাই, ভাবি অনিবার।
হায় হায় কোথা গেলো, সে কাল আমার॥

সঁপিয়া পরের করে, আপন বিভব।
কেবল প্রবল ক্লেশ, করি অনুভব॥
অমাত্য বান্ধব কেহ, ফিরে নাহি চায়।
মনে মনে ভাবে এই, পাছে কিছু চায়॥
কদাচিত যতনের, আভাস না পাই।
অভিমানে তাহাদের, নিকটে না যাই॥
বিরলে বসিয়া তাই, ভাবি অনিবার।
হায় হায় কোথা গেলো, সে কাল আমার॥

শ্রীনবকুমার সেন
মোং খড়দহ।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

☞ এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট নং ৪২ ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নযুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবলিঃ॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৮৭৮ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৭ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে জ্ঞাপন করিতেছি যে সভার আয় ব্যয় বিষয়ক কোন বিশেষ বিবেচনার জন্য আগামি ১২ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ন ৪ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা সংকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হইতে নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করিলে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিশেষের নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত কমিসন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক উক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমুদয় অন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকেন, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত ইংরাজি পুস্তক সকল এবং বাঙ্গালা নানাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভাষার পুস্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে, যে কোন মহাশয়ের আবশ্যক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ।

আফিস। ৮৬ নং ভবন।
কালেজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
কলিকাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ দ্বারা যে যে পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল আমারদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে উক্ত সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের উপকারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, একারণ সকলেই এতাবৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয় করিতেছেন, এবং আমরা ভরসা করি যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহারাও আমারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন।

পুস্তকের নাম—	মূল্য
রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	।৵০
পাল এবং বর্জিনীয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	।৵০
সংবাদসার চারিখানি চিত্রযুক্ত	।০
সেক্সপিয়র কৃত গল্প	৶০
মনোরম্য পাঠ	৶০
বৃহৎকথা	।০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৵০
হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়	৴১৫
গঙ্গার খালের বিবরণ দুইখানি চিত্রযুক্ত	৴১০

পুত্রশোকপ্রাপ্তা দুখিনী মাতা	১৫
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস	৴০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

সংবাদপ্রভাকর

৭ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সূক্ষ্ম সূত্রাবলম্বনে যখন এই জগৎপাতার প্রণীত জগতের সমুদয় প্রাণি ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়া জগতের শোভা সৌন্দর্য্য সংরক্ষিত হইতেছে, যখন আমরা প্রতিনিয়তই অবলোকন করিতেছি যে সামান্য ক্ষুদ্রাকার বীজ সহকারে শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট বৃহদ্বৃক্ষ সৃজিত হইয়া মনুষ্যের অভীষ্ট-ফল প্রদান করিতেছে। অত্যল্প শোণিত, শুক্র সহযোগে মনুষ্য এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অসীম বুদ্ধিবলে অসামান্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতেছেন, তখন মনুষ্যের পক্ষেও সেই পরমেশ্বরের নিয়মাবলম্বনে স্বীয় কার্য্যের ফল প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, অতএব শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "হিন্দু পেট্রিওটিক সেমিনরি" নামক বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক ক্রমশঃ পরিমাণে তাহার উন্নতি প্রতীক্ষা করাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেমন শশি কলা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন তরুতলা ক্রমশঃ পরিমাণে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, যেমন শোণিত শুক্র সহকারে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত বিদ্যালয় নবাঙ্কুরিত তরুলতার ন্যায় সৃজিত, পুষ্পিত, মুকুলিত হইয়া ফলভরে অবনত হওনের উপক্রম হইয়াছে, যেমন বৃক্ষ গুণনিপুণ উদ্যান রক্ষকদিগের বারি সহকারে বৃক্ষাদি অভীষ্টফল প্রদান করে, সেইরূপ অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু পেট্রিওটিক সেমিনরির শিক্ষকতা পদে অভিষিক্ত হওয়াতে আমরা বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যালয় হইতে আশার অতীত ফল লাভের প্রত্যাশা করিতেছি।

পাঠকগণ! উক্ত বিদ্যালয় অধিক দিন সংস্থাপিত হয় নাই, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তথাকার সুশিক্ষা প্রণালী যেরূপ সুনির্ম্মল এবং ছাত্র সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আমারদিগের মনোমধ্যে এরূপ প্রত্যাশা জন্মিয়াছে যে অল্পকালের মধ্যেই এই হিন্দু পেটিওটিক সেমিনরির দ্বারা বিশিষ্টরূপে জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এদেশীয় বালকেরা বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত বারহিট নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ঐ বিদ্যালয়ে অল্প কালের মধ্যে অনেক বালক পাঠার্থ প্রবেশ করিবায় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সাঁওতাল প্রদেশের স্থানে স্থানে আর ৫। ৬ টী বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করিয়াছেন।

গত শনিবাসরীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয়, কলিকাতা নগরবাসি কোন মহাজন এক সহস্র বন্দুক বিক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল বন্দুক কে ক্রয় করিয়াছে তাহা প্রকাশ হয় নাই. পুলিস কমিস্যনর সাহেব এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করুন।

ভারতবর্ষের নূতন প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতা বলণ্টর মিলিসিয়া সেনাদলের রণ-নৈপুণ্য দর্শনে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রান্তরে গমন করিয়াছিলেন, এবং বলণ্টর সেনাদিগের সুশৃঙ্খলা দৃষ্টে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের যে সকল রিবার ক্লিনর আছে সেই সকল ক্লিনরে এক এক জন অতিরিক্ত আফিসর ও এক একটা তোপ রক্ষিত হইবেক, কিন্তু উপস্থিত বিদ্রোহিতা ব্যাপার সমাধা হইলে ঐ আফিসর ও তোপ উঠাইয়া লওয়া যাইবেক।

---

৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের এক কোম্পানি সেনা চট্টগ্রামে আছে, তাহারা বিদ্রোহি দিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

দমদমার ৫ সংখ্যক আর্টিলরি দলের তৃতীয় কোম্পানি সেনা অনতিবিলম্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবেক।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, মেং বিনাবেল নামক একজন নীলকর সাহেব কতকগুলি সেনা সহিত আলীগড় প্রদেশের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিদ্রোহি মর্দ্দন করিতেছেন, এবং যে যে গ্রামে বিদ্রোহি সেনাদিগের বাস আছে. এমত অনেক অনেক গ্রাম দাহ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বিদ্রোহিতা নিষ্পত্তি হইয়া গেলে যদি উক্ত নীলকর সাহেব জীবিত থাকেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিবেন সন্দেহ নাই।

আগ্রা, নাগপুর, পঞ্জাব, মিরাট জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা শুভাবহ বটে।

ইন্দোর রাজ্যের রেসিডেন্সি আফিস রক্ষার্থে মহারাজ হোলকর বাহাদুরের যে সকল তোপ-চালক ও পাদাতিক সেনা নিযুক্ত ছিল তাহারা বিদ্রোহিভাব ধারণ করিবায় ইন্দোর নিবাসি সমস্ত ইংরাজ বিবি বাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানে পলাইয়া আসিয়াছেন।

ইন্দোর প্রদেশ হইতে আগত পত্রান্তরে ব্যক্ত হয় মহারাজ হোলকর বাহাদুরের আদেশে এই বিদ্রোহিতা ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, যদি তাহা সত্য হয় তবে উক্ত মহারাজ বাহাদুর অনতিবিলম্বে রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুত হইবেন।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং।

প্রশ্ন।

অবনীমণ্ডলে যথার্থ সুখি কাহাকে বলা যায়?

উত্তর।

এই অবনীমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি যথার্থ সুখি, আর কোন্ ব্যক্তি অসুখি, তাহা সূক্ষ্মরূপে স্থির করা অতি কঠিন, কারণ প্রায় আপাততঃ তাবল্লোক বাহ্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া মানবদিগের সুখাসুখ বিচার করিয়া থাকেন, অতএব বাহ্য ভাবে লোক-সমূহের সুখকে বিবেচনা করিলে দুঃখকেই পরম সুখ বলিয়া উপলব্ধ হয়, ইহাতে সংশয় কিছুমাত্র নাই। আমরা যতক্ষণ একাকী কোন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া এই বিস্তারিত বিশ্বের বসতির ব্যাপার বিবেচনা করি, তখন আমারদিগের ইহা অবশ্যই প্রতীতি হয় যে ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সুখ অন্বেষণ করিতেছেন, ফলতঃ কেহই যথার্থ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না, ইহার কারণ আমরা স্থির করিতে অস্থির হইয়াছি। যৌবনকাল অবধি চরম পর্য্যন্ত মানবেরা সুখ অন্বেষণে ক্ষান্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর তাহার অভিলাষ বৃদ্ধি করিতেই থাকেন, যেরূপ নদ নদী সকল পর্ব্বতের নির্ঝর হইতে নির্ঝরণ হইয়া যতদূর প্রবাহিত হইতে থাকে ততদূর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে ভীষণ ভাব ধারণ করে, সেই এই সুখাভিলাষ ক্রমে ক্রমে উ প্রাপ্ত হইয়া আমারদের জীব কষ্ট ও ইষ্ট নাশক হইয়া উঠে, কেহ এতাদৃশ বিবেচনা করে পৃথিবীতে ধনি হইলে সুখলাভ ব, তাঁহারা ঈদৃশ বিবেচনা ক সামান্য বিবেচনা হারা হইয়া অকিঞ্চিৎকর ধন আশে পাপপ বদ্ধ হইয়া নিরন্তর চিন্তানলে হইতে থাকেন, কেহ কেহ এই ন্য সুখলাভের নিমিত্ত আপন প্রাণ ধনকে অপহেলন করিতে এবং মরণকে নিকট স্মরণ না ক ধন অন্বেষণ করেন, কিন্তু অর্থের কত অর্থ তাহা বিচার করিতে সামর্থ নহেন, অর্থ যে আমারদি র সুখাকর তাহা কুত্রাপি নহে, অর্থ হইতে অনেক অনর্থ হই সম্ভাবনা আছে ইহার সন্দেহ ন

পদ্য।

"অর্থের ভিতরে অর্থ, অনর্থের হেতু।
অসন্তোষ সাগরের, সেই মাত্র সেতু॥
তার পার যেতে আর, নাহি পারে কেউ
হেতু এই, সেতু ফুড়ে, উঠিতেছে ঢেউ

আর মহাত্মা লোকেরা এই অ অর্থ বলেন না, সুতরাং তাঁ মনের মধ্যে ধনের স্পৃহা রা না, ইহার এক জাজ্বল্যমান দৃ অদ্যাপিও গ্রীশ দেশীয় ইতিহ দেখা যাইতেছে, আমরা তাহার অনুবাদ করিলাম।

যখন লিড়িয়াধিশ্বর মহাবলস কৃযস আপন ভবনে মহাত্মা সো কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন ক তখন উক্ত নরেশ্বর ধনমদে মত্ত য়া উক্ত সোলানকে এইরূপ ব ছিলেন, যে তুমি আমাকে য

খ কহিতে পার কি না ? তাহাতে
জ্ঞ সোলান হাস্য করিয়া কহিলে
য আমি আপনাকে কোনক্রমে
ী কহিতে পারি না, বরং গ্রীক্
য় একজন দীন চাসা যাহার
শা অতিঅল্প সে তোমা হইতেও
ধক সুখী। তখন ঐ রাজা সোলা
ক ম্লানবদনে কহিলেন যে তুমি
মাকে সুখি-লোকদিগের মধ্যে
না করিতে পার কি না? তাহাতে
ান সোলান কহিলেন, হে অবো
ভূপাল! মানবেরা ইহলোকে
নক্রমেই সুখলাভ করিতে পারে
তবে চরমে পরম সুখ স্বচ্ছন্দতা
ভ করে, অতএব আপনি জীবিত
কতে কিরূপে আপনাকে সুখী
ংব? ইত্যাদি, অতএব ধনে যে
লাভ হয় তাহা কেবল প্রমাদ
য্য। আর যদি ধন থাকিলে সুখি
া যায় তবে সমুদ্রকে পরম সুখা
হতে হইবেক, কারণ তাহার নাম
াকর, অর্থাৎ তাহার গর্ভে নানা
অমূল্য নিধি আছে, অতএব ধন
নকালে সুখাকর নহে, তবে এক
স মনকে সুখাকর কহিলেও কহা
তে পারে। আর আমারদের
ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই
ঠানদী উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া
বিত হয়, ইহার অপর দৃষ্টান্ত প্রদ
করা বাহুল্য মাত্র। বিলাতবাসি
ুল বিক্রমবিশিষ্ট নরপতি পঞ্চম
নরি এরূপ কহিয়াছিলেন যে
ামার রজনীযোগে নিদ্রা হয় না,
র আমার মনে সর্ব্বক্ষণ ভয় বি
করে" অতএব হে পাঠকবর্গ!

বিবেচনা করুন, তিনি রাজা হইয়াও এতদ্রূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, তবে ধনকে কিরূপে সুখাকর কহিব? আর অন্যান্য দ্রব্য সকল ক্ষণ ভঙ্গুর, সুতরাং তাহারাও সুখাকর নহে। অতঃপর যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে যদ্যপি এই ব্যাপার সমূহ মানবদিগের সুখাকর নহে তবে কোন্ দ্রব্য হইতে আমরা এই ভৌতিক ভবনে সুখ প্রাপ্ত হইতে পরি? ইহাতে আমরা এই উত্তর প্রদান করিব যে ধর্ম্ম কেবল আমারদিগের ইহলোকে পরম সুখ হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মলাভ করিলে পরম সুখী হইতে পারিব। পরিশেষে এক টি উপমা প্রদর্শন করিতেছি যদ্দ্বারা মানবেরা যথার্থ সুখের আকর বুঝিতে পারিবেন। যখন রাজা যুধিষ্ঠির বনে তাঁহার চারি ভ্রাতাকে জল অন্বেষণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দ্রৌপদীকেও উক্ত কর্ম্মেপাঠান, তাঁহারদিগের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং পশ্চাৎ স্বয়ং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে দেখিলেন যে এক নিবিড় অটবীর মধ্যে এক তটিনীর তটে তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং সহধর্ম্মিণী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আর ঐ সরোসীর তীরে এক ধবলাকার বক বসিয়া রহিয়াছে। তিনি এবম্বিধ ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া জলপান করিবার জন্য ঐ সরোবরে নাবিলেন, কিন্তু তাহার জল স্পর্শ করিবামাত্র উক্ত বক এই রূপ কহিল, হে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির!

তুমি অগ্রে আমার চারিটী প্রশ্ন উত্তর করিয়া পরে বারি পান করিও, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবেক। এই কথা শ্রবণানন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বকরাজ! তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করিবেক তাহা ত্বরায় কর, আমি উত্তর করিতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ কপটবেশী বক কহিল, মহারাজ! "বার্ত্তা কাহাকে কহে? আশ্চর্য্য কি? পথ কাহাকে কহে? আর এই পৃথিবীতে সুখি কোন্ জন?" (উপরোক্ত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর আমরা এস্থলে প্রকটন করিব না, পাঠকেরা বনপর্ব্বে দেখিলে এ বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন,) চতুর্থ প্রশ্নের মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ উত্তর করিলেন যে, হে বকশ্রেষ্ঠ! যে লোক অঋণী, অপ্রবাসী, আর স্বাধীন হইয়া দিনান্তে শাক অন্ন ভোজন দ্বারা নিজ পরিবারকে পোষণ করেন, সেই লোক যথার্থ সুখী। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যমরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা সকলকে ও সহধর্ম্মিণীকে পুনর্ব্বার জীবিত করত নানাবিধ বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতএব অঋণী, আর অপ্রবাসী ও ধার্ম্মিক হইলে পর ইহলোকে পরমসুখী হইতে পারে ইহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু ধন, মান আর অন্য প্রকার বিষয় সকলে আমারদিগের কোনক্রমে সুখ হইতে পারে না।

শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষদাসস্য।
সাং——পাণিহাটী।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোপোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম্য মতন্দ্রনীযদধৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং॥

এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। কৈ[illegible] থের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টা[illegible] তদ্ব্যতীত আর স[illegible] মাসের প্রথম দি[illegible] পত্রের মূল্য ।।০ আ[illegible] অগ্রিম ৬ টাকামা[illegible]

৫৮৭৯ সংখ্যা] বুধবার ৮ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২২ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক লেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার সুতানুটী পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তিন-মহল দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী (নম্বর ৪৪ ও ৪৩।১) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄২ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.,

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২০ জুলাই ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

"An English and Bangalee *Vocabulary of the Chambers' Rudiments of Knowledge*"

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত পুস্তক ছাপা হইয়া বাউণ্ড হইতেছে যাঁহার দিগের প্রয়োজন হয় তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা বটতলাস্থ হিন্দু পেট্রিয়টিক সেমিনরিতে অথবা কালেজ ষ্ট্রিট নিউইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন, মূ[illegible] ৸৹ বার আনা মাত্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা।
২০ জুলাই।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষ সভা[illegible]
অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসা[illegible]
অবগত করিতেছি যে সভার অ[illegible]
ব্যয় বিষয়ক কোন বিশেষ বিবেচ[illegible]
জন্য আগামি ১২ শ্রাবণ রবিবা[illegible]
অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘণ্টার সম[illegible]
ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে [illegible]
শেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়[illegible]
তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব স[illegible]
রণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ক[illegible]
কাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ই[illegible]

ন লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হই
নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করি
অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে
প্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অ
ক্ষগণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিশে
র নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০,
, ২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত
মিসন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক
ক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমুদয়
ন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে
গ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থা
ন, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত ইং
জি পুস্তক সকল এবং বাঙ্গালা
নাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রায়
দা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভাষা
পুস্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ প্র
ত আছে, যে কোন মহাশয়ের আ
ক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলেই
প্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর
অধ্যক্ষগণ।

ফিস। ৮৬ নং ভবন।
লেজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
লকাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট পট
ঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানুবাদক
জ দ্বারা যে যে পুস্তক প্রকাশ
য়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পুস্তক
ল আমারদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ
ত আছে, এই সকল পুস্তক মুদ্রি
করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে উক্ত
জ ব্যক্ত করেন, সাধারণের উপ
কার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধা
করিয়াছেন, একারণ সকলেই
বং পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয়
করিতেছেন, এবং আমরা ভরসা
করি যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহা
রাও আমারদিগের নিকট হইতে
ক্রয় করিবেন।

পুস্তকের নাম—	মূল্য
রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	।৵০
পাল এবং বর্জিনীয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	।৵০
সংবাদসার চারিখানি চিত্রযুক্ত	।০
সেক্সপিয়র কৃত গল্প	৵০
মনোরম্য পাঠ	৵০
বৃহৎকথা	।০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৵০
হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়	৵১৫
গঙ্গার খালের বিবরণ দুইখানি চিত্রযুক্ত	৵১০
পুত্রশোকপ্রাপ্তা দুখিনী মাতা	১৫
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস	৵০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।

সংবাদ প্রভাকর

৮ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত সোমবাসরীয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অতিরেক পত্রিকায় ঘোষণা প্রচার হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ৪ পরসেণ্ট লোনের কোম্পানির কাগজ অর্দ্ধেক ও নগদ টাকা অর্দ্ধেক লইয়া ৫ পরসেণ্ট লোনের প্রমিস'র নোট দিবেন, আমরা অনুমান করি এরূপ লোনেও অধিক টাকা গবর্ণমেণ্ট-ধনাগারে এ বেশ হইবেক না কারণ এখনও ৪ পরসেণ্ট সুদী কাগজ বাজারে শতকরা ১৭।১৮ টাকা ডিসকৌণ্ট দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে লোকে ৮২০।৩০ টাকায় এক হাজার টাকার ৪ পরসেণ্ট লোনের কাগজ পাইতেছে, সুতরাং ৪ পরসেণ্ট সুদী কাগজের ডিসকৌণ্ট হ্রাস না হইলে অধিক লোকে ৫ পরসেণ্ট কাগজ লইবেন না।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনরল হাবলক সাহেবের পত্র।

ছাউনি কলিনপুর ১৪ জুলাই

"আমরা ফতেপুরে বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে দ্বাদশ তোপ কাড়িয়া লইয়াছি।

ছাউনি পাণ্ডুনদী ১৫ জুলাই।

"অদ্য প্রাতে আমার অধীন সেনারা দুইবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চারিটা তোপ কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু আমারদিগের অধিক হানি হয় নাই; কর্ণেল টেলর সাহেবের অধীন অগ্রগামি সেনারা অসং গ্রামের সম্মুখবর্ত্তি পরিখা বেষ্টিত বিদ্রোহিদিগের প্রতি আক্রমণ করিলে তাহারা ক্রমিক ২॥ ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করে ঐ সময়ে বিদ্রোহি অশ্বারোহী সেনারা আমার ব্যাগেজ অর্থাৎ গোলা বারুদ ও খাদ্য দ্রব্যাদির উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহারদের প্রতি তোপ যোজনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সায়ংকালে আমরা পুনরায় নদী সংক্রমের উপরস্থিত বিদ্রোহিদিগের প্রতি আক্র

মণ করিয়া দুইটা বৃহদ্তোপ কাড়িয়া লইয়াছি, আমার অধীন মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়র দলের সেনারা এই যুদ্ধে বিশেষ শূরত্ব প্রকাশ করিয়াছে।,,

জেনরল নীল সাহেবের পত্র।

আলাহাবাদ ১৬ জুলাই।

"অদ্য অপরাহ্নে আমি ৮৪ সংক দলের ২২৭ জন সেনা সহিত কাণপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম, বিদ্রোহিরা বন্দুকের ক্যাপ অভাবে ক্যাপওয়ালা বন্দুক সকলকে ম্যাচলক (অগ্নি দ্বারা যে বন্দুক ছুড়িতে হয়) করিয়াছে।

অযোধ্যা হইতে এক জন দূত আসিয়াছে, ঐ ব্যক্তি ব্যক্ত করিলে যে, বিদ্রোহিরা গোলা গুলির অভাবে বন্দুক ও তোপ মধ্যে প্রস্তর খণ্ড পুরিয়া ব্রিটিস সেনার বিপক্ষে নিক্ষেপ করিতেছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, স্যার হেনরি লরেন্স সাহেব ২ জুলাই বিদ্রোহিদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়া স্বপক্ষ গোলাঘাতে আঘাতী হইয়াছেন, ৪ দিবসে ঐ আঘাতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ হয়, বিদ্রোহিরা পূর্ব্ববৎ সরল নাই এবং আর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে না।,,

ব্রিগেডিয়ার জেনরল হাবলক সাহেবের পত্র।

১৭ জুলাই।

"ঈশ্বরের কৃপায় আমি গত দিবস কাণপুর পুনর্ব্বার অধিকার ও নানা সাহেবকে পরাভব করিয়া বিদ্রোহিদিগের ৬ টা তোপ কাড়িয়া লইয়াছি, তাহারা কয়েকখান গ্রামের পশ্চাতে ছাউনি করিয়া সাহস পূর্ব্বক ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট কাল সম্মুখ সংগ্রাম করিয়াছিল, লালা সাহেব যে সকল ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, যুদ্ধারম্ভ পূর্ব্বে তাহারদের শির কর্ত্তন করিয়াছে এবং কাণপুর মেগেজিনে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া বিটোরে পলায়ন করিয়াছে, শুনা যায় তথাকার দুর্গ অতি সুদৃঢ় করিয়াছে, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত সেনা হতাহত হইয়াছে তাহার নির্য্যাস সংখ্যা জানা যায় নাই, কিন্তু অনুমান হয় আমারদের ৭০ জন লোক হত হইয়াছে।,,

---

এই সার্ব্বত্রিক বিদ্রোহিতা সময়ে সমস্ত শীক সেনারা গবর্ণমেণ্টের বশীভূত আছে, কোন স্থানের কোন শীকসেনা কিছুমাত্র বিদ্রোহিতা প্রকাশ করে নাই, তাহারা সকলেই প্রাণপণে রাজ্য রাক্ষার্থ বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট অতঃপর তাহারদিগকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

যমুনা নামক বাষ্পীয় নৌকা ৮ টা তোপ ও ৫০ জন খালাসি লইয়া আগ্রা যাইবেক, ঐ সকল তোপ ও খালাসি উক্ত জাহাজে সর্ব্বদা থাকিবেক।

শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহারদিগের কয়েকটা শূন্য-বাটী গবর্ণমেণ্টকে বিনাভাড়ায় কিছু দিনের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে যে সকল সেনা আসিতেছে তাহারা ঐ বাটীতে অবস্থান করিবেক।

হরকরা সম্পাদকের মুরশিদাবাদ বাসি কোন বন্ধু লেখেন, নবাব নাজিম বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ আনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রধান ইংরাজেরা নবাব বাটীতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, লোকে নিজাম বাহাদুরের চরিত্রের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিল তাহা নিতান্ত অলীক ও বাজারগল্প মাত্র।

উক্ত পত্রে ব্যক্ত করে যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বরদিগের নিকটে সর্ব্ব প্রকার তণ্ডুল বিক্রয় দরের মাসিক রিপোর্ট চাহিয়াছেন, বোধ হয় এ সংবাদ সত্য হইবেক না।

কটক হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় কোন উপদ্রব উপস্থিত হইবার সম্ভবনা নাই, পুরীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব শান্তিরক্ষা বিষয়ে সংপূর্ণ মনোযোগী আছেন।

অযোধ্যার নিকট এক শত ইউরোপীয় ও ৫০ জন শীক সেনা এবং ২০।২৫ জন অযোধ্যা দেশীয় অশ্বারোহি সেনা দুইটী তোপ দ্বারা ৬ জুলাই দিবসে প্রায় এক সহস্র বিদ্রোহি সেনাদিগকে পরাভব করিয়া দিয়াছে, ঐ যুদ্ধে বিপক্ষদিগের ১৫০ জন সেনা হত হয়।

নর্থ চীন হেরাল্ড পত্রে প্রকাশ হয়, রুসিয়ান ইম্পিরিএল মিনিষ্টর চীনরাজধানী পীকিন নগরে কিয়দ্দিনাবধি বাস করিতেছেন, চীন-বাদশাহের সহিত রুসিয়ার বাদশাহ সংপ্রতি সন্ধি বন্ধন করিয়াছেন, উক্ত সন্ধিনিয়মে রুসিয়ান সওদাগরেরা বারকুল, অলিস্থটৌ, হোলিন এবং করণ নগরে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য ব্যবসা করিতে পারিবেন, শাঙ্গি নগরে জনরব উঠিয়াছে, রুসিয়ান এজেন্ট চুসান ও শাঙ্গি নগরে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানে গুদাম ঘর ও অন্যান্য আফিসঘর নির্ম্মিত হইবেক।

চুনার ও কাণপুরের পত্রে প্রকাশ হয়, বিদ্রোহি সেনারা কাণপুর অধিকার করিতে পারে নাই, স্যার হিউ হুইলিয়র সাহেব প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। জেনরল হাবলক সাহেব ১৬। ১৭ জুনে কাণপুরে উপনীত হইবেন এরূপ কল্পনা আছে।

নানা সাহেব তাহার বাসস্থান বিঠোর নগরে কতকগুলীন ইউরোপীয় অঙ্গনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, এরূপ জনরব শুনা যায়।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দেশীয় সেনারা বাঙ্গালার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অকৃতজ্ঞ সিপাহিদিগের ন্যায় বিদ্রোহি হয় নাই, কেবল দুরন্ত যবনেরা মধ্যে মধ্যে অনর্থক গোলযোগ করিতেছে, উক্ত উভয় প্রেসিডেন্সির দেশীয় হিন্দুযবন সেনারা বিদ্রোহি সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, বিদ্রোহিরা দমন হইলেই গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিশ্বস্ত সেনাদিগকে বিশেষ পুরস্কার করিবেন।

ব্রিটিস সেনারা জোয়ানপুর পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

কাণপুর হইতে দুই ক্রোশপথ ব্যবধান পাণ্ডি নদীতীরে জেনরল হাবলক সাহেবের অধীন সেনারা একদল বিদ্রোহি সেনার উপর জয় লাভ করিয়াছে, বিদ্রোহিরা সমরে পরাভব পাইয়া স্থানে স্থানে পলাইয়া গিয়াছে।

করাচি বাসি ইংরাজেরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, বিদ্রোহি সিপাহিদিগের দ্বারা যে সকল ইউরোপীয় লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহারদিগের আনুকূল্যে ঐ সকল টাকা প্রদত্ত হইবেক। জেনরল নিবিলি চেম্বর লেন সাহেব প্রায় ৪ সহস্র সেনা সহিত দিল্লীর নিকটে উপনীত হইয়া জেনরল বারনার্ড সাহেবে পৃষ্ঠবল হইয়াছেন।

চিথোরের নবাব হিসনজং পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তিনি মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর ঐ বৃত্তির মধ্যে তৎপুত্রকে ২০০ টাকা ও কন্যাদ্বয়কে ১০০ টাকা এবং পত্নীকে ১০০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদানের আজ্ঞা দিয়াছেন, অবশিষ্ট ১০০ টাকা মাসে গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে নবাব পুত্রের নামে জমা হইবেক।

২ জুলাই দিবসে আলাহাবাদ নগরের জজ মাজিষ্ট্রেটী কালেক্টরী প্রভৃতি কাছারী সকল খুলিয়াছে। ইউরোপীয় সেনারা চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহি মর্দ্দন করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মনের প্রতি উক্তি।

পয়ার।

কেহে তুমি কার সহ, কর আলাপন।
তুমি কার কে তোমার, বল বল মন॥
আসিয়াছ এই ভাব, কহ কি কারণ।
কে বসেছে এই দেহ, করিতে ধারণ॥
দেহ কি তোমার গড়া, গড়েছে বা কেবা।
কহ শুনি প্রিয় মন, কর কার সেবা॥
যে তোমারে দিলে এই, নয়ন রতন।
নয়নে কি কভু তারে, কর দরশন?॥
কোথায় বসতি তার, জান তুমি ভাই।
নিজে তুমি কোথা থাকো, বল দেখি তাই॥
সবিশেষ বল বল, মন মহাশয়।
না বলিলে আমি আজ, ছাড়িবার নয়॥
বপু পেয়ে কার্য্য কর, রিপু অনুকূল।
মায়ায় মোহিত হোলে, নিজজ্ঞান ভুলে॥
তোমার হৃদয় ধামে, জ্ঞানের নিবাস।
কি হেতু সে জ্ঞান তবে, না হয় প্রকাশ॥
কি ফেরেতে ফেরে ফারে. তুমি পড় ফেরে।
কেন আছে পঞ্চভূতে, পরমাত্মা ঘেরে॥
জানহতা পাঁচেই হয়, পাঁচে লয় শেষ।
তবে কেন না করিছ, ষড়ভূতে দ্বেষ॥
আপনার পূর্ব্বভাব, মনে কর মন।
তবেই জানিবে তুমি, আপন কারণ॥
আপনি আপন জেনে, স্থির হোয়ে থাকো।
যে তোমার কর্ত্তা তারে, মনে মনে ডাকো॥

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যাৎমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রদীর্ঘদমতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অ[illegible] মূল্য ১০টাকা। বৈ[illegible]খের প্রথম দিব[illegible] পত্রের মূল্য ১ টা[illegible] তদ্ব্যতীত আর স[illegible] মাসের প্রথম দি[illegible] পত্রের মূল্য ।।০ অ[illegible] অগ্রিম ৬ টাকামা[illegible]

৫৮৮০ সংখ্যা] গুরুবার ৯ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৩ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শহর কলিকাতার পুরাতন চিনাবাজারের ২৮ নম্বরের আমার কাঠরার দোকান আমি অদ্য বিক্রয় করিলাম, অতএব যে কোন ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি তাঁহারা পাওনার হিসাব পাঠাইবেন এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট ঋণি আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা এককালে তত্তাবৎ অর্পণ করিবেন।

শ্রীজগবন্ধু রায়।

কলিকাতার চিনাবাজারস্থ ২৮ নম্বর কাঠরার দোকানের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ।

কলিকাতা
নম্বর ২১৯
পুরাতন চিনাবাজার
২২ জুলাই ১৮৫৭সাল

বিজ্ঞাপন

মহানগর কলিকাতার পুরাতন চিনাবাজারস্থ ২৮ নম্বরের কাঠরার দোকান যাহা এতাবত শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু রায়ের অধিকারে ছিল, অদ্য হইতে তাহার কর্ম্ম নিম্ন লিখিত ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পাদিত হইবেক যে হেতু তিনিই তাহার অধিকারী হইলেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
২২ জুলাই ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হইতে নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করিলে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিশেষের নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত কমিসন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক উক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমুদয় অন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকেন, সচরাচর স্কুলে ব্যবহৃত রাজি পুস্তক সকল এবং বাঙ্গ[illegible] নানাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ [illegible] সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভ[illegible]র পুস্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ [illegible]স্তুত আছে, যে কোন মহাশয়ের [illegible]বশ্যক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলে [illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী
অধ্যক্ষগণ।

আফিস। ৮৬ নং ভবন।
কালেজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
কলিকাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট [illegible]লডাঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানুবা[illegible] সমাজ দ্বারা যে যে পুস্তক প্র[illegible] হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পু[illegible] সকল আমারদিগের নিকট বিক্র[illegible] প্রস্তুত আছে, এই সকল পুস্তক [illegible]ত করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে [illegible] সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের [illegible]কারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য।

করিয়াছেন, একারণ সকলেই
াবৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয়
াতেছেন, এবং আমরা ভরসা
যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহা
আমারদিগের নিকট হইতে
করিবেন।

কের নাম—	মূল্য
নসন্ ক্রুসোর ভ্রমণ স্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	।৵০
ন এবং বর্জিনীয়ার ন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	।৵০
াদসার রখানি চিত্রযুক্ত	।০
সেপিয়স কৃত গল্প	৶০
ারম্য পাঠ	৶০
কথা	।০
া প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৵০
রূপী রাজপুত্রদিগের য়	৴১৫
ার খালের বিবরণ খানি চিত্রযুক্ত	৴১০
শোকপ্রাপ্তা নী মাতা	১৫
ট কৈলাস এবং কৈলাস	৴০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

সংবাদ প্রভাকর

াবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অযোধ্যা রাজ্যের প্রধান কমি
র মেজর জেনরল স্যার হেনেরি
রন্স সাহেব রাজকার্য্যে ও যুদ্ধ
র্য্য তুল্য সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহা
কাল মৃত্যুকে সকলেই মহাসন্তা
হইয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টও মহাক্ষতি বোধ করিয়াছেন, তিনি মুষ্টি পরিমিত ইউরোপীয় সেনা লইয়া প্রায় এক মাসকাল সহস্র সহস্র বিদ্রোহিদিগের বেগ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অল্পকাল মধ্যে অযোধ্যারাজ্য সুন্দররূপে শাসিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে অযোধ্যা রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের সমধিক লাভ এবং তদ্রাজ্যের প্রজারাও সুখি হইত, যাহাতে এই মহাত্মার নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হয় এমত কোন কীর্ত্তি-চিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য, শুনা যাইতেছে এতন্নগরস্থ কতিপয় ইংরাজ উক্ত অভিপ্রায়ে অর্থ সংগ্রহ করণার্থ এক চাঁদা পুস্তক ত্বরায় বাহির করিবেন, এবং ঐ চাঁদার সংগৃহীত অর্থে পঞ্জাব রাজ্যে যেরূপ এক লরেন্স এসাইলম আছে উক্ত প্রকার এক অনাথ আশ্রয় স্থাপন করিবেন।

আমরা কটকস্থ বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়! এস্থানের কমিস্যনরির সিরেস্তাদার বাবু রাধামাধব দাস মহাশয়র অকস্মাৎ কাশের পীড়া উপস্থিত হওয়ায় প্রশংসিত বাবু মায়াময় ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত অতি সুখ্যাতির সহিত সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জনসমাজে যশলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এখানে অনেকেই দুঃখিত আছেন, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল। শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব উক্ত পদের উপযুক্ত মনুষ্য পুরী, কটক, এবং বালেশ্বর তিন জিলাতে অনেক অনুসন্ধান করিয়া কটকের কালেক্টরির পেস্কার শ্রীযুত বাবু হরমোহন মিত্র মহাশয়কে মনোনীত করিয়া ৮ জুলাই তারিখে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, মিত্র বাবু উক্ত পদের যোগ্যপাত্র বলিতে হইবেক, তাঁহাকে নিযুক্ত করায় প্রশংসিত সাহেবের সূক্ষ্মদর্শিতা সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অধুনা ঈশ্বরের সমীপে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যে মিত্র বাবু দীর্ঘায়ু হইয়া সাধারণের নিকটে যশলাভ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুন।

শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্ত।
মোং বালুবাজার কটক।
৯ জুলাই ১৮৫৭।"

কয়েক দিন পূর্ব্বে রহিমবক্স নামক একজন যবন দুর্গস্থ প্রহরিদিগকে কুমন্ত্রণা প্রদান অপরাধে ধৃত হইয়া কোর্ট মার্সেলের বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছিল, বিচার সময়ে দোষ সাব্যস্ত না হইবায় আফিসরেরা তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

"হিমালয়া" নামক গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় নৌকায় মহারাণীর ৯ সংখ্যক সেনাদল কলিকাতায় আসিয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে তাহারা আলাহাবাদে প্রেরিত হইবে।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর বারাকপুরে ৫০ জন মেরিণ সেনা ও এক জন লেপ্টেনাণ্ট এবং কতিপয় আর্টিলরি পাঠাইতে অনুমতি করিয়াছেন।

শ্রীগুতি ও ৺ গয়া নগরের মধ্যে এক তড়িৎবার্ত্তাবহের তার ত্বরায় স্থাপিত হইবে।

জনরব শুনা যায়, কাশীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাটনা নিবাসি প্রধান বিদ্রোহী আলী করিমকে ধৃত করিয়া শ্রীগুতির মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রীগুতির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাহার রক্ষক হইয়া ৺ গয়া নগরে আসিয়াছেন, অনেকে অনুমান করেন ঐ ধৃত ব্যক্তি যথার্থ আলী করিম নহে, কেননা তার মুখে বর্দ্ধমান শ্মশ্রু ছিল, এই ব্যক্তি শ্মশ্রুহীন, কিন্তু যবনদিগের শ্মশ্রু থাকা না থাকা বিচিত্র কথা নহে, শঙ্কা পাইয়াই যদি দাড়ি মুড়াইয়া হিন্দু বেশ ধারণ করে? কিন্তু ধরিয়া যৎকালে ধৃত হয় সেই সময়ে যশোহর প্রদেশবাসি সমস্ত যবনেরা প্রাণভয়ে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিল, তাপিতেরা এক এক দাড়ি মুড়াইতে এক এক টাকা লইয়াছিল, এবারেও অনেক যবনকে দাড়ি মুড়াইতে হইবেক ক্ষেউরীকারকেরা ক্ষুর শানাইয়া রাখিতেছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সেনা প্রেরণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট "জেমস হিউম", "চারলস এলেন", "মৃজাপুর" নামক বাষ্পীয় তরী ও তৎসঙ্গি ভার বাহি নৌকা গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে বিদিত হইল শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলা স্থিরভাবে আছে।

সিন্ধিয়ান পত্রে প্রকাশ হয়, সক্কর স্থানের সৈন্যবারিক সকল মেরামত হইতেছে, মুলতান হইতে কয়েক খান নৌকা নানাপ্রকার সওদাগরিদ্রব্য বোঝাই করিয়া সক্কর স্থানে যাইতেছিল "চানিকাককরী" নামক স্থানে উপস্থিত হইলে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দ্রব্য হৃত হইয়াছে এবং নৌকার দাঁড়ি মাঝিরাও গুরুতর আঘাত পাইয়াছে।

১৬ জুলাই দিবসীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে বিদিত হইল, বিটোরের সরদার নানা সাহেব কাণপুরের ধনিদিগের নিকটে রণপূর্ব্বক অনেক টাকা গ্রহণ করিতেছে, লালা ঈশ্বরী প্রসাদ ও লালা জ্যোতিপ্রসাদের নিকট ৭৫০০০ টাকা লইয়াছে।

সুরাট নগরবাসি পারসিরা আপনারদিগের ধন প্রাণ রক্ষার্থ এক সভা করিয়াছিল।

আলাহাবাদের পর কাণপুরের দিকে ৪৪ মাইল রেইলওয়ে প্রস্তুত হইয়া ঐ রাস্তায় গাড়ি গতায়াত হইতেছিল, বিদ্রোহ সিপাহিরা মধ্যে মধ্যে রেইল তুলিয়া ফেলিয়াছে, রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়রে বেটাগ সাহেব সেই সকল স্থানে পুনরায় রেইল বসাইতেছেন, ঐ রেইল বসান সূত্রে স্থানে স্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, রেইলওয়ে কর্ম্মচারি ও গবর্ণমেণ্ট সেনারা পথ্য পার্শ্ববর্ত্তি দুই খানা বিদ্রোহিগ্রাম দাহ করিয়া দিয়াছে এবং ৬ সংখ্যক বিদ্রোহিদলের ২৫ জন সেনাকে ধৃত করিয়া তন্মধ্যে ১৪ জনকে ফাঁসি দিয়াছে।

দিল্লীনগরবাসি কোন লোকের পত্র প্রমাণে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন দিল্লীর বাদসাহ সমস্ত পঞ্জাবীয় লোকের প্রাণ নাশের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

দিল্লীনগর বাসি ম্রেজা আজেম বেগ নামক একজন রেসেলাদার কতিপয় খ্রীষ্টানকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাতে দুরাত্মা বিদ্রোহি সেপাহিরা তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছে।

মুঙ্গের হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে উত্তর প্রদেশবাসি প্রজারা নির্ভয়ে আছে, নগরবাসি ইংরাজেরা পরামর্শ পূর্ব্বক ডাক্তর মেক্রে সাহেবের বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিখা কাটিয়া ও স্থানে স্থানে তোপ বসাইয়া তন্মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছেন, নিকটস্থ নানা স্থানের রেইলরোডের কর্ম্মচারিরা মুঙ্গেরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, অনেকে কলিকাতায় আসিবেন, বর্ষা শেষ না হইলে রেইলরোডের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবেক না।

ইন্দোরের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডিউরাণ্ড সাহেব ও তথাকার অন্যান্য সমস্ত আফিসরেরা হুসঙ্গাবাদে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে আছেন।

মঙ্গল বাসরীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় কুমিল্লা নগরের কোতোয়ালী থানার নিকট বাসি এক যবনের বাটীতে ডাকাইত পড়িয়া প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য হরণ করে, পরে দারোগা অনেক সন্ধানে কতিপয় দস্যুকে ধৃত করিয়াছেন।

---

৩৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একজন বিদ্রোহি সেনা মুরশিদাবাদে ধৃত হইয়াছে, বিচারপতিরা তাহাকে চির জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

অযোধ্যারাজের প্রার্থনামতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন মুন্সি দৌলৎরাও সর্ব্বদা রাজার নিকটে অবস্থান করিতে পারিবেক।

পেগুরাজ্যের প্রধান কমিশনর মেজর ফেচি সাহেব বেসিন নগরের অগ্নিদাহে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে ৫ সহস্র মুদ্রা যাচ্ঞা করিয়াছেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে কোন আজ্ঞা প্রদান না করিয়া মেজর সাহেবের আবেদন কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভায় প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্ন লিখিত যে কয়েক পংক্তি পদ্য গদ্য রচনা করিয়া মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করত আপনকার প্রভাকর তুল্য দীপ্তিকর প্রভাকর পত্রে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তত্ত্বাবতের মধ্যে মনুষ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা সকল অংশে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য তাহারদিগকে যে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, তাহারা তাহা উন্মিলন দ্বারা অনায়াসে পাপরূপ রিপুকে এককালীন দূরীভূত করিয়া যথাসুখে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু কি খেদের বিষয়! যে মনুষ্য সেই চক্ষু উন্মিলন না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় ভ্রমান্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে বিশ্বাধিপের নিয়মের বিপরিতাচরণ করিতেছে। সাংসারিক ব্যবহার অতি অসার, কেবল মায়ামদে মত্ত হইয়া অহর্নিশি আমার ধন, আমার জন, আমারই সকল বলিয়া কাল ক্ষয়, করিতেছে। ফলতঃ ইহার কি ছুই যে আমার নয়, অবোধ মন ইহা জানিয়া শুনিয়াও পরমার্থ তত্ত্বে একবারে জলাঞ্জলি দিয়া "আলার ঘরের দুলার ,, ন্যায় নির্ভয়ে বিষয় মদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

পদ্য।

আমরি কি হেরিলাম, বিশ্বের ব্যাপার।
মায়াজালে আচ্ছাদিত, অখিল সংসার॥
মায়ায় আবৃত মন, হোয়ে বার বার।
অসার সুখের ভোগে, মজ কেন আর॥
যেমন ভোজের বাজি, ভেল্কি দেখায়।
তেমনি ভবের খেলা, জানিবা নিশ্চয়॥
ওরে মন দুরাচার, মজ কেন আর।
কেবল অসার এই, জানিবা সংসার॥
আমি আমি সদাকাল, কেন কর ভাই।
আমি কার কে আমার, মনে কিছু নাই॥
পড়িয়ে মায়ার জালে, তত্ত্ব পাসরিলে।
দিনান্তেও একবার, বিভু না স্মরিলে॥
মায়ার সাগরে পড়ে, করিছ বিহার।
জীবনে জীবন নাশ, হইবে তোমার॥
কেন ওরে ভ্রান্ত মন, ভ্রান্তি অকারণ।
যে চরণে মুক্তি পাবে, ভাব সে চরণ॥
ওরে মন দুরাচার, কত গুণ তোর।
পলকে ভ্রমণ কর, ভবের ভিতর॥
আরো কত মনে কর, বলা নাহি যায়॥
লাভেমাত্র মনোরাজ্য, মনেই মিশায়।
এমন অসার আশা, কর কি কারণ॥
অসার জগৎ এই, দুঃখের কারণ।
এই যে জীবন দেখ, অতি মনোহর।
পদ্ম-পত্র বারি সম, নহে স্থিরতর॥
কেন মন অকারণ, ভাব আপনার।
সংসার মাঝারে দেখ, সকলি অসার॥
ভাই বন্ধু দারা আর, প্রাণের তনয়।
সঙ্গে কেহ সঙ্গী নহে, নিধন সময়॥
চারু পুরি অট্টালিকা, আর ধন জন।
এ সকল শুধু ভাই, নিশির স্বপন॥
মায়া নিশা প্রভাতা, হইলে মূঢ় মন।
তখন কোথায় তুমি, করিবে গমন॥
জীবনের বিম্ব সম, জীবনের স্থিতি।
পলকে মিশায়ে গেলে, কোথা রবে প্রীতি॥
জগতের ব্যবহার, দেখিছ নয়নে।
তবু কি আপন হিত, নাহি পড়ে মনে॥
জন্ম লোয়ে না স্মরিলে, নিত্যনিরঞ্জন।
মত্ত হোয়ে আছ যেন, প্রমত্ত বারণ॥
মায়ামদে মত্ত মন, থাক অনিবার।
নেশার ভোরেতে পোড়ে, করেছ বেহার॥
যবে নেশা ছেড়ে যাবে, দিন দুই পরে।
তখন কি হবে মন, না ভাব অন্তরে॥
ধিক ধিক ওরে মন, তোরে শত ধিক।
নেশার রসেতে মোজে, ভুলে গেলি ঠিক॥
ঠিক ভুল বড় ভুল, শেষে হবে গোল।
হিসাবে পতিত হোলে, হাঁসাবি সকল॥
দেখরে দেখরে মন, দিন যায় বোয়ে।
দারা সুত লোয়ে বৃথা, কি কর বসিয়ে॥
ওই যে করাল বেশে, আসিতেছে কাল।
জেগে উঠে ঠিক রও সামাল সামাল॥

শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মরায়।
মোং জিলা রঙ্গপুর অন্তর্গত
রণ্ডি হরিদেবী।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সত্যং শিবং সুন্দরং

☞ এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং সনাতনমরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাতন্দিরেফাবরাঃ॥

☞ এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

৫৮৭৭ সংখ্যা] সোমবার ৬ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ২০ জুলাই ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার চাঁপাতলা নিবাসি শত্রুঘ্ন দাস যিনি হরিমোহন দাস নামে বিখ্যাত ছিলেন, মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন তাঁহার শেষ উইল পত্র প্রমাণে তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির প্রতি কর্ত্তৃত্ব করণের ভার অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীমতী সীতামণি দাসী, ভরতচন্দ্র দাস এবং গোপালচন্দ্র দাসের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারাই তাঁহার শেষ উইল পত্রে অছিরূপে উল্লেখিত হইয়াছেন, অতএব মৃত ব্যক্তির বিষয় ও বিভবাদির প্রতি যাঁহারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অছিদিগকে তাহা জানাইবেন এবং মৃত ব্যক্তির বিষয়ে যাঁহারা ঋণি আছেন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহারদিগের নিকটে আপনা পন ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

T. SHERRINGTON,
Proctor.
টি, সেরিংটন।
উকীল।

কলিকাতা।
৬ জুলাই ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্যগৃহে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে মৃত হাজি মুজা মেহেদি স্পাহানি যিনি ইতিপূর্ব্বে মহানগর কলিকাতার একজন মহম্মদীয়ান প্রজা ছিলেন, তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির লেটর্স অফ এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করণের ভার উল্লেখিত মহানগর কলিকাতার কলুটোলা নিবাসিনী ফতেমা বেগমের প্রতি সমর্পিত হইবেক, যেহেতু তিনি মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী হয়েন, ঐ আবেদন পত্রের সমভিব্যাহারে তাঁহার শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে।

PAUL & CARRUTHERS.
Proctor.
পাল এণ্ড কেরুথর্স।
উকীল।

কলিকাতা।
৪ জুলাই ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

এই সংবাদ পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার পটলডাঙ্গাস্থিত নিউ ইয়ান্ লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয় হইতে নগদ টাকায় পুস্তকাদি ক্রয় করিলে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন, উক্ত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ শতকরা টাকায় পুস্তক বিক্রয়ের নিরূপিত মূল্যের উপর ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ টাকা পর্য্যন্ত কমিসন দিতেছেন এবং যে যে পুস্তক উক্ত গ্রন্থালয়ে না থাকে সে সমস্ত

অন্যান্য স্থান হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকেন, সচরাচর স্কুলের ব্যবহৃত ইংরাজি পুস্তক সকল এবং বাঙ্গালা নানাবিধ পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, শেষোক্ত ভাষার পুস্তকাদির তালিকা বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে, যে কোন মহাশয়ের আবশ্যক হয় অধ্যক্ষগণকে জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর
অধ্যক্ষগণ।

আফিস। ৮৬ নং ভবন।
কালেজ ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা।
কলিকাতা ১ লা আগষ্ট।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

৮৬ নং ভবন কালেজ-ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা, কলিকাতা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ দ্বারা যে যে পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল আমারদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করণে যাহা ব্যয় হইয়াছে উক্ত সমাজ ব্যক্ত করেন, সাধারণের উপকারার্থ তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, একারণ সকলেই যতাবৎ পুস্তক আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রয় করিতেছেন, এবং আমরা ভরসা করি যাঁহারা অজ্ঞাত আছেন তাঁহারাও আমারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন।

পুস্তকের নাম—	মূল্য
রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত	।৵০
ইতালি এবং বর্জিনীয়ার বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত	।৵০
সংবাদসার চারিখানি চিত্রযুক্ত	।০
সেক্সপিয়র কৃত গল্প	৶০
মনোরম্য পাঠ	৶০
বৃহৎকথা	।০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৶০
হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়	৴১৫
গঙ্গার খালের বিবরণ দুইখানি চিত্রযুক্ত	৴১০
পুত্রশোকপ্রাপ্তা দুখিনী মাতা	১৫
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস	৴০

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্শ।

সংবাদ প্রভাকর

৬ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সংপ্রতি তণ্ডুলাদি আহারীয় প্রায় তাবৎ বস্তু দুর্মূল্য হওয়াতে প্রজাকুল সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়াছেন, একে অবোধ অবাধ্য সিপাহিদিগের বিদ্রোহানল পশ্চিম রাজ্যের বহুদেশে প্রবল, তাহাতে এক প্রকার মহামারী উপস্থিত, ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা সর্ব্বস্ব ভ্রষ্ট হইয়া অধুনা প্রাণ রক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, দুরাচারিরা নির্দ্দয় রূপে অনেকের ধর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ করিয়া শাণিতাস্ত্রে শিরশ্ছেদন করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমত ভয়ানক ব্যাপার কোনকালেই এই রাজ্য মধ্যে উপস্থিত হয় নাই, তাহার উপর আবার আহারীয় দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ পরিমাণে অগ্নি তুল্য হইলে দেশ রক্ষা হইবেক না, আহারাভাবে অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইবেক, অতএব সাধারণের হিতার্থ শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি প্রধানকল্প কয়েক জন দয়াবান্ ব্যক্তি আমারদিগের দয়াবর লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুত মেং হালিডে সাহেবের সমীপে একটী এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে কিছু কালের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে জাহাজযোগে তণ্ডুলাদির রপ্তানি রহিত করিয়া দুর্ভিক্ষ্য শঙ্কা নিবারণকরা উচিত হয়। লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে বিদেশীয় রপ্তানি বন্ধ করণে গবর্ণমেণ্টের মানস নাই, অতএব প্রজারা পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হইবেন।

এবারে আকাব প্রদেশে অধিক তণ্ডুলোৎপন্ন হয় নাই, মরিচোপদ্বীপ, বাবোঁ, বিলাত, লক্ষদ্বীপ, মালদ্বীপ, অন্তরীপ ইত্যাদি গ্রাম সকল স্থানের মহাজনেরা কলিকাতার বাজার হইতে তণ্ডুলাদি ক্রয় করিবেন, চীন দেশের ইংরাজ মহাজনেরা প্রচুর পরিমাণে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করণের অনুমতি করিয়াছেন, অতএব এই ক্ষণে যে সামান্য প্রকার চাউলের মোন দুই টাকা বিক্রয় হইতেছে, অল্পকালের মধ্যেই তাহা তিন টাকা হইবেক, সরিষার মোন চারি টাকা হইয়াছে, পরে কত বৃদ্ধি হয় তাহার কিছুই নিরূপণ নাই, ইতিমধ্যেই দুঃখি লোকদিগের গৃহে আহারের নিমিত্ত হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে,

পরিশ্রমের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সিপাহিদিগের বিদ্রোহ জন্য বাণিজ্য কার্য্য এক প্রকার স্থগিত হওয়াতে দুঃখিগণের কার্য্য প্রাপ্ত হওয়াও ক্রমে ভার হইয়া আসিয়াছে, সর্ব্বত্রেই অর্থাভাব, গবর্ণমেণ্টও অর্থাভাব বশতঃ অনেক স্থানে পথ নির্ম্মাণ, পুল বন্ধন, খাল খনন প্রভৃতি কার্য্য বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন, অতএব কার্য্য প্রাপ্ত না হইলে শ্রমজীবী লোকেরা কোথা হইতে উপার্জ্জন করিবেক।

পরন্তু যাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই সম্ভবমত তণ্ডুলাদি ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় লোকদিগের ভাগ্যে কি হইবেক অধুনা তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য বলিতে হইবেক, তাহারা অগ্নিমূল্যে কি প্রকারে আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবেক তাহা বলা যায় না।

প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন এতদুভয় পত্র গ্রহণার্থ শ্রীধরপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী বসু মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ শ্রীধরপুর যে জিলার অধীন তাহা লিখিত না থাকাতে আমরা তাঁহার নিকট ঐ উভয় পত্র প্রেরণ করিতে পারি নাই, অতএব ইহার দ্বারা বিপিনবিহারীবাবুকে নিবেদন করিতেছি যে তিনি স্বীয় বাসস্থান যে জিলার অধীন ও যেখানকার ডাক ঘর হইতে যাইবেক তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন। যেহেতু শ্রীধরপুর নামক স্থান অনেক আছে।

কলিকাতার মেট পাইলট শ্রীযুত মেং জোজেস তামস সাহেব দুই দিন পূর্ব্বে গুলির আঘাতে আত্মঘাতী হইয়াছেন।

কলিকাতার মেডিকেল বোর্ড উঠিয়া যাইবেক, বহুদিনাবধি এই রূপ কল্পনা শুনা যাইতেছিল, সংপ্রতি কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ঐ বোর্ড এবালিস করিবার আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন।

মহারাণীর ৫ সংখ্যক ফিউসিলিয়র দলের যে সকল সেনা চুঁচুড়া বারিকে আছে তাহারদের মধ্যে দুই কোম্পানি সেনা বাষ্প নৌকা যোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, চুঁচুড়া বারিকে সর্ব্বদা ইউরোপীয় সেনা থাকাতে হুগলির যবনেরা কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করিতে সাহসিক হয় নাই।

হুগলির সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথাকার ডাকাইৎ ধৃত করণীয় কমিস্যনর শ্রীযুত মেং উয়ার্ড সাহেব উপস্থিত সার্ব্বত্রিক গোলযোগ দৃষ্টে চুঁচুড়া বারিক হইতে দশজন ইউরোপীয়ান সেনা লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছেন, তাহারা উক্ত সাহেবের সঙ্গি চাপরাসি, কারাবাসি ও গুপ্তসূচকদিগের রক্ষা করিবেক। হুগলিতে কোন প্রকার যাবনিক অত্যাচার উপস্থিত হয় নাই।

যশোহর হইতে জনেক নীলকর সাহেব সংপ্রতি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যশোহর নীল অধিক উৎপন্ন হইবেক না, আষাঢ় মাসের প্রথমাবধি উক্ত প্রদেশে সুন্দররূপ বৃষ্টি হয় নাই, তাহাতে অনেক নীলচারা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছে, যে সকল চারা নষ্ট হয় নাই তাহারা এইক্ষণে অতি বৃষ্টিতে কটিয়া যাইতেছে, সুতরাং ফলন অধিক হয় না, অন্যান্য বর্ষে যে হৌজে প্রায় অর্দ্ধ মোন মাল উৎপন্ন হইয়াছে এ বর্ষে সেই সকল হৌজে দশ বারো সেরের অধিক ফলন হইতেছে না।

ঢাকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কলিকাতায় লেটর ডাক ঢাকা প্রদেশে নিয়মিত সময়ে যাইতেছে, কিন্তু বাক্সি ডাকে অনেক বিলম্ব হয়, পুলিন্দা সকল ভিজিয়া যায়।

ঢাকা কালেজের ৫ জন ছাত্র সিনিয়র ছাত্রীবৃত্তি এবং ১৪ জন ছাত্র জুনিয়র ছাত্রীয়বৃত্তি পাইয়াছে, হিন্দু, হুগলি, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কালেজের ছাত্র অপেক্ষা ঢাকা কালেজের ছাত্রেরা ১৮৫৫। ৫৬ সালে উত্তম পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে।

ঢাকা নগরের একজন সিপাহি বারিকের উপর হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সিপাহিঘটিত বিদ্রোহিতা নিবারণ জন্য কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ইংলণ্ড হইতে এক কালে বিংশতি সহস্র সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ সকল সেনা ওবরলেণ্ড পথে কি মহাসমুদ্র পথে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, ওবরলেণ্ড পথে

হইবেক, কিন্তু তাহা হইলে ঐ সেনাগের দ্বারা আশু উপকার পাওয়া ইবেক, আর মহাসমুদ্র পথে আলে তবে শীতকাল ভিন্ন এদেশে উনীত হইতে পারিবেক না।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"বারাণসী ১২ জুলাই।

৭ জুলাই দিবসে ৩১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল ও ৩ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহি দলের ৪০ জন সেনা ৪২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের এবং দেশীয় অশ্বারোহি দলের বিদ্রোহি সেনাদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে পরাভূত ও কয়েকজনকে ধৃত করিয়াছে। সমস্ত বিদ্রোহি নগর হইতে পলাইয়া গিয়াছে।"

বোম্বাই গেজেট পত্রে প্রকাশ হয়, গোয়ালিয়র যে সকল সেনা বিদ্রোহি হইয়াছিল তাহারদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহিভাব ত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছে।

মেজর টরনর এবং রিড সাহেব ১৮ জুন দিবসে দিল্লী নগরের বহির্ভাগস্থ কতকগুলীন বিদ্রোহি সেনাদিগের উপর আক্রমণ করিয়া একটা তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন, একজন বিদ্রোহি সেনা গুলির আঘাতে নিহত হইলে তাহার স্থানে ৮৪ খান স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

লাহোর ক্রোণিকেল পত্র প্রমাণে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন, দিল্লীর বিদ্রোহিরা ইউরোপীয় লোকের দ্বারা চালিত হইতেছে। একজন নামকাটা আফিসরের দেহ দিল্লী নগরের প্রান্তে দৃষ্ট হইয়াছে। তোপচালক বিদ্যা সম্বন্ধীয় একখান পুস্তক তাহার স্থানে ছিল।

১৬ জুন দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, মুঙ্গেরের যবনেরা ইংরাজদিগের প্রাণনাশার্থ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ হইয়াছে, নচেৎ বড় বিপদ ঘটিত, ঐ ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কতিপয় ব্যক্তি ও তাহারদের প্রধান একজন যবন উকীল ও আর এক ধনী যবন ধৃত হইয়াছে, ভাগলপুরে তাহারদের অপরাধের বিচার হইবেক, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি জিলায় শীঘ্র শীঘ্র মার্সাল আইন প্রচার হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে।

কাশী হইতে কতকগুলীন গোরা সেনা লইয়া ব্রহ্মপুত্র নামক বাষ্পীয় নৌকা আলাহাবাদ যাইতেছিল, আলাহাবাদের নিকটে উপনীত হইলে কতকগুলীন বিদ্রোহি সিপাহি দুইটা তোপ সহিত নদী তীরে আসিয়া ষ্টিমর নাশের উদ্যম করে, তাহাতে গোরা সেনারা সাহস পূর্ব্বক তীরে উঠিয়া বাহুবলে ঐ দুই তোপ কাড়িয়া লয়, এবং বিদ্রোহিদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

আগ্রা, কাণপুর ও দিল্লী হইতে বিদ্রোহিতাঘটিত যে নানা প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়াছে, ফলতঃ বিদ্রোহিদল ক্রমশই হীনবল হইতেছে এবং তাহারদের মধ্যে লুণ্ঠিত অর্থ বণ্টন হেতুতে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহারদের অর্থের টান পড়িয়াছে, বিশেষ সেনাপতি না থাকায় যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে, অতএব অচির কাল মধ্যেই তাহারা দলভঙ্গ হইয়া যাইবেক, ইংগুল হইতে প্রেরিত ব্রিটিসবাহিনী এতদ্দেশে উপনীত হইয়া সমরধূম নির্ব্বাণ দেখিবেক।

শুনা যাইতেছে, কেপ হইতে কতকগুলীন সেনা এতদ্দেশে প্রেরণার্থ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেপ হইতে ঐ সকল সেনা কি প্রকারে আনিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কারণ এদেশে যে সকল গবর্ণমেণ্টের ও সওয়াদাগরের ষ্টিমর আছে তাহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সেনা বহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, বড় জাহাজ দ্বারা কেপ হইতে সেনা আনিতে দুই তিন মাসকাল বিলম্ব হইবেক, ততদিন বিদ্রোহিতা ব্যাপার সমাধা হইতে পারে।

... LOKOSHUNDER Gooree at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকাল

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা নিমুলার অন্তঃপাতি তোপচালক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৩২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুটিমাস্ত্রাস মৃতস্রগীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাঙ্ক্ষিণঃ। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তবিরেকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।০ আনা

৫৯০ সংখ্যা] শনিবার ৩২ শ্রাবণ ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশহাজ্ঞি পরিমাণের হ্যক ১০০০০০০ দশলক্ষ সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

সুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে কি ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক্য দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন।

৩ নং বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioner
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।

রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমতানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

৩২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১

ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক প্রায় ৫৬ হাজার টাকা প্রদান করিতেন, তৎকালে যাত্রিদিগের পিলগ্রিম মাসুল গৃহীত হইত, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট মাসুল গ্রহণের প্রথা উঠাইয়া দিয়া বৃত্তির টাকা হ্রাস করেন, প্রতি কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা ঐ বৃত্তির টাকার পরিবর্ত্তে তুল্য টাকা উৎপন্নোপযুক্ত জমীদারী প্রদানের আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন, স্থাবর বৃত্তি অপেক্ষা স্থাবর

শ্রয়স্কর বটে, কিন্তু দেববৃত্তির কর্ম্ম
ারিরা তাহা অস্বামিক বিবেচনায়
মীদারীর উৎপন্ন টাকার অগ্রে আ
ধনার উদর পুরণ করে, অবশিষ্ট
হা থাকে তাহাই দেব সেবায় ব্যয়
য়, অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে
নুরোধ করি, জগন্নাথ দেবের জমী
দারী হয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডেসের আ
নে রাখিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করেন
থবা কোন সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক রাজা
ভূম্যধিকাররি তত্ত্বাবধারণাধীনে
র্পণ করেন, তাহা হইলেই শ্রীমূর্ত্তি
সেবা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইবে।

আমরা শুনিয়াছি রাজ পুরুষেরা
জগন্নাথ দেবকে যে জমীদারী দিবে
তাহা খুরদার রাজার হস্তে অর্পি
হইবে, এপ্রস্তাব সদ্যুক্তিমূলক
ট, কেননা বহুকালাবধি শ্রীমূর্ত্তির
বা উক্ত রাজার তত্ত্বাবধারণাধীনে
ল, তাহাতে কখন কোন বিষয়ে
বার বিশৃঙ্খলতা হয় নাই, অতএব
রাজা বাহাদুরের হস্তে জমী
ী প্রদত্ত হইলে ৺ সেবা উত্তম
চলিবেক এবং জমীদারীর প্রজা
সুখে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমানপ্রবাসি কোন সুলেখ
বশেষ বন্ধুর লিখিত বিষয় অতি
লাদ পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকটন
লাম।

মানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহা
াধিরাজ মহতাব চন্দ্র বাহাদুরের
চরিত্র বর্ণন।

বর্দ্ধমান বর্দ্ধমানপতি মহামতি
কুলে অমল কমল রূপে অবতীর্ণ
ছেন, ভূপতির সুচারু আকৃতি
প লোকের প্রিয়দর্শন প্রকৃতিও
সেই রূপ সর্ব্বজনের মনের আন
ন্দবর্দ্ধক, অসত্যের প্রতিবাদী এরূপ
প্রিয়বাদী পৃথিবীতে অতি বিরল,
স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিজ্ঞ বিজ্ঞ, স্বভাবতই
সরলতা যেন মনের দূষণরহিত ভূষণ
হইয়াছে, নৃপতির ন্যায় বিচক্ষণ ও
শরণাগতরক্ষণ-তৎপর অপর কো
থায়? ঐশ্বর্য্যের এমনি গুণ
যে মত্ততা দোষে অবশ্য মনুষ্যকে
লিপ্ত করে কিন্তু মহারাজ এরূপ অ
তুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া বদা
ন্যতা গুণে এক কালে অহঙ্কারের অ
হঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, গর্ব্ব যেন
আপন গর্ব্ব খর্ব্ব দেখিয়া গোপন
হইয়াছে, মহারাজের নিসর্গ স্বর্গ
সদৃশ পবিত্র, ঐশ্বর্য্যের ব্যাখ্যা কি
করিব? এতদ্দেশ মধ্যে তুল্য
ধনবান কেহই নাই, কি স্বদেশ কি
বিদেশ সর্ব্বদেশবাসি লোকরাশি
ভূপতির ভৃত্যরূপে নীত হইয়া বিত্ত
প্রাপ্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি
তেছেন, দেব সেবা, অতিথি সৎকার
অম্বিকায় দেবসেবা অতিথিসেবা
প্রভৃতি ধর্ম্মসূচক কর্ম্ম সমূহে যে
প্রতি দিন কত ধন বিতরণ হয়, তাহা
বর্ণনাতীত, রাজধানী মধ্যে যে এক
অতিথি শালা আছে, তাহাতে কত
দীন, অনাথ, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতি প্রতি
পালিত হয় তাহা কাহার সাধ্য বর্ণন
করে? এরূপ দিন নাই যে তথা অসং
খ্য দীন নাই, দীনদয়ালু মহীপালে
র দানের গুণে দীনের দীনতা, দীন
তা পাইতেছে, নৃপতির উপাসনা
করিলে বাসনা বৃক্ষ অবশ্যই ফলবতী
হয়, নৃপের মন কদাপি অসন্মার্গে
ভ্রমণ করেনা, শুদ্ধ শুদ্ধ চিত্ত পরোপ
কৃতি বিষয়ে কৃতী, অন্তঃকরণ অট্টা
লিকা মুক্ত দ্বার, চন্দ্রের চন্দ্রিকা যে
রূপ সমভাবে সর্ব্বত্র পতিত হইয়া
থাকে, গুণাকর নরবরের মুক্তকরের
দান রূপ করের তাদৃক গতি, গুণের
গণনারম্ভে কোন্ গুণকে অগ্রে গণনা
করা কর্ত্তব্য এতদ্বিবেচনায় লেখককে
ব্যাকুল হইতে হয়, মহারাজ সর্ব্ব
গুণের ভবন, সর্ব্বশাস্ত্রের যথার্থ গুণ
গ্রাহক, সর্ব্বক্ষণ সুপণ্ডিত কবি, প্রভ
তি সাধুগণ সহ শাস্ত্রালাপ প্রচারে
সদাচারে সময় কর্ত্তন করেন, প্রতি
দিন প্রায় পণ্ডিত মণ্ডলীমণ্ডিত হই
য়া মহারাজ স্বয়ং ভাষা কবিতা, সং
স্কৃত সংগীত, রচনা করিয়া থাকেন,
অপর অধিরাজের এই এক মহদগুণ
যে (রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং) অর্থাৎ
রাজারা কর্ণেদর্শন করেন যে এক
প্রবাদ আছে, তাহা ইঁহার নিকট
বিপরীত হইয়াছে, নরেশ্বর চাটু
কারের চাটু উক্তি অবজ্ঞা, ঘৃণা ক
রিয়া থাকেন, যাথার্থ্যের অপহ্নব কদা
পি সম্ভব হয় না, মনোরঞ্জক প্রপঞ্চ
কগণ যদি রাজ সমক্ষে কদাপি কোন
ব্যক্তির নিন্দা বা অযথার্থ অপবাদ
ব্যক্ত করে, ভূপতি এমত মনেরভাব
গ্রাহী ও গুণগ্রাহী যে নিন্দকের ম
নেরভাব গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত
হয়েন, শঠতাসঞ্চক বঞ্চকদিগের বঞ্চ
নার বিষয় কি? মহারাজের কর্ণ
সাক্ষাৎ ধর্ম্ম পরায়ণ মিথ্যা এক বর্ণও
স্থান প্রাপ্ত হয় না, খলের খলতা
আপনিই শমতা পাইয়া থাকে, দূর
দর্শিতা প্রযুক্ত সর্ব্ববিষয়ে সদ্বিচার
প্রচার করিয়া থাকেন, এরূপ রসনা
নাই যে মহারাজের দানের ও যশের
ঘোষণা না করে, এই বর্দ্ধমান মধ্যে
বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ জাতির বসতি অল্প

থাকার মহারাজ সম্প্রতি অনেক ভদ্র
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কুলীন ও শ্রোত্রিয়
পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে ও অন্যান্য জা
তিকে বাস প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপা
ধ্যায়, শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র মুখো
পাধ্যায়, শ্রীযুত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন,
শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, শ্রীযুত
উমাকান্ত তর্কপঞ্চানন, শ্রীযুত নবীন
চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়দিগকে
এক এক বাটী প্রদান করিয়াছেন,
এবং অনেকের রায়োপযোগী বাটী
নির্ম্মাণ হইতেছে, এই বাসস্থান প্র
দানে যে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে,
তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণই বিবেচনা
করুন।

পদ্য।

মহামতি মহীপতি, বর্দ্ধমান ভূপ।
ধনে, মানে, দানে, গুণে, নাহি অনুরূপ॥
রূপ কোথায় আর, দীনের আশ্রয়।
বনে সকলে বলে, রাজার জয়॥
রের রাসের হেতু, নরেশ সুজন।
করিছেন মহাসুখে, ধন বিতরণ॥
তন আবাসম্ম কত, হতেছে নগরে।
জবাসে বাসে সুখী, হবে যত নরে॥
জগণ নিজ নিজ, লয়ে পরিপার।
রবে সুখের কাল, স্বপ্নে অনিবার॥
জার প্রদত্তবাটী, পেয়েছেন যাঁরা।
নমতে কোনরূপে, দুঃখ নন তাঁরা॥
বাসেতে এসেগেল, প্রবাসের দুখ।
বাসি হইয়া পায়, নিবাসের সুখ॥
খশী একেবারে, হলো সমুদয়।
ন সুখের দিন, আর নাকি হয়॥
হইতো বর্দ্ধমান, নিজে বর্দ্ধমান।
নগণের তায়, বসতের স্থান॥
জার কৃপায় এই, রাজধানীময়।
তিদিন কত শত, শুভকর্ম্ম হয়॥
, যজ্ঞ, ব্রত, হোম, অতিথি সেবন।
তরে অকাতরে, করিছে ভোজন॥
লয়ে নৃত্য গীত, হয় প্রতিদিন।
দ ভোজনে সুখি, শত শত দীন॥

নৃপতির সেবা ধর্ম্ম, করিয়া সাধন।
প্রবাসি পুরুষ কত, লাভ করে ধন॥
এনগরে নাই, দেখ, কিছুর অভাব।
অমল সরল নৃপ, সরল স্বভাব॥
ধনে, মানে, সম হবে, কবে কোনজন।
এমন সুজন ভবে, আছে কি দুজন॥
দশের নিকটে যাঁর, যশের ঘোষণা।
কত শত ধনি মানি, করে উপাসনা॥
যাঁর দানে হয় পুরে, শুভ অধিষ্ঠান।
চিরজীবি হউ হারে, বরুন ভগবান॥

সম্প্রতি রেলওয়ের আরোহি ক
লিকাতা প্রভৃতিবাসি যাঁহারা বর্দ্ধমান
দর্শনার্থ আগমন করেন, সেই সকল
মান্যলোককেই উপযুক্ত বাসাদি ও
আহারীয় প্রদত্ত হইতেছে, এই উপ
লক্ষে মহারাজ বিশেষ বাদান্যতার
কার্য্য করিতেছেন, যিনি যেরূপ মান্য
মনুষ্য তাঁহার তাদৃশ সমাদর পক্ষে
কিছু মাত্র ত্রুটি হয় না, মহারাজ এই
সকল আগন্তুক লোকের তত্ত্বাবধারণা
র্থ শ্রীযুত উমাকান্ত ও তর্কপঞ্চাননকে
নিযুক্ত করিয়াছেন, তর্ক পঞ্চাননের
স্বভাব অতি উত্তম, তিনি সকলকে
সমাদর সম্ভাষণে আদর সহ তত্ত্বাবধা
রণ করিয়া থাকেন, ইহাতেই তাঁহার
তত্ত্বাবধারণ কর্ম্মে সকলে সন্তুষ্ট, রাজ
সংসারে অভাব কি? আগন্তুক ব্যক্তি
গণ অনায়াসেই রাজপ্রসাদে যথেষ্ট
তুষ্ট হইতেছেন।

পদ্য।

বাষ্পরথ আরোহণে, বিদেশীয় নর।
এনগরে এসে হয়, প্রফুল্ল অন্তর॥
চিত্রশোভা চিত্তলোভা, করি দরশন।
ভূলোকে পুলকে হয়, পুলকিত মন॥
উচ্চতর মনোহর, নৃপ নিকেতন।
দেখ কোষা অভিধান, রম্য উপবন॥
নগরীয় যাবতীয়, শোভা মনোহর।
এরূপ অপর কোথা, দৃষ্টির গোচর॥

রাজসম্বন্ধীয় কর্ম্মকার মেম্বর প্র
ভৃতি সভাসদ পারিষদগণের সহিত
সাক্ষাতে ও আলাপে যথেষ্ট বাধ্য
হইলাম, সকলেই অতি সুমনুষ্য,
কিন্তু মহারাজের হস্তিশালা ও
ঘোটকশালা, শকটশালা, ইমারতের
সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু উমেশ
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাশয় অতি
মহৎ ও ভদ্রসন্তান, ইহাঁর গুণের য
থেষ্ট প্রশংসা করিতে হইবেক, উমে
শবাবু রাজকার্য্যে যেমন দক্ষ, তাঁহা
র তেমনি মনের ভূষণ সরলতা, স
ম্প্রতি যাহাকে পাথওয়াজ বাদ্যে
অদ্বিতীয় বলিয়া সকলে জানেন,
ইনি সেই উমেশবাবু, আমি ইহাঁর
সহিত আলাপে ও ইহাঁর সদ্ব্যবহারে
আহ্লাদে মোহিত হইলাম।

বহরমপুরবাসি আমারদিগের
কোন বন্ধু ফ্রান্স দেশীয় লোকের
দের পুরাবৃত্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,
এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে যে যে জাতীয়
লোক বিরাজ করিতেছে তাহারদের
সকলের আদি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া
সহজ কথা নহে, এবিধায় আমরা
প্রাপ্তক্ত বিষয়টী সাদরে নিম্নে গ্রহণ
করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশারম্ভ করিলাম,
পাঠক মহাশয়েরা ফ্রান্স দেশীয় লো
কের পুরাবৃত্ত পাঠে প্রীতি পাই
বেন, কেননা সর্ব্বজাতীয় লোকের
দের আদি অবস্থার বিবরণ পাঠে
সাধারণের মনে স্বতই একপ্রকার
অনুরাগ জন্মে, এবং তত্তদ্বিষয় পাঠে
বিস্তর উপদেশ ও অনুসন্ধান পাও
য়া যায়, যে লোক পৃথিবীস্থ বহু
দেশের ও তদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের
পুরাবৃত্ত জ্ঞাত থাকেন এবং যে লোক
বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয়
মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার দর্শন

করেন, তিনিই বহুদর্শী ও বিজ্ঞ পদ বাচ্য হয়েন অতএব ভরসা করি পাঠকবর্গ এবৃত্তান্ত পাঠে বিরক্ত হইবেন না।

বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত।

ফ্রান্স এবং নরম্যাণ্ডি দেশের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ফ্রান্স দেশীয় ব্যক্তিদিগের আদি মবংশের মূলান্বেষণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার যে প্রগাঢ় যত্নসহকারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃতবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি সাধ্যানুসারে যৎকিঞ্চিৎ যাহা সঙ্কলন করা গেল তাহা পাঠে পাঠকবর্গের উপকার দর্শিতে পারে।

জাফেতের বংশ পরম্পরা প্রথমতঃ ইউরোপখণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন*। তন্মধ্যে গোমর হইতে উদ্ভূত সিম্‌রিয়া অথবা সিম্ব্রিয়া জাতীয় লোকেরা ইউরোপখণ্ডের উত্তর এবং পূর্ব্বাংশে বসতি করে, পরে ক্রমে পশ্চিমাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কসেরবংশ পরম্পরা যাহারা সিথিয়া এবং টারটর দেশীয় লোক বলিয়া আখ্যাত ছিল, তাহারা প্রথমাবস্থায় একস্থানে স্থায়ি ছিল না, নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াই জীবনাবশেষ করিত এবং অতিশয় যোদ্ধা বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। এই অসভ্য দলের এক সম্প্রদায় সিমেরিয়া দেশীয় লোকের স্থাপিতরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার সমস্ত জনগণকে দূরীকৃত করিয়া আপনাদের নামে ঐ লব্ধরাজ্যের নাম রাখিল। সিমেরিয়া দেশীয় লোকেরা তাহাদের পূর্ব্ববাসস্থান হইতে তাড়িত হইয়া জর্থনিরাজ্যের নিবিড় অরণ্য মধ্য দিয়া পলায়নপূর্ব্বক গালদেশে অবস্থিতি করে। কোন্‌শকে তাহারা দানিউব নদীর তীরবর্ত্তি দেশ হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক গালদেশে প্রথম বসতি করিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রকৃত কালনিরূপিত হয় নাই, কিন্তু এইরূপ অনুভূত হইয়াছে যে তাহারা খ্রীষ্টীয় শকের নবম অথবা দশম শতাব্দ পূর্ব্বে তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিত হয়। কশের বংশোদ্ভূত লোকেরা যত অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সিম্রিয়া দেশীয় লোকদিগকে তাহাদের সন্মুখবর্ত্তি রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিতে লাগিল এবং পরিশেষে আপনারা জর্থনিরাজ্যের অর্ধ্যাংশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইল। ফিনিসা কার্থজিনিয়া এবং গ্রীস দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে সতত গালদেশে গমনাগমন করিত। যদিও গালদেশীয় লোকেরা কসবংশীয় লোকেরদের ন্যায় যুদ্ধ বিষয়ে সুদক্ষ ছিল না তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ইউরোপের স্থানে স্থানে অনেক লোকের গৃহদাহ ও সম্পত্তি লুণ্ঠনাদি অশেষ উৎপাত করিত।

আমরা কোন প্রামাণিক বন্ধু বিশেষের পত্রে এক ঘৃণিত বলাৎকার বিষয়ক অপবিত্র-সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া পাঠকবর্গের গোচরার্থ নম্রে অবিকলপ্রকাশ করিলাম।

"শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন। সিমুলিয়া রায়ের বাগানের শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বাক্‌চির বাটীতে একটী গাভিন গোরু ছিল ঐ স্থানের গোবিন্দ বসুর পুত্র ঐ গোরুটী বলাৎকার করিয়াছে, তাহাতে বাক্‌চি মহাশয় শনিবার দিবসে তাহাকে পুলিসে দিয়াছেন, মোকদ্দমা অদ্য শেষ হইবে কি হয় পশ্চাৎ লিখিব, কিন্তু এবড় চমৎকার সংবাদ আপনি ভালরূপ লিখিবেন ইতি ২৭ শ্রাবণ ১২৬৪।

শ্রীরা চ,,

এই সংবাদ যন্ত্রারূঢ় কালে আমরা শুনিলাম এই নবিষয়ক মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের সেশনীয় বিচারে অর্পিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে আগত কোন পত্রে প্রকাশ হয়, একাদশ সহস্র ইংলণ্ডীয় সেনা ওবরল্যাণ্ড পথে বাষ্পীশ তরী যোগে বাহি হইয়াছে, এবং চতুর্দ্দশ সহস্র সেনা মহামুদ্র দিয়া আসিতেছে, ওবরল্যাণ্ড পথে যে ১১০০০ সেনা আসিতেছে তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই এতদ্দেশে উপনীত হইবে আপাততঃ ১০।১২ সহস্র গোরা সেনা আইলেই বিদ্রোহি দল হত বল হইবে।

* গোমর হইতে সম্ভূতবংশ পরম্পরা সেল্টিক নামে আখ্যাত হয়।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোপোলকণ্ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৮২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ব্যায়ংভাস মতন্দ্রনীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯১০ সংখ্যা] গুরুবার ১২ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ।
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক্য দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

২ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

যদিও অখণ্ড দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস জাতির প্রবল পরাক্রম অপ্রতিহত হইবার কোন আশঙ্কাই নাই তথাচ যে সমস্ত সাহেবেরা বলন্টির পদভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের অকারণ ভয়ের জন্য আমরা সাতিশয় অনুতাপিত হইয়াছি, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে খ্যাত্যাপন্ন আপনার মার্গ উদ্দীপ্ত করিয়া জগদ্বরাশ্রিত প্রভাকরের বিশ্বপ্রকাশক প্রভার অপহ্নব করিতে পারে খঞ্জ ব্যক্তি যদ্যপি অত্যুচ্চ গিরিবর লঙ্ঘন করিতে পারে, মূর্খ ব্যক্তি যদ্যপি কোন বিদ্বান ব্যক্তির কার্য্য পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে, তথাচ অবোধ অবাধ্য সিপাহিরা কোনক্রমেই প্রবল হইতে পারিবেক না, আমারদিগের এই অনুমানই অধুনা সত্য হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা বলন্টিয়ার পদভুক্ত হইয়াছেন যদিও আমরা তাঁহারদিগের সদ্বুদ্ধির প্রশংসা করি তাঁহারা রাজভক্ত একথা স্বীকার করি, তথাচ তাঁহারা এই আশঙ্কাভিভূত হওয়াতে এতদ্দেশবাসি ভীরুস্বভাব প্রজাদিগের মনোমধ্যে সাতিশয় ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল, অধিকন্তু মিসনরি সাহেবেরা নগরবাসি সমস্ত লোকের অস্ত্রাদি অপহরণ পূর্ব্বক কেবল বলন্টিয়ার পদাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে অস্ত্র প্রদান প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র প্রদান করাতে আমরা কি পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারিনা, কারণ এই বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ যখন কোন কালেই রাজবিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই চিরকাল রাজার অনুগত থাকিয়া সাধ্যানুসারে রাজকার্য্য পরিচর্য্যা নির্ব্বাহ করিতেছে তখন মিসনরি সাহেবদিগের এই আশঙ্কা করা কত দূর পর্য্যন্ত অন্যায় হইয়াছে তাহা ধীমান পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, এই বিষয় উত্থাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সভায় শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়েরা যে সমস্ত সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, মিসনরিদিগের কি প্রবল ভ্রান্তি! তাঁহারা আবেদন পত্র দ্বারা আমারদিগকে রাজদ্বারে অকৃতজ্ঞরূপে প্রতিপন্ন করিয়া আপনারা পরম ধার্ম্মিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রত্যাশা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি কৃতজ্ঞতার পরম ধর্ম্মাবগত থাকিতেন তবে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে এতদ্রূপে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিয়া নিরাশ্রয় লোকদিগের ন্যায় আত্মরক্ষা নিমিত্ত অস্ত্র ধারণে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেন না, এই দেশ যদ্যপি কোন সামান্য স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের করতলস্থ হয়, তাহাতে আমারদিগের কি পর্য্যন্ত দুঃখপয়োধি বৃদ্ধি হইবেক, মিসনরি সাহেবেরা যদ্যপি ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহা বিবেচনা করিতেন তবে তাঁহারা মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষবাসি প্রজাদিগের কৃতজ্ঞ স্বভাবের প্রতি ঈদৃশ কলঙ্কারোপ পূর্ব্বক আপনার নৃপতির পরাক্রম দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াও এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন না, হে পাঠকগণ, সাহেবেরাই রাজপুরুষদিগের পরাক্রমের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, [illegible] উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া কয়েক দিবস নিদ্রাকে পরিহার করিয়াছিলেন, রাজার অখণ্ড পরাক্রমের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া আপনাপন জীবন সম্পত্তি রক্ষা নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আমারদিগের পক্ষে রাজক্ষমতার প্রতি কিছু মাত্র অবিশ্বাস জন্মে নাই, আমরা এক দিবসের নিমিত্ত নিদ্রা পরিত্যাগ করি নাই, আমরা মনে মনে বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ জাতি সামান্য সিপাহিদিগের ষড়যন্ত্র দ্বারা কোনক্রমেই নির্ব্বীর্য্য হইবেন না, আপনারদিগের বিক্রমবলে অবোধদিগকে হনন পূর্ব্বক এই ভারতবর্ষে চিরপ্রভুত্ব অবশ্য সংস্থাপন করিবেন, অদ্যাপি পরমেশ্বর প্রসাদাৎ আমারদিগের এই অনুমানই সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমরা ডাকযোগে সর্ব্বত্রের কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বিদ্রোহিতা উপদ্রব ক্রমে শান্ত হইতেছে, দিন দিন বিদ্রোহিদলের বল হ্রাসের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, আরা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহিরা সমরে পরাভূত হইয়া উক্ত প্রদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যদি আরা কি গয়ার পরে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় কিম্বা শীক সৈন্য থাকিত তাহা হইলে বিদ্রোহিকুল একবারে নির্ম্মূল হইত। কাণপুর, বিঠোর, অযোধ্যা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে আমারদিগের মনে অভাবনা নাই, আলাহাবাদ ও কাণপুরের বিদ্রোহিদল সম্পূর্ণ হীনবল এবং ব্রিটিসবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপীয় ও শীক সৈন্যরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া প্রদেশ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং যে যে গ্রামে বিদ্রোহি সেনাদিগের বাসস্থান দেখিতেছে সেই সেই স্থান দাহ এবং দুরাত্মাদিগের প্রাণ নাশ করিতেছে। যাহাদিগকে জীবিত পাইতেছে তাহাদিগকে বন্দি করিয়া আনিতেছে। পাঠকবর্গ কাণপুরের পত্রে তদ্বিশেষ বৃত্তান্ত অনেক অবগত হইয়াছেন।

পাঠকবর্গ [illegible] বের রাজধানী বিঠোর নগরে বিদ্রোহি [illegible] পরাজিত হইয়াও পুনরায় বহু সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিল কিন্তু সমরদক্ষ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনরল শ্রীযুক্ত হেবিলক সাহেব তাহারদিগকে তৃতীয় বার পরাভব করিয়া দিয়াছেন। অযোধ্যা রাজ্যের বিদ্রোহি সেনা এবং যবনেরাও অত্যন্ত সামর্থ্যহীন হইয়াছে, গুলি, গোলা, বারুদ প্রভৃতি সমর-সামগ্রী প্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং অনেকে অযোধ্যাদুর্গ গ্রহণে হতাশ হইয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে।

দিল্লী হইতে দিন দিন কল্যাণকর সংবাদ আসিতেছে, ইতি দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সমস্ত বিদ্রোহি একমত হইয়া জেনরল উইলসন সাহেবের নিকট নগর ত্যাগের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল, তৎপরে দিল্লী হইতে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত হয়, যবন ও হিন্দু বিদ্রোহিদিগের মধ্যে পরস্পর মনান্তর ঘটিবায় হিন্দু-বিদ্রোহিরা দিল্লীনগরের সমীপস্থ ব্রিটিস বাহিনীর নিকটে এই মর্ম্মে এক পত্র পাঠাইয়াছে, যে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক পুনরায় তাহারদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লন তাহা হইলে তাহারা অস্ত্র ও নগরত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শরণ লয়।

এই সংবাদ সত্য ব্যতীত মিথ্যা বোধ হয় না, কারণ নগর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য ও যুদ্ধ-দ্রব্যের অনাটন হইয়াছে, পীড়া উপদ্রবে অনেকে নিহত হইতেছে, তাহার উপরে যদি গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহারদিগকে নগর ত্যাগপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের শরণ লইতে হইবেক, গবর্ণমেণ্ট সেনারা দৃঢ়রূপে নগর বেষ্টন করিয়াছে তাহাতে বিদ্রোহিদিগের পলাইবার কোন প্রসক্তি নাই, আর কিছু দিন এইরূপ মহাকষ্টে নগর মধ্যে থাকিলে তাহারা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত নিয়মের অধীন হইয়া নগরত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

গত সোমবাসরীয় ফিনিক্স পত্রে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নেপাল রাজমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে যে তিন সহস্র গোর্খাসেনা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা এক্ষণে গোরক্ষপুরে আছে, ব্রিটিস সেনাপতিরা সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধকরণার্থ গোরখাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা এই উত্তর দিয়াছে, আমরা গবর্ণমেণ্টের ধনাগার রক্ষা করিতেই আসিয়াছি, কিন্তু সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিব না, কারণ সিপাহিদলে অনেক ব্রাহ্মণ আছে, তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মহত্যা হইবে।

এসংবাদ আমরা সত্যজ্ঞান করি না, কারণ দুই তিন দিন পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত কোন পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, গোরখাসেনারা গোরক্ষপুরের একদল বিদ্রোহি পদাতিক এবং একদল অশ্বারোহিদলের সেনাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া তথাকার ধনাগার রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতা সূচক পত্র পাঠাইয়াছেন। যদি গোরখাসেনাদিগের মনে এমত কদভিপ্রায় থাকিত তাহা হইলে কখন গোরক্ষপুরের বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিত না।

ইতিপূর্ব্বে একবার আগ্রাপ্রিসিডেন্সির লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মান্যবর শ্রীযুত জান কলবিন সাহেবের মৃত্যুবিষয়ক এক অশুভ জনরব ঘটনা হইয়াছিল, আমরা তৎকালেই

BLEED THROUGH.

ঐ জনরব মিথ্যাজ্ঞান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই প্রতিপন্ন হইল, কি নিজ সম্পাদক লিখিয়াছেন, উক্ত প্রধান মহাশয় শারীরিক অতিশয় অসুস্থ হইয়াছেন, তাহাতেই ঐ অমূলক জনশ্রুতি উঠিয়াছিল, এ সংবাদ সম্ভব্য বটে, কেননা আগ্রানগরের প্রায় সমস্ত বাটি বিদ্রোহি ও বদমাইস লোকেরা দাহ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে নগরবাসি সমস্ত ইংরাজাদি শ্রীশ্রীমৎ মাবলম্বি ও অনেক বাঙ্গালিরা সপরিবারে এবং ভৃত্যবর্গসহিত দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অনেক ইউরোপীয় সেনা আছে, দুর্গমধ্যে অতিশয় জনতা হইয়াছে, অল্প স্থানে অধিক লোক থাকিলেই সে স্থানের বায়ু বারি বিকৃত হয়, সুতরাং তন্মধ্যে বাস করিয়া লেপ্টেনান্ট গবরনর বাহাদুর পীড়িত হইবেন বিচিত্র কথা নহে।

মেদিনীপুরের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানবাসি ইংরাজেরা বৃথা আশঙ্কাক্রমে আপনাপন স্ত্রী পরিবার কলিকাতায় পাঠাইবায় তথাকার বাঙ্গালিরাও তদ্দৃষ্টান্তে তাঁহারদেরও পরিবার স্ব স্ব ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন, বাস্তবিক মেদিনীপুরে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইবার প্রসক্তি নাই, শিখাবতীব্যাটেলিয়নের সিপাহিরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসি আছে।

গ্যাস আলোর নূতন টাক্স বসিবায় প্রজাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আলোর টাক্স কত অধিক দিতে হইতেছে এবং গ্যাস টাক্সে সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক কত টাকা আদায় হইবে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রিসিডেন্সি সিবিল আডিটর সাহেবের নিকট রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে নাটাগড়ীয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছি। তন্নিকটবর্ত্তি সোদপুর নামে এক গ্রামে এক ইংরাজী বিদ্যালয়ের নাম শ্রবণ করিয়া গত বুধবাসরীয় দিবসে তদ্দর্শনে গমন করিয়াছিলাম, ছাত্রদিগের শিক্ষাপ্রণালী দৃষ্টি করিয়া যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলাম তাহা সাধারণের গোচর না করিয়া কোন মতে ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। বালকবৃন্দের সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ শত, ইহারা সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক বেতন দিয়া থাকেন, বংরাজকোষ হইতেও মাসিক পঞ্চাশৎ মুদ্রা দাতব্য নির্দ্ধারিত আছে, তদ্ভিন্ন দেশস্থ ভদ্র সন্তানেরা অনেক আনুকূল্য করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়েরা এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন, প্রথমোক্ত দেশহিতৈষী সুবিজ্ঞ মহাশয় বিদ্যালয়ের গৃহ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং অর্থের অনাটন হইলে সমুদয় স্বয়ং আনুকূল্য করিয়া থাকেন তাঁহার এই কীর্ত্তি দেখিয়া এবং লেখক প্রমুখাৎ অবগত হইয়া বোধ হয় ইনি অত্যন্ত সৎগুণান্বিত মহৎ ব্যক্তি দেশের হিত সাধনে সর্ব্বদাই প্রযত্নবান, অবকাশ বিরহে এবং স্থানান্তরপ্রযুক্ত আর আর মহোদয়গণের নামোল্লেখ করিতে এস্থলে অশক্ত হইলাম, তাঁহারাও বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত অর্থে ও সামর্থ্যে অনেক চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সমধিক উপকার দর্শিতেছে।

এই বিদ্যালয় কেবল এক বৎসর কাল স্থাপিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে বালককেরা যেরূপ শিক্ষা করিয়াছে তাহাতে যথার্থ প্রশংসনীয় বলিতে হইবেক, প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত যিনি অনেকদিবস জনাই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন, বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ উপায় করিয়াছেন, তাহাতে বালকেরা অল্প সময় মধ্যে নানা বিষয় শিক্ষা করিতেছে। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মিত্র যেরূপ প্রগাঢ় যত্নের সহিত ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন তাহাতে অনতি বিলম্বেই বালকদিগের সুশিক্ষার সম্ভাবনা, এরূপ বিদ্যালয়ে রাজার বিশেষ মনোযোগ করা অতীব আবশ্যকীয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজপক্ষীয়েরা যে রূপ ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারদিগকে এক্ষণে অনুরোধ করা বিধেয় নহে, ঈশ্বর করুন, তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হউক, অবশ্য তাঁহারা এবিষয়ে উত্তমরূপ বিবেচনা করিবেন অলমতি বিস্তরেণেতি ৫ ভাদ্র ১২৬৪।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলন ডিয়াস্থ ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং সনাতনমমরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০৯ সংখ্যা। বুধবার ১১ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রামনারায়ণ কুমারের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি পরগণে রাণীহাটীর মধ্যে ছোট ধামাস গ্রামে একটা ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী তাহা তিন মহল বিভুক্ত ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪।৷৷ চারি বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামনারায়ণ কুমারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি পরগণে রাণীহাটীর মধ্যে এক লাট তালুক, তাহা তিন মৌজায় বিভুক্ত অর্থাৎ মৌজা ছোট ধামাস ও মৌজা বড় ধামাস ও মৌজা দমদমা এই তিন মৌজার সদর মাল গুজারি কোম্পানির সিক্কা ২৩০০ তেইশ শত টাকা দিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামনারায়ণ কুমারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ আগষ্ট ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে তাবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY.

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৷৷১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব হিন্দী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত

BLEED THROUGH.

ইয়াছে, [illegible]
বতনে গবর্ণমেণ্ট বি[illegible]
ণালী [illegible]
দান্যুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের
আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান
করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি
করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE,
Managing Director.

সংবাদপ্রভাকর

ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৯৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

সহরঘাটি হাজারিবাগ প্রভৃতি
ানে বিদ্রোহি সিপাহি এবং দস্যু
রাত্মারা অতিশয় অত্যাচার উপ
ত করিবায় কলিকাতা নগরবাসি
ংরাজেরা শঙ্কা পাইয়া গবর্ণমেণ্টে
ই প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছেন,
বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র মার্সেল
প্রচার হইলে ভাল হয়। শ্রীযুত
বরনর জেনরল বাহাদুর ঐ আবে
পাইয়া তদ্বিষয়ে অদ্যাপি কোন
াজ্ঞা প্রদান করেন নাই। আমরা
নুমান করি সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট
াৎ এমত আজ্ঞা প্রচার করিবেন
কারণ বাঙ্গালা প্রিসিডেন্সির স
ত্র অদ্যাপি উপদ্রব উপস্থিত হয়
ই, তাহাতে মিলিটরী আইন প্র
হইলে অনেক নির্দ্দোষ লোকে
ও পাইবেক অতএব যেযেস্থানে
দ্রোহিতা উপস্থিত হয় বা যেখানে
ানে উপদ্রব ঘটনার আশঙ্কা
আছে সেই সেই স্থান মিলিটরী আ
ইনের অধীন করা উচিত।

নগরে জনরব উঠিয়াছে "কলি
কাতা নগরবাসি কতকগুলীন ইংরা
জ বণিকেরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে
র বিরুদ্ধে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট
সভায় এক আবেদনপত্র অর্পণ ক
রিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট রুষ্ট
হইয়া প্রাগুক্ত সদাগরদিগকে দণ্ড
দিবেন এমত মনন করিয়াছেন।"

ইউরোপীয় সওদাগরেরা গবর্ণমে
ণ্টের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভায়
আবেদন করিয়াছেন, এ কথাই
আদৌ সত্য বোধ হয় না, কারণ
তাঁহারদের তদ্রূপ আবেদন করণের
কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, আর যদিই
বা তাঁহারা এইরূপ আবেদন করিয়া
থাকেন তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁ
হারদিগকে কেন দণ্ড দানে উদ্যত
হইবেন? ব্রিটিসরাজ্যের ন্যায় সুখে
র রাজ্য পৃথিবী মধ্যে আর দৃষ্ট হয়
না, এ রাজ্যের রাজা প্রজার তুল্য
স্বাধীনতা আছে, তুরুক, আরব,
পার্সিয়া, তাতার, কাবেলাদি যবন
রাজ্যে এবং রুষ, চীন প্রভৃতি রাজ্যে
রাজ কর্ত্তৃত্বই বলবৎ, রাজারা ইচ্ছা
মতে শত শত নির্দোষি প্রজার প্রাণ
নাশ করিতে পারেন, অর্থের অপ্র
তুল হইলে বল পূর্ব্বক প্রজার সম্প
ত্তি গ্রহণ করেন, নৃশংস অনীতিজ্ঞ
রাজা হইলে প্রজারা নানামতে উপ
দ্রুত হয়, কিন্তু ব্রিটিস অধিকারে
প্রজাদিগের তদ্রূপ ক্লেশ নাই। ব্রি
টিস গবর্ণমেণ্টকে "লিমিটেড মনা
র্কি" বলে অর্থাৎ রাজক্ষমতা সীমা
বদ্ধ, ইংলণ্ডীয় রাজারা ইচ্ছামত প্র
জার উপর অত্যাচার করিতে পারে
ন না, রাজসভাসদ ও রাজমন্ত্রিদিগে
র অমতে কোন নূতন বিধি কেবল
রাজার আজ্ঞাক্রমে প্রচার হয় না,
রাজা বা প্রধান রাজকর্ম্মচারিরা প্র
জার প্রতি বিশেষ অন্যায় অত্যাচার
প্রকাশ করিলে তাঁহারদিগের
নামেও রাজসভায় অভিযোগ হয়,
ও প্রজারা ক্ষতি পূরণ পায়।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, প্রিসিডে
ন্সি কালেজ ও মাদরসা কালেজে
যত দিন সেনা রক্ষিত হইবেক তত
দিনের জন্য কালেজ বন্ধ থাকিবে।
কিন্তু সংপ্রতি শ্রুত হওয়া গেল, উক্ত
কালেজদ্বয় বন্ধ হইবে না, যুগল
সেতু বাসি মৃত বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক
মহাশয়ের প্রশস্ত ভবনে প্রিসিডেন্সি
কালেজ উঠিয়া আসিবেক, কোন
বন্ধু বিশেষের প্রমুখাৎ অবগত হই
লাম, বদান্যবর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ
মল্লিক মহাশয় বিনা ভাড়ায় ঐ
বাটী কিছু দিনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট
কে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে
ন। মাদরসা কালেজও অন্য এক
বাটীতে উঠিয়া আসিবেক।

বর্দ্ধমান।

৫ ভাদ্র ১২৬৪।

শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানেশ্বর এবং
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী পূর্ব্বাপেক্ষা অ
নেক সুস্থ হইয়াছেন।

মহারাজের ডাক্তরখানা যাহা ব
হুকাল অবধি রাজবাটীর সম্মুখেই
স্থাপিত ছিল, এইক্ষণে সেই চিকিৎ
সালয় শ্যামসাগরের দক্ষিণ ধারে
এক নূতন বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে,

সেই গৃহ এবং সেই স্থান অতি উ
ত্তম।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ
করিতেছি, রাজবাটীর পূর্ব্বতন সেরে
স্তাদার সুজনবর রাজনীতিজ্ঞ শ্রীযুত
পঞ্চানন বাবু উচ্চপদে অভিষিক্ত হ
ওয়াতে আমাদপুর নিবাসি শ্রীযুত
রাজমোহন চৌধুরি বাবুকে শ্রীমহা
রাজ উক্ত সেরেস্তাদারি পদে নিযুক্ত
করিয়াছেন, রাজমোহন বাবু অতি
বিশ্বাসপাত্র, কর্ম্মক্ষম, সর্ব্বতোভা
বেই সুযোগ্য, এবং সৎবংশজাত,
শ্রীশ্রীযুত যোগ্যপাত্রকেই যোগ্যপদ
প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে সুতরাং
সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

পুরাতন প্রধান মেম্বর সর্ব্বজানি
ত সর্ব্বগুণজ্ঞ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী
মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন
এবং তত্তুল্য সর্ব্বগুণশালী শ্রীযুত বাবু
চন্দ্রশেখর দেব মেম্বরিপদ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক সংপ্রতি কলিকাতায় অবস্থা
ন করিতেছেন, ইহাতে অনেকেরি
মনে এমত সন্দেহ হইয়াছিল যে উ
ল্লেখিত উভয়ের অভাব বশতঃ রাজ
কার্য্য নুত্রণালী পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হই
বে না, কিন্তু জগদীশ্বরেচ্ছায় সে বিষ
য়ের আশঙ্কা এককালেই নিবারিত
হইয়াছে, কারণ শ্রীমান মদনলাল
বাবু এবং মণিলাল বাবু প্রভৃতি মেম্ব
র এবং সহকারি মেম্বরগণ অতি সু
ন্দররূপে সুখ্যাতি সহকারে স্বচ্ছন্দে
সহজেই তত্তৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে
ছেন, ইহাঁরদিগের বিচারাদি সর্ব্বপ্র
কার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সূক্ষ্মদর্শিতা
তৎপরতা, ধার্ম্মিকতা, নম্রতা, স্থির
তা ও ধীরতাদিতে তাবতেই সন্তুষ্ট
হইয়া যথেষ্ট অনুরাগ ঘোষণা করি
তেছেন।

সংপ্রতি ইমারতের ব্যাপারে বি
স্তর ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, পুরাতন সমু
দয় অট্টালিকা প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়া
ছে, সমস্তই অতি সুন্দররূপে নূতন
নির্ম্মিত হইতেছে, এই সূত্রে রাজভা
ণ্ডারের ব্যয়ে রাজ, মজুর, সুতার, ক
রাতি, কামার, প্রভৃতি কত ব্যক্তি যে
প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সং
খ্যা করা যায় না, উত্তম উত্তম প্রস্ত
রের কার্য্যে বিস্তর ভাস্কর নিযোজিত
হইয়াছে, নূতন নূতন আনকা আন
কা ফুলেরচানকা ও মেওয়ার বাগান
নির্ম্মাণ নিমিত্ত যে সকল মালি নিযু
ক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যাও
বিস্তর, সর্ব্বত্রই তাহারদিগের কার্য্য
দৃষ্ট হইতেছে। চমৎকার এক অভিন
ব দোতালা দোলমঞ্চ প্রস্তুত হইতে
ছে, তাহার সমুদয় কার্য্যই অতি সু
ন্দর, তাহাতে বিপুল বিত্ত ব্যয় হই
তেছে।

যাঁহারা বহু দিন বর্দ্ধমানে আগ
মন করেন নাই, এইক্ষণে তাঁহারা
আগমন করিলে হঠাৎ চমৎকৃত হই
বেন, যেহেতু প্রায় সমুদয় নূতন সৃষ্টি
দেখিতে পাইবেন।

মধ্যে বৃষ্টি বিরহে কয়েক দিবস
গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য সকলেরি কষ্ট হই
য়াছিল, বায়ু বন্ধ হওয়াতে আন্তরিক
যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে। গত
দিবস কয়েকবার কয়েকপশলা বৃষ্টি
হইবায় এইক্ষণে তাবতেই স্নিগ্ধ হই
য়াছেন, আর কোনরূপ যন্ত্রণা নাই,
বায়ু শীতল স্বভাবে প্রবাহিত হইতে
ছে, কৃষকেরাও কৃতার্থ হইল, কারণ
ঐ জলে ধান্যের পক্ষে অত্যন্ত কল্যা
ণ হইয়াছে।

দামোদর এপর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎ
সরের ন্যায় প্রবল হয় নাই, ইহাতে
অনেক গ্রাম ও ধান্যক্ষেত্র রক্ষা পাই
তেছে, কিন্তু ইহার পর কি হয় তাহা
কে কহিতে পারে? রেইলরোডের
বাঁধের কল্যাণে কয়েক বৎসরাবধি
এপারটা রক্ষা পাইতেছে, কিন্তু ও
পারের স্থানে স্থানে সর্ব্বনাশ হইতে
ছে, বাঁধের কর্ত্তারা সে বিষয়ে সুবি
বেচনা করেন না।

বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত।

ফ্রান্স এবং নরম্যাণ্ড দেশের
ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

[গত সোমবারের শেষ।]

পূর্ব্বকালে গালদেশ সময়ে স
ময়ে সমুদ্রজলে প্লাবিত হইত, তদ্বা
রা ঐ দেশ তিন অংশে বিভক্ত হই
য়াছিল। দক্ষিণে আকুইন প্রদেশ
মধ্যে সেলটি এবং উত্তরে বেলজি
প্রদেশ। নগরবাসি সমস্ত লোক
নানাজাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং
প্রত্যেক জাতির উপরে এক এক
জন রাজা আধিপত্য করিতেন, এই
সমস্ত জাতিই এক সাধারণ জাতি
রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। যদিও মন্ত্র
ণার্থ বিশেষ সমাজ স্থাপনের নির্দ্ধা
রিত কোন নিয়ম ছিলনা তথাপিঅত্য
ন্ত আবশ্যকীয় কোন ঘটনা উপস্থিত
হইলে সকলে একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া
তদ্বিষয়ে যুক্তি ও পরামর্শ প্রভৃতি
যাহা করিতে হয় তাহা করিত।
রাজ্য শাসনের কর্ত্তৃত্বভার প্রধান
প্রধান ব্যক্তির হস্তে অর্পিত ছিল।
ধর্ম্মযাজক পুরোহিতদিগের জনস
মাজে অতীব সম্ভ্রম ছিল। তাহার

BLEED THROUGH.

দিগকে রাজস্ব দিতে হইত না এবং তাহারা এমত ক্ষমতাপন্ন ছিল যে রাজস্থ সকলেই ও তাহাদের দল ভুক্ত হইবার অভিলাষ করিতেন। এই ধর্ম্মযাজকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর হস্তে ধর্ম্মবিষয়ের সকল ভার নিহিত ছিল, আর এক শ্রেণী দেশীয় পুরাবৃত্ত সমুদায় কাব্য প্রবন্ধ নিবন্ধ করিতেন এবং অপর শ্রেণী ঐশিক শক্তি এবং দৈববাণীর ছল করিয়া সেই সমস্ত দেববাক্য গ্রন্থ বিশেষে কাব্য প্রবন্ধে সংগ্রহ করিতেন, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীপুরোহিতেরাও সকলের নিকট সমাদরণীয় ছিলেন, তাঁহারা সাধারণ সাহায্যার্থে সমাজ বিশেষে আহূত হইতেন। তাঁহারা সূর্য্য এবং অগ্নিকে জগৎকর্ত্তার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া তাঁহারদেরই অর্চ্চনা এবং চন্দ্র ও অন্যান্য অনেক দেবতারও পূজা করিতেন। ইউরোপীয় প্রতিমা পূজক পুরোহিতগণ যে সমস্ত মহা ভয়ঙ্কর হৃদয় বিদারক নিষ্ঠুরতাচরণ করিত, তন্মধ্যে ফ্রান্সদেশীয় ধর্ম্মযাজক পুরোহিতেরা স্বীয় উপাস্য দেবতার নিকট যেপ্রকারে নরবধ করিত এবং যেপ্রকার কুৎসিত প্রণালীতে তাহা সম্পাদন হইত তাহা মনে উদয় হইলে হৃৎকম্প হয়। তাঁহারা এক একজন লোকের প্রাণবধ করিয়াই যে তৃপ্ত হইত এমত নহে, ঐ নিষ্ঠুর পুরোহিতেরা সময়ে সময়ে প্রকাণ্ড তম বৃক্ষে মনুষ্যাকার এক সুপ্রশস্ত বৃহত্যায়তনের কোটর নির্ম্মাণ করিত এবং তাহা মনুষ্য পূর্ণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক স্তূপাকার তৃণ দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংলগ্ন করিয়া দিত, তাহাতে ঐ মনুষ্য সকল এবং ভস্মীভূত হইত। সিন্দূর বৃক্ষকে তাহারা সমাদরে পূজা করিত এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া তাহা যত্নসহকারে রাখিত।

গালনগরীয় ধর্ম্মযাজক পুরোহিতগণের অন্য কোন বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং শরীর বিধান বিদ্যায় অত্যল্পজ্ঞানমাত্র ছিল, ইজিপ্ত এবং পারস্য দেশীয় যাজকদিগের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে দুই প্রকার মত বিদ্যমান ছিল। সাধারণ লোক একপ্রকার মতে আস্থা করিত এবং জ্ঞানিরা অপর একপ্রকার ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করিতেন।

গালদেশ রোমরাজ্যের অধীন হইলে খ্রীষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতাব্দে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গালদেশে প্রচার হইতে লাগিল কিন্তু অনেক অবৈধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরও কয়েক শতাব্দপর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেলটিক জাতীয় লোকেরা অপ্রতি হতচিত্তে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল এবং ঐ ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ করিত। রোম দেশীয় লোকেরা গালনগর অধিকার করিলে পর গালনগর বাসিরা বিজয়িদিগের ভাষা এবং আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল এবং দিন দিন তাহাদের উগ্র স্বভাবের তিরোভাব হইয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল এবং তাহা তাহারদের স্বাধীনতার বৃদ্ধির সহিত তাহারদের বংশপরম্পরা গত বীরত্বও একেবারে বিধ্বংস হইল।

সুখাভিলাষে তাহারা সাহসহীন হইল এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত অসভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিল, তাহাদেরই বংশীয় লোকেরাই আবার তাহাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিল।

[প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।]

শোভাবাজার নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ মিত্র গত রবিবার দিবসে আত্ত সমারোহ পূর্ব্বক স্বর্গীয় মাতার আদ্যকৃত্য করিয়াছেন, সভার শোভা বর্ণনা করা যায় না, বারাণসী প্রভৃতি বহু সমাজস্থ বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ও নগরস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থাননিবাসি সম্ভ্রান্ত ও আঢ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ জয়নারায়ণ বাবু রজত নির্ম্মিত অষ্ট ষোড়শ ও স্বর্ণকার ঘড়া, গাড়ু, থাল, বনাত, থালপূর্ণ টাকা ইত্যাদি উৎসর্গ করিয়াছেন, শ্রদ্ধাবান জয়বাবু মাতার আদ্যকৃত্যোপলক্ষে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে লিখিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র টৌনহাল গৃহে প্রকাশ্য সভায় ইংরাজজাতির বিরুদ্ধে কি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেই ফোটো গ্রাফিক্ সভার ইংরাজ মেম্বরেরা একযোগ হইয়া বাবুকে উক্ত সভার মেম্বরের পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মিত্র বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিবায় তিনিও পদচ্যুত হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the Probhakur Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নজং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্তামংজ্ঞাম মতন্দ্র নীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যাবিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপুষ্পোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাসমঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯১১ সংখ্যা] শুক্রবার ১৩ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদ প্রভাকর

১৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অধুনা বাণিজ্য বাজারের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে দুঃখি লোকদিগের কথা দূরে থাকুক ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগেরও হৃৎকম্প হইয়াছে, ধনিলোকেরা অগ্নিমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হইলেও অনায়াসে তাহা ক্রয় করত আপনাপন সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি পরিমিত ব্যয়ি হয়েন তবে তাঁহারদিগের পরিমাণ আর থাকিবেক না,

BLEED THROUGH.

সেই পরিমাণের অপমান হইলে প দোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করা তার হইবেক, আমারদিগের এই লেখারদ্বারা পরিমিতব্যয়ি ধনাঢ্য মহাশয়েরা বিরক্তচিত্ত হইবেননা, আমারা স্বদেশের কল্যাণোদ্দেশেই এতৎপ্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি, ধনিলোকদিগের আয়াস পরিচর্য্যানিমিত্ত যেমন দাস দাসী সকল নিযুক্ত আছে সেইরূপ পশ্বাদিও নিযুক্ত হইয়াছে, পশুদিগের মধ্যে অশ্বাদি ধনিসন্তানগণের যেরূপ অভিলাষানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে অন্য কেহই তদ্রূপ করে না, কিন্তু এই ঘোড়ার দানার মূল্য অষ্টাহ কালের পূর্ব্বে দুই টাকা পাঁচআনা ছিল, এইক্ষণে একেবারে তিনটাকা হইয়াছে, ধনিলোকদিগের মধ্যে যদ্যপি কেহ অপরিমিত ব্যয়ীও হয়েন তথাচ এই ঘোড়ার দানার মূল্যাধিক্য জন্য অনেকেই অনুতাপিত হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

হে পাঠকগণ! আমরা ধনাঢ্য সন্তানগণের দৃষ্টান্তে কেবল ঘোড়ার কথা উল্লেখ করিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ এই কথার স্বরূপ দৃষ্টান্তও বিস্তর আছেন তাঁহারদিগের পক্ষে কিরূপ ক্লেশ হইয়াছে তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না, অতএব ঘোড়ার আহার যখন এত দুর্ম্মূল্য হইল তখন মনুষ্যের আহার কি প্রকার অগ্নিমূল্য হইয়াছে তাহা ধীমান পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, সেই বিষয় আমরা এই স্থলে আর উল্লেখপূর্ব্বক প্রস্তাব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

দেশের এইরূপ দুরবস্থা হইবার কারণ কি তাহার অনুসন্ধান করিলে আমরা অক্ষম হইতেছি, অবোধ অবাধ্য সিপাহিদিগের উপস্থিত বিদ্রোহাচরণ কোনক্রমেই এই ভয়ানক ঘটনার মূলীভূত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ আমরা সংবাদ পত্র দ্বারা অবগত হইয়াছি, ঐ অধর্ম্মদিগের মধ্যেও অনেকে আহারাভাবে অসহ্য ক্লেশ সম্ভোগ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব দৈব বিড়ম্বনাকেই এদেশের এই দুঃখ ঘটনার কারণ বলিতে হইবেক, একে ক্ষেত্রা দিতে সমধিক শস্যোৎপত্তি হয় নাই একারণ আহারীয় প্রায় সমুদয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়াছে তাহাতে আবার বিদেশীয় বণিকেরা বাহুল্য পরিমাণে তণ্ডুলাদি ক্রয় করাতে বাজারে সকল দ্রব্যের মূল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দুর্ভিক্ষ সমাগমের পূর্ব্বলক্ষণ বিবেচনা করিয়া সাধারণ প্রজাগণ হাহাকার করিবেক ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না।

আমরা সিপাহিদিগের উপস্থিত অত্যাচারকে দেশের দুর্দ্দশাঘটনার কারণ বিবেচনা না করাতে সুবিচার তৎপর পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি নিরপেক্ষরূপে বিবেচনা করেন তবে তাঁহারদিগের এই অকারণ ভ্রমের প্রতিসংহার নিমিত্ত আর কোন উদ্বেগ হয় না, যে কোন দেশে যে কোন ঘটনা হউক একটি বিষয় তাহার মূল কারণ হইলে অনায়াসে তাহার উপসংহারের উপায় হইতে পারে, ফলতঃ বহুবিধ কারণের একত্র সংযোগ জন্য যে কোন দেশে যে কোনরূপ ঘটনা হয় তাহা অবশ্য ভয়ানক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যদিও অনায়াসে চেষ্টা সহযোগে তাহার নিবারণ হয়, তথাচ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের সমূহ ক্লেশ হইয়া থাকে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

অত্রনগরবাসি ইংরাজ বাঙ্গালি দলের কতিপয় সাহসি যুবা কলিকাতা নগররক্ষক বলন্টিয়র গার্ডদল নাম লেখাইবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করণার্থ উদ্যোগি হইয়াছেন এমত জনরব শুনা যাইতেছে। যদি তাঁহারা যথার্থই এই দুঃসাহসিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিয়া থাকেন, তথাচ গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহারদিগকে বলন্টিয়র গার্ডদল ভুক্ত করিয়া লইবেন এমত বোধ হয় না, কারণ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালিদিগের বলবীর্য্য সাহস ও ঐক্যতাদির বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করুন বা নাই করুন নব্য যুবকদল যে এত দূর পর্য্যন্ত সাহসি হইয়াছেন এজন্য তাঁহারদিগকে অশেষ প্রশংসাবাদ দেওয়া যায়।

অবগতি হইল বেহালা গ্রামের কোন ধনির বাটীতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, গ্রামবাসি ধনি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা এই নূতন পাঠশালার উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ যত্নবান আছেন, অল্প দিন হইল, এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫টী বালিকা পাঠার্থ প্রবেশ করিয়াছে,

ইহাতে বোধ হইতেছে যদি গ্রামবাসি মহাশয়দিগের হৃদয়ক্ষেত্রে অনৈক্যতাবীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে অল্পকালাভ্যন্তরেই এই অবলা পাঠশালা বলবতী হইয়া উঠিবে।

---

২৪ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে যশোহর জিলার পূর্ব্বাঞ্চলবাসি কোন পত্রপ্রেরক লেখেন মাগুরার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎপ্রদেশবাসি সমস্ত নীলকর প্রভৃতি ইংরাজদিগকে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে নৌকা যোগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক বিদ্রোহি সেনা প্রচ্ছন্নরূপে যশোহর প্রদেশে আসিয়াছে, অতএব সাবধানে থাকিয়া তাহারদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং যদি কাহাকেও দেখিতে পান তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জনেক ইংরাজ ইংলণ্ডীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন "তিনি ঢাকা হইতে কলিকাতা আগমন কালে পদ্মানদীতে পশ্চিম দেশীয় লোক বোঝাই কয়েকখান পাটনাই নৌকা দেখিয়াছেন"।

এক্ষণে এই সংবাদদাতার বাক্য সত্য প্রমাণ হইতেছে। মাগুরার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি নীলকরদিগকে ঐরূপ পত্র লিখিয়া থাকেন তবে যশোহর প্রদেশে বিপক্ষ সমাগম সংবাদ সত্য হইবে।

ইংরাজিপত্রে অবগতি হইল, সদরদেওয়ানি আদালতের জনেক যবন মোক্তার প্রকাশ্য স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছিল, কোন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ কথা শ্রবণে তাহাকে ধৃত করিয়া পুলিসে আনিয়াছে, অদ্যাপি দোষাদোষের বিচার হয় নাই।

ভারতবর্ষের নূতন প্রধান সেনাপতি বাহাদুরকে রণনৈপুণ্য দর্শন জন্য বলান্টিয়রগার্ডের পদাতিক সেনারা গত শনিবার প্রাতে ৫ ঘটিকা সময়ে দুর্গ প্রান্তরে সম্পূর্ণ সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেনানায়ক মহাশয় শারীরিক অপটুতাবিধায় তদ্দর্শনে যাইতে পারেন নাই।

আমারদিগের গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর স্বয়ং লার্ড এলগিন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বোটানিকেল উদ্যান দর্শনে গিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী লেডি কেনিং প্রাগুক্ত লার্ড বাহাদুরকে এসিয়াটিক সোসাইটী দেখাইয়া আনিয়াছেন।

বর্দ্ধমানচক্রের কমিস্যনর শ্রীযুত মেং ইয়ং সাহেব কলিকাতার কষ্টমকালেকটর হইয়াছেন, শুনা যায় তিনি মেং কোবর্ণ সাহেবের নিকট হইতে কার্য্য ভার গ্রহণান্তে এক পৃথক ঘরে বসিয়া সমস্ত সেরেস্তা অর্থাৎ কার্য্যের রীতিনীতি বুঝিয়া লইতেছেন, আজ্ঞা ব্যতীত কেহ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তাপক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আগত কোন জাহাজের দ্বারা আনীত সংবাদে প্রকাশ হয়, ঐ ২৫ হাজারের অতিরিক্ত ৬ হাজার সেনা তৎপরে পাঠাইয়াছেন, এবং মাল্‌তা উপদ্বীপ হইতে ৭ হাজার, এবং কর্‌ফিউ উপদ্বীপ হইতে ১ হাজার সমুদয় ১৪ হাজার সেনা মহাসমুদ্র পথে আসিতেছে।

কোর্ট আব ডাইরেকটর্স সভাপতিদিগের অনুজ্ঞাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা জেলা আদালতের সমস্ত অকর্ম্মণ্য পুরাতন কাগজ দাহ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত মঙ্গলবাসরীয় ফিনিক্সপত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন, সেতারার রাণী ও অপ্রাপ্তব্যবহার রাজপুত্র গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে, রাজধানী হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়াছেন, আমরা এই আকাশভেদি সংবাদের আমূল বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয়, সেতারারাজ্যেশ্বরীও কোন প্রকারে বিদ্রোহিতা বিষয়ক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবেন।

বহরমপুরবাসি কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বহরমপুরকালেজ ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ হইবেক গবর্ণমেণ্টে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন হইয়াছে।

নেপাল মহারাজের প্রদত্ত গুরখা সেনারা বিশেষ শূরত্ব প্রকাশিয়া বৈরমর্দ্দন করিতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া নেপাল মহারাজের প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরকে কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রিসিডেন্সির প্রধানসেনাপতি শ্রীযুত সর পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব তথায় গমন করিয়াছেন।

অযোধ্যাবাসি কোন বিশ্বস্ত বন্ধু লিখিয়াছেন, অযোধ্যাদুর্গবাসি ইংরাজদিগের সহিত বিদ্রোহিরা প্রায় প্রতিদিন তোপযুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহারদিগেরই অধিক বল হ্রাস হইতেছে, দুর্গবাসিদিগের অধিক হানি হয় নাই, তাঁহারা দুর্গমধ্যে স্বচ্ছন্দশরীরে আছেন, কোন দ্রব্যের অপ্রতুল নাই।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদকেষু।

তেদুয়াগ্রামবাসি সুবর্ণবণিক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় যেরূপ ধনশালী সেইরূপ গুণশালী ইঁহার অনুজ শ্রীযুত বাবু অন্নদা প্রসাদ দত্তও জ্যেষ্ঠের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই গুণগরিষ্ঠ, প্রদেশে ইঁহারদিগের অনেক ভূম্যধিকার আছে, পূর্ব্ব পুরুষাবধি ধনি বংশাবতংস, এই উভয় সহোদরের যেরূপ পবিত্র চরিত্র তাহাতে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা প্রদীপ প্রদীপ্ত, উভয়ে যেরূপ সুশীল, তাদৃশ ধর্ম্মশীল, বিশেষ এক মহদ্গুণ যে সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপে সুপণ্ডিত সহ সময় যাপন করিয়া থাকেন, অতি মৃদু স্বভাব মিথ্যার প্রতিবাদি যথার্থবাদি ইঁহারদিগের ন্যায় বিরল, ইঁহারদের সহিত আলাপ করিলে রসনা যশোঘোষণা করিতে আপনি উদ্যত হয়, প্রদেশে বিদ্যালোচনার সম্যক বৃদ্ধি হয় ইহাতে সমুহযত্ন। জগদীশ্বর এই ধর্ম্মনিষ্ঠ সুপ্রতিষ্ঠ যুবকদ্বয়কে দীর্ঘজীবি করিয়া স্বচ্ছন্দে রাখুন। ইঁহারদিগের উভয়েই ইংরাজী বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান, জাতীয় বিদ্যাতেও অতি সুনিপুণ, ইঁহারদের বঙ্গবিদ্যার আলোচনা গদ্য পদ্য রচনার প্রযত্ন দৃষ্টে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম, এইক্ষণে উভয় সহোদর বর্দ্ধমানের বাসাবাটীতে শাস্ত্রচর্চ্চার সহিত সুখে সময় যাপন করিতেছেন।

দুই সহোদরে এরূপ অকৃত্রিম প্রণয় যে তদ্দৃষ্টে সকলেই সুখি হয়েন, অহঙ্কার ইঁহাদের মানসের শরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না, অভিমান যেন আপন মান স্থাপন বিষয়ে অপমান বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, উভয়ের সদ্ব্যবহাররূপ উপহার যিনি একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যাবজ্জীবনের জন্য গুণের গুণে যে আবদ্ধ হইবেন ইহাতে সংশয় কি?

পদ্য।

শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র, সুধীর অখল।
অন্নদা প্রসাদ বাবু, স্বভাব সরল॥
যাঁহাদের মন হয়, জ্ঞানের আকর।
কখন কি হয় তথা, প্রেমের আদর॥
প্রবোধ কুমার-রূপে, নিকটেই রয়।
খলতার চতুরতা, একেবারে ক্ষয়॥
এপ্রকার সমভাব, সহোদর সহ।
একেবারে বিরহের, হয়েছে বিরহ॥
আহা মরি উভয়ের, সমান স্বভাব।
ভাবে বুঝি ভাব দেখে, গিয়েছে অভাব॥
নিরন্তর দুজনের, প্রফুল্ল অন্তর।
কুটিলতা বাদাচার, হয়েছে অন্তর॥
হাস্যমুখে উভয়ের, মধুর বচন।
সেই জানে যেই জন, করেছে শ্রবণ॥
শাস্ত্রালাপে সদাকাল, সময় হরণ।
কুপথে কদাচ মন, করেনা ভ্রমণ॥
বিশুদ্ধ মনেতে সদা, বিদ্যা আলোচনা।
ভ্রমও না হয় মনে, অসাধু সূচনা॥
দেখিয়া সরল ভাব, অতি সমাদরে।
সাধু সাধু সাধুবাদ, দুই সহোদরে॥
কিছুতেই রোষ নাই, স্বভাবে সন্তোষ।
সুখে পরিপূর্ণ সদা, মানসের কোষ॥
যার প্রতি কথা মেদ্য, শুভ ব্যবহার।
কভু নাই রাগ দ্বেষ, অহিত আচার॥
সময় হরেন সুখে, সুজন সহিত।
সদালাপ, সদাচারে, সতত মোহিত॥
কটুকথা কালকূট, নাহিক বদনে।
প্রিয়ভাব বাস করে, হৃদয় সদনে॥
জলদ জননি করি, স্বত্ব ধারণ।
সুকার্য্য করেন কত, বিত্ত বিতরণ॥
দীনের দারুণ দুখ, করিতে মোচন।
সম দরশন করে, করুণা লোচন॥
এমনকার সদাচার, দেখিলে নয়নে।
কোন্ জন ধন্য ধন্য, নাহি বলে মনে।
স্বদেশের হিতকারি, দুই সহোদর।
চিরজীবি এউভয়ে, করুন ঈশ্বর॥

শ্রীদুর্গানন্দ শর্ম্মা।
নিবাস গোবিন্দপুর।

এই পত্র খানি আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম, কারণ লেখক উপযুক্ত পাত্রের উচিত মতই অনুরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিক গ্রন্থ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুণ্ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তাময়রস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবলিঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯১৩ সংখ্যা] সোমবার ১৬ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৩১ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ।
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে কি ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg. Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE,
Managing Director.

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

আমারদিগের মুদ্রা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

নগরবাসি সম্ভ্রান্ত কতিপয় ইংরাজবণিক শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল হুজুর কৌন্সেলে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতেছি, তাহারা লিখিয়াছেন "যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পরমেশ্বরের কোপে পতিত হওয়াতে বর্ত্তমান সময়ে দুর্দ্দৈব বিদ্রোহব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, পরমেশ্বর আমারদিগের কুকার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিতেছেন, অতএব শ্রীশ্রীযানমণ্ডলী একত্র হইয়া এক দিবস জগদীশ্বরের ভজনা ও আরাধনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে উত্তম হয়, অতএব আপনি হুজুর কৌন্সেল হইতে এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং ঐ দিন বর্ষে বর্ষে ঐরূপ ভজনার দ্বারা স্মরণীয় হইবেক," বণিকদিগের এই আবেদন-পত্রপ্রাপ্ত হইয়া গবরনর জেনরল বাহাদুর কিরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, বণিকমণ্ডলি গবর্ণমেণ্টের ও রাজ্যের শুভস্বত্যয়ন নিমিত্ত পরম করুণাকর ও সর্ব্বাপদোদ্ধারক পরমেশ্বরের ভজনা করিতে ইচ্ছা করেন, করুন আমরা তাহাতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু পরমেশ্বরের ক্রোধ হইয়াছে, তিনি প্রজাপুঞ্জের কুকার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ সান্ত্বনা করিয়া প্রকাশ্য ভজনার দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, এই সমস্ত কথা উল্লেখ করা সুসঙ্গত হয় নাই, কারণ ইহার প্রতি বিশ্বাস করিতে হইলে পরমেশ্বরকে অতিন্দ্রীয়রূপে স্বীকার করা যায় না, তাহা কাম ক্রোধাদি জড়িত মনুষ্যের ন্যায়ই বোধ হয়, যাহা হউক আমরা এই বিষয়ে কোনপ্রকার বিচার উত্থাপনপূর্ব্বক প্রস্তাব বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না, মহাপ্রভু মেরীনন্দনের প্রণীত অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানে যদ্যপি ঐরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক ভজনা করণের বিধি থাকে, সাহেবেরা তাহা অবশ্য করিবেন তাঁহারদিগের অভিপ্রায় উত্তম বটে তাহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ ভজনা জন্য যে দিবস নিরূপণ করিবেন, সেই দিবস গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় সকল বন্ধ হইবেক, লার্ড বিসাপ প্রভৃতি ধর্ম্মপরিচারক মহাশয়েরাও ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিবেন।

ব্যক্তি বিশেষের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গেল যে আমারদিগের বিজ্ঞবর লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুক্ত হালিডে সাহেব জিলা ২৪ পরগণার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরকে পুনর্ব্বার হাজারিয়াবাগের অন্তঃপাতি মানভূমে প্রেরণ করণের মানস করিয়াছেন, রায় বাহাদুর ইহাতে সম্মত আছেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, শ্রীশ্রীযুত যদ্যপি তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করেন, তবে তাঁহাকে অবশ্য যাইতে হইবেক, রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর অনেক দিবস পর্য্যন্ত মানভূমে অবস্থানপূর্ব্বক তথাকার প্রধান সদর আমীন হইয়াছিলেন, সুবিচার বিতরণ দ্বারা প্রজামণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপেই সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, বিদ্যাদান ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন নিমিত্ত বিহিত যত্নশীল হওয়াতে প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে পরমাত্মীয় ও বিশেষ উপকারক বলিয়া জানিতেন, রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর মানভূমে যেপ্রকার প্রতিষ্ঠিত ও প্রজাপ্রিয় হইয়াছিলেন, আমরা অনুমান করি, উচ্চপদস্থ কোন রাজ

কর্ম্মচারি ঐরূপ হইতে পারেন নাই।

উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে হাজারিয়াবাগ প্রদেশে যেরূপ ভয়ানক বিদ্রোহ-ব্যাপারের উপক্রম হইয়াছে, তাহা নিবারণোদ্দেশেই লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর উপযুক্ত কর্ম্মচারী রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরকে প্রেরণ করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৪০০ টাকা হইবেক এবং তিনি কেবল মানভূমের প্রধান সদর আমীন হইবেন এমত নহে, অতিরিক্ত রাজকীয় ক্ষমতাও তাঁহার প্রতি সমর্পিত থাকিবেক, অতএব আমরা প্রার্থনা করি, স্বদেশ হিতানুরাগী শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর হাজারিয়াবাগ অঞ্চলে প্রজাদিগকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক দুরাচারিগণকে দমন করিয়া শান্তি সংস্থাপন করুন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে লোক পরম্পরায় শুনা গিয়াছিল কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল সাহেব পোষ্ট আফিসের পত্রবহন ও বিতরণ কার্য্যে যে সকল যবন কর্ম্মচারি নিযুক্ত আছে তাহাদিগের স্থানে বাঙ্গালা দেশীয় হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিবেন, প্রথমতঃ আমরা এই সংবাদ নিতান্ত অলীক জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে অনেক বিজ্ঞলোকের মুখে এই কথা প্রকাশ হইবায় তৎপ্রতি বিশ্বাস জন্মিতেছে, অনেকে কহিতেছেন, হরকরা সম্পাদক শনিবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত সমস্ত যবন কর্ম্মচারিরা পদচ্যুত হইবে এবং যে সকল হিন্দুরা ঐ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে কর্ম্ম বিশেষে ও বেতনভেদে টাকা আমানত করিতে হইবে।

পোষ্টমাষ্টার জেনরল সাহেব এককালে যখন সমস্ত যবন কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন অবশ্য ইহার কোন গূঢ় থাকিবে, বোধ হয় এখানকার অথবা মফস্সলের কোন কোন যবন ডাক হরকরা গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত পত্রের মর্ম্ম বিদ্রোহিদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকিবেক।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় সভায় অঙ্গীভূত ধনী হিন্দু মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য প্রদান জন্য চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণের পরামর্শ করিতেছেন, কোন ইংরাজী পত্র সম্পাদক এই প্রস্তাব প্রকটনান্তে লিখিয়াছেন "যদি উক্ত সভাধ্যক্ষেরা গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইয়া থাকেন তবে চাঁদা দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইবেক তাহা দ্বারা ৫ পরসেণ্ট সুদী গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট ক্রয় করুন, তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করা হইবেক, ইংরাজেরা অদ্যাপি টুপি হাতে করিয়া ভিক্ষা করেন নাই।"

আমরা সুবিজ্ঞ ইংরাজী সম্পাদকের এই বালকবৎ অজ্ঞতা বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইলাম, রাজা প্রজার মধ্যে অর্থের আদান প্রদান চির প্রসিদ্ধ আছে, রাজার অর্থ অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, প্রজারা স্বীয় স্বীয় ধন দানে রাজাকে সাহায্য করে এবং রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি দৈবিক উৎপাত উপস্থিত হইলে রাজা রাজকোষের অর্থ বিতরণে প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ভারতবর্ষীয় সভার মেম্বরেরা যদি চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে পারেন তবে ইহা সাতিশয় আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক, ইহাতে সমীচীন সম্পাদক মহাশয় এরূপ দ্বেষ ও শ্লেষোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

গত বুধবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ সংগৃহীত হইল।

আলাহাবাদের নিকট কিয়ৎ সংখ্যক বিদ্রোহিসেনা সমবেত হইয়াছে, তজ্জন্য জেনরল উটরাম সাহেব যে সকল ইউরোপীয় সেনা লইয়া কয়জাবাদের পথে অযোধ্যা গমনের মানস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে আলাহাবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, ভগলপুরের ৫ সংখ্যক অশ্বারোহিও রামগড় দলের সেনারা এবং দানাপুরের বিদ্রোহি সেনারা পাটনার পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ এই তিন দিকের ডাক চলাচল বন্ধ করিয়াছে।

রামগড় ব্যাটেলিয়নদলের সেনারা পুনরায় সেরঘাটির সন্নিহিন কোন স্থানে ৪ টী তোপ সহিত আসিতেছে।

অযোধ্যার বিদ্রোহি সেনারা গোরক্ষপুর ও আজিমগড় আক্রমণ করিবার উপক্রমণ করিয়াছে, বার

সী প্রদেশেও পুনরুপদ্রব ঘটনের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মহারাণীর ৯০ সংখ্যক দলের সেনা ও গোরখা সেনারা দ্রুত গমনে বারাণসীতে আসিতেছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক জনৈক বন্ধুর পত্রপ্রমাণে উপরোক্ত সংবাদ গুলি লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার যথার্থ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গত শুক্র ও শনিবারে মহারাণীর ৯০।৬৪ ও ৫৩ সংখ্যক দলের কত কগুলিন সেনা এবং এক দল মান্দ্রাজীয় সেনা বাষ্পশকটযোগে রাণীগঞ্জে প্রেরিত হইয়াছে তথা হইতে দ্রুতগামী অশ্ব শকটে আলাহাবাদে গমন করিবেক।

ব্রিগেডিয়ার জেনরল হেবিলক সাহেব সংপ্রতি অযোধ্যা দুর্গবাসি ইংরাজদিগের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, অযোধ্যা রাজ্যের বিদ্রোহি সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহারদের যুদ্ধ সামগ্রীর অনাটন হইয়াছে, এবং হিন্দু যবন রাজদ্রোহি সেনাদিগের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদের সূত্র উঠিয়াছে, দুর্গবাসিদিগের কোন কষ্ট নাই, দুর্গ সুন্দর সুদৃঢ় ও দুর্জ্জেয় হইয়াছে খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধ সামগ্রীও প্রচুর আছে, কোন পীড়ার উপদ্রব নাই, অতএব অযোধ্যা রক্ষা বিষয়ে জেনরল হেবিলক সাহেব চিন্তিত না হইয়া সাবধানতার সহিত অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হউন।

হরকরা সম্পাদক গত শনিবারীয় পত্রে লিখিয়াছেন, দিল্লী নগরের সম্মুখে এইক্ষণে প্রায় ৩৫০০ গোরা সেনা এবং ২৫০০ শীক অশ্ব সংখ্যক সিপাহি সেনা আছে, নগর মধ্যে তাহারদের বহুগুণ বিপক্ষ সেনা আছে, তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া ব্রিটিস সেনার উপর আক্রমণ করে, কিন্তু এপর্য্যন্ত যতবার তাহারা সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে প্রতিবারেই পরাভব পাইয়াছে।

সংপ্রতি দিল্লীর সেনা শিবিরে আর কয়েক শত ইউরোপীয় সেনা উপনীত হইয়াছে।

পাটনা প্রদেশীয় যবনদিগকে বশীভূত করণার্থ আমারদিগের লেপ্টেনান্ট গবরনর সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল আমীরআলীকে পাটনার আসিষ্টান্ট কমিস্যনর করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমীরআলী পাটনায় উপনীত হইয়া তথাকার প্রধান প্রধান যবনগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এক বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে যবনদিগের মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

২৯ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ৮ সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহি দলের সেনাদিগকে কলিকাতা প্রেরণ জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু উক্ত দলের সেনারা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা হেলন পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাতে মান্দ্রাজের গবরনর সাহেব তাহাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, জনরবে শুনা যায় ৩ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের সেনারাও ঐরূপ অবাধ্যতা প্রকাশের উপক্রম করিয়াছে।

সাগরের পত্রে অবগতি হইল উক্ত স্থানের বিদ্রোহি সেনারা গবর্ণমেন্ট সেনার উপর আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বিদ্রোহিরা সংখ্যায় অধিক হইয়াও পরাভব পাইয়াছে।

আগ্রা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা অশুভাবহ নহে, তথাকার বিদ্রোহি সেনারা ও কারাবাসিরা নগর পরিত্যাগ তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে, নগরবাসি ইংরাজেরা মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে খাদ্যাদি আহরণ করিতেছেন, এবং নিঃশঙ্কায় আছেন।

আলাহাবাদস্থ শীক ও মান্দ্রাজীয় সেনারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া উক্ত স্থানের পশ্চিমে গমন পূর্ব্বক ৩।৪ খান গ্রাম ও ৭।৮ খান বিদ্রোহি সেনাপূর্ণ নৌকা দাহ করিয়া দিয়াছে ও ৪০।৫০ জন বিদ্রোহির প্রাণ নাশ করিয়াছে।

গৌহাটি আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালার সীমাবর্ত্তি দেশ সকলে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই।

Printed and published by Issurchunder Gooptoo, at the Probhakur Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা।। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯১৪ সংখ্যা। মঙ্গলবার ১৭ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে ও পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি কলিকাতা পরগণার শামিল রড়াগ্রামে এক একতলা ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী যাহা সচরাচর কারখানা বাটী বলিয়া বিখ্যাত ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তিন দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিম্নমানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি কলিকাতা পরগণার শামিল রড়াগ্রামে যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান ভূমি অনুমান ১।।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে অনেক বাঁশগাছ আছে ইহা রামনাথের বেড় বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ আগষ্ট ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY.

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদেঃ আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ

বসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদপ্রভাকর

৭ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

বিদ্রোহিতার সূত্রপাত অবধি সাধারণের মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, মহরম পর্ব্ব সময়ে নগরমধ্যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে, বিশেষতঃ ইংরাজেরা অধিক ত্রাসযুক্ত হইয়া মহরম সময়ে সতর্ক থাকিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী সমাচার পত্রে এই বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধ হইয়া সাধারণের ত্রাস নাশ জন্য নগরের স্থানে স্থানে ইউরোপীয় সেনা ও তোপ রাখিয়াছেন, মহরম আরম্ভাবধি নগররক্ষক বলণ্টর সেনারা বহুকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক প্রতি রাত্রে নগর ভ্রমণ করিতেছেন, এবং রাজপুরুষেরা ও পুলিস কর্ম্মচারিরা সংপূর্ণ সতর্ক আছেন, এই ক্ষণে সে আশঙ্কা তিরোহিত হইল, এখন বলণ্টর সেনারা নিশ্চিন্ত হইয়া পরমসুখে যামিনীযাপন করুন, গত দিবসে মহরম পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, যবনেরা কোন প্রকার উৎপাত উপস্থিত করে নাই, অন্যান্য বর্ষে "দুপুরে মাতন ও মাটির দিন" ধনি যবনেরা যেরূপ সমারোহে বহির্গত হইতেন, এ বর্ষে সে প্রকার সমারোহ হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কলিকাতা মধ্যে এমত বলশালী সাহসী কোন জাতীয় লোক নাই যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, যাহা হউক, সন্দেহস্থলে অগ্রসূচি সাবধান হওয়া পরিণামদর্শিতার কার্য্য বটে, মহরম পর্ব্ব যে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া গেল ইহাই পরম মঙ্গলের বিষয়। নগর মধ্যে কোন গোল উঠিলে গবর্ণমেণ্টের কোন হানি হইত না, কেবল বিদ্রোহি বিনাশ পাইত ও নগরবাসি প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইত।

গত শনিবারীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুপ্রিম কৌন্সেলের সিনিয়র মেম্বর মান্যবর শ্রীযুত ডোরিন সাহেব প্রস্তাব করেন, পুলিসে না জানাইয়া বিনা ওয়ারেণ্টে সাধারণে নগর মধ্যে অস্ত্রধারিলোক দেখিলেই তাহারদিগকে ধৃত করিতে পারে, এরূপ একটী দ্বারা অস্ত্রাদি রেজিষ্টরী বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রচার হইয়াছে তাহাতে যোগ করিলে ভাল হয়, অতএব এই বিষয়ের বিবেচনা জন্য আর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উক্ত আইন প্রচার স্থগিত থাকে।

তৎপরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুত স্যার আরথর বুলার সাহেব প্রস্তাব করেন, পেনাল কোড অর্থাৎ দণ্ড বিধি বিষয়ক আইন শীঘ্র শীঘ্র প্রচার করিলে বিদ্রোহিতার অনেক শাম্য হইতে পারে। ব্যবস্থাপক শ্রীযুত মেং পিকক সাহেব এ প্রস্তাবের পোষকতা করেন নাই।

"মেণ্টিক" নামক মেইল ষ্টিমরের কোন আরোহী গত সোমবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিয়াছেন, স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এ দেশবাসি ইংরাজদিগের উচিত, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুত্র কলত্রাদি ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, অনুমান করি গবর্ণমেণ্টও তাঁহারদিগকে এরূপ আদেশ করিতে পারেন।

আমরা এই লেখার তাৎপর্য্য

বুঝিতে পারিলাম না, স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেব অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, তিনি এরূপ অসঙ্গত কথা কহিয়াছেন ইহা যুক্তিপথে আইসে না।

গত ৩১ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হয়, নানা সাহেবের অধীন বিদ্রোহি সেনারা কাণপুরের পরপারে গঙ্গা তীরে এবং যমুনা নদীর উপর স্থানে স্থানে তোপ স্থাপন করিয়া ষ্টিমরের গতায়াত রুদ্ধ করণের চেষ্টায় আছে। "যমুনা" নামক বোটের তোপ অগ্নিতে অনেক বিদ্রোহি নাশ হইলে পর উক্ত রণতরী আলাহাবাদে প্রত্যাগত হইয়াছে। কাণপুরবাসি সাহেব বিবিরা জেনরল হেবিলক সাহেবের শিবিরে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ৭ খান বাষ্পীয় নৌকায় কিছু নাবিক সেনা ও তোপ গোলা বারুদ রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

---

২৬ ডিসেম্বর দিবসীয় ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হয়, ব্রজাপুরের ১৫।১৬ ক্রোশ ব্যবহিত কোন স্থানে প্রায় ৬।৭ সহস্র বিদ্রোহিসেনা একত্র হইয়াছে, তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ মহারাণীর ৩৫ সংখ্যক দলের সেনারা উক্ত স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলমনগরে ১৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের প্রায় সমস্ত বিদ্রোহি সেনারা মহারাণীর ২৪ সংখ্যক দলের ২০০ সেনা দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু ৪০ জনের অধিক গোরা সেনা হতাহত হয় নাই।

চীন রাজ্যে গমনশীল সেনাদিগের অধিকাংশ এতদ্দেশে আসিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক শত গত বুধবারে এতন্নগরে উপনীত হইয়াছে।

মুলতানস্থ প্রধান সেনাপতি এক জন বিদ্রোহি সুবাদার মেজরের ও শতাধিক বিদ্রোহি সেনার প্রাণনাশ করিয়াছেন।

নর্ম্মেল স্কুলের এক হিন্দুস্থানীয় দ্বাররক্ষক জন্য এক দৌবারিকের সমক্ষে কহিতেছিল "দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতাবাসি সমস্ত ফিরাঙ্গির মাথা কাটা যাইবেক" ঐ স্থানে মহারাণীর ৫৩ সংখ্যক দলের গতি পর সেনা ছিল, তাহারদের মধ্যে একজন বাঙ্গালা ভাষা জানিত, ঐ সেনা তাহার বাক্যের অর্থ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক সেনাপতি সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়াছে, অনুমান হয় তাহার গুরুতর দণ্ড হইবেক।

বানারস হইতে ৫০০ সিন্ধুক আফিম ষ্টিমরযোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই এখানে পঁহুছিবেক।

হুগলির সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মহরম পর্ব্বোপলক্ষে তথাকার এমামবাড়ীতে বিস্তর যবন একত্র হইয়াছে, অন্য কোন বর্ষে এত যবন সমাবেশ হয় না।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্টর মেং গর্ডন ইয়ং সাহেব তিন মাসের বিদায় লইবায় মেং উডরো সাহেব তৎকর্ম্মে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জন্না জেলা, কারাগতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুসন্ধানে অযোধ্যা রাজের দুইজন ভৃত্য ও অপর ৪ জন যবন ধৃত হইয়াছে, তাহারা মুরশিদাবাদ যাইতেছিল, কিন্তু কি দোষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারদিগকে ধরিয়াছেন তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

---

২৭ আগষ্ট দিবসে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের সেশন খুলিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবাসরীয় ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হইয়াছে "পুনা, সেতারার কমিসানর সাহেব তথাকার জঙ্গলী রাজা এবং রাণীকে ধরিয়া দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিয়াছেন,,—

গত মঙ্গল ও গুরুবাসরীয় ফিনিক্স পত্রে এই সমাচার প্রচার হইল, কিন্তু কি কারণে রাণী ও রাজপুত্র দ্বীপান্তরিত হইলেন তৎকারণ উক্ত পত্র সম্পাদক কিছুই লেখেন নাই।

উক্ত পত্রে আরো প্রকাশ হয়, সেতারা নগরে ৬ জন বিদ্রোহি তোপাগ্নিতে নিহত হইয়াছে।

অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে অদ্যাপি উক্ত স্থানবাসি ইং

রাজেরা দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এই ক্ষণে জেনরল হেবিলক সাহেব সসৈন্যে অযোধ্যায় উপনীত হইলেই তাঁহারদের প্রাণরক্ষা হয়।

বিদ্রোহি সেনারা যে সকল কারাবাসিদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহারাও বিদ্রোহি সিপাহিদিগের সহযোগি হইয়া প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে এবং অনেকে আহারাভাবে কষ্ট পাইতেছে, নাগপুরবাসি কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানের কারামুক্ত ব্যক্তিরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইয়া পুনরায় কারাগারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যোগে বোম্বাই হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হয়, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ আর ৫ দল সেনা ভারতবর্ষে প্রেরণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

সংপ্রতি জনেক ইংরাজ ঢাকা প্রদেশ হইতে এতন্নগরে আসিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, পথিমধ্যে পুলিস চৌকীর পান্সীওয়ালারা তিন চারি স্থানে তাঁহার নৌকা তল্লাস করিয়াছিল, সকল জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সতর্ক হইয়া শান্তি রক্ষা করিতেছেন।

বহরমপুরের সংবাদদাতা লেখেন মহরম পর্ব্বোপলক্ষে মুরশিদাবাদে কোন উপদ্রব ঘটনাশঙ্কা নাই। তথাকার গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি মহাশয়েরা এবং নবাব নিজাম বাহাদুর শান্তি রক্ষার্থে বিশেষ সতর্ক আছেন।

প্রেরিত পত্র

যৌবন।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকরসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিবেদন মিদং।

মদ্রচিত নিম্নস্থ কতিপয় পঁক্তি আপনকার প্রভাকর পত্র পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, এই অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে যৌবনাবস্থা অতি বিষম। ইহার আরম্ভে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বভাবতই চঞ্চল হয় ও স্ব স্ব উপভোগ্য বিষয়ের আসক্তি প্রযুক্ত সময়ে সময়ে বরং স্ব স্ব স্বভাবের অপেক্ষা বিপরীত আকার প্রকার প্রচার করে। এমন কি যখন তাহারা স্বীয় স্বীয় অভিলষিত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তখন তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। সে সময়ে তাহারা না উপাসনা মানে, না জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করে, কিছুই করেনা। প্রত্যুত বলের দ্বারা নিবারণ করিতে হইলে বিষম এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়া উঠে দেখা গিয়াছে, কত ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া কত শত লোকের প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার করিয়াছে। যেমন বধিরের নিকট সুমধুর তাল মান ও বাদ্যাদিরঞ্জিত সংগীতে ও অন্ধের নিকট মনোহর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না, সেইরূপ রাগোন্মত্ত ব্যক্তির নিকট নীতিগর্ভ উপদেশ কোন কার্য্যেরি হয় না।

এই কালটি পাপ ও পুণ্য সঞ্চয়ের মধ্যস্থল। এইকালে প্রথমে যে পথকে অবলম্বন করা যাইবে, সেই পথেই শেষকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে। একবার হস্ত হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ তাহা প্রতি সংহার করা দুঃসাধ্য হয়, তদ্রূপ অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করা অত্যন্তই দুষ্কর। যেমন বর্ষাকালে মলীমস স্থল স্পৃষ্ট জলাগম জন্য স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয় কলুষিত হয়, তদ্রূপ যৌবন রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া কুকর্ম্মানুরাগী হইলে নির্ম্মল অন্তঃকরণও মল সংযুক্ত হইয়া উঠে। মন এতদবস্থায় পতিত হইলে বিবেক শক্তির প্রকাশ পায় না, সুতরাং কুপ্রবৃত্তি সহকারে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মে রত হইতেই ইচ্ছা করে। অধর্ম্মের উৎসাহ, দয়ার বিনাশ, বিনয়ের খর্ব্বতা এবং ক্রোধের প্রবলতা প্রভৃতি নানা প্রকার দূষণীয় কার্য্য প্রায় ঘটিয়া থাকে। এই জগতীধামে এমত লোকের সংখ্যা অতি অল্প যাহারদিগের যৌবনকাল নির্দ্দোষে অতিবাহিত হয়। এইকালে বিনাকারণে অথবা কোন সামান্য সূত্রে অন্তঃকরণের বিকার জন্মেই জন্মে, অতএব যৌবনকে সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাহাতে শরীর সদনে সর্ব্বপ্রকার গুণ ব্যতীত কোন মতেই কোন প্রকার দোষ প্রবেশ করিতে না পারে।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ গুপ্ত।

বর্দ্ধমান সন ১২৬৭।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ সংভ্রাম মতন্দ্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্তান্তদ্বিবেকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯১৫ সংখ্যা] বুধবার ১৮ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ বান্ধ গণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগত শারদীয়া মহাপূজোপলক্ষে হিন্দুমাত্রেরই অর্থের অত্যাবশ্যক, অতএব যে যে মহাশয়দিগের নিকট আমারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর ইতিমধ্যে তাহা পাঠাইয়া আমারদিগকে চিরবাধিত করিবেন। তাঁহারদিগকে পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত করা সুবিধা বোধ হয় না।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

সংবাদ প্রভাকর

১৮ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা গত সোমবাসরীয় পত্রে

লিখিয়াছি যে লেপ্টেনান্ট গবরনর বাহাদুর বিচক্ষণ প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরকে হাজারিয়াবাগের অন্তঃপাতি মানভূমে প্রেরণ করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন। এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে রাজানুগত রাজকর্ম্মচারি রায় বাহাদুর মানভূমে গমন করিয়াছেন, তাঁহার মাসিক বেতন ১৫০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে. তিনি কেবল সুবিচার বিতরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন এমত নহে, উক্ত অঞ্চলে পদচ্যুত সিপাহিদলের কুমন্ত্রণা দ্বারা যে বিদ্রোহ ঘটনার আশঙ্কা হইয়াছে তাহা নিবারণ করিবেন, এবং কুচক্রকারিদিগকে ধরিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করণের ভারও তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইয়াছে. অতএব তিনি হাজারিয়াবাগ প্রদেশে উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনা সময়ে অতিরিক্ত রাজকার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি যে তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হউন।

অবগতি হইল যে "সোন" নামক যে সুবিখ্যাত রণতরী সংপ্রতি সৈন্য লইয়া রাজধানীতে আগমন করিয়াছে, তাহাতে অতি প্রকাণ্ড কয়েকটা তোপ আসিয়াছে, ঐ তোপ সংযোগে ৬৮ পোন ওজনের গোলা ছুটিয়া থাকে, রুসিয়ার গত সংগ্রাম সময়ে শিবষ্টপুল নামক স্থানের সুদৃঢ় দুর্গ প্রাচীর ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কোন যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মামাতা সনিপুণ ইংরাজ ইহা নির্ম্মাণ করেন, গবর্ণমেন্ট দিল্লীর দুর্গ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ঐ তোপের কয়েকটা প্রেরণ করিয়াছেন. তাহা বাষ্পীয় জাহাজ যোগে আলাহাবাদ যাইবেক, তথা হইতে স্থলপথে দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত হইবেক, সেনাপতি সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে ঐ ভয়ানক তোপ সম্মুখে বিপক্ষদিগের বল বিক্রম কিছুই থাকিবেক না, তাহারা যদ্যপি লৌহবদ্ধ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাও গোলার ভীষণ প্রহারে সমভূম হইবেক, অতএব আমারদিগের রাজপুরুষেরা অত্যাচারি হত্যাকারি সিপাহিকুল বিনাশ নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র চালনা করিয়াছেন, আর তাহারদিগের নিস্তার নাই।

পাটনার পূর্ব্ব কমিস্যনর মেং টেলর সাহেব যবনদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমারদিগের ছোট কর্ত্তা মহাশয় মেং সেমুএলস সাহেবকে তৎপদ প্রদান পূর্ব্বক এরূপ আদেশের সহিত তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়াছেন যে তিনি যবনদিগকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া শান্ত করেন। মেং সেমুএলস সাহেব পাটনায় উপনীত হইয়া এই উপদেশানুসারে প্রধান প্রধান যবনদিগকে ডাকাইয়া নম্রবাক্যে তাঁহারদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "নূতন কমিস্যনর সাহেব পাটনা প্রদেশবাসি যবনদিগের সহিত এইরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিবায় তাহারা মনে মনে স্থির করিয়াছে গবর্ণমেন্ট শঙ্কা পাইয়া তাহারদের উপাসনা করিতেছেন, এই প্রকার ভ্রান্ত বোধ তাহারদের মনে উদয় হইবায় তাহারা দিন দিন আরো অহঙ্কারি হইতেছে,,। না হইবে কেন? যে জাতি স্বভাবতই গর্ব্বপূর্ণ এরূপ আদর পাইলে তাহারদের অহঙ্কার বৃদ্ধি না হইবার প্রসক্তি কি? শার্দ্দূল বা সর্প শাবককে উত্তম আহারদানে পুষ্ট করিলে ও লালন পালন করিলে কি তাহার স্বভাব পরিবর্ত্ত হয়? বরঞ্চ আরও ভয়ানক হইয়া উঠে, অতএব যেমন রোগ তদুপযোগি ঔষধ বিধান করাই বিধেয়।

ভারতবর্ষের নূতন প্রধান সেনাধ্যক্ষ সমরদক্ষ শ্রীযুত স্যার কলিন ক্যাম্পবেল সাহেব স্যার চারল্স নেপিয়ার সাহেবের অধীনে ভারতবর্ষীয় সেনাদলের সেনাপতিত্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক সমর জয় দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইংলণ্ডীয় রাজদরবারে তিনি বিশেষ আদৃত হইয়াছেন। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতি বা বোর্ড অফ কান্ট্রোলের অভিমতানুসারে উক্ত রণপণ্ডিত সেনানীকে "অর্ডর অফ বাথ,, নামক মহামান্য মিলেটরী উপাধি প্রদান পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সেনা সমূহের প্রধান সেনাপতিত্ব পদে নিয়োগ করিয়া এতদ্দেশে পাঠাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে গবরনর কৌন্সেলের অতিরিক্ত মেম্বরিপদ প্রদান জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টকে আদেশ করিয়াছেন, উক্ত সভাপতিদিগের নিয়োগক্রমে তিনি গত সোমবারে রীতিমত শপথ করপূর্ব্বক কৌন্সেলের বিশেষ মেম্বরি পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে ঐ দিবসে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তোপ নিনাদ হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান।

১৫ ভাদ্র ১২৬৪।

পূর্ব্ব কয়েক দিবস বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন, এইক্ষণে বাতের জ্বরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন, শ্রীযুতের মস্তকে ফোড়া, পদে পীড়া হওয়ায় অভিশয় কাতর রহিয়াছেন, অন্তঃপুর মধ্যেই বাস করিতেছেন, ডাক্তর এবং বাঙ্গালি চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতেছেন, শ্রীশ্রীযুত পীড়িত থাকায় এস্থানীয় তাবদ্ব্যক্তিই বিশেষ মনোবেদনা পাইতেছেন, কাহারো মনে কিছু মাত্র সুখ নাই, যাঁহার সুখে সুখী, যাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার পীড়া হওয়ায় আশ্রিত জনেরা যে কিরূপ কাতর হইবেন তাহা কথনাতীত, করপুটে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি অবিলম্বেই মহারাজকে অরোগী করিয়া সকলের মনে সুখের সঞ্চার করুন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সংপ্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

দামোদরের উদর এমনি বৃদ্ধি হইয়াছে যে তিন দিন নৌকার গতায়াত হয় নাই, নদের জল চারি পোয়া হওয়ায় সকলেই বন্যা হওনা শঙ্কায় ভীত আছেন। এই দামোদর লম্বোদর মূর্ত্তি ধারণ করাতে সাদিপুর, রাজারামপুর প্রভৃতি গ্রাম উচ্ছন্ন যাইতেছে। এবৎসর মহরম পর্ব্বে এস্থানীয় যবনেরা অস্ত্রপাণি হইতে পারে নাই, অতি নম্রভাবে পর্ব্বের কার্য্য সমাধা করিতেছে, ইহাতে যবনেরা ম্লানভাবে এ পর্ব্বোৎসব সমাধা করিলেন।

করাল ওলাউঠা রোগ কয়েক দিন কিঞ্চিৎ শাম্য ছিল, এইক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রজা সকল সভয়ে হাহাকার করিতেছে। অনেক লোক অকালে লোকান্তরিত হইতেছে।

পূর্ব্বে কয়েক দিন বাজারে তণ্ডুলের দর নরম হইয়াছিল, আবার অগ্নিমূল্য হইয়াছে, প্রধান ভক্ষ্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় দুঃখিদিগের দারুণ দুঃখ হইতেছে।

প্রায় প্রতিদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে. ইহাতে ধরাতল শীতল হইয়াছে, চাসাদিগের চাসের অনেক সুবিধা কহিতে হইবেক।

পরন্তু কেবল যে তণ্ডুল অগ্নিমূল্য এমত নহে, সকল দ্রব্যই ঐরূপ হইয়াছে,—তৈল, ঘৃত, কাষ্ঠ, দাউল, তরিতরকারি, ফল, মূল, মণ্ডা, মেঠাই সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই এইরূপ হইয়াছে, ৬০ সিক্কা ওজনে পটল আট পয়সায় এক সের, ঝিঙ্গে ছয় পয়সায় এক সের, বেগুণ পয়সায় একটী, কেবল মৎস্যের দর অধিক বৃদ্ধি হয় নাই, মিষ্টান্নের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের প্রায় সমস্ত রাস্তাই উত্তমরূপে বাঁধা হইতেছে, ইট, সুর্কি সকলি রাজার, চোরেরা খাটিয়া প্রস্তুত করিতেছে।

অজয় নদ প্লাবিত হওয়াতে তত্তীরস্থ ও নিকটস্থ জমীদার এবং প্রজাদিগের বিস্তর হানি করিয়াছে।

কমিস্যনর সাহেব এখনো এখানে আসেন নাই।

মহরম এবং রাধা অষ্টমী উপলক্ষে রাজবাটীর কাছারী চারি দিন বন্দ হইয়াছে,

এমত শুনা যাইতেছে, এবৎসর দুর্গাপুজার সময়ে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সংক্রান্ত যবন কর্ম্মকারকেরা অনেকে ছুটী পাইবেন না, কারণ তাঁহারা মহরমে ছুটী পাইয়াছেন।

গত ৩১ আগষ্ট দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, অযোধ্যা রাজ্যের বিদ্রোহিরা গোরক্ষপুর জিলা অধিকার করিয়াছে।

গোরখা সেনারা গাজিপুর ও জোয়ানপুর পুনরধিকারার্থে যাত্রা করিয়াছে।

মধ্যে বহু সংখ্যক গলোয়ার নামক পর্ব্বতীয় লোকেরা গোরখা সেনাদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সাহসি গোরখারা বিশেষ শূরত্ব প্রকাশিয়া বিপক্ষদিগকে পরাভব ও অনেকের প্রাণনাশ করিয়াছে।

স্যার মেজর জেনরল ঔটরাম সাহেব মহারাণীর ৯০ সংখ্যক দলের সমুদয় সেনা এবং ১০ সংখ্যকদলের ২০০ সেনা সহিত গাজিপুরে উপনীত হইয়াছেন, তথা হইতে অযোধ্যা গমন করিবেন।

আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথাকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গনাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন. ইংরাজেরা প্রায় সকলেই দুর্গমধ্যে বাস করিতেছেন।

অদ্যেশ্বরাবিদ্রোহিতা সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচার হইবায় পার্লিয়ামেণ্ট ও কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভায় মহা আন্দোলন হইতেছে, ২৮ জুলাইয়ের পর ২৭ খান সৈন্য বোঝাই জাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে, আর ৩০ খান জাহাজ ত্বরায় প্রেরিত হইবে।

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতি রা তিন রেজিমেণ্ট সেনা ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন।

ইসথম্‌স অফ সোএজে মহাখাল কাটিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে লার্ড পামরষ্টন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য ক রিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে ইহূদিদিগকে গ্রহণের যে প্রস্তা ব উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা লার্ডহৌসে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ইটালী রাজ্যে বিদ্রোহিতা উপ স্থিত হইয়াছিল।

ফ্রান্স বাদশাহের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে অগ্রসূচি প্রকাশ হইয়াছে। হিন্দুস্থান ফিমরে সেনা আসিবেনা।

ইংলণ্ডীয় সমস্ত প্রজারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিদ্রোহিতা নিবারণ জন্য তাঁহারা অর্থে সামর্থ্যে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিবেন।

কলিকাতার ছোট আদালতে এইক্ষণে বাদি প্রতিবাদির নিকট হইতে যে ফিচ আদায় হয় অর্থাৎ মোকর্দ্দমার দাবী সংখ্যায় প্রত্যেক টাকায় ৵০ আনা হিসাবে যে খরচা আদালতে দাখিল করিতে হয়, সেই হিসাবে এক্ষণে মাসিক ১৪।১৫ সহস্র টাকা জমা হইতেছে, তাহাতে উক্ত আদালতের বিচারপতিদিগের বেতন ইত্যাদি ব্যয় বাদে মাসিক দুই তিন সহস্র টাকা ন্যস্ত হইয়া থাকে, অতএব এই ন্যস্ত টাকার সংখ্যা ক্রমে অধিক হইলে তদ্দ্বারা উক্ত ধর্ম্মাধিকরণের উন্নতি হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

"মধ্যভারতবর্ষের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর শ্রীযুত মেং জি পি গ্রাণ্ট সাহেব কাশীতে উপনীত হইয়াছেন।

গোরখা সেনারা আজিমগড়ে গিয়াছে।

দানাপুরের বিদ্রোহিরা দিল্লী আসিতেছে এরূপ জনরব উঠিয়াছে।

জেনরল নিকলসন সাহেবের অধীন সেনারা দিল্লীর শিবিরে উপনীত হইয়াছে।,,

---

জনেক প্রাচীন সেনাপতি সাহেব সিংহভূম প্রদেশের পর্ব্বতীয় জাতিদিগকে সেনাদলভুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর আমীর আলীকে যদিও বিশ্বস্ত বিবেচনায় পাটনার ডেপুটী কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিয়াছেন, তথাচ পাটনাবাসি ইংরাজেরা তাঁহার চরিত্রের নিষ্ঠতারপ্রতি অদ্যাপি জাতপ্রত্যয় হন নাই, আমীরআলী তথাকার যবনদিগকে আবাহন করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার ভাব অদ্যাপি অব্যক্ত আছে।

বারাণসীর আফিম এজেণ্ট সাহেব তথাকার আফিম কৃষিদিগকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম আবাদি ব্যয় প্রদান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন।

মান্দ্রাজ স্পেকটেটর পত্র সম্পাদক লেখেন, উক্ত প্রিসিডেন্সি মধ্যে শতাধিক লোক বিদ্রোহিতাচরণ অপরাধে ধৃত হইয়া মেইডেন জায়জে আবদ্ধ আছে।

উক্ত প্রিসিডেন্সির অন্তর্গত এদলাবাদের সেনাশিবিরে ওলাউঠা রোগাক্রমে ১৪।১৫ জন সেনা নিহত হইয়াছে।

১৮৫৬।৫৭ সালে বোম্বাই নগরে ১৪৪৮৪৬৩৯১ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য দেশান্তরে প্রেরিত এবং ১২৫৭ ৯৩৯৩৯ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী হয়।

রঙ্গপুরের পত্রে প্রকাশ হয় তদ্দেশে সুবৃষ্টি না হওয়াতে শস্যাদি উত্তম জন্মে নাই, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ্য হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

এইপ্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৩২ নম্বর ভবনে, সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তাম্ররস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ সদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে গিবন্ত চতুরস্বাশুদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯১৬ সংখ্যা] গুরুবার ১৯ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবের দিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ।
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রতেক্য দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ বান্ধবগণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগত শারদীয়া মহা পুজোপলক্ষে হিন্দুমাত্রেরই অর্থের অত্যাবশ্যক, অতএব যে যে মহাশয় দিগের নিকট আমারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর ইতিমধ্যে তাহা পাঠাইয়া আমারদিগকে চিরবাধিত করিবেন। তাঁহারদিগকে পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত করা সুবিধা বোধ হয় না।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ ধরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদ প্রভাকর

১৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দান্নিশাব্দাঃ ১০৯

উপস্থিত মেইল সহযোগে বিলাল হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তৎপাঠে অবগতি হইল যে অবোধ অবাধ্য সিপাহিদিগের বিদ্রোহ জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, এবং তাহা নিবারণ নিমিত্ত সংপূর্ণ যত্নবান হইয়া স্থলপথ ও জলপথ দিয়া বিস্তর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা নানা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক প্রায় চল্লিশ খানা দ্রুতগামী অর্ণবযানারোহণে আগমন করিতেছে, এই প্রস্তাব মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তথাকার মেম্বর মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই কোন আপত্তি করেন নাই, সকলেরই বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ হইয়াছে, অবনীর ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর যে সমস্ত অধিকার আছে তন্মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতি প্রধান হইয়াছে। ইতিহাস লেখক মহাত্মারা এই রাজ্যকে মহারাণীর শিরোভূষণ বিচিত্র হীরক খণ্ডের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন দেশীয় নৃপতি কোনকালে এই প্রকার বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিবিধ বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের প্রতি এরূপ প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই। এই ভারতবর্ষের ধনে ইংরাজজাতির সম্মান সৌভাগ্য ও রণপাণ্ডিত্য ক্রমশঃ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের বাণিজ্যে সংলিপ্ত হইয়া ইংরাজ বণিকেরা অবনীর সমস্ত দেশে বাণিজ্যকার্য্য বিস্তৃত করিয়া অতুল লাভের মুখাবলোকন করিতেছেন, এদেশের ভূগর্ভস্থিত ও ক্ষেত্রোদ্যানোৎপাদিত বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজজাতি সুবুদ্ধি কৌশলে বিবিধ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিল্প বিদ্যার প্রভাব প্রচার করিয়াছেন, এদেশের রাজস্ব হইতেও সাহেবেরা অল্প উপার্জ্জন করেন না, এক এক জন সাহেব সন্তান এক এক প্রদেশের বহু সংখ্যক প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণের কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া বিপুলার্থ বেতন গ্রহণ করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন কত বিধায়ে এই ভারতবর্ষের দ্বারা ইংলণ্ডবাসি শ্বেতাঙ্গদিগের উপকার হইতেছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও বিংশতি দিবসের প্রভাকরে সম্পন্ন হইতে পারেনা।

এই সর্ব্বশুভ-প্রদ ভারতবর্ষে অবোধ অকৃতজ্ঞ সিপাহিদিগের দ্বারা এক প্রকার গুরুতর বিপদ উপস্থিত হওয়াতে বিলাতের প্রধান পদস্থ ব্যক্তিগণ অনুতাপিত হইবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, কারণ ঐ দুরাত্মাদিগকে দমন পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষার সদুপায় করা মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষে আদৌ কর্ত্তব্য হইয়াছে, ফলতঃ বিলাতের লোকেরা এ প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন যে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ ব্যাপার নিবারণ হইলেই এই রাজ্য একেবারে মহারাণীর শাসনাধীন হইবেক, আর কোম্পানিদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবেক না। যাহা হউক, অধুনা এই আশঙ্কা সত্যরূপে স্বীকার পূর্ব্বক আমরা কোন কথার আন্দোলন করণে ইচ্ছা করিনা।

বিলাত হইতে মহাবল সেনাদল আগমন করিলেই আমারদিগের প্রধান সেনাপতি রণবিৎ জেনরল স্যার কলিন ক্যাম্পবেল সাহেব সিপাহি দমনের সংপূর্ণ সদনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই, তাহারদিগের দমনোপযুক্ত সৈন্য সামন্ত উপস্থিত না থাকাতে এপর্য্যন্ত দিল্লী অযোধ্যা ও আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণোন্মুখ না হইয়া প্রজ্বলিত রহিয়াছে, এবং প্রায় প্রতি দিবস নরমুণ্ড আহুতি গ্রহণ করিতেছে। গবরনর জেনরল বাহাদুর যে সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংপূর্ণ সুবিবেচনা প্রকাশ হওয়াতে বিলাতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে, অতএব এই বিদ্রোহ ব্যাপার নিবারিত হইলে লার্ড কেনিং বাহাদুর প্রচুর সম্মান প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার শাসনকাল সাধারণের বিশেষ স্মরণীয় হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু এই অবনীর ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার সঙ্ঘটন হইয়াছে, কিন্তু কোনকালে কোন দেশে এরূপ হয় নাই।

ওলাউঠা সর্ব্ব রোগাপেক্ষা ভয়ঙ্কর রোগ, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে এই দারুণ রোগে প্রাণ নাশ হয়, ডাক্তরী, হাকিমী বিদ্যায় কি নিদানশাস্ত্র মধ্যে এ ব্যাধি বিনাশের প্রকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা নিরূপিত নাই, শতবর্ষ পূর্ব্বে আমারদের দেশে এই পাপ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, সহস্রেক লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ রোগাক্রমণে নষ্ট হইত কি না সন্দেহস্থল, পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষে ওলাউঠা রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, প্রথম প্রথম কিছু দিন গ্রীষ্মকালেই এ রোগের প্রাচুর্য্য হইত, এক্ষণে সর্ব্বকালে সমানভাবে চলিতেছে, অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বহু বিবেচনাতেও এই সাক্ষাৎ কালস্বরূপ রোগের প্রকৃত চিকিৎসা ও ঔষধ স্থির করিতে পারেন নাই। অনেক অনেক প্রকার ঔষধ কল্পনা করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু অদ্যাবধি দৃষ্ট হইল না যে ঐসকল ঔষধ রোগ নাশ পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছে।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ডাক্তর হনিংবরজর সাহেব ওলাউঠা রোগের এক নূতন চিকিৎসা ও ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন, শুনা যায় ঐ প্রকার চিকিৎসায় অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে। মধ্যে একবার উক্ত ডাক্তর সাহেব এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন "যদি রোগের প্রথমাক্রমণাবধি তাঁহার ব্যবস্থামতে রোগির চিকিৎসা হয় তবে অবশ্যই রোগ নাশ হইবে,, অনেক বিজ্ঞ লোকে ডাক্তর হনিংবরজর সাহেবের এই নবপ্রকাশিত চিকিৎসার প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহাতে অনুমান করা যায় উক্ত ঔষধ রোগোপশম পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকিবেক। লোকপরম্পরা শুনা যায়, গবর্ণমেণ্ট এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন "যদি ডাক্তর হনিংবরজর সাহেবের প্রকাশিত ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী ওলাউঠা রোগ নাশপক্ষে বিশেষ উপকারক প্রমাণ হয় তবে রাজকোষ হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন" সংপ্রতি অবগতি হইল, ঐ ঔষধ প্রকাশাবধি তদ্দ্বারা কত রোগি আরোগ্য হইয়াছে এবং বাস্তবিক তাহার গুণ অব্যর্থ বটে কি না ইহা জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কতিপয় প্রধান ইংরাজ ও সুবিজ্ঞ ডাক্তরের প্রতি তদ্বিষয়ানুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ের সন্ধান কারণ দুই এক দিনের মধ্যেই কমিটী করিবেন। যদি ডাক্তর মহাশয়েরা ঈর্ষা শূন্য ও নিরপেক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টে এবিষয়ের রিপোর্ট প্রদান করেন তাহা হইলে বোধ হয় ডাক্তর হনিংবরজর সাহেব গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত পারিতোষিক মুদ্রা পাইতে পারেন।

আমরা শ্রবণে দুঃখিত হইলাম শাহাজাদা শাহাদাদসিন্ধিয়ান গত শনিবারে রোগোপলক্ষে কাশীপুরের বাটীতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

কুমারহট্টস্থ বন্ধু লেখেন "অস্মদ্ গ্রামে পুনরায় দস্যুভয় হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে সিঁদচুরি হইতেছে, গ্রাম্য প্রহরিরা তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেনা, চৌকিদারদিগকে আমরা এজন্য সম্যক্ প্রকারে দোষী করিতে পারিনা, ইহারা দিবাভাগে পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করে, অন্য কোন উপজীবিকা নাই, গ্রামের মহাশয়েরা প্রায় অনেকেই নিয়মমত বেতন প্রদান করেন না, সুতরাং দিবসে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহারদের শরীর আচ্ছন্ন হয়, এজন্য রজনীযোগে প্রহরির কার্য্য নিষ্পাদনে অক্ষম হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব জ্ঞাত হইলেই এবিষয়ের সদুপায় হইতে পারে, কিন্তু চৌকিদারেরা গ্রামস্থ লোকদিগের বিরুদ্ধে কোন বিষয় শান্তিরক্ষক সাহেব বা দারোগার নিকটে অভিযোগ করিতে সাহসি হয় না, কিন্তু দারোগার উচিত যে এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা এবং গ্রামের কাঁড়িদারের প্রতি এমত আদেশ করেন যাহাতে চৌকিদারেরা নিয়মিতরূপে বেতন প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রিতে সতর্ক পূর্ব্বক প্রহরী কর্ম্ম সমাধা করে, নচেৎ দস্যুভয় নিবারণ হইবেক না।"

শ্রীযুত বাবু মহানন্দ সিংহের সুচিকিৎসার প্রশংসাপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"সুচিকিৎসক শ্রীযুত বাবু মহানন্দ সিংহ ডাক্তর মহাশয়।

মহাশয়ের নিতান্ত শরণাগত শ্রীদ্বারকানাথ দাস সাকিম চাঁপাতলা, চারি বৎসর গত হইল আমার দক্ষিণ উরুতে উরুস্তম্ভ হওয়ায় অস্ত্র করাতে অত্যল্পিনিত পুঁজ নির্গত হয়, সেই কালাবধি এপর্য্যন্ত নিয়ত পুঁজ নির্গত ও নালিঘা হইয়া চতুর্দ্দিগে শোষ অর্থাৎ কোনটা কোষে আসিয়া তাহার দক্ষিণভাগ ফুলিয়া পুঁজ নির্গত হইত ও কোনটা মাংসভেদি হইয়া দক্ষিণ হাঁটুর আভ্যান্তরভাগে শেষ হইয়া অনুর্গল পুঁজ বিনির্গত হইতেছিল, যেহেতু মেডিকেল কালেজে উহার মধ্যে সলাকা প্রবেশ করাইয়া নানারূপ চিকিৎসা করিয়াছিলাম, পরে সেখানে কোন উপকার বোধ না হওয়া ও দীর্ঘকাল যাতায়াত করিতে অসাধ্য বিবেচনায় ক্ষান্ত ছিলাম, পরে অসহ্য বিপায় বন্ধুগণের অনুরোধক্রমে চাঁদনির ডাক্তরখানায় গমনাগমন করিয়াছিলাম তাঁহারা কষ্টকর ব্যবস্থা করাতে সর্ব্বোপরি চর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ও ঘা ক্রমে প্রবল হইয়া চতুষ্পার্শ্ব ক্ষয় করাতে দুর্গন্ধ নির্গত হওয়ায় এই নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে এই ঘা আমার জীবন সংহারক উপস্থিত হইয়াছে, এবিষয়ের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়াছিলাম; অধুনা সাধারণেই মহাশয়ের চিকিৎসার বিষয়ে ভূয়সী ধন্যবাদ করাতে একান্তচিত্তে শরণাগত হইলে এক মাহার মধ্যে ক্রমে সমুদয় স্থল অস্ত্র করিয়া এবং মুখ আনয়ন পুর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নির্ব্যাধি, স্বচ্ছন্দশরীর হওয়ায় আমি জীবনদান পাইয়াছি, অতএব মহাশয়ের যেমন সুখ্যাতি শ্রুত হইয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ হইল, জগদীশ্বর আমার উক্ত জীবনদাতা ডাক্তর বাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া যশো বিস্তারিত সম্মান ভোগ করিতে দেন ইতি ১২৬৪। তাং ২০ আষাঢ়।

শ্রীদ্বারকানাথ দাস।"

কাশী হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয় আজিমগড়ের সন্নিহিত কোন স্থানে হোঁসেন খাঁর অধীন ৪ সহস্র যবন বিদ্রোহিরা গুরখা সেনাদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিল, উভয়পক্ষে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম হইলে পর রণদক্ষ গুরখা সেনারা যবনদিগকে পরাভব করিয়া দেয়, এই যুদ্ধে প্রায় ৪০০ যবন সেনা নাশ হয়।

অবগতি হইল জেনরল হেবিলক সাহেবের অধীন সেনাদিগের মধ্যে কতিপয় সেনা ওলাউঠা রোগাক্রমণে নাশ হইয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক ১ সেপ্টেম্বর দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন, লাহোর স্থ ২৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনারা বিদ্রোহি হইবায় গবর্ণমেণ্ট সেনা দ্বারা তাহারদের অধিকাংশ নিহত হইয়াছে, শুনা যাইতেছে বিদ্রোহিরা উক্ত দলের প্রধান সেনাপতি ও আজুটাণ্ট জেনরল এবং দুই জন হাবিলদারের প্রাণ নাশ করিয়াছে।

ইওনানরি কেবেলরি দলের সেনারা দুই এক দিনের মধ্যেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবেক।

পোষ্ট আফিসে যে সকল হিন্দু, খ্রীষ্টান কর্ম্মচারি নূতন নিযুক্ত হইবেক তাহারা যবন পেয়াদাদিগের অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক বেতন এবং পেয়াদার পরিবর্ত্তে সরকার আখ্যা পাইবেক।

ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয় বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রার্থনামতে গবরনর বাহাদুর বারাসতে কতিপয় ইউরোপীয় সেনা পাঠাইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

চুঁচুড়া কালেজের জনেক ছাত্র ভঙ্গিক্রমে উক্ত কালেজের দুর্দ্দশা বর্ণন করত যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা প্রকাশ যোগ্য নহে, কেননা পত্রপ্রেরক স্বীয় নাম ব্যক্ত করেন নাই।

Printed and published by Issurchunder Coopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্র

রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্মাংস্রাম মতন্দ্রদীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্ত্বাস্তুবিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯১৭ সংখ্যা] শুক্রবার ২০ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারে নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব হরচন্দ্র লাহিড়ির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি লালবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গুদাম বাটী (নম্বর ২০৭) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরচন্দ্র লাহিড়ির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সান্‌কি বাগান নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী (নম্বর ২০/১) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরচন্দ্র লাহিড়ির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বড়বাজারের অন্তঃপাতি শিবঠাকুরের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত তেতালা বাটী (নম্বর ৯২) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরচন্দ্র লাহিড়ির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ জিলা হাবড়ার অন্তঃপাতি পরগণে বালিয়ার সান্নিধ্য বড় কুচর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক ও কাছারীবাটী আছে ঐ তালুক দুই মৌজায় বিভক্ত যথা মৌজা বড়কুচা ও মৌজা ধারা কুচা, তাহা সদর মালগুজারী কোং ৩০০ টাকা, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ

কলিকাতা।
২২ আগষ্ট ১৮৫৭।

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রূপ চাঁদ দের মৃত্যুর পরে ও মৃত প্রাণ দে জীবিত ছিলেন, হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি ঠাকুরদাস দের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি বহুবাজারে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭ নম্বরের যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৫১ ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা প্রজা বিলি আছে, তাহার তিন অংশের দুই অংশে ও তাহার তিন অংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তিন অংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঠাকুরদাস দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
heriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ আগষ্ট ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ বান্ধবগণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগত শারদীয়া মহা পুজোপলক্ষে হিন্দুমাত্রেরই অর্থের অত্যাবশ্যক, অতএব যে যে মহাশয়দিগের নিকট আমারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর ইতিমধ্যে তাহা পাঠাইয়া আমারদিগকে চিরবাধিত করিবেন। তাঁহারদিগকে পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত করা সুবিধা বোধ হয় না।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদপ্রভাকর

২০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

গত বুধবার অপরাহ্ন সময়ে হঠাৎ যে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হয় তাহাতে নগরবাসি প্রায় তাবল্লোকেরই হৃদকম্প হইয়া থাকিবেক, অনেক বালক বালিকা ক্রীড়া রঙ্গে আমোদিত ছিল তাহারা অকস্মাৎ বজ্রপতনের ভীষণ শব্দ শ্রবণে কেহ ধরাশায়ি হইয়াছে, কেহবা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে, ঐ সময়ে নভমণ্ডলের ইতস্ততো স্থানে নিবিড় জলদজাল ছিন্নভিন্নরূপে বিস্তৃত ছিল, অন্য সকল স্থান পরিষ্কার থাকে, অতএব লোকে কথায় বলে "নিবা মেঘে বজ্রপাত" তাহাই হইয়াছে, এই ঘটনা রাজোর পক্ষে সাতিশয় অমঙ্গলজনক, বর্ত্তমান বর্ষ সংপূর্ণরূপেই আমারদিগের হর্ষ বিনাশক হইয়াছে, রাজবিদ্রোহ, শস্যাভাব, অর্থহানি, দুর্ভিক্ষ সকলেই ঐক্য হইয়া আমারদিগের সর্ব্ব নাশের সূত্র সঞ্চার করিয়াছে, আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি অবিলম্বে এই সমস্ত ভীষণ বিপদ হইতে অস্মদাদিকে উত্তীর্ণ করিয়া দয়াবান ইংরাজ নৃপতিদিগের উদ্বেগ নিবারণ করুন।

অপিচ অবগতি হইল ঐ বজ্রাঘাত মুলিয়ার বাজারের দক্ষিণাংশে এক বেশ্যালয়ে পতিত হয়, কোন বারবিলাসিনী প্রিয় লম্পট নাগর সমভিব্যাহারে ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ছাদের উপর ছিল ঐ বজ্রানলে তাহারদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দহন হইয়াছে, তাহারা জীবিত আছে কি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, তাহারা বজ্রপ্রহারে একেবারে স্পন্দহীন হইয়াছিল, গৃহস্থ ও অন্যান্য নাগর নাগরীগণও হঠাৎ ভয়ানক শব্দ শ্রবণে অচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছিল, অতএব এই প্রকার অমঙ্গল ঘটনা বহুকাল হয় নাই, ইহা সংঘটন হওয়াতে সকলেই বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ যাঁহারা বিনা-মেঘে বজ্রপতনকে দেশের অসৌভাগ্যের কারণ বিবেচনা করেন তাঁহারা সাতিশয় অনুতাপিত হইয়াছেন।

কুমারহট্টস্থ বন্ধুর নিম্ন লিখিত কয়েকটা সংবাদ সাদরে প্রকটন করিলাম।

"জলমগ্ন।

গত ১০ ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা অবসানে কুমারহট্ট খাসবাটীর নিকা রিপাড়ার ঘাটের অনতিদুরে গ্রামবাসী রামচন্দ্র ডাক্তর স্বয়ং ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতষ্পুত্রযুগল নৌকা জলমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, ঐ দিবস ডাক্তর স্বপরিবারে একখানি ক্ষুদ্র তরী আরোহণে হুগলির ক্যাণ্ডা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বায়ু উপস্থিত হইয়া তরীকে নীরে মগ্ন করিলে নিকটস্থ কয়েকখানা নৌকা দ্রুতবেগে গমন করিয়া ডাক্তরের অন্যান্য পরিজনকে রক্ষা করিলেক, কিন্তু ডাক্তর ও উপরোক্ত শিশু চতুষ্টয় জলে পতিত হইয়া এককালীন দৃষ্টির অগোচর হইল, সুতরাং তাহারদিগের জীবন রক্ষার কোন উপায় হইল না, এরূপ দুর্ঘটনার মূল কেবল অর্থলোভি নৌকাবাহকদিগের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরীতে অধিক আরোহি গ্রহণ করা, যদিও রাজপুরুষেরা এতন্নিবারণ জন্য নৌকার পরিমাণানুসারে আরোহির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু নৌকা-পরিচালকেরা সে নিয়ম অতিক্রম করিয়া আপন ইচ্ছামত আরোহী গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্ধেতু অনেক অকালমৃত্যুর ঘটনা হয়, কলিকাতা হইতে দুষ্ট মাজিরা যথা নিয়মানুযায়ী আরোহী লইয়া পশ্চাৎ ইচ্ছামত লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থলে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই অন্য অন্য স্থানে অতিরেক আরোহিগণকে অবসর করিয়া আপনাদিগকে রাজাজ্ঞাপালক প্রমাণ করায়, কলিকাতা প্রত্যাগমনকালীনও তদ্রূপ শঠতা প্রকাশ করে, মফঃসলের মাজিদিগের কথা ধর্ত্তব্যই নহে, তাহারদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, আপনারদিগের লাভ হইলেই কৃতার্থ হয়, আরোহিদিগের ধন প্রাণ নাশ হউক তজ্জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তাকুল হয় না, আরোহির ভারে নৌকা জলমগ্ন হইলে নষ্টেরা নৌকা রক্ষার নিমিত্তই কেবল ব্যাকুল হয়, আরোহিদিগের উত্তোলনের চেষ্টামাত্র করে না, মাজিরা সন্তরণবিদ্যায় নিপুণ একারণ নৌকা জলমগ্ন হইলে তাহারা কখন প্রাণ হারায় না, অতএব ঐ ব্যক্তিরা যদি দুর্ভাগা আরোহিদিগের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে তবে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারে, একারণ প্রার্থনা যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের প্রতি আদেশ করেন যে তাঁহারা পুলিস কর্ম্মচারিগণ দ্বারা দুষ্টেদের শাসন করেন, অথবা এমত ঘোষণা প্রচার করেন যে, যে নৌকাবাহক অনিয়ম করিবেক তাহাকে বিশেষ দণ্ডভোগ করিতে হইবেক এবং রিবর পুলিস ও গেরদেওয়ারি পান্সির প্রতি অনুজ্ঞা প্রদান করেন যে তাহারা ও দুরাত্মা মাজিদিগের কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এমত করিলে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে অত্যাচার নিবারণ হইতে পারিবেক ইতি।

কুমারহট্টে নূতন ডাকঘর।

অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কুমারহট্টস্থব্যক্তিগণের প্রার্থনানুসারে কুমারহট্ট গ্রামে এক ডাক কার্য্যালয় সংস্থাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, আগামি ১ সেপ্টেম্বর মাস হইতে নূতন ডাক খুলিবেক, এই ডাক হওয়াতে কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি গ্রামের লোকেরদের পত্রাদি দে

95

রণ ও প্রাপণের অত্যন্ত সুগম হইল এবং মাসুল ভিন্ন অনর্থকযে ৵০,৵০,৶০, ।০ যাহা লোকদিগের হুগলি হইতে নিকট ও দূর বসতিস্থল অনুসারে দণ্ড লাগিত তাহা রহিত হইল, এক্ষণে প্রার্থনা যে এই ডাককর্ম্মালয় স্থায়ী হয় ইতি।

এবর্ষে হুগলির এমামবাটী সংক্রান্ত "দ্বিপ্রহর মাতমের", ব্যাপার যৎসামান্যরূপে সমাধা হইয়াছে, যবনেরা নূনাহতে বহির্গত হইয়াছিল এবং করদ্বয় দ্বারা জন্যান্য বৎসরের ন্যায় বক্ষঃস্থলে আঘাত করে নাই, অপিচ কাফরিরা এবর্ষে আগমন করে নাই, যৎকালে মুসলমানেরা বাহিরে গমন করিয়াছিল তখন পুলিস প্রহরিরা ইহারদের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল, এতন্নিমিত্ত কোন উপদ্রব হয় নাই, বোধ হয় মাটীর দিনও তদ্রূপ হইবেক, হিন্দু ইংরাজ প্রভৃতি অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা এমামবাটী প্রবেশে কোন বাধা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

শুনা যাইতেছে সোমবারাবধি প্রিসিডেন্সি কালেজ যোড়াসাঁকো বাসী ৺ প্রাপ্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে উঠিয়া আসিবেক।

শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট গবরনর সাহেব কৃষ্ণনগর জিলার ফেরিকণ্ড কমিটি উঠাইয়া তৎকার্য্যের ভার তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

উক্ত জিলা মধ্যে যে সকল নূতন রাস্তা হইয়াছে তাহা শোধনার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক।

কোন ইংরাজী পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন আমীর আলী পাটনার ডেপুটী কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইবায় উক্ত স্থানবাসি অনেক লোক বিরক্ত হইয়াছে, এমত পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে উক্ত আলীর স্বজাতীয় লোকেরাও তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই।

বোম্বাই হইতে কয়েক দল সেনা বাঙ্গালায় আসিবেক, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল সেনা প্রেরণের আবশ্যকীয় উদ্যোগ করিতেছেন।

মান্দ্রাজ প্রিসিডেন্সির ৮ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের সেনাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে উক্ত দলের সেনারা কলিকাতায় আসিতে আদিষ্ট হইলে তাহারা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বেতন ও পেন্সন পাইবার প্রার্থনা করিবায় সেনাপতি সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে পুনাপালি স্থানে তাহারদের অস্ত্র বস্ত্র ও অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছেন, ঐ সকল ঘোটক ও অস্ত্রাদি বাঙ্গালায় প্রেরিত হইবে। প্রাগুক্তদলের সেনারা এক্ষণে আবকট দুর্গে অবস্থান করিবে।

কটকের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন উক্ত প্রদেশের নদী সকল বিশিষ্টরূপ অঙ্গ বিস্তার করিয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে যে সকল সেনা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে পাঁচ সহস্র সেনা মালতা উপদ্বীপে আসিয়া স্টিমর প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছে।

জনেক সেনাপতি সাহেব কোল নামক পর্ব্বতীয় লোকদিগকে সেনাদলভুক্ত করণের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন, বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, কেননা সাঁওতাল কোল প্রভৃতি বন্য জাতিরা সাহসি বটে, রণ শিক্ষা পাইলে কিছু দিন পরে সমরদক্ষ হইতে পারিবে।

পাটনার পত্রে প্রকাশ হয়, পাটনা ও দানাপুরে এক্ষণে আর কোন গোলযোগ নাই, পাটনার আফিম গুদাম রক্ষার্থে ১০০ গোরা ৫০ জন শীক ও চর্চে ১০০ গোরা এবং দানাপুরে ৪০০ গোরা সেনা আছে, ফলতঃ পাটনা ও দানাপুর রক্ষার্থে কিছু অধিক সেনা রাখিলে ভাল হয়।

পঞ্জাবরাজ্যের ফিনান্সিয়াল কমিস্যনর সাহেব উক্ত রাজ্য মধ্যে ৬ পরসেণ্ট লোন খুলিয়াছেন, পেসোয়ারী বণিকেরা ঐ লোনে ৫ লক্ষ টাকা এবং জম্মু রাজ্যাধিপতি প্রায় ১০০০০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রামপুরের নবাব মোরাদাবাদ এবং বডন জিলার শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০২ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরগণা নস্করপুর ওগয়রহের ষোল আনার অংশের ২৪ অংশ অর্থাৎ ৵১৫ দুই আনা তিন পাই।

বিক্রয়।

বন্ধক গৃহীতা বন্ধকি খতে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহার অনুমতিক্রমে মিস্টর্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কমিস্যন সেলরুম নামক বিক্রয়ের গৃহে আগামি ২১ আগষ্ট শুক্রবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত জমীদারী বিক্রয় করিবেন।

যথা।

বিশেষতঃ জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত পরগণা নস্করপুর ওগয়রহ নামক জমীদারীর ষোল আনা রকমের ২৪ অংশ অথবা ৵১৫ দুই আনা তিন পাই হিস্যা যাহা উক্ত জমিদারি হইতে বিভাগ কৃত হইয়া বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং কালেক্টর সাহেবের পুস্তকে ১৫৮০ নম্বর বিভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১৯৫০।।১১ গণ্ডা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়।

কেন্সিলেন নামক স্থানে ৪ নম্বর ভবনে মেং জজ রজর উকীল সাহেবের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১ দফা। উচ্চ মূল্য প্রদাতাই ক্রেতা হইবেন কিন্তু নীলামের ডাকের সময়ে দুই অথবা ততোধিক ক্রয় করণেচ্ছুদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শেষ ডাক ধরিয়া তাহা পুনর্ব্বার নীলামে ধরা যাইবেক।

২ দফা। নীলামকারিরা যে টাকা আমানত গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, কোন ক্রেতা তাহা অস্বীকার অথবা ডাক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৩ দফা। বিক্রয় শেষ হইলেই ক্রয়কারিকে তৎক্ষণাৎ মূল্যের অর্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়কারির হিসাবে নীলামকারিদিগের হস্তে প্রদান করিতে হইবেক অপরার্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়ের পর ১৫ দিবসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবেক।

৪ দফা। বিক্রয়কারি বন্ধক গৃহীতা সুতরাং ক্রয়কারী তাঁহার নিকট হইতেই কন্‌বেএন্স অর্থাৎ বিক্রয়ের কোয়ালা লেখাইয়া লইবেন এবং তাঁহার বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে কেবল তাহাই উল্লেখ করা থাকিবেক, অন্যান্য দলিল পত্রাদি পাইবেন না কেবল ঐ বিক্রেতার লিখিত দলিলই তাঁহার চূড়ান্ত হইবেক, এবং ঐ বিক্রেতা যে দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্রয়কারিকে তাহা গ্রহণ করিয়াই সন্তোষ হইতে হইবেক।

৫ দফা। বিক্রয়ের অবশিষ্ট টাকা প্রদত্ত হইলেই বিক্রয়কারি বিক্রয়ের কোয়ালা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাকে দিবেন কিন্তু তাহার সমস্ত ব্যয় ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবেক, এবং বিক্রেতার পক্ষীয় উকীল মেং জর্জ রজর্স সাহেবের আফিসে তাঁহাকে দেখাইয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে তাহা প্রদান করিবেন।

৬ দফা। ক্রয়কারী যদ্যপি এই নিয়মাদির কোন অংশ প্রতিপালনে অস্বীকৃত হয়েন অথবা শৈথিল্য করেন তবে তাঁহার আমানতের টাকা ক্রেতা আত্মসাৎ করিবেন, এবং প্রকাশ্য নীলাম দ্বারাই হউক অথবা অপ্রকাশ্যরূপেই হউক যে কোন প্রকারে হউক তিনি ঐ জমিদারি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন, আপচ ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় করণে যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ন্যূন হয় কিম্বা অন্য যে কোনরূপ ব্যয় হয় তাহা ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয়ের পরেই প্রথম ক্রেতাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবেক, যদ্যপি তিনি তাহা প্রদান না করেন তবে বিক্রেতা ক্ষতি পূরণ হিশাবে তৎ সমুদয় ধরিয়া আদায় করিবেন, এবং যে দিবস ঐ প্রথম বিক্রয় হইবেক সেই দিবস হইতে তাহার উপর ১২ টাকার হিসাবে সুদ ধরিবেন, এবং ইহার নিমিত্ত বিক্রেতাকে ঐ মূল্য প্রদানাক্ষমকে কোন দলিল পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক না।

৭ দফা। বিক্রয়ের টাকা প্রদানের যে সময় নিরূপণ করা হইল তাহা এই বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্টের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক।

৮ দফা। দলিল পত্র ও কোয়ালাদি প্রস্তুত করণে যে কোন বিষয়ে যে কোন প্রকার ব্যয় হইবেক তাহা ক্রয়কারিকে প্রদান করিতে হইবেক।

৯ দফা। বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রেতার নিকট হইতে যদ্যপি এমত বিবেচনা করেন যে আপনার উকীল দ্বারা কোন এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লইবেন যে এই বিক্রয় বিষয়ে অথবা মূল্যের বিষয়ে যদ্যপি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্টের বিচার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবেক তবে ক্রয়কারিকে তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক, ক্রেতা উক্ত বিচারালয়ের ক্ষমতার অধীন প্রজা না হইলেও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব অঘোরনাথ রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাইফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি উখলা পরগণার মধ্যে ভাদুখুলা স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ভদ্রাসন বসত বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মত্তর ভূমি যাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, জমি অনুমান ৸১ ষোল কাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবে।

২ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ব্রহ্মত্তর বাগান যাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে, জমি অনুমান ৯/ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে, তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ব্রহ্মত্তর বাগান যাহাতে ২০১ দুই শত একটা আম্র বৃক্ষ আছে, জমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জেলা ও পরগণার অন্তঃপাতি গাঙ্গুলি গ্রামের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ব্রহ্মত্তর ধান্য জমী অনুমান ৭/ সাত বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতেও তাহার মধ্যেও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদী অঘোর নাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৫ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ব্রহ্মত্তর ধান্য জমী অনুমান ৩/ তিন বিঘা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদি অঘোর নাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থানও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ জুলাই ১৮৫৭।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নিচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ দরশতুল্লা সরকার সেখ আক্কেল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালি সরকারের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিনেএক্সো পোনাস্ নামক পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা বিশেষতঃ জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিয়া পরগণার মধ্যে তুলসী বাটী স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক পত্তনি তালুক তাহাতে এক কাছারীবাটী ও তিন মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা লাট ভগবতীপুর মৌজা জগরামপুর এবং মৌজা তুলসী বাটী তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদিগণ সেখ দরশতুল্লা সরকার সেখ আক্কেল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালি সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ওসম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা বিশেষতঃ জেলা হুগলির অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার মধ্যে সীংহাটী স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিতযে এক পত্তনি তালুক ওতাহার শামিল এক কাছারি বাটী তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদিগণ সেখ দরশতুল্লা সরকার সেখ আক্কেল মহম্মদ সরকার ও সেখ এন্দাজালি সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়ম অনুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা বিশেষতঃ জেলা হুগলির অন্তঃপাতি মণ্ডলঘাট পরগণার মধ্যে হেলনি স্থানের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক যাহার শামিল ২ দুই মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা হেলনি এবং দফর চক, যাহার সদরমালগুজারি কোম্পানির ৭৭৫ সাতশত পচাত্তর টাকা, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদিগণ সেখ দরশতুল্লা সরকার সেখ আক্কেল মহম্মদ সরকার এবং সেখ এন্দাজালি সরকারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
১ আগষ্ট ১৮৫৭

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে আগামি ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বলরাম দাসের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বড়বাজারের অন্তঃপাতি দরমাহাটা ষ্ট্রিটের সামিল ও তন্মধ্যস্থিতএক খণ্ড ভূমি যাহাকে কাশীনাথ বাবুর পোস্তাবাজার বলে, জমী অনুমান ৩।০ তিনবিঘা পাঁচকাঠা তাহার কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উপরোক্ত প্রতিবাদী বলরাম দাসের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ জুলাই ১৮৫৭

ইশতেহার

সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের ৭ ভাদ্র তারিখে মৃত ৺ হরনারায়ণ মিত্রের তালুক ১৩১ নং মাগুরা পরগণার মাগুয়া মৌজার ইজারা বন্দবস্ত করা যাইবেক যে কেহ ইজারা লওনের মানস রাখেন উক্ত তারিখে দিবা ১ ঘণ্টার সময় মোকাম বোড়ালের বাটীতে হাজির হইয়া রীতিমত ইজারার ডাক করেন, যে ব্যক্তি উচ্চ মূল্য ডাক করিবেন তাঁহাকে ইজারা দেওয়া যাইবেক, ইজারার ডাক মঞ্জুর হইলে তৎক্ষণাৎ বায়নার স্বরূপ শতকরা ১০ দশ টাকার হিসাবে নগদ টাকা দাখিল করিতে হইবেক, পরে ৫ পঞ্চম দিবসের মধ্যে ইজারার লেখা পড়া প্রস্তুত হইলে ইজারার ডাকের অর্দ্ধেক টাকা ডিপজিট ও মাল ও হাজীর জামিন দুই জন মাতব্বর ব্যক্তিকে দিতে হইবেক, যদ্যপি কেহ ইজারার ডাক করিয়া তৎক্ষণাৎ বায়নার টাকা দাখিল না করিয়া পলাতক হয়েন, তবে পুনর্ব্বার ইজারার ডাকে যে কমী হইবেক তাহা সেই পলাতক ব্যক্তির স্থানে মায় সুদ খরচা সমেত বেলকুল আদায় করা যাইবেক, ইজারা যে সকল সর্ত্তে দেওয়া যাইবেক তাহা ইজারায় ডাকের পূর্ব্বে সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যাইবেক।

শ্রীবসন্তকুমার রায়চৌধুরী।
শ্রীহরিহর বসু অছি জানিবে।
নাবালিকা শ্রীমতী জগন্মময়ী দাসী।
সন ১২৬৪ সাল।
তাং ২৮ শ্রাবণ।

সংবাদপ্রভাকর

৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১৬৯

আমরা গভীর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে শোভাবাজারস্থ রাজকুলতিলক শ্রীমন্মহারাজকালীকৃষ্ণ বাহাদুরের তৃতীয় পুত্রকুমার অতুলকৃষ্ণ বাহাদুর গত শুক্রবার দিবসে জ্বর বিকার রোগাক্রান্ত হইয়া রবিবার দিবসে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, পাঠকগণ! এই হৃদয়বিদীর্ণকর উষ্ণবারি আমরা কোন্ স্থানে নিঃক্ষেপ করিব? এই বারি আমারদিগের অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া নয়নদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল দহন করিতেছে, যেমন হস্ত পদাদি অস্ত্রাঘাতে ছেদন করিলে অসীম ক্লেশপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ওঁতাঁহার ভ্রাতৃগণ কুমার অতুলকৃষ্ণবাহাদুরেরঅকালমৃত্যুজন্যতদপেক্ষা সহস্রগুণে শোকাভিভূত ও ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আহা নৃপকুমার মাসদ্বয়াধিকচতুর্ব্বিংশতি বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হা জগদীশ্বর! তিনি এই তরুণ বয়সে অরুণাঙ্গজ ভবনে গমন করিবেন আমরা স্বপ্নেও এমন বিবেচনা করি নাই, আহা! এই ভারতবর্ষের সমূহ শুভপ্রদ তরু আমারদিগের অভীষ্ট ফলভারে অবনত হইবার পূর্ব্বেই কৃতান্ত-কীটের করালদন্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল! হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর, নৃপকুলনিধি অতুল গুণসম্পন্ন কুমার অতুলকৃষ্ণ বাহাদুরকে জনক জননীর ক্রোড় হইতে হরণ করণে কিঞ্চিন্মাত্র করুণারসে আর্দ্র হইলে না? তুমি কি পাষাণাপেক্ষা কঠিন হৃদয় প্রাপ্ত হইয়াছ? না কালসহকারে দুর্ম্মতি প্রযুক্ত আপনার হীন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছ? পাঠকবর্গ! এই শোকসূচক সংবাদ প্রকাশ করিতে আমারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, নৃপনিকেতনের ক্রন্দনধ্বনিতে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আহা! মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পীড়িত আছেন, তিনি অতি উপযুক্ত সন্তান শোকে কি প্রকার বিভীষিকা সন্দর্শন করিতেছেন তাহা বর্ণন করণে বর্ণাবলী অসীম শোকবারিধি বারি প্রবাহে সন্তরণ করিতেছে, হা জগদীশ্বর! আমরাশোকে অভিভূত হইলাম, আমারদিগের লেখনী অচলা হইল।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদপ্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ কামং ভ্রাম্যতি মত্তভৃঙ্গনিবহো নীত্বা ক্ষুধাক্ষামতাং। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০৩ সংখ্যা] বুধবার ৪ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরগণা নস্করপুর ওগয়রহের ষোল আনার অংশের ২৪ অংশ অর্থাৎ ৵১৫ দুই আনা তিন পাই।

বিক্রয়।

বন্ধক গৃহীতা বন্ধকি খতে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহার অনুমতিক্রমে মিস্থয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কমিস্যন সেলরুম নামক বিক্রয়ের গৃহে আগামি ২১ আগষ্ট শুক্রবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত জমীদারী বিক্রয় করিবেন।

যথা।

বিশেষতঃ জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত পরগণা নস্করপুর ওগয়রহ নামক জমীদারীর ষোল আনা রকমের ২৪ অংশ অথবা ৵১৫ দুই আনা তিন পাই হিস্যা যাহা উক্ত জমিদারি হইতে বিভাগ কৃত হইয়া বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং কালেক্টর সাহেবের পুস্তকে ১৫৮০ নম্বর বিভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১৯৫০।।১১ গণ্ডা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়।

ফেন্সিলেন নামক স্থানে ৪ নম্বর ভবনে মেং জজ রজর উকীল সাহেবের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১ দফা। উচ্চ মূল্য প্রদাতাই ক্রেতা হইবেন কিন্তু নীলামের ডাকের সময়ে দুই অথবা ততোধিক ক্রয় করণেচ্ছুদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শেষ ডাক ধরিয়া তাহা পুনর্ব্বার নীলামে ধরা যাইবেক।

২ দফা। নীলামকারিরা যে টাকা আমানত গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, কোন ক্রেতা তাহা অস্বীকার অথবা ডাক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৩ দফা। বিক্রয় শেষ হইলেই ক্রয় কারিকে তৎক্ষণাৎ মূল্যের অর্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়কারির হিসাবে নীলামকারিদিগের হস্তে প্রদান করিতে হইবেক অপরার্দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়ের পর ১৫ দিবসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবেক।

৪ দফা। বিক্রয়কারি বন্ধক গৃহীতা সুতরাং ক্রয়কারী তাঁহার নিকট হইতেই কন্‌বেএন্স অর্থাৎ বিক্রয়ের কোয়ালা লেখাইয়া লইবেন এবং তাঁহার বিক্রয় করণের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে কেবল তাহাই উল্লেখ করা থাকিবেক, অন্যান্য দলিল পত্রাদি পাইবেন না কেবল ঐ বিক্রেতার লিখিত দলিলই তাঁহার চূড়ান্ত হইবেক, এবং ঐ বিক্রেতা যে দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্রয়কারিকে তাহা গ্রহণ করিয়াই সন্তোষ হইতে হইবেক।

বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত ও বিপদজাল বিস্তীর্ণ করিয়াছে। পরন্তু তাহারদিগের দমনোপযুক্ত গৌরাঙ্গ সেনাদল এদেশে উপস্থিত না থাকাতে তাহারদিগের অত্যাচার ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহারা সাহসিকরূপে সেনাপতি সাহেবদিগের প্রতি হস্তোত্তলন করণে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে নানাদেশ হইতে অতিবেগে রাজ সেনারা আগমন পূর্ব্বক পশ্চিম প্রদেশে ধাবিত হইতেছে। শনিবার দিবসে মান্দ্রাদি সেনাদল রণবাদ্য বাদন পূর্ব্বক যখন হাওড়ায় রেইল ওয়ে রথারোহণ করে তখন তাহারদিগের শোভা সন্দর্শনে দর্শক মাত্রেই চমকিত হইয়াছেন, রণদক্ষ সুনিপুণ সেনাপতি লার্ড এলজিন বাহাদুর ও ক্রিমিয়ার সমরশূর স্যার কলিন কেম্বল সাহেব রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন, জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব পূর্ব্বে আসিয়াছেন। বিলাত হইতে বহু সৈন্য জল স্থল আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে, অতএব সিপাহিদিগের বিদ্রোহ নিবারণের সকল অনুষ্ঠানই হইয়াছে, তাহারা অবিলম্বে আপনারদিগের কুকার্য্যের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক।

বর্দ্ধমানপ্রবাসি কোন সুলেখক বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"শ্রীশ্রী৺কানাইয়ালাল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারি বর্ম্ম মহাশয় যেরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন এরূপ সুজন সাধুজন অতি বিরল, শাস্ত্রামোদী, প্রিয়বাদী, সরল-ব্যবহার ইঁহার মনের ও কণ্ঠের হার হইয়াছে, অখল সরল, ধর্ম্ম কর্ম্মে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন, সম্প্রতি যে এক উপরোক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমত উত্তমরূপে দেব-সেবা করিতেছেন, ইহা অতি প্রশংসনীয়,বিগ্রহের আত্মবৎ সেবা হইয়া থাকে, অপর কি প্রতিদিন যত অতিথি উপস্থিত হয়, সকলে প্রসাদভোজনে জীবন সার্থক জ্ঞান করেন।

"রাত্রি দুই প্রহর সময়ে যদি এই দেবালয়ে অতিথি উপস্থিত হয়, বাবুর বদান্যতায় সে সময়েও অতিথিসৎকার প্রদত্ত হইয়া থাকে, এরূপ দেব-সেবার পরিপাটী অন্যত্র দুর্ল্লভ ,,।

পদ্য।

আহা, আহা, মরি, মরি, এই দেবালয়।
অতিশয় সুশোভন, যেন দেবালয়॥
রত্নসিংহাসন মাঝে,একানাইলাল।
ঠিক যেন শোভা পায়, নন্দের-দুলাল॥
নবীন নীরদ জিনি, অপরূপ রূপ।
কিরূপে বর্ণন করি, নাহি অনুরূপ॥
মনোহর শোভাকর, স্বকলের ছটা।
রমণীর কমনীয়, অভিনব ঘটা।
শ্রীরাম বিহারি করি, বহুধন দান।
সম্পাদন করিছেন, সেবা অনুষ্ঠান॥
কোনমতে কোন দিগে, নাহিক অভাব।
নিয়ত প্রকাশ পায়, অভিনব ভাব॥
প্রচুর ভক্তির সহ, করিয়া যতন।
ভোগ দেন দেবতার মনের মতন॥
বিধিমতে আত্মমতে, সেবা সমাধান।
ভক্তের প্রধান বাবু, ভক্তের প্রধান॥
সুচারু কুসুমে সদা, সুবেশ প্রকাশ।
ফুলের বাসেতে প্রভু, করিছেন বাস॥

যদিও বাবুজীর বাটীতে অন্য দেব-সেবা আছে, কিন্তু বাবুর পুত্র না থাকায় তিনি কামাইয়ালাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেব-সেবা অতিথিসেবন ধনি মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা হইলেই ধনের ও মনের সার্থকতা হয়, পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে রাসবিহারি বাবুর সুকুমার দৌহিত্রকে তিনি চিরজীবি করুন।,,

সালন ষ্টিমারের কাপ্তেন পিল সাহেব ৪০০০ ইউরোপীয় নাবিক এবং ৬৪ পৌণ্ড গোলাধারি ও ২৪ পৌণ্ড গোলাধারি কয়েকটা তোপ সহিত আলাহাবাদ গমন করিয়াছেন।

ইংলিস ম্যান সম্পাদক গত বুধবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন "রাণীগঞ্জের শীক সেনারা অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে,, এ সংবাদ সত্য না হইবে, কারণ শীকদিগের অবাধ্যতা প্রকাশের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মৌলমেন হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট ধন ব্যয়ে কএটা মেলা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাণিজ্য কার্য্যের সমূহ উন্নতি হইতেছে।

গোরক্ষপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ৫০০ গুরখা সেনা তথায় অবস্থিত থাকাতে উক্ত স্থানবাসি ইংরাজ বাঙ্গালিরা নির্ভয়ে আছেন।

সানন নামক বৃহৎ রণতরীর ২৫০ জন সেনা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আনীত হইবেক।

Printed and published by Issenchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সত্যাৎমনন্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতঙ্গজীবদযুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরশ্চান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০৪ সংখ্যা] গুরুবার ৫ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২০ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবের দিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ।
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মুল্য। অর্দ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মুল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক্য দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমতানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

৫ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

মেং রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে তাহা অতি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, তিনি একটী অক্ষরও মিথ্যা লেখেন নাই, বোধ হয় প্রদেশ মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষকের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া তা

[illegible]ার বিপন্নদশা ও পরিবারের অব[illegible]স্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা না হইলে এরূপ স্বরূপবর্ণনা কিপ্রকারে লিখিবেন? আমরা পা[illegible]ঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ তাঁহা[illegible] লেখার কিয়দংশ নিম্নভাগে অনু[illegible]বাদ করিলাম।

"বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপার্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর, একারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তঃকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার মাসিক ব্যয় ১॥০ টাকা অথবা ৩ টাকার অধিক নহে, বার্ষিক ব্যয় এক শত টাকার অধিক হয়, এক শত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পাঁচ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না! কৃষকের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, একারণ তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সাহায্য করে, এবং অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে, যে দিবসে মৎস্য পায় সে দিবস আনন্দের সীমা থাকে না, কটিদেশে ছিন্নবস্ত্রমাত্র অবলম্বন ও দর্ম্মামাদুরি এবং তৃণের বালিশই তাহারদিগের কোমলশয্যা হইয়াছে, সম্প[illegible]দের মধ্যে কার্ষ্ণের হল ও লৌহ ফলাকা, এবং এক অথবা দুইটা বলদ, তাহা অবলম্বন করিয়াই কৃষক বর্ষাকালের অবিশ্রান্ত জলধারা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত এবং মধ্যাহ্ন হইতে প্রদোষ কালাতীত করিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমার এই লেখাকে কেহ অতিরিক্ত বর্ণনা বিবেচনা করিবেন না, এমত দুঃখি কৃষক বিস্তর আছে, যাহারা সময় বিশেষে দিনান্তে আহারপ্রাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ কৃষকের অন্তঃকরণ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকাতে সে কোনক্রমেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করণে সমর্থ হয় না, সে মূর্খতার নিবিড়ান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া উত্তেজনা প্রারাচনা ও ভৎর্সনা প্রহারাদি সহ্য করিতেছে।"

মেং রবিন্সন সাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকের দুরবস্থা এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়া পরিশেষ জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমিদারি বিশেষের যে রূপ রাজস্ব নিরূপন করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশও গ্রহণ করেন না, কারণ যে সমস্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমিদার সন্তানগণের ভূম্যধিকার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তদ্দ্বারা এই বিষয় বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যখন ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশভোগি হইলেন অপরার্দ্ধাংশ সত্ত্বে কৃষককুল কি কারণে এত কষ্ট সহ্য করে, তাহা কোথায় যায়, কে বণ্টন করিয়া লয়? তদনুসন্ধান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে" মেং রবিন্সন সাহেব যদ্যপি নিরপেক্ষচিত্তে বিবেচনার আলোচনা করেন, তবে অবশ্য জানিতে পারেন যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসম্বন্ধীয় অপরিচ্ছিন্ন নিয়মই কৃষকের সকল দুঃখের মূল হইয়াছে, কারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এদেশে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসরপর্য্যন্ত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত বিবিধপ্রকার নিয়ম নিবন্ধন করিয়াছিলেন, ফলতঃ কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরিশেষে রাজনীতিনিপুণ মহাত্মা লার্ড কর্ণেওয়ালিস সাহেব এদেশে আগমন করিয়া ইংরাজী ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব বিষয়ে "দশশালাবন্দবস্ত" নামে যে সুবিখ্যাত নিয়মপত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বিলাতের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের অভিমত ক্রমে তাহাই চিরস্থায়ী হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোনকালে ঐ নিয়মের রূপান্তর করিবেন না, এই নিয়মবলেই গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ধনাঢ্যব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন কোম্পানিরকাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পত্তি, সেইরূপ জমিদারী, মনুষ্য অর্থ দিয়া যে কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তদ্ব্যবতেই আত্মলাভের প্রত্যাশা করেন, অতএব বহু

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

ধনদ্বারা অর্জ্জিত জমিদারী হইতে ভূম্যধিকারিরা লভ্য-প্রত্যাশা করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, বিশেষতঃ জমিদারীসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাঁহারদিগকে রাজনিয়মের অধীন হইতে হয়, নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, যদ্যপি কেহ করেন, তবে বিচারস্থলে তাহা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাকে অবশ্য দণ্ডভোগ করিতে হয়।

অপিচ, মেং রবিন্সন সাহেব এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদ্যপি জমিদারেরা কৃষকের নিদারুণ দুঃখের মূলীভূত কারণ না হইলেন তবে তদ্দোষ কাহার প্রতি অর্পিত হইবেক? এতদুত্তরে আমারদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলতা ও কৃষকদিগের মূর্খতা দোষই তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে, জমিদার পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।

হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন যে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে, সিগোলি কেবেলারি সংক্রান্ত সিপাহি সেনারা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আলিগঞ্জ সাওন এবং সালনপুর লুট করিয়া আজিমগড়াভিমুখে গমন করিয়াছে, তথাকার প্রজারা প্রাণভয়ে পলায়নতৎপর হইয়াছে, রাজকর্ম্মচারি অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক তথা হইতে পাটনায় আসিয়াছেন, এইক্ষণেও দুরাচারিরা সাহসিক হইয়া রাজপক্ষ পরিত্যাগ করিতেছে, হায় কি পরিতাপ! তাহারা আপনারাও মরিবে এবং দেশের দুর্দশা করিবে, আহা! যে সকল নরাধম এই কুচক্রের পরামর্শ প্রদান করিতেছে, তাহারা সিপাহিদলের মিত্র না হইয়া পরম শত্রু হইয়াছে, ঐদুরাত্মাদিগকে সর্ব্বাগ্রে শাণিতাস্ত্রে ছেদন করাই উচিত হয়।

পরন্তু গোরক্ষপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সংবাদ পূর্ব্বে জনরবে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কিছুই সত্য হইল না, কারণ ৩০ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তৎপাঠে বিদিত হওয়া গিয়াছে যে গোরক্ষপুরে কোন গোলযোগ নাই, মেদিনীপুরের বিদ্রোহ ঘটিত জনরবও কিছুই সত্য নহে।

এখানকার কোন সম্ভ্রান্ত সাহেব বিলাত হইতে এরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন যে ইংলণ্ড হইতে ১১০০০ সৈন্য স্থলপথ দিয়া অতিবেগে এদেশে আগমন করিতেছে এবং ১৪০০০ সৈন্য জলপথে অন্তরীপ পরিক্রমণ পূর্ব্বক আসিবেক, তাহারাও বোধ হয় এতদ্দেশীয় অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া থাকিবেক, অতএব অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগের নিদারুণ অত্যাচার নিবারণার্থ আর সৈন্যের অভাব হইবেক না, অভিনব প্রধান সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট জেনরল স্যার কলিন কেম্বল সাহেব রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন, উপযুক্ত সৈন্য প্রাপ্ত হইলে সংগ্রামস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক সিপাহি বিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন, দুরাত্মাদিগের অকারণ অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধান করণে আর কালবিলম্ব হইবেক না।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের মনে এক মিথ্যা ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে যে শীত ঋতুর সমাগম না হইলে গৌরাঙ্গ সেনারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেক না, এই বর্ষাকালের জলধারা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক যখন গোরারা স্থানে স্থানে অত্যাচারিদিগকে বিনাশার্থ গমন করিয়াছে তখন বিলাত হইতে নূতন আগত সেনাগণও তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই, যে সকল স্থানে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তথায় শান্তি স্থাপন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হইয়াছে।

বর্দ্ধমান।

৩২ শ্রাবণ।

সম্প্রতি মহারাজাধিরাজবাহাদুর ও মহারাণী ঠাকুরাণী শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায়, সকলেই মনে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু মহারাজের এমনি উত্তম স্বভাব ও উত্তম মন যে তিনি অসুস্থতাতেও সুস্থবৎ শাস্ত্রালাপ ও সংগীত রচনা, সদালাপাদি বিবিধ বিষয়ে

আমোদ প্রমোদ করিতেছে অব এ ধুনা আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি মহারাজ ও মহারাণী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন।

উপস্থিত বিদ্রোহিতায় মহারাজ গবর্ণমেণ্টপক্ষে যতদূর সাহায্য করিতে হয়, তাহা অকাতরে করিতেছেন, গরুরগাড়ী, হস্তি, ঘোটক, সওয়ার প্রভৃতি যখন যাহা আবশ্যক হইতেছে তাহাই দিতেছেন, মধ্যে বহুসংখ্যক গরুরগাড়ী নিজব্যয়ে ভাড়া করিয়া প্রদান করিতেছেন, মহারাজ যেমন এদেশের অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী মানী ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি তদ্রূপ এই বিপদ সময় গবর্ণমেণ্ট পক্ষে সাধ্যানুসারে সাহায্য করণে ত্রুটি না করাতে আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, এবং এই ব্যাপারে রাজপুরুষেরাও তাহাকে রাজহিতৈষী মহাত্মা বলিয়া যে সমুচিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন তাহাতে সংশয় কি? সর্ব্বশেষে প্রার্থনা করি প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অচিরাৎ এই বিষমতর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউন। কেননা বর্ত্তমান বিপদে কেবল রাজপুরুষেরাই ব্যাকুল হইয়াছেন এমত নহে, রাজ্যস্থ অধন সধন সর্ব্ব সাধারণ প্রজামাত্রেই সমভাবে চিন্তিত ও কাতর, আমরা কিম্বা আমারদিগের সমতুল্য জনেরা এক্ষণে যদ্রূপ অবস্থায় ও চিন্তায় কালক্ষয় করিতেছি ও করিতেছেন জগদীশ্বর আমারদিগের অপেক্ষা যাঁহাকে কিঞ্চিৎ অধিক ধন প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই আমারদিগের অপেক্ষা সেই পরিমাণে অধিক ভাবনায় কাল হরণ করিবেন ও চঞ্চল হইবেন, অতএব বর্দ্ধমানাধিপতি যিনি অস্মদ্দেশে সেই সকলের অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে উচ্চ, তাঁহার মনের ভাবনা ও ব্যাকুলতা কত দূরপর্য্যন্ত উচ্চ হইবে তাহা সুধীজনেরা প্রণিধান করিলেই সহজে জানিতে পারিবেন।

এবৎসর দামোদর নদের অধিক জল বৃদ্ধি হয় নাই, এদিগে জল প্লাবন না হওয়ায় প্রজারা স্বচ্ছন্দে আছে, দামোদরে বাঁদে মহারাজ বিস্তর অর্থব্যয় করেন, তথাপি রাজা রামপুর প্রভৃতি গ্রামে জল প্লাবন হইয়া থাকে, মহারাজ যেরূপ অর্থ ব্যয় করেন সেরূপ প্রজা রক্ষা হয় না, ইহাতে বোধ করি ইঞ্জিনিয়র সাহেবদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই, তাহাতেই এরূপ ঘটে।

মহারাজের দাতব্য ডাক্তরখানা রাজবাটীর বাল্যদিগের বাটী হইতে উঠিয়া গিয়া শ্যামসাগরের দক্ষিণ দিগের ঘাটের নিকট বাটীতে স্থাপিত হইয়াছে।

ঝুলান অবধি বর্দ্ধমানের তাবৎ লোক যাত্রার আমোদে কাল হরণ করিতেছেন, কেবল রাজবাটীতে প্রতিদিন যাত্রা হইতেছে এমত নহে, বর্দ্ধমানবাসি প্রায় তাবতের বাটীতে ও আমলাদিগের বাসায় বাসায় ও দোকানদারদিগের বাটীতে যাত্রার মহামহোৎসব হইতেছে।

গত কল্য রেলওয়ে শকটে মাদ্রাজি সৈন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া রাণীগঞ্জের অভিমুখে গমন করিয়াছে।

এদেশে তণ্ডুলাদি সর্ব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্য দিন দিন দুর্মূল্য হইবায় রিবিনিউ বোর্ডের মেম্বরেরা গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে জিলা কমিস্যনরদিগকে লিখিয়াছেন গত দুই বর্ষে বাঙ্গালা দেশ মধ্যে তণ্ডুলাদি শস্য কি দরে বিক্রীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বর্ষে কি দরে বিক্রয় হইতেছে এবং এ বর্ষে শস্য কিরূপ জন্মিতে পারে তাহার বিশেষ রিপোর্ট কমিস্যনর সাহেবেরা রিবিনিউ বোর্ডে পাঠান।

আমারদিগের অনুভব হইতেছে তৃতীয় বৎসরের এবং বর্ত্তমান বর্ষের তণ্ডুলদরের ভেদাভেদ জানিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট তণ্ডুল রপ্তানি বন্ধ করিতে পারেন।

গত সোমবারীয় ইংলিসম্যান পত্রে অবগতি হইল বিদ্রোহি সেনারা ও তৎপ্রদেশের দস্যু দুরাত্মারা দেবোন্দা স্থান দাহ, পুলিয়া লুঠ এবং খাইবাস ও সাংসেরাম স্থানে মহা উপদ্রব করিয়াছে।

ভাগলপুরের ৫ সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহি সেনারা অদ্যাপি নিরস্ত্র হয় নাই।

ভারতবর্ষের নূতন প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার কলিন ক্যাম্বেল সাহেব কলিকাতা আসিয়া শ্রীযুত স্যার পেট্রিক গ্রাণ্ট সাহেবের হস্ত হইতে প্রধান সেনাপতিত্ব কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন, স্যার গ্রাণ্ট সাহেব ত্বরায় মান্দ্রাজে গমন করিবেন।

গয়ার কালেক্টর মেং মনি সাহেব তথাকার ধনাগারের ৭॥ লক্ষ টাকা মহারাণীর ৬৪ সংখ্যক সেনাদিগের দ্বারা রক্ষা করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

আত্মবিজ্ঞাপন

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা॥ বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ॥০ আনা অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

৫৯০৫ সংখ্যা] শুক্রবার ৬ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২১ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরগণা নস্করপুর ওগয়রহের ষোল আনার অংশের ২৪ অংশ অর্থাৎ ৵১৫ দুই আনা তিন পাই।

বিক্রয়।

বন্ধক গৃহীতা বন্ধকি খতে বিক্রয় করণের যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহার অনুমতিক্রমে মিস্টুয়ার্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানি সাহেবানেরা তাঁহারদিগের কমিস্যন সেলরুম নামক বিক্রয়ের গৃহে আগামি ২১ আগষ্ট শুক্রবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত জমীদারী বিক্রয় করিবেন।

যথা।

বিশেষতঃ জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি ও তন্মধ্যস্থিত পরগণা নস্করপুর ওগয়রহ নামক জমীদারীর ষোল আনা রকমের ২৪ অংশ অথবা ৵১৫ দুই আনা তিন পাই হিস্যা যাহা উক্ত জমিদারি হইতে বিভাগ কৃত হইয়া বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং কালেক্টর সাহেবের পুস্তকে ১৫৮০ নম্বর বিভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১৯৫০॥১১ গণ্ডা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়।

ফেন্সিলেন নামক স্থানে ৪ নম্বর ভবনে মেং জজ রজর উকীল সাহেবের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে এই বিষয় বিক্রয়ের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১ দফা। উচ্চ মূল্য প্রদাতাই ক্রেতা হইবেন কিন্তু নীলামের ডাকের সময়ে দুই অথবা ততোধিক ক্রয় করণেচ্ছুদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শেষ ডাক ধরিয়া তাহা পুনর্ব্বার নীলামে ধরা যাইবেক।

২ দফা। নীলামকারিরা যে টাকা আমানত গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, কোন ক্রে তাহা অস্বীকার অথবা ডাক প বর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৩ দফা। বিক্রয় শেষ হইলে ক্রয়কারিকে তৎক্ষণাৎ মূল্যের দ্ধাংশ টাকা বিক্রয়কারির হিসা নীলামকারিদিগের হস্তে প্রদান রিতে হইবেক অপরার্দ্ধাংশ টা বিক্রয়ের পর ১৫ দিবসের মধ্যে দান করিতে হইবেক।

৪ দফা। বিক্রয়কারি বন্ধক গৃ তা সুতরাং ক্রয়কারী তাঁহার নিক হইতেই কন্‌বেএন্স অর্থাৎ বিক্রয়ে কোয়ালা লেখাইয়া লইবেন এ তাঁহার বিক্রয় করণের যে ক্ষম আছে তাহাতে কেবল তাহাই উ খ করা থাকিবেক, অন্যান্য দলি পত্রাদি পাইবেন না কেবল ঐ বি তার লিখিত দলিলই তাঁহার চূড় হইবেক, এবং ঐ বিক্রেতা যে দ প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্রয়কারিকে তা গ্রহণ করিয়াই সন্তোষ হইতে বেক।

৫ দফা। বিক্রয়ের অবশিষ্ট টাকা
দত্ত হইলেই বিক্রয়কারি বিক্রয়ের
য়ালা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাকে
বেন কিন্তু তাহার সমস্ত ব্যয় ক্রে
কে প্রদান করিতে হইবেক, এবং
ক্রেতার পক্ষীয় উকীল মেং জর্জ
র্স সাহেবের আফিসে তাঁহাকে
খাইয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া
ক্রতা ক্রেতাকে তাহা প্রদান করি
ন।

৬ দফা। ক্রয়কারী যদ্যপি এই
মাদির কোন অংশ প্রতিপাল
অস্বীকৃত হয়েন অথবা শৈথিল্য
রন তবে তাঁহার আমানতের
ক্রেতা আত্মসাৎ করিবেন,
প্রকাশ্য নীলাম দ্বারাই হউক
বা অপ্রকাশ্যরূপেই হউক যে
ন প্রকারে হউক তিনি ঐ জমী,
পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারি
, অপিচ ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় কর
যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ন্যূন হয়
অন্য যে কোনরূপ ব্যয় হয়
ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয়ের পরেই
ক্রেতাকে পূরণ করিয়া দিতে
বক, যদ্যপি তিনি তাহা প্রদান
করেন তবে বিক্রেতা ক্ষতি পূরণ
াবে তৎ সমুদয় ধরিয়া আদায়
বেন, এবং যে দিবসে ঐ প্রথম
য় হইবেক সেই দিবস হইতে
র উপর ১২ টাকার হিসাবে
ধরিবেন, এবং ইহার নিমিত্ত
তাকে ঐ মূল্য প্রদানাক্ষমকে
ন দলিল পত্র লিখিয়া দিতে হই
না।

দফা। বিক্রয়ের টাকা প্রদানের
ময় নিরূপণ করা হইল তাহা
বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্টের অঙ্গ স্বরূপ
চনা করিতে হইবেক।

দফা। দলিল পত্র ও কোয়ালা
স্তুত করণে যে কোন বিষয়ে যে
প্রকার ব্যয় হইবেক তাহা ক্রয়
ক প্রদান করিতে হইবেক।

৯ দফা। বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট হইলে ক্রেতার নিকট হইতে যদ্যপি এমত বিবেচনা করেন যে আপনার উকীল দ্বারা কোন এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লই বেন যে এই বিক্রয় বিষয়ে অথবা মূল্যের বিষয়ে যদ্যপি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্টের বিচার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবেক তবে ক্রয় কারিকে তাহা লিখিয়া দিতে হই-বেক, ক্রেতা উক্ত বিচারালয়ের ক্ষ মতার অধীন প্রজা না হইলেও তা হাতে কোন আপত্তি করিতে পারি বেন না।

সংবাদ প্রভাকর

৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কাণপুরের বিদ্রোহ ঘটিত বিবরণ ইতি পূর্ব্বে ইংরাজী প্রায় সমুদায় পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু এত দ্দেশীয় লোকদিগের লিখিত বিবরণ এ পর্য্যন্ত কোন পত্রেই প্রকটিত হয় নাই। অতএব কাণপুর প্রবাসি কোন সদ্বিদ্বান বঙ্গ দেশীয় ব্যক্তি ঐ বিদ্রোহ ব্যাপার স্বচক্ষে সন্দর্শন ও তাহার সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া আমারদিগের কোন পরমাত্মীয় বন্ধুর নিকটে গত ৩১ জুলাই তারিখে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন ভাগে প্রকাশ করিলাম পাঠকবর্গ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

"আপনাদিগের গত ১৫ মে তারিখের পত্র আমি যথাকালে পাইয়া তদীয় তাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, এবং তদুত্তর লিখিবারও মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্দ্দৈববশাৎ এস্থানে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি অঞ্চলে অনুপম ভয়াবহ সৈনিক উপদ্রব সমুদ্ভব হওয়াতে ডাক বন্ধ হয়, সুতরাং মদীয় মানস সফলীভূত হয় নাই। গত জুন মাসের চতুর্থ দিবসে অত্রস্থ সমুদায়িক দেশীয় পদাতিক ও অশ্বারোহি কৃতঘ্নসৈন্যাবলি ঐক্যবাক্য হইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া সেনানীনিচয় ও রাজপুরুষদিগের "বাঙ্গালা,, নামা বৃহদ্বৃহৎ মনোহর বাসস্থানস্থ যাবতীয় দ্রব্যলুট করিয়া পরে তত্তাবৎ ভস্মসাৎ করে, এবং বিদ্যুতীয় লৌহশলাকা ছিন্ন করে, এই দগ্ধীভূত বাঙ্গালানিবহ প্রজাদিগের ছিল, কেবল ইংরাজেরা ভাড়াটিয়া থাকিতেন মাত্র। অনন্তর কারাগারের তাবৎবন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন রাজকোষের সকল অর্থাৎ অষ্টলক্ষ টাকা অপহরণ করণের পর সুবৃহৎ ইষ্টকময় কালেক্টরী আফিস অগ্নি সংযোগে বিনষ্ট করে, এই আফিসে ১৮০৩ সালাবধির রেকার্ডস অর্থাৎ কাগজ পত্র ছিল, পরে এখানকার আঢ্যতম কয়েকজন ইংরাজ বণিকদিগের পণ্যশালা সমূহ দুর্বৃত্তগণ অর্থাৎ বদমাইসদিগের দ্বারা লুট করাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলে, এই সকল পণ্যবীথীতে আনুমানিক পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যে

বিবিধ পণ্যছিল। অপিচ এস্থানে শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রাইষ্ট চর্চ্চ, ব্যাপ্টিষ্ট চ্যাপেল, রোম্যান ক্যাথোলিক চ্যাপেল এবং সেন্ট জান্স চ্যাপেল নামা যে চারিটা ধর্ম্মমন্দির ছিল, তাহারও যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা করিয়াছে। এই সকল উপাসনালয় মধ্যে ক্রাইষ্ট চর্চ্চই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বিবিধবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর ও অন্যান্য নয়নতোষক সামগ্রী সমগ্র দ্বারা সজ্জীভূত ছিল। কোন প্রামাণিক ব্যক্তির বাচনিক জ্ঞাত হইলাম যে ইহা নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাবদত্যাচার নিষ্পাদনান্তে প্রাগুক্ত ধূর্ত্তেরা "ঢু ঢু পন্থ নামা,, নামক এক জন নিষ্ঠুর মহাপাতকি মহারাজকে আপনাদিগের অধিপতির পদে বরণ করিয়া নগরের পূর্ব্বদিকে স্থানে এখানকার তাবৎ উচ্চ অধিক পদ-ধারি ইংরাজেরা সপরিবারে একত্রে জীবন রক্ষার্থ প্রায় শত গোরা ও কয়েকটা তোপে সুসজ্জ হইয়াছিলেন, অত্রত্য অধিবাসিজনের প্রসাদে সেই স্থানে বৃষ্টিরন্যায় বিংশ দিবস রাত্রি গোলা গুলি বৃষ্টি করে, ইহাতেও তাহারদিগের তাবতের প্রাণ বিয়োগ নাই, বরং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা অতীকৃত যৎসামান্য পরিখা বেষ্টিত স্থান হইতে অকুতোভয়ে বহির্গত হইয়া যে প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক দুষ্টদিগের বহু সংখ্যক নিপাত ও তাহারদিগের তোপ ছিদ্র কীল দ্বারা বন্ধ করিয়া আপনাদিগের স্থানে পুনরাগমন করিলেন, পত্র বাহুল্যভয়ে তাহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত লিখিতে অশক্ত হইলাম, ইতি পূর্ব্বে আপনারা তত্তাবৎ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকায় দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের শৌর্য্যবান ইংরাজ বাহাদুরের অদ্বিতীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য ও অনুপম সাহসের নিচয় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তটস্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। পরে সঞ্চিত আহারীয় দ্রব্যব্যূহ নিঃশেষ হওয়াতেই ইঁহারা বিপক্ষ দ্বারা নৃশংস নির্দ্দয়রূপে হত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পাষণ্ডের লোচন হইতেও অনর্গল অশ্রু জল মোচন হয়। এস্থানে প্রায় দুই শত ইংরাজছিলেন, কিন্তু একজনও ক্রূরদিগের দারুণ হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই, পাপিষ্ঠরা যে শুদ্ধ রাজপুরুষদিগকেই ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল এমত নহে, তাহারা তাহারদিগের অবলা বনিতা ও অপগণ্ড সন্তান সন্ততিদিগকেও গরীয়সী যাতনা প্রদান পূর্ব্বক শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে, এই সময়ে স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা একুনে ১২০ জন ইউরোপীয় প্রাণী ফরেক্কাবাদ, শাজাহানপুর ইত্যাদি স্থান হইতে বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্যগ্রস্ত হইবার প্রবলাশঙ্কায় নৌকাযোগে এলাহাবাদাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ এখানকার বিদ্রোহিরা ধৃত করিয়া তত্তাবতের শিরশ্ছেদ করে। আমি যথার্থ স্বরূপ নিবেদন করিতেছি, অত্র পৈশাচিক ব্যাপার লিখিবার সময় মদীয় শরীর রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুর্জল বিগলিত হইয়াছিল। নারকিরা ঘোষণা করিয়াছিল, যে আমরা ধর্ম্ম রক্ষার্থ ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অতএব প্রজাদিগের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হইবেক না, বরং তাহারা যাহাতে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে তদুপায় করা যাইবেক, কেহ কোন প্রকার চিন্তায় চিন্তিত না হয়, আবার এদিকে শহরস্থ নিঃসহায় সম্পত্তিশালি মহাজন ও দুর্ব্বল প্রজাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়, বিশেষতঃ দেশ বিখ্যাত লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত ঈশ্বরীপ্রসাদের সহিত প্রাগুক্ত বিদ্রোহি চূড়ামণির মনোমালিন্য থাকাতে এই সুযোগ পাইয়া সে তাঁহার নিকট হইতে পঁচাত্তর হাজার টাকা দণ্ড স্বরূপে গ্রহণ করে, পরিশেষে ঈদৃশ জনরবও উঠিয়াছিল যে দুষ্টদলের শিরোমণি বাহাদুর ঈশ্বরীপ্রসাদের ছিন্ন মুণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া তদীয় বিজাতীয় ক্রোধ শান্তি হইবেক না, কিন্তু তিনি এরূপ গোপনভাবে ছিলেন যে, শত্রুকুল তাঁহাকে ধৃত করিতে পারে নাই, বরং তাঁহার নগর পরিহারের আশঙ্কা করিয়াছিল, এবম্প্রকারে নন্দাত্মারা প্রায় সার্দ্ধৈক মাসপর্য্যন্ত নাগর্য্য সমগ্রলোককে কিপর্য্যন্ত বিরক্ত ও শহরকে কি অবধি শ্রীহীন করিয়া গিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই কাণপুরের কমনীয়শোভা বিলোকন করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিলে নিঃসন্দেহ রোদনপরায়ণ হইবেন। উল্লিখিত কদাচারিদিগের অধিরাজ এপ্রকার দুঃসংশয়ের বশবর্ত্তি হইয়াছিল " যে বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের প্রিয়পাত্র এবং সর্ব্ব-বিষয়ের সাহায্যকারি, ত

ভিন্ন ইহাদিগের ষড়যন্ত্রতেই ইংরাজরা পুনরায় অত্রস্থানে নিঃসন্দেহ আগমন করিবেক, অতএব ইহাদিগের নির্ম্মূল করা সর্ব্বাগ্রে অত্যুচিত” নানার এই ভয়ানকসঙ্কল্প দৃঢ়িরেই সুসিদ্ধ হইত, যদ্যপি করুণাকর পরমেশ্বরের অপার কৃপায় দার্দ্দণ্ডপ্রতাপি শ্রীযুত জেনরল হেবিলক সাহেব স্বীয় প্রবল দলবল সমভিব্যাহারে বর্ত্তমান মাসের সপ্তদশ দিবসের প্রাতঃকালে এস্থানে পদার্পণ না করিতেন, আমাদিগের আয়ুর্বলেই উক্ত যুদ্ধবিশারদ মহাত্মা এসময়ে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, এক্ষণে আমরা উহাঁকে আপনারদিগের জীবনের শেষমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

এডওয়ার্ড গ্রিনওয়ে নামক এক জন প্রসিদ্ধ বণিক ও ষোড়শ বৎসর বয়স্ক তৎপুত্র, আর কয়েক জন আর্কিনর এবং ত্রিশজন বিবিদিগকে “নানা” কয়েক সপ্তাহাবধি অতীব যন্ত্রণা প্রদানসহকারে কারাবদ্ধ রাখিয়া কেবল অড়হের দাল ও গোধূমের রোটিকা তাঁহারদিগের আহারার্থ অর্পণ করিত, কিন্তু প্রাগুক্ত বীর্য্যবান জেনরল মহানুভবের এখানে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বদিনে উহাঁদিগকে মৃত্যুর করালহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি স্বীয় সংগৃহীত পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কোনদিকে প্রস্থান করিল তাহার অনুসন্ধান এপর্য্যন্ত হইতেছে না। উক্ত কলুষাত্মিক সৈন্যদিগের দৌরাত্ম্যে এই কাণপুর কম্পমান ছিল, পরে উহারা এপ্রকার ভীতান্তঃকরণে ও ভগ্নসাহসে “গোরা আয়া, গোরা আয়া” ইতি বচন উচ্চারণপুরঃসর পলাইল যে আমরা তদ্দর্শনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কেহ আপন টুপি ও বন্দুক ধরা পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিতেছে!—কেহ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে প্রয়াণ করিতেছে!—কেহ লোটা ডুরি স্কন্ধে রাখিয়া যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে গমন করিতেছে, এবং কেহ বা বলিতে বলিতে ছুটিয়াছে যে “নানাশালার কুপরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া স্ববংশে ধ্বংস হইলাম,” এবম্প্রকারে যাবতীয় ধূর্ত্তরা গমন করিল। ইহাদিগের এই ব্যাপার নিরীক্ষণে অস্মদাদিরা হর্ষ অমর্ষ উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। জেনরল হেবিলক সাহেব প্রায় সপ্তাহকাল এস্থানে অবস্থিতিপুরঃসর “মার্সেল লা” নামা আইনানুসারে প্রায় তিন শত বিদ্রোহিদিগ্যে ইতস্ততো হইতে ধৃত করিয়া উদ্বন্ধনযোগে তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্টানন্তর ব্রিগেডিয়ার জেনরল নীল সাহেবের হস্তে কাণপুর সমর্পণ করিয়া আপনি লক্ষ্ণৌরাজ্য পুনর্গ্রহণজন্য যাত্রা করিয়াছেন। এই রাজ্যের বাঙ্গালিদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইহাঁদিগের অধিকাংশ রোদনবদনে, দীননয়নে ও দুঃখিত মনে সপরিবারে এক এক খানি মলিন জীর্ণবস্ত্র খণ্ডে লজ্জাদেশ আচ্ছাদন করিয়া পদব্রজে এস্থানে আসিয়াছেন। অত্রত্য ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট লালা রামলাল নানার বিবিধবিষয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারও ফাঁসি হইয়াছে। মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বর প্রসাদাৎ এক্ষণে আমরা স্বচ্ছন্দে আছি, কিন্তু বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হই নাই। মোং আলাহাবাদ হইতে এখানে প্রায় প্রত্যহ দুই তিন শত ইংলণ্ডীয় সৈন্য আসিতেছে। অনুগ্রহ সহযোগে তত্রত্য তাবৎ বৃত্তান্ত এবং যুষ্মদাদির মাঙ্গলিকসম্বাদ অচিরে জ্ঞাত করিয়া পরমাপ্যায়িত করিবেন।

কয়েক দিনাবধি এস্থানে ওলাউঠারোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী চাউল এগার সের এবং ষোল সের গোধূম প্রতি টাকায় বিক্রয় হইতেছে, সম্ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রীও পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য।

কাণপুর।
তাং ৩০ জুলাই সন ১৮৫৭ গুরুবার।

বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ এবং মহারাণী এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এজন্য শ্রীশ্রীযুত দুই তিন দিন রাজমহলেই অবস্থান করিতেছেন, দেলকোষা ও দেলারাম আসিয়া আমোদ করিতে পারেন নাই, প্রার্থনা করি জগদীশ্বর উভয়কেই শীঘ্র সুস্থ করুন।

সুবৃষ্টি না হওয়াতে বর্দ্ধমানের সর্ব্বত্র সমান শস্য হয় নাই। চাসারা অধিক জলের আশা করিতেছে।

এখানে মধ্যে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে।

তণ্ডুলাদি কয়েক দিন অগ্নিমূল্য হইয়াছিল, সংপ্রতি তদপেক্ষা অনেক সস্তা হইয়াছে।

রেইলরোডে প্রতিদিন সৈন্য সমর সামগ্রী সমূহ দুই তিন বার করিয়া রাণীগঞ্জাভিমুখে প্রেরিত হইতেছে, বোধ করি পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সেনারা এতদিনে নিকটস্থ রাজদ্রোহি দুরাত্মাদিগের সমুচিত শাস্তি দিয়া থাকিবে। জগদীশ্বরেচ্ছায় আমরা অবিলম্বেই এমত শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইব, যে দুর্জ্জনেরা সমূলে নিপাত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নত্বং চন্দ্রকরেণ তিমিরমুদেষ্যসীবন্দু কটিস্নানং ভানমতস্ত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফাবলিঃ॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০৬ সংখ্যা। শনিবার ৭ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২২ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল। [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

মোকদ্দমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক সত্যপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার পরমাত্মীয়া মাতা কামিনী দাসীর দ্বারা বাদী এবং প্রমথনাথ ঘোষ ও আশুতোষ ঘোষ এবং রাইমণি দাসী প্রতিবাদি ও প্রতিবাদিনী, এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতন্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৩ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ যিনি ইতিপূর্ব্বে চন্দননগরে বাস করিতেন এবং এক হাজার আট শত পঞ্চান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৮ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অবিলম্বে উল্লেখিত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে মহানগর কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন দাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির ক্ষমতানুসারে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON,
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

JUDGE, JUDGE & WATKINS,
Defendant's Attorneys.

জজ জজ এণ্ড ওয়েটকিন্স।
প্রতিবাদির পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস
১৪ আগষ্ট ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, যে কেহ মহামান্য সর্ব্বাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত ভিটিস গবর্ণমেণ্টের কৃত মাতলায় যে নূতন শহর হইতেছে সেই শহরে যে কেহ জমী জমা লইয়া সেই শহরে বাটী জ্যাদি করিতে বাঞ্ছিত হয়েন তিনি উক্ত শহরের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটের ৩৫ নম্বর ভবনে উপস্থিত হইয়া এই শহরের যে নক্সাপ্রস্তুত আছে তাহা দৃষ্টি করিয়া অবশ্য অবগতান্তে যত ভূমি জমা লইতে বাসনা করেন তাঁহাকে উচিত নির্ণয় খে সেই ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া জাবেক।

HUGH DEONARD.
হিউজ ডিওনার্ড।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY.

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চিতপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে “কলিকাতা সেমিনরি” নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অ

বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে. বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা কাণপুর প্রবাসির প্রথম পত্রিত দিবসীয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, তদনন্তর অপর এক পত্র তিনি আমারদিগের বন্ধুর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নভাগে প্রকাশিত হইল, এতৎপাঠে পাঠকবৃন্দ কাণপুরের বর্ত্তমানাবস্থা ও ঢুঁটুঁপন্থনানার বিষয় অবগত হইবেন।

"গত মাসের ত্রিংশদ্দিনে আমি অত্রত্য সাক্ষেপিক হৃদয়বিদীর্ণকর বৃত্তান্ত পরিপূরিত পত্রৈক ডাক যোগে প্রেরণ করিয়াছি. প্রতীতি হয় উহা যথোচিত সময়ে প্রাপ্তানন্তর পাঠপূর্ব্বক অত্যাশ্চর্য্য ও অতীব দুঃখাভিভূত হইয়া থাকিবেন। পামরেরা আমাদিগের দুইখানি বাঙ্গালা দগ্ধ করিয়া গিয়াছে, তন্নিমিত্ত অস্মদাদিকে অন্যূন দশ সহস্র টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়জন্য কিপর্য্যন্ত কায়িকক্লেশ ও মানসিকীপীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়, কিকরা যায়! সকলই ভগবদেচ্ছা, তাঁহার মহীয়সীকৃপায় আমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, এক্ষণে ইহাকেই যথেষ্ট করিয়া মান্য করিতে হইবেক, নচেৎ তাহারও সম্ভাবনামাত্র ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলে "পুণা" নামা এক সুবৃহদ্রাজ্য আছে, পুরাকালে তৎস্থানের অধিপতি মৃত "পেসওয়াবাজিরাও" ছিলেন, "ম্যাল্কমসপোলিটিকেল হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করিলে ইহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তাবগত হইতে পারিবেন। মৃত বীর্য্যবান জেনরল ম্যাল্কম সাহেব উল্লিখিত পেসওয়া বাহাদুরকে যুদ্ধে পরাভব করণানন্তরগত ১৮১৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে তদীয়াভিলাষানুসারে তাঁহাকে বিঠুর (শাস্ত্রে এই স্থানকে বাল্মীকিতপোবনাখ্যায় ব্যাখ্যা করে, এই স্থানে লব-কুশের জন্মপরিগ্রহ হইয়াছিল) নামক স্থানে আনয়ন করেন, এস্থান এজিলার মধ্যবর্ত্তি অর্থাৎ এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমদিকে। অস্মদাদির দয়ানিধান ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উহাঁকে বাৎসরিক অষ্ট লক্ষ মুদ্রা বৃত্তিস্বরূপে প্রদান করেন, এবং তিনি প্রাগুক্তস্থানের অধীশ্বর হইয়া গত ১৮৫২ খ্রীষ্টীয়াব্দা পর্য্যন্ত উল্লিখিত বৃত্তি অবাধে ভোগ করিয়া মৃত্যু শয্যায় বিলীন হন। পেসওয়া বাহাদুর স্বীয় প্রাণত্যাগের কিয়দ্বৎসর পূর্ব্বে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, কনিষ্ঠের নাম "বালাজী" এবং জ্যেষ্ঠাভিধান ঢুঁটুঁপন্থনানা। এই দুর্ভাগা আপন পৈত্রিক বৃত্তি প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষায় লোলুপ হইয়া বিপুলার্থ ব্যয়সহকারে বিলাত পর্য্যন্ত দূত প্রেরণ করিয়াও স্বীয় মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য উহার জাতক্রোধ হইয়া থাকিবেক। উপরিলিখিত ক্রূরের কুপরামর্শে অত্রত্য সৈন্যকুলের মতিভ্রষ্ট হয়, এবং উহারি মান্দ্যস্বভাবে এই অপূর্ব্ব শ্রীমান কাণপুর হতপ্রভ হন, এক্ষণে গৌরাঙ্গ সেনাগণের ভীষণমূর্ত্তি ঈক্ষণ করিয়া স্বপরিবারের চম্পট্মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক কোথায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান হইতেছে না, তবে কেহ বলিতেছেন যে, এজিলার বিখ্যাত ধূর্ত্ত যশসিং নামক জমিদারের শরণাপন্ন হইয়াছে, এবং কেহ বলিতেছে যে, বিঠুরেঃ সম্মুখবর্ত্তি গঙ্গানদী পার হইয়া নপালাভিমুখে গমন করিয়াছে, বাবার জনরব ব্যক্ত করিয়াছিল যে,যশসিং যুদ্ধসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া নানাকে লইয়া অতি ত্বরায় এস্থানে আসিবেক। সপ্তাহকাল গত হইল এইজনরব এস্থানে ঈদৃশ প্রবল হইয়াছে

যে, প্রজাবর্গের অধিকাংশ ব্যক্তি ভীতি পরবশ হইয়া পলায়নোদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বাপন্নিবারক বিশ্বেশ্বর প্রসাদাৎ উহা অচিরে আকাশপুষ্পেরন্যায় অলীক হওয়াতে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। কয়েক দিন অতীত হইল, এখানকারপ্রধান রাজপুরুষ মহাশয় শ্রীযুক্ত ব্রিগেডিয়ার জেনরল নীল সাহেব এখানে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যদ্যপি কোন ব্যক্তি দুরাত্মা নানাকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবেক তবে তাহাকে পঞ্চসহস্র মুদ্রা পুরস্কারস্বরূপে প্রদান করা যাইবেক"।

গত ১৬ জুলাই তারিখে বিষম পরাক্রমী জেনরল হেবিলক সাহেব কয়েক শত বিলাতি ও শীক সিপাহি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুকুল বিনাশ করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হন, ইহার পূর্ব্ববাসরীয় সন্ধ্যাকালে "নানা" স্বীয় অবশিষ্ট দল বল সহিত পলায়ন করে, কিন্তু কিয়জ্জন সিপাহি তদীয় অনুমত্যনুসারেই যউক, অথবা আপনাপন স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, এখানে গোপন ভাবে অবস্থিত হয়, অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে অত্রত্য সুবৃহৎ ইষ্টকময় মেগজিন বাটী বারুদযোগে উড়াইয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রস্থান করে,—বাপ! ঐকালীন যে একটী অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণেও স্মরণপথে উদয় হইলে হৃৎকম্প হয়। যদিও উক্তস্থান শহর হইতে সার্দ্ধৈকক্রোশ অন্তর, তথাচ উহার প্রতিধ্বনিতে নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ অত্যাকুল এবং বহদ্বৃদট্টালিকাচয় কম্পায়মান হইয়াছিল। উক্ত প্রতিশব্দের প্রতাপের আমাদিগের বাটীর কয়েক জোড়া অমুক্ত এবং লৌহময় শৃঙ্খল ও অর্গলযুক্ত কবাট মুক্ত হইয়া যায়।

এস্থানের বর্ত্তমান সৈন্যধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনরল নীল সাহেব শহরের অদূরে উত্তর পূর্ব্বদিকে, জাহ্নবীতটে একটী "এণ্ট্রেঞ্চমেণ্ট প্রস্তুতপূর্ব্বক কয়েক শত ইউরোপীয় সৈন্যে এবং তদুপযুক্ত সেনানীতে আর কিয়ৎ সংখ্যক তোপে আবৃত্ত হইয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, অপিতু নাগর্য্যকার্য্য ও কৃতঘ্ন বিদ্রোহি দেশীয় সৈন্যদলের শাসনকর্ম্ম তৎস্থান হইতে এপর্য্যন্ত সুচারুরূপে নিষ্পাদন করিতেছেন, অপিচ মধ্যে মধ্যে মোং আলাহাবাদ হইতে যে সকল সৈন্য আসিতেছে, তাহা প্রাগুক্ত সেনাপতি অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে জেনরল হেবিলক সাহেব সন্নিকটে প্রেরণ করিতেছেন, তদবলোকনে এস্থানের প্রজাপুঞ্জ ঈদৃশ আশ্বাস্বিত হইয়াছে যে, "যদ্যপি বিপক্ষপক্ষ বৃহদ্দলবদ্ধ হইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া এস্থানকে পুনরাক্রমণ করে, তবে তন্নিবারণার্থ নীল বাহাদুরের স্বল্পসংখ্যক সৈন্যদিগের চক্ষু স্থির হইবেক, তাহা হইলে সুতরাং আমরা আবার উৎকট শঙ্কটাপন্ন হইব, সন্দেহ নাই" অত্যামূলক সন্দেহ ইহাদিগের হৃদয়কে এবম্ভূতাচ্ছন্ন করিয়াছে যে, তাহারদিগের অনল্পব্যক্তি স্বপরিবারে আলাহাবাদে ও বারাণস্যভিমুখে গমন করিয়াছে, এবং অনেকে উক্ত স্থানদ্বয়ে যাইবার আয়োজনে সংলিপ্ত আছে।

লক্ষ্ণৌরাজ্যে বহু সংখ্যক দুর্জ্জন অর্থাৎ বদমাইস আছে, তথাকার উপদ্রোহী সেনাগণের সহিত তাহারা সংযুক্ত হইয়া উক্ত স্থানকে ছারখার করিয়া তত্রত্য সমগ্র রাজপুরুষ ও একদল ইউরোপীয় সৈন্য সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, দুরাত্মাদিগের নিকট অত্যল্প মেগজিন থাকাতে তাহারা এক্ষণে তরবারের আশ্রয় লইয়া এপ্রকার বলিতেছে যে, "আমাদিগকে রামে মারিলেও মরিব, এবং রাবণে মারিলেও মরিব, অতএব প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, পরে যা হইবার তাই হইবেক," তদ্ভিন্ন উক্ত রাজ্যের রাজপুরুষব্যূহ আপনাদিগের দেশীয় একদল সৈন্যে সমাবেষ্টিত হইয়া "বেলিগার্ড" নামক এক অতিবৃহৎ ও সুদৃঢ়াট্টালিকায় অবস্থিতিপুরঃসর সমীপস্থিত সত্তর হাজার আততায়িদিগের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের আক্রমণের উৎসাহকে ভগ্ন করিতেছেন। প্রায় বিংশদিবসাতীত হইল, জেনরল হেবিলক বাহাদুর লক্ষ্ণৌরাজ্য পুনর্গ্রহণ জন্য এস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ অদ্যাবধি সফলীভূত হয় নাই, তিনি এস্থান হইতে পঞ্চক্রোশোপরি "উন্নাও" নামক স্থানে স্বীয় অল্প দল সহিতে সমধিক সৈন্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা প্রাপ্তিমাত্রেই শত্রু দমনার্থ অগ্রবর্ত্তি হইবেন। আগ্রা, দিল্লী ও মিরাট অঞ্চলের কোন সম্বাদ এস্থানে আসিতেছে না।

এই পত্রের তৃতীয় প্রকরণ পাঠ করিয়া আপনারা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন যে এস্থানের অনেক প্রজাবর্গ বিপক্ষগণের আসিবার আশঙ্কায় অতি ভীত হইয়া দেশত্যাগি হইয়াছে, তাহাদিগের সেই সন্দেহ এক্ষণে এক প্রকার সত্য অনুমান হয়। জনরব দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে এস্থানের উত্তর পশ্চিমদিকে এগার ক্রোশ অন্তরে শিবরাজপুর নামক স্থান আছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের তিন সহস্র কৃতঘ্ন সৈন্য কোথা হইতে আসিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহাদিগের এস্থানে আসিবার প্রবলাশঙ্কা আছে, উক্ত দেশ বিনাশক পাপাত্মারাই ঈদৃশ মানসে আসিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা যদিও কোনক্রমে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বটে, তথাচ তত্রস্থ মহাজন ও বাঙ্গালিরা শুদ্ধ ত্রাস প্রযুক্ত আপনাপন চিরসঞ্চিত বিষয় সম্পত্তি পরিহার পূর্ব্বক আলাহাবাদে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, কেহ ভাটক শকটের বায়না দিয়াছেন, কেহ পান্থিক আহারীয় সামগ্রী সমগ্রের আহরণ করিতেছেন, এবং কেহ আপন সাংসারিক দ্রব্য নিকর কোন বিশ্বস্ত স্থানে প্রস্থাপন করিতেছে, বোধ হয় তাহারা দুই এক দিবসেই এস্থান পরিত্যাগ করিবেন, দেখি সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর এবারে আবার কাণপুরের কি অবস্থা করেন।

জেনরল হ্যাবলক বাহাদুর এস্থান পরিত্যাগ করিবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে নানার বিঠুরস্থ যাবতীয় বিষয় গবর্ণমেণ্টের কোষভুক্ত করণানন্তর তদীয় মনোহর প্রাসাদ ভূমিসাৎ করাইয়াছেন, এক্ষণে সেই স্থান শ্মশানতুল্য হইয়াছে, কয়েক দিবসাবধি দুষ্ট নানার দ্রব্য সকল প্রকাশ্য নীলামে মৃত্তিকার দরে বিক্রয় হইতেছে, হায় রে দুর্ব্বুদ্ধি! তোমার অসাধারণ ক্ষমতা, তুমি যদ্যপি শান্ত হইয়া থাকিতে তবে নানার দুই শত টাকার শালের জোড়া পনের টাকায় বিক্রয় হইত না, পোনের সেরের দুগ্ধবতী সবৎস গাভী দশ টাকায় বিক্রয় হইত না, এবং পাঁচশত টাকা মূল্যের নয় নরঞ্জক পাল্কি একশত টাকায় বিক্রয় হইত না, অতএব আপনি ধন্য! ধন্য! সাধুবাদ প্রদানের যোগ্যপাত্র বটেন, এত দিনে পরিজ্ঞাত হইলাম যে আপনি দুরাশাদেবীর অগ্রগণ্য পরিচায়িকা।

কাণপুর। ১১ আগষ্ট।"

বারাকপুরের অস্ত্রহীন সিপাহিদিগকে চীনদেশে প্রেরণের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে উত্থাপিত হইয়াছে, গত সোমবারে উক্ত স্থানের ব্রিগেডিয়ার জেনরল স্যার হিমারসে সাহেব সিপাহিদিগকে এই কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে সিপাহিরা কোন উত্তর করে নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে বল পূর্ব্বক পাঠাইবেন না, যাহার ইচ্ছা হয় সে তথায় যাইবে।

পেনিনসুলার ওরিএণ্টল ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানির। শালিখার ইউনিয়ন ডকইয়ার্ড সাড়েতিন লক্ষ মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, এই ডকে তাঁহারা বিস্তর লাভ পাইবেন।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীনে কতকগুলীন অতিরিক্ত চাপরাসি নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফিনিক্স পত্রে অবগতি হইল বাগদাদ নগরের এক যাজক কলিকাতার মধ্যে মুক্ত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহি সিপাহিদিগের চর হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল।

ত্রিহুতের পত্রে প্রকাশ হয় তথায় আর কোন গোলযোগ উপস্থিত নাই।

গত সোমবারীয় ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হয় কুমারখালির সন্নিহিত শিলিদা গ্রামের প্রজারা ফিরাঙ্গী নামক দস্যুদিগের দ্বারা উপদ্রুত হইতেছে।

ছুছুমিয়া নামক বিখ্যাত দস্যুর মুক্তিলাভ শ্রবণে ফরিদপুরবাসি প্রজারা মহাভীত হইয়াছে।

শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধারক মেং উডরো সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম পরীক্ষা প্রদান করিবায় শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

সিংহভূম প্রদেশের কতিপয় স্বাধীন রাজা গবর্ণমেণ্টকে সেনা সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং সনাতনমরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নাম্নাং মত্তমধুব্রতীমদমৃতং পীত্বা মুদাকাঙ্ক্ষিরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯০৭ সংখ্যা] সোমবার ৯ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৪ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য কল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমার ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ।
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘুটিমে চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি ম্যা। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ একশত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল

উক্ত প্রত্যেক্য দ্রব্য সকল যোগাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবে, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবে।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব হর গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। মহানগর কলিকাতার অন্তঃপাতি সুতানুটি বাগবাজারের শামিল কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির লেনে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বসতি বাটী দুই মহল (নং ৩) ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হরগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
২২ আগষ্ট ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ২০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

সংবাদপ্রভাকর

৯ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। সালিবাহনাঃ ১০৯

মহরম পর্ব্বদিন সন্নিহিত হইবায় আমারদিগের বিচক্ষণ গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর সন্দেহক্রমে প্রধান পুলিস আফিসে দুইটী তোপ এবং ৫০ জন জাহাজি রোগী প্রেরণ করিয়াছেন, পুলিস দ্বারে দোহারা পাহারা বসিয়াছে, আমরা অনুমান করি, নগরের অন্যান্য স্থানে মহরম সময়ে সৈন্য রক্ষিত হইবেক, যদিও মহরম সময়ে কলিকাতা নগর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, তথাচ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য বটে।

শ্রীযুত বাবু মহানন্দ সিংহের সুচিকিৎসার প্রশংসাপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"মহাদাণ গৌরব যশঃগরিষ্ট পরম দয়ালু পরোপকারক শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ সিংহ ডাক্তর দীর্ঘজীবী নিরাপদেষু।

মহাশয়! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, চির দিন আপনকারদিগের আশীর্ব্বাদক, যেরূপ পরমোপকার দ্বারা আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেও অস্মদভিপ্রায়ের তত্তুল্য বিবেচনা হয় না, যে হেতুক আমার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নৃত্যকালী নবগর্ভার চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত অহর্নিশি অপর্য্যাপ্ত সমান যন্ত্রণা দৃষ্ট করিয়া বিচক্ষণ বিচক্ষণ ধাত্রীগণকে আনয়ন পূর্ব্বক নিযুক্ত করা গিয়াছিল, তাহারা রাত্রি হইতে পর দিবস দুই প্রহরপর্য্যন্ত সমান পরিশ্রম করিয়া প্রসূতার জীবন সন্দেহ বলিয়া ক্ষান্ত ছিল, তদনন্তর আমার যজমান শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বসু যিনি আপনকার গুণগ্রাম সাধারণের নিকট অতি সমাদর পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার অনুমত্যনুসারে আপনকার শরণাগত হওয়ায় মহাশয় এক ঘণ্টার মধ্যে আশ্চর্য্য অস্ত্র চিকিৎসা করায় বিনা ক্লেশে জীবিত মান নবকুমার প্রসব হওয়ায় নৃত্যকালী গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ থাকিয়া হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপ ও নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা প্রয়োগ ও চীৎকার করায় সকলেই ভূত প্রেতাদির আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাশয়ের সুব্যবস্থানুরূপ মহৌষধ সেবনে অতিশীঘ্র সঙ্কট সঙ্কট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া আমার বালিকা নিরুদ্বেগে সুস্থ শরীরে নবকুমার লইয়া পরমাহ্লাদে আছেন, অতএব আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি শ্রীমতী নৃত্যকালী এবং নবকুমার আপনকার স্থাপন করা হইল এবং আমরা সপরিবারে আপনকার মহদুপকারে চির বিক্রীত থাকিলাম ইতি।

শ্রীদুর্গাগতি শর্ম্মণঃ রায়।
সাকিম ইটালি পদ্মপুকুর।"

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

ফ্রান্স এবং লম্বার্ডি দেশের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

কিছুকাল পর এক দল গাল দেশীয় লোক ইটলি রাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া ঐ অংশকে সিসালপিন গাল আখ্যা প্রদান করে। ইটালি রাজ্যের স্বভাবজাত ফল মূলের অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকানেক অভিনব রণবিশারদ জাতিগণের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং কিছু দিন পরে রোম নগর পর্য্যন্তও এই অসভ্য জাতির কোন সম্প্রদায় বিশেষের হস্তগত হইল। প্রাসঙ্গেও ইহারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার নিমিত্ত যত্নের ত্রুটি করে নাই। প্রথমতঃ তাহারা এইরাজ্যে প্রবেশ করিলে পর তদ্দেশীয়দিগের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাশয়ের সুব্যবস্থানুরূপ মহৌষধ সেবনে অতিশীঘ্র সঙ্কট সঙ্কট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া আমার বালিকা নিরুদ্বেগে সুস্থ শরীরে নবকুমার লইয়া পরমাহ্লাদে আছেন, অতএব আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি শ্রীমতী নৃত্যকালী এবং নবকুমার আপনকার স্থাপন করা হইল এবং আমরা সপরিবারে আপনকার মহদুপকারে চির বিক্রীত থাকিলাম ইতি।

শ্রীদুর্গাগতি শর্ম্মণঃ রায়।
সাকিম ইটালি পদ্মপুকুর।"

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

ফ্রান্স এবং লম্বার্ডি দেশের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

কিছুকাল পর এক দল গাল দেশীয় লোক ইটলি রাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া ঐ অংশকে সিসালপিন গাল আখ্যা প্রদান করে। ইটালি রাজ্যের স্বভাবজাত ফল মূলের অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকানেক অভিনব রণবিশারদ জাতিগণের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং কিছু দিন পরে রোম নগর পর্য্যন্তও এই অসভ্য জাতির কোন সম্প্রদায় বিশেষের হস্তগত হইল। প্রাসঙ্গেও ইহারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার নিমিত্ত যত্নের ত্রুটি করে নাই। প্রথমতঃ তাহারা এইরাজ্যে প্রবেশ করিলে পর তদ্দেশীয়দিগের

দ্বারা সেখান হইতে পুনঃ পুনঃ তাড়িত হয় এবং তাহাতে অনেকের প্রাণ পর্য্যন্তও নিহত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা ক্ষান্ত না হইয়া বহুসংখ্যক আলেকজাণ্ডর মহীপালের উত্তরাধিকারিবর্গের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অনেক সংগ্রামের পর তাহাদের কিয়দংশ লোক থেস নগরে স্থিত হয়। গাল দেশীয় লোকেরা সেলিস নগর বাসিদিগের উপর অন্যায় পূর্ব্বক আক্রমণ করে এবং এই উভয় দেশবাসি লোকেরদের মধ্যেই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হওয়াতে রোমবাসিরা তাহারদের দেশ আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল। তাহারা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য আয়াসের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু জুলিয়স সিজার ঐ প্রদেশ জয় করিতে এতদ্রূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে তিনি দশ বৎসর কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে স্বীয় অধীন করিলেন।

সেলটিক বংশীয় লোকের যে সমস্ত স্বাভাবিক গুণ ছিল গালবাসিদেরও সেই সেই গুণ ছিল। এ বংশীয় লোকের ন্যায় তাহারদের শরীর সুগঠন, বর্ণ উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ কেশ, নীলবর্ণ চক্ষু এবং গভীর শব্দ ছিল। তাহারা সরল এবং উৎসাহি ছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মেদিনীপুর হইতে আগত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য প্রায় ১৩ ও ১৪ দিবস গত হইল অত্রস্থ রাজপুরুষেরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিপাহি দিগের অত্যাচার শ্রবণ করিয়া আপন আপন সহধর্ম্মিণী দিগকে কলিকাতায় পাঠাইবায় এখানকার কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক এবং আমলাগণ একত্র হইয়া বিবেচনা করিলেন যৎকালীন আমার দিগের রাজপুরুষেরা আপন আপন পরিবার অত্র স্থান হইতে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন তখন আমরা আর কি সাহসে এস্থানে স্ত্রী পুত্র পরিবার দিগকে রাখিতে পারি এক্ষণে আমার দিগের পরিবার এস্থানে রাখা আর উচিত হয় না এই বলিয়া সকলে আপন আপন পরিবারগণকে আপন আপন বাটীতে পাঠাইতে আরম্ভ করেন তদ্দৃষ্টে অত্রস্থ আপামর সাধারণ লোকে এমত বিবেচনা করিল যে অত্রস্থানে যে শিকায়তি নামক পল্টন আছে বোধ করি দুই এক দিবসের মধ্যে ইহারাই আমারদিগের উপর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিবেক বোধ করি বিজ্ঞ বাবুরা সংবাদ পত্রের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অগ্রে জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, নচেৎ এরূপ ত্রাণিত হইয়া অত্র নগর বাসি ইংরাজ ও ভদ্র ভদ্র বাঙ্গালিরা আপন আপন পরিবারগণকে কি নিমিত্তে স্থানান্তরে পাঠাইতেছেন, এই বিবেচনায় এখানকার অধন সধন সর্ব্ব সাধারণ জনগণে অতিশয় ভীত হইয়া আপন আপন যথা সর্ব্বস্ব ভূমিতলে পুতিয়া রাখিয়া অত্রনগর হইতে নানাস্থানে প্রস্থান করিয়াছে এবং করিতেছে এক্ষণে অত্রনগরে কি গৃহস্থ কি বারাঙ্গনা স্ত্রীলোক মাত্র প্রায় দৃষ্ট হয় না, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে প্রায় অদ্ধেকের অতিরিক্ত পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে, পল্লীগ্রাম বাসি কৃষক ও ধীবর জাতির স্ত্রীলোকেরা যাহারা আনাজ ও মৎস্যাদি বিক্রয় করিতে এই নগরে প্রত্যহ আসিত তাহারা ভয়ে কেহ আর বাজারে আইসে না, ইহাতে খাদ্য দ্রব্য অভাবে সাধারণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে অত্রস্থ বিদ্বান ব্যক্তিরা যাঁহারদিগের বাক্যে সাধারণে বিশ্বাস করে তাঁহারা এখানকার শিকায়তি পল্টনের ভদ্র সিপাহি দিগের এমত কি কুব্যবহার করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা দুই টাকার স্থানে ১০ টাকা খরচ করিয়া, কেহ কেহ বেহারা অভাবে নিশাকালে তাড়া তাড়ি পরিবার সকল পদব্রজে স্থানান্তরিত করিলেন।

আমরা উল্লেখিত পল্টনের সিপাহিদিগের চরিত্র পূর্ব্বে যেরূপ দৃষ্ট করিয়াছি এক্ষণেও তাহারদিগের চরিত্র সেইরূপ দৃষ্ট করিতেছি তাতারা অধিকাংশ শ্রীযুত কর্ণেল কাষ্টর সাহেবকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া কথোপকথন করিয়া থাকে এবং বিজ্ঞ বৃদ্ধ কর্ণেল সাহেবও আপন অধীন সিপাহিদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমারদিগের মনে এমত বিশ্বাস আছে যে উক্ত সুশীল সৈন্য দলের দ্বারা কখন অবিশ্বাসের কর্ম্ম হইবেক না অতএব নিবেদন ফিনিক্স সম্পাদক এমত সৎস্বভাব সৈন্যদলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

সম্পাদক মহাশয়! এইমিথ্যা জনরবে বহু লোক পলাইয়া যাই

নৌকাওয়ালা ও খেয়াঘাটের ইজারদার এবং বেহারা সকলে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, কলিকাতা হইতে নানা সামগ্রী বেঝাই হইয়া যে সকল নৌকা আসিতেছে তাহা উচ্চমূল্যে ভাড়া করিয়া লোক সকল পলাইতেছে, এবৎসর কি চাউল কি দাল কি তৈল কি লবণ সকল খাদ্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং এখানকার কংসাবতী নদী গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে অতিশয় বেগবতী হইয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় অদ্যাবধি কোন স্থানের বাঁধ ভগ্ন হয় নাই আর আর সমাচার স্বাবকাশমতে লিখিব ইহা নিবেদন ইতি সন ১৮৫৭ শাল তাং ১৬আগষ্ট মোকাম মেদিনীপুর।

জনেক যবন পুলিস আফিসের সম্মুখে অন্য এক যবনের সহিত এরূপ কথোপকথন করিতেছিল যে ৩। ৪ দিনের মধ্যে কলিকাতার দুর্গ বিপক্ষ দ্বারা অধিকৃত হইবে। কোন পুলিস সারজন তাহারদিগের এই কথোপকথন শ্রবণে গবর্ণমেন্টের অনিষ্ট চিন্তক যবনকে ধৃত করিয়া পুলিসে অর্পণ করিলে প্রধান মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেং হিউম সাহেব ঐ ব্যক্তির বিংশতি মুদ্রা দণ্ড করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আগ্রা নগরবাসি ইংরাজদিগের উপর আর কোন উপদ্রপ উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, দিল্লী নগরের সমীপস্থ ব্রিটিস সৈন্য শিবিরে একদল ইউরোপীয় সেনা ও ৫। ৬ দল শীকসেনা উপনীত হইয়াছে, জেনরল উইলসন সাহেব ঐ সকল সেনা দ্বারা দিল্লী নগরের চতুর্দ্দিক নিবিড়রূপে বেষ্টন করিয়াছেন নগর মধ্যস্থ সেনারা বহির্ভাগে আসিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাইতে পারে না, গুলি গোলা বারুদের অপ্রতুল হইবায় তাহারা পূর্ব্ববৎ ব্রিটিস শিবিরের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে পারে না, রোগোপদ্রবেও তাহারদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, বিদ্রোহি দলের হিন্দু ও যবন সিপাহিরা পরস্পর বিবাদ করিতেছে, অতএব ব্রিটিস সেনা অচিরকাল মধ্যেই দিল্লী নগর রমভূম করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
মহদাশয়েষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঙ্ক্তি মহাশয়ের পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্প্রতি দেশীয় সৈন্যগণ মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হওয়ায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় জনগণের যে অসহ্য ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে তাহা রাজপুরুষদিগের গোচরার্থ ও তদুপলক্ষে রাজভক্তি প্রকাশার্থে গত ৩০ জুন তারিখে জিলা বীরভূমির অন্তর্গত সিহুড়িস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ে তন্নগরবাসি জনগণের যে সভা হয় শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব সোমের যত্নেই এই সভা সমবেত হয়, তিনি নির্ব্বোধ সিপাহিগণের বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য এবং বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হওয়াতে প্রজা বর্গের বিজাতীয় ক্লেশ বর্ণন করত এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন। তদনন্তর সভার ভাবি কার্য্য সম্পাদনার্থে সভাস্থ সকলের সম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ কার্য্যাধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ,, বেণীমাধব সোম।
,, ,, হরিচরণ ঘোষ।
,, ,, দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, কেদারনাথ মজুমদার।
,, ,, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ।
সভ্যগণ।
,, ,, ব্রহ্মনাথ সেন।
সম্পাদক।

সভায় বিবিধ প্রস্তাবাদি উত্থাপন হইয়া পরিশেষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রজা বর্গের ক্লেশ নিবারণ ও উপদ্রব নিবারণার্থে যে সকল রাজভক্ত সৈন্য তদ্দেশে গমন করিয়াছে তাহাদিগের প্রসংশনীয় কার্য্যের পুরস্কারের নিমিত্তে এক পেট্রিয়টিক ফণ্ড করা স্থির হইয়া তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অনুমতি প্রাপ্তি প্রার্থনায় উক্ত সভা কার্য্যের এক বিবরণ পত্র জিলার জজ শ্রীযুক্ত মেং ম্যানেট সাহেবের দ্বারা প্রেরিত হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর এতন্নগরবাসিগণের রাজভক্তি ও সদভিপ্রায়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সভাস্থগণকে ধন্যবাদসূচক এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, ইতি তাং ১৫ আগষ্ট।

কস্যচিৎ সিহুড়িবাসিনঃ।
সিহুড়ি, বীরভূমি।

Printed and published by Issr CHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রতিদিবস

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার তত্ত্বপীতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গানম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নাম সংজাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর স্যোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তি চতুরস্তাস্তবিরেফাবরসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টা। তদ্ব্যতীত আর মাসের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯০৮ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১০ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৭ আগষ্ট [illegible] ফের দপ্তরখানার প্রবেশ [illegible] নিকট কলিকাতার সরিফ [illegible] শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর [illegible] কেণ্ডিসিওনে এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকশ্য নীলাম দ্বারা এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গাতি হাওড়ার অধীন নেলো শালিখা নামক স্থানে যে এক বাগান পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি আছে, জা অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা কিংকমী হউক বা বেশী হউক তাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার [illegible] পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কালি ও স্থানি ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অফেস [illegible]

K. BRADDON,
[illegible]
সরিফ।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত কালীগিরি গোস্বামির ত্যাজ্য সমুদয়সম্পত্তি যথাবিধি আমি প্রাপ্ত হইয়া দেবনাগর অক্ষরে আমার নামাঙ্কিত একটী মোহর খোদিত করিলাম অদ্যাবধি সকল কাগজপত্র তদ্দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইবে ও তদ্ব্যতীত কোন কাগজ পত্র গ্রাহ্য নহে।

শ্রীবিলাসগিরি গোস্বামী।
সং ১৯১৪ বাং সন ১২৬৪।
তাং ৭ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে জ্ঞাত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ [illegible] রসীর বিশেষ সভা প্রস্তাবিত বিষ[illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] আগামী ২ [illegible] ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত

DAMAGED.

য়াছে, তথায় বালকেরা অল্প
চনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা
ালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে.
্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের
শাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান
য়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি
রবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

সংবাদপ্রভাকর

ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা কাণপুর প্রবাসির পত্র
গত দুই সংখ্যক প্রভাকরে প্রকা
করিয়াছি। এইক্ষণে উত্তর পশ্চিম
দেশে বিদ্রোহানল এক প্রকার নি
রোন্মুখ হওয়াতে সর্ব্বত্র ডাক
য়াছে, অতএব অম্বালা, মিরাট,
গপুর, অযোধ্যা, আগ্রা, লাহোর,
তান, পেশোয়ার, জয়পুর, নাগ
, দিল্লী, মথুরা ইত্যাদি বহু স্থানে
মারদিগের যে সমস্ত অনুগ্রাহক
গ্রাহক মহাশয়েরা আছেন, তাঁ
রা আপনাপন শারীরিক ও বৈষ
ক কুশলবার্ত্তা সম্বলিত ঐ সমস্ত
নের সংবাদাদি প্রেরণ করণে
র বিলম্ব করিবেন না। আমরা
বিদ্রোহ ঘটনা জন্য তাঁহারদি
দর্শনীয় প্রভাকর পত্র মাসদ্বয়
গত হইল প্রেরণ করিতে পারি
এবং তাঁহারদিগের কোন সং
দিও প্রাপ্ত হই নাই, একারণ
গর উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়াছি, অধুনা
অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদিগের
সেই উদ্বেগ নিবারণ করিবেন, আম
রা তাঁহারদিগের নিকট প্রভাকর
পত্র প্রেরণ করণে আর কালবিলম্ব
করিব না। দুরাচারি অবাধ্য সিপা
হিদিগের অত্যাচার জন্য উত্তর পশ্চি
মাঞ্চলের অনেক স্থান হতশ্রী হইয়া
ছে, পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যেও
অনেকে আপনাপন কার্য্যস্থান পরি
ত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গমনে বাধ্য
হইয়াছেন, অতএব কে কোথায় আ
ছেন অবিলম্বে তাহা অস্মদাদিকে
জ্ঞাপন করিবেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস সেনা
সর্ব্বত্র গমন পূর্ব্বক দুরাত্মা সিপাহি
দিগকে পরাভব করিয়া শান্তি সংস্থা
পন করিয়াছে. যদিও অরমেরা দুই
এক স্থানে এপর্য্যন্ত দলবদ্ধ আছে,
তথাচ তাহারদিগের আর পূর্ব্বের
ন্যায় বিক্রম নাই, সুতরাং তাহারদি
গের নিধন প্রাপ্ত হইতে আর বহু
বিলম্ব হইবেক না, যেমন ব্যাঘ্র সম্মু
খে মেষদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন
তৎপর হইলেও রক্ষা প্রাপ্ত হয় না,
অবোধ সিপাহিরা সেই প্রকার হই
য়াছে, অনেকে দাড়ি গোঁপ মুণ্ডন
করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে
বটে, কিন্তু কোথায় যাইবেক? গবর্ণ
মেণ্টের গুপ্তচরেরা তাহারদিগকে অ
বশ্য ধৃত করিবেক।

আহা! কি অশুভক্ষণে দুরাচা
রিরা এই রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ ব্যা
পার উপস্থিত করিয়াছিল. তাহা
একেবারে হঠাৎ বহু দেশে ব্যাপ্ত
হওয়াতে নিষ্ঠুরদিগের নিদারুণ
হস্তে অনেক ইংরাজ বিবি ও বালক
বালিকা এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তি নিধ
ন প্রাপ্ত হইয়াছে. অনেকে সর্ব্বস্বান্ত
হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন,
অনেক স্থান অনল সংযোগে ছার
খার হইয়াছে, অধর্ম্মেরা দ্রব্যাদি বি
স্তর লুট করিয়াছে, ধনাগার ভঙ্গ
করিয়া বহু অর্থ হরণ করাতে গবর্ণ
মেণ্ট বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন,
এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিফল
আমারদিগের রাজপুরুষেরা অবশ্য
প্রদান করিবেন, দুরাত্মারা মূষিক
হইয়া অত্যন্ত মেরুশৃঙ্গ ভঙ্গকরিবার
মানস করিয়াছিল, মণ্ডুক হইয়া সমুদ্র
শোষণের অভিলাষ করিয়াছিল.
তাহারদিগের এই দুরাশা কিপর্য্যন্ত
ভ্রান্তিমূলক তাহারা তাহা কিছুই
বিবেচনা করিতে পারে নাই, অত
এব পতঙ্গ যেমন বুদ্ধিদোষে উদ্দীপ্ত
দীপ শিখায় পতিত হইয়া নিধন
প্রাপ্ত হয়, সিপাহিদিগের বিষয় তা
হারই অনুরূপ হইয়াছে। মহাবল
পরাক্রান্ত ব্রিটিসজাতি যখন বাহু
বলে এই অবনীর বহুদেশে অধিকা
র বিস্তার করিয়াছেন, এবং শাসন
দণ্ড ধারণ করিয়া বিবিধ পৃথক পৃথক
ধর্ম্মাবলম্বি এবং বিবিধ বর্ণাশ্রমবিশি
ষ্ট বহু সংখ্যক লোকের প্রতি কর্ত্তৃত্ব
করিতেছেন তখন অবোধ সিপাহি
রা ষড়যন্ত্র করিয়া সেই প্রবল পরা
ক্রমের অপহ্নব করিবে, কি আশ্চ
র্য্য! কি অসম্ভবসাহসিকাভিলাষ!

তৃণের অনল যেমন একেবারে
জ্বলিয়া উঠিয়াই নির্ব্বাণ না, কোন
মতে স্থায়ি হইতে পারে, অন্য
তৃণের সংযোগ করিলেও তা অধি
ক ক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হয়, সিপা
হিদিগের বিদ্রোহ ব্যাপার ঠিক

ই প্রকার হইয়াছে, প্রথমতঃ তৃণে
অনলের ন্যায় পশ্চিম দেশের বহু
ান জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এইক্ষণে
কেবারেই নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে.
টিস সেনাপতি সাহেবেরা সিপা
দিগের রুধিরেই তাহা নির্ব্বাণ
রিয়াছেন, অধুনা সর্ব্বত্র ডাক চলা
প্রজামাত্রেই ভূপতির জয়ধ্বনি
পরমেশ্বরের সন্নিধানে রাজ্যের
ল প্রার্থনা করিতেছেন, মহাজনে
পুলকিত হইয়াছেন, বাণিজ্য
র্য্যের পুনর্ব্বার প্রাচুর্য্য হইবার প্র
াশা তাঁহারদিগের মনোমধ্যে প্রব
হইয়াছে. অনেকেই আপনাপন
রজনগণের শুভসংবাদ প্রাপ্ত হই
সুখি হইতেছেন, কেহ বা অশুভ
বাদ পাঠে শোকে অভিভূত হই
ছেন, অতএব আমারদিগের প
ম প্রদেশ প্রবাসি প্রভাকর পত্র
ক মহাশয়গণ অবিলম্বে তথাকা
সংবাদাদি লিখিয়া সুখি করি
ন।

বর্দ্ধমান।
৪ ভাদ্র ১২৬৪।

এই বর্দ্ধমানের বহু কালের সুবি
ত কৃতকার্য্য ডেপুটি কালেকটর
যুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশ
য় প্রতি ২৪ পরগণায় গমন করা
এখানকার প্রশংসিত কর্ম্মদক্ষ সু
অত্তম ডেপুটি কালেকটর শ্রীযুত
বু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তৎ
দ অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই মহা
য়র তুল্য গবর্ণমেণ্টের হিতার্থি প
রিশ্রমি কার্য্যতৎপর কর্ম্মচারী আম
প্রায় কাহাকেই দেখিতে পাইনা,
একাকী অভ্রান্তে অম্লানবদনে স্ব
স্বশরীরে পাঁচজন ডেপুটি কালেক্টরে
র কর্ম্ম অনায়াসেই নির্ব্বাহ করিতে
ছেন, প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুইপ্রহর
পর্য্যন্ত কার্য্যের বিশ্রাম দেখিতে পা
ইনা, জরিপাদি থাকবস্তি; ও আবকা
রি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের কর্ম্ম স্বচ্ছ
ন্দেই সম্পন্ন করিতেছেন, ইনি যেমন
যোগ্য, যেমন বিশ্বাসী, যেমন রাজনী
তিজ্ঞ, সেইরূপ সদ্গুণান্বিত পবিত্র-চ
রিত, ধার্ম্মিক, ও সদ্বিদ্বান্। প্রধান
পুরুষেরা দুর্গাপ্রসাদ বাবুর প্রতি অ
ত্যন্ত সন্তুষ্ট, এবারে সেক্রেটারি সাহে
ব সকল প্রকার সুরাগের কার্য্য দৃষ্টে
ইহাঁর অনুকূলে সম্যক্ প্রকারেই সু
খ্যাতিসূচক এক রিপোর্ট করিয়াছে
ন, এই বাবু রসিককৃষ্ণ বাবুর এবং তা
রাচাঁদ বাবুর কর্ম্ম বিনা বেতনে গ্রহ
ণ করিয়াছেন, ইহাতে স্বীয় শরীরে
কত বৃহৎ গুরুতর ভার বহন পূর্ব্বক
রাজকার্য বাহুল্য ব্যয়ের লাঘব করি
লেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবে
চনা করুন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নিপুণ,
শুভাভিলাষি অনলস কৃতজ্ঞ কর্ম্মচা
রির মধ্যে এই ঘোষ বাবুকে তাবতে
ই অগ্রগণ্য রূপে গণ্য করিবেন, তাহা
তে সন্দেহাভাব।

হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত পরী
ক্ষোত্তীর্ণ যশস্বী ছাত্র শ্রীযুত বাবু যো
গেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এখানে আ
গমন পূর্ব্বক সুবিচার দ্বারা ডেপুটি
মাজিষ্ট্রেটি পদে প্রচুরতর প্রতিষ্ঠা
লাভ করিতেছেন, উকীল, মোক্তার,
ও বাদি প্রতিবাদি বিচারার্থি মাত্রে
ই তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ করিয়া থা
কেন, বোধ করি রাজপুরুষেরা সন্তুষ্ট
হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে কোন বিশে
ষ "মহকুমায়,, প্রেরণ করিবেন, যেহে
তু ইনি বিচার এবং অনুসন্ধান উভয়
বিষয়েই বিশেষ যোগ্য, অপক্ষপাতী
ও সূক্ষ্মদর্শী।

এমত জনরব, বর্দ্ধমানে একজন নূ
তন কমিস্যনর নিযুক্ত হইবেন, তিনি
মধ্যে মধ্যে বীরভূমে থাকিয়া কাছা
রী করিবেন।

এখানকার সর্ব্বপ্রিয় বহু গুণান্বি
ত সহকারি কমিস্যনর শ্রীযুত বাবু
নীলমণি বসাক মহাশয় অতি উত্তম
রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্বাব
কাশমতে গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক সময়ের
সার্থকতা করিতেছেন।

হুগলির ডাকাতি কমিস্যনরের
জনেক গোয়েন্দা বর্দ্ধমান জেলার ক
তিপয় নির্দ্দোষি ব্যক্তিকে মিথ্যাব
প্রে দোষি বলাতে এবং এইরূপ ষড়য
ন্ত্র করিয়া সর্ব্বদা উৎকোচ লওয়াতে
বর্দ্ধমানের ফৌজদারি সেরেস্তাদার
সুখ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস ম
ল্লিক মহোদয় তাহার অনুসন্ধানার্থ
প্রেরিত হইয়াছিলেন, উক্ত বাবুর ত
থ্যানুসন্ধানে দোষি গোয়েন্দার দোষ
সপ্রমাণ হইবায় সেই ব্যক্তি যাবজ্জী
বনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, প্র
তারক পরস্বহারক ধূর্ত্তেরা সর্ব্বদা এই
রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়, ইহাই আমারদি
গের বিশেষ প্রার্থনা।

ঢোলের ধ্বনিসহযোগে মাজিষ্ট্রে
ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে বর্দ্ধমানে
র সর্ব্বত্রই এরূপ ঘোষণা করা হইতে
ছে, যে, উপস্থিত মহরম উপলক্ষে
হিন্দু মুসলমান প্রজামাত্রেই কেহ
শস্ত্রপাণি হইয়া রাজপথে বা অপ্রকা
শ্য কোন স্থানে গমন করিতে পারি
বে না, যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ ক
রিবে, তাহারা উপযুক্ত রূপ দণ্ডপ্রাপ্ত

হইবে” বোধ করি সমুদয় জেলাতেই এই প্রকার ঘোষণা প্রচার হইয়া থাকিবেক।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সর্ব্ববিষয়েই উত্তম, তাঁহার সুখ্যাতির সীমা নাই। সংপ্রতি তিনি বর্ত্তমান বিদ্রোহ ঘটনার প্রতীকার করণার্থ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রি দিবা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন দশজনে যে কর্ম্ম করিতে না পারে, তিনি একাই তাহা নির্ব্বাহ করেন।

“সংবাদ বর্দ্ধমান” নামক সংবাদ পত্র পুনর্ব্বার প্রকটিত হওনের কল্পনা হইতেছে।

মহরম পর্ব্ব উপস্থিত হইবায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ মধ্যে ১৬০০, টৌমহালে ৬০০, হিন্দুকালেজ বাটীতে ৪০০, মাদরসাকালেজে ৩০০, ফ্রিস্কুল বাটীতে ৩০০, বাবুঘাটে ২৫০, মাটিনিয়র স্কুল বাটীতে ২৫০, লোয়র অরফেন স্কুলে ২০০, সদর দেওয়ানি আদালতে ১৫০, আলীপুরের গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রগুদামে ১৫০০, মুচিখোলায় ১০০, টাকশালে ১০০, কষ্টমহৌসে ১০০, সরবেয়র জেনরলস আফিসে ১০০, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে ৫০, গবর্ণমেণ্ট হৌসে ১০০, পোলিস আফিসে ১০০ এবং ট্রেজরীতে ২০ জন সেনা রক্ষিত হইয়াছে।

জেনরল হেবিলক সাহেব সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ হয়, বিউরাজাকা স্থানের নিকটে তিনি ৪০০০ বিদ্রোহি সেনাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, ঐ যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষে প্রায় তিন শত সেনা ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ৩০ জন সেনা হতাহত হয়।

জেনরল নীল সাহেবের পত্রে প্রকাশ হয় ব্রিটিস তোপাগ্নিতে দিল্লী নগরস্থ এক বারুদালয় দাহ হইয়া ৫৬০০ লোক নিহত ও বিস্তর বারুদ সোরা গন্ধকাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২ আগষ্ট দিবসে দিল্লীর সম্মুখে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে প্রায় তিনসহস্র বিপক্ষ নাশ হইয়াছে, শুনা যাইতেছে, বিদ্রোহিদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ উপস্থিত এবং খাদ্য ও যুদ্ধ দ্রব্যের অনটন হইবায় তাহারা অস্ত্র ও নগর ত্যাগের প্রস্তাব জেনরল উইলসন সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছি[illegible] কিন্তু তিনি তাহারদের প্রস্তাব গ্রা[illegible] করেন নাই।

বিটোরনগরে পুনরায় কতকগুলি বিপক্ষ সমবেত হইয়াছিল কিন্তু জেনরল হেবিলক সাহেব তাহারদিগকে পরাভব করিয়া দিয়াছেন ও দুইটি তোপ কাড়িয়া লইয়াছেন।

দানাপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কাপ্তেন ইরি সাহেব ৪০০ শ[illegible] গোরা সৈন্য ও কয়েকটা তোপ সহিত জগদীশপুরে যাইয়া বিদ্রোহি সর্দার কুমার সিংহকে ও বিদ্রোহি সেনাগণকে দূর করিয়া দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে বর্দ্ধমানং নৃপতিং সর্ব্বমঙ্গলা।
করোত্র শত্রুসন্দোহদলনী বংশবর্দ্ধনী॥

ম হারাজ রাজরাজ মহাতাপচন্দ্র। ম ণ্ডলে বিরাজিত জিনি পূর্ণচন্দ্র॥
হা নি হয়ে দিন দিন চন্দ্র হন ক্ষীণ। হা নি হীন পরিপূর্ণ ইনি প্রতিদিন॥
রা হুর আছয়ে ভোগ চন্দ্রে কালে কালে। রা হু হোয়ে আছে বদ্ধ যার দানজালে॥
জা নে সর্ব্বজনে চন্দ্রে কলঙ্কের অঙ্ক। জী বের সুখের হেতু ইনি অকলঙ্ক॥
চি নিতে কে পারে চন্দ্র দিনে মানভাব। পু ষ্ট দিবানিশি সমভাবে সুপ্রভাব॥
র ত্নাকরে জন্মমাত্র এ এক বড়াই। ত্র পাযুক্ত সেই রত্নাকর যার ঠাঁই॥
জী বিত থাকুন এই রাজা চিরকাল। মু খে সুধাবৃষ্টি সম বাক্য সুরসাল॥
বী ক্ষণে ঈক্ষণ সুখ লক্ষলক্ষ বার। শ লে শরতের ভাব ইকি চমৎকার॥
হ য় দেখে বিকসিত সজ্জন কমল। স্ব ভাবিত হইকাল সতত উজ্জ্বল॥
ই কি অপরূপ ভাব কে বুঝিতে পারে। খে দে মরে দুর্জ্জন কুমুদ দেখে যারে॥
যা দৃশ নৃপতি রাজমহিষী যেমন। তে মন ঐকাত্ম্য যেন লক্ষ্মী নারায়ণ॥
থা কে যেই এ নৃপের লইয়া আশ্রয়। দে খেনা কখন দুখ সুখের উদয়॥
কু বের সমান ধন পুর ইন্দ্রালয়। ধ নীতে আছয়ে লোক নাহি কোন ভয়॥
ন রেন্দ্রের রাজধানী এই বর্দ্ধমান। ন রমাত্র আসামাত্র হয় বর্দ্ধমান॥

জগন্মাতানপূর্ণের মাতা রাজ্ঞী পতিব্রতা।
কুমারং লভতাং শীঘ্রং কুমারমিব মঙ্গলং॥

Printed and published by Issurchunder Goopro, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বাতন্দ্বিরেফাকারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা।

৫৯০১ সংখ্যা] সোমবার ২ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৭ আগষ্ট ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

২ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯ দানিশাব্দাঃ ১০৯।

হে জগদীশ্বর!—তুমি অপার কৃপা বিস্তার করত একাল-পর্য্যন্ত আমারদিগ্যে সজীব রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারেই সুখি করিয়াছ, অতএব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার পাদপদ্মে প্রণিপাত করি,—তুমি যথাযোগ্য দয়া-দানে প্রসন্ন হইয়া অস্মদাদির সমুদয় ভবিষ্যৎ বিঘ্ন বিনাশ কর।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন।

[গত ১ শ্রাবণের প্রকাশিতের পরিশিষ্ট]

ষষ্ঠ অঙ্ক।

অর্থাৎ প্রবোধ উৎপত্তি।

শান্তির নাট্যশালায় আগমন।

শান্তি।

মহারাজ বিবেক বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে জয়ী হইয়া আমাকে গোপনে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন, “হে বৎসে শান্তি!—যদিও এই সমস্ত বিষয় তোমার অগোচর কিছুই নাই, তথাচ এক কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, সংপ্রতি কাম ক্রোধাদি সন্তান সমূহের মরণ জন্য আমারদিগের পিতা সর্ব্বরাজ্যেশ্বর মন হীনমোহ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, একারণ তিনি চাপল্য-শূন্য হইয়া স্থিরভাব ধারণ করাতে অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ এবং বিষয়াভিনিবেশ এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশপাশ হইতে মুক্ত হওয়াতে আত্মা শান্তিসলিলে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তারার্থ সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছেন, অতএব অধুনা শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী যেখানে থাকেন তুমি তথা হইতে তাঁহাকে যথাযোগ্য যত্নযোগে আহ্বান করিয়া আমার নিকট শীঘ্রই আনয়ন কর”—

আমি রাজাজ্ঞা শিরোভূষণ করিয়া ভগবতী বিষ্ণুভক্তি জননীর আদেশ-ক্রমে উপনিষদ্দেবীর নিকটে গমন করিতেছি।

চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক।

হাঁ—ঐ, যে, দেখি—আমার মাতা শ্রদ্ধা অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনেমনে কোনরূপ মন্ত্রণা করিতে করিতে একাকিনী এইদিগেই আগমন করিতেছেন, বড় আনন্দের বিষয়।

শ্রদ্ধা।

আনন্দচিত্তে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে।

আহা! কি আহ্লাদ!—কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ!—যেমন নিদাঘ-কালে নবীননীল-নিবিড়-নীরদ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক সকল সুখি হইতে থাকে,—যেমন শরৎকালে পূর্ণেন্দু সুধাকরের সুবিমল শ্বেতশরীরের শোভা সন্দর্শনে চকোর নিকর হর্ষে পরিপূর্ণ হইতে থাকে,—যেমন সুরভি-সময়ে বনে উপবনে স্বভাবের সুচারু সৌন্দর্য্য দর্শনে বিহঙ্গব্যূহ অত্যন্ত আনন্দিত হইতে থাকে,—সেইরূপ অদ্য চিরকালের পর রাজকুলের স্থিরসৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখি হইতেছে,—যে স্থলে অসতের বসতের সম্ভাবনা না থাকে সেই স্থলই স্থল, — অসাধুর বিগ্রহনিগ্রহকারি শম দম প্রভৃতি যেস্থলে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেই স্থল ভিন্ন আত্মারাধনার উপযুক্ত পবিত্র স্থল আর দেখিতে পাইনা।

শান্তি।

নিকটে গিয়া।

ওমা! তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ? কোথায় গমন করিতেছ?

শ্রদ্ধা।

আহ্লাদে গদগদ হইয়া শান্তির মুখচুম্বন পূর্ব্বক।

ও-বাছা!—অদ্য আমার আর আনন্দের পরিসীমা নাই, রাজকুল

দর্শনে চিরকালের দুঃখ এককালেই দূর হইল।

শান্তি।

ও-মা!—বল বল,—ভবপতি আত্মার সংপ্রতি মনের প্রতি কিরূপ প্রীতি?

শ্রদ্ধা।

ও বাছা!—তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে?—মনের প্রতি আত্মার আর প্রীতি হওনের সম্ভাবনা কি?—মনের সহিত তিনি আর কোন প্রকার সম্বন্ধ-গন্ধ রাখেননা, যেহেতু এইক্ষণে আত্মা অবিদ্যা,মমতা, রাগ দ্বেষাদি পঞ্চপ্রকার ক্লেশ রহিত হইয়া শান্তিরস-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়াছেন।

শান্তি।

মাগো! তবে কি জগতের স্বামী আত্মা এই সুখের রাজত্ব স্বয়ং সংহার করণে সচেষ্ট হইয়াছেন?।

শ্রদ্ধা।

ও মা!—লক্ষণখানা সেইরূপ বটে, কিন্তু সেই মন যদিস্যাৎ এখন আত্মার সহিত আনুগত্য করিয়া আশ্রিত হইয়া থাকেন, তবেই আত্মা সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সম্রাট্ অথবা স্বারাট অর্থাৎ শুদ্ধ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ হইবেন।

শান্তি।

তোমার কথায় মাগো, জুড়ালো জীবন।
বল বল বল শুনি, সার বিবরণ॥
এখন করেন আত্মা, কিরূপ ব্যাভার?।
মায়ার উপরে মায়া, কিরূপ প্রকার?॥

শ্রদ্ধা।

ওরে বাছা! সবিশেষ, শুন বলি তবে।
মায়ায় আত্মার মায়া, কিসে আর হবে?॥
সত্যের সঞ্চারে কেবা, মিথ্যা আর রাখে?।
প্রকাশের প্রকাশে কি, অন্ধকার থাকে?॥
সকল পাপের বীজ, সর্ব্বনাশী মায়া।
ভুলাতেছে এই ভবে, প্রকাশিয়া মায়া॥
ভ্রান্তি ছেড়ে শান্তিসুধা, খেয়েছেন যিনি।
আর কি মায়ার ছায়া, মাড়াবেন তিনি?॥

শান্তি।

যদি এমন্ ব্যাপার, যদি এমন্ ব্যাপার।
রাজকুল কিরূপেতে, রক্ষা পায় আর?॥
ইথে কিরূপ সম্ভবে, ইথে কিরূপ সম্ভবে?।
বল বল, বল মাগো, কি হবে, কি হবে?॥

শ্রদ্ধা।

হে প্রাণাধিকে, তবে শুন। নিত্যানিত্যবিবেচনা,—বৈরাগ্য,—যম নিয়মাদি।—মৈত্রী, মুদিতা, ক্ষমা, করুণা, এই চারি ভগিনী এবং মুক্তীচ্ছা, ইহারাই এইক্ষণে-যথা প্রথাক্রমে সর্ব্বগত সর্ব্বস্বামির সকল কার্য্য পরিচালন করিবেন।—যিনি "নিত্যানিত্যবিবেচনা" তিনি আত্মার "সহধর্ম্মিণী"। "বৈরাগ্য" এক মাত্র সুহৃৎ। "যম নিয়মাদি" সহায়,—"ক্ষমা, করুণা" প্রভৃতি পরিচারিকা, আর "মুক্তীচ্ছা" সহচরী হইবেন। এবং মোহ, মমতা, সঙ্কল্প,—ও সঙ্গ প্রভৃতি শত্রু সকল বিনাশের গ্রাসে পতিত হইবে।

শান্তি।

ভাল মা,—আমি জিজ্ঞাসা করি, সংপ্রতি জগতেরপতি আত্মার সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সদ্ভাব?।

শ্রদ্ধা।

হে পুত্রি!—যখন বৈরাগ্য প্রভৃতি আত্মার সহকারিতা করিতেছেন তখন আর ধর্ম্মের সহিত কি সম্বন্ধ আছে? কিছুই নাই,—তিনি ইহলোক,পরলোক উভয় লোকের সুখসম্ভোগ সংযোগ সংহার পূর্ব্বক কামনা-কণ্টক উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং নিষ্কাম হইয়াছেন, সুতরাং আর ধর্ম্মই কি এবং অধর্ম্মই কি?—যাহাকে তুমি ধর্ম্ম* বল, সেই ধর্ম্মই আত্মার মোক্ষের ইচ্ছায় আপনাকে আপনি চরিতার্থ মানিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রস্থান করিতেছেন।

শান্তি।

অধুনা, মহামোহের অবস্থা কিরূপ? সে কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে?।

শ্রদ্ধা।

ও বাছা!—এ বড় হাসির কথা। যে স্বভাবত খল, সে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল হইলেও কখনো আপনার খলতা-রোগ পরিত্যাগ করিতে পারেনা, সেই পাপাত্মা মহামোহ যদিস্যাৎ সম্যক্প্রকারেই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাচ অদ্যাপি দুরাশা হইতে ক্ষান্ত হয় নাই, ইদানীং ঐ দুর্নিবার দুরাচার, নির্ব্বিকার-আত্মার মনে পুনর্ব্বার মায়ার বিকার বিস্তার করণ কারণ মধুমতীর * সহিত উপসর্গ † সকলকে চালনা করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ষড়যন্ত্রে যদি আত্মা মধুমতী প্রভৃতির ইন্দ্রজালে জড়িত হয়েন, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভ্রান্ত হইবেন, তাহা হইলেই আর "বিবেক" এবং উপনিষদ্দেবীকে স্মরণ করিবেননা, সেই স্মরণের অভাবেই প্রবোধ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিবেনা।

* ধর্ম্ম।—এই স্থলে সকামধর্ম্ম।

* মধুমতী।—সিদ্ধিবিশেষ।
যে সিদ্ধির অভিমানি দেবতা সকল এইরূপ বাক্য কহেন, "এই স্থানে আগমন কর, এখানে আইলে পরম-সুখ ভোগ করিবে। এই স্থলে জরা নাই, মৃত্যু নাই। এই সমস্ত বিদ্যাধরীগণ সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিবে, এবম্প্রকার বাক্য প্রয়োগ দ্বারা উল্লেখিত দেবতারা যোগিপুরুষকে নিরন্তর ছলনা করেন, যোগি যদি সেই বাক্য শুনিয়া তাহাতে রত হন তবে ভগ্নযোগ হইয়া পুনর্ব্বার সংসার-যাতনা ভোগ করেন, তাঁহার আর মুক্তি হয়না।

† উপসর্গ।—অষ্টযোগ সিদ্ধি।
অর্থাৎ যোগেতে এইরূপ সিদ্ধি হয়।
কখনো সূক্ষ্মদেহ। ১
কখনো ক্ষুদ্রদেহ। ২
কখনো বৃহৎ। ৩
কাহারো অধীন না হইয়া স্বাধীন থাকা। ৪
আপনার অতিশয় মহত্ব হওয়া। ৫
সকলের শাসন করণ। ৬
সকলকে বশীভূত করণ। ৭
মনের মধ্যে যখন যেরূপ ইচ্ছার উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। ৮

শান্তি।

মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়া উপসর্গেরা কি প্রকার ছলনা করিতেছে?।

শ্রদ্ধা।

মধুমতীর সংযোগে উপসর্গগণ আত্মার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বঞ্চনা-দ্বারা এইরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে।

যথা।

পদ্য।

এসো এসো, প্রিয়তম, এসো এই স্থান।
দ্রব্যরস-রসায়ন, সুখে কর পান॥
মিছামিছি, কেন আর, দুখে কাল হর?।
এসব সুন্দরী তুমি, সুখে ভোগ কর॥
দূরে হোতে শুনে এই, কথা সমুদয়।
আত্মার আশ্চর্য্য ভাব, অন্তরে উদয়॥
ভারত, পুরাণ আদি, শাস্ত্র অনুরূপ।
রসভাবসমন্বিত, কাব্য নানারূপ॥
রসনাগ্রে সরস্বতী, করেন বিহার।
নবনব নানাপদ, হতেছে প্রচার॥
অভাব না হয় কিছু, ভাবের ব্যাপারে।
রচনা করেন সব, ইচ্ছা অনুসারে॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, করিয়া ভ্রমণ।
সুমেরুর চারুচূড়া, করেন দর্শন॥
মধুমতী মোহে মুগ্ধ, দেবগণ যত।
আত্মারে আরোপ কথা, কহিতেছে কত॥
শঠতার সহযোগে, সুধার সম্ভাষ।
অপরূপ ইন্দ্রজাল, প্রলোভ প্রকাশ॥
"হ্যাদে হে, পুরুষ, তুমি, পুরুষ প্রধান।
তোমার বাসের হয়, যোগ্য এই স্থান॥
আহার্য্য লৌকর্য্য বিনা, স্বভাবে সুন্দর।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন, পুরী মনোহর।
দেখ দেখ দেখ সব, অতি রমণীয়।
এই সব বিদ্যাধরী, কান্তি কমনীয়॥
মঙ্গলের দ্রব্য করে, করিয়া ধারণ।
দেখনা তোমায় কত, করিছে যতন॥
হাব, ভাব, কেশ, বেশ, দেশ সমুদয়।
প্রেমের আধার আর, এমন্ কি হয়?॥
স্বর্ণধূলীময় নদী, পুলিন সুন্দর।
নীরেতে নবীননীল, নলিন নিকর॥
এরূপ সুখের স্থান, নাহি ত্রিভুবনে।
এখনি অমর হবে, অমৃত ভোজনে॥
সর্ব্বসুখময় ধাম, স্বর্গের এ বাস।
যাহে রুচি, তাহে কর, পূর্ণ অভিলাষ॥

শান্তি।

ও-মা! এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া অভিমানি দেবতারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন?।

শ্রদ্ধা।

হে প্রাণাধিকে!—মধুমতী এবং উপসর্গ প্রভৃতির এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া "মায়া" কহিলেন "এই ঘটনা অত্যন্ত আহ্লাদের ঘটনা বটে,—ইহাতে শ্লাঘা করাই কর্ত্তব্য, আর মন তাহাতে আনন্দিত হইয়াছেন,এবং সঙ্কল্পের দ্বারা যত্ন ও উৎসাহ-প্রাপ্ত আত্মাও বুঝি তাহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন।

শান্তি।

খেদ পূর্ব্বক গালে হাত।

গীত।

একিগো, একিগো, মাগো মাগো, ওমা
এতো নহে মাগো, শুভ সমাচার।
বিষম-বিশাল-বিষয়বাসনা,
বিষেতে বিভুর ঘটিল বিকার॥
কেমনে কে মনে, প্রদান করিল,
প্রবৃত্তি-প্রণয় পূর্ব্ব সংস্কার।
জগত-জনক যাতনা-জালেতে,
যতনে জড়িত হবে পুনর্ব্বার॥ ১
ধিক ধিক ধিক, কি কব অধিক,
কে আছে এমন, কারে বলি আর?।
সর্ব্বমূলাধার হোয়ে সর্ব্বসার,
সারেতে কিরূপে হতেছে অসার?॥ ২

শ্রদ্ধা।

ও-মা!—স্থির হও,—স্থির হও,—ভাবনার বিষয় কি?—আত্মা কখনই পুনর্ব্বার বিষয়বন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। মধুমতী-মিলিত উপসর্গ সকল সেইপ্রকার শঠতা-ষড়জাল বিস্তার করিলে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক তাহারদিগের প্রতি কুটিল-কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রভুকে নিবেদন করিলেন,—হে আত্মন্! আপনি কি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই? কিছুই কি জানিতে পারেন নাই?—দেখুন-দেখুন,—এই তঞ্চকারি-পঞ্চপ্রিয় বঞ্চক-বৃন্দ আপনাকে পুনর্ব্বার বিষয়রূপ জ্বলদঙ্গারে দগ্ধ করিবার জন্য সম্যক্প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছে।—হে প্রভো!—আপনি সংসার-পারাবার পার হইবার নিমিত্ত একাল-পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নে যে যোগস্বরূপ নৌকার আশ্রয় লইয়াছিলেন,—অধুনা মধুমত্ত হইয়া তত্ত্ব ছাড়িয়া সেই তরী পরিহার পূর্ব্বক কি জন্য পুনরায় জ্বলদঙ্গার-সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছেন?—উক্ত পার্শ্বস্থিত তর্কের মুখ-নির্গত এতদ্রূপ সদুপদেশ-সূচক শব্দ শ্রবণে আত্মা সেই মধুমতী নায়িকার মুখাবলোকন না করিয়া এই মধুর বাক্য ব্যক্ত করিলেন, "আমি এককালেই বিষময় বিষয়-রসে বিরক্ত হইলাম"।

শান্তি।

হাস্যবদনে।

সাধু সাধু,—আত্মা,—তুমি সাধু,—ও-মা!—তুমি এখন কোথায় গমন করিতেছ?।

শ্রদ্ধা।

আমারদিগের স্বামী আত্মা বিবেককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একারণ আমি তাঁহাকে আনিবার জন্য গমন করিতেছি।

শান্তি।

উপনিষদ্দেবীকে আনিবার নিমিত্ত মহারাজ বিবেক আমার প্রতি অনুমতি করিয়াছেন,—দেবীকে এখনিই আনিতে হইবে, মা-তবে চল আমরা মায়ে ঝিয়ে দুইজনেই রাজকার্য্য সাধন করি।

[তদনন্তর শ্রদ্ধা এবং শান্তি রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

প্রবেশক।

গীত।

আত্মার হইবে আত্মবোধ।

আর নাহি রাগ, দ্বেষ, লোভ, কাম,ক্রোধ,
নিজে পেয়ে নিজ-মর্ম্ম,স্বভাবে হতেছে স্থির।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, একেবারে শোধ।
মরেছে মনের রোগ, যোগের সুযোগ হয়।
নাহি আর ভোগাভোগ, ভব-অসুরোধ।
বিবেকের সহকার, নাহি আর অন্ধকার,
হৃদয়-আকাশে চাঁদ, উদয় প্রবোধ।

সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সর্ব্বময়-আত্মা স্বয়ং আগমন করিতেছেন, অতএব সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হও।

আত্মা।

ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক।

ত্রিপদী।

ন্য সেই বিষ্ণুভক্তি, মরি তার কিবা শক্তি,
মঙ্গলার মহিমা অপার।
যাহার করুণাতরী, সুখে আরোহণ করি,
হলেম সংসারনদী পার॥
য নদী আপন বলে, মমতার পাপ-জলে,
করিতেছে তরঙ্গ বিস্তার।
পাকে পড়িলে পরে, বিপাকে সবাই মরে,
কিছুতেই না পায় নিস্তার॥
দারা, পুত্র আদি যত, জলচর শত শত,
জলে চরে হিংস্রক সকল।
প্রবল প্রভাব-ভরে, সতত দহন করে,
ক্রোধরূপ বাড়বঅনল॥
বিফল বিষয়-বশে, অসার সংসার-রসে,
এত দিন ছিলাম বিষাদে।
পাইয়া পরম-পোত, পাপ-আশা-খরস্রোত,
কাটিলাম দেবীর প্রসাদে॥

শান্তির সহিত উপনিষদ্দেবীর রঙ্গভূমিতে আগমন।

উপনিষদ্দেবী।

গীত।

খেদে—সাধে কি?—দুখের অনলে সদা,
দহিছে হৃদয়।
কখনো হোলোনা স্বামি সভাবে সদয়॥
অধীনী দুখিনী জনে, রাখিয়া বিরল বনে,
ভ্রমে নাহি করে মনে, এমনি নিদয়।১
কাকিনী পোড়ে রই, কে আছে কাহারে কই,
কারে করি অভিমান, কেবা কথা কয়।২
অপ্রতিকূল যারে, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে,
মিছে তার, এ সংসার, কিছু কিছু নয়॥৩

শান্তি।

হে কল্যাণি-হে দেবি!—তুমিতো সমস্ত বিষয় জ্ঞাত আছ,--তোমার অগোচরতো কিছুই নাই, তোমার স্বামি মহারাজ বিবেক তোমাতে নিতান্তই অনুরত। তোমার অপেক্ষায় তিনি এক দৃষ্টিতে পথ চাহিয়া আছেন, কি করেন, ঘোরতর বিপদের সময়ে কি প্রকারে তোমার সহিত আসঙ্গ করিতে পারেন?।

উপনিষদ্দেবী।

পদ্য।

কি কব গো শান্তি সখি, যত জ্বালা সয়েছি।
পাষাণে বেধেছি প্রাণ, বেচে তাই রয়েছি॥
নীচের অধীন হোয়ে, অধীনতা লয়েছি।
যাতনায় জরজর, মরমর হয়েছি॥
বহিবার নহে ভার, সেই ভার বয়েছি।
কাতরেতে কত স্থানে, কত কথা কয়েছি॥
অভিমানে শাস্ত্রপথে, যত লোক চরেছে।
আমার দুর্দ্দশা তারা, সকলেই করেছে॥
শরীরের সমুদয়, অলঙ্কার হরেছে।
মাতার মুকুট নিয়া, চরণেতে পরেছে॥
হস্ত পদ ঠেলে ফেলে, কেশপাশ ধরেছে।
অনর্থে আনিয়া অর্থ, পোড়াপেট ভরেছে॥
জ্ঞান নাই, গুণ নাই, অহঙ্কারে মরেছে।
হরিয়া আমার ধন, নানাদেশে সরেছে॥
পাষণ্ডের অস্ত্রাঘাতে, কত রক্ত ক্ষরেছে।
নিরন্তর দরদর, দুটি আঁখি ঝরেছে॥

শান্তি।

হে প্রিয় সখি!—এবিষয়ে তোমার স্বামি মহারাজ বিবেকের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, কেবল সেই পাপিষ্ঠ মহামোহ হইতেই এই সকল মহানিষ্ট ঘটনা হইয়াছে, দুর্জ্জনের দুরাচরণে মন এতকাল মোহমেঘে আচ্ছন্ন ছিলেন, সঙ্কল্পের অধীন হওয়াতে শুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রমাদে প্রমাদী হইয়া কালক্ষয় করিয়াছেন, একারণ উক্ত পাষণ্ডপতি মহামোহ স্বাভিমত সিদ্ধি করিয়া এতদিন তোমাকে বিবেকের নিকট আগমন করিতে দেয় নাই।—হে মানিনি-কুলেশ্বরি! তুমি অভিমান পরিহার কর, তুমি সাক্ষাৎ সাবিত্রীস্বরূপা সাধ্বী, যাঁহারা পতিব্রতা কুলাঙ্গনা তাঁহারা পতির বিপদে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন,--অধুনা তোমার সতীত্বপ্রভাবে মহারাজ সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শত্রুসকলের সমূলে নিপাত হইয়াছে, এই সময় তোমার সুখ সম্ভোগের অতি সুসময়, অতএব এখন প্রচুরতর প্রেমপুরিত প্রিয়ালাপদ্বারা পরমপ্রিয়তম প্রাণেশ্বর পতিকে পরম পরিতোষ-পয়োধি নীরে নিমগ্ন কর!

উপনিষদ্দেবী।

হে কল্যাণি-শান্তি!—আমি যৎকালে আগমন করি, তখন পথের মধ্যে আমার বালিকা দুহিতা গীতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে বড় এক কৌতুকের কথা কহিয়াছে। গীতা কহিল, ও মা, আমি বুঝেছি, তুমি স্বীয় স্বামি এবং শ্বশুরের নিকট গমন করিতেছ, আমার পিতা বিবেক, এবং পিতামহ আত্মা, এই উভয়কে তুমি বচনামৃত দ্বারা তৃপ্ত করিবে, তাঁহারা তোমার প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সুখি হইবেন, ভাল, এ মঙ্গলের বিষয় বটে, তাঁহারা তোমাকে যেরূপ অনুমতি করিবেন তাহা তুমি আহ্লাদপূর্ব্বক অবশ্যই করিবা। তাহাতে তোমার প্রবোধচন্দ্ররূপ পুত্রের জন্মলাভ হইলে আমার একটি সহোদর হইবে,,—হে সখি!--কন্যাটির কথা শুনিয়া গুরুজন শ্বশুর সমীপে গমন করিতে বড় লজ্জাহইতেছে!

শান্তি।

হে দেবি!—তুমি এ-কি কথা কহিতেছ? তোমার লজ্জার বিষয় কি! তোমার এ কথা শুনিবার যোগ্যই নহে, কারণ ভগবতী বিষ্ণুভক্তি দেবী বহুদিন পূর্ব্বেই এই সমস্ত বিবরণ বিবেক এবং আত্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, সখি চল চল, শীঘ্রই চল, তোমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন।

উপনিষদ্দেবী।

সজনি শান্তি!—আর কি করা যায়, তবে চল, তোমার কথাই রক্ষা করি,—শ্রীমতী বিষ্ণুভক্তিদেবীর আজ্ঞা কোনমতেই অবহেলন করিবার নহে।

[গদগদ-ভাবভরে মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে মরালের ন্যায় মন্দমন্দ গতি ভঙ্গিমায় শান্তির পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন]

—০—

[শ্রদ্ধার সহিত মহারাজ বিবেকের রঙ্গভূমিতে আগমন]

বিবেক।

হে বৎসে শ্রদ্ধে!—সংপ্রতি শান্তি আমার ভগিনী—উপনিষদ্দেবীকে কোথায় অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি সেই সমাচার কিছু অবগত আছ? শান্তিতো আমার প্রার্থিত-বিষয়টি ভ্রান্তির পথে নিক্ষেপ করেন নাই? এত বিলম্ব কেন হইতেছে? বিলম্ব দেখিয়া ক্ষণেক্ষণেই আমার মনে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতেছে। উপনিষদ্দেবী কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? শান্তি তাহার অনুসন্ধান কাহার নিকট প্রাপ্ত হইবেন?।

শ্রদ্ধা।

হে মহারাজ!—ভাবনা কি, কেন ই এত ব্যাকুল হইতেছেন? শান্তির মনে কি কখনো ভ্রান্তির উদয় হইতে পারে? সে কি কদাচ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে পারে? মন্দরপর্ব্বত এখান হইতে নিতান্ত নিকট নহে, এজন্য বিলম্ব হইতেছে, আগত-প্রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি-দেবী শান্তিকে এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যে, " অধুনা তর্কবিদ্যার ভয়ে শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী মন্দর-নামক-পর্ব্বতে বিষ্ণুমন্দিরে গীতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে বাস করিতেছেন ,, ।

বিবেক।

তর্কবিদ্যার ভয়ে উপনিষদ্দেবী কি জন্য এবম্প্রকার ভীতা হইয়াছেন? তাঁহার ভয়ের বিষয় কি?।

শ্রদ্ধা।

মহারাজ!—স্থির হউন, সেই সমস্ত বিষয় আপনি উপনিষদ্দেবীর মুখেই শুনিতে পাইবেন, তিনি যখন আপনার নিকট আগমন করিবেন, তখন সাক্ষাতে সমুদয় ব্যক্ত করিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। স প্রতি আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, ঐ দেখুন, সর্ব্বস্বামী আত্মা, আপনার আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতেছেন।

বিবেক।

আত্মার নিকট গমন করিয়া।

হে সর্ব্বেশ্বর—আত্মন্!—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া প্রণাম করি, আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক।

আত্মা।

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সাদর-বচনে।

হে বৎস বিবেক!—এসো এসো, তুমি শাস্ত্র এবং ব্যবহারের বিরোধী হইয়া অন্যায়রূপে কেন আমাকে অভিবাদন করিতেছ? যেহেতু তুমি পরমজ্ঞানী, অতএব জ্ঞানের দ্বারা বিচারমত তুমিই আমার পিতা হইতেছ, অজ্ঞানতাজন্য আমি তোমার পুত্রের যোগ্য হইতে পারি কি না, তাহাতে সংশয় করিতেছি, হে পুত্র! যখন আমি বাসনা-বশে কামাদি শত্রু সকলের অধীন ছিলাম তখন যথার্থ বেদার্থ-বোধ-ব্যাপারে বঞ্চিত হইয়া তোমাকে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তুমি এ প্রকার উত্তর করিয়াছিলে " বেদের মর্ম্মার্থ এই, ব্রহ্ম এক মাত্র, অদ্বিতীয়, নিত্য, সত্য, নিরঞ্জন, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ,, বাপুরে,—তৎকালে আমার ভিন্নভিন্ন দেহে ভিন্নভিন্ন জীবাভিমান থাকাতে তোমার সেই সুধাপুরিত সাধু উপদেশ আমার বুদ্ধির বর্ত্মে বিচরণ করিতে পারে নাই।

শান্তি।

হে দেবি উপনিষৎ!—ঐ দেখ, সম্রাট আত্মা মহারাজ-বিবেকের সহিত বিরলে বাস করিতেছেন, তুমি এখনিই তাঁহার নিকট গমন কর।

তবে চল,—সজনি,--তোমার পশ্চাতেই গমন করি।

শান্তি।

আত্মা এবং বিবেকের নিকট গমন করিয়া।

হে আত্মন্!—এই উপনিষদ্দেবী সম্মুখে আসিয়া আপনার মরণ-হরণ-চরণ-কমল অর্চ্চনা করণ কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।

আত্মা।

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশকল্পে উপনিষদ্দেবী সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠা, অতএব দেবীই আমার জননীর ন্যায় নমস্যা, তিনি আমাকে প্রণাম করিবেন, এ কেমন কথা কহিলে? আমি তাঁহাকে মায়ের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি,--যেহেতু জননী স্বীয় সন্তানকে সংসারস্বরূপ-জালের বন্ধনে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ করেন, উপনিষদ্দেবী জ্ঞানরূপ শাণিতাস্ত্রে সেই বিষম-বন্ধন ছেদন করিয়া দেন।

উপনিষদ্দেবী।

নিজ কান্ত-বিবেককে নমস্কার পূর্ব্বক ঈষদ্দৃষ্টির ভঙ্গিমাক্রমে মানিনীর ন্যায় কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মানা।

আত্মা।

হে জননি উপনিষদ্দেবি!—আপনি এতকাল কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন? তাহা শুনিতে অভিলাষ করি, বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করুন।

উপনিষদ্দেবী।

হে প্রভো!—আমার দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? আমাতে আর আমি ছিলাম না, এতকাল আমি মঠ-চত্বর, এবং শূন্যদেবালয় প্রভৃতি স্থানে পাষণ্ড, মূঢ়, বাচালবর্গের সহিত বাস করিয়াছি, সেই দুর্দ্দশার বিষয় ব্যক্ত করিবার নহে।

আত্মা।

ওমা! তোমার কথা শুনিয়া আমি

অতিশয় ব্যথা পাইলাম; ঐ ভণ্ডেরা কি তোমার গুণ-মহিমা কিছুই জানিতে পারে নাই।

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! যদিস্যাৎ তাহারা আমার গুণ জ্ঞাত হইবে, তবে এতদ্রূপ দুর্গতি ভোগ কেন করিব?।

আত্মা।

অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া।

ও-মা! তাহারা কি এমন মূঢ়? এমন অজ্ঞান?

উপনিষদ্দেবী

হে আত্মন্! দ্রাবিড়-দেশবাসিনী-রমণীদিগের বদন-বিগলিত বাক্যের যথার্থ ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া তদ্ভাষায় অনভিজ্ঞ জনেরা যেমন আপনাপন ইচ্ছানুরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক সংপূর্ণরূপে তাহার বিপরীত করিয়া থাকে,—সেই প্রকার উল্লেখিত বাচাল অর্থবোধান্ধ লোকেরা আমার বচনের স্বরূপ মর্ম্ম না বুঝিয়া সদর্থে অসদর্থ সম্পন্ন করিয়া বিবিধ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটনা করিতেছে, তাহারদিগের অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, যেরূপে হউক, কেবল প্রতারণা পূর্ব্বক গরধন হরণ করণে-র প্রার্থনা মাত্র।

আমি পথে আগমন কালী-
" যজ্ঞবিদ্যা " অর্থাৎ " কর্ম্ম-
মীমাংসাকে " দর্শন করিলাম,
তিনি অশেষবিধ কর্ম্মের অশে-
প্রকার প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক
ক্রমশই কর্ম্ম কাণ্ডের বিস্তার করিতেছেন, অধুনা সর্ব্বত্রেই " কর্ম্ম-মীমাংসার বিশেষ বাহুল্যই দৃষ্ট হইতেছে, প্রায় কোনখানেই ব্রহ্ম-মীমাংসার প্রস্তাব প্রসঙ্গ শুনিতে পাইলাম না। ঐ " যজ্ঞবিদ্যা " কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, সংস্কৃতাগ্নি, সমিৎ, ঘৃত, কুশ আর স্রুবাদি, এই সমস্ত সামগ্রী, এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আত্মা।

শরীর-সঙ্কোচ পূর্ব্বক।

হে জননি! সেই " যজ্ঞবিদ্যা " তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল?

উপনিষদ্দেবী।

হে বৎস! তৎকালে আমার মনে এরূপ বিবেচনা হইল, এই প্রচুর-পুস্তকভারবাহিনী কর্ম্মমীমাংসা" বুঝি আমার সদর্থ সূচক-মর্ম্মগ্রাহিকা হইবেন। অতএব এই স্থানে কিছু দিনের নিমিত্ত আমার অবস্থান করণের স্থান বটে, এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে তিনি প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রথমত প্রস্তাব করিলেন, "হে কল্যাণি, তোমার মনের অভিপ্রায় কি? এস্থানে কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছ?

আত্মা।

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া।

মা-গো! এই কথায় তুমি কি উত্তর করিলে?

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! আমি কহিলাম " হে শ্রেষ্ঠে! আমি কিছুকাল তোমার নিকটে বাস করণের অভিলাষ করি।" তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিলেন "তুমি কি অভিপ্রায়ে এখানে বাস করিতে ইচ্ছা কর? তোমার মনের কথা ব্যক্ত কর"।

তচ্ছ্রবণে আমি এই উত্তর করিলাম।

যথা।

নিরুপম নিরাধার, নির্ব্বিশেষ নিরাকার,
নিরঞ্জন নিত্য নিকেতন।
অশেষ আনন্দময়, তেজোময় নিরাময়,
শুদ্ধ, শান্ত, সত্য সনাতন॥
পরমপুরুষ পর, সর্ব্বভূত অধীশ্বর,
ক্রিয়াহীন করুণানিধান।
সর্ব্বআদি, সর্ব্বগত, যোগযুক্ত যতি যত,
সদা করে যাঁর গুণ গান॥
যাঁর তত্ত্ব জ্ঞানরবি, প্রকাশিয়া নিজ ছবি,
নাশ করে দ্বৈত অন্ধকার।
সার যুক্তি সার উক্তি, মলেই নির্ব্বাণ মুক্তি,
পুনর্ব্বার জন্ম নাই আর॥
সৃজন, পালন, লয়, যাহাতে সম্ভব হয়,
যার ভাসে ভবের বিভাস।
অভিলাষ এই রাখি, তোমার নিকটে থাকি,
করি তাঁর মহিমা প্রকাশ॥

আমার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া সেই " কর্ম্মমীমাংসা " ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনে মনে মন্ত্রণা পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখি! তুমি আমার এই স্থানে অবস্থান করণের যোগ্যা কখনই নহ, তোমার উক্তি সকল একান্তই অসঙ্গত, ইহাতে আমার মনে তোমার প্রতি নিতান্তই অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, কারণ যে কখনই কৃতী নহে, তুমি তাহাকে কারণ কহিতেছ, যাহার ক্রিয়া-শক্তি নাই, ক্রিয়াহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, সেই পুরুষ কি প্রকারে জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর হইবেন? যে স্বভাবত অকর্ত্তা, তাহার কর্ত্তা হওয়া কখনই সম্ভবেনা। অতএব তুমি আপন মুখে যাহাকে ক্রিয়ারহিত কহিতেছ, তাহাকেই আবার জগতের কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, যাহাতে কর্ত্তৃত্বাভাব তাহাতেই তুমি কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিতেছ,, তুমি আর এক চমৎকার কথা কহিয়াছ, অর্থাৎ " আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকেই পুনর্জন্ম ছেদনের অসি কহিতেছ" কিন্তু ইহাও অত্যন্ত অযৌক্তিক, কেননা অশ্বমেধ যাগাদিই পুনর্জন্ম হরণের কারণ হইয়াছে, তোমার মতে যদিস্যাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান মাত্রই মোক্ষের কারণ হয়, তবে তাহাতে বিলক্ষণ ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, যেহেতু বারাণস্যাদি মরণ মাত্রেই মুক্তি হয়, শাস্ত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব আমি তোমার কথা কিরূপে গ্রাহ্য করিব? কেননা তুমি কহিয়াছ, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির উপায় আর নাই, যদি এরূপ কহ " যেমন অনলোদ্ভবের প্রতি তৃণ, কাষ্ঠ, মণি প্রভৃতি পরস্পর প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ নিরপেক্ষ হেতু হয়, সেইরূপ মোক্ষের পক্ষে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এবং কাশ্যাদি-মৃত্যু তদনুসারে কারণ হয়, অর্থাৎ কাশীমরণে যেরূপ মোক্ষ হয়, তদ্রূপ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানেতেও মুক্তি হয়, ইহাতে আমার কথিত পূর্ব্ব কথার প্রতি দোষার্পিত হইতে পারেনা"। ফলে একথাও প্রামাণ্য নহে, কারণ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাত্র প্রয়োজন করেনা, অশ্বমেধ যাগাদি ক্রিয়া দ্বারাই জীব মুক্ত হয়েন, আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তিনি "ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। পরন্ত গঙ্গাস্নানের ফল বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হইয়া থাকে, যখন সমুদয় শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এরূপ ভূয়োভূয় প্রমাণপুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন একা তোমার এই কথায় কি হইতে পারে? ইহাতেই বা কে বিশ্বাস করিবে? যেরূপ অশ্বডিম্ব, গগনপুষ্প, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি সকল অলীক মাত্র, তদনুরূপ তোমার মতসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের প্রতি কারণ, তাহা নিতান্তই অমূলক। সুতরাং তোমার এস্থানে থাকাতে আমার অপকার ভিন্ন উপকার মাত্রই নাই, কেননা স্বর্গ-নরকবোধিকা শ্রুতি সমূহের প্রামাণ্যার্থ শুদ্ধ জীবকেই মান্য করিতে হইবেক, কারণ তিনি ভোগের কর্ত্তা, তদ্ভিন্ন যে অকর্ত্তা তাহাকে কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব? তবে তোমার এখানে বাস করণের ইচ্ছা হয়, কর, নিষেধ করি না, কিন্তু তোমাকে আমার মতে চলিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকেই সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া তাঁহারি স্তব করিতে হইবে। তুমি ঈশ্বর বলিয়া বিশেষ বিশেষণ প্রদান পূর্ব্বক যাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছ, তিনিতো কিছুই নহেন, যাঁহার সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই, আর যিনি স্বয়ং কর্ত্তা নহেন, তিনি কি প্রকারে ফলদাতা হইবেন? অতএব এই সমস্ত বিশেষণাদি কেবল জীবেতেই সম্ভব হইতেছে।

বিবেক।

ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক।

পদ্য।

এ বড় হাসির কথা, কব আর কায়।
ক্ষেপিয়াছে "যজ্ঞবিদ্যা, হায় হায় হায়॥
স্বভাবত বোধহীনা, কি কহিব তারে?।
দেখিতে না পায় কিছু, ঘুম অন্ধকারে॥
নিয়ত ঘুমের ঘুমে, রাত্রিক্রম নাশা।
একেবারে হোয়ে গেল, দুটি চক্ষু কাণা॥
জ্ঞানঅন্ধ নিজে সেই, অন্ধকারে বাস।
কিরূপে হইবে তার, নয়ন প্রকাশ॥

নিষ্ক্রিয় জগদীশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্রই সংশয় নাই।—যেহেতু জ্ঞাপক ও প্রেরক যে পরম পুরুষ তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা হইতেছে, তদ্ভিন্ন অচেতন যে জড় পদার্থ, তাহার ঈশ্বরত্ব এবং সৃষ্টি-ক্রিয়ার শক্তি সম্ভাবনা কখনই হইতে পারেনা।—এই চরাচর বিশ্বসংসার অর্থাৎ ভূচর, খেচর, জলচরাদি জীবগণ এবং এই ঘটপটাদি বস্তু সকলের সৃষ্টি, মায়ার ক্ষমতায় হয় নাই, সেই স্ব স্বরূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারাই হইয়াছে।—মায়া কর্ত্তৃক এই সৃষ্টির সৃষ্টি তবেই স্বীকার করিতাম, যদি মায়ার কর্ত্তৃত্ব ও চেতনা-শক্তি থাকিত।—যেমন লৌহখণ্ড অনল প্রভাবে দাহিকাশক্তি না পাইলে কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না।—এবং যেমন ঐ লৌহখণ্ড চুম্বক মণির শক্তি দ্বারা আকর্ষিত না হইলে স্বকীয় স্বভাবগুণে গমনশক্তি প্রাপ্ত হয় না।—আর যেমন দর্পণ দিবাকর দত্ত দীপ্তি প্রভা না পাইলে নিকটস্থ ব্যক্তির শরীরাদিতে তাপপ্রদান করিতে পারে না।—সেই রূপ ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা ভিন্ন অচেতন মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না।—প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে হস্ত দগ্ধ হয় বলিয়া কদাচই তাহার দাহিকাশক্তি স্বীকার করিব না, কেননা সে শক্তি অনলের শক্তি।—লৌহ গমন করে বলিয়া তাহার গতি-ক্ষমতা কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই ক্ষমতা চুম্বকের ক্ষমতা।—রবিকরপ্রাপ্ত-মুকুরের দাহনশক্তি কদাপি মান্য করিব না যেহেতু সেই প্রভা সূর্য্যের প্রভা।—তদ্রূপ সৃষ্টি-বিষয়ে মায়ার কার্য্য বলিয়া কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই কার্য্য জগদীশ্বরের কার্য্য,—আহা!—যজ্ঞবিদ্যার কি অযোগ্য কথা।—কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিবেচনা নাই, স্বর্ণকার সত্তে ভূষণ দেখিয়া স্বর্ণকে কারণ কহিতেছে। কুম্ভকার থাকিতে ঘট দৃষ্টে মৃত্তিকাকে কারণ কহিতেছে। কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!—মায়া হইতে যদিও সৃষ্টি হইতেছে, তথাচ মায়াকে তাহার কর্ত্তা কহিব না।—আদি পুরুষের সৃষ্টিই কহিতে হইবে। যেহেতু মায়াতে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং জ্ঞানাভাব জন্য তাহার কর্ত্তৃত্বাভাব সহজেই বলিতে হইবে। যেমন একটি রাজবাটী " সেই রাজগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেতনভোগি ভৃত্যদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়! নিকেতন-নির্ম্মাণ নিমিত্ত তাহারদিগের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন করে, কিন্তু তজ্জন্য সেই ভৃত্যগণের ভবন কেহই কহিবে না। রাজার গৃহ এবং রাজাকে সেই গৃহের কর্ত্তা সকলেই বলিবে। পরন্ত দেখ যেমন অন্ধ আর খঞ্জ। ইহারা পরস্পর উভয়েই অকর্ম্মন্য। দৃষ্টিহীনতা জন্য অন্ধ হইতে কোন কর্ম্মই হইতে পারেনা, এবং গতি-শক্তির অভাব বশতঃ খঞ্জের দ্বারাও কোন কর্ম্মই প্রায় হয় না। কিন্তু এস্থলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংযোগ-সম্বন্ধ-সংযুক্ত হইলেই অনায়াসে কার্য্যের সাধন হইয়াথাকে, যথা, খঞ্জ ব্যক্তির চক্ষু থাকাতে সে সহজেই সমুদয় দর্শন করিতেছে, সেই দৃষ্টি গুণে পথপ্রাজ্ঞ হইয়া গমন বিষয়ের উপদেশে বিল-

ক্ষণ তৎপর হয়, সুতরাং উক্ত অন্ধের স্কন্ধে ঐ খঞ্জ ব্যক্তি আরোহণ পূর্ব্বক গমনের উপদেশ করিয়া তাহাকে চালনা করিলে অন্ধ খঞ্জের আদেশমতে চরণ চালনা করত গমন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। অতএব এরূপ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য, যে, যদিও অন্ধের দ্বারা ঐ গমন-ক্রিয়া সম্পাদন হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাকে সেই গমনের কর্ত্তা কদাচই কহিব না, যেহেতু খঞ্জ তাহার পরিচালক হইল, কেননা যে ব্যক্তি দৃষ্টিজ্ঞানরহিত উপায় নির্দ্দেশ দ্বারা চালনা না করিলে অন্ধ কখনই আদেশিত-স্থলে গমন করিয়া কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারে না। ইহাতেই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইল মায়া ঐ অন্ধের ন্যায় সুতরাং কর্ত্তা নহে। ঈশ্বর খঞ্জের ন্যায় তাহার পরিচালক হইয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তা হইতেছেন।

অনীশ্বরবাদি, তমোগুণান্ধ লোকেরা সিদ্ধান্ত পক্ষে ভ্রান্ত হইয়া নিতান্তই ধ্বান্ত দর্শন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। বোধরূপ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাহারদিগের এই ভ্রান্তি রোগের শান্তির সম্ভাবনা কিছুতেই দেখিতে পাই না, তাহারা কহে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম নাশ, এ বড় অদ্ভুত কথা, যেমন আহার ভিন্ন অনাহারে কখনই ক্ষুধা নিবারণ হয় না, যেমন সুপথ্য ভিন্ন কুপথ্য দ্বারা কখনই পীড়ার উপশম হয় না, যেমন বায়ু ব্যতীত অগ্নির দ্বারা কখনই শরীরের উত্তাপ নিবারণ হয় না, এবং যেমন আলো ভিন্ন অন্ধকারের দ্বারা কখনই নিবিড় অন্ধকার সংহার হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মের দ্বারা কখনই কর্ম্মপাশ নাশ হয় না, ইহারা স্বর্গভোগকে মুক্তি কহে, তাহাও সামান্য ভ্রম নহে, ঐ স্বর্গাদি ভোগের কারণ অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ট কর্ম্মের অধীন হইয়াছে, সুতরাং যত দিন কর্ম্ম থাকিবে তত দিন স্বর্গ নরকাদি ভোগের অন্যথা কিছুতেই হইবে না। স্বর্গবাস তাহাতেই বা বিশেষ কি ভেদ আছে? যেহেতু বিশিষ্টরূপেই সংসারযাতনা ভোগ করিতে হয়, যাহাতে পুনঃপুনঃ জন্ম, জ্বরা, মরণরূপ কষ্টের সঞ্চার রহিল, তাহাকেই মুক্ত কহিতেছে, যে বদ্ধ, সে কিরূপে মুক্ত হইবে? চমৎকার, চমৎকার! যেমন সূর্য্যকিরণে জলের ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এবং প্রপঞ্চ-স্বপ্নশরীরে মিথ্যারূপে সুখ দুঃখের ভোগাভোগ; এই সাংসারিক নানাপ্রকার ভোগাদিও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে, কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সূর্য্যকিরণকে যথার্থ সূর্য্যকিরণ, এরূপ বোধোদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনমতেই জলভ্রমের অন্যথা হইতে পারে না, কিন্তু যখন এরূপ বোধ হইবে "জল নহে" রবির কর, তখন আর ক্ষণকাল মাত্র সেই ভ্রম থাকিবে না। পরন্তু যখন এমন জ্ঞান হইবে, "এই রজ্জু রজ্জুই", ইহা সর্প নহে, তখন আর ক্ষণার্দ্ধকাল ঐ রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকিবে না। অপিচ যখন সেই স্বপ্নশরীরের অন্যথা হইয়া জীব জাগ্রতদেহে চেতন প্রাপ্ত হইবে, তখন আর স্বপ্নজনিত সুখ দুঃখের ভোগাভোগ মুহূর্ত্তমাত্র রহিবে না, এই সংসার স্বভাবতই ভ্রম মাত্র, জ্ঞান ব্যতীত সেই ভ্রমের বিনাশ কখনই হইবার নহে,—যিনি স্বকীয় শক্তি কৌশলে ভূরাদি সপ্তসংসার প্রচার করিতেছেন, সেই পরমপূজ্য পরম পরাৎপর পরমপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের অপর কোনরূপ উপায়ান্তর মাত্রই নাই, কর্ম্মে মুক্তি হয় না, ধর্ম্মে মুক্তি হয় না, সন্তানে মুক্তি হয় না, ধনে বা দানে মুক্তি হয় না, অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয়, তবে যে পুরাণাদি শাস্ত্রে বারাণস্যাদি মরণ মুক্তির কারণ শুনা যাইতেছে, তাহাও সাক্ষাৎ সাধন নহে, ফলত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানই তৎপ্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে, এই নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলাম।

আত্মা।

হর্ষপূর্ব্বক।

ও মা? তাহার পর কি হইল!

উপনিষদ্দেবী।

হাসিতে হাসিতে।

হে আত্মন্!—তাহার পর "যজ্ঞবিদ্যা" ক্ষণকাল ভাবনা করিয়া কহিলেন। হে সখি মঙ্গলে! তুমি আমাকে অনুকূলা হইয়া শীঘ্রই আপনার ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান কর, এখানে তোমার থাকাতে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাই দেখিতেছি, যেহেতু তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে আমার এই অল্পবুদ্ধি শিষ্য সকল ক্রিয়াকাণ্ডে অনাদর করিবে, বুদ্ধিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। আপনারদিগের উদ্ভবের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিবে, আমি এতকাল প্রাণপণে পরিশ্রম পূর্ব্বক পাঠার্থিগণকে যে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছি, সে সকলি পণ্ড হইবে, এতকালের ব্যাপার-ব্যূহ ব্যর্থ হইলে আমার দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার অত্যুত্তর এবং দ্বারা তাহারদিগের যে কিছু সম্ভাবিত সঙ্গতি হইয়াছে তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হইয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাতে তোমার কিছুই উপকার নাই, বস্তুত আমার অপকারের সংখ্যা হইবে না, ইহারা তোমার যে উপদেশ তাহার মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না, লাভে হইতে আমাকেই অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহিতা-বৎ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য রাজ্য ছারখার করিবে। অতএব সখি! এই ক্ষণে তোমার বিবেচনা তোমারি উপর নির্ভর করিতেছে।

আত্মা।

মাগো—তাহার পর কি হইল?।

উপনিষদ্দেবী।

হে বৎস!—যজ্ঞবিদ্যার বিনয় বচন শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিহার পুরঃসর পথে গমন করিতে করিতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রমাণরূপ এক মীমাংসাকে দর্শন করিলাম। ঐ শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি-প্রমাণের অনুগতা "কর্ম্মকাণ্ড সহচরী মীমাংসা", ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে, স্বর্গকামাদি ব্যক্তিভেদে, এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি অধিকারিভেদে অশ্বমেধাদি যাগ, আর বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিশেষের বিধি বিধানানন্তর স্নান আচমনাদি-রূপ অশেষপ্রকার অধিকারিতা-সম্পাদক অঙ্গের দ্বারা সেই ক্রিয়া কলাপ যোজনা করিতেছেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেমন পাত্র তাহাকে সেই প্রকার কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন, যেমন "অশ্বমেধযজ্ঞ", এই যাগ একজন সম্রাট ভিন্ন অন্য এক সামান্য দীনজনের দ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই দীনহীনকে অশ্বমেধ যাগের ব্যবস্থা না দিয়া তাহার অবস্থার উপযুক্ত কোন ক্রিয়া বিশেষের বিধান করিতেছেন, যাহার যেরূপ ক্রিয়ার অধিকার ও যেরূপ ক্ষমতা "কর্ম্মমীমাংসার নিকট তিনি তদনুরূপ ক্রিয়া করণের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন", উল্লেখিত কর্ম্মের অঙ্গ সকল "উপদেশ এবং অতিদেশ-প্রাপ্ত", সেই উপদেশ এইরূপ, যথা—"অনাতুর জন যেমন দিবসে স্নাত হইবেন, প্রাতেও সেইরূপ হইবেন, যিনি স্নান না করিবেন, তাঁহার কর্ম্ম সকল সফল হইবে না ইত্যাদি প্রকার"। অপিচ "অতিদেশ", এই প্রকার। যথা,—"পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অতিদেশ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে এবং দর্শপৌর্ণমাস যাগের অতিদেশ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগে, ইত্যাদি প্রকার",—

আমি ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরীর সদনে পূর্ব্ববৎ কিছুদিন বাস করণের বাসনা ব্যক্ত করাতে তিনি কহিলেন "হে কল্যাণি! তুমি কি আশে এ বাসে বাসের বাঞ্ছা করিতেছ!" আমি কহিলাম, তোমার এই পবিত্র স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কিছুদিন সেই আদিপুরুষ পরমব্রহ্মের স্তব পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, যে পরমব্রহ্ম জগতের সমবায়ি কারণ, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময়, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতেশ্বর কর্ত্তা ইত্যাদি।

আত্মা।

ও-মা!—তোমার এই কথা শুনিয়া "কর্ম্মমীমাংসা", কিরূপ উত্তর করিলেন?।

উপনিষদ্দেবী।

ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরী তৎকালে আমার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই, তিনি মনে করিলেন, "আমি বুঝি ঈশ্বরের নাম মাত্র উপলক্ষ করিয়া জীবের স্তুতি পাঠ করিতেছি", ঈশ্বরে এবম্প্রকার জীবভ্রম হওয়াতে তেঁহ আপনার উভয়পার্শ্ব অবলোকন পূর্ব্বক ইঙ্গিতক্রমে ছাত্রদিগে এরূপ কহিলেন "হুঁ, ইহাঁকে যত্নযোগে সমাদরে সংগ্রহ কর, ইনিতো আমাদের বিরোধিনী নহেন, ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপকার হইবে", যেহেতু পরলোকে কর্ম্মজনিত ফলভোগের অধিকারি জীবাত্মার স্তব করিতেছেন, অতএব ইহাঁর ন্যায় অস্মদাদির কল্যাণকর্ত্রী ত্রিরূপাত্মা আর কাহাকেইতো দেখিতে পাইনা। তচ্ছ্রবণে কোন ছাত্র আনন্দিত হইলেন।—পরে "ভূতাতিক", নামক আচার্য্য কহিলেন, ইনি জীবাত্মার স্তব করেন নাই, জীব হইতে অতিরিক্ত যে এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহারি গুণ গান করিতেছেন।—ইহাতে অপর এক ব্যক্তি কহিলেন, জীব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর সে আবার কে?—পরে "ভূতাতিক", নামক আচার্য্য হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "কর্ম্মের দর্শনকর্ত্তা কর্ম্মের ফলদাতা, এবং কর্ম্মের শাসনকর্ত্তা জীব হইতে অতিরিক্ত একজন ঈশ্বর আছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে, তুমি বুদ্ধিদোষে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া যদি সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না কর তবে তোমার সমুদয় কর্ম্মকাণ্ডই পণ্ড হইবে, কেননা যে জীব কর্ম্মের কর্ত্তা, সে স্বয়ং তাহার ফলভোক্তা বটে, কিন্তু ফলদাতা কখনই হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ মহামোহে অন্ধ হইয়াই রহিয়াছে, আপন কার্য্য আপনি কিছুই দেখিতে পায় না, আপনি কি করিল, তাহাও জানিতে পারে না, এবং যে যে কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাও তাহার স্মরণ থাকিবার বিষয় নহে, ক্ষণেক্ষণেই ক্রিয়ার ধ্বংস ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, এমত স্থলে দ্বিতীয় এক দ্রষ্টা, দাতা এবং শাস্তা পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন করিতেছে, সেই নির্লেপ সঙ্গশূন্য ঈশ্বর ব্যতীত দেহি-দিগের কর্ম্ম সকল কে দর্শন করিবেন? এবং কে তাহা স্মরণ রাখিয়া যথাযোগ্য সুবিচার পূর্ব্বক সেই ফলার্থিগণকে কর্ম্মানুরূপ উচিতমত ফল বিতরণ করিবেন? অর্থাৎ সৎকর্ম্মের পুরস্কার এবং অসৎকর্ম্মের দণ্ড বিধান কে করিবেন? ঈশ্বর ভিন্ন দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তৃত্ব অপর কাহাতেই সম্ভবেনা। যিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত, অতএব তুমি যদি জীব হইতে স্বতন্ত্র এক ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া জীবকেই ঈশ্বর বলিয়া সপ্রমাণ কর, তাহাতেও অশেষবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে, কেননা যে ব্যক্তি স্বয়ং অন্ধ তাহার দর্শনশক্তির সঙ্গতি থাকেনা, যেজন নিজে যাচক, তাহার দান-শক্তির সম্ভাবনাই কোথা? এবং যে জীব স্বয়ং সংসর্গাধীন, তাহার নিঃসঙ্গ হওয়াও সঙ্গত হইতে পারেনা, সুতরাং তুমি আপনিই আপনার উক্তির দ্বারা দোষের পাশে বদ্ধ হইতেছ, কেবল নিরীশ্বরবাদ উত্থাপন পূর্ব্বক প্রমাদ উৎপাদন করিতেছ। তোমার এই মীমাংসা মীমাংসার যোগ্যই নহে। ক্রিয়াকারি জীবগণ

অপূর্ব্বজনিত ফলভোগ করিয়া থাকে এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইলে তোমাকে প্রগাঢ়রূপে এমত প্রণিধান করিতে হইবে যে " ঐ ফলার্থি জীব কাহা কর্ত্তৃক ফললাভ করিবে? অর্থাৎ কে তাহাকে ফলদান করিবে? ,, যদি এমত সিদ্ধান্ত কর যে " জীব আপনিই ক্রিয়ার কর্ত্তা, আপনিই ক্রিয়ার ফলভোক্তা এবং আপনিই আপনার ক্রিয়াফলের দাতা ও গৃহীতা হয়েন ,, তোমার এমত এমত বিরুদ্ধ, যাহাতে শুদ্ধচিত্ত জনেরাও ভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধ ধ্বান্তকূপেই পতিত হইবেন।—কারণ জীব সকলের ফলগ্রহণে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাবতেই উৎকৃষ্ট ফল লইতে অনুরত হইবে, অমৃতফল ভিন্ন বিষফল কেহই আর গ্রহণ করিবে না। সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের উপর ইন্দ্রত্ব করিতেই অভিলাষ করিবে, যেহেতু প্রকৃষ্ট ভিন্ন কেহই আর নিকৃষ্টভোগের প্রার্থনা করে না, তাহা হইলে এই জগতের সুগতির সুসঙ্গতি বা দুর্গতি কিম্বা সঙ্গতি তাহা তুমি আপনিই বিবেচনা কর, যেমন অগ্নি ভিন্ন জলের দাহিকাশক্তি নাই, যেমন জল ভিন্ন অনলের শৈত্যগুণ নাই, যেমন ধরণী ভিন্ন পবনের ধারণাশক্তি নাই এবং যেমন বায়ু ব্যতীত অবনীর চালনা শক্তি নাই, সেইরূপ জ্ঞানময় চেতন পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অজ্ঞানাভিভূত জীবের যোগ, নিয়োগ, বিয়োগ, দান ও শাসনাদি করণের শক্তি কখনই সম্ভাব্য হইতে পারে না!

যদিস্যাৎ বল " বীজাঙ্কুরের ন্যায় সৃষ্টিপ্রণালী, অর্থাৎ অঙ্কুর হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর,—ক্রিয়া হইতে অদৃষ্ট, অদৃষ্ট হইতে ক্রিয়া, এইরূপ প্রবাহ ক্রমশই হইয়া আসিতেছে। ইহাতে বীজের আদি অঙ্কুর, কি অঙ্কুরের আদি বীজ? সৃষ্টির আদি কর্ত্তা, কি কর্ত্তার আদি সৃষ্টি? ইহা নির্ণীত হইবার নহে,—কারণ তাহার সাক্ষী কেহই নাই, কাজেই প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যক করে না। জীব আপনিই কর্ম্ম করে, আপনিই ফল ভোগ করে, তাহার কর্ত্তৃত্বশক্তি আছে বলিয়াই করিতে পারে, অপর কেহই তাহাকে কর্ম্ম করায় না ,,।

হাঁ তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রেরিকা বুদ্ধিবৃত্তির যে পর্য্যন্ত বিবেচনা-সম্পত্তি, তুমি তদনুসারেই এই আপত্তি উৎপত্তি করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার এই প্রবৃত্তি,-বৃত্তি ও-আপত্তি নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করণের সম্পত্তি সঞ্চয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—বটে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় সৃষ্টি প্রবাহ,একথা আমি স্বীকার করিলাম, আদি, অন্ত, মধ্য নিশ্চয় হয় না, কারণ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান, ঘূরিতেইছে, সুতরাং ঘোরা চাকার আদি অন্তের ঘোর-ভাঙা সহজ নহে, সে ঘোরা নয়,ঘোরাই। ফলে জ্ঞানাভাবে ঘোরাই, কিন্তু যতক্ষণ তোমার নিজের ঘোর না ভাঙিবে, ততক্ষণ সেই ঘোরের ঘোর কিছুতেই ভাঙিবে না। সে যাহা হউক, তুমি ঐ চক্রের যে একটা বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করিবে, তাহাই আদি হইবে, তদ্ব্যতীত এদিগ্ ওদিগ্ মধ্য আর অন্ত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আদি নির্ণয় কর, পরন্তু তুমি আর একটি কথা কহিতেছ, " জীবপুরুষ যখন আপনিই কর্ত্তা, আপনিই কর্ম্ম করে, তখন তাহার ফল গ্রহণ আপনিই করিবে, অন্য এমন কে আছে যে তাহাকে হাতে করিয়া ফল তুলিয়া দেবে? আরো তুমি বলিতেছ,, জীব নিজেই কার্য্য করে, কেহই তাহাকে কার্য্য করায় না, তোমার প্রথম কথা কহিবার এই মাত্র তাৎপর্য্য, " জীব স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ংই কর্ম্ম করে, ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান্ এমত শক্তি তাঁহার নাই, কাজেই জীব স্বীয় শক্ত্যনুসারেই স্বকীয় কর্ম্মের ফলভোগী হইবে,, দ্বিতীয় কথা এই, " কর্ম্মের চালনার প্রতি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ঈশ্বর মানসাসনে আরূঢ় হইয়া জীবকে যে সকল কর্ম্ম করাইবেন, জীব সেই সমস্ত কর্ম্মই করিবে,ইহাতে ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ি কর্ম্মকরণ কারণ জীব কখনই পুণ্য পাপের ভাগী হইতে পারে না। কেননা তিনি তাহাকে যেরূপ কর্ম্ম করাইতেছেন, সে তদাদেশেই সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছে, অতএব ঐ সমুদয় শুভাশুভ কর্ম্মের তিরস্কার পুরস্কার, পুণ্য পাপ, ভোগাভোগাদি যে কিছু আছে তাহা ঐ ঈশ্বরের উপরেই অর্পিত হইবে,তাহা হইলেতো ঈশ্বর অসঙ্গ ও বিকারবিহীন হইতে পারিলেন না ,,।

তোমার কথার সদুত্তর এই। জীব স্বয়ং কর্ম্ম করেনা, এবং ঈশ্বরো তাহাকে কর্ম্ম করান না, এবং জীব নিজেও কর্ম্ম করে এবং ঈশ্বরো তাহাকে কর্ম্ম করান, ইহার তাৎপর্য্য প্রাণি পুঞ্জ প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট অর্থাৎ ভাল মন্দ যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ আছেই আছে, পরস্পর সকলে আপনার অদৃষ্ট আপনি ভোগ করেই করে, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, কি ইহলোকে কি পরলোকে ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেনি দেন, চোর চুরি করিয়া নিজে কিছু নিজ-দোষের দণ্ড লইতে ইচ্ছা করেনা, কিন্তু এখানে নির্লেপ ঈশ্বরের এক চমৎকার কার্য্য কৌশল দর্শন কর, সেই তস্কর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনিই আবার আপন মুখে স্বাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দোষের দণ্ড গ্রহণ করিতেছে, উক্ত চোর পাপ করিল, সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে, এজন্য ঈশ্বর তাহাকে দোষ স্বীকার করাইয়া দণ্ড প্রদান করিলেন, সে আপনিও স্বদোষ ব্যক্ত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ দণ্ড লাভ করিল, পরন্তু কুকর্ম্মকারি কুটিল ক্রূর কুজন কদম্ব কুকর্ম্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দমনে থাকিতে পারে

না, কারণ ঈশ্বর শাসনের আসনে আরূঢ় হইয়া প্রতি নিয়তই তাহারদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছেন, তাহারা সেই অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত মনে মনে অপরাধভঞ্জন ঈশ্বরের নিকট সমুদয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, ঐ অপরাধিরা অপরাধ করিয়াছিল, এই জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় মানস যাতনা ভোগ করিতে হইল, কিন্তু করুণা ভিক্ষা করাতেই আবার উক্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কৃতি পাইল, এখানেও পূর্ব্বানুরূপ দৃষ্টান্ত সুসম্পন্ন হইল, অর্থাৎ ঈশ্বর দণ্ড দিয়া পাপ হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তাহারা আপনারাও যাতনা ভোগ রূপ দণ্ড গ্রহণ করিল, এবং করুণা ভিক্ষা ও অঙ্গীকার দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইল।

অপিচ সাধু জনেরা সুকর্ম্ম-সাধন করাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাতিশয় সুখ্যাতি ও সুরাগসূচক সুখভোগ সম্ভোগ করেন, সেই সুখ সম্ভোগ জন্য বারম্বার আবার সৎকর্ম্ম সাধনেই প্রবৃত্ত হয়েন, এই স্থলে সেই করুণাময় ঈশ্বরের করুণার কার্য্য দৃষ্টি কর, যাঁহারা সৎকর্ম্ম করিতেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারা তখনি তখনি সেই সুকর্ম্মসূচক সুরাগ ফল ভোগ করিতেছেন, ঈশ্বর পুনঃ পুনঃ তাঁহারদিগ্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তাঁহারা আপনারাও প্রবৃত্তি পাইয়া প্রবৃত্ত হইতেছেন।

যখন ইহলোকের ব্যাপারটি এই রূপ হইল, তখন পরলোকের ব্যাপার কিছু ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে।—যেব্যক্তি ইহলোকে সুকর্ম্ম করিয়াছে, পরলোকে তাহাকে স্বর্গসুখ-ভোগ সম্ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অজ্ঞানতা জন্য সে আপনি তাহার কিছুই জানেনা, কেবা ভোগ করে, আর কেবা তারেই ভোগ করায়, তাহা জানিবার বিষয় কি? কিন্তু সুকৃতি জন্য সে ব্যক্তি ঈশ্বরানুগ্রহে আপনিই যথাযোগ্য-শরীর ধারণ করে, এবং ঈশ্বরো তাহাকে সেই শরীর সম্বলিত সমুদয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ-সাধন সামগ্রী প্রদান করেন, কোন দুর্জ্জন অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সেই দুষ্কর্ম্ম জনিত অপূর্ব্ব ভোগার্থ পরজন্মে সে আপনিই অন্ধ বা খঞ্জ হয়, ঈশ্বরো তাহাকে অন্ধ কিম্বা খঞ্জ করিয়া তাহার কর্ম্মোপযুক্ত ফল দান করেন। এই প্রমাণে বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার বা ক্রিয়াজন্য অচেতন অদৃষ্টের অথবা ক্রিয়া কর্ত্তার স্বতঃ ফল প্রদানের এবং ফল গ্রহণের ক্ষমতা কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না, অতএব তুমি জীব হইতে অতীত ক্রিয়াদর্শক ক্রিয়াফলপ্রদ এবং শাসক এক ঈশ্বর যদি অমান্য কর, তবে তোমার কথিত জীবের এই স্তুতিবাদ ঘটিত পাঁজি পুঁথির সহিত যাগাদি বিধায়ক সমুদয় গ্রন্থ লইয়া এখনিই গিয়া সমুদ্র সলিলে বিসর্জ্জন কর, যেহেতু তৎপাঠে তোমার শিষ্য সমূহের স্বর্গবাস দূরে থাকুক্, ঘোরতর নরকেও নিবাস পাইবার উপায় দেখিতে পাই না।

পদ্য।

বিষময় মতে তব, বিষম বিকার।
জীবেরেই কর্ত্তা বোলে, করিছ স্বীকার॥
জীব হোতে ভিন্ন যদি, ঈশ্বর না রয়।
ক্রিয়ার প্রবাহ রক্ষা, কিসে তবে হয়?॥
স্বভাবতঃ জড় সেই,জীব অচেতন।
কেমনে করিবে এই, সৃষ্টির সাধন?॥
কার বলে বলে জীব, কার বলে চলে?।
কার বলে ভোগী হোয়ে, ভোগ পায় ফলে
যথাযোগ্য কর্ম্মে তারে, কে করায় যোগ?।
যথাযোগ্য ফল তারে, কে করায় ভোগ?॥
না জেনে নিগূঢ় ভাব, কথা কহ কত।
বিফল সে বাক্যবাদ, বাচালের মত॥
মহামোহে অন্ধ জীব, দেখিতে না পায়।
কেমনে করিবে নিজ, গতির উপায়?॥
নিজে যে যাচক হোয়ে, হাত পেতে আছে
সে কেমনে দান করে, সম্ভব কি আছে?॥
যদ্যপি জীবের কর্ত্তা, ঈশ্বর না হন।
কে করে শাসন তবে, কে করে শাসন?॥
ফলের বিধান বল, কিরূপেতে হবে?।
যথা যথা ভাগ্য ভোগ, কে করাবে তবে?॥
ঈশ্বর না মেনে তুমি, কর্ম্মে কর বিধি।
অবিধি বিধান করি, কিসে পাবে নিধি?।
না বুঝে তোমার মতে, যে করিবে মতি।
বল বল বল তার, কি হইবে গতি?॥
যেমত বলিব আমি, সে মতে না এলে।
পাঁজী পুঁথি যত আছে, জলে দেও ফেলে

বিবেক।

অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ।

" ভূতাতিক ,, নামক মীমাংসক চিরজীবী হউক্, চিরজীবী হউক, সে যথার্থ সুবোধ, সুযোগ্য ও সুপাত্র, আচার্য্যের যোগ্য বটে, আহা! পরমেশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, সে সুসাধু বচন দ্বারা অদ্য আমাকে অমৃত-সাগরে অভিষিক্ত করিল, উক্ত আচার্য্য-প্রণীত বাক্য এইক্ষণে বিচার্য্য বটে,—অতএব আমি নিগূঢ়ার্থ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

পরস্পর সহায়ভাব-প্রাপ্ত দুই পক্ষি এক বৃক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটী পক্ষী সেই বৃক্ষের পক্কফল ভক্ষণ করেন, আর এক পক্ষী ফলভোজন করেন না, অথচ তিনি ফলভোগ না করিয়াও উক্ত ভোক্তার অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও প্রকাশমান হয়েন, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিহঙ্গম স্বরূপ, ইহাঁরা উভয়েই বৃক্ষরূপ দেহ মধ্যে সততই বাস করেন, তন্মধ্যে জীবাত্মা সেই বৃক্ষবৎ দেহের স্বর্গ নরকাদিরূপ ফলভোগ করেন, পরমাত্মা কেবল মাত্র স্বাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া কালান্তরে ঐ স্বর্গ নরকরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।

এই স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপ বর্ণনা করণের অভিপ্রায়, যে, পাখি যেমন শাখির মধ্যে থাকিয়াও তাহার সহিত একভাবে লিপ্ত নহে, সেই রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেহে বাস করিয়াও সেই দেহের সহিত লিপ্ত নহেন। সুতরাং পক্ষিরূপে বর্ণিত হইলেন।

পরন্তু দেহকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করণের তাৎপর্য্য এই, যে, বৃক্ষকে যেমন ছেদন করা যায়, দেহকেও সেইরূপ ছেদন করা যায়।

আত্মা।

ও-মা তাহার পর কি হইল?

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! আমি সেই মীমাংসার নিকটহইতে বিদায় হইয়া কিয়দ্দূরে গমন করত বহু পুস্তক কর্ত্তৃক উপাস্যা " ন্যায়বিদ্যা,, " বৈশেষিক বিদ্যা,, "সাংখ্যবিদ্যা,, এবং "পাতঞ্জল-বিদ্যাকে,, দর্শন করিলাম। ইহাঁরা পরস্পর স্ব স্ব মতের উন্নতি সাধন ও বাহুল্যরূপ বিস্তার করণার্থ বিশেষতর ব্যাকুল হইয়া নিয়তই কেবল বক্তৃতা করিতেছেন।

আত্মা।

ইহাঁরাদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদাভেদ কি?

উপনিষদ্দেবী।

ন্যায়দর্শন বলেন, " জগৎ সত্য ,, পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ, ঈশ্বর কেবল মাত্র " নিমিত্ত কারণ ., সেই ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়, জীব সকলেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন।

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জগৎ নিরূপণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরূপণ,—তৎফল মুক্তি; সেই মুক্তি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখ সকলের সমূলে নাশ; মুক্তি হইলেও জীব সকল পরস্পর আপনারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ন্যায়বিদ্যার সহিত বৈশেষিক বিদ্যার সমুদয় অংশেই ঐক্য আছে, প্রায় এক-মত, কেবল ন্যায়-শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ কল্পনা করিয়া তাহাতে সমুদয় জগৎ নিরূপিত হইয়াছে, বৈশেষিক দর্শনে ছয়টিমাত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু নিরূপিত হইতেছে।

সাংখ্যবিদ্যা বলেন " জগৎ সত্য এবং নিত্য, জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র, প্রকাশিত ও সঙ্কুচিত কূর্ম্মশরীর কিম্বা পটের ন্যায়, সংসারের কারণ এক মাত্র প্রকৃতি, তিনিই সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মিকা নিত্যা ও অচেতনা, পুরুষ অর্থাৎ জীব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, নিত্য ও চেতন, পদ্মপত্রস্থ জলবৎ নির্লেপ, অকর্ত্তা ও অভোক্তা, প্রকৃতি এবংপুরুষের সংযোগ হইতেই সংসারের আবির্ভাব হয়, প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ হওনের নামই মুক্তি, এই জীব ভিন্ন দ্বিতীয় এক ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন করেনা, ইঁহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কল্পনা করিয়া চেতন এবং অচেতন সমস্ত বিশ্বই নিরূপণ করিতেছেন।

পাতঞ্জলবিদ্যার প্রায় সমুদয় অংশই উক্ত সাংখ্যবিদ্যার সহিত তুল্য, ইহাঁরা কেবল পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন পুরুষ বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন, এবংঅষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই মুক্তি হয়, নচেৎ হয় না, ইহাই বলেন।

আমি সর্ব্বাগ্রে যে মীমাংসাবিদ্যার বাসে গমন করিয়াছিলাম, তাঁহার বিষয় যদিও পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি, তথাচ পুনরায় সংক্ষেপ মাত্র কহিতেছি, তাঁহার এইরূপ মত " জগৎ সত্য, জীবের অদৃষ্ট দ্বারাই জগৎ উৎপন্ন হয়, জীব সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, সেই জীবগণ কর্ত্তা ভোক্তা, চেতন এবং পরলোকগামি, তৎফল, বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই স্বর্গ, অবৈধ কর্ম্ম করিলেই নরক হয়, স্বর্গ ভোগ মাত্রই মুক্তি, তদ্ভিন্ন আর মুক্তি নাই, জগৎ কারণং ঈশ্বরো নাস্তি। এই মতের " ভূতাতিক ,, নামক আচার্য্য কর্ম্মফলের দ্রষ্টা, প্রদাতা ও শাস্তারূপ এক ঈশ্বর স্বীকার করেন।

আত্মা।

ও-মা! মীমাংসার কথা পুনর্ব্বার আর কহিবার প্রয়োজন করেনা,এইক্ষণে ন্যায়, বৈশেষিক,সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই চারি জনের মধ্যে পরস্পর কিরূপে বিবাদ বিসম্বাদ, প্রমাদ ও আলাপ আহ্লাদ প্রমোদ প্রবাদ সম্পন্ন হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ কর।

উপনিষদ্দেবী।

বৈশেষিকবিদ্যা অভাব-পদার্থ মানেন না, ন্যায়বিদ্যা তাহা মানাইবার জন্য বিস্তর বিতণ্ডা করিতেছেন, সাংখ্যবিদ্যা কহিতেছেন, তোমাদিগের এরূপ বিবাদ করণের প্রয়োজন কি? মূলপ্রকৃতির কার্য্যরূপ এই দেহ, এই দেহ হইতে পুরুষকে ভিন্নরূপ জ্ঞান কর, তাহা হইলেই তোমাদের পুরুষার্থ লাভ হইবে। পাতঞ্জল বিদ্যা কহিতেছেন, বটে বটে, তোমরা যেরূপ কহিতেছ, তাহা এক প্রকার বটে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধন পুরুষকে করিতে হয়, তাহার অভাবে কখনই সংসারমোচন হইতে পারে না।

পরস্পর এবম্প্রকার বিবাদ হওনের কালে আমি নিকটে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন।—হে, কল্যাণি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তাহাতে আমি কিছু কাল তথায় বসতির প্রার্থনা প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শ্লোক পাঠ করিলাম। যথা।—" আমি সেই পুরুষকে প্রতিপন্ন করিতেছি, যিনি এই জগতের উপাদান কারণ ইত্যাদি,,।

এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই " বৈশেষিকবিদ্যা,, ও " ন্যায়বিদ্যা,, আমার প্রতি অতিশয় উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, আহা! তোমার কি ভ্রান্তি!—তুমি নিতান্তই বোধবিহীনা, কিছুই জাননা, কাণ্ড-জ্ঞান মাত্রই নাই,—পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়,সেই পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র।—যেমন ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি দণ্ডচক্র প্রভৃতি, ইহাও সেইরূপ, অনন্তর

" সাংখ্য এবং পাতঞ্জল শাস্ত্র কহিলেন ,, ওরে পাপিয়সি! তুই কি বলিলি? তোর বাক্য প্রমাণে যে নির্ব্বিকার ঈশ্বরের বিকার স্বীকার করা হইতেছে, আমরা কি প্রকারে ইহা গ্রাহ্য করিতে পারি? কারণ তোর কথা অত্যন্তই অসঙ্গত, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, সে বিকৃত হওত ঘটরূপে উৎপন্ন হইয়া আপনি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আপনিও বিনষ্ট হয়েন? এই উক্তিই বা কে গ্রাহ্য করিবে? কেননা তোর মতে ঈশ্বর বিকারী ও নশ্বর, অতএব শোন্ বলি, তোর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছি, ত্রিগুণাপ্রকৃতি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়, তিনিই তাহার উপাদান-কারণ, তুই বাচালের মত আগড়্ বাগড়্ মিছে কেন বকিতেছিস্?,,।

পদ্য।

কোথা হোতে এলে বল,তুমি কার ললনা?
আলাত,পালাত, মিছে, কি বলিছ, বলনা?
মিছে কথা কোয়ে কর, মিছেমিছি ছলনা
জগতেরে মিথ্যা বোলে, করিতেছ ছলনা॥
ঈশ্বরে নশ্বর বোধে, নাস্তিকতা দলনা।
সত্যেরে অসত্য বল, সোজাপথে চলনা॥
প্রকৃতিপ্রধানা পরা, পাদপদ্মে-চলনা।
ত্রিগুণার তত্ত্ব জেনে, তত্ত্বমদে টলনা॥
বিচার বিচার দিব, বিচার কি ছলনা?।
পরম-পীযূষ-রসে, ভ্রমে কভু গলনা॥

বিচারের শাণে তুলে, বোধ-অস্ত্র শাণনা।
ধরিয়া প্রমাণ-পাশ, যুক্তি-রথ টাননা॥
সত্যেরে অসত্য বল, মিছে ভান ভাননা।
প্রমাণ প্রত্যক্ষ যাহা, তুমি তাহা মাননা॥
প্রকৃতির প্রেমরস, অন্তরেতে আননা।
ভ্রমেতে হরিছ কাল, কিছুমাত্র জাননা॥

বিবেক।

কি আশ্চর্য্য! দুর্ম্মতি তর্কবিদ্যারা আবার বাচালতা পূর্ব্বক বেদান্ত সিদ্ধান্তের উপর বৃথা বিতণ্ডা উপস্থিত করে। তাহারা জানেনা যে, বস্তুমাত্রই কার্য্য। কখনই কারণ নহে, কেবল এক ঈশ্বরমাত্রই সকলের কারণ, তবে ঈশ্বরতত্ত্বের অজ্ঞানদশাতে পরমাণুকে কারণ বলিলে আমারদিগের কোন কথা কহিবার আবশ্যক করেনা। কেননা তাহাতে উভয় মতের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকে না। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে সকল বস্তুই অলীক, যেমন একটি শরীর, সেই শরীর শব্দে দেহকেই বুঝিতে হইবে। বস্তু বিচার পূর্ব্বক দর্শন কর, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কক্ষ, বক্ষ, অঙ্গুলি,প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিয়াই একটি দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেই অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, এই দেহকে কোটি কোটি ভাগে যত খণ্ড খণ্ড করিবে ততই আকৃতির বিকৃতি হইবে, এইরূপে ক্রমেক্রমে অবয়বের অন্যথা হইলে তখন আর সেই শরীর "দেহ নামে,,বাচ্য হইবেনা। অতএব অবয়ববিশিষ্ট এই জগৎ এবং এই জগতে অবয়বি যত কিছু আছে,সে সকলি অসত্য ও নশ্বর, কেননা ভিন্ন ভিন্ন করিলে আর অবয়ব থাকেনা।

বেদান্তবিরোধি ভ্রান্ত সকল এরূপ সিদ্ধান্ত করে " এই সংসারকে কি প্রকারে মিথ্যা কহিব? যেহেতু প্রত্যক্ষরূপেই সত্য সন্দর্শন করিতেছি, ঘটাদি বস্তু সকলের দ্বারা অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, যাহার দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কখনই মিথ্যা বলা যাইতে পারেনা, যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই আছে,যেমন ঘোটকঅণ্ড, আকাশকুসুম, কিন্তু পক্ষিডিম্ব, বৃক্ষের ফুল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, কেননা চক্ষের দ্বারা ডিম্বের, ঘ্রাণের দ্বারা পুষ্পের সত্যতার প্রতি প্রত্যয় জন্মিতেছে, এই শরীরের প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই গমন, গ্রহণ, ধারণ, দর্শন, শ্রবণ, এবং কথনাদি সমস্ত প্রকার কর্ম্মই সিদ্ধ হইতেছে,-জল,স্থল, পবন, অনলাদি প্রত্যক্ষীভূত হইয়াই স্বস্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, অতএব এই সকল মিথ্যা হইলে ইহারদিগের কার্য্য সকল কখনই সত্য হইত না, একারণ আমরা বেদান্ত দর্শনের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।,,

ইহার উত্তর, বেদান্ত যাহা বলেন, তাহাই সত্য,-তাহাই সত্য,-সত্য সত্য। সেই নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, জগন্মিথ্যা, তিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত "উপাদান কারণ, লূতা তন্তুর ন্যায়, যেমন মাকড়সার সূত্র মাকড়সার সঙ্গেসঙ্গেই থাকে, তদ্রূপ জগদীশ্বর জগতের সঙ্গেই আছেন, " সমবায়ি কারণ,, যেমন সূত্র বস্ত্রের প্রতি,-মৃত্তিকাঘটের প্রতি, "অসমবায়ি কারণ,, যেমন বস্ত্রের শুভ্রতার প্রতি সূত্রের শুক্লতা ইত্যাদি।

" নিমিত্ত কারণ ,, যেমন তন্তুবায় প্রভৃতি. "বিবর্ত্ত উপাদান,, যেমন সর্পের প্রতি রজ্জু কারণ,সেইরূপ সত্য যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা জগতের প্রতি কারণ। এই শাস্ত্রের ফল মুক্তি,প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য। ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করণের নাম "মুক্তি,, সংসারদশাতে জীব সকল পরস্পর ভিন্নভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন, সেই ভেদ "ঔপাধিক,, অর্থাৎ যেমত "ঘটাকাশ,, "পটাকাশ,, এবং "মঠাকাশ,, আর ঐ অবস্থাতেই ঈশ্বরের " স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ,, রূপ উপাধিবশতঃ বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর আখ্যা, এবং জীবের " স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ,, রূপ উপাধি বশতঃ " বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ,, আখ্যা কল্পিত ও স্বীকৃত আছে, সুতরাং বেদান্তের কথায় কোন সংশয় দেখিতে পাইনা।

ইহারা কহে প্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষ।--সেই প্রত্যক্ষটি কি? কেবল ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ মাত্র,-এইস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা সূর্য্যদেবকে অতিশয় ক্ষুদ্র দেখিতেছি, বাস্তবিক সে সূর্য্য কিছু ক্ষুদ্র নহেন, তিনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, জ্যোতিষের দ্বারা তাহা

স্থিররূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভ্রমাত্মক-প্রত্যক্ষ হইতে শব্দপ্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া কাজেকাজেই মান্য করিতে হইল, যেব্যক্তি চক্ষুরোগে রুগ্ন, সে শঙ্খকে পীতবর্ণরূপে দেখিতে পায়,এইস্থানে তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক. হইতেছে, কেননা যাহার চক্ষে কোনরূপ পীড়া নাই সে শুভ্রবর্ণ শঙ্খকে শুভ্রই দেখিয়া থাকে।

ইহারা ঘটপটাদি যাহা সত্য কহিতেছে, সে সমস্তই অসত্য, ভ্রম মাত্র।

সত্যেতে অসত্য ভ্রম এই জগৎ, রজ্জু সর্প-বৎ।

সত্য তিন প্রকার।

১। পারমার্থিক সত্যতা,ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মতেই আছে,কোনকালেই যাহার বিলোপ হয় না। ১

২। ব্যবহারিক সত্য, আকাশাদি এবং ঘটপটাদি, ইহা সংসারদশা পর্য্যন্তই সত্য। ২

৩। প্রাতিভাসিক সত্য। শুক্তিতে রজত ভ্রম. রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এই ভ্রম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই সত্য বোধ থাকে, ভ্রম ভঙ্গ হইলেই যে মিথ্যা সেই মিথ্যা,—ঝিনুককে রূপা এবং রজ্জুকে সর্প এই ভ্রান্তি দূর হয়, ব্রহ্মেতে যে সত্যত্ব আছে, জগতে তাহা নাই।

যে মনুষ্য মাল্যকে মাল্য দেখে, তাহার মালায় সর্প ভ্রম কেন হইবে? যে মানব ঝিনুককে ঝিনুক দেখে, তাহার ঝিনুকে রৌপ্য ভ্রম কেন হইবে?-যে ব্যক্তি ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কৌশল জ্ঞাত আছে,ভোজবাজীতে তাহার সত্যভ্রম কেন হইবে? সেইরূপ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া সংসারকে মিথ্যারূপে দেখিতে পায় তাহার সেই মিথ্যা সংসারে সত্যভ্রম কেন হইবে? যেমন জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র এবং স্বপ্ন-জন্য নানাবিধ দর্শনাদি আরোপিত বস্তুমাত্র।-অজ্ঞানদশাতেই সত্যের ন্যায় দেখায়, তাহার যথার্থ জানিতে পারিলে আর সেভাব থাকে না,-সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ অবধি সকল বস্তুই সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, অতএব অলীক পদার্থ সমুদয় কিরূপে জগতের কারণ ও সত্য হইতে পারে? সাংখ্য ও পাতঞ্জল কহে "প্রকৃতিই এই জগতের "সমবায়ি-কারণ,, কারণ যদি ব্রহ্ম এই অচেতন ক্ষণভঙ্গুর বিকারি জগতের সমবায়ি কারণ হইতেন তবে অবশ্যই তিনিও অচেতন, ক্ষণনাশ্য এবং বিকারী হইতেন,।

একথার উত্তর করিতে হাসিই আসে, "সমবায়ি,, অর্থাৎ "উপাদান কারণ" দুই প্রকার "পারিণামী উপাদান, এবং "বিবর্ত্ত উপাদান,,।

পরিণামী উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যে কারণটী স্বীয় কার্য্যের তুল্য স্বভাব হয়, যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা, কুণ্ডলের প্রতি স্বর্ণ, বস্ত্রের প্রতি সূত্র এবং ভস্মের প্রতি কাষ্ঠ।

"বিবর্ত্ত উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যাহার স্বভাব কার্য্যের স্বভাব হইতে বিলক্ষণ হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি স্থলে, শুক্তিতে রজত ভ্রান্তিস্থলে, মরীচিকাতে জল ভ্রান্তিস্থলে,সর্প, রজত,ও জলের প্রতি রজ্জু, শুক্তি, এবং মরীচিকার "উপাদান কারণ,,দুষ্ট হয়, সুতরাং বেদান্তমতে এই জগতের প্রতি ব্রহ্ম "বিবর্ত্ত উপাদান,, হওয়াতে তিনি কখনই বিকারি, ক্ষণভঙ্গুর এবং অচেতন হইতে পারেন না, যেমন ঐ রজ্জু প্রভৃতি ঐ মিথ্যা সর্পাদির কারণ হইয়াও তাহারদিগের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের বিকার কিরূপে হইবে? দেখ, বিশ্বব্যাপক আকাশের যৎকিঞ্চিৎ স্থান নবনিবিড় নীলনীরদ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহাতে আকাশের কি বিকার হয়? ক্ষণমাত্র বায়ুর বেগে সেই মেঘ চালিত হইলেই পুনর্ব্বার সেই বিশুদ্ধ আকাশ পূর্ব্ববৎ বিমলরূপে অবস্থান করে,—তাহার রূপান্তর কখনই হয় না, সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ ভাগ আবরণ করিয়া মায়া জগৎসৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সেই পরম পরাৎপর পুরুষ কি বিকারী হইবেন? তাহারা এ আশঙ্কা কেন করে?।

পাঁচদর্শনের মতে জীব সকল ভিন্ন ভিন্ন,বেদান্তমতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নয়, ইহাতে অন্যান্য দর্শন এরূপ আপত্তি করে "যদি জীবগণ অভিন্ন হইত, তবে এক জীবের সুখে দুঃখে, ক্রিয়াতে, এবং ক্রিয়াজন্য ফললাভে সকল জীবেরি সুখ, দুঃখ, ক্রিয়া, ও ক্রিয়াজন্য ফল লাভ হইতে পারিত। যখন তাহা কখনই হয়না, তখন জীব সমুদয় পরস্পর ভিন্নভিন্ন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।,,

উত্তর,—বেদান্তমতে যদিও জীবের আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ ভেদ না থাকুক, তথাপি সংসারদশাতে ইহারদিগের ঘটাকাশ, পটাকাশ এবং মঠাকাশের ন্যায় উপাধি ভেদ থাকাতে ইহারা পরস্পর ভিন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে পৃথক্‌পৃথক্‌রূপে সুখ, দুঃখ,ক্রিয়া,এবং ক্রিয়াজন্য ফলভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং একের সুখ দুঃখাদিতে অন্যের সুখ দুঃখাদি হওনের সম্ভাবনাই রহিলনা,—যেমত ইহারা পরস্পর ঔপাধিক ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে,তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ না করে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াই গণ্য আছে।

পদ্য।

সত্য এক বস্তু বিনা, মিথ্যা সমুদয়।
জগতে যে কিছু দেখ, সব ভ্রমময়॥
ঘট, পট, আদি করি, দৃশ্য যাহা হয়।
মায়ার বিকার ছাড়া আর কিছু নয়।
যত দেখ অবয়ব, শেষে নাহি রয়।
যত তারে ছেদ কর, তত পাবে লয়॥
অবোধের সেই বোধ, মায়ার বিক্রম।

যতক্ষণ সেইভাব, ততক্ষণ ভ্রম॥
ভ্রম পাশ, হোলে নাশ, থাকেনা বিকার।
সহজেই করে সেই, সত্যের স্বীকার॥
স্বভাবেতে সত্য যেই, অমল অভ্রম।
কিছুতেই তার আর, নাহি ব্যতিক্রম॥
ভ্রম ঘুচে তত্ত্ব জ্ঞান, পেয়েছে যেজন।
এক বিনা করে সব, মিথ্যা দরশন॥
ভূতের সংসার খেলা, সত্য যদি হয়।
ইন্দ্রজাল, ভোজ বাজী, সত্য কেন নয়?॥
অবয়ব দেখে যদি, সত্য বল তবে?।
স্বপনের কার্য্য যত, সত্য হোতো তবে?॥
কতরূপ ভাব ধর, দেখিয়া স্বপন।
জাগিলে ঘুমের ঘোর, সে ভাব কেমন?॥
স্বপনে আপন ভাব, অগোচর কার?॥
মিথ্যায় সত্যের ভাব, সেরূপ প্রকার॥
যতক্ষণ ঝিনুকের, বোধ নাহি হয়।
ঝিনুকে রজত ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥
যতক্ষণ রবিকর, বোধ নাহি হয়।
রবিকরে জল ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥
যতক্ষণ মালারে না, মালা বোধ হয়।
মালাতে সর্পের ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥
এজগৎ সত্য বোধ, ততক্ষণ রয়।
যতক্ষণ তত্ত্ব জ্ঞান না হয় উদয়॥
কারে বা অভ্রম করি, কে আছে অভ্রম॥
যত দিন ভ্রম থাকে, ততদিন ভ্রম॥
ভাগ্য-ভোগ করিতেছে, ধরিতেছে বেশ।
ভ্রম গেলে ভ্রমণের একেবারে শেষ॥

এই কথা" ন্যায় ন্যায়,, কহিতেছে ন্যায়।
ন্যায় যদি, ন্যায় বলে, তবে বলি" ন্যায়,,॥
এজগৎ সত্য বোধ, হোলে তার মতে॥
অন্যায় অন্যায় আর, কে আছে জগতে?।
পরমাণু " হেতু বলি, করিতেছে জারি।
নির্গুণে সগুণ বলে, গুণতার ভারি॥
ন্যায় ন্যায় উপদেশ, না ন্যায়, না ন্যায়।
সে বলুক,ন্যায় ন্যায়, আমি বলি ন্যায়॥
বলে বলে ন্যায়, ন্যায়, ফলে ন্যায়, নয়॥
অন্যায় বলিবে কেন, ন্যায় যদি হয়?॥
ন্যায়ের বিচার নয়, ন্যায়ের বিচার।
দর্শন কেমনে বলি, দর্শন কি তার?॥
সুদর্শন চক্রবৎ, চক্র করি রয়।
সে দর্শন, কুদর্শন, সুদর্শন নয়॥

" বৈশেষিক,, নাহি মানে অভাব পদার্থ॥
স্বভাবে অভাব তার, জানিবে যথার্থ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ,, বলি, প্রমাদ ঘটায়॥
স্বভাব কি ভাব তাহা, দেখিতে না পায়॥
একে অন্ধ, দেখে ধন্ধ, দ্বন্দ্ব তাই মনো
অসার ছাড়িয়া সার, দেখিবে কেমনে?॥
গোটা কত কথা নিয়ে,নিজ মতে চলে।
মোটামুটি বোধ তাই, মোটামুটি বলে॥
নয়নের জ্যোতি যার, নাহি থাকে ভালো।
কালোরে সে শাদা দেখে,শাদা দেখে কালো
ভ্রমের প্রত্যক্ষ যাহা, সে নহে প্রত্যক্ষ॥
ভাল বলি ভ্রমহীন,প্রমাণ পরোক্ষ॥
সূর্য্যের শরীর বড়, পৃথিবীর চেয়ে।
কত ছোটো দেখা যায়, দেখদেখি চেয়ে॥
ক্ষুদ্র রূপে তুমি কর, রবি দরশন।
এবোলে কি গ্রাহ্য হবে, তোমার বচন?॥
তপনের তনু যদি, ক্ষুদ্র, বল, বলে।
জ্যোতিষের শাস্ত্র তবে,পোড়াও অনলে?॥
আপন প্রমাণে করে, প্রমাণ প্রমাণ।
মনে ভাবে রবি ছবি,থালার সমান॥
স্থির জ্ঞানে নাহি করে, বস্তু নিরূপণ।
শুনিবার যোগ্য নহে, তাহার বচন॥
কত তার বোধ হবে, সে দিনের বালা।
ছেলেমুখে, বড় কথা, এ, যে, বড় জ্বালা॥
চেতন হইয়া যার, চেতন না রয়।
অচেতনে সচেতন, ভ্রমে সেই কয়॥
সাংখ্য আর পাতঞ্জল, যত কিছু কয়।
শুনিবার যোগ্য তার, কোন কথা নয়॥
স্বভাবত দেখি যার, বিষম বিকৃতি।
কেমনে কারণ তবে, হইবে প্রকৃতি?॥
কিরূপে সে মূল হবে, স্বভাবে যে স্থূল?।
স্থূল নিয়ে মূল বলে, এ, যে, বড় ভুল॥
চেতনের ধর্ম্ম যাহা, চেতনেই রয়।
অচেতনে কিসে তার, সম্ভাবনা হয়?॥
অনলের ধর্ম্ম যাহা, থাকেই অনলে।
অনলের গুণ কভু, নাহি হয় জলে॥
জলের যে ধর্ম্ম তাহা, জলেতেই রয়।
জলের শীতল গুণ, অনলে না হয়॥
কুসুমেই বাস করে, কুসুমের বাস।
পাষাণে কি হয় তার, আমোদ প্রকাশ?॥
ধরার ধারণা ধর্ম্ম, ধরাই তা ধরে।
বায়ুর চালনা গুণ, বায়ুতে বিহরে॥
করের যে গুণ তাহা, নিজে ধরে কর।
কর নহে চরণের, গতি-গুণধর॥
নাসার যে ঘ্রাণ গুণ, নাসাতেই রয়।
নয়নের জ্যোতি গুণ, নাসায় না হয়॥
রসনার রসগুণ, না পায় শ্রবণ।
রসনা করেনা কভু, বচন শ্রবণ॥
স্বভাবের ধর্ম্ম যাহা, হয় এই রূপ।
কার সাধ্য করে সেই, স্বরূপ বিরূপ॥
চেতনের জ্ঞান ধর্ম্ম, চেতনেই আছে।
অজ্ঞানের শক্তি কোথা,যায় তার কাছে?॥
ভ্রমেও এভাব মনে, এনোনা এনোনা।
প্রকৃতিরে মূল বোলে, মেনোনা মেনোনা॥
গোলে মিশে কোলে তারে টেনোনা টেনোনা
এক মাত্র সত্য বিনা, জেনোনা জেনোনা॥

ক্রিয়ার চালনা শুধু, করিছে মীমাংসা।
নাহি বোঝে মাতা মুণ্ড, করে কি মীমাংসা?॥
জগতের মূল সেটী, কিছুই জানেনা।
জীবেরে সে"কর্ত্তা,, কহে, ঈশ্বর মানেনা॥
প্রদীপ নির্ব্বাণ করি, অন্ধকারে চলে।
দ্রষ্টা নাই,দাতা নাই, শাস্তা নাই বলে॥
আপনারে আপনি, যে, দেখিতে না পায়।
সে জন অন্যেরে পথ, কেমনে দেখায়?॥
বাচালতা বলে বলে, বচন সকল।
"নিজেজীব, ক্রিয়া করে, নিজে লয় ফল,,॥
ক্রিয়ার বন্ধন যায়, ক্রিয়াতে কাটিয়া।
রোগের বিনাশ হয়, কুপথ্য করিয়া॥
রাম রাম, পেট ফাটে, হাসিতে হাসিতে।
অন্ধকারে অন্ধকার, সে চায় নাশিতে॥
ভোগেতে ভোগের শেষ, হবার যা নয়।
আলো বিনা অন্ধকার, নষ্ট নাহি হয়॥
যত দিন সুস্থ নয়, তত দিন রোগ।
যতদিন কর্ম্ম আছে, তত দিন ভোগ॥
ক্রিয়াপাশ, হোলে নাশ, ভোগ নাহি রয়।
ফলের যে ফল, তার, ফলে পরিচয়॥
ফল পেতে, হাত পেতে, রয়েছে যে জন।
না দিলে সে, নিজে করে, কেমনে গ্রহণ?॥
ফল নিতে শক্তি যদি, না রহিল তার।
কাজেই করিতে হবে, ঈশ্বর স্বীকার॥
সকল ক্রিয়ার সাক্ষী, হোয়ে ভগবান।
করেন উচিত মত, ভোগের বিধান॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন, করি তাঁর ধ্যান।
সংসার নাশের অসি, যাঁর তত্ত্বজ্ঞান॥
"তুতাতিক,, নামধারী, মীমাংসক যেই।
আশীর্ব্বাদ করি, হোক, চিরজীবী সেই॥
এমতে সুবোধ কেহ, নাহি তার মত।
কিছু কিছু শুনিবার, যোগ্য তার মত॥
কথার মতন তার, গুটিদুই কথা।
"কাণামামা,, ভাল তথা "নেইমামা,, যথা॥

পুরুষ অর্থাৎ আত্মা।

হর্ষপূর্ব্বক।

আহা আহা;—তুমি কি সুমধুর বচনসুধা দান করিয়া আমার সংশয় ক্ষুধা নিবারণ করিলে,—ও-বিবেক! বাপু তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক! ও-মা উপনিষদ্দেবি! তাহার পর কি হইল?

উপনিষদ্দেবী*।

হে পুরুষ!—পরে সেই তর্কবিদ্যা প্রভৃতি সকলে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমার প্রতিকূলে ধাবমানা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ অমনি প্রস্থান পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎপরে আমি যখন মন্দরপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির সমীপে আগমন করি, তৎকালে সেই পাষণ্ডেরা অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ব্বক আমার করদ্বয়ের মণিময় অলঙ্কার† ভগ্ন করিল, গলদেশের মুক্তামালা‡ টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এবং কেশাকর্ষণপূর্ব্বক মস্তকের চূড়ামণি§ গ্রহণ করিল, দুঃখের কথা অধিক কি নিবেদন করিব?—অবশেষে আমার অঙ্গের পট্টবস্ত্রখানি‖ পর্য্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অপহরণ করিল। পরন্তু এই দুর্ঘটনার সময়ে আমার পায়ের¶ নূপুর দুগাছা পর্য্যন্ত রহিল না, ভূমিতলে খসিয়া পড়িল।

*—উপনিষৎ "—এই শব্দের অর্থ, ব্রহ্মবিদ্যা, ইহাকে স্ত্রী রূপে বর্ণনা করা কেবল রূপক মাত্র, সেই রূপক রচনার মর্ম্ম ইহার হস্ত পাদাদি অঙ্গ ও আভরণাদি প্রত্যঙ্গ, এই সমস্তকেও অবশ্যই রূপক কহিতে হইবে, এতজ্জন্য উপনিষদ্দেবীর বাহু দ্বয় শব্দে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, দুই প্রকার উপাসনা হস্ত রূপে বর্ণিত হইল।

† মণিময় অলঙ্কার "—এই শব্দে নানাবিধ ভাব প্রকাশ রূপ উক্ত কর যুগের আভরণ, তাহাও ভগ্ন করিল,—অর্থাৎ মীমাংসক এবং নৈয়ায়িকেরা বিবাদ করিয়া তাহা খণ্ডন করিল।

‡ মুক্তাহার শব্দে, শম, দম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্বগুণের কার্য্য, তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিল, অর্থাৎ নিরাকরণ করিল।

§ মস্তকের মণি—এই শব্দে "নির্গুণ পরব্রহ্ম" তাহার আকর্ষণ অর্থাৎ তাহা না মানিয়া সগুণ ব্রহ্ম স্থাপন করিল।

‖ গাত্রের আবরণ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া হরণ করিল, অর্থাৎ আবরণ বিক্ষেপ শক্তিবিশিষ্ট মায়াবাদ খণ্ডন করিল।

¶ পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল, অর্থাৎ আমাতে যে সকল পদ আছে, তাহার উদাত্ত, অনুদাত্ত, আদি স্বরভেদে যে আলাপ তাহাও রহিত করিল।

বিবেক।

অতিশয় কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা।

হে প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরি!—মরি-মরি, আহা! আহা-সেই দুরাচারেরা তোমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? তুমি তাহার পর কি করিলে?।

উপনিষদ্দেবী।

হে হৃদয়বল্লভ-প্রাণেশ্বর!—তাহার পর গদাহস্ত কতকগুলীন পুরুষ সেই ভগবানের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ঐ নির্দ্দয় দুর্জ্জনদিগ্যে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিল, ঐ প্রচণ্ড প্রহারে প্রচুর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত পাষণ্ডপুঞ্জ দিগ্‌দিগন্তর প্রস্থান করিল।

আত্মা।

হাস্যবদনে।

সাধু সাধু, সেই গদাহস্ত পুরুষেরাই সাধু।

বিবেক।

হে প্রণয়িনি!—যে জঘন্য জনেরা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, ভগবান কখনই তাহার ভাল করেন না, অবশ্যই মন্দ করেন।—হে হৃদয়রঞ্জিনি! বল বল, তাহার পর তুমি কোথায় গমন করিলে?

উপনিষদ্দেবী।

পরে আমি অতিশয় ভীতা হইয়া গীতা নামী সুতার সদনে গমন করিলাম, আমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে সেই কন্যা অতিশয় কাতর হইয়া সজলনয়নে কহিল "ও-মা ও-মা! এ-কি? এ-কি? তোমার এমন দুরবস্থা কেন?"—অনন্তর আমি সেই কন্যাটিকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া অনেকক্ষণ পরে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম,—আমার সমুদয় অবস্থা শ্রবণ করিয়া কন্যা কহিলেন, "মাগো তুমি স্থির হও, স্থির হও, আর অনর্থক খেদ করিলে কি হইবে? যে সকল অসুরজনেরা তোমাকে প্রণাম না করিয়া প্রকাশিত হইবে, শ্রীশ্রীভগবান স্বয়ং তাহারদিগের শাসন করিবেন, তিনি আপনিই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন "যে সকল দুর্ব্বোধ কুটিল নরাধম জনেরা সর্ব্বদা দ্বেষ করে, আমি তাহারদিগ্যে অতি হেয় আসুরি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করি।"

আত্মা।

ও মা—তোমার প্রসাদে আমি অনেক বিষয় অবগত হইলাম, এইক্ষণে "ঈশ্বর" কি বস্তু, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিতরূপে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর?।

উপনিষদ্দেবী।

হাসিতে হাসিতে!

হে আত্মন্!—যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, আমি কি প্রকারে তাহার "আত্মবোধ" করাইব? আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, আপনিই সেই আপনি।

আত্মা।

ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক।

তবে কি আমিই ঈশ্বর? ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

উপনিষদ্দেবী।

হে পুরুষ, তুমিই ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব শ্রবণ কর।

সেই নিত্য পুরুষ পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন নহেন? তুমিই তিনি-তিনিই তুমি—তুমিই তুমি। তুমিও সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। তোমরা উভয়েই এক পদার্থ, কেবল অনাদি মায়া-দ্বারা সেই পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন হইয়াছেন, যেমন সূর্য্যদেব জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনাকে দুই প্রকার দেখাইতেছেন, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কারণ এক বস্তু দুই রূপে দেখা যাইতেছে।

গীত।

হায় কারে কব, হোয়ে ভবধব,
আপনি পড়েছ ভববন্ধনে।
নিজে পোড়ে বাঁধা, দেখিতেছ মাঁধা,
আপনি আপনা জড়েনা মনে॥
বিস্মৃত হয়েছ বিশ্বের ব্যাপারে,
বিস্ময় হতেছে যেন স্বপনে।
তুমি যদি তুমি তোমারে না জানো,
আমি তবে আমি জানি কেমনে?॥ ১
তুমি তুমি তুমি, তুমিই তুমি,
তুমি বলি আমি, "তুমি-বচনে"।
তোমারি তুমিতো, তুমিতো তোমারি,
এ তুমি কে জানে, তুমি বিহনে॥ ২
তোমারি "তুমিত্ব" তোমাতে রয়েছে,
দেহীরূপে তুমি দেহভবনে।
আমি আমি আমি, আমি বলি আমি,
আমি হব তুমি তোমারি সনে॥ ৩

যে প্রকার জলে, রবিছবি জলে,
দুরূপ দেখিছে, সকল জনে।
তেমতি তোমার, স্বরূপ বিরল,
দ্বিরূপ হয়েছে মায়া-দর্পণে॥
যেমন নয়ন করে দরশন,
ঘট-পট যত, আছে ভুবনে।
আপনারে নিজে দেখিতে না পায়,
নিজ-রূপ তার থাকে গোপনে॥
সেরূপ প্রকার অখিল সংসার,
দেখিতেছ তুমি বিনা নয়নে।
আপনারে তুমি না পাও দেখিতে,
দেখাব তোমারে আমি কেমনে?॥
আপনি আপন করিয়ে গোপন,
গোপনে রয়েছ স্বীয় সদনে।
দেখিতে পারিলে দেখাতে পারিব,
দেখিব দেখাব অতি যতনে।
নয়ন, নয়ন, করে দরশন,
দর্পণ অর্পণ, হোলে লোচনে।
স্বরূপ, সেরূপ, স্ব রূপ দেখ হে,
নিজবোধরূপ চারু-দর্পণে॥
য দও বুঝেছি বুঝাতে পারিনে,
মনের বিষয় রয়েছে মনে।
বলিবার কালে কে জেনো আমার,
হাত চাপা এসে দেয় বদনে॥

"অহং অহং অহং"
"সোহং সোহং সোহং"
"অহং" মিশাও তুমি "সোহং" সনে।
ভেদ পেলে পরে ভেদ নাহি থাকে,
অভেদে অভেদ হবে মিলনে॥

উপাধি ভেদেতে, তুমি জীব, শিব,
উপাধি ধরেছ মায়া-রচনে।
নহতো নশ্বর, তুমি, সে ঈশ্বর,
নশ্বর হইয়া ঈশ্বর ভণে।

আত্মা।

ও-বাপু বিবেক! ভগবতী উপনিষদ্দেবী—যে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন, আমি তাঁহার নিগূঢ় মর্ম্মার্থ গ্রহণ করণে সংপূর্ণরূপেই অক্ষম হইলাম, অতএব তুমি আমার মনের সংশয় ছেদন কর, আমি কি প্রকারে সেই ঈশ্বর হইব!—যেহেতু আমি নশ্বর, ইহা প্রত্যক্ষই দর্শন করিতেছি। ঈশ্বর কিছু নশ্বর নহেন।—আমি জন্ম-জরা-মরণযুক্ত অবচ্ছিন্ন, ঈশ্বর জন্ম-জরা-মরণহীন নিরবচ্ছিন্ন, আমি যাহা ইন্দ্রিয় সন্নিকট হয় কেবল তাহাই দেখিতেছি, তিনি ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুই দর্শন করিতেছেন, কিঞ্চিন্মাত্র দেশ লইয়া আমার অবস্থান, তিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছেন, আমরা সকল জীবই পরস্পর ভিন্নভিন্ন, তিনি একাকী অথচ অভিন্ন।—আমারদিগের শুদ্ধ এক একটি পুরী সম্ভাবনা মাত্র, তিনি সমস্ত পুরীরি কর্ত্তা। আমরা দুঃখ এবং অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আক্রান্ত, তাঁহাতে দুঃখ ও অজ্ঞান সম্বন্ধের গন্ধও নাই, যেহেতু তিনি নিত্যানন্দ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সহিত আমারদিগের অভেদের সম্ভাবনা কি?।

পদ্য।

বল বল বল বাপু, বিশেষ করিয়া?।
কেমনে ঈশ্বর হব, নশ্বর হইয়া?॥
সদাই অধীন আমি, সদাই অধীন।
ঈশ্বর অধীন নন, স্বভাবে স্বাধীন॥
জন্ম, জরা, মৃত্যু, আমি সদা করি ভোগ।
ঈশ্বরের কিছু নাই, সে সকল রোগ॥
সর্ব্বব্যাপী নই, আমি, সর্ব্বব্যাপী নই।
সম্বভাবে অবচ্ছিন্ন, একদেশে রই॥
অবচ্ছিন্ন নন, তিনি, অবচ্ছিন্ন নন।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, সব স্থানে রন॥
শক্তি কি আমার, বল, শক্তি কি আমার।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, প্রধান সবার॥
চিরকাল দুখী আমি, চিরকাল দুখী।
সেই বিভু সদাকাল, সমভাবে সুখী॥
অজ্ঞান চেতন আমি, অজ্ঞান চেতন।
নিত্যানন্দজ্ঞানময়, সেই নিত্য ধন॥
আমাতে অশিব সব, নিজে আমি জীব।
ঈশ্বরে অশিব নাই, তিনি সদাশিব॥

বিবেক।

হে আত্মন্! শ্রবণ করুন। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বপাতা, বিশ্বহর্ত্তা, পরাৎপর, পরমাত্মা,—সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী,—সর্ব্বজ্ঞ,-সর্ব্বশক্তি; নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, এবং নিত্যানন্দময় ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট সেই ঈশ্বর, যিনি সময়ে সময়ে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন, তিনি তোমা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহেন, এবং তুমিও তাঁহা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহ। তাঁহাতে এবং তোমাতে বাস্তবিক কিছু মাত্রই ভেদ নাই, কেবল বস্তু-তত্ত্ব-বিবেকের অভাবেই ভ্রমবশতঃ তুমি ভেদ জ্ঞান করিতেছ,—যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের "তুমি" ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। "তুমিই তুমি, তুমিই তিনি"—তুমি জন্ম, জরা, মৃত্যু দর্শন করিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় কেন করিতেছ?—কেননা আত্মা অবিনাশী ও নিত্য, তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, এবং মৃত্যুও নাই। এই জন্ম, জরা, মৃত্যু, কেবল শরীরের ধর্ম্ম, উহারা কখনই আত্মার স্বরূপ স্পর্শ করে না, এই দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর, যাহা যথার্থরূপেই অনিত্য, তাহার জন্ম, জরা, মৃত্যু কিরূপ অদ্যাপি তোমার তাহাই অনুভূত হয় নাই, সুতরাং আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহ, ইহাতে সংশয় কি?—তুমি কিরূপে অবিনাশি আত্মার বিনাশ প্রত্যক্ষ করিবে? কখনই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অনুভূত হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

জীব " অহং ,, এই শব্দের বাচ্য। এই " অহং শব্দ ,, উচ্চারণ করিলেই স্থূলদেহ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, নয়নাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীর, আর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট মায়ারূপ কারণশরীর, এবং " চিদাভাস ও সাক্ষী ,, চৈতন্য ইহারদিগের সকলকেই বুঝাইবে; যেহেতু এই সকল একত্রিত হইয়াই সাংসারিক ব্যাপার-ব্যূহ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বদর্শি জনেরা " অহং শব্দবাচ্য ,, ঐ সকল বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া যাহাতে যে ক্রিয়া ও গুণ সম্ভাবিত হয়, তাহাতে সেই ক্রিয়া ও গুণের নিশ্চয় করিয়া থাকেন, কেননা " আমি পরমেশ্বর ,, ইহা যখন কহিব, তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ শরীর ত্রয় ও " চিদাভাস ,, ইহার কিছুতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক শরীরে চেতনাশক্তি প্রদান করিয়া " সাক্ষী চৈতন্য ,, অথবা " আত্মা ,, বলিয়া উক্ত হইতেছেন, কেবল তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবিত হইল।

যেমন " অহং ,, শব্দের বাচ্য আত্মা অর্থাৎ তোমার স্বরূপ উপরোক্তরূপে বিবেক করিতে হইবে সেইরূপ স-শব্দের বাচ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেক করিলেই " সোহং ,, এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য একই হইয়া উঠিবে।

অর্থাৎ ঈশ্বর,, এই শব্দ উচ্চারণ করিলে আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট সত্ত্ব রজ তমোগুণাত্মিকা "মায়া,, ও "চিদাভাস,, এবং "সাক্ষী চৈতন্য,, ইহারদিগের সকলেরি বোধ হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ সকল মিলিত না হইলে নিরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মা অথবা অচেতন মায়া হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কিছুই হইতে পারে না। জগদীশ্বরের যত উপাধি দিতে ইচ্ছা কর, তত্তই দিতে পার, সেই বিশেষণবিশিষ্ট উপাধির শেষ হয় না, কিন্তু শেষ করিলে এখনিই শেষ হইয়া যায়, কারণ উপাধি কেবল সগুণ সম্বন্ধেই সম্ভবে, নির্গুণ সম্বন্ধে নহে, অতএব আপনি অহং শব্দবাচ্য অহঙ্কারের পরিহার করিলেই সেই নির্গুণের আর কোনরূপ গুণ দেখিতে পাইবেন না বরং এই সগুণ সম্বন্ধ সংহার হইলেই তুমি সেই নির্গুণের স্বভাব পাইয়া আপনিও নির্গুণ হইবে, তোমাতে আর কোন গুণ থাকিবে না, তুমি স্বয়ং অগ্রে গুণী হও, ও গুণ ভেদ করিয়া গুণের অভিমান পরিত্যাগ কর, তবে আর তোমাতে গুণ মাত্রই থাকিবে না, তখন যে নির্গুণ, সেই নির্গুণ।

এই সংপূর্ণ বিশ্বটিই মায়িক, মায়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াতেই স্থিতি করিতেছে ও মায়াতেই বিলীন হইবে, এই মায়ার উদরের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় প্রবেশ করিয়া দেহ, তাহাতে সমুদয় মায়ার কার্য্য দেখিতে পাইবে। কারণ মায়ার পেটের ভিতরেই বিশ্ব রহিয়াছে, কাজেই বলিতে হয় মায়াবিছিন্ন ঈশ্বর, কেননা এ অবস্থায় তিনি মায়ার সহিত জড়িত,—ফলত তিনি মায়াতীত, মায়াতে চেতনাশক্তি নাই, ঈশ্বর চেতন, মায়া সেই চেতনাশক্তি পাইয়া সৃষ্টি-সঞ্চারের সামর্থ পাইয়াছে।

এই স্থলে সূক্ষ্ম রূপে প্রণিধান কর, বিবেক করিয়া দেখিলেই বিশেষ্য বিশেষণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, অবিবেকের দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইবে না, যখন কহিবে আমি " গমন করিতেছি ,, তখন আমি গমন করিতেছি, ইহাতে আমার গমনে সমস্ত শরীরের গমনি বুঝাইবে, এই আমি,, শব্দটি থাকাতেই আমার গমনে ঐ স্থূল দেহ, বায়ু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি রূপ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর, চিদাভাস, ও সাক্ষী চৈতন্য, এই সকলেরি গমন হইল, কিন্তু সেই গমন কার্য্য পদ ভিন্ন অপর কাহারো কার্য্য নহে, যখন কহিব " আমি দর্শন করিতেছি ,, তখন ঐ দর্শনে ঐ রূপে সকলেরি দর্শন করা হইবে, কিন্তু সেই দর্শনের কার্য্য চক্ষু ব্যতীত অপর কাহারো কার্য্য নহে। যখন কহিব "আমি শ্রবণ করিতেছি ,, তখন ঐ শ্রবণে ঐ প্রকারে সকলেরি শ্রবণ করা হইবে, কিন্তু কর্ণ বিনা সেই শ্রবণের ক্রিয়া অপর কাহারো ক্রিয়া নহে, যখন আমি কহিব " আমি রসাস্বাদন গ্রহণ করিতেছি ,, তখন ঐ রসাস্বাদন গ্রহণে ঐ রূপে সেই সকলেরি রসাস্বাদন গ্রহণ করা হইবে,—কিন্তু আস্বাদ গ্রহণের কর্ম্ম রসনা ব্যতিরেকে অপর কাহারো কর্ম্ম নহে,—তুমি এই সকল ক্রিয়া গুলীন বিবেক করিলে আর কোন কথাই রহিল না, কে বলে? কে চলে? কে করে? কে দেখে? কে শুনে? কেহই চলেনা, কেহই বলেনা, কেহই দেখেনা, কেহই শুনেনা, অথচ তোমার প্রত্যক্ষ হইতেছে, সকলেই বলে, সকলেই চলে, সকলেই করে, সকলেই দেখে, এবং সকলেই শুনে।—অসনা, পিপাসা, যাহা পঞ্চ বায়ুর ধর্ম্ম তাহাও তুমি ভোগ করিতেছ।

জন্ম, জরা, মৃত্যু, স্থূল, কৃশ, ব্যঙ্গ, বিরূপ ও সুরূপতা প্রভৃতি কেবল স্থূল শরীরের ধর্ম্ম, ইহারা স্থূল-দেহেতেই আছে, তুমি " অহং ,, শব্দের বাচ্য-এক দেশ অর্থাৎ স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিলেই ঐসমস্ত ভোগ থাকিবে না।

যদি এই " জড়ময়-দেহে সেই সাক্ষী চৈতন্যের অধিষ্ঠান না হইত, তবে ইহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঐ সমস্ত শক্তির মধ্যে কোন শক্তির চালনা করিতে পারিতনা, চরণের চলা, বদনের বলা, চক্ষের দেখা, শ্রবণের শ্রবণ করা এবং বায়ুর আ-

হার, পিপাসা প্রভৃতি ক্রিয়া-সাধনের সঙ্গতি থাকিত না, সুতরাং আত্মা দেহের মধ্যে আছেন বলিয়াই তাঁহাকে এতৎ সকলের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে, বস্তুতঃ তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় শক্তি না থাকুক কিন্তু তাহারা তাঁহাতেই রহিয়াছে এমত বোধ হইতে পারে, এই প্রযুক্ত তাঁহাকে যাহা বল তাহাই সম্ভবে, তাঁহার ক্রিয়া শক্তি আছে, আছেই, নাই, নাই, তিনি দেখেননা, দেখিনি না, শুনেন না, শুনেনেনি না, চলেন না, চলেনি না, এবং চলেন চলেনি, বলেন বলেনি, করেন করেনি, দেখেন দেখেনি এবং শুনেন শুনেনি, যাহা বল তাহাই,-তিনি করেন বা আমরা করি, তিনি করান, তিনি দেখেন, কিম্বা আমরা দেখি, তিনি দেখান ইত্যাদি।

এইক্ষণে তোমাকে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যে "ফলিতার্থ ,, কি? অর্থাৎ তুমিই বা কে? এবং সেই পরমেশ্বরই বা কে?

এই তিন শরীর যেন এক দর্পণ; পরমাত্মা বিম্ব, সূর্য্য স্বরূপ, জীবাত্মা প্রতিবিম্ব, দর্পণস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সেই সাক্ষী চৈতন্য বিরূপ হয়েন না, চিদাভাসই বিরূপ হয়েন। —আহা! আহা! জয় জগদীশ্বর! জয় জগদীশ্বর! হে পুরুষ তুমি শান্ত হইয়া অবধান কর। নয়নাগ্রে শত শত দর্পণ অর্পণ পূর্ব্বক দর্শন কর, তাহাতে সেই পৃথক পৃথক দর্পণে পৃথক পৃথক রবি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, ঐ সমস্ত মুকুরের অবস্থা যদ্রূপ হইবে, সেই সেই প্রতিবিম্বের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে, কিন্তু প্রভাকর যে প্রভাকর, সেই প্রভাকরি আছেন, তাঁহার বিরূপ কিছুতেই হয় না, সেইরূপ তুমি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইয়াছ, সুতরাং তোমাতেই বিকার সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহাতে কিছু মাত্রই বিকার নাই, তুমি যখন জল সমীপে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার ছায়া সেই সলিল মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু সেই জলের অবস্থাটি তোমার সেই ছায়াই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ সে তাহার সহিত সংস্রব রাখিতেছে, তুমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছ, এজন্য তুমি কখনই ঐ ছায়ার ন্যায় বিকৃত হইবেনা।

যেমন দর্পণ সকল ভঙ্গ করিলে তাহাতে আর সূর্য্য প্রতিবিম্ব বদ্ধ থাকে না, সেই সূর্য্যের ভাস সূর্য্যেতেই গিয়া মিশ্রিত হয়, যেমন তুমি জলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে তোমার প্রতিবিম্ব আর জলের সহিত ক্ষণমাত্র কোন রূপ সম্বন্ধ রাখেনা, তোমাতেই মিলিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি মায়ার-মুকুর ভঙ্গ কর, তাহা হইলে তুমি আর "চিদাভাস,, রূপে প্রতিবিম্ব থাকিবেনা। সেই নিত্যানন্দ জ্ঞানরূপ মহা-জ্যোতিতেই মিশ্রিত হইবে।

বদ্ধ আছ, মুক্ত হও, " অহং বোধে ,, মায়াপাশে দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ আছ, অধুনা " সোহং বোধে ,, পাশছেদন কর, অবিবেকদশায় বদ্ধ আছ, বিবেক দশায় মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি কর, তাহা হইলে ব্যষ্টি " সমষ্টির নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া পরম-তুষ্টিরূপ শুভগ্রহের সুদৃষ্টিরূপ সুফল সম্ভোগ করিবে।

পদ্য।

নিবেদন করি প্রভু, যে সব বচন।
ভাবী হোয়ে ভাব লও, স্থির করি মন॥
অদ্যাবধি, পাও নাই, আত্ম পরিচয়।
বিষয়-বাসনা-বশে, হতেছ বিস্ময়॥
মায়াপাশে বদ্ধ আছ, শরীর-পঞ্জরে।
কেবল করিছ বাস, ঘরের ভিতরে॥
মশারিতে মুখ ঢাকা, নিদ্রায় আকুল।
কাজেই স্বপন দেখে, ঘটিতেছে ভুল॥
বাহিরে দেখিতে যদি, নয়ন মেলিয়া।
নিজে তবে নিজরূপ, যেতেনা ভুলিয়া॥
জলনিধি-ছাড়া হোয়ে, বদ্ধ আছ ঘটে।
এইহেতু এ প্রকার, বিড়ম্বনা ঘটে॥
মোহে ভুলে, তুমি বল, আমি, এই, এই।
আমি বলি এই নও, তুমি সেই, সেই॥
তুমি বল, "আমি জীব,, সহজে নশ্বর।
তুমিতো নশ্বর নও, তুমিই ঈশ্বর॥
তুমি বল, "আমি হই,, স্বভাবে অধীন।
অধীনতো নও তুমি, স্বভাবে স্বাধীন॥
তুমি বল, আমিতো, সে, সর্ব্বব্যাপী নই।
তোমারেই আমি, সেই, সর্ব্বব্যাপী কই॥
তুমি বল, ক্ষুদ্র আমি, স্বভাবত জড়।
আমি বলি জ্ঞানরূপ, অতিশয় বড়॥
তুমি বল ক্ষীণ আমি, বলে অগ্রধান।
আমি বলি, তুমি সেই, সর্ব্ব-শক্তিমান॥
তুমি বল 'জরা, মৃত্যু, আমি করি ভোগ।
আমি বলি, নাই তব, জরা, মৃত্যু, রোগ॥
জরা, মৃত্যু স্থূল, কৃশ, যত কিছু হয়।
শরীরের ধর্ম্ম, তারা, শরীরেই রয়॥
তুমি জীব আর, তুমি, যার চিদাভাস।
তোমাদের উভয়ের, নাহি জন্ম, নাশ॥
মৃত্যুর অধীন তুমি, কে বলে তোমারে?।
অবিনাশী আত্মার কি, নাশ হোতে পারে?॥
জন্মে যেই, মরে সেই, অনিত্য সে হয়।
নিত্য হোয়ে তুমি কেন, করিছ সংশয়?॥
বিকারের বাসা হয়, শরীর আগারে।
তোমার বিকার কিসে, দেহের বিকারে?॥
বিবেক করিয়া দেখ, দেহের ব্যাপার।
এখনিই হবে সব, ভ্রমের সংহার॥
ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও, মায়ার আগারে।
আর যেন তোমারে, ছুঁতে নাহি পারে॥
অমায়িক হোয়ে কর, বস্তুর বিচার।
দেহে আর আত্মবোধ, রবেনা তোমার॥
করিবেনা, আমি আমি, আমার এ দেহ।
একেবারে দূর হবে, দেহের সে স্নেহ॥
আপনি আপন জেনে, নিজ ভাব ধর।
সদানন্দে, সদানন্দ-সদনেতে চর॥
তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময়, সাক্ষাৎ তপন।
মেঘেতে মলিন করে, তোমার কিরণ॥
তুমি সে উজ্জ্বলমণি, জ্যোতির আধার।
মলায় রেখেছে ঢেকে, প্রতিভা তোমার॥
মেঘ ফুঁড়ে দীপ্ত কর, আপন কিরণ।
ধূলা ঝেড়ে কর নিজ, প্রভা প্রকটন॥

যখন দাঁড়াও তুমি, জলযুক্ত স্থলে।
তোমার দেহের ছায়া, পড়ে সেই জলে॥
জলের যখন হবে, যেমন প্রকার।
ধরিবে তোমার ছায়া, সেরূপ আকার॥
ছায়াতেই সেই দোষ, করিব স্বীকার।
ফলে তায় হবেনাতো, দেহের বিকার॥
কাজেই ছায়ার দোষ, দেহের আভাস।
প্রতিবিম্ব রূপে, সে, যে, পেতেছে প্রকাশ

যখন সে জল ছেড়ে, দূরেতে আসিবে।
তখন তোমার ছায়া, তোমাতে মিশিবে॥
যাহা ছিল, তাই হোলো, গেল বিপরীত।
ঘুচিল সম্বন্ধ তার, জলের সহিত॥
সেইরূপ মায়াময়, সংসার-সাগর।
জীব তায়, ছায়ারূপ, আত্মা কলেবর॥
যত দিন রবে এই, জলের আগার।
ততদিন, ছায়া দেহ, প্রভেদ প্রকার॥
ঘুচিলে, জলের সঙ্গ, নাহি এই, এই।
তখনিই হবে তুমি, যে সেই, সে সেই॥

এখনি দর্পণ তুমি, আনো শত শত।
নিগূঢ় পদার্থ গুণ, হও অবগত॥
প্রবেশ করিয়া তায়, ভাস্করের ভাস।
অনুরূপ প্রতিবিম্ব, করিবে প্রকাশ॥
দর্পণের দশা হবে, যেরূপ যেরূপ।
অনুরূপ, পাবে রূপ, সেরূপ সেরূপ॥
রবির ছবির ভায়, বিরূপ না হবে।
তাপন আপন ভাবে, আপনিই রবে॥
বিকারের ধর্ম্ম সেটা, প্রতিবিম্বে রয়।
বিম্বের বিকার কোথা, বিকারী সে নয়॥
সে সব "মুকুর,, তুমি, ভেঙ্গে কর চুর।
তখনিই দীপ্তি তার, ছোয়ে যাবে দূর॥
আগেতে, সে ছিল যাহা, তাহাই হইবে।
যার কর, তার করে, কর মিশাইবে॥
পরমাত্মা বিম্ববৎ, সূর্য্যের স্বরূপ।
তুমি তাঁর প্রতিবিম্ব, দর্পণে বিরূপ॥
চিদাভাসরূপে এই, [illegible]ার প্রকাশ।
মুকুরে মলিন-দশা, বিকৃত বিভাস॥
ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী,, বিকারবিহীন।
স্বরূপ, স্ব-রূপে তাই, না হন মলিন॥
হতেছে এরূপ ভাব, বদ্ধ আছ বোলে।
যে তুমি, সে তুমি, হবে, পাশ-মুক্ত হোলে॥
মায়ার মুকুর ভেঙে, কর চুরমার।
প্রকার বদ্ধদশা, থাকিবে না আর॥
যাইলে অভেদ ভাব, ভেদ কোথা রবে?।
যে তুমি, যাহার তুমি, তাই তুমি হবে॥
নিজবোধ,, অস্ত্র করে, এখনিই লও।
ছিঁ-কটে, জীবঘুচে, শিব হোয়ে রও॥

আত্মা।

আত্মজ্ঞান লাভার্থ একাগ্রচিত্তে পরমব্রহ্মের চিন্তা।

নিদিধ্যাসন(১)।

ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে রূপ আদেশ করিয়াছেন, হে পুত্র!

"আমার নিগূঢ়াভিপ্রায় এই যে যাহাতে বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংযোগ হইয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের উৎপত্তি হয়, শীঘ্রই তাহা করিয়া সেই পুরুষের হৃদয়ে দান করিবে, এই কর্ম্ম আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব শীঘ্রই গিয়া তাহা সুসম্পন্ন করি।

নাট্যশালায় প্রবেশ।

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক।

এই যে, দেখি, শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী আমার সম্মুখেই বিবেক এবং পুরুষের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এখনিই নিকটে যাওয়া উচিত হইতেছে।

নিকটে গিয়া অতি গোপনে কাণে কাণে।

হে দেবি! আমাকে "বিষ্ণুভক্তিদেবী" এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, দেবতারা ভাবতেই সঙ্কল্পযোনি, সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহারা উদ্ভূত হয়েন, আমিও তদ্রূপ প্রণিধান অর্থাৎ প্রযত্ন-সমাধি দ্বারা জানিতে পারিলাম, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার এই গর্ভগহ্বরে "বিদ্যা(১) নাম্নী কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্র(২)নামকপুত্র" আছে, অতএব তুমি প্রসব করিয়া সেই বিদ্যা কন্যাকে কঙ্কর্ষণ বিদ্যাতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মনেতে সংক্রমণ করাও, এবং প্রবোধচন্দ্রকে আত্মাতে সমর্পণ করিয়া বিবেকের সহিত আমার নিকট আগমন কর।

উপনিষদ্দেবী।

ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন তাহা এখনিই ক'রি।

তদনন্তর উপনিষদ্দেবী বিবেকের সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিদিধ্যাসন আত্মাতে প্রবেশ করিলেন, আত্মা ধ্যানপরায়ণ হইলেন।

এই সময়ে নিদিধ্যাসন এবং পুরুষের প্রতি আকাশবাণী।

নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি।

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই বিদ্যা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ মাত্রেই যোগোপসর্গ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মধুমতী প্রভৃতির সহিত মহামোহকে গ্রাস পূর্ব্বক নখররূপ প্রখর-ধার-অস্ত্র দ্বারা মনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত বিদ্যুল্লতার ন্যায় দশদিগ্ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্দ্ধান হইলেন।

অনন্তর "প্রবোধচন্দ্র" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়াই আত্মাকে অবলম্বন করিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের রঙ্গভূমিতে আগমন।

প্রবোধচন্দ্র।

গীত।

নিত্য সত্য বোধরূপ, চাঁদের উদয় রে।
ধাঁধার আঁধার আর, কতক্ষণ রয় রে॥

পদ।

এতদিনে সকলের, ঘুচিল সংশয় রে।
সুখেতে করুক সবে, নিত্যের নির্ণয় রে॥ ১
হইল অনিত্য বোধ, মায়িক বিষয় রে।
একেতে মিলিয়া গেল, বিশ্ব সমুদয় রে॥ ২
আমি আমি, কেহ আর, এখন না কয় রে।
সকলেই প্রাপ্ত হোলো, আত্মপরিচয় রে॥ ৩
সত্য সত্য, সেই সত্য, সব সত্যময় রে।
সেই এক সত্য বিনা, কিছু কিছু নয় রে॥ ৪

আমি সেই প্রবোধচন্দ্র, অদ্য উদিত হইয়া স্বকীয় নিত্যসিদ্ধ কিরণ দ্বারা ত্রিলোক উদ্দীপ্ত করিলাম, অধুনা কুত্রাপিই কাহারো কোনরূপ বিতর্ক নাই,—যেমন উজ্জ্বল দীপের দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার দূর হইলে লোকের আর দৃষ্টির কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক থাকেনা, অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থ সকল নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানময় অন্ধকারাবৃত জনসমূহ সত্য স্বরূপ সেই পরমাত্মা-

(১) নিদিধ্যাসন—ধারাবাহিকরূপে পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তির সমর্পণ।

(১) বিদ্যা—অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি।

(২) প্রবোধ—ঐ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য।

আত্মা। উত্তর।

রবি, দিবা, শশী, নিশি, ইড়া ও পিঙ্গলা।
সুষুম্না, সর্ব্বদা সদা, জ্ঞানেতে উজ্জ্বলা॥ ১৯

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

বল বল, বল তাই, কারে বলে ধ্যান?।
বল বল, বল শুনি, কারে বলে জ্ঞান?॥

আত্মা। উত্তর।

জ্ঞানের সংযোগে ধ্যান, সেই ধ্যান ধ্যান।
অন্য জ্ঞান, জ্ঞান নহে, নিজজ্ঞান জ্ঞান॥ ২০

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

তুমিতো কহিলে সব, নিজ পরিচয়।
আমি কেন আমি বলি, কহ মহাশয়?॥

আত্মা। উত্তর।

প্রবল সমুদ্র এক, সদা শোভা পায়।
তুমি আমি, আমি তুমি, জলবিম্ব তায়॥ ২১

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

আমি তুমি, তুমি আমি, এই যদি হবে?।
তুমি আমি, তিনি উনি, ভেদ কেন তবে?॥

আত্মা। উত্তর।

এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কায়।
রবি-ছবি, জলে জলে, যথা শোভা পায়॥ ২২

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কিরূপে সমান হবে, তোমায় আমায়?।
প্রভেদ, অভেদ করা, সহজে কি যায়?॥

আত্মা। উত্তর।

এখনি দর্পণ আনি, আঁখি অগ্রে ধর।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, দুঃখ দূর কর॥ ২৩

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সকলেই করে কেন, জীব আর শিব?।
কারে তুমি জীব বল, কারে বল শিব?॥

আত্মা। উত্তর।

কারে বলি শিব আমি, কারে বলি জীব।
এই আমি জীব হই, এই আমি শিব॥ ২৪

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

আমি জীব, আমি শিব, এই যদি হবে?।
জীবে শিবে প্রভেদ, হয়েছে কেন তবে?॥

আত্মা। উত্তর।

পাশযুক্ত যখন, তখন জীব জীব।
পাশমুক্ত হোলে পর, জীব হয় শিব॥ ২৫

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কারে কহে পাশ-মুক্ত, কারে কহে পাশ?।
বল বল, এই পাশ, কিসে হয় নাশ?॥

আত্মা। উত্তর।

বন্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ।
জ্ঞানি করে, জ্ঞান অস্ত্রে, মায়াপাশ নাশ॥ ২৬

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ঘুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ, সদানন্দ স্মরি।
বল বল, তবে কারে, প্রণিপাত করি?॥

আত্মা। উত্তর।

নমো নমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ-ধাম।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম॥ ২৭

জীবন্মুক্ত হইল।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

সন ১২৬৪ সাল।

শ্রাবণ মাসের ঘটনাবলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

সেনাপতি হেবিলক সাহেব ফতেপুরের নিকট বিদ্রোহি সেনাদিগকে পরাভব করিয়া একাদশ তোপ কাড়িয়া লন।—সুখদাগর গ্রামে এক নালার মধ্যে তিন স্থানে ডাকাইতি হয়।—পাটনানগরের ৩৫ জন বিদ্রোহি ও তাহারদের সরদার পীর আলী যবন ধরা পড়ে।—শীক সরদার সের সিংহ বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখেন।—টেজুরী রক্ষক সেনারা একজন ফকীরবেশি বিদ্রোহিকে ধৃত করে।—অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর ২ জুলাই দিবসে অনেক বিদ্রোহির প্রাণনাশ করেন—রিউয়া দেশের মহারাজ মুজাপুর রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অনেক সেনা পাঠান।—পুর্ণিয়ার ধনাগার লুণ্ঠনের সংবাদ অমূলক সাব্যস্ত হয়।—গবরনর জেনরল বাহাদুর অযোধ্যা রাজের নিকটে একজন চিকিৎসক থাকিবার আজ্ঞা প্রচার করেন।—বিদ্রোহিদিগের দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব ইংরাজদিগের ও পতিহীনা শ্বেতকামিনীগণের এবং নিরাশ্রয় বালক বালিকাবলীর ভরণপোষণার্থ কলিকাতা নগরবাসি ইংরাজেরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহারম্ভ করেন।—৯ জুলাই দিবসে নাগপুরে একজন রেসেলাদারের প্রাণদণ্ড হয়।—অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর সাহেব মেজর জেনরলী পদে আরূঢ় হন।—১৪ জুলাই দিবসে পাঠনা নগরে ১৪ জন বিদ্রোহির এবং ত্রিহুতের বিদ্রোহি জমীদারের অমাদারের প্রাণ দণ্ড এবং ৩০।৩২ জন ১০ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হয়।—নাগপুরের তিনজন নেটিব আফিসরের প্রাণ দণ্ড হয়।—জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রায় একলক্ষ যাত্রির সমাগম হয়।—কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের আডবাকেট জেনরল সাহেব মান্দ্রাজ গমন করেন।—১৩ জুলাই দিবসে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের ক্রিমিনেল শেসন আরম্ভ হয়।—ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র উঠিয়া যায়।—মুঙ্গেরের যবনেরা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ে।—মেজর টরনর সাহেব দিল্লীর নিকট বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে একটা তোপ কাড়িয়া লন।—কোর্ট আব ডাইরেকটর্স সভা হইতে মেডিকেল বোর্ড উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা আইসে।—ঢাকা কালেজের ৫ জন ছাত্র সিনিয়র ছাত্রীয় বৃত্তি এবং ১৪ জন ছাত্র জুনিয়র ছাত্রীয় বৃত্তি পাইয়াছে।—কলিকাতার মেটপাইলট জোজেফ তামস সাহেব আত্মঘাতী হন।—মহারাজ হোলকরের সেনারা বিদ্রোহিভাবাবধারণ করে।—সন্তাল প্রদেশে ৫।৬ টী বিদ্যালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হয়।—কমিলার কোতোয়ালি থানার নিকট এক ডাকাইতি হয়।—হিমালয়া ফিমরে মহারাণীর ৯ সংখ্যক দলের সেনারা কলিকায় উপনীত হয়।—পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর সর হেনিরি লরেন্স সাহেব বিদ্রোহিদিগের গোলার আঘাতে নিহত হন।—মান্দ্রাজ হইতে অনেক বন্দুক তলবারাদি কলিকাতায় আইসে।—সাগরের ডাকমুনসি বিদ্রোহিদিগকে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পত্রমর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছিল সেই অপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়।—কলিকাতাবাসি নীলমণি দত্ত নামক ব্যক্তি ১৮ মাস কারাবদ্ধ হইবায় আত্মনাশ করে।—সুধাবর্ষণ দুরবীন এবং সুলতানল পত্র সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইটা বিল গ্রাহ্য হয়।—২১ জুলাই দিবসে গবর্ণমেণ্ট সেনারা বিটোর নগরাধিকার করে, ও নানা সাহেব পলাইয়া যায়।—জেনরল হেবিলক সাহেবের সঙ্গি সেনারা বিটোর নগর হইতে ত্রয়োদশ তোপ ও অনেক যুদ্ধদ্রব্য কাড়িয়া লয়।—বদ্ধমানের রাজধনাগারে সেপাহির পরিবর্ত্তে চাপরাসী নিযুক্ত হয়।—মান্দ্রাজ নগরে বলণ্টর সেনাদল স্থাপন হয়।—নেপালের গুরখা সেনা অযোধ্যা নগরে উপনীত হয়।—সন্তাল প্রদেশের মধ্যে ৩,৪ ডাকঘর স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হয়।—বোম্বাই হইতে পণ্ডিচারি নগরে অনেকগুলি বন্দুকাদি প্রেরিত হয়।—দামোদরের জল প্লাবনে তারকেশ্বরের নিকটে কএকখান গ্রামের শস্য নাশ হয়।—মান্দ্রাজের বলণ্টর সেনা কলিকাতায় আনয়নার্থ দুইখান ষ্টিমর প্রেরিত হয়।—১৫ জুলাই দিবসে মান্দ্রাজ ফিউসিলিয়র দলের মেজর রেলণ্ড সাহেব যুদ্ধে নিহত হন।—বারাণসী নগরে এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়।—মুর্গিহাটার বন্দুকবিক্রেতারা

ইচ্ছা পূর্ব্বক কলিকাতার পোলিস কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ৬০০। ৭০০ বন্দুক অর্পণ করে।—দিল্লীর সম্মুখে প্রায় ১৩ সহস্র গবর্ণমেণ্ট সেনা সংগ্রহ হয়।—২৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একজন বিদ্রোহি সেনার প্রাণ নাশ হয়।—সমাচার সুধাবর্ষণসম্পাদক ইণ্ডাইটী মোকদ্দমায় নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন এবং দূরবীন ও সুলতানল আখবর সম্পাদকেরা দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন।—কৌমসজি জাহাঙ্গির নামক পারসি সুরাট নগরে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে ৩০০০০ টাকা দান করেন।—গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কলিকাতার স্থানে স্থানে গোরা সেনা রাখিবার জন্য টৌন মেজর সাহেবকে আদেশ করেন।—লাটরী দ্বারা ২৪০০০০ মোন পাঙ্গা লবণ বিক্রয় হয়।—২৭ জুলাই দিবসে দিল্লীর নিকটে ১৫০জন বিদ্রোহি সেনার প্রাণ নাশ হয়।—জলপাইগুড়ির ৭৩ সংখ্যক দলের ৫।৬ জন সেনা ষড়যন্ত্র অপরাধে ধৃত হয়।—৩৫০ জন গোরা সেনা টৌনহাল গৃহে অবস্থিত হয়।—২৯জুলাই দিবসে জেনরল হেবিলক সাহেব বিদ্রোহিদিগের উপর জয়লাভ করেন।—দিল্লীর রাজার একজন চর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যে ধৃত হয়।—কানানোর নগরে কতিপয় গুপ্তসূচক ধরা পড়ে।—৪২ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের সমস্ত সেনারা নিহত হয়।—৩০ জুলাই দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে লাহাবাদ পাটনা বেহার সারণ চাম্পারণ, ত্রিহুত প্রভৃতি জেলায় মার্সেল আইন প্রচার হয়।—ইওমানরি কাবেলরি নামক এক দল নূতন অশ্বারোহি সেনা প্রস্তুত হয়।—হায়দ্রাবাদ নগরের ৪।৫০০ রোহিলা ও যবন রেসিডেন্সি আফিস আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাজিত হয়।—বলন্টর গর্ডসেনারা নগরের স্থানে স্থানে প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত হয়।—সিমলা পাহাড়ে এলাদ্দি বক্স নামক ধনি যবনের প্রাণ দণ্ড হয়।—হিরাটের পাপারস্য গবর্ণর তথাকার প্রজাদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিবায় ৫।৭০০ ঘর প্রজা দেশান্তরে পলাইয়া যায়।—আগ্রার কারাবাসিরা মুক্তি পায়।—সানন নামক রণতরীতে ১৭০০ গোরা ও লার্ড এলজিন্ সাহেব কলিকাতায় আইসেন।—গবর্ণমেণ্ট সেনারা ঝাসরের নিকটে এক যুদ্ধ জয় করে।—হেবিলক সাহেবের সেনারা নানা সাহেবের বাটীতে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা পায়।—বিদ্রোহি সেনারা আগ্রা নগর দাহ করিয়া দেয়, ইংরাজেরা দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।—অলী করিম মাসিক ৭০০ টাকা বেতনে পাটনার ডেপুটী কমিস্যনর হন।—অযোধ্যা নগরে কোম্পানির কাগজের উপর ৮৫ টাকা ডিসকৌণ্ট হয়।—লাহোর এবং আসাম প্রদেশে কয়েক দল নূতন সেনা প্রস্তুত করনার্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা প্রচার হয়।—কৌএজ ষ্টিমরে ২০০০ শিপা বারুদ আলাহাবাদে প্রেরিত হয়।—চথোরের রাজা গবর্ণমেণ্টকে সেনা সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন।—বিদ্রোহি সেনারা হাজারিবাগের কারাবাসিদিগের মুক্তি দেয়।—মর জেমস উটরাম, মেং জি পি গ্রাণ্ট সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন।—হাজারীবাগমানভূমি সম্বলপুর সিংহভূম জেলায় মার্সিয়েল লা প্রচার হয়।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক	১০০০০০০ দশসহস্র।
সুরকি	১০০০০ দশ হাজার মোন।

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,
ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামি ৮ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

কে না জানিয়া আমি আমি, আমার আমার ইত্যাদি মিথ্যা-পদার্থকে সত্যরূপে দৃষ্টি করিত, অদ্য আমি সেই অজ্ঞান-অন্ধকার সংহার পূর্ব্বক উক্ত সনাতন পরমার্থ পদার্থ প্রকাশ করিয়াদিলাম, ইহাতে আর মায়িক-বস্তু প্রকাশ পাইবেনা।

ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মার সম্মুখে আসিয়া।

হে প্রভো! আমি প্রবোধচন্দ্র, আপনাকে প্রণাম করি।

আত্মা।

হে বৎস! আহা অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! তুমি শীঘ্রই আসিয়া আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর। আমি তোমার স্পর্শে কৃতার্থ হই।

প্রবোধচন্দ্র।

হে বপ্ত! এই আমি, আমাকে আলিঙ্গন কর।

আত্মা।

প্রবোধের স্পর্শে এককালেই পূর্ণানন্দ লাভ।

আহা, আহা! কি চমৎকার! কি চমৎকার! তোমার স্পর্শন মাত্রেই আমি অখণ্ড আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমি একালপর্য্যন্ত ঘোরতর অন্ধকারাবৃতা-মায়াময়ী রজনীতে কেবল নিদ্রাভোগ করিতেছিলাম, সংপ্রতি প্রভাত হইল, আমি এতদিন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এইক্ষণে সেই রাত্রি নাই, সেই অন্ধকার নাই, সেই স্বপ্নও নাই। আমি স্বয়ং সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া সকল পদার্থকেই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতেছি। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবীর কৃপায় সর্ব্বপ্রকারেই চরিতার্থ হইলাম। এখন আর কাহারো সহিত কিছুতেই মিলিত হইবনা, এবং কাহাকেও কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবনা; কোনরূপ ফলের উদ্দেশ না করিয়াও সকল দিগে গমন করিব। আর আমার কোন ভয় নাই, শোক, মোহ প্রভৃতি সকলি দূর হইয়াছে, ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই আমার গৃহ।

ত্রিপদী।

প্রকাশিয়া নিজ ছবি, উদিত হইল রবি,*
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ।
রজনী † হয়েছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার ‡ হইল বিনাশ॥
"আমি আমি,, এ প্রকার, স্বপন দেখিনে আর,
পাইলাম "আত্মপরিচয়,,।
ভ্রমনিদ্রা পরিহরি, সুখে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময়॥
ভুলে সেই সর্ব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত,
চিরদিন হোয়ে পরাধীন।
কাটিয়া মায়ার পাশ, মনের করিয়া নাশ,
এত দিনে হলেম স্বাধীন॥
দেশাচার, দ্বেষাচার, কিছুই রাখিনে আর,
অভিমান হোয়ে গেল নাশ।
দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই,
সেখানেই আমার নিবাস॥
[illegible] পরমনিধি, না মানি, নিষেধ, বিধি,
উপরোধ, অনুরোধ নাই।
[illegible] ভেদ গুণি,
জগতে সমান সবাই॥
[illegible] আমি, আমি হই,
ব্রহ্মরূপ [illegible] নয়,
ব্রহ্মময় [illegible]
কি কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, নাহি [illegible]
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপনি আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ-সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান॥
চেয়ে নাহি চক্ষুমেলি, নিজভাবে হাসি খেলি,
নাচি গাই, আপনার ভাবে।
নাহি শোক, নাহি রোগ, অবিচ্ছেদে সুখভোগ,
ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে॥
উদয় হতেছে হেন, কোন কুলবধূ যেন,
মধুদান করিছে আমায়।
নাহি যায় কারো কাছে, হৃদয়ে উদয় আছে,
কেহ তারে, দেখিতে না পায়॥
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্র তার তার,
সে মধুতো, এ টো করা নয়।
যে খেয়েছে আছে সুখে, ফুটতে না পারে মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয়॥
মলেন ঈশ্বরগুপ্ত, হলেন ঈশ্বরগুপ্ত,
ব্যক্ত হোলে গুপ্ত কোথা রয়?।
গুপ্ত যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয়॥

* রবি।—তত্ত্বজ্ঞান।
† রজনী।—মায়া।
‡ অন্ধকার।—অজ্ঞান।

বিষ্ণুভক্তিদেবী।

হে আত্মন্!—

আহা! অনেক কালের পর অদ্য আমারদিগের মনোরথ সুসিদ্ধ হইল, যেহেতু আপনাকে শত্রুহীন দেখিলাম।

আত্মা।

বিষ্ণুভক্তিদেবীর চরণে প্রণত হইয়া।

হে করুণাময়িদেবি!

কেবল তোমারি চরণ-প্রসাদে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম।

বিষ্ণুভক্তিদেবী।

হে বৎস!—বল বল,—তোমার প্রীত্যর্থে আর কি কি করিতে হইবে।

আত্মা।

হে দেবি! আমার আর কিছুরি প্রয়োজন নাই, তোমার কৃপায় যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, আমার প্রাণাধিক বিবেক প্রশান্তশত্রু হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন এবং আমাকে সুনির্ম্মল সদানন্দ স্বরূপ স্বভাব প্রাপ্ত করাইলেন, ইহার অধিক আর কি সুখের বিষয় আছে, যে, তাহা প্রার্থনা করিব!—হে দেবি!—[illegible] কর, আমার অনুগ্রহে [illegible] সঞ্চিত হইয়াছে, আমি [illegible] বঞ্চিত না হই।

গীত।

রামপ্রসাদী সুর।

এজগতে কি আর আছে।
বল কি আছে, কার কাছে চাবো,
এজগতে কি আর আছে।
আর,—কোথাও নাইরে, কোথাও নাইরে,
যা আছে, তা, আমার কাছে॥

পদ।

আর চাইনে চোখে, চাইনে কিছু,
নাচিনে আর নাটের নাচে।
ওরে, সবাই এসে, নৃত্য কোরে,
আমার কাছে পেলা যাচে॥ ১॥
যতন কোরে রতন পেলেম,
মতন মতন বাছের বাছে।
আমি কাঁচা-সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে॥ ২॥

DAMAGED.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ বান্ধবগণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগত শারদীয়া মহা পুজোপলক্ষে হিন্দুমাত্রেরই অর্থের অত্যাবশ্যক, অতএব যে যে মহাশয়দিগের নিকট আমারদিগের পাওনা আছে তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর ইতিমধ্যে তাহা পাঠাইয়া আমারদিগকে চিরবাধিত করিবেন। তাঁহারদিগকে পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত করা সুবিধা বোধ হয় না।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী।

বিজ্ঞাপন

CALCUTTA SEMINARY

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ২ ভাদ্র সোমবার বটতলাস্থ চীৎপুর রোড ১০৩।১ নম্বর ভবনে "কলিকাতা সেমিনরি" নামক এক অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বালকেরা অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা অস্মদের আশাতরুমূলে বালক-বারি প্রদান করিয়া ফলোৎপন্নের আশা বৃদ্ধি করিবেন ইতি।

G. C. GHOSE.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক তত্ত্ববোধিনী সভায় মুদ্রিত হইতেছে, অতএব অন্য কেহ ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

সংবাদ প্রভাকর

২১ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বাঙ্গালাঃ ১২৬

অবোধ অবাধ্য সিপাহিদিগের অত্যাচারের অত্যল্প বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সমাজের মেম্বর মহাশয়েরা যে প্রকার শঙ্কিত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষ ঘটিত প্রস্তাবাদি আন্দোলনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন ও সাধারণের অন্তঃকরণে যেরূপ সংশয় জন্মিয়াছে তাহাতে বোধ হয় সমগ্র সমাচার প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা আরো ব্যগ্র ও চমকিত হইবেন, কি কারণ

সিপাহি সেনাগণের মনোমধ্যে হঠাৎ একেবারে বিদ্রোহানলের শিখা উদ্দীপ্ত হইলে অধুনা কেহই তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিরূপে উপস্থিত বিপদ নিবারিত হইয়া রাজ্য মধ্যে কুশল ও শান্তি স্থাপিত হইবেক সকলেই তদর্থে চিন্তাকুল হইয়াছেন, যে সমস্ত এতদ্দেশীয় সৈন্য সংক্রান্ত কর্ম্মচারি বিদায় লইয়া বিলাতে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহারদিগের বিদায়ের কালাতীত হয় নাই, কোর্ট আব ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা অবিলম্বে এখানে আগমন করিবেন, তাঁহারদিগের আসিবার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবেক গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরন্তু পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরদিগের মধ্যে এই বিদ্রোহোপলক্ষে প্রাগুক্ত সমাজের মেম্বরদিগের মধ্যে যে বিচার হইয়াছে আমরা তাহার সারভাগ বিলাতের পত্র হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

পার্লিয়ামেণ্ট।

৯ জুলাই।

লার্ড এলেনবরা সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন যে আমার প্রিয়বন্ধু আরল্ আব হার্ডউইক বলিয়াছেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরা সৈন্য প্রেরণার্থ জাহাজ ভাড়া লইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ ভাড়ার টাকা কলিকাতার ধনাগার হইতে প্রদত্ত হইবেক, কিন্তু তিনি যদ্যপি উক্ত ধনাগারের অবস্থা অবগত থাকিতেন তবে কদাচ এরূপ বলিতেন না, উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে এইক্ষণে রাজস্ব আইসে না, মান্দ্রাজীয় আয় দ্বারা তথাকার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াই ভার হইয়াছে, পারস্য দেশের বিগত সংগ্রামের ব্যয়েই বোম্বাই রাজধানীর ধনাগার এক প্রকার ধনশূন্য হইয়াছে, অতএব উপস্থিত বিদ্রোহ ব্যাপার নিবারণের সমুদয় ব্যয় কেবল বঙ্গদেশের আয় হইতে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহারও বিবেচনা করা অবশ্য উচিত হয়। বন্ধু মহাশয় ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাবে দৃষ্টি করিয়াছেন যে ১০০০০০০০০ কোটি টাকা স্থিত আছে কিন্তু আমি জানি ঐ টাকা কলিকাতার ধনাগারে নাই, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে এবং তাহার সমুদয় অংশ টাকা নহে।

১০ জুলাই।

মেং ডিসরেলি সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন যে ভারতবর্ষে সিপাহি সেনাদিগের দ্বারা যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, আমি মহারাণীর প্রধান মন্ত্রি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তিনি তৎসংক্রান্ত কি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিরূপ পত্রাদি লিখিয়াছেন, ঐ কাগজ পত্র সমাজের বিদিতার্থ টেবিলে প্রদান করুন।

মহারাণীর প্রধান মন্ত্রী লার্ড পামরষ্টন সাহেব এতদুত্তরে ব্যক্ত করিলেন যে ভারতবর্ষে এইক্ষণে যে প্রকার বিরূপ ঘটনা সঙ্ঘটন হইয়াছে, তাহাতে আমার বন্ধু আমাকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা কোন রূপ বিচিত্র বোধ হয় না, কিন্তু টেলিগ্রাফ ব্যতীত অন্য উপায়দ্বারা কোন সংবাদই আইসে নাই, তাহাও সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ হইয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যে সংবাদ পাইয়াছেন সাধারণেও তাহা জানিয়াছেন, আগামি দিবস মেইল আসিবার কল্পনা আছে বোধ হয় তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি পাওয়া যাইবেক, এবং প্রাপ্ত হইলেই সমাজের বিদিতার্থ প্রদান করণে বিলম্ব হইবেক না, বিষয় বিবেচনায় কোন কোন সংবাদ গোপন রাখিবার যে নিয়ম আছে এ বিষয়ে তাহা প্রতিপালন করা যাইবেক না, পরন্তু দিল্লীর এই মাত্র সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে তথাকার ৭০০০ বিদ্রোহি সিপাহিদিগের সহিত রাজানুগত সিপাহি ও গোরা প্রায় ১৮০০ সৈন্যের সংগ্রাম হইয়াছিল তাহাতে বিদ্রোহিরা সংপূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে, ব্রিটিস সেনারা তাহারদিগের ৬০ টা কামান গ্রহণ করিয়াছে, বিদ্রোহানল বারাকপুরে প্রজ্বলিত হইয়া ক্রমে বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমি দুঃখিতান্তঃকরণে ব্যক্ত করিতেছি, প্রধান সেনাপতি জেনরল এন্সন সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পদে নূতন প্রধান সেনাপতি প্রেরণ করণাবশ্যক বিবেচনায় মহারাণীর সমস্ত সৈন্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ যুবরাজ বাহাদুর গত শনিবার দিবসে স্যার কলিন কেম্বল সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সংপূর্ণ সম্মত হয়েন, পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি কোন দিবস জাহাজারোহণ করিবেন, তিনি তদুত্তরে বলেন, আগা

মি দিবস, ঐ প্রতিজ্ঞানুসারেই তিনি গত দিবস যাত্রা করিয়াছেন।

মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে এরূপ কথোপকথন ও বিচার বিস্তর হইয়াছে আমরা কেবল অল্পাংশের সার ভাগ মাত্র গ্রহণ করিলাম, উপস্থিত বিদ্রোহ ব্যাপার নিবারণ পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে পুর্ব্বরূপে শান্তি স্থাপনের যে সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণের আবশ্যক, মহারাণীর প্রধান মন্ত্রী লার্ড পামর্ষ্টন সাহেব তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপেই মনোযোগী হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান।

১৮ ভাদ্র ১২৬৪।

শ্রী শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি এপর্য্যন্ত সংপূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, জ্বররোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু মস্তকের ও পায়ের ঘায়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছেন। শ্রীমতী মহারাণীও সুস্থা হয়েন নাই, প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর অবিলম্বেই উভয়কে স্বাস্থ্য সুখ প্রদান করুন।

এখানে প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে, তথাচ দুই দিবস অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইতেছে, ইহাতে বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, বর্ষা অধিক হইবে।

মহরম নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়াছে, কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। দুপুরে মাতমে পূর্ব্ববৎ মাতুনি হয় নাই, প্রধান প্রধান মুসলমানেরা বাহির হয়েন নাই, শেষ দিনে চারি পাঁচখানি অতি সুন্দর গোঙারা রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, সেই কখানি ভিন্ন আর সমুদয় টোঙরার গোঙরা অতি নোঙরা।

নূতন কমিস্যনর সাহেব এখানে আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছে।

এলাহাবাদ হইতে বঙ্গদেশীয় কোন এক ব্যক্তি আমারদিগের কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লেখেন তদ্দ্বারা অবগতি হইল, দুরাত্মা সিপায়েরা তত্রস্থ সাহেব বিবি ও তাঁহারদিগের বালক বালিকাগণের প্রতি এরূপ নির্দয় অত্যাচার করিয়াছে, যে তাহা উল্লেখ করিতে হইলে এপর্য্যন্ত কেবল হৃৎকম্পই হইতে থাকে দুর্জ্জনেরা প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ করিতে বাকি রাখে নাই, সে দুর্দ্দশা বর্ণনা করা যায় না, বাঙ্গালি মাত্রকেই বিবস্ত্র করিয়াছে, কাহাকেও প্রাণে নষ্ট করে নাই, কেবল সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন তারাচাঁদ বাবুকে হত করণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি কত কষ্টে আত্মরক্ষা করত কেল্লার ভিতর হইতে নৌকারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশে আগমন করিয়াছেন। দুষ্টেরা কেবল একঘর বাঙ্গালির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করে নাই, তিনিই একাকী শুদ্ধ পুর্ব্বাবস্থায় আছেন, এইক্ষণে এলাহাবাদ আর সে এলাহাবাদ নাই, শূন্য ভূম হইয়াছে। সেনাপতি সাহেবেরা কতিপয় স্থানের গৃহাদি ভগ্ন করিয়া তথায় এরূপে রণক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন যে পাপাত্মারা আর কস্মিনকালে তথায় আগমন পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারিবেনা, আইলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে।

হে পরমেশ্বর! তুমি শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা কর।

মধ্যে এলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনায় এতজল বৃদ্ধি হইয়াছিল, কস্মিনকালে কেহ তদ্রূপ দর্শন করেন নাই।

অবগতি হইল কলিকাতা নগরবাসি জনেক আরমিনিয় সাহেব বিদ্রোহিতা উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনাথ ইউরোপীয় লোকেরদের ভরণ পোষণার্থ ৭৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, উক্ত ফণ্ডে কেহই এত টাকা প্রদান করেন নাই, ভারতবর্ষের প্রধান রাজকর্ম্মচারী মহাশয় এক সহস্র মুদ্রা মাত্র দিয়াছেন, অতএব উক্ত দানশৌণ্ড আরমানী এই বদান্যতার কার্য্য জন্য এদেশে ও ইংলণ্ডে সাধারণের নিকট অশেষ ধন্যবাদ পাইবেন।

ইংলণ্ডের কোন পত্রে প্রকাশ হয়, এদেশের যে সমস্ত মিলিটরী আফিসরেরা ছুটী লইয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগকে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা অতিশীঘ্র ভারতবর্ষে পাঠাইবেন।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakar Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

১২৮

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫১১৯ সংখ্যা।] সোমবার ২৩ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের একুইটি মোকদ্দমার অন্তর্গত ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানায় ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি রামবাগান পল্লীতে রাজা গুরুদাসের লেনে একটা ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বসতি বাটী ৮।৫ নম্বর ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও অপর এক ব্যক্তির যাহা স্বত্বাধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ভিহি পঞ্চান্নগ্রামের উল্টাডিঙ্গী গ্রামের মধ্যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭৸০ সাত বিঘা পোনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে অনেক উত্তম উত্তম ফলবান বৃক্ষ এবং প্রজাবিলি আছে তাহা রাইয়তী ভূমি নামে বিখ্যাত তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও অপর এক ব্যক্তির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON.
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন।
সরিফ।

কলিকাতা।
১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

CALCUTTA DRAINAGE

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোণ

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি।১০০ এক শত কিউবিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটি অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে

কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক্য দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners,

ROBERT D. TURNBULL,
Offg Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।

রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক তত্ত্ববোধিনী সভায় মুদ্রিত হইতেছে, অতএব অন্য কেহ ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পুজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদপ্রভাকর

২৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে উত্তর পশ্চিম রাজ্যের কোন কোন স্থান এক প্রকার অবোধ অবাধ্য সিপাহিদিগের শাসনাধীন হইয়াছে, নিরিহ প্রজাকুল হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া হাহাকার করিতেছে, আহারাভাবে অনেক বালক বালিকার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, দেশের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করা যায় না, কৃষকেরা ক্ষেত্রের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে, দুরাচারিদিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশমাত্র নাই, তাহারা মুখে বলিতেছে যে জাতীয়ধর্ম্ম রক্ষার্থ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যে তাহারা দৈত্যাপেক্ষা অধিক দুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ফিনিক্স সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ইংরাজ সেনাপতি সাহেব দানাপুর ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং পাটনাও পরিত্যাগ করিবার কল্পনা আছে এই সংবাদ যদ্যপি সত্য হয় তবে সাতিশয় ভয়ানক, কারণ দানাপুর ও পাটনা এই বঙ্গদেশ প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। অকৃতজ্ঞেরা যদ্যপি দ্বার অধিকার করে তবে আমারদিগের বিষম বিপদ। হা জগদীশ্বর! কত দিনে এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ দুরাত্মাদিগের নিদারুণ হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, নরাধমদিগের দ্বারা একেবারে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়াতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা প্রবল পরাক্রম সত্বেও তন্নিবারণে অক্ষম হইতেছেন, বিদ্রোহিরা স্থানে স্থানে রাজসৈন্য কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাভূত ও হতাহত হইতেছে তথাচ তাহারা এপর্য্যন্ত দুর্বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ক্রমে তাহারদিগের দলবৃদ্ধি হওয়াতে সাহসবৃদ্ধি হইয়াছে, যদিও নিধন প্রাপ্ত হইবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই, বিচক্ষণ গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহার সংপূর্ণ অনুষ্ঠানই করিয়াছেন, চারিদিগ হইতে সেনাদলের সমাগমেই যে যৎকিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপণ হইতেছে তথাচ দুরাচারিরা অসম সাহসিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়া এক এক প্রদেশ সমভূম করিতেছে।

আমরা বিলাতীয় সংবাদে গত শনিবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রি মহানুভব লার্ড পামরষ্টন সাহেব মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের মান্যবর মেয়র মহাশয়দিগের সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে এদেশের উপস্থিত বিদ্রোহঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র গৌরাঙ্গ সেনাকে এদেশে আসিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহারদিগের কিয়দংশ জাহাজারোহণে মালতায় আসিয়াছে, যে সকল সৈন্য চীনদেশে সমর সজ্জায় গমন করিতেছিল তাহারদিগেরও কয়েকদল শ্রীযুত লার্ড এলজিন সাহেবের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে, উত্তর পশ্চিম রাজ্যে রণতরী প্রেরণের উপায় নাই, একারণ উক্ত তরী নিচয়ের কয়েক জন অধ্যক্ষ আপনাপন সংগ্রাম পোতারোহণে রাজধানীর নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, মহাবল পরাক্রান্ত ইংরাজজাতির সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রাদি কিছুরই অভাব নাই, কেবল তত্তাবৎ যোজনা করিতেই কাল বিলম্ব হইতেছে এই বিলম্ব জন্যই বিপক্ষদিগের বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে বোধ হয় অক্টোবর মাসের প্রথমেই সকল আয়োজন হইবেক।

আমরা দিল্লীর সংবাদে গত শনিবার দিবস লিখিয়াছি যে দুরাত্মারা দুই দিবস ভয়ানকরূপে সংগ্রাম করিয়া পরিশেষ পরাভূত হইয়া অধুনা প্রাণভয়ে প্রস্থান করণের পন্থা দেখিতেছে, কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি সাহেব দিল্লীর চারিদিগ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহারা কোন্ পথে যাইবেক?

বর্দ্ধমান।

১৯ ভাদ্র ১২৬৪।

এমত জনরব, বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব গত দিবস ৬০ মোন ঘৃত, ১৬০ মোন ময়দা এবং চাউল যত পাওয়া হায় ততই ক্রয় করণার্থ নাজিরের উপর পরওয়ানা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্যই অগ্নি মূল্যের উপর আবার মহাগ্নি মূল্যই হইয়া উঠিবে। হা পরমেশ্বর! তুমি আর কত দিনে সদয় হইয়া রাজবিদ্রোহি দুরাত্মাদিগো নিপাত করিবে? আর কত দিনে পৃথিবী স্থিরা হইয়া শান্তিধারণ পূর্ব্বক আমারদিগের পক্ষে মহামঙ্গল উৎপাদন করিবেন. এই ভীষণতর বিদ্রোহি সূচক বিপদে দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বদিগেই যে অবসন্ন হইতে লাগিলেন।

৩০ আগষ্ট দিবসে রাণীগঞ্জ হইতে অনেক ইউরোপীয় ও মান্দ্রাজীয় সেনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

কবিবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথার্থ নূতন গ্রন্থ।

"বালক শিক্ষার্থ।
বর্ণ পাদপ।
শ্রীল শ্রীযুত রেবরেণ্ড আলেকজণ্ডর ডফ ডি ডি মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে
শ্রীভবানীচরণ সেন গুপ্ত
কর্ত্তৃক বিরচিত।"

অধুনা প্রতি বৎসর প্রায় অনধিক দশ বারো-খানা নূতন পুস্তক রচিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তজ্জন্য লেখকদিগকে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক প্রচার হইয়াছে সে সকল কিছুই নূতন নহে, ভবানী বাবু যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই যথার্থ নূতন গ্রন্থ, তজ্জন্য বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে। পাদরি ডফ সাহেবের পরম সৌভাগ্য যে এরূপ সুলেখক প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে এরূপ নূতন

125

আসিয়াছে তন্মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলন করা গেল।

কোর্ট আব ডৈরেক্টর্স সভাপতিরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে ৬ খান গণবোট অর্থাৎ এক প্রকার ক্ষুদ্র রণতরী নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই নগরে মিথ্যা জনরব উঠিয়াছিল, বক্‌রিদপর্ব্ব সময়ে উক্ত নগরবাসি যবনেরা হিন্দু ও ইংরাজদিগের প্রাণ নাশ করিবেক, তাহাতে উক্ত নগরবাসিরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন কিন্তু বক্‌রিদ পর্ব্ব নির্ব্বিবাদে গত হইয়া গিয়াছে, মহরম সময়েও কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই।

করাচি অবধি বোম্বাই নগর পর্য্যন্ত এক বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণী প্রস্তুতারম্ভ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে অধিক তার ছিলনা তজ্জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইল রোড কোম্পানিদিগের নিকট হইতে ২০০ মাইল পথ বিস্তৃত তার গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রিসিডেন্সির অন্তর্গত মুলতানপুরের নিকটস্থ এক গ্রাম যবনদিগের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২১ আগষ্ট তারিখে বোম্বাই নগরে যে সংবাদ প্রকাশ হয় এবং যাহা ফিনিক্স পত্র সম্পাদক অতিরিক্ত পত্র দ্বারা গত দিবস প্রকাশ করেন তাহা আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে অনুবাদ করিলাম।

বোম্বাই।
শুক্রবার।
২১ আগষ্ট।

দিল্লীর সংবাদ অতি আনন্দজনক, আমরা লাহোরের পথ দিয়া তথা হইতে ৫ আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্তের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি, উক্ত দিবসে গোলন্দাজ রাজসেনারা মুরিবে সন নামক স্থানের প্রতি অবিশ্রান্ত রূপে গোলাবৃষ্টি করণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শত্রুপক্ষ তদ্বিরুদ্ধে সামান্য রূপে গোলাক্ষেপ করাতে আমারদিগের কোন হানি করিতে পারে নাই, তাহারা ভীতচিত্তে প্রাচীরের নিকটেই ছিল, ১।২ আগষ্ট তারিখে তাহারা ১বৃহদ্দলবদ্ধ হইয়া রাজসেনাদিগকে আক্রমণ করে, শেষ দিবস অপরাহ্ন ছয়ঘটিকা সময়ে তাহারা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিয়া তৎপর দিন দুই প্রহর দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল, উক্ত দিবস ইদকুল জেলদা নামক যাবনিক পর্ব্বাহ হওয়াতে দুষ্টেরা অজস্র গাঁজা টানিয়া মত্ত হইয়াছিল এবং তাহারদিগের মৌলবী ও পুরোহিতেরা প্রকাশ করিয়াছিল যে উক্ত দিবসের সংগ্রামেই ব্রিটিস সেনারা পরাভূত হইবেক, ইংরাজ জাতির প্রভুত্ব ভারতবর্ষে আর থাকিবেক না, দৈববাণী দ্বারা তাঁহারা এই বিষয় অবগত হইয়াছেন, কিন্তু আমারদিগের সেনাগণ বিদ্রোহিদিগের ব্যবহার ও রণকৌশল বিশিষ্টরূপে বিদিত থাকাতে তাহারা এমত সুকৌশলে সংগ্রাম করিয়াছিল যে বিপক্ষেরা সংপূর্ণ রূপে পরাভূত হইয়া পরিশেষে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা আমারদিগের কিছুমাত্র হানি করিতে পারে নাই, ব্রিটিস সেনাদলের ১০ জন হত ও ৩৬ জন আঘাতি হইয়াছে, বিপক্ষপক্ষের বিস্তর মরিয়াছে, গোলার আঘাতে একেবারে শত শত ব্যক্তি সমরশায়ি হইয়াছে, কিরিচ প্রহারে বহু লোকে পঞ্চত্ব পাইয়াছে, আমারদিগের শিবির হইতে নগর পর্য্যন্ত তাহারদিগের হতদেহ স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে, এবং তাহারদিগের আক্রমণদ্বারা যত হানি না হউক সেই দেহের দুর্গন্ধে তদপেক্ষা সহস্র গুণে হানি হইতেছে, আমরা দুঃখিত হইলাম, যে তাহারদিগের কুকার্য্যের প্রতিফল প্রদানের কাল উপস্থিত হইবার সময়েই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া নগর হইতে প্রস্থান করিতেছে।

দুরাত্মারা সেতু বন্ধনে অক্ষম হওয়াতে তাহারা বোটকের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে।

অতিশয় আনন্দজনক সংবাদ যে পঞ্চ সহস্র সৈন্য মালতায় আসিয়াছে, এবং তাহারা এখানে আসিবার নিমিত্ত বাষ্পীয় তরীর অপেক্ষা করিতেছে।

নগদ টাকার নিমিত্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কোম্পানির কাগজ বন্ধক দিয়া যাঁহারা নিয়মিত কালে তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের আদেশানুসারে সেক্রেটারি সাহেব গত গুরুবার দিবসে তাহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কাগজ বিক্রয় করত টাকা আদায় করণের বিজ্ঞাপন ব্যাঙ্কের কার্য্যালয়ে লিখিয়াদিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত দিবস কোন ক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে কিছুই বিক্রয় হয় নাই, কোম্পানির কাগজের দালালগণ যাঁহারা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় করিয়া রাজা

রে কাগজের দর রক্ষা করিতেছেন তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ ৫০ পরসেণ্ট ন্যূন মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, ফলতঃ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিরা তাহাতে বিক্রয় করণে সম্মত হয়েন নাই, ইহাতে অনেকের সংশয় জন্মিয়াছে, ডৈরেক্টর্সদিগের সভায় কাগজের মারজিন ও সুদের নিয়ম কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল ব্যক্তি বিশেষের সম্ভ্রম বিবেচনায় কাগজ বন্ধক গৃহীত হইবার জনরব উঠিয়াছে, ইহা যদ্যপি সত্য হয় তবে দালালদিগের পক্ষে মহা হানিজনক বলিতে হইবে কারণ ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিবার নিয়মই তাঁহারদিগের ব্যবসার মূল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারদিগের কাগজ যদ্যপি বন্ধক না রয় তবে তাঁহারা কোন্ স্থান হইতে টাকা লইয়া তাহা নির্ব্বাহ করিবেন।

গত ২১ ভাদ্র শনিবার রজনী যোগে ৺ বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে "মহাশ্বেতা" নামে নাটক যাহা শ্রীযুত বাবু নবিনমোহন সরকারের কর্ত্তৃক প্রণীত, অতি সমারোহ ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে, এই উপলক্ষে প্রায় ৪।৫ শত ভদ্র ও ধনাঢ্য সন্তান এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সমাগম হইয়াছিল, নাট্যশালার শোভা সন্দর্শনে প্রায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন, বালকদিগের দ্বারা এরূপ বৃহদ্ব্যাপার সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে তাহা আমারদিগের প্রত্যাশা ছিল না, আমরা এতদ্বিষয়ে অধিক লিখন যুক্তি যুক্ত বোধ করিলাম না কেননা ইহাতে স্বজাতীয় বিদ্যার কত দূর পর্য্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। মৃত মহাত্মা ৺ বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বীয় সদ্ব্যবহার, ও সুসম্ভাষণে দর্শকবৃন্দের মন বিমোহিত করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পত্র হইতে নিম্নলিখিত সংবাদাবলী সংগৃহীত হইল।

পুরুলিয়ার সন্নিহিত গোবিন্দপুরে কোন অত্যাচার আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিগে বিদ্রোহি থাকাতে উক্ত স্থানবাসিরা নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই।

সাঁওতালেরা শান্তমূর্ত্তি ধরিয়াছে, বিদ্রোহি সেনারা তাহারদিগকে অনেক কুপরামর্শ দিয়াছিল কিন্তু সাঁওতালেরা কিছুতেই দুরন্তসিপাহিদিগের সহযোগি হয় নাই।

মানভূমি উঠ হইয়াছে, এরূপ জনরব শুনা যায়।

জনরবে শুনা যায় বিদ্রোহি সিপাহিরা বানারস কিনির লুণ্ঠন পূর্ব্বক তদারোহি সমস্ত লোকের আয়ু নাশ করিয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি বারাণসী হইতে যে পত্র আসিয়াছে এবং উক্ত জাহাজাধ্যক্ষ সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে এই অমূলক জনরব বিষয়ক কোন কথাই লিখিত নাই, সুতরাং এই সংবাদ সংপূর্ণ মিথ্যা বোধ হইতেছে।

জেনরল হেবিলক সাহেব ১৩ আগষ্ট দিবসে কানপুরে পুনরাগত হইয়াছেন এমত সংবাদ আসিয়াছে।

আযোধ্যা হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, বিদ্রোহি সেনারা দুর্গ প্রাচীর ভঙ্গ করিবার মানসে এক স্থানে প্রাচীর নিম্নে সুড়ঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে বারুদ দিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে দুর্গবাসি ইংরাজেরা তাহা অবগত হইয়া সাহস পূর্ব্বক বিদ্রোহিদিগকে দূর করিয়া দুর্গ রক্ষা করেন।

গোরক্ষপুরের কালেক্টর সাহেব তথাকার কালেক্টরী খাজানাখানার টাকা কাশী আনয়নের উদ্যোগ করিতেছেন, গুরখা সেনাদিগের আশঙ্কায় বিদ্রোহি সেনারা উক্ত স্থানে অত্যাচার করিতে সাহসি হয় নাই।

বিদ্রোহি সরদার কুমার সিংহ জগদীশপুরে পরাভব পাইয়া রোটাস স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে।

রামগড়ের বিদ্রোহি দলের ১৬০ জন সেনা সিংহভূম জিলা আক্রমণ করিয়া কালেক্টরী ধনাগার লুঠ করণের উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু সিরকলের রাজা ৭।৮ সহস্র সেনা সহিত তথায় উপনীত হইয়া অনেক বিদ্রোহিকে ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ধনাগার রক্ষা হইয়াছে, কিন্তু রাজার আগমনের পূর্ব্বে দুরাত্মারা সমস্ত কারাবাসিদিগকে মুক্ত দিয়াছে।

উক্ত দলের আর এক শত সেনা সম্বলপুরে আছে, অদ্যাপি তাহারা অবাধ্য হয় নাই।

লাগোডের পত্রে প্রকাশ হয়, পিথৌরের স্বাধীন রাজা উক্ত স্থানে আসিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তুমি আমি ভেদ রাখনি, দেখাচ্ছ,
সব আঁচে আঁচে।
আমি যা পাব তা পাব শেষে,
পাঁচ মিশালে, পাঁচে পাঁচে ॥ ৩॥
এইটি-মাত্র ভিক্ষা করি,
বিড়ম্বনা ঘটে পাছে।
ওহে, দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই,
মই কেড়না তুলে গাছে ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী।

হে পুরুষ! তুমি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছ আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া সন্তুষ্ট কর।

আত্মা।

হে দেবি! তবে প্রশ্ন করুন।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে, লহ উপদেশ?।
কিবা জাতি কিবা ধর্ম্ম, কহ সবিশেষ?॥

আত্মা। উত্তর।

আপন স্বরূপ আমি, আপন স্বরূপ।
জাতি, ধর্ম্ম, কিছু নাই, নিজবোধ-রূপ ॥ ১

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কি তোমার নাম, কহ, কি তোমার [illegible]?।
কোথায় বিশ্রাম কর, কোন্ [illegible]?॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবে বিশ্রাম [illegible]
আত্মায় আত্মি, আত্মারাম [illegible]

[illegible] ভাব প্রতিক্ষণ?।
[illegible] করিছ ভ্রমণ?॥

আত্মা। উত্তর।

স্ব-ভাবে ভাবিয়া ভাব, ভাব রাখি দূরে।
সন্তোষের সহ ফিরি, সদানন্দ-পুরে ॥ ২

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কমনে স্বভাবে তুমি, রেখেছ স্ব-ভাব?।
কি ভাবে, স্বভাবে রাখ, স্বভাবের ভাব?॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবেই ভাবে হয়, ভাবের সঞ্চার।
স্বভাব, স্বভাবে রাখি, অভাব কি আর? ॥ ৪

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কার ভাবে ভাবি বল, কার ভাবে ভাবী?।
[illegible] হোলো, কত ভাব কত আছে ভাবি?॥

আত্মা। উত্তর।

কত গত, কত ভাবি, কত আর ভাবি?।
যার ভাবে ভাবি ভাব, তার ভাবে ভাবী ॥ ৫

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়।
কিসে ভাব আবির্ভাব, কিসে হয় লয়?॥

আত্মা। উত্তর।

ভাবের সাগরে সদা, উঠিতেছে ঢেউ।
লয়, হয়, কিসে, দিশে, নাহি পায় কেউ ॥ ৬

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

বল শুনি, কি কারণ, এখানেতে আসা?।
বুঝিতে না পারি কিছু, কার কর আশা?॥

আত্মা। উত্তর।

কি কহিব, কি কারণে, এখানেতে আসা।
যে আমায় আনিয়াছে, তার করি আশা ॥ ৭

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

আসার সুসার কিসে, আশার সুসার?।
আসানাশা-বাস-কোথা, কি ভেবেই সার?॥

আত্মা। উত্তর।

আসানাশা-আশা-বাসা, যে করেছে সার।
কাসা নাই, আশা নাই, আসা নাই তার ॥ ৮

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

[illegible] তার কয়?।
কোথায় [illegible] আছে, শুনি সমুদয়?॥

আত্মা। উত্তর।

দেহ-গেহ-নবদ্বার, শোভে নয় ঠাঁই।
যথা আত্মা, তথা গৃহ, নিরূপিত নাই ॥ ৯

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কহ বিবরণ সব, কহ বিবরণ?।
দারা, সুত, সুতা, ভ্রাতা, কত পরিজন?॥

আত্মা। উত্তর।

দয়া দারা সত্য সুত, সহোদর মন।
ক্ষান্তি ভগ্নী, বিবেকাদি, নিজ পরিজন ॥ ১০

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

পরিজন মধ্যে করে, কে তোমার হিত?।
কুটুম্বিতা কর তুমি, কাহার সহিত?॥

আত্মা। উত্তর।

নিজতত্ত্বে নিজ-হিত, এই মাত্র ধারা।
কুটুম্ব ইন্দ্রিয় পঞ্চ, হিতকারি তারা ॥ ১১

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

নিগূঢ় বচন এক, কাণে কাণে বলি।
কার বলে বল তুমি, কার বলে বলী?॥

আত্মা। উত্তর।

কার বলে বলী আমি, কার বলে বলি।
বল্ বল্ আত্ম-বল, আত্ম-বলে বলী ॥ ১২

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সবিশেষ দিলে তুমি, নিজ পরিচয়।
এখন তোমার বল, কিসে হবে লয়?॥

আত্মা। উত্তর।

জীবনের-বিঘ্ন যথা, জীবনেই লয়।
আত্মাতে সেরূপ আমি, জানিবা নিশ্চয় ॥ ১৩

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কুটীরের মধ্যে বল, আলো কেবা করে?।
কিরূপেতে থাক তুমি, অন্ধকার ঘরে?॥

আত্মা। উত্তর।

অন্ধকার নহে তথা, থাকি যেই স্থলে।
দীপের উপরে দীপ, তাহে দীপ জ্বলে ॥ ১৪

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ঘরের ভিতরে সদা, কর তুমি বাস।
বাহিরে কিরূপে হয়, নয়ন প্রকাশ?॥

আত্মা। উত্তর।

পরম প্রণয়-পথ, সত্য অপ্রময়।
ভাব, চিন্তা, দুই নেত্রে, দেখি সমুদয় ॥ ১৫

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সবিশেষ, উপদেশ, আমায় বুঝাও?।
কখন্ বা জেগে থাক, কখন্ ঘুমাও?॥

আত্মা। উত্তর।

যোগেযাগে জেগে থাকি, এক ভেবে সার।
একবার ঘুমাইলে, জানিনা আর ॥ ১৬

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

এরূপ জাগিয়া আর, রবে কত দিন?।
আর কত দিনে হবে, ঘুমের অধীন?॥

আত্মা। উত্তর।

নিরূপণ কিছু নাই, এখন তখন।
তখনি ঘুমাব ঘুম, আসিবে যখন ॥ ১৭

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

নিয়তই আছ তুমি, করি জাগরণ।
দিনে রেতে, যোগেতে, কখন দেও মন?॥

আত্মা। উত্তর।

দিনে নয়, রেতে নয়, দিবা নিশি ছেড়ে।
সর্ব্বদাই, যোগে যাগে, মন রাখি বেড়ে ॥ ১৮

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

দিবা, নিশা, সর্ব্বদায়, কি আছে প্রভেদ?।
বিশেষ করিয়া কহ, দূর হোক্ খেদ ॥

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে সিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯১৮ সংখ্যা] শনিবার ২১ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের এক ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেবী তাঁহার নামে উক্ত রাজা শেষ উইল পত্রে একজিকিউট্রিক্স করিয়া যান তজ্জন্য উক্ত দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা রাজশাহীর অন্তঃপাতি পরগনা লস্করপুর নামক যে এক প্রসিদ্ধ জমীদারী অথবা তালুক যাহা উক্ত জিলার কালেক্টরীর তায়দাদে ১৫৮০ নম্বরে রেজিষ্টরি আছে, উক্ত জমীদারীর কালেক্টরী বার্ষিক সদর মালগুজারি কোম্পানির সিক্কা ৩১৯৫০।।১১ একোত্রিশ হাজার নয় শত পঞ্চাশ টাকা আটআনা এগারগণ্ডা ইহার মধ্যে কয়েকটা মৌজা কিসমত ও চক ও তরফ ইত্যাদিতে বিভক্ত তাহার ৵৹৸ দুই আনা তিনকড়া অংশে ও তাহার ৵৹৸ দুই আনা তিনকড়া অংশের মধ্যে ও তাহার ৵৹৸ দুই আনা তিনকড়া অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের শেষ উইল পত্রের একজিকিউট্রিক্স ও উক্ত রাজার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা ময়মুনসিংহের মধ্যে স্কুফুরিয়া ও জেরাণশাহি নামে যে এক তালুক যাহার শালিয়ানা কালেক্টরী রাজস্ব কোম্পানির সিক্কা ৯৩৮৫।৵২ নয় হাজার তিন শত পঁচাশি টাকা ছয় আনা দুই গণ্ডা এবং উক্ত তালুকের সঙ্গে যে কয়েকখানা মৌজা ও গ্রাম ও পটী আছে তাহার ৵৹ দুই আনা অংশে ও তাহার ৵৹ দুই আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ৵৹ দুই আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের শেষ উইল পত্রের একজিকিউট্রিক্স ও উক্ত রাজার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ

কলিকাতা।
২৮ আগষ্ট ১৮৫৭।

শব্দ ও নূতন প্রয়োগ কেহ কখন বাঙ্গালা ভাষায় দৃষ্টি করেন নাই, আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বাক্য ভবানী বাবুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বাক্য	অর্থ
কচ কদ	মেঘের বর্ণ চুল
কট কণ	মাদুরের কণা
কফ কব	কখন শ্লেষ্মা হইল
ছগ দল	ছাগ সমূহ
চাগ গো	উঠ গো
ঘাড় গেল	ব্যথা হইলে সর্ব্বদা ঐ কথা কহে
কুছ দেও	কিছু দেও
বেল চল	বাগানে চল
ফৌত কাল	মৃত্যু অবস্থা
চৌথ জাত	শূদ্র জাতি"

ইত্যাদি।

এক্ষণে ভবানী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, "কচ কদ,, চুল, এবং মেঘ, ইহাতে মেঘের বর্ণ কিরূপে হইল? যদিও হয়, ইহা কি গ্রন্থে লিখিবার উপযোগী সাধু শব্দ? "কট কণ,, মাদুরের কণা, মাদুরে শয়ন ও উপবেশন করা যায়, তাহার আবার কণা কি? খাদ্য দ্রব্যাদির কণা হইয়া থাকে। "কফ কব,, কখন শ্লেষ্মা হইল, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন? ইংরাজীতে সংক্ষেপ লিখিবার এক প্রকার পদ্ধতি আছে, ভবানী বাবু বুঝি বাঙ্গালা ভাষায় সেই রীতি প্রচলিত করিতে মানস করিয়াছেন। "ছগ দল,, ছাগ সমূহ, শ্রুত আছে, একজন উড়িষ্যা নিবাসি পত্র লিখিয়াছিল, যাহাতে আকার কিম্বা ওকার কিছুই ছিলনা—যথা (কটক মড়ক বড় বপর চরণ দড়) ইত্যাদি, ভবানী বাবুর ইহাও বুঝি তাহাই হইবে। "চাগ গো,, উঠ গো, ইহা কোন ভদ্র লোকে ব্যবহার করিয়া থাকেন? "ঘাড় গেল,, ব্যথা হইলে সর্ব্বদা ঐ কথা কহে, শরীরের মধ্যে যে কোন অঙ্গ হউক না কেন বেদনা হইলেই কি লোকে ঘাড় গেল বলে (আমানি খেতে দাঁত পড়িল সিঁদুর পরিব কিসে?) ইহাও সেই রূপ। "কুছ কৌত,, ইত্যাদি কোন্ ভাষা সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, কি পারসী, আরবি, উর্দ্দু আমি ভবানী বাবুর কয়েকটি শব্দ পদের মধ্যে প্রয়োগ করিলাম পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

পদ্য।

ছুঁড়ির কি কচ কদ, বলিহারী যাই।
কোথায় বসিব মূলে, কট কণ নাই॥
কফ কব তোমার, বলনা ভাই মোরে।
ছগ দল কোন রূপে, দিতে পার ধোরে॥
চাগ গো পোহাল নিশি, ঘুমাইবে কত।
ঘাড় গেল পদেতলে, হইয়াছে ক্ষত॥
কুছ দেহ কৃপা করি, ওহে ভাগ্যধর।
বেল চল বৈকালেতে, প্রিয় বন্ধুবর॥
ফৌত কালে স্বর্গে যায়, হরিবোল বোলে।
চৌথ জাত মান্য হয়, ধনবান হোলে॥

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন, এই সমস্ত শব্দ কিরূপ প্রয়োগ হইয়াছে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি ভবানী বাবুর অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছি, সম্পাদক মহাশয় অনেক নূতন শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু ভবানী বাবুর কাছে আপনি কোথায় আছেন। অধুনা কবিবর সম্পাদক এই পুস্তক শিক্ষা করুন, আপনি কেবল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাতে আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি আছে।

ভাবানী বাবু চতুর্থ শাখায় প্রথম পল্লবে [দ্দ] অক্ষরের এক উপমা দিয়াছেন,—যথা "এই লোক নোদ্দ হুগলি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে,, ভবানী বাবুর জ্ঞান টন্‌টনে সোদ্দ শব্দের বিনিময়ে যদ্যপি মদ্য শব্দটি শুদ্ধরূপে প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতাম অভ্যাসাধীন ভ্রম হইয়া থাকিবে,—যথা শরণাগত প্রতিপালক লিখিতে যদি কেহ মরণাগত প্রতিপালক লেখে তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হয় লেখকের অজ্ঞতা নহে, ভ্রম, কিন্তু শরণাগত লিখিতে মূর্দ্ধন্য ষকারের প্রয়োগ যদি থাকে তাহাতে অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি অন্য কারণ উপলব্ধি হইতে পারে?

বাঙ্গালা ভাষায় যাহার মনে যাহা উদয় হয় সে তাহাই লিখিয়া প্রকাশ করে, যেহেতু ইংরাজীর ন্যায় দোষ গুণ বিচারের মাসিক বা ত্রৈমাসিক পুস্তকাদি নাই, যাহাতে রচনার দোষ গুণ বিচার হইয়া থাকে, অতএব এবিষয়ে দেশীয় লোকের চেষ্টা করা অতি উচিত, তাঁহারা ইতিহাস, কাব্য, নাটকাদি রচনায় ব্যস্ত, কিন্তু উক্ত শাস্ত্রাদির চক্ষু "অলঙ্কার,, তাহার প্রতি দৃষ্টি না থাকায় যে কি পর্য্যন্ত হানি হইতেছে তাহা অবগত নহেন।

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য।
৫ ভাদ্র ১৭৭৯ শক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট নং ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অম্ভোদাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নসন্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্তাদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯২০ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২৪ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক তত্ত্ববোধিনী সভায় মুদ্রিত হইতেছে, অতএব অন্য কেহ ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

২৪ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯।

কিয়দ্দিবসাবধি বোম্বাই ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তি বিদ্যুতীয় তারে সংবাদ গতায়াত বন্ধ ছিল, তাহাতেই কয়েক দিন যাবৎ উক্ত প্রদেশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, সম্প্রতি তার পুনঃসংযোগ হইয়া সংবাদ

পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত।

নীতি।

যে ব্যক্তি পাপিলোকদিগের পরামর্শানুযায়ি কর্ম্ম করে না, অপরাধিদিগের পথে দণ্ডায়মান হয় না, নিন্দকলোকদের সহিত একাসনে উপবেশন করে না, ঈশ্বর গুণ গুম্পিত পুস্তক পাঠে নিয়ত কাল যাপন করে সেই ব্যক্তিই এই সংসারে ধন্য, ও যশস্য, তাহারই দেহধারণ সার্থক, সেই ব্যক্তি তটিনীতট সন্নিহিত এবং যথা সময়ে ফলবান, অম্লানদলে সুশোভিত তরুর ন্যায় শোভা ধারণ করে, কিন্তু তদ্বিপরীত পথবর্ত্তি পাপিষ্ঠলোক তুষের ন্যায় অহরহ চলিত হয়। পাপিরা বিচার আসনে কৃতপুণ্যলোকদিগের সহিত উপবেশন করা দূরে থাকুক দাঁড়াইতেও পায় না. অতএব আশৈশব সুশিক্ষক নিকটে পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য পুণ্যের তুল্য বন্ধু আর নাই। হস্ত যেমত সর্ব্বশরীরকে সর্ব্বদা রক্ষা করে, চক্ষের পাখা যেমত চক্ষুকে রক্ষা করে তাদৃশ পুণ্য পুণ্যবানকে রক্ষা করেন।

ঈশ্বরে সুদৃঢ়াভক্তি, আর তাহাতে অস্খলিত বিশ্বাসই বিদ্যার ফল, বিদ্যা ব্যতীত ঈশ্বরের অকপট-প্রেম ও একতা জন্মে না, কেবল ধনোপার্জ্জন জন্যই যে বিদ্যা অভ্যসনীয়া তাহা নহে। অবিদ্বান লোকও যদি জগদীশ্বরের নিয়ম অনুসারে চলে এবং তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে আরাধনা করে, তাহার ধন, মান, যশঃ, সম্ভ্রম, কিছুরই অভাব হয় না। ঈশ্বরের কৃপায় অভাবনীয় সুদুর্লভ সুখসৌভাগ্য আপনি আসিয়া ঈশ্বরভক্তের করস্থ হয়।

ঈশ্বর সরলব্যক্তিদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা সদ্ব্যবহারিদের চালস্ব রূপ, সৎপথবর্ত্তিগণের রক্ষিতা এবং স্বীয় ভক্তজনগণের অক্ষয় আশ্রয়দাতা যে ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভে দেহ পতন করে তাহারই দেহ ধারণ সার্থক হইল,এবং যেব্যক্তি তাঁহার মর্ম্মার্থ না জানিয়া কেবল উদরভরণ মাত্রাভিলাষী তাহার দেহধারণ শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় নিরর্থক. তাহাকে ইহকালে অনন্তদুঃখ পরকালেও নরক যাতনাভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তাহাতে কেবল বিদ্যা-বুদ্ধিবলের উপর নির্ভর রাখিয়া তাহা সম্পাদন করিব এমত আশ্বাস অতি অকর্ত্তব্য, কেননা আমরা যে কোন দুর্লভবস্তু পাইবার আশা করি যে কোন ব্যবসায়ে লাভ ইচ্ছা করি তাহার ফল ঈশ্বরাধীন, তাঁহার মনে যাহা আছে তাহা বই আর কিছুই হইবে না। অতএব যে কোনকর্ম্মের চেষ্টা পাইবার সময়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিয়া চেষ্টা পাওয়া উচিত, বোধ করি যেব্যক্তি ঈশ্বরে নির্ভর রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কার্য্য সফল হইবেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যাহার বুদ্ধি বিচল না হয় তাহাকে স্থিরাধ্যবসায় পুরুষ কহে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানি অনেকেই হয়, ধনোপার্জ্জন অনেকেই করে, প্রভুত্ব পদ অনেকেই পায়. কিন্তু স্থিরাধ্যবসায়তা গুণ অতি অল্প লোকের দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষের স্থিরাধ্যবসায়িতা একটি পরম সুলক্ষণ ও সুভসূচক গুণ, যে ব্যক্তি স্থিরাধ্যবসায় হয় তাহার যশের পরিসীমা থাকে না।

পূর্ব্বদিনে যে কোনকর্ম্মের ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া পরদিনে অবধারিত পরামর্শের অন্যথাচরণের নাম অস্থিরাধ্যবসায় এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ের কথা দিয়া সেই কথা অপহ্নব করার নামও অস্থিরাধ্যবসায়। অস্থিরাধ্যবসায় লোককে কেহই বিশ্বাস করেন না, অস্থিরাধ্যবসায় লোক অতুলসুখভোগ্য বস্তু লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারে না, অস্থিরাধ্যবসায়তা পুরুষের একটি নিতান্ত ঘৃণিতদোষ, ঐ দোষ হইতে পৃথক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি পরিণামদর্শন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করে তাহার কোনক্রমেই অবশ্যঃ কি ক্ষতি হয় না? পরিণামদর্শিতা শক্তিই তাহার তাবৎ বিঘ্নের উন্মূলনকারিণী। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার কত গুণ, যাহারা ঐ প্রকার বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারাই তাহার সুখলাভ করিতে পারে, যাহারদের কিছুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই তাহারদের বিপদের অভাব থাকে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি কোণগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সদা সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্মাসং জাম যতস্ত্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তস্থিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র.

৫৯২১ সংখ্যা] বুধবার ২৫ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় অপ্রাপ্তবয়স্ক নৃসিংহ দাসশীল তাঁহার পরমাত্মীয় শ্রীমতী অক্ষয়মণি দাসীদ্বারা বাদী। এবং বৈদ্যনাথ শীল ও অন্যান্য প্রতিবাদি, এই মোকদ্দমা বিষয়ে বুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৫ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা মৃত মদনমোহন শীল যিনি ইতিপূর্ব্বে মুৎসুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতেন এবং কলিকাতাবাসী ছিলেন এক হাজার আট শত একান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ৫ আক্টোবর তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞান করা যাইতেছে যে তাঁহারা অবিলম্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের তাঁহারদপ্তরখানায়উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে প্রাগুক্ত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.
ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক তত্ত্ববোধিনী সভায় মুদ্রিত হইতেছে, অতএব অন্য কেহ ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি

দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

অল্পদিবস পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার ভদ্রাসনবাটীর উত্তর এবং উদ্যানবাটীর পশ্চিমে যোড়াবাগানের মধ্য দিয়া এবং নূতন রাস্তা প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত কন্সরবেন্সি মূলধনে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু এইকার্য্য বহুব্যয়সাধ্য বিবেচনায় নগর-শোভাকারক কমিস্যনরেরা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। কমিস্যনরদিগের এই কার্য্যটী ন্যায়মূলক হয় নাই, কেননা নগরশোভা, পথপরিসর, দুর্গন্ধ অপরিষ্কার স্থান পরিষ্কার ইত্যাদি কার্য্য কন্সরবেন্সির মূলধনদ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে যখন বদান্যবর ঠাকুর বাবু এই সাধারণ হিতকরকার্য্যে দশসহস্র মুদ্রাদানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের কোনমতে কর্ত্তব্য নহে, যোড়াবাগান ষ্ট্রিটের পূর্ব্ব ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানের পশ্চিমে যে স্থান আছে তাহা ময়লাতে পরিপূর্ণ, তাহার দুর্গন্ধ বাষ্পবায়ুতে তচ্চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি স্থানবাসি লোকদিগের সমূহকষ্ট ও পীড়া হয় বিশেষ ঐ স্থানে অনেক নীচ লোক ও দুষ্ট দুরাত্মা তস্করেরা বাস করে। অতএব উক্ত স্থান পরিষ্কৃত হইয়া তন্মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইলে সাধারণের উপকার হইবেক, এবিধায় নগরশোভাকারক কমিস্যনর মহাশয়েরা ঠাকুর বাবুর নিকট দশসহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এই সাধারণ শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। যদি ১০০০০ টাকায় এতৎ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, তবে নিমতলা ও যোড়াবাগান প্রভৃতি স্থানবাসি ধনিদিগের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতেও পারেন, এবং বাবু প্রসন্নকুমারকে এতদ্বিষয় জানাইলে তিনিও ঐ দশসহস্রের অতিরিক্ত টাকা না দিতে পারেন এমত সম্ভব নহে, প্রাগুক্ত দানশৌণ্ড বাবু সাধারণের স্নানকষ্ট নিবারণার্থে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পাথুরিয়াঘাটায় যে উৎকৃষ্ট ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে সুখে স্নান পূজা করিয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছে, স্বীয়াবাসের পূর্ব্বাংশে বাবু এক নূতনবাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন, তথায় প্রতিদিন বহু দীনদুঃখিলোক আহার করিয়া তাঁহার যশোগান করিতেছে, যে মহাশয়ের এইরূপ অনেক কীর্ত্তিকরকার্য্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি উক্ত পথ প্রস্তুতার্থে অঙ্গীকৃত দশসহস্রের কিঞ্চিদধিকার্থ প্রদান করিবেন ইহা কোন্ বিচিত্রকথা?

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে এক শ্বেত কামিনীর আশ্চর্য্য সাহস বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় তদ্বিশেষ এই যে, একজন অশ্বারোহি বিদ্রোহি সেনা জেনরল হুইলর সাহেবের কনিষ্ঠা ভগিনীকে স্বীয়ালয়ে লইয়া যায়, রাত্রিতে সিপাহি, ও তৎপত্নী ও পত্রীপ্রসূ এবং দুইটী পুত্র এক গৃহে শয়ন করে, ইংরাজমহিলাও ছিলেন, সিপাহি সপরিবারে নিদ্রিত হইলে যুবতী নিশীথ সময়ে উঠিয়া সিপাহির তলবার গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সিপাহিকে সবংশে বিনাশ করে এবং তদনন্তর আপনিও এক কূপ মধ্যে পড়িয়া পঞ্চত্ব পায়।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

১২ আগষ্ট দিবসে ব্রিটিস সেনারা কয়েক সহস্র বিদ্রোহি পরাভব করিয়া কতিপয় তোপ কাড়িয়া লইয়াছে, ঐ দিবসীয় যুদ্ধে বহু সংখ্যক বিদ্রোহি সেনা হত এবং ২৫ জন গবর্ণমেণ্ট সেনা হত ও ৯০ জন আহত হয়।

রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহিদিগের মধ্যে মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, যবন বিদ্রোহিরা কোন প্রধান হিন্দুর বাটীতে গোহত্যা করিবায় হিন্দু বিদ্রোহিরা যবনদিগকে শাস্তি দিবার জন্য পৃথক দলবদ্ধ হইয়াছে।

হুগলিবাসি বন্ধুর পত্রে অবগতি হইল, তথাকার পূর্ব্বতন ডাক্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব যেরূপ সুশীল শান্তপ্রকৃতি ও দয়াশীলছিলেন তাঁহার উত্তরাধিকারী ডাক্তর থ্রোপ সাহেবও তদ্রূপ উত্তম লোক, তাঁহার সচ্চরিত্র দর্শনে হুগলি চুঁচুড়াবাসি সমস্ত ইংরাজ বাঙ্গালি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ইউরোপ হইতে যে সকল সেনা আসিতেছে তাহারদিগের মধ্যে কতকগুলিন সেনা চুঁচুড়া বারিকে ও কালেজ বাটীতে অবস্থিতি করিবেক।

বাজারে জনরব উঠিয়াছে বাঙ্গালব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট বন্ধক লইয়া টাকা দিবেন না।

২১।২২ সেপ্টেম্বর এই উভয় দিবসে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিয়োগার্থিদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবেক।

আফিম বিক্রয়।

গত ৪ আগষ্ট দিবসে এক্সচেঞ্জ হৌসে নিম্ন লিখিত দরে আফিম বিক্রয় হইয়াছে।

	সিন্দুক	গড় দর।
পাটনা	২৪৪০	১৩৮৯॥৵৩
বারাণসী	১১১৫	১৩৯৫॥ ১১॥

বর্দ্ধমানের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন শ্রীশ্রীযুক্ত অধিরাজ বাহাদুর অদ্যাপি সংপূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রীমতী স্বচ্ছন্দশরীর হইয়াছেন।

দামোদরের জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ হইবায় মধ্যবিত্ত ও দুঃখি লোকদিগের মহাকষ্ট হইতেছে।

গত বুধবাসরীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় বিদ্রোহিরা সাসেরাম জিলা লুঠিয়া লইয়াছে।

২৫ ও ২৭ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের সেনাপতিদিগের অধীনে ৪ সহস্র গুরখা সেনা ফয়জাবাদের পথে অযোধ্যায় প্রেরিত হইয়াছে।

সর জেমস জেনরল ঔটরাম সাহেব আলাহাবাদে উপনীত হইয়াছেন।

গয়ার পত্রপ্রেরক লেখেন বিদ্রোহি সেনারা গয়া নগরে কোন ইউরোপীয় লোকের প্রাণ নাশ করিতে পারে নাই, এক্ষণে উক্ত স্থানে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের অন্তর্গত নিউসৌথওএলস নামক প্রদেশে জলপ্লাবন হইয়া বহুমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অধিক মনুষ্য নাশ হয় নাই।

অযোধ্যারাজ।

অযোধ্যারাজ দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে দিন২ অসুস্থ হইতেছেন, রাজমাতা ইংলণ্ড হইতে রাজার দুর্দ্দশা শ্রবণে দারুণ দুঃখিতা হইয়াছেন, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে গবর্ণমেণ্ট রাজার প্রাণ দণ্ড করিবেন বা তত্তুল্য কোন কঠিন দণ্ড দিবেন।

ত্রিবঙ্কোরের রাজা রিলিফ ফণ্ডে অর্থাৎ বিদ্রোহিতা উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত নিরাশ্রয় ইউরোপীয় লোকেরদের ভরণ পোষণার্থে ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব পঞ্চসহস্রের অধিক টাকা গ্রহণ করেন নাই।

সহরঘাটির সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত স্থানে আর কোন গোলযোগ নাই, বিদ্রোহিরা

যে যে স্থানের তাড়িত বার্ত্তাবহের তার কাটিয়া দিয়াছিল তাহা পুনঃ সংযোগ হইতেছে।

অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে অদ্যাপি উক্ত স্থানবাসি ইংরাজেরা দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, বিদ্রোহিরা দিনং হীনবল হইতেছে।

পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত।

নীতি।

[গতবারের শেষ।]

অকারণ কলহ করা উচিত নয়, কারণ থাকিলেও বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, যদি ক্রোধান্ধ হইয়া সামান্য কারণে অথবা প্রধান কারণেও কাহারও সহিত বিরোধ করা যায়, তবে পরক্ষণেই নিজপ্রতিবাসি বা মধ্যস্থ লোকহইতে লজ্জিত হইতে হয়, এবং বিরোধের কথা যে শুনে সেই বলে দেখেছ, একটা সামান্য কারণে লোকটা বিরোধ করিতেছে, এক টুক সহ্য করিলেইত বিরোধ ভঞ্জন হয়, লোকটা কি অজ্ঞ হে। ওই প্রকার বিরোধিকে তাবতেই নিন্দা করে, অতএব বিরোধস্থলে এক জনের সহ্য করা উচিত, সহ্যগুণ নির্ব্বিরোধের কারণ, অসহ্যগুণ বিরোধের-মূলীভূত।

দুষ্ট পাপিষ্ঠলোকদিগের মুখে কটুকর্কশ বিবাদসূচক বাক্য সর্ব্বদা বাহির হয়। পাপিরা চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদাদির ভঙ্গিদ্বারা সর্ব্বদা কুশিক্ষা প্রদান করে, পাপিলোকদিগের কুটিলমন পরকুৎসায় পরদ্রোহে নিযুক্ত থাকে, তাহাদিগের সংসর্গে থাকা কি তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করা সুজনের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। দুর্জ্জনের সংসর্গ অকালে বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর, দুর্জ্জনেরা ব্যবহারে অত্যন্ত সরলতা সাধুতা প্রকাশ করে অন্তরে তীক্ষ্ণ ক্ষুধার অসী নিষ্কোষ করিয়া কার্য্য সময় পাইলে সাধুর শিরে আঘাত করে।

প্রথমাধ্যায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রেরিত পত্র

কবিবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মল্লিখিত কতিপয় পদ্য পঁক্তি সংশোধনানন্তর ভবদীয় জগৎপ্রকাশক প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে এ নব কাব্যানুরাগির উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। মহাশয়ের উৎসাহে অস্মদাদির মাতৃভাষা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার মহদ্দৃষ্টান্তের অনুরাগিহইয়া অনেকেই ভাষার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এতাবতা মহাশয় স্বীয় উৎসাহকল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিয়া মাদৃশ জনগণের অপ্রতিহতচিত্তে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

পদ্য।

যোগিগণ চিন্তাকুল, যাহার কারণ।
অনমনে যোগাসনে, ভাবে অনুক্ষণ॥
কেহ ঊর্দ্ধ পদে ভাবে, কেহ অধো শিরে।
শিরে জটা ধরি কেহ, বনে বনে ফিরে॥
কেহ রক্তবস্ত্র পরে, কেহ দিগম্বর।
কেহ ভস্ম অঙ্গে মাখে, কেহ বাঘাম্বর॥
কার গলে হাড়মালা, স্ফটিক কাহার।
রুদ্রাক্ষ তুলসী আদি, অশেষ প্রকার॥
কেহ বলে হরি হর, কেহ বলে কালী।
কেহ বলে গজানন, কেহ বনমালি॥
দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ, রূপের কল্পনা।
ইচ্ছা অনুসারে জীব, করে উপাসনা॥
নির্ব্বিকার নিরাময়, নিত্যসুখ ধাম।
ভ্রমেতেও কেহ নাহি, লয় তাঁর নাম॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয়, সৃষ্টি, স্থিতি লয়।
যাঁহার ইচ্ছায় প্রলয়, প্রবাহিত হয়॥
যাঁহার আজ্ঞায় মেঘে, বরিষণ করে।
অগ্নি হয় প্রজ্বলিত, বায়ু বেগ ধরে॥
অরুণ প্রখর কর, বিতরণ করে।
অগণিত তারাগণ, উদয় অম্বরে॥
যাঁহার নিয়মে চরাচর সৃষ্টি যত।
পরস্পর আকর্ষণে, রত অবিরত॥
"চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য" শ্রুতি অনুসারে।
রূপের কল্পনা হয়, ক্ষীণ অধিকারে॥
আধি ব্যাধি বিনাশক, ঔষধ সেবনে।
লাড্ডুকা দেখান যায়, যেন শিশুগণে॥
জ্ঞানপথে অজ্ঞানির, গমন কারণ।
বিধি হইয়াছে তাই, মাতার নামন॥
প্রথমেতে শমদম, প্রাণায়াম আর।
প্রত্যাহার ধ্যান আদি, বস্তুর বিচার।
এ সকল আচরণ, করিয়া যতনে।
চিত্ত স্থির কর জ্ঞান, লাভের কারণে॥
চিত্ত স্থির হোলে জ্ঞানে, অধিকার হয়।
জ্ঞান প্রাপ্তে বিলোমেতে, কর্ম্ম পায় লয়॥
অপরোক্ষ আত্মা হন, তখন নিরূপ।
জীবন্মুক্ত জীব শিব, নিজে নিজ পক্ষ॥
জীবনান্তে তাহার নির্ব্বাণমুক্তি হয়।
সংসার যন্ত্রণা তার, তখন কি রয়?॥
অতএব ওরে মন, মম বাক্য ধর।
মুক্তিপদ পাবে যদি, জ্ঞানপথে চর॥
চিন্তা কর চিত্তে সদা, সেই নিরাময়।
যাঁহার প্রসাদে তুমি, হইবে অভয়॥

কস্যচিৎ নবকাব্যানুরাগিনঃ।

চুঁচুড়া চৌমাথা।

১ ভাদ্র ১৭৭৯ শক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদপ্রভাকর

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা, তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ॥০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯২২ সংখ্যা।] গুরুবার ২৬ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

CALCUTTA DRAINAGE.

মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবদিগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ অবধি শহর কলিকাতার মিউনিসিপল কমিসানর সাহেবেরা নিম্ন লিখিত কয়েক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

দশইঞ্চি পরিমাণের ইষ্টক ১০০০০০০ দশলক্ষ
সুরকি ১০০০০ দশ হাজার মোন

ঘুটিনের চুণ যোগাইবার নিমিত্তে ফি ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য। অদগ্ধ ঘুটিন অর্থাৎ চুণের পাথর যোগাইবার নিমিত্তে ১০০ এক শত কিউরিক ফিট প্রতি কি মূল্য।

উপরোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেণ্ডর করিবেন, এবং প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের নমুনা দিতে হইবেক।

৩ নং। বাটী চৌরঙ্গী রাস্তায় মেং ডবলিউ ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে যে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দিতে হইবেক তাহার সংপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ইতি।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Offy. Secretary.

কমিস্যনর সাহেবদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরণবল।
আফিসিএটিং সেক্রেটারী।

Calcutta.
12 Augt. 1857.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২৯ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিঠি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

২৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কাণপুর প্রবাসি সদ্বিদ্বান বন্ধুর পত্র আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি. তিনি যে সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন ইংরাজী পত্রেও তত্তাবৎ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু পরলোক প্রাপ্ত মেং গ্রিণওয়ে ও মেরিয়ান নাম্নী আয়া সমুদয় বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া কাণপুরের বিরূপ ঘটনার যে সমস্ত স্বরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে, আমরা ইংরাজী পত্র হইতে তদনুবাদ নিম্নে প্রকটন করিলাম, এতদ্দৃষ্টে আমারদিগের বন্ধুবর সংবাদদাতা আরো চমৎকৃত হইবেন।

"মেরিয়ান নাম্নী আয়া ব্যক্ত করিলেক, যে দিবস কাণপুরে অবোধ অবাধ্য সিপাহিরা অত্যাচার করে সেই দিবস মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, সেনাপতি জেনরল হুইলর সাহেব সংগ্রামে পরাভূত হইলে ইন্টেঞ্চমেণ্ট অর্থাৎ চারিদিগে গড়খাদ স্থানে সমুদয় সাহেব ও বিবি আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহারা সেই স্থানে গমনাক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহারা সিপাহি কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন।

পরন্তু জেনরল হুইলর সাহেব উল্লেখিত স্থানে স্বজাতীয় সমুদয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন, নানা সাহেব তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে "আপনারা যদ্যপি আলাহাবাদ যাইবার বাসনা করেন করুন" এই পত্র জেকাব সাহেবের স্ত্রী যিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক ধৃতা হইয়া উল্লেখিত নানা সাহেবের নিকট প্রেরিতা হইয়াছিলেন, তিনিই প্রাগুক্ত পত্র লইয়া জেনরল হুইলর সাহেবের নিকটে গমন করেন, হুইলর সাহেব পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদুত্তরে ব্যক্ত করিলেন যে "আমি আপনার বাক্যের প্রতি সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না, যদ্যপি নানা সাহেব আসিয়া স্বয়ং এই বিষয়ের প্রস্তাব করেন, আমি তাহার বিবেচনা করিতে পারি,, মিস্ট্রেশ জেকাব এই সংবাদ নানা সাহেবকে বিদিত করিলে নানা বলিলেন, যদ্যপি উভয় পক্ষের তোপ ধ্বনি নিবারিত হয় তবে আমার গমনের কোন আপত্তি নাই। এই প্রস্তাব অনুসারে উভয় পক্ষের তোপ ক্ষেপণ নিবারিত হইলে নানা সাহেব জেনরল হুইলর সাহেবের নিকট গমন করিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেক সেনানি ও সৈন্য গমন করিয়াছিল, তিনি প্রাগুক্ত প্রস্তাব হুইলর সাহেবকে বিদিত করাইলে তিনি বলিলেন যে, তুমি যদ্যপি শপথ করিতে পার তবে আমি সম্মত হইতে পারি। এই বাক্যে উভয়েই শপথ করিলেন, পরে যে দিবস হুইলর সাহেব নানার বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক সমস্ত সাহেব ও বিবি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করেন, সেই দিবস নানা অমনি অবিশ্রান্তরূপে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সমস্ত সাহেব ও বিবি গোলার আঘাতে হত ও নিহত হইয়া অগাধ জলে নিমগ্ন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু যে নৌকায় হুইলর সাহেব ছিলেন তাহা অতি বেগে প্রচালিত হওয়াতে সিপাহিরা তাঁহাকে ও তৎসমভিব্যাহারি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিতে পারে নাই, পরিশেষ ঐ নৌকা কোন জমীদার কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং জমীদার জেনরল হুইলর ও তাঁহার সমভিব্যাহারিদিগকে দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক নানা সাহেবের নিকটে প্রেরণ করেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।)

সমারোহ পূর্ব্বক আদ্য শ্রাদ্ধ।

সিমুলিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার মাতার আদ্যকৃত্য অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। দানবাটী অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, গুপ্ত বাবু শুদ্ধচিত্তে চারি রৌপ্য ষোড়শ

ও ঘড়া, গাড়ু, বহুগুণা, থাল ইত্যাদি অনেক পিত্তল তৈজস, বৃহৎ বৃহৎ দুই থাল পূর্ণ টাকা এবং শাল বনাৎ পটুয়াদি বিবিধ মূল্যবান দ্রব্য মাতৃ স্বর্গোদ্দেশে উৎসর্গ করণান্তে প্রায় দ্বাদশ শত ব্রাহ্মণ, পাঁচ সাত শত বৈদ্য এবং দুই সহস্রাধিক কায়স্থাদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবৃন্দকে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করান, উত্তরে নবদ্বীপ অবধি এবং দক্ষিণে মজিলপুর পর্য্যন্তের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় ব্যয় প্রাপ্তে সন্তোষ হইয়া কৃতী বাবুকে আশিরাশি প্রদান করিয়াছেন, অদ্যাপি বিদায় শেষ হয় নাই।

উদ্যমদাতা গুপ্ত বাবু প্রায় ৩০০ চলিত পত্র, ১৫০ উপস্থিত পত্র এবং ৫০০ টিকিট বিতরণ করিয়াছিলেন। সামাজিক দানে এক প্রশস্ত থাল ও দধি সন্দেশ মৎস ইত্যাদি দিয়াছেন, শ্রাদ্ধদিনে বহু সহস্র কাঙ্গালী এবং রবাহূত ব্রাহ্মণ, ভাট, অগ্রদানী নাগা, উদাসীন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাও ব্যক্তিভেদে ।০ আনা ৵০ আনা ও প্রচুর ভোজ্যলাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যশোগান করিয়া গিয়াছে। শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ধনি মহাশয়দিগের সমাগমে শ্রাদ্ধ সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল, গোবিন্দ বাবুর বিনয়ে এবং মিষ্টবাক্যে নিমন্ত্রিতানিমন্ত্রিত সকলেই প্রীতি পাইয়াছেন। এই আদ্যশ্রাদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, কোন অংশে অসৌষ্ঠব হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

"ফতেগড়ের কালেক্টর মেং প্রোবিণ সাহেব এবং বাডোন রাজ্যের কালেক্টর মেং এডওয়ার্ডেস সাহেবেরা হল্‌দি ও বক্স দ্বারা ধরমপুর হইতে কাণপুরে প্রেরিত হইয়াছেন।

৫ জুন দিবসে ঝান্সিতে বিদ্রোহিতা আরম্ভ হয়, বিদ্রোহিরা আপনাদিগের দলের সেনাপতিদিগের প্রাণ নাশান্তে ৮ জুন দিবসে তথাকার রাণীর প্রয়োচনায় দুর্গাক্রমণ পূর্ব্বক বিস্তর সাহেব বিবি ও বালক বালিকার প্রাণনাশ করে। উক্ত রাণী চতুর্দ্দশ সহস্র সেনা ও ২০ তোপ সংগ্রহ করিয়াছেন।

জালনের সরদারের অধীনে প্রায় দ্বাদশ সহস্র সেনা একত্র হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যত ইংরাজ ঝান্সিতে নিহত হয় তাহার সংখ্যা নিম্নে প্রকটিত হইল।

১২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের।

কাপ্তেন ডনলপ।
লেপ্টেনাণ্ট রিবিস।
এন্সাইন টেলর।
মেং মেকিসান ও তৎপত্নী এবং ভগিনী।
কোয়াটর মাষ্টর স্যার জেণ্টক্রুটন এবং তৎপত্নী ও ৪ সন্তান।

১৪ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের।

লেপ্টেনাণ্ট ক্যাম্পবেল।

অন্যান্য আফিসরের নাম অপ্রকাশ আছে।

সিবিল সরবিস সংক্রান্ত।

মেজর স্কিনি এবং তৎপত্নী ও দুই সন্তান।
কাপ্তেন গর্ডন।
মেং টি, আণ্ড্রুস।
মেং আর, আণ্ড্রুস এবং তৎপত্নী ও ৪ সন্তান।
কাপ্তেন বরজেস।
লেপ্টেনাণ্ট টরণবুল।
মেং মারুড।
মেং ব্লাইব এবং তৎপত্নী প্রত্নীপ্রসূ ও তিন সন্তান।
মেং মালার্ড এবং তৎপত্নী ও তিন সন্তান।
মেং ইয়ং সিনিয়র এবং তৎপত্নী।
মেং ইয়ং জুনিয়র।
মেং গেব্রিএল।
মেং কার সেবর এবং তৎপত্নী ও ৪ সন্তান।
মেং উইল্‌টন এবং তৎপত্নী, দুই ভগিনী এবং এক সন্তান।
মেং অর এবং তৎপত্নী ও মাতা।

ক্লার্ক।

মেং স্কট।
মেং পর্সেল সিনিঅর।
মেং পর্সেল জুনিয়ার।
মেং ইলিয়ট এবং তাঁহার পিতা মাতা।
মেং মটলো সিনিঅর এবং তৎপত্নী এবং সন্তান।
মেং মটলো জুনিয়ার।
মেং ক্রাফোর্ড।
স্যার জেণ্টবিলি।
মেং ফ্লেমিং মিষ্ট্রেশ ব্রৌন।"

কাশ্মীর রাজ্যাধিপতি মহারাজ রণবীর সিংহ গবর্ণমেণ্টকে যে ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন, তাহা আনয়ন নিমিত্ত পঞ্জাবের প্রধান কমিস্যনর শ্রীযুত স্যার জান লরেন্স সাহে

য কতকগুলীন উষ্ট্র ও রক্ষক সেনা প্রেরণ করিয়াছেন এবং মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে যে ৪০০০, সহস্র সেনা প্রদান করিয়াছেন তাহারা পঞ্জাবে আসিতেছে।

দিল্লী হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয় ১২ আগষ্টের পর দিল্লীর সম্মুখে আর যুদ্ধ হয় নাই, বিদ্রোহিদিগের মধ্যে দারুণ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, অচিরকালের মধ্যে তাহারা নগর ত্যাগ করিতে এবং ব্রিটিস সেনার শানিতাস্ত্রে শির সমর্পণ করিতে বাধিত হইবে।

জেনরল নীল সাহেবের পত্রে প্রকাশ হয়, কাণপুর এবং অযোধ্যা নগরে ইতিমধ্যে আর কোন নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, বিদ্রোহিরা এইক্ষণে হীনবল ও ভগ্ন সাহস হইয়াছে।

শ্রীনগর বলাগড় গ্রামে গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে যে ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রথম বার্ষীকী পরীক্ষা সমাধা হইয়া গিয়াছে, ছাত্রেরা একবর্ষ মধ্যে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় যদি এই বিদ্যালয় দীর্ঘ কাল স্থায়ী থাকে তাহা হইলে উক্ত স্থানবাসি বালকবৃন্দ অজ্ঞান অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল বিদ্যা জ্যোতিঃলাভ করিবেক।

গত ৮ সেপ্টেম্বর দিবসীয় পত্রে ইংলিসম্যান সম্পাদক পঞ্চকোটীর সংবাদদাতার পত্র প্রমাণে লিখিয়াছেন, ছোটনাগপুরের ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ওক্স সাহেব পঞ্চকোটীর রাজার কোন দোষোল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, রাজা তদ্বিষয় অবগত হইয়া বাঁকুড়া জিলার জজ সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তন্মর্ম্ম এই যে, রাজা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণাদি কোন অপরাধে লিপ্ত নহেন, কমিস্যনর সাহেব তাঁহার আমলাদিগের মিথ্যা বাক্যে প্রতীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে ঐ অন্যায় রিপোর্ট করিয়াছেন।

মেং বুলারস সাহেব প্রিসিডেন্সি কালেজের সরকারী আইনাধ্যাপক হইয়াছেন।

অযোধ্যারাজ দুর্গ মধ্যে দীর্ঘকাল আবদ্ধ আছেন, অদ্যাপি তাঁহার দোষাদোষের বিচার হইল না, তাহাতে রাণী উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন, লার্ড বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার স্বামিকে মুক্তি প্রদান করুন, তিনি কোন দোষে দোষী নহেন, গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি রাণীর আবেদনের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বেরি কিলার রাজা গবর্ণমেণ্টকে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ছোটনাগপুরের ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ওক্স সাহেব এবং কমিস্যনর কাপ্তেন ডালটন সাহেব কতকগুলীন সেনা ও তোপ সহিত বরাকির নদী পারে হাজারিবাগ প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবাসরীয় ফিনিক্স এবং হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় মৃজাপুর ও গয়া নগরের ১০।১৫ ক্রোশ ব্যবহিত স্থানে বিদ্রোহি সমাগমের জনরব প্রচার হইয়াছে, মৃজাপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারদিগকে শাসনার্থ সেনা সংগ্রহ করিতেছেন, এবং গয়ার কালেক্টর মেং মনি সাহেব বিদ্রোহি সেনা সমাবেশ সংবাদ সত্য বটে কি না তাহার তথ্য জানিবার চর প্রেরণ করিয়াছেন।

৮ আগষ্ট দিবসীয় ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, মান্দ্রাজ প্রিসিডেন্সির অন্তর্গত পালঘাট প্রদেশবাসি মেফেলারা বিদ্রোহিতা লক্ষণ তুলিয়াছে, এ সংবাদ যদিও জনরব মূলক, তথাচ মান্দ্রাজের গবরনর সাহেবকে সাবধান হওয়া উচিত, কেননা মেফেলারা অতি দুরন্ত ও দুঃসাহসি, তাহারা অনায়াসেই উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারে।

বহরমপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ৫।৬ সেপ্টেম্বরে ভাগীরথীতে প্রায় ৩০ ফিট জল হইয়াছে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকালীন পত্র

এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোচ্চিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯২৩ সংখ্যা। শুক্রবার ২৭ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

যে মোকদ্দমায় সত্যপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার পরমাত্মীয় মাতা কামিনী মণি দাসীর দ্বারা বাদী। এবং প্রমথনাথ ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ এবং রাইমণি দাসী প্রতিবাদি ও প্রতিবাদিনী, এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৩ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ যিনি ইতিপূর্ব্বে চন্দননগর বাস করিতেন, এবং এক হাজার আট শত চুয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৮ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারমন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগমসূচক উপায় মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

JUDGE, JUDGE & WATKINS.
Defendant's Attorneys.

জজ জজ এণ্ড ওয়েটকিন্স।
প্রতিবাদির পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রণিধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রী[illegible] নাথ রায় বাহাদুর [illegible] ধনরক্ষকতা এবং [illegible]

ারালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু
্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ
ার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্ম-
ত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শক
গণের আগম নির্গম এবং লীলা দর্শ-
নের সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নি-
য়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ
হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শক-
দিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলায়
যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ
টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবে-
ন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃ-
তি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে
থাকিতে পারিবেক, এবং বালক
বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও
তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত
আপামর সাধারণ দর্শকদিগের
যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির
নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহি-
র্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে
শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহা-
দুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে
রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে
এতদ্বৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে
রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ
করা যাইবেক অলমতি নিবেদনেতি।
তাং ২৫ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অ
[illegible]বিতেছি যে গত ১২শ্রাবণ দি
[illegible] বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয়
[illegible] আগামী ২৯
ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার স
ময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে
বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়ে
রা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহা
শয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর
এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান
করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক
অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অ
থবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি
দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ
সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্য
ক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা
করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয়
গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় স
কলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুর
ঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব
তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার
অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবে
দন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্র
ভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধু
রঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধি
ত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদপ্রভাকর

২৭ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

বাঙ্গাল বেঙ্কের সংবাদে আমরা
কোম্পানির কাগজের অবস্থার কথা
যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই সত্য
হইয়াছে, উক্ত কাগজের দালালগণ
যাঁহারা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় করিয়া
বাজারে কাগজের মূল্য রক্ষা করিয়া
ছিলেন তাঁহারদিগের কথা দূরে থাকু
ক অধুনা সম্ভ্রান্ত বণিকদিগের পক্ষেও
বেঙ্কে কাগজ বন্ধক রাখিয়া নগদ
টাকা সংগ্রহ করা ভার হইয়াছে,
বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এক প্রকার নি
য়ম করিয়াছেন যে, ব্যক্তিদিগের সম্ভ্র
ম বিবেচনায় কাগজ রাখিয়া টাকা
কর্জ্জ দিবেন, যাঁহারদিগের কাগজ
বন্ধক আছে তাঁহারা নগদ টাকা
দিয়া তাহা খালাস করিতে না পারি
লে তাঁহারদিগো অন্য কাগজ বন্ধক
রাখিবেন না, অতএব কোম্পানির
কাগজ বেঙ্কের এই নিয়মে এক প্র
কার সামান্যরূপে গণ্য হইয়াছে,
ধনাঢ্য সমাজে বিশেষতঃ বণিক
মণ্ডলে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে,

ধনাঢ্য লোকমাত্রেই বক্ষের ন্যায়
গবর্ণমেণ্টের দেনার খত রক্ষা করি
তেছেন, তাঁহারা নগদ টাকা কোথা
য় পাইবেন? তাঁহারদিগের এক
মাত্র ভরসা আছে যে বেঙ্কে কাগজ
বন্ধক দিলেই টাকা পাইবেন, এই
ক্ষণে সেই ভরসার অভাব হওয়াতে
সকলেই ভীতচিত্ত হইয়াছেন, ধনি-
গণের ধনি বলিয়া কেবল ধনিমাত্র
আছে, তাঁহারদিগের ধনের মধ্যে
অনেকেরই রাঙ্গা, শাদা ও কৃষ্ণবর্ণা
বৃত বিচিত্র কাগজ, সর্ব্বত্র অনুসন্ধা
ন করিলে কোন ধনির ভবনে পাঁচ
শত টাকা সংগ্রহ হওয়া ভার হই
য়া উঠে, অতএব বেঙ্কের এই নিয়মে
দেশের অবস্থা কিরূপ হইবেক তাহা
এইক্ষণে নিরূপণ করা যায় না।

পরন্তু বাঙ্গাল বেঙ্কের প্রাগুক্ত
নিয়ম জন্য বণিকেরা মস্তকে হস্ত
দিয়া বসিয়াছেন, অর্থাভাবে বাজা
রে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, যাঁহারা
অধিক লাভের প্রত্যাশায় বহু দ্রব্য
একত্র রাখিয়াছিলেন তাঁহারদিগের
আর আক্ষেপের সীমা নাই, দুই
দিবসের মধ্যেই তণ্ডুলের দর দুই
আনা ন্যূন হইয়াছে, এবং ক্রমে
আরো হইবারও সম্ভাবনা আছে,
বণিকেরা যদ্যপি জাহাজযোগে বি
দেশে প্রেরণার্থ অধিক পরিমাণে
এতদ্দেশজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করণে
অক্ষম হয়েন তবে এদেশবাসি ব্যক্তি
গণ ব্যতীত তাহার ক্রেতা কোথায়?
বিশেষতঃ বাজারে বহু দ্রব্য একত্র
হইলেই তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া
থাকে, সুতরাং জাহাজি রপ্তানি
বন্ধ হইলে দুঃখিলোকদিগের আহা
র কষ্ট নিবারণ হইতে পারিবেক।

দেশের বাণিজ্য বন্ধ হয় কোন
কালেই আমরা এমত প্রার্থনা করি
না, বাণিজ্য কার্য্যের প্রাচুর্য্য সহকা
রে উন্নতি ও প্রজাদিগের গৃহাদি ধন
ধান্যে পরিপূর্ণ থাকে, দেশ হিতেচ্ছু
ব্যক্তিমাত্রেই এমত প্রার্থনা করেন,
কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অবোধ অবাধ্য
সিপাহিদিগের অকারণ অত্যাচার
জন্য দেশের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তা
হাতে আহারীয় দ্রব্যাভাবে সকলেই
দুর্ভিক্ষ সমাগমের আশঙ্কা করিতে
ছেন, এবং সেই আশঙ্কা জন্যই
শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর
তথা শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহা
দুর প্রভৃতি দেশের প্রধান পক্ষ মহা
শয়েরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিদেশী
য় রপ্তানি বন্ধ করিবার প্রার্থনা
করিয়াছিলেন, যদিও সেই সময়ে
তাঁহারদিগের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ হয়
নাই, ফলতঃ বাঙ্গাল বেঙ্কের অধ্য
ক্ষেরা কোম্পানির কাগজ বন্ধক রা
খিয়া টাকা কর্জ্জ দিবার যে কঠিন
নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে
একপ্রকার রপ্তানি বন্ধ হইবার উপ
ক্রম হইয়াছে, ইহাতে সামান্য অব
স্থান্বিত দুঃখিলোকদিগের উপকার
হইবেক বটে, কিন্তু বণিক ও মহাজন
দিগের বিস্তর ক্ষতি হইবেক, সুতরাং
তাহাতে দেশের এক পক্ষে উপকার
ও অপর পক্ষে সংপূর্ণ অপকার হই
বারই সম্ভাবনা।

অধিকন্তু, কোম্পানির কাগজই
যখন এদেশের কি ধনি ও কি বণিক
সকল ব্যক্তিদিগের সম্পত্তি স্বরূপ
হইয়াছে তখন বাঙ্গাল বেঙ্কে তাহা
বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করণের
উপায় অবরোধ হইলে তাঁহারা
সম্পত্তি সত্ত্বেও সম্পদশূন্য হইলেন,
বাজারে কিম্বা পরস্পর বিশ্বাস
স্থলেও তাহার আদর রহিল না,
অতএব বাঙ্গাল বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষে
রা এই নিয়ম শীঘ্র পরিবর্ত্তন না করি
য়া যদি কিছু দিবস প্রচলিত রাখেন
তবে দেশের দুরবস্থার সীমা থাকি
বেক না।

সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের অধিক
টাকার প্রয়োজন হওয়াতেই বাজা
রে নগদ টাকার টান ধরিয়াছে,
দুরাত্মা সিপাহি সেনারা ধনাগার
ভাঙ্গিয়া বিস্তর নগদ টাকা অপহরণ
করাতে আমারদিগের রাজপুরুষেরা
বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, দেশ
মধ্যে টাকার অভাব দৃষ্টি করিয়াই
বাঙ্গাল বেঙ্কের অধ্যক্ষেরা প্রাগুক্ত
কঠিন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,
টাকশালের অধ্যক্ষেরা অবিশ্রান্ত
রূপে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন, চারি
দিগ হইতে রূপার আমদানি হইতে
ছে, অতএব এই অর্থাভাব বহুকাল
থাকিবেক না, কিন্তু অল্প কাল থা
কিলেই দেশের ক্লেশের সীমা থাকি
বেক না।

ওরিএণ্টেল বেঙ্ক, আগ্রা বেঙ্ক
ইত্যাদি যে সকল বেঙ্ক আছে তত্তা
বতেরও অনেক মূলধন কোম্পানির
কাগজে বদ্ধ রহিয়াছে, তথাকার
কর্ম্মাধ্যক্ষেরা বাঙ্গাল বেঙ্কে খাতা
খুলিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক লভ্য
করিয়া থাকেন, অধিক টাকার আব
শ্যক হইলে তাঁহারদিগের কাগজ
বেঙ্কে বন্ধক পড়ে, বাঙ্গাল বেঙ্কের
সহিত খাতা খোলা থাকাতে তাঁহা
রা নগদ টাকা অধিক রাখেন না
অতএব বাঙ্গাল বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যে

রা যদ্যপি কথিত কঠিন নিয়ম ঐ সমস্ত বেঙ্কের বিষয়ে প্রচলিত করেন তবে তাঁহারদিগেরও কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইবেক, বিশেষতঃ এই নিয়ম জন্য কোম্পানির কাগজের মূল্য বাজারে মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্রমে তাহার ডিস্কৌণ্ট বৃদ্ধি হইতেছে, ধনিলোকেরা পরিপূর্ণ মূল্য দিয়া কাগজ ক্রয় করিয়া এইক্ষণে অল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করত অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

সিপাহি ঘটিত বিদ্রোহিতা উপদ্রব দৈবকোপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিবেচনায় কলিকাতা নগরবাসি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভার্থ প্রকাশ্য রূপে ধর্ম্মমন্দিরে প্রার্থনা করণেচ্ছু হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে তাহার এক দিন নির্দ্ধারণ জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে লার্ড বাহাদুর গত মঙ্গলবাসরীয় কলিকাতা গেজেটের অতিরেক পত্রিকায় ঘোষণা দিয়াছেন "রাজ্যের উপদ্রবশান্তি ও বিদ্রোহিদিগের নিপাত জন্য ৪ অক্টোবর রবিবাসরে প্রকাশ্য ধর্ম্মমন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা করা যাইবেক, লার্ড বিসপ সাহেব ঐ দিবসের নিমিত্ত এক নূতন প্রার্থনা রচনা করেন"।

একার্য্য অতি কর্ত্তব্য বটে, কেন না দৈবকোপ ভিন্ন কখন একপ রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয় না, অতএব সেই ঐশিক কোপোপশম নিমিত্ত পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করা একবিপদ সময়ে সকলেরি উচিত, একাগ্রচিত্ত রাজা প্রজায় সেই পরমকারুণিক জগৎপিতার আরাধনা করিলে অবশ্য তিনি প্রসন্ন হইয়া পাপাত্মা রাষ্ট্র বিপ্লবকারিদিগকে নিপাত করিবেন "নদেব সৃষ্টি নাশকঃ"।

গত শনিবাসরীয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অতিরেক পত্রিকায় ঘোষণা প্রচার হইয়াছে "বাঙ্গালা প্রদেশের যে যে জিলা মিলিটরী আইনের অধীন হইয়াছে তত্তদ্দেশের এবং ভাগলপুর জিলার সিবিল মিলেটরী কর্ম্মচারিরা সেই সেই প্রদেশবাসি ইউরোপীয় বালক বৃদ্ধ, অবলাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, যদি কলিকাতা প্রেরণের সুযোগ না হয় তবে অন্ততঃ রাজমহল জিলার সীমা ছাড়াইয়া বহরমপুরাদি স্থানে প্রেরণ করেন, তাহারা যে যে ষ্টিমরে কলিকাতায় আসিবেক সেই সেই ষ্টিমর গবর্ণমেণ্টের হউক বা অন্য লোকের হউক, তাহার ভাড়া দিতে হইবেনা।"

আমরা শ্রবণে দুঃখিত হইলাম বারাকপুরস্থ ৪৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট বিচর সাহেব স্ত্রী পুত্র বিয়োগ শোকে আর্ত্ত হইয়া গুলির আঘাতে আত্মনাশ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানবাসি বন্ধু লিখিয়াছেন বর্দ্ধমান জিলার রেবিনিউ সরবেয়র মেজর স্মিথ সাহেব উক্ত জিলার জরীপ সমাপনান্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৫ মাসের ছুটী ও ঐ ছুটীকালের অর্দ্ধ বেতন প্রাপ্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, জরীপি কার্য্যের গুরুতর শ্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইবায় ডাক্তরেরা তাঁহাকে দেশ গমনের পরামর্শ দিয়াছেন।

গত সোমবাসরীয় ফিনিক্স পত্রে তৎ সম্পাদক লিখিয়াছেন কলিকাতা নগর রক্ষক বলণ্টিয়র অশ্বারোহি সেনারা ১২ আগষ্ট দিবসে রাণীগঞ্জে প্রেরিত হইবে।

জিলা ২৪ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঢাকার নবাবের একজন এজেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধিকে সন্দেহক্রমে ধৃত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তি চীৎপুরে আসিয়াছিলেন. মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে তথা হইতে ধৃত করিয়া আনেন তিনি কি অপরাধে লিপ্ত আছেন তাহা প্রকাশ হয় নাই।

অযোধ্যার পত্রে প্রকাশ হয়, অযোধ্যা দুর্গ মধ্যে এইক্ষণে ৫১০ ইউরোপীয় পুরুষ এবং ৩৫০ জন স্ত্রী ও বালক আছে, এই অল্প সংখ্যক শূর পুরুষেরা বহু সহস্র বিপক্ষ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া প্রায় দুই মাসাধিক কাল দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বহু বিদ্রোহির প্রাণ নাশ করিয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র সেনা সকল না পঁহুছিলে তাঁহারা অধিক বিপদাপন্ন হইতে পারেন।

Printed and published by Issuracunder Coopro, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক পত্র

নিত্যং সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সম্প্রভাকরঃ

উদ্দণ্ডি ভাষৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্ প্রভাকরঃ

চক্রকরো ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্ত্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনে পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯২৪ সংখ্যা। শনিবার ২৮ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রবধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বিঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্টব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ কার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও [illegible] গণের আগম নির্গম এবং লী[illegible] মের সুগম উপায় করণার্থ নি[illegible] নিয়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলায় যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে থাকিতে পারিবেক, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত আপামর সাধারণ দর্শকদিগের যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহির্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে এতদ্বৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক অলমতি নিবেদনেতি।

তাং [illegible] ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে [illegible] বগত করিতেছি যে গত ১২ শ্রাবণ [illegible] বসীয় বিশেষ সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ২ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাব

এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় স কলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুর ধন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার বিনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবে দন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
৭ ভাদ্র ১২৬৪।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২১ আগষ্ট ১৮৫৭।

মেং টি, ক্যাম্পবেল সাহেব বাঁকুড়া, মানভূম, হাজারিবাগ, বেহার এবং শাহাবাদ জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং ঐ জিলা সকলে সংপূর্ণ মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিবেন।

৩ সেপ্টেম্বর। ১৮৩৩ সালের ৯ আইন অনুসারে নিযুক্ত নিম্ন লিখিত ডেপুটী কালেক্টরেরা ১৮৯৭ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৫৭ সালের ৯ আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টান্টের ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিবেন এবং ১৮৪৩ সালের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু শিবচন্দ্র দেব। ২৪ পরগণা।
,, রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ঐ
,, নীলকমল শীল। পাটনা।
,, মৌলবী আজিমুদ্দিন হোসেন। শাহাবাদ।
মেং ডবলিউ,আর,পগ্‌সন। বাখরগঞ্জ
,, ডবলিউ, সি, গ্রাণ্ট। ঐ
বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু। ঢাকা।
,, রাধানাথ গাঙ্গুলি। বীরভূম।
মেং ডবলিউ,আর,ডেবিস। ভগলপুর
বাবু গৌরচন্দ্র রায়। চট্টগ্রাম।
মেং ডবলিউ, সারসল। ঐ
বাবু রামনারায়ণ রায়। মুঙ্গের।
মেং জে, সি, মেকলিয়ড। সারণ।
,, সি, পি, ক্যাসপর্জ। ত্রিহুত।
মৌলবী সালামুতুল্লা খাঁন। বেহার।
বাবু গোবিন্দপ্রসাদ সেন। মুরশিদাবাদ।
,, মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজসাহী।
,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবনা।
মৌলবী, আলী আহমদ খাঁ। যশোহর।
মেং এম, লিটন। ত্রিপুরা।
বাবু রাধানাথ বসু। পূর্ণিয়া।
,, কালিদাস পালিত। মানভূম এবং হাজারিবাগ।
,, নৃসিংহচন্দ্র দাস। কটক।
,, রাম[illegible]দার। বাঁকুড়া
,, জয়[illegible] মেদিনীপুর।
মৌলবী আ[illegible]। ঐ
মেং জি, বি, হেমটন। হুগলি।
,, জে, আর, বি, রস। ঐ

সংবাদপ্রভাকর

২৮ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। সালিবাহনাঃ ১৭৯

কোন পত্র প্রেরক গত সেপ্টেম্বর দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট মাথাভাঙ্গা নদীর মোহানায় হরধামের নিকট এক চৌকীর পান্সি রাখিয়াছেন, উক্ত নদী বাহিয়া যে সকল উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় নৌকা কলিকাতায় আইসে ঐ সকল নৌকায় কোন প্রকার যুদ্ধাস্ত্র কি সিপাহি ইত্যাদি বিদ্রোহিপক্ষীয় লোক আছে কিনা তাহার সন্ধান লইবার জন্যই উক্ত স্থানে ঐ পান্সি রক্ষিত হইয়াছে, ঐ নৌকায় পুলিস কর্ম্মচারিরা যদর্থে নিযুক্ত হইয়াছে তাহার সন্ধান যত করুক বা না করুক বাঙ্গালা দেশীয় মাঝি ও আরোহিদিগের নিকট সন্ধান লইবার ছলে বলে অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে, তাহারা উক্ত স্থানে নিযুক্ত হইয়াবধি কত অস্ত্র ও কয়েক জন বিদ্রোহি সংক্রান্ত লোক ধৃত করিয়াছে? কিন্তু কলিকাতা নগর ক্রমে উত্তর প্রদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হইতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত যে যে স্থানে ঐরূপ নূতন চৌকীর পান্সি নিযুক্ত করিয়াছেন সেই সকল পান্সিতে এক এক ইউরোপীয় সারজন রাখেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য কার্য্য সফল হইতে পারে"।

পত্র প্রেরকের এই অভিপ্রায় যুক্তিমূলক বটে, নূতন চৌকীর পান্সিওয়ালারা বাঙ্গালি মাঝিদিগের নিকটে বলপূর্ব্বক এরূপে উৎকোচ লইবে ইহা অসম্ভব নহে, কেননা ভাগীরথী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীতে যে সকল পুলিস চৌকীর পান্সি নিযুক্ত আছে তাহাতে যে সকল জমাদার ও চাপরাসী থাকে তাহারা নিরীহ নির্দ্দোষ নৌকাওয়ালাদিগের নিকটে ছলে বলে অনেক উৎকোচ লইত, ইদানীং দস্যু ধৃত করণীয় কমিস্যনর সাহেবের এবং কোন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সতর্কতায় ঐ কুপ্রথা অনেক নিবারণ হইয়াছে। মফঃসল পুলিসের এরূপ বিশৃঙ্খল সত্ত্বে প্রাগুক্ত নূতন চৌকীর পান্সির কর্ম্মচারিরা সমস্ত নৌকা অনুসন্ধানের বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া সেই ছলে ভীরু বাঙ্গালি মাঝিদিগকে পীড়ন পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিবে ইহা বিচিত্র কথা নহে, অতএব প্রধান রাজপুরুষেরা এই সাধারণ অনিষ্ট নিবারণে যত্নবান হউন।

শুনা যাইতেছে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর আসাম দেশে সেনা সংগ্রহার্থ তথায় একজন আফিসর প্রেরণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। আসামদেশীয় আরণ্য লোকেরা গবর্ণমেণ্ট আফিসরদিগের অধীনে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা পাইলেও যে রণনিপুণ হইবে এমত বিশ্বাস হয় না, কারণ তাহারা স্বভাবতঃ সাহসি ও সবল নহে, আমরা অনুমান করি আসামীয় লোক অপেক্ষা সন্তাল ও পঞ্চকোটী, নাগপুর প্রদেশের বন্য লোকেরা শিক্ষা পাইলে ক্রমে সিপাহিদিগের তুল্য যোদ্ধা হইতে পারিবেক, গবর্ণমেণ্ট এতদুভয় দেশীয় লোকদিগের সাহস ও বলাবলের পরীক্ষা লইয়া যাহারদিগকে যুদ্ধকার্য্যোপযোগি বোধ করিবেন, তাহারদিগকেই সেনাদলভুক্ত করিয়া লউন।

কোম্পানির কাগজের ডিস্কৌণ্ট ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া মারজিন বাদে টাকা দিবার নিয়ম রহিত করিবায় ডিস্কৌণ্ট আরো বৃদ্ধি হইয়াছে, গত বুধ বৃহস্পতিবারে ৪ পরসেণ্ট সুদি কাগজ শত করা ২৮ টাকা এবং ৫ পরসেণ্ট সুদি কাগজ শত করা ১৪ টাকা ডিস্কৌণ্ট দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় দিন দিন আরো বৃদ্ধি হইবেক, এত ডিস্কৌণ্ট হওয়াতেও লোকে কাগজ লইতে চাহে না, বিশেষ ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টরেরা কোম্পানির কাগজ বন্ধক লওনে বিরত হইবায় কাগজের বাজারে আরো আগুন লাগিয়াছে।

বর্দ্ধমান। 135
২৬ ভাদ্র ১২৬৪।

মহামতি বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীমতী সাবিত্রীরূপা মহারাণী সমভিব্যাহারে গত দিবস বৈকালে রাজমহল হইতে দেলারামের উদ্যানালয়ে শুভাগমন পূর্ব্বক বাস করিতেছেন, পায়ের ঘায়ে মহারাজ এখনো অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে শীঘ্রই সুস্থ হউন।

ফিরোজপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথাকার কোর্ট মার্সেলের বিচারে এক জন বিদ্রোহি সিপাহির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার হয়, তদনুসারে ঐ অপরাধী অপর দুই জন বধযোগ্য সিপাহির সহিত বধ স্থানে নীত হইলে পৃথক্ পৃথক্ তিন ফাঁসি কাষ্ঠে হন্তারা তিন জন অপরাধিকে আরোহণ করাইয়া গলদেশে ফাঁস দেয়, দুই জন গললগ্ন রজ্জুতে লম্বমান হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে, তৃতীয় অপরাধী ফাঁসরজ্জু ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল, হন্তারা তৎক্ষণাৎ তাহার গলদেশে দৃঢ়তর নূতন রজ্জু সংলগ্ন করিয়া ঝুলাইয়াছিল, দ্বিতীয় বারেও পূর্ব্বমত দড়ি ছিড়িয়া গেল, তাহাতে দিদৃক্ষুগণ চমৎকৃত হইয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কোর্ট মার্সেলের বিচারকেরাও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরমায়ু শেষ হয় নাই, ইতি বিবেচনায় তাহার প্রাণ দণ্ডের চেষ্টান্তর না করিয়া তাহাকে চির জীবনের জন্য কারাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

বিদ্রোহিদিগের ফাঁসি দর্শনার্থ

ফিরোজপুরের সমস্তদেশীয় ও ইউরোপীয় সেনারা বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছিল।

গত গুরুবাসরীয় হরকরা পত্রে বেহারের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর আমীরালীকে পাটনা চক্রের ডেপুটী কমিসনরী পদে নিযুক্ত করাতে বেহার প্রদেশের আপামর সাধারণ লোকে তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রপ্রেরক আরো লেখেন, যদি গবর্ণমেণ্ট সকল প্রধান রাজপদধারি যবনকে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে বেহাররাজ্যের গোলযোগ নিবারণ হইতে পারে।

গোরক্ষপুর জিলা বিপক্ষদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবায় সারণ জিলাবাসি প্রজারা শঙ্কা পাইয়াছে, কেননা বিদ্রোহিরা গোরক্ষপুর হইতে সারণ জিলার উপর আক্রমণ করিবে বিচিত্র নহে, যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট উক্ত জিলা রক্ষার্থ কিয়ৎ সংখ্যক ইউরোপীয় সেনা নিযুক্ত করুন।

সিউয়ান জিলায় এইক্ষণে ৭৫ জনমাত্র শীক সেনা আছে, তথায় আর কিছু সেনা পাঠান উচিত।

পাটনা হাই স্কুল ১৫ সেপ্টেম্বর দিবসে বন্দ হইবে, তথাকার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত টৈএণ্টিম্যান সাহেব ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত সেমুএল্স সাহেব প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শহরঘাটিতে এইক্ষণে আর কোন উৎপাত নাই, যদিও কিয়ৎ সংখ্যক বিদ্রোহি সেনা শহরঘাটির ২০।২৫ ক্রোশ ব্যবহিত স্থানে অবস্থান করিতেছে, তথাচ শহরঘাটিতে শতাধিক শীক সেনা থাকায় এবং সর্ব্বদা গোরা সৈন্যের গতিবিধি হওয়ায় তাহারা উক্ত প্রদেশ পুনরাক্রমণ করিতে সাহসি হয় নাই।

পাটনা হইতে আগত পত্রে প্রকাশ হয়, ভগলপুরের ৫ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের আক্রমণাশঙ্কায় পাটনাবাসি ইংরাজ বাঙ্গালিরা মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, পাটনার আফিম গুদাম ও মাজিষ্ট্রেটী কাছারী উত্তমরূপে তোপ ও সেনা দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। যদি দৈবাৎ বিপদুপস্থিত হয় তবে তৎকালীন পলায়নের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব কতিপয় নৌকা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ফলতঃ পাটনা, দানাপুরে আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই।

জেনরল নীল সাহেবের পত্রে প্রকাশ হয়, এইক্ষণে তথায় ১৫০০ গোরা সৈন্য এবং ৬টা বৃহৎ তোপ ও কয়েকটা "মর্টার" নামক তোপ এবং প্রচুর যুদ্ধ সমগ্রী আছে।

কিয়দন্তী দ্বারা অবগতি হইল, বিদ্রোহি সরদার কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহ পুনরায় জগদীশপুরে আসিতেছে।

রেইল রোড কোম্পানিরা পশ্চিম দেশীয় নৌকাযোগে যে সকল লৌহরেল ও কাষ্ঠাদি দ্রব্য পাঠাইয়াছেন তাহার অধিকাংশ নৌকা বিদ্রোহিরা জলমগ্ন করিয়া দিয়াছে, যে সকল নৌকা মগ্ন হয় নাই তাহার মাঝিরা দ্রব্য সহিত নৌকা তীরে রাখিয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছে।

ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেট মেং ফ্রিডিরিক বার্ড সাহেবের মৃত্যু সমাচার প্রকাশিয়া পুনরায় গত বুধবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন, উক্ত সাহেব নিহত হন নাই, তিনি কৌশলক্রমে গোরক্ষপুর হইতে বেতিয়া রাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছেন।

বোম্বাই নগরের কোন পত্র প্রমাণে হরকরা পত্র সম্পাদক গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন, দিল্লীরাজের জনেক ভ্রাতুষ্পুত্র ছদ্মবেশে বোম্বাই প্রিসিডেন্সিতে গমন করিয়া তদ্দেশীয় যবন এবং সিপাহি সেনাদিগকে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কুপরামর্শ দিয়াছিলেন, তথাকার পুলিস কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছেন। এ সংবাদের সত্যাসত্য বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বাস্তবিক এ সংবাদ সম্ভবপর হইতে পারে, কেননা বিদ্রোহিরা সর্ব্ব দেশে চর পাঠাইতেছে, তাহাতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রিসিডেন্সিতে দিল্লীরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের গমন অসম্ভব নহে।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃস্মরণীয়

এইপ্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিত্ত্রামংজাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদাদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯২৫ সংখ্যা] সোমবার ৩০ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রণিধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু সান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্টব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু শিব কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ কার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শকগণের আগম নির্গম এবং লীলা দর্শনের সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নিয়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলায় যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে থাকিতে পারিবেক, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত আপামর সাধারণ দর্শকদিগের যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহির্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে এতদুৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক অলমতি নিবেদনেতি।

তাং ২৫ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় স কলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুর ঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবে দন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্র ভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধু রঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধি ত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১০ ভাদ্র ১২৬৪।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮৪৩ সালের ১৫ আইন মতে নিযুক্ত নিম্ন লিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে তাঁহারা যে যে জিলায় নিযুক্ত আছেন সেই সেই জিলায় ডেপুটী কালেকটর হইবেন।

যথা।

মৌলবী মতুলা বক্স পাটনা, মেং জে, ডবহিউ, গারফিন শাহাবাদ, বাবু যোগেশ্চন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান, মৌলবী ওয়াসিকউদ্দীন মহম্মদ পাবনা।

৪ সেপ্টেম্বর। ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ৯ আইন এবং ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের প্রথম ধারানুসারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা ভাগলপুর জেলার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইবেন, এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

মেং সি, এইচ, বারনেস্।
মেং ডবলিউ, লাওন্।
মেং সি, বাউল নাইস্ সাহেব প্রিসিডেন্সি কালেজের আইন সম্বন্ধীয় আসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর হইবেন।

৫ সেপ্টেম্বর। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা বারাসতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কমিটির মেম্বর হইবেন।

বাবু জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়।
,, হরিপ্রসন্ন বসু।
,, রাজকৃষ্ণ মিত্র।
,, মহিমাচন্দ্র পাল।

মেং টি, আর,কার সাহেব জিলা ময়মুনসিংহের ফেরিফণ্ড কমিটির মেম্বর হইবেন।

৭ সেপ্টেম্বর। মেং এ, মনি সাহেব বেহারের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেং এফ, বি, সিমসন সাহেব ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট হইবেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত নওয়াখালির আফিসিয়েটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

৩০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

পুরুলিয়াতে যে বিদ্রোহিতা ঘটনা হয়, তাহাতে বিপদ্গ্রস্ত এতদ্দেশীয় কোন রাজকর্ম্মচারী আমারদিগের বিশেষ এক বন্ধুর নিকট তদ্বৃত্তান্ত যেরূপে ব্যাখ্যা করেন, আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নভাগে প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ দৃষ্টি করুন।

"মানভূমে কেবল ৮০ জনমাত্র সিপাহি ছিল, গত শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যেই হইতে পারে, যৎকালে একটা অকৃতজ্ঞ এতদ্দেশীয় সেনা শ্রেণী হাজারিবাগ এবং ছোট নাগপুরে বিদ্রোহিতাচরণ পূর্ব্বক অশেষ-বিধ অত্যাচার করে, তৎকালে ঐ ৮০ জনের মধ্যে ৪ জন সিপাহি উক্ত অনিষ্টজনক ঘটনার বিবরণ জানিবার নিমিত্ত তথায় প্রেরিত হয়, তাহারা ২৩ শ্রাবণ দিবসে পুরুলিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া আপনারদিগের দলের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল পরস্পর পরামর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই "লুট হোগা, লুট হোগা" এই শব্দ করিল, এবং কর্ত্তৃপক্ষ সাহেব ও আমলাদিগ্যে কহিল, "ভাগো, ভাগো, আবি লুট হোগা" একে হাজারিবাগ প্রভৃতির দুর্ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা পূর্ব্বেই সাবধান ও অত্যন্ত ভীত ছিলেন, তাহার উপর আবার এই সর্ব্বনাশের সংবাদ শ্রবণমাত্রেই সাহেবদিগের মধ্যে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ অমনি প্রস্থান করিলেন, এবং কালা লোকের মধ্যে যিনি যিনি ঐরূপে পলাইতে পারিলেন তাঁহারাও পালাইলেন, পরন্তু উহারা কাহারো প্রাণের ও দেহের উপর কিছুমাত্র আঘাত করিল না, এবং কাহারো দ্রব্যাদির উপর দৃষ্টিপাতো করিল না, কেবল কালেক্টরী খাজানাখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া (কত টাকা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারিলাম না) এমত জনরব এক লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ হইবে, লুট করিয়া লয়, খাজানার টাকা লোহার সিন্ধুকে থাকাতে আপনারা সিন্ধুক ভাঙ্গিতে পারে নাই, এজন্য এক জন কামার ডাকিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া টাকা বাহির করিয়া লয়। ঐ টাকা লইয়া বাইবার জন্য লোকের অভাব হওয়াতে সেই কামারের দ্বারা কারাগারস্থ বন্দিগণের বেড়ি কাটিয়া দিল, পরে কর্ম্ম শেষ হইলে কথিত কামারকে পুরস্কার স্বরূপ একটা টাকার তোড়া দিয়া উল্লেখিত কারামুক্ত তস্করদিগকে বাহক করত তাহারদের মস্তকে সমস্ত টাকা পয়সার তোড়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান পুরঃসর বোধ হয় হাজারিবাগ এবং ছোট নাগপুরের বিদ্রোহি দলের সহিত সংযুক্ত হইল। এই দুর্জ্জনেরা এইক্ষণে কোথায় তাহার নিশ্চয় সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কুমার সিংহের অধীনস্থ দুরাত্মা দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

ঐ সিপাহিরা টাকা লইয়া চম্পট করিলে নির্ব্বিরোধি আমলা ও দোকানি-পশারি প্রভৃতি সকলে মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন, পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি বুঝি প্রসন্ন হইয়া ধন, প্রাণাদি রক্ষা করিলেন, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! বিদ্রোহি সেনারা দুই চারি পা না যেতে যেতেই আবার এক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া উঠিল, এমত জনতা, যে জেলখানার বরকন্দাজ ও চোয়াড় লোকেরা এবং নিকটস্থ গ্রামস্থ সমস্ত অভদ্র জনেরা প্রথমত বাজার লুট করিল, ও মহাফেজখানা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিল, এবং ছোট বড় কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাঁহার যাহা ছিল, সেই যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল, কিন্তু এই দুষ্টেরাও কাহারো প্রাণের উপর আঘাত করে নাই, যিনি সহজে দিয়াছেন, তাঁহাকে কিছুই কহে নাই, টাকাকড়ি দ্রব্যাদি লইয়া স্ত্রী পুরুষের লজ্জাদেশ ঢাকিবার জন্য এক একখানি পরিধেয় বস্ত্র মাত্র রাখিয়া গিয়াছে, এই স্থলে ইহাই তাহারদিগের পক্ষে যথেষ্ট দয়ার কার্য্য বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হইবেক। পরন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ হাঁক্কা হোঁক্কা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগ্যে যদিও প্রাণে নষ্ট করে নাই, কিন্তু দুরবস্থার শেষ করিয়াছে, গুরুতররূপে আহত করত দিগম্বর, দিগম্বরী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্তও রাখে নাই। দুনসেফ বাবু কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার শরীরে ও স্ত্রী পুত্রের শরীরে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছে, এবং সর্ব্বস্ব লইয়াছে, ডাক মুন্সি বাবু সহজে যথা সমস্ত প্রদান করাতে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যার দেহে হস্তক্ষেপ করে নাই, কেবল পরা কাপড়গুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। এইপ্রকার সকল লোকের উপরেই অত্যাচার করিয়াছে। ইঁহারা অনেক কষ্টে তত্রস্থ বিশেষ বিশেষ লোকের সাহায্যে স্ব স্ব ভবনে প্রাণে প্রাণে আগমন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, উক্ত মানভূম কয়েকদিন দারুণতর দুর্দ্দশায় আরাজক বৎ হইয়াছিল, এইক্ষণে আবার পূর্ব্ববৎ শান্তি স্থাপন হইয়াছে। সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মদক্ষ রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর তথায় গমন পূর্ব্বক অতি সুকৌশলে শান্তি রক্ষার ও বিদ্রোহ বিনাশের সদুপায় নির্ণয় করিতেছেন, ডাক মুন্সিবাবু পরিবার বর্দ্ধমানে রাখিয়া সংপ্রতি কেবল একাকী তথায় গমন করিয়াছেন। যে সকল দেশওয়াল চোয়াড় লোক অত্যাচার করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই চেনা লোক, অতএব তাহারা ধৃত হইয়া অবিলম্বেই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই, বোধ করি এতদিনে তাহারা একে একে ধরা পড়িতেছে।

পরন্তু এই দুঃখের সময় দুইটি নূতন শব্দ রচিত হইল, "দুরাত্মা", ইহার পূর্ব্বে "সু", উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল সিপাহি অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা "কুদুরাত্মা", কেননা প্রভুহত্যা পূর্ব্বক স্ত্রী বালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়াছে, অপিচ পুরুলিয়ায় যাহারা বিদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহারা "সুদুরাত্মা" কেননা প্রভু প্রভৃতি কাহারো প্রাণের উপর আঘাত করে নাই।

হে জগদীশ্বর! তুমি অচিরাৎ প্রসন্ন হইয়া এতদ্রাজ্যে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মহামঙ্গল বিধান কর, বিদ্রোহিরা অগৌণে সমূলে পাপানলে দগ্ধ হউক। রাজ্যের উপস্থিত সকল অনিষ্ট বিনষ্ট পূর্ব্বক রাজা প্রজা উভয়কে সভমাবে সুখী কর।

একবার সতীদাহ সূত্রে পঞ্চকোটীর রাজাকে লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বহু

137

কষ্টে অব্যাহতি পান,তৎপরে কোন অত্যাচার ঘটিত মোকদ্দমা সূত্রে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজোপাধিচ্যুত করেন।

সম্প্রতি কোন কারণে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজা বাহাদুর উপাধি ও পূর্ব্ব মান্য প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন,কিন্তু গত ১১ সেপ্টেম্বর বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন,"পঞ্চকোটীর রাজা ঐ উপাধি পুনর্গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার মনে কোন কুঅভিপ্রায় থাকিবেক, গবর্ণমেণ্ট তাহার আভাস পাইয়া এক দল মান্দ্রাজীয় সেনা পঞ্চকোটীতে পাঠাইয়াছেন, তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই রাজা স্বভাবস্থ হইবেন ইত্যাদি,, আমরা ইংলিসম্যানসম্পাদকের লিখিত এই প্রস্তাব দৃষ্টে খেদিত হইলাম বটে কিন্তু এ প্রস্তাবের গূঢ়ভাব কিছুই অনুভূত হইল না। কয়েক দিন পূর্ব্বে ইংরাজি পত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, পঞ্চকোটীর রাজা বাঁকুড়ার জজ সাহেবকে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে ছোট নাগপুরের ডেপুটি কমিস্নার কাপ্তেন ওক্স সাহেব তাঁহার আমলাদিগের মিথ্যা বাক্য প্রমাণে গবর্ণমেণ্টের রাজার দুর্ণাম রিপোর্ট করিয়াছেন রাজার এই পত্র দ্বারা বোধ হইতেছে যখন মাসাধিক কালাবধি এই বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্য ইহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে কেননা কাপ্তেন ওক্স সাহেব সুবিজ্ঞ লোক, তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া আমলাদিগের বাক্য প্রমাণে একজন প্রধান লোকের দুর্নাম গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে, পক্ষান্তরে রাজাও যে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত ইহাও সম্ভব হয় না, অনুমান হয় তিনি অভিমান হেতুক উপাধি লইতে চাহেন নাই, যাহা হউক, পঞ্চকোটীর রাজারা অতি প্রাচীন মান্য বংশ,বহুকালাবধি তাঁহারা স্বাধীন রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, ইংরাজাধিকারেও তাঁহারদের মান হানি হয় নাই,গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রাজার চরিত্র শোধন মানসে কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে উপাধিচ্যুত করিয়াছেন,পুনরায় সেই মান্য রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা যথার্থ রাজনীতি মূলক কার্য্য বটে। অতএব পঞ্চকোটীর রাজা অভিমান পরিহার ও স্বীয় ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বরদিগের নিকট পূর্ব্ব মান্য ও উপাধি চাহিয়া লউন, প্রজাবৎসল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কখন তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিবেন না।

গত শুক্রবার বেলা দুই প্রহর সময়ে যে মেইল ষ্টিমর এতন্নগরে উপনীত হইয়াছে তাহাতে এইমাত্র নূতন সমাচার দৃষ্ট হইল যে এরেল অফ কার্ডিগান সাহেব ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন, আগামি মেইল ষ্টিমরে তিনি এতন্নগরে উপনীত হইতে পারেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল সেনা ভারতবর্ষে আসিতেছে জেনরল উইলিয়ম গুডহাম সাহেব এবং স্যার হিউরোজ সাহেব তাহারদিগের সেনাপতি হইয়া তৎসঙ্গে আসিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের যে সকল সিবিল ভৃত্যেরা ছুটী লইয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগকেও ছুটীর নিয়মিতকাল অতীত না হইতেই এতদ্দেশে আসিতে হইবেক।

গত শুক্রবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ, হর আসামরাজ্যস্থ দেশীয় সিপাহিরা অবাধ্যভাব ধারণ করিয়াছে, তাহারদিগকে দমনার্থ সালন ষ্টিমরের কতক গুলিন নাবিক সেনা ও পুলিস আফিসে যে সকল গোরা খালাসি আছে, তাহারা ৪ টা তোপ ও তদুপযুক্ত যুদ্ধ সামগ্রী সহিত শনিবারে আসামরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রে আরো ব্যক্ত হয় বিদ্রোহী সিপাহিরা কতিপয় চা-কুঠি দাহ করিয়া দিয়াছে, চা-কুঠির সমস্ত ইংরাজ গৌহাটীতে পলাইয়া আসিয়াছেন।

মেদিনীপুরের পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,তথাকার প্রজাদিগকে নূতন চৌকীদারী টাক্স দিতে হইতেছে, তাহাতে সকলে উত্যক্ত হইয়া ঐ টাক্স দায়ে অব্যাহতি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করণের চেষ্টা করিতেছে।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শান্তিরক্ষাকার্য্যে দিবারাত্রি গুরুতর পরিশ্রম করাতে শারীরিক অপটু হইয়া বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা করিয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

দৈনিক

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি তোপগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিন্নামংজাম মতন্দ্রনীয়দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্ত্যক্ত্বিরেফাদরং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টা তদ্ব্যতীত আর সব মাসের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৫৯২৬ সংখ্যা] মঙ্গলবার ৩১ ভাদ্র ১২৬৪ সাল। ইং ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য১৲তঙ্কামাত্র।

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রণিধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্টব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ কার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শকগণের আগম নির্গম এবং লীলা দর্শনের সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নিয়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলার যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে থাকিতে পারিবেক, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত আপামর সাধারণ দর্শকদিগের যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহির্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে এতদ্বৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক অলমতি নিবেদনেতি।

তাং ২৫ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিঠি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় স কলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুর ঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার মনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবে দন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্র ভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধু রঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধি ত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

১ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

একাধারে ধন ও তাহা ব্যয় কর ণোপযুক্ত সদ্বুদ্ধি থাকিলে তাহা মহা সুখের নিমিত্ত হয়. বর্দ্ধমানাধীশ্বর বাহাদুর ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। জগদী শ্বর তাঁহাকে যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়াছেন তদ্রূপ সদ্বুদ্ধিও দিয়াছেন, উক্ত রাজা বাহাদুর অর্থে যথার্থ সদ্ব্যবহার জানিয়াছেন, তাঁহা দানে কত শত দীন জনের দারিদ্র ভঞ্জন হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ভার তবর্ষের সর্ব্বত্র সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দু র্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, দরিদ্র লোকেরা অর্থাভাবে অনশনে দিন পাত করিতেছে, তাহাতে বর্দ্ধমানের চতুর্দ্দিকবাসি অনেক দীন হীন লোক আহার কষ্টে বর্দ্ধমানে আসিয়া রাজবাটীর দানবাটীতে আশ্রয় লইয়াছে, মহারাজ বাহাদুর অকাতরে ভোজ্য বিতরণে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

বর্ত্তমান বর্ষে রাজ্য মধ্যে মহা উপদ্রব উপস্থিত হইবায় রাজা প্রজা সকলেই বিব্রত হইয়াছেন, তাহাতে বর্দ্ধমানাধীশ্বর বাহাদুর, শোভাবাজারীয় রাজাবাহাদুরেরা এবং নগরীয় অন্যান্য ধনিবৃন্দ যাঁহারদিগের বাটীতে পূজার পূর্ব্বাবধি নৃত্যগীতাদি বিবিধ আমোদ হইত তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষে ঐ আমোদে আমোদি হইতে বিরত হইয়াছেন। রাজ্যেশ্বরের অসুস্থতায় রাজভক্ত প্রজামাত্রেই অসুখি হইয়াছেন, অতএব দারুণ অসুখ সময়ে নৃত্যগীতাদি বৃথা আমোদে কি সুখোদয় হইবে, এই ভাবিয়া ধনি মহাশয়েরা উক্ত প্রকার আমোদ আহ্লাদ গ্রহণে ক্ষান্ত হইলেন। অস্মদ্দেশীয় ধনিদিগের এই কার্য্যটী অতি সুবিবেচনামূলক হইয়াছে, রাজপুরুষেরা এতদ্দ্বারা বাঙ্গালী প্রজাদিগের আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রভুভক্তি জানিতে পারিবেন।

জেনরল নীল সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল এবং শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ হয়, সেনাপতি নিকলসন সাহেব ২৫ আগষ্ট দিবসে দিল্লীর সমীপস্থ বেরিলিও নিমচ হইতে আগত বিদ্রোহি সেনাদিগের ১২ তোপ ও সমস্ত যুদ্ধ ও খাদ্য দ্রব্য সহিত শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, বিদ্রোহিরা সমরে পরাভূত হইয়া নানাদিগে পলাইয়া গিয়াছে, এই যুদ্ধে সেনাপতি লমসডেন সাহেব ও ডাক্তর ফাএরল্যাণ্ড সাহেব এবং ৪০ জন সেনা নিহত হইয়াছে।

জেনরল নীল সাহেব ২ সেপ্টেম্বর দিবসীয় অযোধ্যার পত্র পাইয়া গবর্ণমেন্টে লিখিয়াছেন, অযোধ্যার দুর্গ ও রেসিডেন্সি আফিসের প্রতি বিদ্রোহিরা আর কোন নূতন অত্যাচার করিতে পারে নাই, প্রত্যুত দুর্গবাসি ইংরাজেরা মধ্যে এক দিবস সাহস পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া বিদ্রোহিদিগের দুইটা বৃহত্তোপ অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছেন এবং অনেক খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন, কুমার সিংহ পুনরায় বহু সেনাসহিত ম্রেজাপুরের ১৫।১৬ ক্রোশ ব্যবহিত স্থানে আসিয়াছে, এই জনরব শুনিয়া ম্রেজাপুরবাসি ইংরাজ বাঙ্গালিরা মহাত্রস্ত হইয়াছেন, কেননা ম্রেজাপুরে যে অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সেনা আছে, তাহারাও জেনরল ঔটরাম সাহেবের সঙ্গে কাণপুরে যাইবেক কি গিয়াছে, ৪৭ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের যে ২০০ সেনা মৃজাপুরে আছে, তাহারা সময়কালে বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ দিবে তাহার সন্দেহ নাই, কুমার সিংহের সহিত

নাপুরের ও হাজারিবাগের এবং ভাগলপুরের সমস্ত বিদ্রোহি সেনারা যোগ দিয়াছে।

চুনার ষ্টিমরে অনেক কমিসারিয়টের দ্রব্য ও নেবাল ব্রিগেডের এক শত সেনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানবাসি কোন বন্ধুর পত্রে অবগতি হইল, দামোদর নদের সমতীরস্থ বাঁধ এক স্থানে ভঙ্গ হইয়া অনেক গ্রামবাসি প্রজাদিগের সমস্ত শস্য ও ঘর দ্বার ভাসিয়া গিয়াছে, রেইলরোড রক্ষা অনুরোধে দামোদরের উত্তর তীরস্থ বাঁধ দৃঢ় করা হইয়াছে, দক্ষিণ তীরের বাঁধ ভঙ্গনে গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাতে বর্ষে বর্ষে বাঁধ ভঙ্গে বহু ক্রোশ বিস্তৃত দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্পবেল সাহেবের অভিমতানুসারে শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর কিছু দিনের জন্য রাণীগঞ্জে সৈন্যশিবির স্থাপনের আদেশ করিয়াছেন।

২০ আগষ্ট দিবসে ২৯ সংখ্যক বিদ্রোহি দলের ৪৪ জন বিদ্রোহি তোপমুখে নিহত হইয়াছে, এবং ৮০ জন কারাবদ্ধ আছে, বোধ হয় তাহাদেরও প্রাণ দণ্ড হইবেক।

ইংলিসম্যান পত্রে অবগতি হইল বিদ্রোহি সেনারা পুরুলিয়ার সমস্ত সাহেবী বাঙ্গালা দাহ করিয়া দিয়াছে। পঞ্চকোটীর রাজা নাগপুরের ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ওক্স সাহেবকে সাহায্য প্রদান করেন নাই।

নেপালরাজমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আর এক সহস্র গোরখা সেনা প্রদান করিয়াছেন। গোরখা সেনারা এই বিপদ সময়ে বিস্তর উপকার করিতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট নেপালরাজের নিকট এই উপকার ঋণে চিরবাধ্য থাকিবেন।

কালীকটের রাস্তাবন্দি কারাবাসিরা রক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু দুই জন রক্ষক সিপাহিরা গুলির দ্বারা কতিপয় সিপাহিকে আঘাত করিবায় দুরাত্মারা ভগ্নোদ্যম হয়। অদ্যাপি তাহারদের এই নূতন অপরাধের বিচার হয় নাই।

৪০০০ গোরখা সেনা ফয়জাবাদের পথে অযোধ্যা যাইবে।

বোম্বাই টাইম্‌স পত্রে প্রকাশ হয় সেতারা ও আমেদাবাদের প্রজাদিগের সমস্ত অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা অপ্রতিবাধে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে।

মান্দ্রাজ নগরের টাকশালের জন্য আর একটী টাকা মুদ্রাঙ্কনের যন্ত্র আনীত হইবেক।

হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিমের প্রধান মন্ত্রী মুক্তার অলমুলুক বাহাদুর হায়দ্রাবাদ নগরের সকল দ্বারে ও নগর মধ্যে স্থানে স্থানে আরব প্রহরি নিযুক্ত করিয়াছেন, নগর বহির্ভাগে নদী তীরে রাঠোর এবং পাঠান প্রহরি নিযুক্ত আছে।

রেসিডেন্সি আফিস সুরক্ষিত হইতেছে, মহারাণীর ১২ সংখ্যক ল্যান্সর দলের এক উইং সেনা তথায় উপনীত হইয়াছে।

পঞ্জাব রাজ্যের ফাইনানসেল কমিস্যনর সাহেব উক্ত রাজ্যের সিস সটলেজ প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্য সকল দেশের কমিস্যনরদিগকে জানাইয়াছেন যে নূতন ৬ পরসেণ্ট লোনে এককোটি টাকা সংগ্রহ করণার্থ গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইয়াছে।

১২ আগষ্ট দিবসে মূলতান রাজ্যের দেশীয় তোপচালক সেনাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

জিলা সিংহভূমের অন্তর্গত সিরাকিলা প্রদেশের রাজা উত্তমরূপে তদ্দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন।

গত শনিবাসরীয় ইংলিশম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, হাজারিবাগের সন্নিহিত মাণ্ডু স্থানের এক বাটী মধ্যে কতকগুলিন সাঁওতাল মন্দাভিপ্রায়ে একত্র হইয়াছিল. হাজারিবাগের সেনাপতি সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্তে কতিপয় অশ্বারোহি সেনার সহিত উক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক ঐ বাটী বেষ্টন করিয়া কতিপয় সাঁওতালকে ধৃত করিয়াছেন।

উক্ত দিবসীয় পত্রে আরো প্রকাশ হয় এক দল বিদ্রোহি সেনা জম্বলপুরের পথে আসিয়াছে তাহাতে জম্বলপুর ও ব্রজাপুরের মধ্যবর্ত্তী ডাক বন্ধ হইয়াছে।

গত সোমবাসরীয় ফিনিক্স পত্রে প্রকাশ হয়, আসামীয় সেপাহিরা ভদ্দেশের রাজাকে স্বাধীন করণাভি প্রায়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, শুনা যায় রাজা তাহারদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিয়াছেন।

মেরিণ ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্তেন রজরস সাহেব অপ্রত্যাশিতরূপে সংপ্রতি আগত মেইল ষ্টিমরে এতন্নগরে উপনীত হইয়াছেন।

গত শনিবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে প্রকাশ হয়, গয়ার নিকটে ৫ সংখ্যক অশ্বারোহি দলের বিদ্রোহি সেনারা উপনীত হইয়াছে।

পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত।

গত বুধবারের শেষ।

নীতি।

এই জগতে সেই ধন্য, সেই সাধু যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়াছে। বিদ্যা সোণারূপা হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য। মণি মুক্তা হইতেও বহুমূল্য। এই জগতে বিদ্যার তুল্য কোন দ্রব্যই নাই, বিদ্যা মান সম্ভ্রম ধনরূপ অমূল্য হার হস্তে করিয়া থাকেন যে ব্যক্তি তাহাতে নয়ন মন সমর্পণ করে এবং অনবরত অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করে তাহার হৃদয়ে তিনি ঐ হার প্রদান করেন।

বিদ্যা দেহরূপ বৃক্ষের জীবন স্বরূপ, বিপদ সময়ে বিদ্যাই রক্ষা করেন, বিদ্যাই হৃদয়ে অম্লান রত্নমালা রূপে শোভা পান, বিদ্যাই শরীর ভূষিকা, বিদ্যাই মস্তকের ভূষাকর মুকুট স্বরূপ, বিদ্যাই কণ্ঠস্থ কৌস্তুভ মণি, বিদ্যা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে লইয়া যান। বিদ্যাই কুৎসিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, বিদ্যাই সৎপথপ্রবর্ত্তিকা।

বিদ্যা কিছু পথে দাঁড়াইয়া বলেন না যে, অহে মনুষ্যগণ! তোমরা আমাকে গ্রহণ কর, অহে মনুষ্যগণ! তোমরা আমার আশ্রয় লও, অহে মনুষ্যগণ! তোমরা আমাকে মনে ধারণ কর, কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যাকে গ্রহণ করিতে চায়। যে ব্যক্তি বিদ্যার আশ্রয় লয়। যে ব্যক্তি বিদ্যাকে চিত্তসরোবরের প্রফুল্ল কমলের ন্যায় জ্ঞান করে, তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্ন হন, তাহার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণভাবে থাকেন।

যে ব্যক্তি ক্লাশে বসিয়া পড়িবার সময়ে অথবা যখন শিক্ষক শিক্ষা দিতেছেন এমত সময়ে অন্যমনস্ক হয় শিক্ষকের কথার প্রতি সম্পূর্ণ অবহিত না হয় এমত ব্যক্তি যদি চির কালও বিদ্যালয়ে থাকে তথাপি তাহার বিদ্যা হয় না। তাহার পড়িতে যাওয়া আর বাটীতে থাকা, দুই সমান।

যে ব্যক্তি শ্রেণীস্থ হইয়া শিক্ষক যে কোন সদুপদেশ দেন তাহা মনে করিয়া রাখে, এবং পরদিনে সেই কথার আন্দোলন হইলে পূর্ব্বদিনের কথা যে বলিতে পারে সেই ব্যক্তির উপর শিক্ষক সাতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং ঐ ব্যক্তির উপর শিক্ষকের যেমত স্নেহ জন্মে অন্য ব্যক্তির প্রতি শিক্ষকের তদ্রূপ প্রীতির সঞ্চার হয় না। অতএব শ্রেণীস্থ হইয়া শিক্ষকের কথা সকল স্মরণ রাখিয়া আপন বিদ্যারত্ন লাভ ও প্রসঙ্গায়ত্ত শিক্ষককে সন্তুষ্ট করা উচিত।

কোন কোন ব্যক্তি পড়িবার সময়ে তন্দ্রা ও আলস্যের বশবর্ত্তি হয় কিন্তু তাদৃশ বালক ক্লাশের কণ্টকস্বরূপ, সে আপনারত ক্ষতি করেই অনুসঙ্গিদিগেরও ক্ষতি করে এবং শিক্ষকের নিতান্ত অপ্রিয় হয়। এ প্রকার তন্দ্রালু বালকের বিদ্যালয়ে যাতায়াতমাত্র সার, যেজন্য বিদ্যা লয়ে আসা সে আশা পরিপূর্ণ হয় না।

সুবোধ বালকেরা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইয়া বসিয়া থাকেন না যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকেন ততক্ষণ বিদ্যাভ্যাস করেন। যে দিন নূতন পড়া না থাকে সে দিন পুরাতন পড়া গুলিন আগা গোড়াপর্য্যন্ত দেখিয়া রাখেন, এবং যে ঘণ্টায় যে বহির পড়া দিতে হইবে পূর্ব্ব ঘণ্টায় সেই পাঠের বিলক্ষণরূপে তাৎপর্য্য বোধ মান, প্রশ্নোত্তর বাক্য এবং প্রত্যেক শব্দের প্রতিশব্দ স্মরণ করেন, শিক্ষক যখন সেই পড়া জিজ্ঞাসা করেন তখন অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণ অভিনিবেশ করেন। নিজ অনবধানতাজন্য বোধ বালকেরা শিক্ষকের নিকটে তিরস্কৃত হয়েন না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রমিংভ্রীম মতন্দ্র গীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধার্ত্তাতরাঃ॥ অন্যোন্যবিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মাকরে স্বচ্ছং দিবসে পিবন্তি চতুরস্বাতন্দিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ১ টাকা অন্যান্য আর সকল মাসের প্রথম দিবসে পত্রের মূল্য ।৷০ অগ্রিম ৬ টাকা।

৫৯২৮ সংখ্যা] শুক্রবার ২ আশ্বিন ১২৬৪ সাল। ইং ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

ইশ্‌তেহার।

আফিমের খরিদারান লোক সরকারী গুদামে বিনা মিয়াদে আফিম রাখাতে অতিশয় গরসুবিধা হয়, একারণ ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে আএন্দা সরকারী নীলামের খরিদের তারিখ অবধি ১২ মাস পর্য্যন্ত খরিদারান লোক বিনা খরচায় সরকারী গুদামে তাঁহারদিগের আফিম রাখিতে পারিবেন, তাহার পর ঐ গুদামে আফিম থাকিলে প্রথমতঃ ৩ মাস ফি সিন্ধুক প্রতি মাসে ১ টাকার হিসাবে এবং উক্ত তিন মাসের পর প্রতি মাসে ফি সিন্ধুক ২ টাকার হিসাবে গুদাম ভাড়া লওয়া যাইবেক।

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ডরিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর।

E. S. TREVOR,
Secretary.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মহেন্দ্রলাল বসুর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক ভিন্ন ভিন্ন দুইখানা পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপতি উল্‌টাডিঙ্গি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে শ্যামাচরণ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাটীতে বাতির কারবার ও যন্ত্রাদির কারবার আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মহেন্দ্রলাল বসুর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.

এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নির্ম্মাণকাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনীতপূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রণিধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি

নীয় ব্যাপার সকল সম্পাদনার্থ [illegible]
য় আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং
র্তিতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র [illegible]
পারে যথাযোগ্য [illegible] কর-
র আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে
স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত
রিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্ঠব সম্ব-
ন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনা-
থ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক
রক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু নিধি
বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু
[illegible] লীল তথা শ্রীযুত বাবু
[illegible]মাচরণ মল্লিক মহোদয়েরা এতৎ
[illegible] তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মা-
হইয়াছেন। [illegible]
অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শক
[illegible]র আগমনির্গমন এবং লীলা দর্শ-
[illegible] সুগম উপায় করণার্থ নিয়মাদি
অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ
তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শক-
গের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলার
দ্বারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ
[illegible]র অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবে
তাহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃ-
তি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে
রাখিতে পারিবেক, এবং বালক
বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও
[illegible] রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত
পামর সাধারণ দর্শকদিগের
যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্ব স্থবৃত্তির
নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহি-
র্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে
[illegible]ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহা-
দুর বিখ্যাত সুপ্রজাত উদ্যানে
[illegible] সমাধা হইয়া আসিতেছে
[illegible] সেই নিয়মে [illegible]
রামলীলা অধিক সমারোহে নির্ব্বাহ
করা যাইবেক অলমতি বিস্তরে
নেতি।

তাং ২৫ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহা
শয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর
এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান
করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক
অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অ
থবা অপর কোনরূপ বরাত চিটি
দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ
সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্য
ক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা
করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
[প্রভাকর যন্ত্রালয়।]

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয়
গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় স
কলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধু
রঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব
তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার
অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবে
দন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্র
ভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধু
রঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধি
ত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সংবাদ সাধুরঞ্জন সম্পাদক।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

২০ ভাদ্র, ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত বিহারিলাল নন্দি কর্ত্তৃক
"বিধবাবিবাহোৎসব নাটক" নাম
ক একখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে,
প্রয়োজন হইলে কলিকাতার মণ্ডল
ষ্ট্রীটে ১১ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে
পাইতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

এই বঙ্গদেশের প্রধান পূর্ব্বাহ
শারদীয় মহোৎসব নিকটস্থ হইয়া
ছে, এই সময়ে হিন্দুমাত্রেই আনন্দ
র্ণবে নিমগ্ন হইয়া পারত্রিক মঙ্গলো
দ্দেশে ও আমোদ প্রমোদার্থ সম্ভব
মত বিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন, সামা
ন্য অবস্থান্বিত লোকেও নিরানন্দ
থাকে না, আনন্দময়ীর আগমনে
হিন্দুস্থান আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সা
হেব ও ফিরিঙ্গিরাও পূজোপলক্ষে
ছুটী পাইয়া কেহ জাহাজারোহণে,
কেহ বা বোটারোহণে নদ নদী পরি
ভ্রমণ করেন, কেহ বা নগরে থাকিয়া
সম্ভ্রান্ত নৃপতি ও বাবুদিগের ভবনে
নাচ দেখিয়া ও আহার করিয়া সং
তৃপ্ত হয়েন, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে অবো
ধ অবাধ্য সিপাহি সৈন্যদল কর্ত্তৃক
স্থানে স্থানে ভয়ানক বিদ্রোহ ব্যাপা
র উপস্থিত হওয়াতে এমত আন
ন্দোৎসবেও নিরানন্দ উপস্থিত হই
য়াছে, যে কোন পরিবারেই আনন্দের
চিহ্ন নাই, রাজ্যের বিপদে রাজার

[illegible] হইবার [illegible]
[illegible]কুল অন্তরে চিন্তাকুল হ
[illegible]ন্তর পরমেশ্বর সন্নিধানে
[illegible]র্ষগণের শুভ স্বস্ত্যয়ন করি
[illegible]ন, রাজার বিপদ সময়ে প্রজার
[illegible]ন কোন বিষয়েই আনন্দের উদ্রে
[illegible] হইতে পারে না। একারণ শোভা
[illegible]জারস্থ নৃপতিদিগের উভয় দিকে
[illegible]নে বাই-নাচ ও খানার ব্যাপার
[illegible] হইয়াছে, অন্যান্য ধনাঢ্য হিন্দু
[illegible]রিবারেরাও ঐ নিয়মের অনুগামি
[illegible]য়া কেবল দেবীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক
[illegible]ন রক্ষা করিবেন।

পরন্তু অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তি
[illegible] দেশের দুরবস্থা দর্শন করিয়া
[illegible]সশূন্য হইয়া কেবল নিয়ম নি
[illegible]রণ করিতেছেন, অপরাপর বর্ষের
[illegible] এবৎসর বাজারে ক্রয় বিক্রয়
[illegible]বনা নাই, টাকাই মহাজনেরা
[illegible]ধিক লাভের প্রত্যাশায় অধিক
[illegible]ত্র আনিয়া কেবল পথে বসিয়া
[illegible]ন করিতেছে, ক্রেতার সহিত
[illegible]হারদিগের সাক্ষাৎ হয় না, আহা
[illegible] যাবতীয় দ্রব্য যখন অমূল্য,
[illegible]জারে টাকার সংপূর্ণ অভাব, মহা
[illegible]ন সমাজে হাহাকার ধ্বনি, তখন
[illegible]হার সাধ্য অধিক টাকা দিয়া
[illegible]দি ক্রয় করে! উত্তর পশ্চিম
[illegible]জ্যে দ্রব্যাদি প্রেরণ ও তথাকার
[illegible]মদানি রহিত হওয়াতে থোড়া
[illegible]জন মাত্রেই হস্ত তুলিয়া বসিয়া
[illegible]ন, সুতরাং কোন হৌসে দ্রব্যাদি
[illegible]ক্রয় হয় না, এইরূপ হওয়াতে
[illegible]নকে এতদ্দেশজাত দ্রব্য সকল
[illegible]লাত প্রভৃতি স্থানে প্রেরণার্থ ক্রয়
[illegible]রণেও বিরত হইয়াছেন, মুচ্ছদ্দি
[illegible]শয়েরা এই পূজার সময়েই অধি

[illegible] হেতু এই সময়ে
[illegible] হয়, এজন্য কোন
[illegible] সর্ব্বোপলক্ষে
[illegible] অর্থাৎ পারি
[illegible]তোষিক দিবার [illegible] আছে, কিন্তু
কি পরিতাপ! উপস্থিত বর্ষে সেই
ভাবের সংপূর্ণ অভাব হইয়াছে,
বাজারের গতি দেখিয়া মুচ্ছদ্দিগ
ণেরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হইয়াছে,
[illegible]র [illegible] কিঞ্চিৎ দান
রক্ষা হইবেক, কর্ম্ম কার্য্য থাকিবেক
সেই চিন্তায় অনেকেই চিন্তাভিভূত
হইয়াছেন।

অধিকন্তু বাঙ্গালা বেঙ্কের কর্ম্মা
ধ্যক্ষেরা কোম্পানির কাগজ বন্ধক
রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে এরপ্রকার
অস্বীকৃত হইয়াছেন। ধনাঢ্য পরিবা
রের মধ্যেও স্বজনকে আকাঙ্ক্ষা দেখি
তেছেন, বেঙ্কে যদ্যপি কাগজ বন্ধক
না রাখা হয় তবে কাগজের অবস্থা
কি হইবেক? বাজারে দিন দিন ঐ
কাগজের ডিস্কৌণ্ট যে প্রকার বৃদ্ধি
হইতেছে তাহাতে তাহা বিক্রয় করি
তে কাহারো সাহস হয় না, এবং
ক্রেতাই বা কোথায়? কাহার ঘরে
নগদ টাকা আছে যে এ সময়ে কাগ
জ ক্রয় করিবেক? বেঙ্কে বন্ধক দিবার
উপায় থাকাতেই দালালেরা পর
স্পর একপ্রকার লাভের খেলা তুলি
য়া মূল্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অধুনা
বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঐ লোন অর্থাৎ
বন্ধক দিবার নিয়ম তুলিয়া দেওয়াতে
সেই খেলারও শেষ হইয়াছে। উপ
স্থিত বর্ষে ভয়ানক রাজবিদ্রোহ,
আহারাভাব, শস্যাভাব, অতিবৃষ্টি,
বিনা-মেঘে বজ্রপাত, দুর্ভিক্ষ সমা
গমের উপক্রম, অর্থাভাব ইত্যাদি
বিবিধ অনিষ্ট ঘটনার একত্র সংযো
গ হইয়াছে, আর রক্ষা নাই, এই
ক্ষণে পরম করুণাময় জগদীশ্বর কি
করেন তাহা বলা যায় না। অনেক
দেশে অনেক প্রকার ভয়ানক ব্যাপা
র হইয়াছে, ইতিহাস পুস্তকে তাহা
পাঠ করিতে শরীর লোমাঞ্চ হয়,
কিন্তু এই প্রকার বহু অনিষ্ট ঘটনার
একত্র সংযোগ আমারদিগের বোধ
হয় এককালে কোন সময়েই কোন
দেশে হয় নাই, অতএব এ বৎসর
এই আনন্দোৎসব সময়ে হিন্দু
মাত্রেই নিরানন্দ নীরে নিমগ্ন হইবে
ন ইহা কোনরূপেই বিচিত্র বোধ
হয় না।

পাঠকগণ! এই দুর্গোৎসব যদিও
সকলের পক্ষে দুর্গোৎসব হইয়াছে,
তথাচ আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে নি
বেদন করিতেছি, আমারদিগকে
এই সমূহ অভাব সময়ে অসীম দুঃখ
সাগরে নিক্ষেপ করিবেন না, এই
সময়ে আমরা কর্ম্মচারিদিগের সক
ল বেতন পরিশোধ করিয়া দিয়া
থাকি, অতএব আমারদিগের প্রতি
এ সময়ে কৃপাশূন্য হইলে ঐ কর্ম্ম
চারিগণের মর্ম্মবেদনা জন্য অস্মদা
দিকে সংপূর্ণরূপেই অনুতাপিত হই
তে হইবেক।

বর্দ্ধমান।

৩০ ভাদ্র ১২৬৪।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ এপর্য্যন্ত আ
রোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই,
অদ্যও পায়ের একটা ফোড়া অস্ত্র
করা হইয়াছে। "দেলারামে" অন্দ
রের মধ্যেই বাস করিতেছেন, বোধ
হয় পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বায়ু পরি
বর্ত্তনার্থ মহাতাপ মস্‌জিদ অথবা

দেলকোষায় শুভাগমন করিবেন, ডাক্তর সাহেব এরূপ পরামর্শ দেন যে ৺ দুর্গা পূজার পর শ্রীশ্রীযুত কিছুদিন চুঁচুড়ার রাজভবনে গিয়া বাস করিলেই ভাল হয়। অনেকে অনুমান করেন তাহাই হইবেক, কারণ এবিষয়ে ডাক্তর সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। তিন চারি দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে, তাহা অসহ্যই বলিতে হইবে, জলের নাম নাই, বোধ হয় দুই এক দিনের ভিতরেই একটা গুরুতর বৃষ্টি হইবেক।

শুনিতেছি এইক্ষণে মানভূম প্রদেশ পূর্ব্বানুরূপ শাসিত হইয়াছে। বিচারক সাহেব ও সৈন্যগণ এবং ডাকমুন্সি প্রভৃতি এতদিনে তথায় পঁহুছিয়া থাকিবেন, তাঁহারা রাণীগঞ্জ হইতে রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছেন এমত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরকে পুনরায় ২৪ পরগণা গমনের অনুমতি হইয়াছে।

জনরবে শুনা যাইতেছে, পঞ্চকোটির রাজা নীলমণি দেও গবর্ণমেণ্টদত্ত সনন্দ সম্বলিত রাজ উপাধি গ্রহণ করেন নাই, এবং বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ সাহায্যও করেন নাই, বর্দ্ধমানের পুর্ব্বতন এবং নূতন কমিস্যনর উভয়েই উক্ত দেওকে সম্ভ্রমসূচক উপাধি এবং খেলয়াৎ প্রদানার্থ রাণীগঞ্জ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন বারেই স্বয়ং আগমন করেন নাই, এবং পত্রের যে উত্তর দেন তা[illegible] নক নহে। সে[illegible] র্ণমেণ্টে প্রে[illegible] টির রাজা [illegible] করিলেন তা[illegible] ছুই ব্যক্ত হয় নাই, যাহাতে রাজপুরুষদিগের অসন্তোষ জন্মে এমন কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে ভাল নহে। কেহ কেহ কহেন নীলমণি সিংহ দেও প্রকৃতাবস্থায় নাই, তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, হইতেও পারে, আশ্চর্য্যই কি?

সেনারদিগের আহারের নিমিত্ত রাণীগঞ্জে বিস্তর আহারীয় দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই চাউল, ডাউল, আটা, ময়দা, সুজি, ঘৃত, তৈল, পশ্বাদি, আলু, বিলাতি কুমড়া প্রভৃতি ক্রয় করা হইতেছে।

বেহারা, মুটে, শকটাদি বিস্তর সংগ্রহ করা হইতেছে।

বর্দ্ধমানের ডাকঘরের কর্ম্ম অতি উত্তম রূপেই নির্ব্বাহ হইতেছে, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টর শ্রীযুত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয় অতি যোগ্য, বিশ্বাসী, মহৎ, প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বপ্রিয়, তাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে সর্ব্ব সাধারণেই সন্তুষ্ট।

সংপ্রতি এই বর্দ্ধমানে জয়ন্তীপুরের রাজার ভ্রাতৃপুত্র অথবা ভ্রাতা, অতি দীনাবস্থায় আগমন করিয়াছেন, তাঁহার আগমন বিষয়ে বিবিধ রূপ জবরব উঠিয়াছে, ফলে তিনি তথাকার রাজা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এইক্ষণে তাঁহার অভিপ্রায় ব্রিটিস রাজ[illegible]রুষেরা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ সা[illegible] করেন, তিনি এই প্রার্থনায় এ[illegible] [illegible]ার কমিস্যনর সাহেবের সহি[illegible] [illegible]ক দিবস সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন [illegible]মিস্যনর সাহেব তাঁহার প্রতি অ[illegible] [illegible]র না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁ[illegible] [illegible]র প্রার্থিত বিষয়ে কিরূপ উত্তর ক[illegible] [illegible]য়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পা[illegible] নাই।

শহরঘাটী হইতে আগত প[illegible] দ্বারা অবগত হওয়া গেল, গত [illegible] সেপ্টেম্বর তারিখে ভাগলপুরের ই[illegible] গুলর কেবেলরি সেনারা বিদ্রোহি[illegible] চরণ পূর্ব্বক কতিপয় দেশ লুট ক[illegible] য়াছে, এবং গয়াধামের কারাগা[illegible] দ্বার ভগ্ন করত কারাবাসিদিগ[illegible] মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাদি[illegible] বিপক্ষে যে সৈন্য প্রেরিত হয় তা[illegible] রা কিছুই করিতে পারে নাই, [illegible] দ্রোহিরা জয়ি হইয়া টিকারি না[illegible] স্থানে গমন করিয়াছে।

সিন্ধু দেশের মৃত আমীর [illegible] আব্বাসআলী খাঁর পুত্র পত্নীর প্র[illegible] গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া তাঁহারদিগ[illegible] স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিয়াছে[illegible] আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গবর্ণমেণ্টে[illegible] নিকট মাসিক ৩০০ ও তাঁহার মা[illegible] এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাসিক ৩[illegible] টাকা বৃত্তি পাইবেন।

দিল্লী ও কর্ণালের মধ্যবর্ত্তি গ[illegible] আর বিদ্রোহিদিগের উৎপাত না[illegible] পথিকেরা স্বচ্ছন্দে গতিবিধি ক[illegible] তেছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতঃকিরণ

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলীর অন্তঃপাতি হোগোলকু ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যৎভ্রমরমদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯২৯ সংখ্যা। শুক্রবার ৩ আশ্বিন ১২৬৪ সাল। ইং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল। মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় সত্যপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার পরমাত্মীয় মাতা কামিনী দাসীর দ্বারা রাদী। এবং প্রমথনাথ ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ এবং রাইমণি দাসী প্রতিবাদি ও প্রতিবাদিনী, এই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ১৩ মার্চ্চ তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ যিনি ইতিপূর্ব্বে চন্দননগরে বাস করিতেন, এবং এক হাজার আট শত চুয়ান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২৮ আপ্রিল তারিখে অথবা তৎসমকালে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সমীপে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচার মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন পাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতির সুগমসূচক উপায় মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

JUDGE, JUDGE & WATKINS,
Defendant's Attorneys.

জজ জজ এণ্ড ওয়েটকিন্স।
প্রতিবাদির পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

সরিফ সেল

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব অঘোরনাথ রায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিগওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি পরগণে ডকলা বাদুকুল্লা গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বসতি বাটী ও তাহার চতুর্দ্দিগ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বহু ব্রহ্মোত্তর ভূমি অনুমান ৸১ যোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসা[illegible]

অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান তাহাতে নানাবিধ ফল দান বৃক্ষাদি ও পুষ্করিণী আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর ভূমি অনুমান ৯/ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান তাহাতে ফলশালী ২০ আম্র বৃক্ষ আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার অন্তঃপাতি গাঙ্গুলি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মোত্তর ভূমি অনুমান ৭/ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অঘোরনাথ রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রণিধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্টব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ কার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শকগণের আগম নির্গম এবং লীলা দর্শনের সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নিয়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলায় যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে থাকিতে পারিবেক, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত আপামর সাধারণ দর্শকদিগের যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহির্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে এতদ্বৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক অলমতি নিবেদনেতি।

তাং ২৫ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কালকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
৩০ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত বিহারিলাল নন্দি কর্ত্তৃক "বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক" নাম এক একখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে কলিকাতার মণ্ডল ষ্ট্রীটে ১১ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

৩ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা শ্রবণে দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর মান্যবর মেং জান কলবিন সাহেব মৃগী রোগে নিহত হইয়াছেন। গত গুরুবাসরীয় হরকরা পত্রে এই সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। কলবিন সাহেবের ন্যায় সুবিচারক রাজকর্ম্মচারী এদেশে অতি বিরল, অতএব উক্ত মহাত্মার পরলোক গমনে গবর্ণমেণ্ট অবশ্য শোকান্বিত এবং সাধারণে অতীব দুঃখিত হইয়াছেন। বোধ হয় মান্যবর মেং জে পি গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তঃপাতি মন্থনা নিবাসি ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু জগদীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শারীরিক অসুস্থ হইয়া রোগ শান্তি করণ মানসে এতন্নগরে আসিয়াছেন, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, গজদীন্দ্র বাবু যদিও সভ্যদেশবাসি নহেন তথাচ বাল্যাবধি বিদ্যানুশীলনে এবং সৎসংসর্গে তাঁহার বাঙ্ মন এমত নির্ম্মল ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে যে নগরবাসি সভ্য ভব্য বাবুরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যথেষ্ট প্রীতি পাইয়াছেন।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়েকটী সংগৃহীত হইল।

পুরুলিয়া জিলায় সাঁওতাল উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, ছোট নাগপুর জিলার ডেপুটী কমিস্যনর কাপ্তেন ওক্স সাহেব সসৈন্যে সাঁওতাল মর্দ্দনার্থে পুরুলিয়া গমন করিয়াছেন।

৫ সংখ্যক ইরেগুলর অশ্বারোহীদলের ৮০০ বিদ্রোহি সেনা কাপ্তেন রাটেরী সাহেবের অধীন সেনাদিগকে পরাভব করণান্তে গয়া নগরে প্রবেশিয়া কতিপয় শীক সেনার অঙ্গ ভঙ্গ করিয়াছে। জনরবে প্রকাশ হয় তাহারা কুমারসিংহের সেনা সহযোগ দিয়া আরা ও দানাপুর আক্রমণ করিবে, যদি বাস্তবিক তাহারা দানাপুর গ্রহণোদ্যম করে তবে উক্ত স্থান রক্ষা করা কঠিন হইবে, কারণ তথায় অত্যল্প গোরা সেনা আছে।

আলাহাবাদের নিকট প্রায় ৭ সহস্র বিদ্রোহি সেনা একত্র হইয়াছে, তাহারদের উপদ্রবে তৎপ্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংগ্রাহকেরা স্বস্ব কর্ম্মচারী ও অর্থাদি সহিত আলাহাবাদে উপনীত হইয়াছেন। মৃজাপুরের কোন পত্রে প্রকাশ হয়, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর দিবা রাত্রে আলাহাবাদের দিগে অনেক তোপধ্বনি হইয়াছিল বোধ হয় বিদ্রোহিদিগের সহিত আলাহাবাদস্থ গবর্ণমেণ্ট সেনাদিগের যুদ্ধ হইয়া থাকিবেক। আলাহাবাদে দুই শতের অধিক গোরা সেনা নাই, তাহারদিগের মধ্যেও অনেকে চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধনান্তে প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান প্রদানে আজ্ঞা হইবেক।

এস্থানের জনেক প্রধান জমীদার শ্রীযুত বাবু গোলোকনাথ বসু মহাশয়ের বালিয়া নামক জমীদারীর পূর্ব্বতন জমীদার রামকৃষ্ণ শান্ত সিংহার মহাপাত্র তথাকার অন্যান্য প্রজাবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে "অল্প দিবসের মধ্যে সরকারের রাজস্ব উঠিয়া যাইবে, অতএব তোমরা জমীদারকে খাজানা দিও না" জমীদার বাবু এ সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে আবেদন করাতে প্রশংসিত সাহেব মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক তদন্ত করিয়া আপন রায় সম্বলিত সেশন জজ সাহেবের হজুরে প্রেরণ করেন। বিচক্ষণ জজ সাহেব ৩১ আগষ্ট সোমবারে মোকদ্দমা দরপেশ করত স্বয়ং সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লইয়া বিচার পূর্ব্বক শান্তসিংহারকে ও তাঁহার অন্য এক ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত কারাবাস ও যে সকল সম্পত্তি আছে তৎসমুদয় সরকারে ক্রোক রাখিবার অনুমতি করিয়াছেন। শান্তসিংহার একজন প্রধান মনুষ্য, এবং বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, কেবল আপন বুদ্ধিদোষে আপনি বিনষ্ট হইলেন, বোধ হয়, অবিলম্বে সদরে আপীল করিবেন। যাহা হইবে পশ্চাৎ নিবেদন করিতে ত্রুটি হইবে না।

মুসলমানদিগের মহরমে কোন গোলযোগ হয় নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহরমের শেষের দুই দিবস দিবা রাত্রি আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে এস্থানে কোন গোল নাই, বিশেষতঃ এস্থলের বিচক্ষণ বিচারপতিগণ অতি সতর্কভাবে আছেন।

১৫। ১৬ আগষ্টে জলপ্লাবন হইয়া প্রজাপুঞ্জের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে, বিশেষতঃ আউস ধান্য একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, খাদ্য সামগ্রী যেরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে তাহা কি লিখিব, টাকায় এক সের ঘৃত, তাহাও সকল সময়ে অপ্রাপ্য, বোধ হয় এবৎসর অকাল হইবে, কারণ অনেকেই অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

এখানকার নিমক মহলের নায়েব মুন্সী শ্রীযুত পূর্ণানন্দ দাসকে উৎকোচ গ্রহণের অপবাদে ৮ সেপ্টেম্বর দিবসে এজেন্ট সাহেব কর্ম্মচ্যুত করিয়া তৎপদে উক্ত আফিসের মোহরের হরগোবিন্দ দাসকে নিয়োগ ও হরগোবিন্দের কর্ম্মে নরসিংহ চরণ দাস এবং ডেপুটী কালেক্টরের পুত্র গণেশ্বর দাসকে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করণার্থ কমিশ্যনর সাহেব সমীপে আপীল করিয়াছেন, কি হয় বলা যায় না, পূর্ণানন্দ অতি যোগ্য লোক, আমরা সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখিত হইয়াছি।

এস্থানের কমিস্যনরীর সিরিস্তাদার শ্রীযুত বাবু হরমোহন মিত্র মহাশয় অল্প দিবস হইল উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া অতি উত্তমরূপে সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। মিত্রবাবু যেরূপ ধার্ম্মিক ও দয়াশীল, পরোপকারি এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষি ও তদুপ কর্ম্মদক্ষ মনুষ্য এতদ্দেশে অতি বিরল, মিত্রবাবু পূর্ব্বে কালেকটরির পেস্কার ছিলেন তাঁহার গুণের কথা লেখনী লেখনে অশক্তা, বিশেষ উক্ত পদের যথার্থ উপযুক্ত, তাঁহাকে নিযুক্ত করায় শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবকে সকলেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, আমরা পরমেশ্বরের সমীপে অহর্নিশি প্রার্থনা করিতেছি যে মিত্র মহাশয় সাধারণের মিত্র হইয়া দিন দিন যশ লাভ করতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুন, উপকার করা পরম ধর্ম্ম তাহা সকল শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, অধিক কি নিবেদন করিব।

এখানকার কৌন ইংরাজের বাটীতে ৬ সেপ্টেম্বর রজনী ২ প্রহর সময়ে নগদ টাকা ও জিনিস পত্র চুরি হইয়াছে, সহর দারোগা শ্রীযুত বাবু নীলকমল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধানের দ্বারা ৩ জনকে ধৃত করিয়াছেন, দারোগা মহাশয়ের সুশাসনে এস্থানে চুরী ইত্যাদি অনেক শান্ত হইয়াছে, প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে দারোগা মহাশয়ের গুণানুবাদ করিতেছে, আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি যে দারোগা মহাশয়কে দীর্ঘায়ু করিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করুন, দারোগা মহাশয়ের বেতনবৃদ্ধি জন্য সদরে রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছে, এমত লোকের বেতন আশু বৃদ্ধি হওয়া অত্যাবশ্যক অধিক কি নিবেদন করিব ইতি ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল।

শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্ত।

মোকাম কটক, বালুবাজার।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্র নীরদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৩৯৩০ সংখ্যা। শনিবার ৪ আশ্বিন ১২৬৪ সাল। ইং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল। মাসিক মূল্য ১৷৷ তঙ্কামাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ৯ অক্টোবর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘন্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জঘরে সন ১৮৫৫।৫৬ সালের পয়দায়সি আফিমের দশম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ৩৬৫৫ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দায়সি আফিম ২৫৪০
বানারসের পয়দায়সি আফিম ১১১৫

জুম্‌লা সিন্দুক ৩৬৫৫

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৬ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জগেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউবোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেসগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিররেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৭ সালের ১৩ এবং ২৪ অক্টোবর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নীলামি খরিদারাণ যে সকল প্রমিস্যরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন, তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারি মাতব্বরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৭ সালের ১৪ অক্টোবর বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘন্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরী রসিদ সন ১৮৫৭ সালের ২৪ অক্টোবর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘন্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক, আর যদি সাৎ কোন হেতু প্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যক মতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

বেহারের, বানারসের, জুম্‌লা সিন্দুক, সিন্দুক, সিন্দুক

সন ১৮৫৭ সালের ১২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ২৫৪০,১১১৫,৩৬৫৫

ঐ ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ২৫৫৯, ১১৪১, ৩৭০০

৫০৫৯, ২২৫৬, ৭৩১৫

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান জালিসান বোর্ড রিবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ১৪সেপ্টেম্বর।

E. T. TREVOR,
Secretary.

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবন মিশ্র বিনয় পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রধান আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধু শান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহুল ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এতদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য করণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপত্রে স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকমহোদয়েরা এতৎ কার্য্যের তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মত হইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শকগণের আগম নির্গম এবং লীলা দর্শনের সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নিয়ম অবধারণ করা যাইতেছে, বোধ হয় তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলার যাঁহারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টাকার অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি যানাদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে থাকিতে পারিবেক, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও তথায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত আপামর সাধারণ দর্শকদিগের যানাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির নিকটে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহির্ভাগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রামলীলা সমাধা হইয়া আসিতেছে এতদ্বৎসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে রামলীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক। অলমতি নিবেদনেতি।

তাং ২৫ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

৺শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক হয়, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

সংবাদ প্রভাকর

৪ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থা জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া হৌস অফ লার্ডস নামক কুলিন সমাজের অতি সম্ভ্রান্ত ও রাজনীতিজ্ঞ মেম্বর শ্রীযুক্ত আরেল অফ ক্লারেণ্ডন সাহেবকে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি এত দিনে জাহাজারোহণ করিয়া থাকিবেন, ক্লারেণ্ডন সাহেব অতি মান্য ও প্রধান বংশ্য, তাঁহার তুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ দেশে অতি অল্প আসিয়াছেন, বোধ হয় তিনি কাগজ পত্রাদি দৃষ্টি করিয়া যে যে কার্য্যাদি করা আবশ্যক তাহাই করিবেন, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের মনোমধ্যে বিদ্রোহিতা ভাবের আবির্ভাব না হয় বিদ্রোহ তৎপর সিপাহি সেনাগণ আপনাপন কুকার্য্যের সমুচিত দণ্ড ভোগ করে, গবর্ণমেণ্ট কোন বিধায়ে প্রজার ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করেন, এপ্রকার আশঙ্কা কাহার মনে না থাকে, এমত সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণে তিনি কদাচ কাল বিলম্ব করিবেন না, অতএব এই সংবাদ ভারতবর্ষের পক্ষে এক প্রকার শুভজনক বলিতে হইবেক, যদিও আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর অতি উপযুক্ত ও দূরদর্শী বটেন তথাচ এই সঙ্কট সময়ে আরেল অফ ক্লারেণ্ডন বাহাদুরের ন্যায় অপর এক জন উপযুক্ত সহযোগির অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, ইহাঁরা পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক সুনিয়মাদি নির্দ্ধারণ করিলে অবশ্য অল্প দিবসের মধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবেক বিশেষতঃ লার্ড ক্লারেণ্ডন বাহাদুরের সমভিব্যাহারে সেনানি ও সৈন্য বিস্তর আসিতেছে তাহারদিগের বাসস্থান ও আহারাদি প্রস্তুত করণার্থ নগর মধ্যে এক নূতন কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা শারদীয়া পূজার সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় দ্বাদশ দিবস বিদায় পাইবার প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বিচক্ষণ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মেং ল সিংটন সাহেব ঐ প্রার্থনাপত্রের এক প্রকার পোষকতা করাতে সকলের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজ্যের যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা হইয়াছে তাহাতে কার্য্যালয় সকল অধিক দিবস বন্ধ রাখা কদাচ উচিত হয় না, একারণ গবর্ণমেণ্ট গত বুধবার দিবসীয় কলিকাতা গেজেট পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে মহালয়া জন্য ২৭, এবং সূর্য্য গ্রহণ জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর এবং পূজার নিমিত্ত কোন কোন আফিস ব্যতীত অপর কার্য্যালয় সকল অষ্টাহ বন্ধ থাকিবেক, মিলেটরি সংক্রান্ত কোন কর্ম্মস্থল বন্ধ হইবেক না, যেহেতু পূজার বন্ধের মধ্যে অধিক সৈন্য আসিবার কল্পনা আছে, একারণ মিলেটরি পে আফিসও খোলা থাকিবেক, কর্ম্মচারি সকলকে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, মেরিণ আফিস বন্ধ হইবেক না, গবর্ণমেণ্টের নূতন লোন খোলা থাকাতে আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের আফিসও খোলা থাকিবার কল্পনা আছে অতএব গত বর্ষাপেক্ষা অধিক দিবস ছুটী হওয়া দূরে থাকুক যাহা নিয়মিত আছে তাহারও ব্যতিক্রম হইবার উপক্রম হইয়াছে অতএব এবৎসর অতি দুর্ব্বৎসর কোন বিধায়েই প্রজাদিগের মনে কোন প্রকার আনন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই, রাজ্যের বিপদে সকলেই নিরানন্দ হইয়াছেন, দুরাচারি সিপাহি সেনারা অগ্রে সুশাসিত হউক পরিশেষ সকলে আমোদ প্রমোদের শুভানুষ্ঠান করিবেন।

আমরা অবগত হইলাম, আমরপুর নিবাসি শ্রীযুত হরিমোহন বিশ্বাস যিনি ইতিপূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত নাখোদা বিশেষের কর্ম্ম করিতেন, পরিশেষ গবর্ণমেণ্টের টাকা অপহরণ করণের অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিসে উপস্থিত হইলে গোপন হইয়াছিলেন, সংপ্রতি তিনি চারি দিবস হইল তিনি গোয়েন্দার অনুসন্ধানানুসারে তিনি বারাসতে ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়া নিবাসি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতিভু হওয়াতে তিনি কারাবদ্ধ হয়েন নাই, কিন্তু কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট মহাশয় তাঁহার মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের সেশনে প্রেরণ করিয়াছেন, বিচারান্তে তাঁহার প্রতি কিরূপ অনুমতি হয় বলা যায় না।

বিজনোর প্রবাসি কোন বন্ধুর পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনারা তথায় বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করণের অনুষ্ঠান করাতে সাহেবেরা প্রায় তাবতেই প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজারা ঐক্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সিপাহি সৈন্যগণ সংপূর্ণরূপে মনোরথ পরিপূর্ণ করণে অক্ষম হইয়া প্রস্থান

করে, তাহাতে একজন সম্ভ্রান্ত যবন বিজনোরের বাদশাহ হইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় হিন্দুদিগের পরাক্রম অধিক হওয়াতে ঐ যবনের প্রভুত্ব স্থায়ি হইতে পারে নাই, হিন্দুরা মিরাটে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক রাজকর্ম্মচারি সাহেবদিগকে বিজনোরে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব উপযুক্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সাহেবেরা অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এ বিষয়ে বিজনোরবাসি হিন্দু প্রজাদিগকে যথেষ্ট প্রসংশা করিতে হইবেক, তাহারা প্রথমাবধি রাজানুগত স্বভাবই প্রকাশ করিয়াছে।

আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত দেং হালিডে সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল মুন্সী আমীর আলীকে পাটনার ডেপুটী কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত করিবায় সমস্ত ইংরাজেরা লেপ্টেনাণ্ট মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা ঐ সূত্রে তৎপ্রতি নানা শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। পাটনাবাসি জনৈক ইংরাজ গত ১২ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিয়াছেন যে "পাটনা প্রদেশের যবনদিগের মনোরঞ্জনার্থে যদি আমীর আলীকে পাটনার ডেপুটী কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত করা লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরের অভিপ্রেত হইয়াছিল তবে আমীর আলী অপেক্ষা পাটনা নগরে অনেক গণ্য মান্য যবন আছে তাহারদিগকে কেন ঐ উচ্চপদে নিযুক্ত না করিলেন? আমীর আলী কমিস্যনর হওয়াতে পাটনার যবনেরা শান্ত হওনের পরিবর্ত্তে অধিক রুষ্ট হইয়াছে"।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর রিউয়া রাজ্যের মহারাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্রাজ্যে একজন রেসিডেণ্ট নিয়োগের আজ্ঞা দিয়াছেন।

রিবরবার্ড নামক বাষ্পীয়তরী জঙ্গীপুরের অনতিদূরে পুলিনে আবদ্ধ হইয়া অচল হইয়াছে, উক্ত ষ্টিমরের কাপ্তেন সাহেব নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি পুনরায় ভাগীরথীর জলবৃদ্ধি না হয় তবে আগামিবর্ষের বর্ষাকাল ভিন্ন জাহাজ ভাসিবেনা।

অযোধ্যারাজের প্রধান মন্ত্রী নবাব আলীনকী খাঁ দুর্গ বহির্ভাগে ভ্রমণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন, রাজার প্রতি অদ্যাপি এরূপ আজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই।

ফিনিক্স সম্পাদক গত ১৫ সেপ্টেম্বর দিবসীয় পত্রে লিখিয়াছেন আসাম রাজের অনুচরেরা ঢাকা নগরের কোন মহাজনের নিকট এক শত মোন গুলি ক্রয় করিয়া লইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরম্পরা এই সংবাদ শ্রবণে ক্রেতা বিক্রেতাদিগকে ধৃত করণের চেষ্টা করিতেছেন।

প্রেরিত পত্র

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহাশয়েষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

আমারদের আমাত্যবর শ্রীযুত বাবু বঙ্কবিহারী নিয়োগী এই দুর্গোৎসবে পিতৃহীন হইয়া শোকে বিমুগ্ধ ও ভাবনায় ব্যাকুল থাকায় তাঁহার প্রভু আমারদের সুবিখ্যাত ভূম্যাধিকারী শ্রীলশ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া এই মহাদায়ের নিষ্কৃতির নিমিত্ত এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া আর আর অনেক আশ্বাস দিয়াছেন. এতচ্ছ্রবণে আমরা সাতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে এই মহানুভবকে ধন্যবাদ করি যদিও তাঁহার বংশের এইরূপ কার্য্যই বটে, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে ইহা লোপের সম্ভব, অতএব তিনি যে বর্ত্তমান প্রথা বারাঙ্গনা রসে মত্ত ও অন্যান্য দুষ্কৃতির অনুগামি না হইয়া স্বীয় কুলকার্য্য রক্ষার্থে যত্নশীল আছেন, ইহা ধরাবাসিগণের পক্ষে কি শুভকর! পরমকারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন ও তাঁহার কুলধর্ম্মের প্রতি এইরূপ মতি চিরদিন রাখুন, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় দিনহীন জনগণের ক্লেশ লাঘব হইবেক, অলমতি বিস্তরেণ।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

৩০ ভাদ্র। সাড়াপুলি।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতিদিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সত্যং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু নমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভাগংভ্রাম মৃতন্ত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অ মূল্য ১০টাকা। বৎসরের প্রথম দিবা পত্রের মূল্য ১ তদ্ব্যতীত আর মাসের অগ্রিম দি পত্রের মূল্য ।।০ অ অগ্রিম ৬ টাকা

৫৯৩১ সংখ্যা] সোমবার ৬ আশ্বিন ১২৬৪ সাল। ইং ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ ডঙ্কামাত্র

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় তারকনাথ মল্লিক বাদী। এবং মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শেষ উইল, অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্র প্রমাণে উদ্দেশ্য কারিণী শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেবী প্রতিবাদিনী. (কলিকাতাবাসি মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ষ্টেটের উপর) সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক রাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় যিনি কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং গত চৈত্র মাসে যাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার মহাজনদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা আগামি অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত উইলিয়ম মেক্‌ফার্সন সাহেবের সমীপে সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচার-মন্দিরে তাঁহার দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া আপনাপন প্রাওনা সকল সপ্রমাণ করিবেন, যদ্যপি তাহা না করেন তবে উল্লেখিত ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্ত অনুমতির সুগমসূচক উপায়মতে আপনাপন প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হইবেন।

W. MACPHERSON
Master.

ডবলিউ, মেক্‌ফার্সন।
মাষ্টর।

JUDGE, JUDGE & WATKINS.
Defendant's Attorneys.

জজ জজ এণ্ড ওয়েটকিন্স।
প্রতিবাদির পক্ষীয় উকীল।

কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

রামলীলার বিজ্ঞাপন

বার্ষিকী শ্রীরামলীলার নিয়মিত কাল আগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রী বৃন্দাবন মিশ্র বিনয়পূর্ব্বক ধার্ম্মিকদিগের সুবর্ণ সমীপে এই বিজ্ঞাপন সংস্কারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন, সানুকূলচিত্তে প্রসন্ন আজ্ঞা হউক। উল্লিখিত ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে নানাবিধ আমোদ, যথা নৃত্যগীত অগ্নিক্রীড়া, ব্রাহ্মণ ও সাধুশান্তগণ ভোজন, তথা লীলা সংক্রান্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্নার্থ বহু ব্যয় আবশ্যক হইয়া থাকে, একারণ ধর্ম্মতৎপর মহামতি হিন্দুমাত্র এই ব্যাপারে যথাযোগ্য অর্থানুকূল্য বিতরণের আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বাক্ষরপূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম ও দেয় মুদ্রা অঙ্কপাত করিয়া উক্ত ধর্ম্মলীলার সৌষ্টব সংবর্দ্ধন করিবেন। শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনরক্ষকতা এবং শ্রীযুত বাবু নিমাইকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বা

লাল শীল তথা শ্রীযুত বাবু মাচরণ মল্লিক মহোদয়েরা এতৎ র্য্যার তত্ত্বাবধারকতা করণে সম্মইয়াছেন।

অপিচ শান্তি স্থাপন ও দর্শকর আগম নির্গম এবং লীলা দর্শ সুগম উপায় করণার্থ নিম্নস্থ নিঅবধারণ করা যাইতেছে, বোধ তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ দর্শকর মনোরঞ্জন হইবেক।

নিয়ম, যথা,—উক্ত ধর্ম্মলীলায় ারা ব্রতী এবং যাঁহারা দশ টা- অন্যূন অর্থানুকূল্য করিবেন হারদিগেরই গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি াদি উদ্যানস্থ রঙ্গভূমির নিকটে কতে পারিবেক, এবং বালক লকা ও স্ত্রীলোকদিগের যানাদিও ায় রক্ষিত হইবেক, এতদ্ব্যতীত পামর সাধারণ দর্শকদিগের নাদি রঙ্গভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তির টে না থাকিয়া স্বতন্ত্র বৃত্তির বহিগে থাকিবেক।

কতিপয় বৎসরাবধি যে নিয়মে ুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর বিখ্যাত সুপ্রশস্ত উদ্যানে রাম- সমাধা হইয়া আসিতেছে এতসরেও সেই নিয়মে তদুদ্যানে লীলা অধিক সুচারুমতে নির্ব্বাহ যাইবেক অলমতি নিবেদতি।

২ ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহারা আপনাপন গৃহীত প্রভাকর সাধুরঞ্জন পত্রের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে ডাকযোগে তাহা হুণ্ডি অথবা অপর কোনরূপ বরাতি চিটি দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শারদীয় পূজা অতি নিকট, এ সময়ে হিন্দু মাত্রেরই ব্যয়ের আবশ্যক করে, অতএব তদ্বিশেষ বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ প্রভাকরের বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ সাধুরঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বকালে বিনীতভাবে নিবেদন যে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া প্রভাকরের মূল্যের সহিত সংবাদ সাধুরঞ্জনেরও মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।
সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক।

প্রভাকর যন্ত্রালয়।
২০ ভাদ্র ১২৬৪।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত বিহারিলাল নন্দি কর্ত্তৃক "বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক" নামক একখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে কলিকাতার মণ্ডল ষ্ট্রীটে ১১ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদপ্রভাকর

৬ আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

আমরা আক্ষেপপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত শনিবারাবধি হরকরা পত্র প্রচার রহিত হইয়াছে, উক্ত পত্রসম্পাদক গত শনিবার প্রাতে পত্র প্রকাশের পরিবর্ত্তে সকল গ্রাহকদিগের বাড়ী বাড়ী এক এক পত্র পাটাইয়াছেন, স্থানাভাবপ্রযুক্ত অদ্য ঐ পত্র অবিকল অনুবাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তাহার অভিপ্রায় এই যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ কোন প্রস্তাব হরকরা পত্রে প্রকাশ হইবায় আপাততঃ উক্ত পত্র প্রচার করা রহিত হইয়াছে, গোল মিটিয়া গেলেই পুনঃ প্রচার হইবেক।

কলিকাতা নগরে ও মফস্বল মধ্যে এইক্ষণে যত ইংরাজীপত্র প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে হরকরা পত্রই প্রাচীন, অনেকবার এপত্রের সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে পত্রের গ্লানি বা অনুন্নতি হয় নাই, উক্ত পত্রের অন্তর্ধানে আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি, জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, হরকরা সম্পাদক গবর্ণমেন্টের প্রসন্নতা লাভপূর্ব্বক অচিরে পুনরায় পত্র প্রকাশিয়া সাধারণের দুঃখ দূর করুন।

অপিচ আমারদিগের সাপ্তাহিক সহযোগী লিটরেরি গেজেট সম্পাদক মহাশয়ও গবর্ণমেন্টের আদেশক্রমে আপন পত্র অপ্রকাশিত রাখিতে বাধ্য হইয়া গ্রাহকগণকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছেন। উক্ত পত্র আমরা নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করিলাম, এবং আমারদিগের ইংরাজীভাষানুভিজ্ঞ পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহার অনুবাদও প্রকাশিত হইল।

CIRCULAR.

The Government having been pleased to withdraw the Licence under which the *Calcutta Literary Gazette* has been hitherto published, the Proprietors regret that they are unable at present to continue the issue of that Journal.

Calcutta, 19th September 857,

"যে লাইসেন্স দ্বারা কলিকাতা লিটেরেরী গেজেট নামক সপ্তাহিক পত্রিকা মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা সরকার বাহাদুর রহিত করিয়াছেন, অতএব উক্ত সপ্তাহিক পত্রিকা আপাতক রহিত রহিল।"

গত বুধবাসরীয় কলিকাতা গবর্ণমেন্ট-গেজেটে "আরম্‌সবিল" অস্ত্র আমদানী রপ্তানি করণ, ত করণ, বিক্রয় করণ এবং ব্যবহার করণ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন প্রচার হইয়াছে, এই আইন প্রচার হইবায় কলিকাতাবাসি কতক গুলিন ইংরাজেরা একযোগ হইয়া এই অভিপ্রায়ে এক আবেদন প্রস্তুত করিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট প্রাগুক্ত আইনের বিধান হইতে ইংরাজদিগকে বর্জ্জিত রাখেন।

ইংরাজী-পত্র-সম্পাদকেরা ঐ আবেদন প্রকাশান্তে লিখিয়াছেন "গবর্ণমেন্ট কদাপি এ আবেদনে মনোযোগ করিবেন না, কারণ তাহা হইলে "গ্যাগিং আক্ট" অর্থাৎ ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিবারক আইন প্রকাশিয়া বাঙ্গালা ও পারস্যভাষার সমাচার পত্রের সঙ্গে ইংরাজী পত্রের স্বাধীনতা সাধারণরূপে নাশ করিতেন না, এবং "ব্লাক আক্ট" অর্থাৎ দণ্ডবিধি-বিষয়ক নূতন ফৌজদারী আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে ইংরাজ ও এ দেশীয় লোকেরদের মধ্যে প্রভেদ রাখিতেন, ঐ ব্লাক আক্ট প্রচার নিবারণ হওন প্রার্থনীয় নগর মফস্বলবাসি ইংরাজেরা গবর্ণমেন্টে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া এপর্য্যন্ত ঐ পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তন বা শোধন করিলেন না, অতএব উপস্থিত আইন যে ইংরাজদিগের প্রার্থনাতে মতান্তর করিবেন ইহা কখন সম্ভব্য নহে।"

ইংরাজী সম্পাদকদিগের এই লেখা দৃষ্টে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, কিন্তু অনুমান হইতেছে অপক্ষপাতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট স্বজাতীয় লোকেরদের এই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিবেন না।

"কি উপায়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা শোধন ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে পারে" এই বিষয়ক এক উত্তম এসে অর্থাৎ প্রবন্ধ বাবু গঙ্গাগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উৎকৃষ্টরূপে লিখিত হইবায় হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির মেম্বরেরা বাবুকে অঙ্গীকৃত পারিতোষিক দিয়াছেন, এবং "শরীর বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার উপকারিতা কি?" এই বিষয়ে যিনি উত্তম প্রবন্ধ লিখিয়া ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে বা তৎপূর্ব্বে উক্ত সভার সেক্রেটারী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সমীপে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে সভাপতিরা ৩৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

ঐ প্রবন্ধ সভার সম্পত্তি হইবেক, যদি কাহারো রচিত প্রবন্ধ মনোনীত না হয় তবে উক্ত টাকা ফণ্ডে জমা থাকিবেক, অথবা কমিটি উচিত বুঝিলে সকল প্রবন্ধ রচকদিগের লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে যাঁহার প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত উত্তম বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে এক শত টাকা পারিতোষিক দিবেন।

হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনার্থে সময়ে সময়ে অনেক টাকা পারিতোষিক দিতেছেন, আমরা প্রার্থনা করি এই সমাজ দীর্ঘস্থায়ী হউক।

সংস্কৃত কালেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় "বিষ্ণ্বাদি শতক" নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন, আমরা ঐ পুস্তক পাঠে যথেষ্ট প্রীতি পাইয়াছি, শিরোমণি মহাশয়ের সংস্কৃত রচনা অতি কোমল ও সুললিত হইয়াছে, সাধারণে তৎপাঠে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল নন্দী "বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক" নাম

ক এক পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, এই নবীন নাটক সাধারণের মনোরঞ্জক হইবেক, রচনা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে, মূল্য মাত্র তঙ্কামাত্র, ভরসা করি বিদ্যোৎসাহি যুবকবৃন্দ এই নূতন গ্রন্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নব্য গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বর্দ্ধমান।

৩ আশ্বিন ১২৬৪।

অদ্য পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘন্টার কিঞ্চিৎ পরেই এখানে উত্তমরূপে সকলেরি সূর্য্য গ্রহণ সুদৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এই গ্রহণ উপলক্ষে বিপুল বিত্ত দান করিয়াছেন, ঈশ্বরানুগ্রহে এইক্ষণে শ্রীলশ্রী মহারাজ এবং মহারাণী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় উক্ত সভার আদেশে ইংরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া "মৎস্য নারীর উপাখ্যান" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, উপাখ্যানটী মনোরম বটে; বালকদিগের অতীব প্রীতিবর্দ্ধক হইবেক, রচনাও উত্তম হইয়াছে। ৭৮ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ৵৫ পাই মাত্র, অতএব বালকেরা অক্লেশে ইহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে।

বর্দ্ধমানবাসি কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, দামোদর নদের জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া মণ্ডলঘাট, খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বহুক্রোশ বিস্তৃত দেশ মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সংপ্রতি জেনরল পোষ্ট আফিসে এক দারুণ গোল উপস্থিত হইয়াছে, কতিপয় ইংরাজ বণিকের বাটী হইতে কতক গুলিন কমর্সেল সরকুলর ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছিল, দুই দিন পরে ঐ পুলিন্দা প্রেরক কোন সওদাগর কলবিন ঘাটে ঐ সকল পুলিন্দা দেখিতে পাইয়া যে যে পেয়াদা তাহা ডাকে চালান করিয়াছিল, তাহারদিগকে পুলিসে অর্পণ করেন, তাহারা পুলিসে যাইয়া সপথপূর্ব্বক কহে, ডাক ঘরের ৪ জন আসিষ্টান্টের হস্তে ঐ সকল পুলিন্দা ও তাহার ষ্টাম্প মূল্য অর্পণ করিয়াছে, তাহারদের সপথক্রমে সিনিয়র মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেব ঐ ৪ জন নেটিব আসিষ্টান্টদিগকে প্রলব করিয়া জামিন লইয়াছেন, স্বয়ং নোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক।

গয়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বিদ্রোহিরা গয়া হইতে প্রস্থান করিয়াছে। গয়ার কালেক্টর মেং মণি সাহেব গয়া রক্ষার্থে সেনা চাহিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কোন পত্রে প্রকাশ হয়, মেজর বিনসেণ্ট সাহেব কুমারগঞ্জের নিকটে একদল বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছেন, বিদ্রোহিরা অনেকে নিহত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র

অনন্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নস্থ কয়েক পঙ্ক্তি সংশোধনান্তে পত্রের পার্শ্বে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমানের কালেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এচ বি লাকোট সাহেব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা শ্রীযুত সজ্জদ করিম ও শ্রীযুত কেদারচন্দ্র রায় নাজির কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতিক্রমে সংগ্রাহ সম্পর্কীয় যখন যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে ইহারা যত্নযুক্ত হইয়া তত্তাবৎ অত্যল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত করিয়া নিয়ম মত পাঠাইতেছেন ঐ সকল দ্রব্য এপ্রদেশে দুষ্প্রাপ্য কিন্তু তাঁহারদিগের অসাধারণ যত্নে তাবৎ সমস্ত বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে, এবং তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মও উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন, অধিকন্তু উক্ত লাকোট সাহেব বাহাদুরের এই বিষয়ে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই, ইতালমিতি সন ১২৬৪ সাল তাং ১৫ আগষ্ট।

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
মোং বর্দ্ধমান লাইব্রেরি

Printed and published by Issurchunder Goopto, at the *Probhakur Press*.

দিন দিন বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

কেহ কেহ কহিতেছেন, গোরাদিগের ভয়ে অধুনা আড়পুলি, নটলডাঙ্গা, মুজাপুর, এবং টঠনিয়া অঞ্চলের লোকেরা রজনীকালে অতিশয় সাবধানে থাকেন। অনেকেই সন্ধ্যার পরেই প্রায় দ্বার বন্ধ করিতেছেন। কয়েক দিবস হইল কয়েক জন গোরা এক খানা ময়রার দোকান ভক্ষণ করিয়াছে।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে, মৃত স্যার হেনেরি লারন্স সাহেবের সদ্গুণ ও মহৎ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার নাম এবং কীর্ত্তি চিরস্থায়ি করণার্থ সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা প্রকাশ্য সভা করত চাঁদার দ্বারা ধন সংগ্রহ করিতেছেন, সেই ধন মূলধন রূপে ন্যস্ত হইয়া "লারন্স এসাইলম" অর্থাৎ লারন্স সাহেব সেনা সংক্রান্ত দীন হীন অনাথদিগের অশন বসন এবং বিদ্যাধ্যয়ন নিমিত্ত কৌসলি পর্ব্বতের নিকট যে এক কীর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই কীর্ত্তিকে চির স্থায়িনী করণ কারণ স্থিত হইবেক। এই চাঁদায় ইতিমধ্যেই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং ১০০০০ মুদ্রা প্রধান বিচারপতি ১০০০ মুদ্রা এবং অপরাপর অনেকে কেহ সহস্র কেহ পঞ্চ শত এইরূপ দান করিয়াছেন। আমারদিগের এদেশের বড় মহাশয় অর্থাৎ লেপ্টেনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত হেলিডে সাহেব ৩০০ টাকার অধিক দান করেন নাই। ইহাতে তাঁহার দান শক্তি ও বদান্যতার সম্বন্ধে যিনি যেরূপ বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু এমত বিবেচনা করিলেও করিতে পারে, তাঁহার নিজাধীন বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের ভিতর যদি ঐ প্রকার কোনো চাঁদার ঘটনা হইত তবে তিনি দানের বিষয়ে অবশ্যই এক মস্ত প্রশস্ত হস্ত প্রকাশ করিতেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের শেষ সীমার মধ্যে কোন্ খানে কি একটা কীর্ত্তি হইয়াছে তাহার জন্য মহাকর বিভাকরের ন্যায় সহস্র কর বিস্তার করণের আবশ্যক কি? এই স্থলে জগন্নাথ দেবের ন্যায় হাত গুড়ানোই ভাল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে "জেলা সারণ ও শাহাবাদের অন্তর্গত রামগড় ভুলুয়া, কর্ণোয়ার, নহাশিবি, কল্যাণপুর ইটোয়া, মহারাজগঞ্জ, গোরিথাই, মেসুক, শাকুর এবং রিবল্‌গঞ্জে এক একটা অতিরিক্ত পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত স্থিত থাকিবেক"।

যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমর সংক্রান্ত সমাচারের সঞ্চালন হয়, বোধ করি তজ্জন্যই উপরোক্ত অতিরিক্ত কয়েকটা ডাক আফিস কিছু দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক, যাহা হউক এই অভিপ্রায় অতি সদভিপ্রায় বটে।

সেনাদিগের রসদ ও শিবিরাদি বহন নিমিত্ত হস্তির অনটন হওয়াতে সংপ্রতি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, "মধ্যভারতবর্ষ মধ্যে যত হস্তি পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা তাহা সংগ্রহ করণে বিশেষ যত্ন করুন"।

মধ্যদেশের মধ্যে অর্থাৎ বারাণসী ও এলাহাবাদ অঞ্চলে ব্রাহ্মণানুগত রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণের অধীনে যে সকল বারণ ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বেই তাহা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বারণ দানে বিদ্রোহিদের বারণ শুনেন নাই, এইক্ষণে কমিসরি অথবা অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ তদ্দেশ হইতে রাতারাতি হাতাহাতি করিয়া হাতি সংগ্রহ করণে বিষমতর বেহাতি হইয়া পড়িবেন, অতএব এই বিষয়ের নিমিত্ত আর আর বিশেষ উপায় আশুই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

অশ্বারোহি মিলেটরি পোলিস সেনারা প্রত্যেকে মাসিক ২০ টাকা বেতন পাইয়া থাকে, তন্মধ্যহইতে তাহারদিগকে অশ্বের আহারীয় ব্যয় ও অশ্বপালকের বেতন দিতে হয়, কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য ও পশ্বাদি সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হইবায় ঐ বেতন তাহারদের ব্যয় কুলান হয়না, তাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর উক্ত সেনাদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার অনুরোধ ক্রমে পোলিস সেনাদিগকে মাসিক ২৫ টাকা বেতন দিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

উপস্থিত সমরে অনেক অশ্বারোহি সেনা দল ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু সেনাদিগের সঙ্গে ঘোটক আইসে নাই, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে অশ্ব আনয়নার্থ উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন, কেপ হইতে ৫৫০ ঘোটক আসিতেছে এবং কর্ণেল গোড সাহেব তথায় আরো অশ্ব ক্রয় করিতেছেন। সিডনি উপদ্বীপের রাজকর্ম্মচারিরাও অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। পেগু এবং টেনাসেরিম রাজ্য হইতে ৯৭ হস্তি ও ১০০ ঘোটক এবং ২০০০ বলদ প্রেরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংবাদ।

মেজর জেনরল উইণ্ডহ্যাম সাহেব কাণপুর হইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম।

"কাণপুর ২১ নবেম্বর।

অদ্য প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে কোনো সংবাদ আইসে নাই। বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ শ্রেণীর কর্ম্ম কর্ম্মচারি মেং ডি, বি, রি সাহেব ও তদধীন দুই ব্যক্তি আলমবাগ ও বন্নিনামক স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি পথে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারদের মৃতদেহ পথ পার্শ্বে পতিত ছিল।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রতি প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের পত্র।

অযোধ্যা ২০ নবেম্বর।

"লক্ষ্ণৌ নগরের "গেরিসন" অর্থাৎ দুর্গস্থ সেনা সকল দুর্গ হইতে অন্তর হইয়াছে, আমি এইক্ষণে আঘাতি সৈন্য সেনাপতি ও অবলদিগকে শিবিরের পশ্চাতে আনিতেছি।

সারণ ও চাম্পারণ প্রদেশ বিদ্রোহি

দিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করণার্থ কাপ্তেন সোথবি সাহেবের অধীন নাবিক সেনারাও ১০০০ গুরখা সেনা উক্ত প্রদেশে আসিয়াছে। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল বিদ্রোহি সেনারা সলিমপুরে আছে কিন্তু শেষাগত সংবাদে প্রকাশ হয় তাহারা অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

১৮ নবেম্বর বাসরীয় দারজিলিঙ্গের পত্রে অবগতি হইল ২০০ ইউরোপীয় সেনা ও ১০০ ইউরোপীয় খালাসি দুই এক দিনের মধ্যে কেরাগোলাঘাট নামক স্থানে উপনীত হইবেক, দারজিলিং পাহাড়ে যেসকল ইউরোপীয় সেনা আছে তাহারাও ঐ সেনা সঙ্গে মিলিত হইয়া ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য জলপাই কুঁড়িতে গমন করিবেক।

গতকল্য অপরাহ্ণ বেলা ৪ ঘটিকা সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থিত প্রায় ৩৫০০ গোরা সেনা ও বলন্টর পদাতিক সেনারা রিবিউ অর্থাৎ যুদ্ধ প্রতিরূপ প্রদর্শন করিয়াছিল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ষ্টাফ সহিত দুর্গ প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন এবং নগরবাসি বিস্তর লোক তদ্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেনাদিগের রণনৈপুণ্য দর্শনে লার্ড বাহাদুর এবং দর্শনকারি সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিম্ন লিখিত সেনা সকল যুদ্ধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্যারেড ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

কলিকাতার বলন্টর পদাতিক-গার্ড।

৬০ সংখ্যক রাইফেল দলের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন।

৪২ সংখ্যক রএল হাইলণ্ডর দল।

৭৯ সংখ্যক হাইলণ্ডর ঐ দল।

রাইফেল ব্রিগেডের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন।

মহারাণীর ১৯ সংখ্যক দল।

ঐ ৫৩ ঐ

ঐ ৯৭ ঐ

ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্ট হইল, বিদ্রোহিতা উপদ্রবে যে যে স্থানের সিবিল কর্ম্মালয় বন্ধ হইয়াছে, তত্তৎ স্থানের যে সকল সিবিল কর্ম্মচারি অর্থাৎ জজ কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিরা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা গত অক্টোবর মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত পুরা বেতন পাইবেন।

গবর্ণমেন্টের এতদ্রূপ বদান্যতায় ও ভৃত্য প্রতিপালকতা ঘটিত মহৎগুণে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

দারজিলিংবাসি কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানে এক সহস্র সেনার বাসযোগ্য বারিক নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, দারজিলিং পর্ব্বতের অন্তর্গত সিমহল পাহাড়ে ঐ বারিক নির্ম্মিত হইবেক।

সংবাদদাতা আরো লেখেন এই পর্ব্বত শ্রেণী অত্যন্ত অস্বাস্থ্য জনক স্থান, বিশেষ ফিব্রুআরি ও অক্টোবর মাসের মধ্যবর্ত্তি সময় আরো কষ্টকর হয়, এই নয়মাস কাল নভোমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রায় প্রতি দিন বৃষ্টি বজ্র ও শিলাপাত হয়, এমত কদর্য্য স্থানে সেনা থাকিলে অচিরেই তাহারা অসুস্থ হইবেক, অতএব গবর্ণমেণ্ট বহুদর্শি বিজ্ঞ ডাক্তরদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সিমহল পাহাড়ে বারিক পত্তন করিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০ ইউরোপীয় খালাসি ও নাবিকদিগকে নেবাল পুলিস দলভুক্ত করিয়া লউন, তাহারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন পাইবেক। মোটা মাহিয়ানার কথা শুনিয়া ইউরোপের নানা দেশীয় সহস্র সহস্র নাবিক ও খালাসি ঐ দলভুক্ত হওন প্রার্থনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আবেদন করিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ১০০ বিদ্রোহি সেনা অস্ত্র সহিত ধৃত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে এতন্নগরে আনীত হইয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কোর্ট মার্সেলের দ্বারা তাহারদের অপরাধের বিচার হইবে।

কাশীর পত্রে দৃষ্ট হইল, অযোধ্যার সমস্ত বিদ্রোহি সেনারা নগর ত্যাগ করিয়া ফয়জাবাদে পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ, সত্য কি না, তাহাতে অনেক সন্দেহ আছে।

কাশী নগরের গঙ্গার উপরে এক নৌকা-সেতু প্রস্তুত হইয়াছে, এই সেতু ১৫০০ ফরলং অর্থাৎ পরিমাণে ন্যূনাধিক ৪৫০ চারি শত পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ, বারাণসীর ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা বহুশ্রমে এই সংক্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রিবিনিউ বোর্ডের মেম্বরদিগের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অনুমতি করিয়াছেন কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর সাহেব তাঁহার উচ্চ পদস্থ কোনো কর্ম্মচারিকে না জানাইয়া তদধীন কর্ম্মচারিদিগকে একবর্ষ পর্য্যন্ত ছুটি দিতে পারিবেন কিন্তু সিবিল অডিটর সাহেবকে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিতে হইবেক এবং ১০০ টাকার ঊর্দ্ধ বেতন ধারি কর্ম্মচারিকে বিদায় দিতে হইলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি লওয়া আবশ্যক করিবেক।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the Prabhakar Press.

সংবাদ প্রভাকর

প্রাতহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি গোলক মিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ কাংস্যং মুদ্রয়তীব মুদ্রিতমুখং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৭৯ সংখ্যা] বুধবার ১১ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যনর সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের আফিস চৌরঙ্গিরাস্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত কয়েক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য শিল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদিগের ভিন্ন২ আড়তে প্রস্তর নাবাইতে হইবেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা সকলেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানুআরি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে হইবেক।

টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেবদিগের সেক্রেটরির নামে পাঠান হইবেক এবং তাহার উপর যে বস্তু কিম্বা কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হইবেক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners

ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17th Novr. 1857.

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বাশুমোল চোপরার বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনই এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতানুসারে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণে জাহানাবাদের শামিল বালী দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানে যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী, ও টাইলনির্ম্মিত দোতালা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর প্রাগুক্ত বাশুমল চোপরার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

আলমারি, সিন্ধুক, খাঁড়া, আভরণাদি যাহা উক্ত বাশুমল চোপরার সম্পত্তি আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে

এই বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

H. E. BRADDON,
Sheriff.
এইচ, ই, ব্রাডন,
সরিফ।

কলিকাতা।
৪নবেম্বর১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাদশাব্দাঃ ১০৯

আমারদিগের চট্টগ্রাম প্রবাসি এক পরমাত্মীয় বন্ধু তথাকার ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতা-বিঘটিত সমাচার ইংরাজী ভাষায় রচনা-পূর্ব্বক প্রেরণ করেন, আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"চট্টগ্রাম। ১৯ নবেম্বর ১৮৫৭।

গত রজনী ১১ ঘণ্টা সময়ে চট্টগ্রামের সিপাহি-সেনারা বিদ্রোহিতা আরম্ভ করত প্রথমে ছাউনি এবং মেকজিন দগ্ধ করে, পরে জেলখানা ভঙ্গ করিয়া কয়েদিদিগ্যে খালাস দিয়া খাজানাখানা হইতে প্রায় ৩০০০০০ তিন লক্ষ মুদ্রা হরণ করিয়া লয়, জেলের একজন বরকন্দাজকে হত করে। গবর্ণমেণ্টের তিনটা হস্তি ও ডাক্তর সাহেবের কয়েকটা ঘোড়া হরণ করে, অধিকাংশ ইংরাজ এবং বাঙ্গালিগণ তৎকালে পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পান, কমিসানর, মাজিস্ট্রেট, আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট কেবল তিন জন মাত্র পলায়ন করেন নাই, উক্ত দুরাত্মারা রাত্রি তিন ঘণ্টার সময়ে এখান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, বোধ হয় তথায় গিয়া অন্যান্য বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া তথাকার ধনাগার লুট করিবে, দুষ্টেরা কয়েদিদিগ্যে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের সতর্কতা ও ধন প্রাণ রক্ষার সদুপায় নির্ণয় নিমিত্ত আমরা কমিস্যনর সাহেবের বাটীতে শীঘ্রই একটা কমিটি অর্থাৎ সভা আহ্বান করিব।,,

যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটির বৈঠখানান্বিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যক্রীড়াছলে "বিক্রমোর্ব্বশী,, নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েক জন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি, কিন্তু এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য, যে যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উৎসুক হয়েন, দোহাই, দোহাই, সহস্র দোহাই, তাঁহারা অতি বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত তৎকার্য্যে যেন প্রবৃত্ত হয়েন, এই ব্যাপারটি বড় সহজ নয়, অতি কঠিন, যে সকল পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ মহাকবিগণ সংস্কৃতভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সংযোগ পূর্ব্বক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের পূর্ব্বকার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, শক্তি, লিপিনৈপুণ্য, এবং কৌশলাদি স্বতন্ত্র। ঐ সমস্ত গুণ তাঁহারদিগের সঙ্গেসঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে, বঙ্গভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ দূরের কথা। কেবল মাত্র মর্ম্মানুবাদ করিতে হইলেও, যে কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ও আর আর আনুসঙ্গিক ব্যাপারের প্রয়োজন করে, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া যাঁহারদিগকে রচনাবিষয়ক সংপূর্ণরূপ দৈবশক্তি অথবা তদ্বিষয়ক ভাব গ্রহণের যথার্থরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, কি গদ্য, কি পদ্য, এই উভয় বিষয়ের চরণ রচনার চালনাপথে চরণ-চালনা করিতে গিয়া প্রায় অনেকেই আছাড় খাইয়া থাকেন, তাহার কারণ পদের ও পদের দোষে বিপদে পড়িতে হয়, গদ্য পদ্যে, যে, কি, পড়েন, তাহা এপর্য্যন্ত বহু লোকেরি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, যে গদ্যটি নিজ রচকের গদ্যজনক না হয়, সেই গদ্যই গদ্য। কবিতা কি? এইক্ষণকার কবিতা জানিলে আর কোনো ভাবনাই থাকেনা। যিনি পদগুলিকে পদে রাখেন, তিনিই পদে থাকেন, নতুবা পদহীন যে পদ, সে বিষম বিপদ, যাহা হউক, নাটককাব্যে কেহ কাব্য করিতে না পারেন এইরূপ করিয়া রচনা করিলেই ভাল হয়, বঙ্গভাষায় গদ্যের কতক কতক নূতন প্রণালী এই প্রকারে প্রকাশের প্রয়োজন

করে, যাহা সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বজনের মনোরঞ্জক হয়, এবং কবিতাতেও নূতন পদ্ধতিক্রমে বর্ণগত ও মাত্রাগত কতকগুলিন ছন্দের সৃষ্টি করণের আবশ্যক করে, নতুবা সকলি মিথ্যা হইবে। যেক্রীড়ক যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাঁহার উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ি হইবে, তাহাতে প্রকৃতির কিছু মাত্রই যেন বিকৃতি না হয়, ভাব ভঙ্গিমাদি সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্ট হইবে। নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয়। ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার, অতএব সাবধান সাবধান।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি তরুণবয়স্ক বালক, তিনি এই তরঙ্গ বয়সে যখন বিবিধ প্রকার কুকর্ম্মের তরঙ্গ রঙ্গ ছেদ করিয়া বিদ্যানুশীলন রূপ-সমুদ্র-তরঙ্গে উৎসাহ-নৌকা প্রবাহিত করিতেছেন তখন আমরা তাঁহার রচিত নাটকের বিষয়ে কোনো বিশেষ কথা উল্লেখ না করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক শত শত বার প্রশংসাবাদ প্রদান করিব, এবং প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে মানসমন্দিরে স্থাপিত করিয়া এমত প্রার্থনা করি, যে, তিনি ভবিষ্যতে এইরূপে স্থিরতর প্রতিজ্ঞা ও অনুরাগারূঢ় হইয়া অনুশীলনের যতই আধিক্য করিবেন, ততই উত্তর উত্তর কৃতকার্য্য হইতে হইতে পরিশ্রম ও যত্নবৎ রত্নফল প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান পূর্ব্বক তর্কালঙ্কার, শর্ম্মা, তর্করত্ন, চূড়ামণি ইত্যাদি উপাধি ধারণ করত বাঙ্গালায় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ পারিতোষিকের লোভে ও নাম এবং ধনাগম তৃষ্ণায় নিজে নাটক রচিয়াছেন, তাঁহারদিগের রচনা কিরূপ হইয়াছে? সেই অভিনব গ্রন্থগুলিকে কি কহিব? নাটক, না-টক কহিব? আমরা বিশেষ করিয়া তাহার কোনো নাটকেরি নাম উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি নাটকের ন্যায় যথার্থ সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে? আমারদিগের অল্প বুদ্ধিতে যেরূপ উদয় হইল তাহাই লিখিলাম, এইক্ষণে বড় বড় রচনাপণ্ডিত কবি মহাশয়েরা যাহা বক্তব্য হয় তাহাই ব্যক্ত করিবেন।

ভূটান অঞ্চলীয় দেলিরাজ এবং ধরমরাজ এই দুই জন স্বাধীন রাজা কোচবেহার প্রদেশীয় ব্রিটিস অধিকারস্থ দুই জন প্রজাকে ধৃত করিয়া আপনারদের অধিকারে আবদ্ধ রাখাতে আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট উক্ত উভয় ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদানার্থ উল্লেখিত রাজদ্বয়কে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই অনুরোধে তাঁহারা কিছু মাত্র মনোযোগ করেন নাই, এই কারণে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "ঐ রাজদ্বয়কে পুনরায় আর একবার সহ্যমানে ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা যাউক, যদি তাহাতে তাঁহারা সহজে বন্দিদিগ্যে নিষ্কৃতি না দেন তবে ত্রিস্রোতা-নদীর পরপারে তাঁহারদিগের যত অধিকার আছে, ভবিষ্যতে তত্তাবৎ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া লইবেন।,,

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ"

এইক্ষণে এই প্রাচীন উক্তি যুক্তিমূলক বলিয়া বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেননা অবরুদ্ধ প্রজাগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মহৎ আশ্রয়ের অধীন হওয়াতেই অধুনা মুক্তিলাভের সদুপায় সঙ্গতি করিতেছে!

আমরা কতিপয় লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, কলিকাতাস্থ জেনরল এসেম্বিলিস নামক বিদ্যালয় শীঘ্রই উঠিয়া যাইবেক, ইহার কারণ উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষগণ এতদ্দেশীয় অধিক ব্যক্তিকে ঈস্তমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই, এই জন্যই বিলাতের কর্ত্তারা অসন্তুষ্ট হইয়া এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "বিদ্যালয়ে বিপুলবিত্ত বৃথায় ব্যয় ব্যসন হইতেছে, অথচ তদ্দ্বারা কিছু মাত্র ফললাভ হয় না, অতএব তাহা তুলিয়া দিয়া স্থানে স্থানে কেবল বক্তৃতার দ্বারা উপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এই উপায়ে অনেকের মন আকর্ষণ করা যাইতে পারিবেক।" বোধ করি এখানকার হেদো-ক্ষেত্রের কোঁদো এবং আর আর প্রভুগণ সেই মতেই সম্মত হইয়া থাকিবেন, কারণ তাঁহারা বহু দিবস পর্য্যন্ত বাটী মেরামত বন্ধ করিয়াছেন, শুদ্ধ খোঁটার জোরেই মোটা মোটা পুরাতন কড়িগুলীন রক্ষা করিতেছেন, জানালা, সাসি, রেল, ছাদ ও কড়ির বিষয়ে কড়ি ব্যয়ে এককালেই ক্ষান্ত হই-

রাছেন। বাড়ীখানি বিক্রমপুরে প্রেরণ করণের চেষ্টায় আছেন, তজ্জন্য ভূমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে যাহা হউক, "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়াবনে কীর্ত্তন,, তাঁহারা আপনারদিগের ছাগল আপনারা ল্যাজের দিগে কোপ করিলে আমরা নিষেধ করিতে পারিনা, কিন্তু অগ্রে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া পশ্চাতে বিদ্যালয় তুলিয়া দিলেই ভাল হয়, যেমন এক জন অবোধ ব্যাধ স্বীয় করস্থিত কুর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক এক কপট মৃত মৃগ ধরিতে গিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত আহার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল, সেইরূপ উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করত অনুপস্থিত প্রত্যাশায় নির্ভর করিতে গিয়া যেন এদিগ ওদিগ দুদিগেই বঞ্চিত না হন। এই ধর্ম্মযাজক ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যখন বিদ্যাদানকে মহামঙ্গলময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া কেবল জনক জননীর ক্রোড় শূন্য করত যাবজ্জীবনের জন্য তাহারদিগের অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান পূর্ব্বক বালকবৃন্দকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সূচক কর্ম্মসাধন বলিয়া আপনা আপনি শ্লাঘা করিতে থাকেন, তখন আর আমরা তাঁহারদিগের নিকট অধিক কি উক্তি করিতে পারি ?।

" বিলাতীয় পত্রে প্রকাশ হয় " কোর্ট অফ ডাইরেক্টর মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় গোরা সেনাদিগের আহারের নিমিত্ত লবণাক্ত পক্ব মাংস ও মদিরা অধিক পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ও অষ্ট্রেলিয়া উপদ্বীপ হইতে প্রচুর ময়দা প্রেরিত হইয়াছে, এই সকল দ্রব্য ত্বরায় কলিকাতায় আগত হইবেক,,।

বিলাতের কর্ত্তারা এই কর্ম্মটি কর্ত্তার মত কর্ম্ম করিয়াছেন, কারণ সংপ্রতি ভারতরাজ্যের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও পশ্বাদি সংগ্রহ করাই দুষ্কর হইতেছে। গোরা সেনারা মাংসাহার ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারেনা, সুতরাং মাংসের অভাব হইলেই আপনাপন গাত্রের মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। ময়দা আময়দা না হইলেও তাহারদের জঠরানল শীতল হইতে পারেনা, সুতরাং এমত সঙ্কটের সময়ে উক্ত উভয় দ্রব্য ভিন্নদেশ হইতে এখানে রপ্তানি করাই বিধেয় হইতেছে। এবৎসর উপস্থিত বিদ্রোহ ঘটনায় পাটনা অবধি সমুদয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কৃষকেরা আপনাপন শস্যশালিনী ভূমিতে গমের চাস করিতে পারে নাই, এই বঙ্গদেশের মধ্যে কিছু প্রচুর পরিমাণে গোধুম উৎপন্ন হয়না, যে অত্যল্প উৎপন্ন হয় তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় সম্ভাবনা দেখিতে পাইনা, কেননা তদ্দ্বারা এই দেশের লোকেরদেরো দুই মাসের আহার পরিপূর্ণরূপে সংকুলন হইতেই পারেনা, উপর রাজ্যের গমেতেই এই দেশ রক্ষা পাইয়া থাকে, যাহা হউক, এই সময়ে ভিন্ন দেশ হইতে মাংস এবং ময়দার আমদানি করা অতি সুপরামর্শই হইয়াছে।

কলিকাতার মেডিকেল কালেজে অনেক রোগি পঞ্চত্ব পাইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর পরিতাপিত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে এরূপ না হয় তজ্জন্য মেডিকেল কালেজের অধ্যক্ষদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, এবং মেডিকেল কালেজ বাটীর যে গৃহে ছাত্রেরা অবস্থান করে সেই গৃহ মধ্যে রমণীদিগের চিকিৎসা ও বাসস্থান করণার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইলে মেডিকেল কালেজের প্রশস্ত অট্টালিকায় ৩৫০ জন পীড়িত সেনা থাকিতে পারিবেক।

বঙ্গ দেশের মধ্যে কত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে, স্থানীয় প্রজারাই বা তাহাতে কত অর্থানুকূল্য করেন এবং তত্তৎ বিদ্যা মন্দিরে কত বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে ইত্যাদি বিবরণ গবর্ণমেণ্ট জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের ডাইরেক্টর সাহেবকে তাহার রিপোর্ট প্রেরণে আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত রবিবারে " জেমস রেনস " নামক জাহাজ হইতে প্রায় ৫৭১ জন ইউরোপীয় সেনা এবং ২৬ জন সেনাপতি এতন্নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং নগর মধ্যে ২০ সংখ্যক পদাতিক দলের ৮০০ সেনা সোমবার প্রাতে বাষ্পশকট-যোগে রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছে, রবিবার প্রাতে ২৩০ জন রিক্রুট অর্থাৎ নূতন সেনা ও ৮ জন সেনাপতি চুঁচুড়ার বারিকে প্রেরিত হইয়াছেন। মেজাপুর ফিমরে মহারাণীর ৩৭ সংখ্যক দলের কিয়দংশ সেনা কলিকাতায় আসিয়াছে।

ইওমানরি অশ্বারোহি দলের কতক গুলিন সেনা গয়া নগরে গমন করিয়াছে, অবশিষ্ট সেনারাও ত্বরায় তথায় যাত্রা করিবেক।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল, বর্দ্ধমানের কমিস্যনর সাহেব পঞ্চকোটীর রাজাকে ধৃত করণান্তে রাজবাটী ও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করত দুর্গ হইতে কতকগুলিন বন্দুক এবং চারিটী তোপ বাহির করিয়াছেন।

হরকরা পত্রে দৃষ্ট হইল " শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সংস্কৃত কালেজের সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের " রেজিগনেসন ,, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করণ সূচক পত্র গ্রাহ্য করেন নাই, এবং তাঁহাকে তৎপদে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত মাসিক ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

ফ্রাণি এবং সোলামাইট নামক দুইখান জাহাজ গত শুক্রবারে এক্সচেঞ্জ নীলামে ৭৫০০০ এবং ১১৩০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি কোণোলক ডিয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা। অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮০ সংখ্যা] গুরুবার ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৬ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাদী এবং রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার কালীকুমার মল্লিক রায় প্রতিবাদি সেই মোকদ্দমা বিষয়ে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে এক হাজার আট শত সাতান্ন খ্রীষ্টীয়াব্দের ২১ আগষ্ট তারিখে যে ডিক্রী অর্থাৎ চূড়ান্তানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ক্ষমতানুসারে প্রাগুক্ত সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুক্ত উইলিয়ম মেকফার্সন সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার দপ্তরখানায় বনফিল্ড লেনের ২ নম্বরের ভবন বিক্রীত হইবেক, বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

W. MACPHERSON.
Master.

ডবলিউ, মেকফার্সন।
মাষ্টর।

DENMAN & HATCH,
Complainants Attornies.

ডেনম্যান ও হ্যাচ,
বাদিপক্ষের উকীল।
কলিকাতা।
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১০ নবেম্বর ১৮৫৭

সংবাদ প্রভাকর

১২ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯ দাস্যশকাব্দাঃ ২০৯

ছাপরা প্রবাসি কোনো পরমাত্মীয় স্নেহান্বিত ব্যক্তির লিখিত পত্র আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"ছাপরা।
৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।

" পরম-পুজনীয় শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপাততঃ ছাপরায় কোনো গোলযোগ নাই, কিন্তু এই জিলার সীমাবর্ত্তি জিলা গোরক্ষপুরে প্রায় দুই মাসাতীত হইল, মহম্মদ হঁসন খাঁ নামক এক জন যবন আপনাকে অযোধ্যার পূর্ব্বতন বাদশাহার চাকুলাদাররূপে বিখ্যাত করত উক্ত জিলা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তথা হইতে অনেক লোক পলায়ন পর হইয়া এজিলায় আগমন করিয়াছে, তাহারদের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গিয়াছে, যে বিপক্ষদলে সুশিক্ষিত সৈন্য অতি অল্পই আছে। আজিমগড় এবং ছাপরায়, এইক্ষণে আমারদের রাজপুরুষগণের যত সৈন্য আছে, তাহা বিপক্ষদিগের শান্তির জন্য যথেষ্টই হইতে পারে, গোরক্ষপুর অতি লভ্য-জনক এক জিলা বলিয়াই গণ্য, এবং তাহা অ-

নায়াসেই পুনর্ব্বার অধিকৃতহইতেএবং বিদ্রোহিরা সমুচিত শাস্তি পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কি জন্য যে বিলম্ব হইতেছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এইক্ষণে আমারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অত্যল্প দিবসের মধ্যেই গোরক্ষপুর আক্রমণ করা হইবেক, তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইতেছে।

আপাততঃ ছাপরা জিলার যে যে স্থলে যত সৈন্য ইত্যাদি আছে, তাহার পরিমাণ লিখিতেছি।

ছাপরা হইতে ২৫ ক্রোশ দূর অথচ গোরক্ষপুর জিলার সীমায়, ময়রওয়া নামক স্থানে ২০০ দুই শত ন্যাবেল ব্রিগেড নামক ইউরোপীয় সৈন্য. ৫০০ পাচ শত গোরক্ষা সৈন্য এবং ৫ টা তোপ কাপ্তেন সৌদবি সাহেবের অধীনে আছে, আর অধিক সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত উক্ত সৈন্যেরা ঐ স্থানেই থাকিবেক।

সিওয়ান নামক সব-ডিবিজনে ৫০* জন ন্যাবেল বিগ্রেট, ও ১০০ এক শত গোরক্ষা সৈন্য এবং ১ টা তোপ রহিয়াছে।

কাপ্তেন র‍্যাটন সাহেবের অধীন পুলিস ব্যাটেলিয়ান নামক শীক-সৈন্য দলের ৫০ জন, ছাপরা হইতে প্রায় ২২॥০ ক্রোশ দুর দরতলি নামক স্থানে অবস্থিত আছে।

বিপক্ষদিগের ছাপরায় আগমন অবরোধ জন্য, দরতলি নামক স্থানে এবং ঘোর্মরা বা দেওহা নদীতে দুই খান বাষ্পীয়-তরণী রহিয়াছে।

এজিলার প্রজাদিগকে রাজবিপক্ষ হইবার উৎসাহ প্রদান জন্য, লক্ষ্ণৌস্থিত বিদ্রোহিদিগের এক জন চর কয়েকখান বিজ্ঞাপন সহিত আগমন করিতেছিল, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি ময়রওয়াস্থিত রাজ-সৈন্য দ্বারা ধৃত হওত চিরকালের জন্য গত ১২ দিবসে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত বা মুক্ত হইয়াছে।

কর্ণেল টেম্পেলর সাহেব যিনি এজিলায় কম্যাণ্ডিং আফিসর হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আজিমগড়ের গোরক্ষাদিগের কম্যাণ্ডর হইয়াছেন। মেজর বুল সাহেব সারণ ফিল্ড কোর্সের আফিসর হইয়াছেন।

মেং কেনেথ ম্যাকলাউড নামা এক জন বণিক এবং এ জিলার ডেপুটী কালেক্টর জন ম্যাকলাউড এই উভয় সাহেব বলদ গাড়ি এবং ঘোড়া ক্রয় করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকার বলদ গাড়ি এবং ঘোটক ক্রীত হইয়াছে।

এস্থলে কালেক্টরির নাজির পণ্ডিত অমরনাথরাজ সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এবং সে কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

এ প্রদেশের বাঙ্গালি বেচারাদিগের বড়ই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কোনো কোনো ইংরাজ, নেটিব বোধে বাঙ্গালিদিগকেও তদ্রূপ বিশ্বাস করেন না, এবং এতদ্দেশীয় বিপক্ষগণ ইংরাজদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি জানিয়া বাঙ্গালিবর্গের প্রতি অতিশয় বিরক্ত। বিশেষতঃ যুবা বাঙ্গালিদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাঁহারদিগকে খ্রীষ্টিয়ানই নিশ্চয় জ্ঞান করে, ফলতঃ এপ্রদেশের সিবিলিয়ান রাজপুরুষেরা আরা ইত্যাদি নিকটস্থ স্থানের গোলযোগের সময় বাঙ্গালিদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেবল কয়েক জন অচিহ্নিত রাজকর্ম্মকারি স্বীয় অধীন বাঙ্গালিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে কৃপণ হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পরে সাধারণের সুগোচর করিবার চেষ্টা করিব, অদ্য শ্রান্তিবোধ হওয়াতে লেখনী ত্যাগ করিলাম।

কস্যচিৎ ছাপরা প্রবাসিনঃ,।

আমরা দ্বিতীয় এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে লেখক লেখেন "জোয়ানপুরে প্রায় ৮।১০ আট দশ হাজার বিদ্রোহি লোক পুনর্ব্বার অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহারদিগের শাসনার্থ এইক্ষণে উপযুক্ত সৈন্য এবং সমর সামগ্রী অতি শীঘ্রই প্রেরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা না হইলে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যথেচ্ছাচার সাধন করিতে পারিবেক, তখন ঐ দুর্জ্জনদিগ্যে দূরীভব করা দারুণতর দুষ্কর হইয়াই উঠিবেক।

প্রভাকর সম্পাদকের উক্তি।

মধ্যদেশ রক্ষার নিমিত্ত এইক্ষণে বিহিত বিবেচনা করা অত্যন্তই আবশ্যক হইয়াছে, বারাণসী, গোয়ানপুর, আজিমগড়, ব্রহ্মাপুর, গোরক্ষপুর ও গাজীপুর প্রভৃতি স্থান যে পর্য্যন্ত উপদ্রবশূন্য না হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা সংপূর্ণরূপে শঙ্কাশূন্য হইতে এবং এই বঙ্গদেশকেও বিপদবিহীন বলিয়া গণ্য করিতে পারিবনা, ফলতঃ যখন বেহার অঞ্চলের স্থানে স্থানে বড় রাস্তার ধারেধারে ও বনে বনে বিদ্রোহিদিগের বীজ রহিয়াছে তখন আর বঙ্গদেশে বিপদ ঘটনার বাকি কি রহিল? আমরা পূর্ব্বাঞ্চলের বিষয়ে এত দিন নির্ভাবনায় কালক্ষয় করিতেছিলাম, কিন্তু সিপাহিরা অবাধা হইয়া চট্টগ্রামে অত্যাচার করাতে সংপ্রতি সংপূর্ণরূপেই ভীত হইয়াছি, আর সে সাহস নাই, তাহারা উক্ত স্থানে তিনলক্ষ মুদ্রা হরণ, কারাগার মুক্ত এবং আর আর প্রকার অত্যাচার করত ত্রিপুরায় যাত্রা করিয়াছে, বোধ হয় অন্যান্য স্থানের সিপাহিদিগের সহিত তাহারদিগের যোগাযোগ হইয়া থাকিবেক, ঢাকা, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, বরিসাল, আসাম, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া এবং তন্নিকটস্থ আর আর স্থানের প্রতি এইক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, কোনোমতেই বিলম্ব করা উচিত হয় না, জলপাইগুড়িতে যে সেনা আছে তাহারাই বা ইহার পরে কি করে তাহার স্থিরতা কি? আমরা পাঠকগণের বিদিতার্থ চট্টগ্রাম হইতে আগত পরমাত্মীয় ব্যক্তির লিখিত ইংরাজী পত্র অবিকল প্রকাশ করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

"CHITTAGONG, Novr. 19th."

"My dear sir."

"I am sorry to inform you that the Sepoys here rose at 11 O'clock last night. They burnt the lines and magazine, released the Jail convicts & plundered the Treasury upwards of three lacs of rupees. A Jail burkundaz is killed with two bullet shots. The European & native Inhabitants have all escaped with their lives, the former only by flight. I see the Magistrate, Assistant Magistrate, and Commissioner only are present. The others are lurking some where about the station, & have not made their appearance yet. The Sepoys left the station at 3 A. M. & gone towards Tipperah, where it is likely they would plunder the Treasury. Letters have been despatched to the neighbouring stations, & to Government to warn them before-hand. The Sepoys have taken three Govt. elephants, & Dr. Beatson's horse; the bazar rumour is that my big Cabul horse is taken away too. The station is in great confusion now. We will hold a committee just-now at the Commr's, house to consider about the future safety of the station. We already raised about 200 recruits last month for the local battalion. The sepoys have taken nearly all the prisoners with them, so that we have no more to fear about that. I am very busy now, I shall let you know the further particulars hereafter."

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

জনেক ভ্রমণকারি লেখেন লক্ষ্ণৌর জন্য যে যুদ্ধ হইতেছে আমি প্রত্যহই তাহার তোপধ্বনি শুনিতেছি। যে সকল ইংরাজ সেনা আহত হইয়াছে তাহারাও উৎসাহ পূর্ব্বক অস্ত্র ধরিতেছে, ভগ্নাঙ্গও পীড়িত জনেরদের এরূপ অস্ত্র ধারণ যুদ্ধ জয়ের এক প্রধান চিহ্ন। বালকেরাও অস্ত্র ধরিতেছে। মুজাপুর প্রভৃতি স্থান শত্রুজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ৪৭গণিত দেশীয়সেনাদল যাহারা পূর্ব্বে বিদ্রোহিতা করে নাই তাহারা এইক্ষণে স্বজাতির অনুরোধে অবাধ্য হইতেছে। তাহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে বিদ্রোহিরা সেই সময় কলের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

কেহ কেহ লেখেন দিল্লীস্থের পর দিল্লীর বাদশাহ পূর্ব্ববৎ সমাজের সহযোগে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ কহেন তিনি পরিবার সহিত বন্দিরূপে আনিত হইতেছেন।

এই সমরঘটিত ব্যাপারে গবরনর জেনরল ব্যতীত অপর কেহই তাহারো অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

হেবলক এবং ঔটরাম এই উভয় মহারথি প্রধান সেনাপতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে এইক্ষণে বিস্তর বিপক্ষ বিনষ্ট হইতেছে। ১৭ নবেম্বরের যুদ্ধে সেকেন্দরাবাগে ১৫০০ বিদ্রোহি হত হয়। মতিমহল, মেমহৌস, সাহামঞ্জিল, এবং সেনামন্দির অধিকৃত হইয়াছে।

মেদনীপুরের সেনারা নিতান্তই বাধ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের সমুদয় সেনা মৌরাজ্যে গমন করিয়াছে। ইজিতপুরের নিকট দিয়া বহু সংখ্যক বিপক্ষ সেনা ৪২ টা তোপ এবং ২ টা সিক্স ট্রেন সহিত সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। সাগরে এইক্ষণে ইংরাজ সেনা অধিক নাই, অতএব এই সংবাদ সত্য হইলে তত্রস্থ ইংরাজ এবং বাঙ্গালিবর্গের পক্ষে বড়ই বিপদ কহিতে হইবেক।

জবলপুরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সমস্ত অচিহ্নিত ইংরাজ কর্ম্মচারি আছেন, তথাকার প্রধান সেনাধ্যক্ষ তাহারদিগ্যে রাইফেল সেনাদলে ভুক্ত করত রণবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন।

গোপীগঞ্জের পত্রে লেখে, জোয়ানপুরে প্রায় ১০০০ বিদ্রোহি সেনা পুনর্ব্বার গুরুতর অত্যাচার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ফতেপুরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ৫০ গণি বিদ্রোহি দলের প্রধান অধ্যক্ষ সকল

নিষ্টের মুলাধার এবং অযোধ্যার একজন [illegible]দার লাল-তেয়ারী নামক ব্যক্তি [illegible] পাইয়াছেন।

সংপ্রতি প্রধান সেনাপতি বাহাদুর যে প্রকার মনগাত্তিত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বিস্তারিত অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করনের আর বড় বিলম্ব নাই, পশ্চিম অঞ্চলীয় নানা স্থানের সংবাদদাতারা লিখিতেছেন তাহারা তথা হইতে দূরীভূত হইলে বোধ হয় এলাহাবাদ, গাজীপুর অথবা বারাণসীতে আগমন করিবেক। ফলতঃ দুষ্টেরা কাশীতে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩২ গণিত ড্রাগুনগার্ডের কিয়দংশ সেনা জাহাজে এবং কলিকাতা, দমদমা, ও চাণকে ৮০০০ ইংরাজ সেনা বাস করিতেছে, এত অধিক শ্বেত সৈন্য এদেশে কখনই আগমন করে নাই।

কানপুরের সংবাদে লেখে, অযোধ্যায় এইক্ষণে কি হইতেছে, আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু এই কাণপুরের সন্নিহিত স্থান সকলের মধ্যে দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের উপর বিদ্রোহি সেনা ও দুষ্ট লোকেরা যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে পাষাণময় হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমত দিন দেখিতে পাইনা, যেদিন একএকটা শক্তাশক্তি ও রক্তারক্তির ব্যাপার না হয়। কাণপুরের ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিতে শুনিতে কাণপুরে গিয়াছে। সীতাপুরের দুইদল সেনা ফতেপুরের দুর্গ অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর দুই রেজিমেণ্ট মৌগেটে অবস্থান করিতেছে। ফতেগড়ের নবাব রাজস্ব আদায় জন্য দুইশ্রেণী সেনা পাঠাইয়াছেন, নানা সাহেবের দুই সহস্র লোক সিউলি অধিকার করিয়াছে, বিপক্ষেরা এইরূপে স্থানে স্থানে দৃঢ়রূপ দলবদ্ধ হইয়াছে। তাহারদিগের দমনার্থ ২৭ গণিত মান্দ্রাজি পদাতিক ৭৮৩৯৩ গণিত মহারাণীর সৈন্য শ্রেণী এবং অপরাপর দলের ১৫০০ সেনা একত্র হইয়াছে, অবিলম্বে একটা তুমুল সংগ্রাম হইবেক।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে ১৭ তারিখের যুদ্ধে ৫ জন ব্রিটিস সেনাপতি হত এবং ৩০ জন হত হয়েন। এক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষেরা কেহই রক্ষা পায় নাই। গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিরা কাণপুরের ১২॥ ক্রোশ দূরে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় অবস্থান করিতেছে।

অযোধ্যায় ১২০০০ বিপক্ষ এক বাগানে গড়খাই মধ্যে প্রবলরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহারদিগের পরাজয় করিতে গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্ট লইতে হইবেক।

বারাণসীর পোষ্টমাষ্টর অতি উত্তমরূপ সমুদয় সরঞ্জাম সম্বলিত সেনা ও সেনাপতিদিগ্যে সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন।

বহুসংখ্যক ব্রিটিস সেনা আগত হইলে মহারাণীর ২৯ গণিত পদাতিক দল পেগুর অন্তঃপাতি "থয়েটমিউ" এবং ৩৫ গণিত পদাতিক দল মলমুনে পুনর্ব্বার প্রেরিত হইবেক।

পাটনার সংবাদে লেখে অযোধ্যা হইতে অনেক দুষ্ট লোক পাটনা অঞ্চলে আসিয়াছে।

এমত জনরব ইংরাজপক্ষের জয় শুনিয়া গোরক্ষপুরের বিদ্রোহিরা সিলামপুর হইতে পলায়ন করিয়াছে।

অম্বালার পত্রে দৃষ্ট হইল মূলতান এবং লাহোর এই উভয় স্থানের অন্তঃপাতি "গুজিয়েন" প্রদেশ মধ্যে ৭০০০ মনুষ্য বিদ্রোহি হইয়া গুরুতর অত্যাচার করিতেছে, তাহারা কয়েকবার বোম্বের ডাক নষ্ট করিয়াছে, তাহারা কহে পরমেশ্বর আমারদিগের সহায় হইয়াছেন।

দিল্লীর যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীতে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি ব্রিটিসপক্ষে হত ও আহত হয়।

দিল্লীর বাদশাহ সিলিমগড়ে দুর্গ আবদ্ধ রহিয়াছেন। ব্রিটিস সেনারা তন্নিকটস্থ সমুদয় বিপক্ষ সরদারদিগ্যে শাসন করিতেছে।

দিল্লী সংপূর্ণরূপে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথায় নগরবাসি আর একটি প্রাণিও নাই। কারাবাস করণে অনেচ্ছু হওয়াতে অ [illegible]লায় ১৫০ বিপাহিকে হত করা গিয়াছে। সেনাপতিদিগের স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি অদ্যাপি পর্ব্বতে রহিয়াছে, এখানে আগমন করে নাই। তন্মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, তাহারা লোকে দিবারাত্র হাহাকার করিতেছে।

যোধপুর এবং মাড়বার বিদ্রোহিরা সেনাপতি ঠাকুর নামক সরদারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের কিয়দংশ মিরার এক সরদারের সহিত যোগ দিতে গমন করিয়াছে, এবং প্রধান দল ৯ টা তোপ সহিত উত্তরদিগে গিয়াছে। তাহারদিগের শাসনের উদ্যোগ হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষক।

ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল যে সকল বাঙ্গালি শিক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ প্রেরণ করণে মনস্থ করিয়াছেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক তথায় গমনে বিরত হইবেন, রাজপুরুষেরা তাঁহারদিগের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সকল কাড়িয়া লইবেন, তাঁহারা আর কেহই ভবিষ্যতে সরকারি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন না।

তাম্রখনি।

সংপ্রতি দারাজিলিং পর্ব্বতে এক তাম্রখনি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রতি বৎসর বিস্তর তাম্র উৎপন্ন হইতেছে। বোধ করি ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইতে পারিবে।

Printed and published by ISSURCHUNDER GOOPTO, at the *Probhakur Press.*

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিকসূত্র

সত্যং মনস্তামরসং প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

[illegible] এই প্রভাকর প্রতি [illegible]বার ব্যতীত প্রতি [illegible] সকলিকাতা সিমু[illegible] অংশপাতি লো[illegible]লক ডিয়ার দুর্গা[illegible] গিত্রের ষ্ট্রিট ৪২ [illegible] ভবনে সম্পাদক [illegible] প্রকাশ হয়।

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমকলেষিন্দীবরেষু কচিদ্যাংসান নভশ্চ বীবদন্ত ২ং পীত্বা সুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরশ্চান্তদ্বিরেফারসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল সময়ের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৯৮১ সংখ্যা। শুক্রবার ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে [illegible]লিকাতার মিউনিসিপেল কমিস্যা[illegible] সাহেবেরা ১৮৫৭ সালের ৩০ নবেম্বর সোমবার বেলা ১২ ঘটিকা প[illegible] তাহারদিগের আফিস চৌরঙ্গি[illegible]স্তার ৩ নং বাটীতে নিম্ন লিখিত [illegible]ক বিষয়ের কানট্রাক্ট দেওন জন্য [illegible]ল টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

[illegible] ১ দফা। যে সকল জাহাজ ঘাটে [illegible]সে তাহা হইতে ১৮৫৮ সালের [illegible]নুআরি মাহাবধি কমিস্যনরদি[illegible]র ভিন্নং আড়তে প্রস্তর নাবাইতে [illegible]বেক।

২ দফা। কানসরবেন্সি গৌথানা [illegible]লেতে ১৮৫৮ সালের ১ জানু[illegible]রি মাহাবধি বিচালি যোগাইতে [illegible]বেক।

[illegible] টেণ্ডর সকল কমিস্যনর সাহেব[illegible]দের সেক্রেটরির নামে পাঠান হ[illegible] এবং তাহার উপর যে বস্তু [illegible] কর্ম্মের জন্য টেণ্ডর পাঠান হ[illegible]ক তাহা লিখিত হইবেক।

প্রত্যেক টেণ্ডরের সহিত ১০ দশ টাকা করিয়া আমানৎ করিতে হইবেক, এবং যাঁহারদিগের টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইবেক তাঁহারা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কমিস্যনর সাহেবেরা যে কমদর হইলেই টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবেন এমত অঙ্গীকার করিবেন না।

অন্যান্য বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ সেক্রেটরি সাহেবের নিকট স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

By order of the Municipal Commissioners
ROBERT, D. TURNBULL,
Secretary to the Municipal Commrs.

মিউনিসিপেল কমিস্যনরদিগের আদেশানুসারে।
রবর্ট ডি, টরনবুল।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী।

Calcutta
17th Novr. 1857.

নম্বর ৫৮।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

বিলাতি লণ্ডন [illegible] আল্ [illegible] ডারমান্স ওয়াক নামক স্থান স্থিত এই ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের নবম হাপ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাসিক সভা ৩০ অক্টোবর ১৮৫৬ সালে হয় সেই স্থানে সকল অংশিদারে উপস্থিত হইয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

এই যে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির যে সকল গ্রাহকেরা ২০ পৌণ্ড সংপূর্ণ প্রদান করিয়া অংশিদার হইয়াছেন তাঁহাদিগের সেই টাকা মূলধনের সহিত সম্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরগণেরা এই অবধি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন যে অংশিদারেরা সংপূর্ণ ২০ পৌণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের সম্মতিক্রমে অংশিদারদিগের নাম ও আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের টাকা মূলধনে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

TRACING LAMINATED.

[illegible]দারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাব অনুসারে গ্রাহকগণেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রসিদ জমা দিবেন এবং সংপূর্ণ প্রদানীয় টাকার সার্টিফিকেট যাহা এই আফিসে প্রস্তুত আছে আগমন করিলেই রসিদের পরিবর্ত্তে উক্ত অংশের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইবেন।

EDWARD PALMER.
Agent.

কলিকাতা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
রেলওএ কোং আফিস
২৯ নং থিএটর ইষ্ট্রীট
২৩ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল।

সংবাদ প্রভাকর

১৩ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাসিদ্ধাব্দাঃ ১০৯

"ফরেন্স বিল" অর্থাৎ বিদেশীয় ভ্রমণকারিদিগের প্রতি যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হয়, তাহার কতিপয় ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্প্রতি কলিকাতা গেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। এই আইন উপলক্ষে ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা কতকগুলীন বিদেশীয় লোককে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেননা উক্ত আইনানুসারে লাইসেন্স লইয়া ভ্রমণ না করিলেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য [illegible] বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে হইবেক। পরন্তু ফরাসিস লোকেরা সন্ধিদ্বারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকেন, এবং স্পেনরাজ্য হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য আসিবারকথা আছে, তাহাদিগকেও যদি এই আইনের অধীন হইতে হয় তবে অতিশয় দুঃখের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, কেননা এতদ্রূপ নিয়মপাশে বদ্ধ হইলে তাঁহারা রাগান্বিত হইতে পারেন।"

শ্রীমান ধীমান নীতি-নির্ম্মাণ কর্ত্তা মহাশয়েরা ভিন্নাধিকারস্থ ভ্রমণকারি অথবা অপরাপর ব্যক্তিব্যূহের বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, "কোনো স্বাধীন রাজার অধিকারস্থ কোনো ব্যক্তি যখন ভারতবর্ষে উপনীত হইবেন, তখন আগমনমাত্রেই তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ের সমাচার প্রদান করিতে হইবেক, এবং এরূপে আগত কোনো ব্যক্তি প্রাশ অর্থাৎ [illegible] তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।" ইংলিসম্যান সম্পাদক এই নিয়মের প্রতি বিরক্ত অথচ ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের উপর কেন দোষারোপ করিতেছেন? তিনি স্পেইন সৈন্যদিগের আগমনের যে এক কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কথাই নহে, কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আপনারদিগের সাহায্যের নিমিত্ত যাঁহারদিগ্যে এতদ্দেশে আনয়ন করিবেন, তাঁহারদিগের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইবারি বা বিষয় কি? এই আইন প্রকাশের [illegible] করিয়াছেন। অপিচ ফরাসি প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন অধিকারস্থ বণিকেরা এখানে বাণিজ্যকরিতে আগমনকরেন, এইসূত্রে তাঁহারদিগের বা ক্রোধ হইবার বিষয় কি? এক খানা লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যকার্য্য [illegible] অথবা দেশ পর্য্যটন করা ইহা কিছু গুরুতর ব্যয় বা আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে, অতএব লাইসেন্স [illegible] বিরত হইয়া [illegible] গোপনে ব্যবসা কিম্বা ভ্রমণ [illegible] তাঁহারাই বা কি নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইবেন? এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের অশন বসন বিতরণ ব্যয়ে কেনই বা ভারগ্রস্ত হইবেন? যদি [illegible] হইয়া ইচ্ছা [illegible] রাজাজ্ঞা অবহেলন করত কারাবদ্ধ হইবেন, তাঁহার বিষয়ে [illegible] খনই আক্ষেপ করিতে পারি [illegible] কেননা তাহার মন উত্তম মন [illegible] তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানে গবর্ণমেণ্ট ক্ষুণ্ণ [illegible] জন্য খিন্ন ও ভারগ্রস্ত হইবেন [illegible]।

সম্প্রতি যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই নিয়মটি প্রচলিত করাই অতি কর্ত্তব্য, কারণ কাহার মনে কি আছে, কোন ব্যক্তি কিরূপ মনের ভাবে ভারতে আগমন করিবেন, তন্মধ্যে কে সাধু কে মন্দ, তাহা কখনই নির্ণয় করিতে পারে না, জানে জানে কি, [illegible] হাতেও সন্দেহ, এই সসাগরা সপ্তদ্বীপ বিশিষ্ট পৃথিবীমণ্ডলে সমস্ত ব্যক্তিই যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মিত্র শত্রু যেহই নাই, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না। অতএব [illegible] যোগি [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible]

পরে দোষদান করিবেন, যেখানে বর্ত্তমানে অতি ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত রহিয়াছে, আবার কে শত্রু, কে মিত্র, তাহারো নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়াছে, সেখানে ভিন্নাধিকারস্থ লোকেরা স্বাধীনরূপে আগমন করিবেন, ইচ্ছানুসারে যথা তথা ভ্রমণ করিবেন, এবং স্বেচ্ছামাত্রেই যখন তখন স্বচ্ছন্দে বিনা অনুমতিতেই পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিতে পারিবেন, তাঁহারদিগকে এত অধিক স্বাধীনতা না দিয়া একটা নিয়মের অধীন করা কি উচিত হয় না? এবং ইহা কি প্রকৃত রাজনিয়মসম্মত কর্ম্মই নহে? আমারদিগের বিবেচনায় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই এক মহদ্দোষ দৃষ্ট হইতেছে যে, এতদ্রূপ মহোপকারজনক আইন বহুকাল পূর্ব্বাবধি কেন প্রকাশ করণে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন? বোধ করি বহুকাল পূর্ব্বে এরূপ করিলে তদ্দ্বারা অনেক সুফলপ্রাপ্ত হইতেন।—উপস্থিত বিপদ উপস্থিত না হইলেও হইতে পারিত।

এলাহাবাদবাসি কোনো সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি আমারদিগের কলিকাতাস্থ কোনো বিশেষ বন্ধুকে যে এক পত্র লেখেন আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নভাগে প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ পাঠ করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।

"বহুদিবসাবধি আপনার অনুগ্রহ পত্র না পাওয়াতে অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি; এবং বর্ত্তমান বিদ্রোহিতা বিঘটিত বিবিধ প্রকার আপদ বিপদে কায়িক ও মানসিক গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ জন্য চিত্তের অস্থিরতা এবং স্বাবকাশ বিরহ, এই উভয় কারণে আমিও এতদিন আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সংপ্রতি অল্প দিবস হইল শ্রীশ্রীজগদীশ্বর প্রসাদাৎ শরীর গতিক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছি, মনের অবস্থা মনেই রহিয়াছে, তাহা লিপি দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে। অধিক কি নিবেদন করিব, সমস্তই অকুশল জানিবেন। যে অবধি দুরাত্মা দুষ্ট সেপাইরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সে পর্য্যন্ত চিন্তা এবং ভয়ে আমারদিগের আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে। কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা হয়, অহর্নিশ কেবল সেই ভাবনায় ব্যাকুল রহিয়াছি। কি করা যায় সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা যদিও সংসারে আবৃত থাকিলেই সময়ে সময়ে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু হঠাৎ এককালীন এতদ্রূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করণের অপেক্ষা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হওয়াই ভাল ছিল। কারণ প্রথমে দুর্জ্জনেরা এখানকার মনুষ্যদিগের সম্পত্তি হরণে সাধ্যমত কিছুই ত্রুটি করে নাই। বিটিস বিক্রম প্রবল হইলে যখন তাহারা পলায়ন করিল তখন শীক সেনারা দ্বিতীয়বার লুট করিয়া সকলের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল। আমার বাটী এবং গ্রামের মধ্যে লুট হওয়াতে যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা লিখিয়া কি জ্ঞাত করিব? তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে Entrenchment, অর্থাৎ দুর্গের চতুর্দ্দিগে গড়খাই নির্ম্মাণ করণার্থ প্রায় ১০০০০ দশ সহস্র ছোটো বড় বাড়ী সকল [illegible] হাতে আমার ছোটো বড় ১৯ খানা বাটী এবং কয়েক খান বাগান বিনষ্ট হইয়াছে। এই সমুদয় সম্পত্তির মূল্য আপাততঃ কেহই প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু আশয়ে বোধ হইতেছে ঐ সমস্ত গৃহ উদ্যান এবং ভূমির মূল্য নিরূপণার্থ কমিটি বসিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই শেষ হয় নাই। ভরসা করি দয়াময় গবর্ণমেণ্ট ত্বরায় আমারদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন"।

বর্দ্ধমান।
৫ অগ্রহায়ণ ১২৬৪।

"সম্পাদক মহাশয়, আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি কোনো বিশেষ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এতদিন বর্দ্ধমানে উপস্থিত ছিলাম না, কয়েক দিবস হইল এখানে আসিয়াও সময়াভাব বশতঃ আপনাকে কোনো সংবাদ লিখিতে পারি নাই, এজন্য দোষ গ্রহণ করিবেননা"।

"শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি সংপ্রতি স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় মন্ত্রি ও সভাসদগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, পণ্ডিত মণ্ডিত হইয়া সাধু সংসর্গ ও গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা সময়ের সার্থকতা করিতেছেন, পাশা ও বলিয়ার্ড খেলায় আমোদ রীতিমত হইতেছে।

মহারাজের শালগিরা অর্থাৎ জন্মতিথির উৎসব পূর্ব্বানুরূপ গুরুতর সমারোহ সহযোগেই সুসম্পাদিত হইয়াছে, তাহার কোনো অঙ্গে

TRACING LAMINATED.

রি ত্রুটি হয় নাই বরং কোনোং বিষয় বাহুল্যরূপ হইয়াছিল।

উইল বাড়ীর রাসের ব্যাপার উৎকৃষ্টরূপেই নিষ্পাদিত হইয়াছে ছবির পারিপাট্য বর্ণনা করা যায়না, অদ্যাপি চতুর্দ্দিক হইতেই লোকের সমাগম হইতেছে, দর্শকের সংখ্যা গণনা করা যায়না, বর্দ্ধমানে আর লোক ধরেনা,।

দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ দুর্ম্মূল্যই রহিয়াছে, তণ্ডুলের বাজার কিঞ্চিৎ নরম অন্যান্য দ্রব্য অগ্নিমুল্য, প্রতিদিন রাণীগঞ্জে রসদ ও সেনা যাইতেছে। শীত বিলক্ষণ পড়িয়াছে। পূর্ব্ববৎ আর রোগের উপদ্রব নাই। এখানে অধুনা কেবল পঞ্চকোটির রাজার কথা লইয়া অধিক আন্দোলন হইতেছে।

ব্যবস্থাপক সভার বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত হওয়া গেল, "কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স হইতে সম্প্রতি এমত অনুমতি আসিয়াছে, যে ভারতবর্ষ প্রবাসি ব্রিটিস প্রজারা গুরুতর অপরাধে অপরাধি হইলেও কেবল সুপ্রিমকোর্টের বিচারাধীনে আনীত হইবেন, মফস্বল আদালতে তাহারদিগের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হওনের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তাহা প্রচার করা স্থগিত রহিল,,।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে আমরা গত ২৮ আশ্বিন মঙ্গলবাসরীয় প্রভাকরে উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিলাতের কর্ত্তারা বর্ত্তমান গোলযোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থির হইতে পারিলেই উক্ত আইনের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

সমরসম্বন্ধীয় সমাচারের সারমর্ম্ম।

মধ্য দেশের লেপ্টেনান্টগবরনর এক-প সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, যে লক্ষ্ণৌ রেসিডেনসি হইতে আহত সেনা ও স্ত্রীলোকেরা স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

এইক্ষণে উক্ত স্থানে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি প্রায় শুনা যায়না, বিস্তর বিদ্রোহি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে ১৮ নবেম্বর দিবসে রাজধানী আক্রমণ করা যায়। বোধ হয় এত দিনে অধিকার করা হইয়াছে।

বিদ্রোহিরা ফরাক্কাবাদের দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

গোয়ালিয়ার বিদ্রোহিগণ কাণপুর আক্রমণ করিতে পারে নাই তথাকার সেনাপতি সাহেব তাহারদের গতিরোধ করিয়াছেন।

বিদ্রোহ বিষয়ক [illegible] আগ্রার ডাক কাণপুরে আসে নাই।

সংপ্রতি বিলাত হইতে যে সকল সেনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে নূতন গোলেন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ার দল দমদমায় পদাতিক সেনারা চাণক এবং সুশিক্ষিত সেনারা চুড়ায় শ্রোরিত হইয়াছে।

আগ্রা এবং মৈনপুরির মধ্যবর্ত্তি পথ এপর্য্যন্ত উপদ্রব শূন্য হয় নাই। জবলপুরের পথে একদল বিদ্রোহি সেনার ব্রিটিস সেনার সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতে বিপক্ষদলের ৬০ জন সেনা বিনষ্ট হওয়াতে তাহারা পরাভব হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

গুরখা সেনাদের রসদের জন্য আজিমগড়ের রাজা দেওগাঁর ধনিদিগ্যে লুট করিতে আজ্ঞা দেন, গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজার এই অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অযোধ্যার আবদ্ধ ইংরাজ [illegible] জনা ও বালক বালিকা এবং আহত সেনারা কাণপুরে আনীত হইবেক।

প্রধান সেনাপতি অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করিবেন, অধুনা তাঁহার অধীনে প্রায় ৯২০০০ সৈন্য আছে, এবং কাণপুর হইতে অনেক সেনা আসিবেক।

নাগপুরের অশ্বারোহি দলের জমাদার হীরাসিংহ মিহিদপুরে অনেক ইংরাজ হত এবং নগর লুঠ ও দগ্ধ করত কয়েক জন হরণ করত কোচেয়োস নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহাকে শাসনার্থ ব্রিগেডিয়ার হ্যাট সাহেব সৈন্য গমন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ইন্দোর ২৬॥ ক্রোশ উত্তর সিপ্রা নদীর ধারে।

ফিনিক্স পত্রে লিখিত হয়, বেতুর, চুচুড়া, হুগলি, জললপুর, মন্দরা, নসিংহপুর এবং সাগরের গবর্ণমেণ্ট ধনাগার বিদ্রোহিরা লুঠ করিয়াছে। কেণ্ড সম্পাদক লেখেন এই সংবাদ মিথ্যা।

লাহোরের সম্পাদক লেখেন, দিল্লীর বিদ্রোহি সেনাদিগের উপর কিছু মাত্র অত্যাচার করা হয় নাই, ইংরাজ সেনা রাজবাটীতে বিস্তর অর্থ ও বহুমূল্যের [illegible] পাইতেছে।

গবরনর জেনরল বাহাদুর উত্তর [illegible] শায় সমুদয় বিদ্রোহি জমীদারদিগের জমিদারি রাজসরকারভুক্ত করিয়া লওনের অনুমতি দিয়াছেন।

দমদমার গোরা সেনারা মধ্যে মধ্যে বারাসতে গিয়া উপদ্রব করে, তাহারদের অত্যাচার নিবারণার্থ তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জনেক ইংরাজ প্রহরির প্রাণ করিয়াছেন।

দারোগা আজিম আলি এবং দেওয়ান ফতেচাঁদ নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহি কাণপুরে ধৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের নিকট হইতে নগদে ও দ্রব্যাদিতে প্রায় ১০০০০০ দশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Printed and published by Issurchunder Gupto, at the *Probhakur Press*.

সংবাদ প্রভাকর

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ডিয়ার লেন চরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈ সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নত্বং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্রামংজ্ঞাম মতজ্ঞমীদৃশং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবং চতুরস্বান্তবিরেফারসং॥

এইপত্রের মূল্য ১০টাকা বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা তদ্ব্যতীত আর প্রতি মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।।০ আনা অগ্রিম ৬ টাকামাত্র।

৫৯৮২ সংখ্যা] শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সাল। ইং ২৮ নবেম্বর ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যে কোন ব্যক্তি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বসন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার মানসে বিনাব্যয়ে গো-বীজে টিকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সাধারণ গো-বীজে টিকা দিবার সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অথবা সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে উক্ত কর্ম্মের ভারগ্রস্ত সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেই হইবে।

J. MACPHERSON M. D.
Suptd, Genl. of Vaccination.

জে মাকফার্সন এম, ডি,
সাধারণ গো-বীজে টীকা দিবার
সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা
নবেম্বর

NOTICE.

JOHN DAVIDSON & Co.
Builders and House Decorators
No. 68 Dhurrumtollah.
Charges moderate.
JOHN DAVIDSON & CO.
Calcutta.
3rd November 1857.

জান ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানি
গৃহ গ্রন্থনকারক ও গৃহাদি
চিত্র বিচিত্রকারি।
নম্বর ৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট।
হলভমূল্যে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ
করিয়া থাকেন।
জান ডেবিডসন এণ্ড কোং।
কলিকাতা।
৩ নবেম্বর ১৮৫৭।

সংবাদ প্রভাকর

১৪ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দাঃ সিমাব্দাঃ ১০৯

সাগরপ্রবাসি আমারদিগের কোনো [illegible] ১৫ অক্টোবর দিবসের লিখিত পত্র গত দিবস প্রাপ্ত হইয়া আমরা অতি যত্ন পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম। পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

"সাগর। ২৮ অক্টোবর ১৮৫৭।,,

"দাদা মহাশয়! আমার প্রণাম লইবেন। বহু দিবস বধি মহাশয়ের কোনো সমাচার না পাওয়াতে অত্যন্তই ভাবিত আছি, আমারদিগের Custom Office মোং ব্রজাপুর হইতে উঠিয়া সাগরে স্থাপিত হওয়াতে কি করি, উদরের দায়ে এখানে আসিয়া কার্য্য করিতেছি, চাকরি না করিলে কোনোমতেই চলেনা, কিন্তু এই স্থান অতি খারাপ, চারিদিগে কেবল পাহাড়, খাদ্য দ্রব্যের সুখমাত্রই নাই, তাহা যাহাহউক, কিন্তু বোধ হইতেছে, এবারে আমরা প্রাণে মারা গেলাম। কারণ এই অঞ্চলের চারিদিগের ছোটো ছোটো রাজা সকল বিগড়িয়া গিয়াছে, বিদ্রোহি সিপাইয়েরা তাহারদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, এপর্য্যন্তে

লুঠ হয় নাই, ও কোনো
ব লোক ও বাঙ্গালি মারাপড়ে
সকল সাহেবান লোক দুর্গ
আসিয়াছেন, আর কেল্লার
রেই সকল কাছারি হইতেছে।
ন্তু অদ্যাবধি এখানে ফৌজ আসে
নাই, এবং কবে যে আসিবে তাহা
ও জানিতে পারি নাই. কেবল ভয়ে
ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে, আর
এখন আমরা সাহেব প্রভৃতি সক-
লেই বেতন অর্দ্ধেক পাইতেছি, ই
হাতেও অধিক কষ্ট হইতেছে, দেখ
একষ্ট আর কতদিন সহ্য করিতে
হয়. মহাপরাক্রমশালি ব্রিটি গব-
র্ণমেণ্টের রাজ্যে এমত গোলযোগ
উপস্থিত হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও
মনে করেন নাই, অতএব অসম্ভব
বলিতে হইবেক. জগদীশ্বর শীঘ্রই
মঙ্গল করিবেন, নিক্ষেরা ধনে প্রাণে
মরিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই.
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অনর্থক
কতকগুলী মহাপ্রাণির প্রাণনাশ
হইবেক.—মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া
পত্র পাঠ লিখিবেন, এইক্ষণে কলি-
কাতায় কত গোরা সেনা আসিয়া-
ছে আর কতই বা আসিতেছে এবং
আসিবে, আর আর বিষয় পরে নি-
বেদন করিব।,,

এক মাসের অধিক হইল, এই
পত্র সাগর হইতে প্রেরিত হয়, আ-
মরা এরূপ অধিক বিলম্ব প্রাপ্ত হই-
লাম ইহার কারণ বোধ হয়, বিদ্রো-
হিব্যূহের অত্যাচারে এতদিন আ-
সিতে পারে নাই, পথের মধ্যে
কোনোখানে আটক ছিল, অথবা
বোধে অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আ-
সিয়া থাকিবেক। পত্র [illegible] লফা-

য় দুইটি লাল ও দুইটি সবুজ কা-
ল শিল মোহর রহিয়াছে, তাহার
কোনো মোহরেরি অক্ষর স্পষ্ট উঠে
নাই [illegible] এক বর্ণও পড়িতে পা-
রি[illegible] না, যাহাহউক আমারদিগে-
র পরমকল্যাণীয় প্রাণাধিক পত্র প্রে-
রক [illegible]র চিন্তিত হইবেন না. যখন
[illegible]বিজয়ি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আ-
শ্রয়ে রহিয়াছেন তখন আর ভাবনার
বিষয় কি? দিল্লী. লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যত
স্থান দুষ্টেরা অধিকার করিয়াছিল,
বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক শ্বেত সেনারা
পুনর্ব্বার তৎ সমুদয় হস্তগত করিয়া-
ছে, সর্ব্বত্রই বিদ্রোহিরা পরাভব হইয়া-
ছে.বিলাত হইতে বিস্তর সৈন্য আসি-
য়াছে ও আসিতেছে.বোধ করি পত্র
প্রেরক এত দিনে এই সমস্ত সুসংবা-
দ প্রাপ্ত হইয়া আপনারাও সর্ব্বতো-
ভাবে আপদ বিপদ শূন্য হইয়া থা-
কিবেন, ভরসা করি তিনি দুই এক
দিবসের মধ্যে আমারদিগ্যে এমত
আর একখানি পত্র প্রেরণ করিবেন,
যৎপাঠে আমরা তথাকার শিব সং-
বাদ প্রাপ্ত হইব।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সমাচারের সার মর্ম্ম।

মৌ নামক স্থানের নিকটস্থ সৈ-
ন্যশিবির হইতে কর্ণেল ডিউরেণ্ড
সাহেবের লিখিত ১৭ নবেম্বর দিব-
সের আগত পত্র।

"১১ দিবসে মেং আর সাহেব
মিহিদপুরে উপস্থিত হয়েন, তাহার
পূর্ব্বদিবসেই বিদ্রোহিরা তথা হইতে
প্রস্থান করে। এজন্য ১২ তারিখে
৩৩৭ জন হামন্ড [illegible] কাণ্টিঞ্জেণ্ট
অশ্বারোহি সেনা লইয়া [illegible]
হারদিগের পশ্চাদ্গামি হই[illegible]
ল নামক স্থলে তাহারদিগের সহিত
সাক্ষাৎ হয়, তথায় ৪।৫০০ শত বি-
দ্রোহি-ইটা তোপ লইয়া সমরসজ্জা-
য় দণ্ডায়মান হইলে আমারদিগের
অশ্বারোহি দল তাহারদিগের উপর
আক্রমণ করে, পরে কিঞ্চিৎ কাল
পরেই তাহারা তোপ এবং বহু সং
খ্যক শকট নুরিত গোলাগুলি প্রভৃ
তি সমুদয় সমর সামগ্রী ফেলিয়া ছিন্ন
ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল,,।

বিদ্রোহিরা মিহিদপুর হইতে যে
৩ টা তোপ এবং বড়নগর হইতে
দুইটা বড় কামান লইয়াছিল এ
তাহারা যে ২ টা তোপ আপনা
সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, উক্ত যে
জর আর সাহেব জয় লাভ পূর্ব্ব
তৎসমুদয় হস্তগত করিয়াছেন।
যুদ্ধ বিপক্ষ পক্ষের ১০০ জন হ
৭৪ জন ধৃত হইয়া বন্দিভাবে র
য়াছে। আমারদিগের পক্ষে লেফ্টে-
নেণ্ট সেমুয়েল গুরুতররূপে আহ
হইয়াছেন। কাপ্তেন মারি এবং ক্লা
সাহেবের অশ্বদ্বয় সমরক্ষেত্রে মা
গিয়াছে। শত্রু সকল ছড়িভঙ্গ হ
য়াও প্রাণপণে যুদ্ধ করাতে আমা
দিগেরো অনেক সৈন্য হত এবং অ
হত হইয়াছে। আমারদিগের সেন
পতি ও সেনার অসমসাহসে যু
করাতে অগণ্য ন্যবাদের আত্ম
হইয়াছেন,,।

কাণপুরের নিকটস্থ সৈন্যশিবি
হইতে জেনরল উণ্ডহ্যাম সাহে
গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকে লেখেন

"আমি অদ্য প্রাতে গোয়ালি
য়ার [illegible] বিদ্রোহিদি

156